বাঙ্গলার খ্যাতনামা স্বরদবাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার

বার্ষিক সূচীপত্র

বৈশাখ হইতে চৈত্র—১৩৪৩

অ

কুমার শ্রীযুক্ত অমরেশচন্দ্র সিংহ
স্বরলিপি ১৭

শ্রীঅরুণেন্দু নন্দী
গান ২৭

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার
স্বরলিপি ৫৯, ১১৬, ৪৮৯

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী তিলানা ৮৮
স্বরলিপি ৫৩৬

শ্রীঅসীমা মুখার্জ্জী
স্বরলিপি ৯২, ৪৩৯

কুমারী অঞ্জলী ব্যানার্জ্জী
স্বরলিপি ১৪৫

শ্রীঅরুণকুমার সেন
ঐক্যতানিক গৎ ২২৮

শ্রীঅজিত ঘোষ মজুমদার
সঙ্গীতের উৎপত্তি ৩৪৯

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
গান ৬৫৩

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বাক্চী
স্বরলিপি ৪৪১

শ্রীঅনিলকুমার গুপ্ত
গান ৫৬৮

আ

শ্রীআশারাণী মুখার্জ্জী
গান ৬৫৩

কুমারী আইভি ব্যানার্জ্জী
স্বরলিপি ১০১

আলাউদ্দিন খাঁ
বিলাতের চিঠি ২২৭

এ

কুমারী এষারাণী মিত্র
স্বরলিপি ৬৫

ক

শ্রীকানাইলাল হাজরা
মৃদঙ্গাচার্য্য ৺দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটি বোল ৪৬, ১২৮, ২৯০

শ্রীকামাখ্যাপদ ভট্টাচার্য্য
ঐক্যতানিক গৎ ৯৬

শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস
ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের পত্র ১৭১
স্বরোদের গৎ ৩২৭

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায়
স্বরলিপি ২৩১, ৫২৬

শ্রীকাশীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
হিম ৪৯৫
দুর্গা ৫৭২

প্রফেসর কাদের বক্স
রাগ কুসুম ৫৩১

খ

শ্রীখগেন্দ্র দে
স্বরলিপি ৫৪৩

গ

কুমারী গৌরী সেনগুপ্তা
স্বরলিপি ৪৯

শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী
গান ৯৫, ২৮৪

শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বরলিপি ১৮৮, ৫২৯, ৫৮৮

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বরলিপি ৩১০, ৩৬৩, ৪৪৮

শ্রীগোবর্দ্ধন চন্দ্র
  স্বরলিপি ৩৩৮
শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্যতীর্থ
  স্বরলিপি ৩৯৭

চ

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ
  ত্রিবট (স্বরলিপি) ১২৯
শ্রীচারু মুখার্জ্জী
  স্বরলিপি ১৫৪

জ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
  গান ১১, ২৪৪
শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
  সেতারের গৎ ৩৩, ৭৫, ২৯৮
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ
  স্বরলিপি ৮০
  ঐক্যতানিক গৎ ৩৮৪
শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার
  গান ২১৯, ৫৬৪
শ্রীজীবনভূষণ কাব্যালঙ্কার
  মৃদঙ্গবাদক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে ২৫৭
শ্রীজগৎ ঘটক
  স্বরলিপি ৩৫১
শ্রীজীবনচন্দ্র উপাধ্যায়
  শরতের গান (স্বরলিপি) ৩:৭
  স্বরলিপি ৩৮৭
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
  স্বরলিপি ৫৩৪

ত

শ্রীতারকনাথ রায়
  স্বরলিপি ১৭৩
শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়
  স্বরলিপি ২৮০
কুমারী তৃপ্তিসুধা (গৌরী) সর্ব্বাধিকারী
  দেখা দাও (স্বরলিপি) ৩৯১

দ

৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
  স্বরলিপি ৩
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)
  মৃদঙ্গ বাদন ৫১, ১১০, ১৫৭, ১৭৪, ২৯৩, ৪০৩, ৪৩০, ৪৮৩, ৫২৭, ৫৯১
  শারদীয়া ৩৪৩
শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতি ভারতী
  সঙ্গীতচ্ছটা ৯৭
  বাঙ্গালা সাহিত্যের বিকাশে সঙ্গীত ১৩৯
  সঙ্গীত তত্ত্ব ২৬৬
  সঙ্গীত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ৩৬৩
  অথ রাগ লক্ষণম্ ৩৬৮, ৪২৭
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়
  তেলেনা ১৩৭
  সেতারের গৎ ৫৮০
শ্রীদিলীপকুমার রায়
  দিশারী (স্বরলিপি) ১৬৫
  আড়াল " ২৬৯
  শ্যামল " ৩৭৯
  অবতীর্ণ " ৩৭৭
  মীরাবাঈ " ৪২৪
শ্রীদুলালী দেবী
  বর্ষা (গান) ১৭৬
শ্রীদেবব্রত চট্টরাজ
  স্বরলিপি ২৯৫
শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
  সঙ্গীতের ঠাট ৪২

ধ

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী, বি-এ
  সুপ্রসিদ্ধ সেতারী শ্রীযুক্ত শুকদেব রায় ৫৭
  সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত হারাধন চক্রবর্ত্তী (দেবঘরিয়া) ৫৬১
  বিষ্ণুপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহদেব বাহাদুর ৪০৯
  বিখ্যাত টপ্পা গায়ক ৺নরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ ৫৫৩
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত
  গান ৫৭৪

ন

নীলিমা ঘোষ
  নববর্ষের গান (স্বরলিপি) ১৫
  স্বরলিপি ৩১৯
শ্রীনলিনীকান্ত লাহিড়ী
  স্বরলিপি ২২, ২৪৬, ৩৮৫
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বাণীকণ্ঠ, বি-এল
  স্বরলিপি ১৩১
শ্রীনরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
  স্বরলিপি ১৭৭
শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
  সঙ্গীত ১৯৭
শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
  স্বরলিপি ২২৩, ৩৯৯

শ্রীনিখিলরঞ্জন বসু
- গান ২৪৮

কুমারী নীহারকণা চ্যাটার্জ্জী
- স্বরলিপি ৩০০

শ্রীননীগোপাল চৌধুরী
- গান ৩৮০

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত
- গান ৪৩১

কুমারী নিবেদিতা ঘোষ
- স্বরলিপি ৫২৪

প

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার
- শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী ১৯, ৭০, ২০৪, ২২০, ২৪৫, ৩২৫, ৪৩৪, ৪৯১, ৫৬৫

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
- সঙ্গীতে ভাবের অভিব্যক্তি ৪৩
- সঙ্গীতের রূপ ও সৌন্দর্য্য ৮২
- নৃত্যশিল্পী মণিবর্দ্ধন ২৪৯
- স্বরলিপি ২৯২
- শারদীয়া বন্দনা ৩০৫
- সুর ও কথা ৩৮১
- সুর বা সঙ্গীত ৪৪৪
- ধ্রুপদ সঙ্গীত ও তার প্রচার ৫৭৭

কুমারী পারুলপ্রভা দাশগুপ্তা
- স্বরলিপি ৫৩
- ঝুলনগীতি ২০১
- গান ৪০০

শ্রীপ্রসাদ বসু
- স্বরলিপি ১০৩

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
- প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী সরগম ১২২
- গীত-সোপান ২৭৬

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী
- স্বরলিপি ১৫০

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- ভোরের পূরবী (গান) ২৩৫

ফ

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র
- গান ৩০৯

ব

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
- সঙ্গীত-পারিজাত ৫, ৬২, ১১৯, ১৬৮, ২১১, ২৮২,
- ধ্রুপদ ৩২২
- অভিভাষণ ৪৯৭, ৫০৫
- সঙ্গীত প্রসঙ্গ ৫৪০, ৫০৬

কুমারী বকুল দত্ত
- স্বরলিপি ২৫

শ্রীবিজকৃষ্ণ দাস (নচু)
- স্বরলিপি ৩৫, ১৫২, ৩৪৭

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত
- পরলোকে প্রফেসার বিমল দাশগুপ্ত ৫২
- গান ১২৩, ৩৬২
- শ্যামা-সঙ্গীত (গান) ১৬৭
- দিনেন্দ্র স্মরণে (কবিতা) ২০৯
- আবাহনী ” [illegible]

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত
- গান ৮৭

শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী
- স্বরলিপি ১০৫

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
- হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান ১০৮, ২৪৯, ৫৬৭

বিজলীরাণী সর্ব্বাধিকারী
- রথযাত্রা (গান) ১২৫
- ঝুলন গান ১৭৬

শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়
- সেতারের গৎ ৩৪২

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
- গান ১৫১, ৪৩২

শ্রীবিজনকুমার চট্টোপাধ্যায়
- গান ৩১৮

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (রামগোপালপুর)
- সেতারের গৎ ৪২৯

শ্রীবিমলকান্ত লাহিড়ী
- বাণী-বন্দনা ৪৬০

ভ

শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়
- ঐক্যতানিক গৎ ১৪৪

শ্রীভ্রমরকুমার চট্টোপাধ্যায়
- স্বরলিপি ২৭৮

ম

শ্রীমোহনলাল মুখোপাধ্যায়
- বাঙ্গালার খ্যাতনামা স্বরোদবাদক—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু ১

শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা

কর্ণাটী রাগরাগিণী ৭৮
ভারতীয় সঙ্গীতশিক্ষায় পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিজ্ঞান ৫১৪
শ্রীমিলনময় মুখোপাধ্যায়
স্বরলিপি ১৭৫, ২৫১, ৩৫৯, ৪৫১
শ্রীমতিলাল ধর
আগমনী ৩০১

য

শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
স্বরলিপি ১২৪
৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী
একটী প্রাচীন আগমনী গান ৩৩২

র

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বরলিপি ৮, ১১৫, ২৮৬
শ্রীরাখালদাস মজুমদার
বেহালা শিক্ষাপ্রণালী ৩০, ১০৯, ১২৭, ২৩৯
শ্রীরমণীমোহন ঘোষ
গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১১৩
কুমারী রেণুকা খাঁ
স্বরলিপি ১৩৫
কুমারী রেণুকা বসু
স্বরলিপি ১০২, ২৪২
কুমারী রেখা চট্টোপাধ্যায়
স্বরলিপি ২২৯, ৩৪১, ৩৯৩
শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু
আগমনী (স্বরলিপি) ৩৫৪
রমলা ঘোষ
স্বরলিপি ৫৬৯

শ

কুমারী শেফালিকা মুখার্জ্জী
তেলেনা ৩৮, ২০২
মহাপ্রভুর ভোজন আরতি ৭৬
স্বরলিপি ২৭৩
শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ
স্বরলিপি ৪১
কুমারী শোভারাণী বসু
স্বরলিপি ৪৫, ৮৬
শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত
স্বরলিপি ৩৬, ৪৭৪, ৫৬৩
শ্রীশশবিন্দু ভট্টাচার্য্য
স্বরলিপি ৮৪
শ্রীশীতলকৃষ্ণ ঘোষ
স্বরলিপি ৮৯
শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়
স্বরলিপি ১২৬, ১৯৬, ৪৪২
শ্রীসুশীলকুমার সেন
গান ১৪১
শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
স্বরলিপি ২১৭, ২৬১
পরিশোধ (নাট্যগীতি) ৩১৫, ৩৭০, ৪১১, ৪৬৫
৫০৭, ৫৫৫
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দত্ত
স্বরলিপি ২৫২
কুমার শ্রীশরদিন্দুনাথ রায় চৌধুরী
সেতারের গৎ ৪৮৫
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেন
গৎ ৫৪২

স

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ
গান ২, ২৪০
শ্রীসুকুমার দেব
স্বরলিপি ৩১, ১৮৫
শ্রীসুচারুভূষণ প্রামাণিক
স্বরলিপি ৪৮, ৪৪৯
সম্পাদকীয়
ভ্রম সংশোধন ৫১, ১৫৬, ৫৭৯
সমালোচনা ৫৩, ১১১, ১৫৮, ৪০৪, ৪৫৪, ৪৯৯,
সংবাদ ৫৪, ১১২, ১৫৯, ২০৭, ২৫৪, ৩০২, ৩৬০,
৪০৬, ৪৫৫, ৫০০, ৫৫০, ৫৯৮
বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েসন ৫৪৫, ৫৯৩
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ
স্বরলিপি ৬৯, ১৮০, ৫১৮
মেঘ ২৮৯
শ্রীরাগ ৪২৬
শ্রীস্বরজিৎ মৌলিক এম্ এ
গান ৯১, ১৮৭, ২১৬, ৩৮৬
কুমারী সুধারাণী চৌধুরী
স্বরলিপি ১৫৮
শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল
খলিফা আবেদ হুসেন ১৬১
শ্রীসুশীলকুমার ভঞ্জচৌধুরী
সেতারের গৎ ১৮৯, ২৩৬
শ্রীসুবোধ চক্রবর্ত্তী
স্বরলিপি ১৯৪
শ্রীসাহানা দেবী
তৃষ্ণা (স্বরলিপি) ৩১৫

শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত
স্বরলিপি ২২৫
শ্রীসন্তোষকুমার সেনগুপ্ত
গান ২৭৯
শ্রীসত্যগোপাল ভৌমিক
স্বরলিপি ২৯৬
শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বরলিপি ৪০১
শ্রীসুধীরকুমার মণ্ডল
স্বরলিপি ৪৪৭
শ্রীসুবোধ রায়চৌধুরী
স্বরলিপি ৪৭৬
শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায়
গান ৪৮৮
শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী
স্বরলিপি ৫৩৬
শ্রীসুশীল জানা
গান ৫৭১
কুমারী সুলেখা অধিকারী
স্বরলিপি ৫৭৫

হ

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত
গান ৭, ১৫৩, ১৭৯, ৩৫৩, ৫৮৫
শ্যামা সঙ্গীত ৪৭৩
শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
ঝুম্‌রা তাল ১২
তেওরা তাল ১৩২
রূপক তাল ৩১২
ধামার তাল ৪৬১
শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘটক
গান ৭৯, ৩৪৪, ৫১৭
শ্রীহৃষীকেশ বাক্‌চী
স্বরলিপি ৩৪০

ক্ষ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অনাহত নাদ ২৩৬
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়, বি-এল
স্বরলিপি ৫৩৮

চিত্র সূচী

বৈশাখ

১। বাংলার খ্যাতনামা স্বরদবাদক
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু
২। ৺বিমল গুপ্ত ৫২
৩। কুমারী রেণুকণা মোদক ৫৪
৪। শ্রীমতী বিজলী দত্ত ৫৪
৫। অন্ধগায়ক শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায় ৫৫
৬। ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৬

জ্যৈষ্ঠ

১। সুপ্রসিদ্ধ সেতারী শ্রীযুক্ত শুকদেব রায়
২। কুমারী নীলিমারাণী দত্ত ১১২

আষাঢ়

১। শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২। ৺বিজলীরাণী সর্ব্বাধিকারী ১২৫
৩। শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত ১৬০

শ্রাবণ

১। স্বর্গীয় খলিফা আবিদ হুসেন খাঁ
২। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ১৭১
৩। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৭
৪। কুমারী সুধারাণী চৌধুরী ২০৭

ভাদ্র

১। ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। বৃহন্নলা নৃত্যে মণিবর্দ্ধন ২৪৯
৩। শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ ২৫৫
৪। শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ২৫৬

আশ্বিন

১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধ বাবু)
২। মাষ্টার শিবশঙ্কর নন্দী ৩০৩
৩। ৺বিপিনবিহারী ঘোষ ৩০৩
৪। তরুণ কবি নিবারণ চক্রবর্ত্তী ৩০৪

কার্ত্তিক

১। শিবদুর্গা (ত্রিবর্ণ)

অগ্রহায়ণ

১। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত হারাধন চক্রবর্ত্তী (দেবঘরিয়া)
২। সঙ্গীত সম্মিলনী অর্কেষ্ট্রা ৪০৬
৩। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ৪০৭
৪। কুমারী রেণুকণা সুর ৪০৮

পৌষ

১। বিষ্ণুপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহদেব
বাহাদুর
২। শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ৪৫৫

মাঘ

১। বাণীমূর্ত্তি
২। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯৭
৩। নৃত্যকুশলা কুমারী মমতা রায় (বেবি) ৫০২
৪। প্রেঙ্খোলিত মূর্ত্তি শিবনৃত্যে মণিবর্দ্ধন ৫০৩
৫। সঙ্গীতকুশলা শ্রীমতী জয়ন্তী দেবী ৫০৪

ফাল্গুন

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
২। কুমারী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ী ৫৫০
৩। বৃহন্নলা নৃত্যে মণিবর্দ্ধন, কণিকা, গীতি,
দীপ্তি ও গৌরী ৫৫১
৪। শ্রীমান প্রণবকুমার ভট্টাচার্য্য ৫৫২

চৈত্র

১। বিখ্যাত গায়ক ৺নরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ
২। মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৯৯
৩। কুমারী আশালতা দে ৬০০

সঙ্গীত-বিজ্ঞান
প্রবেশিকা

১৩শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৪৩ সাল { ১ম সংখ্যা

বাঙ্গলার খ্যাতনামা স্বরদবাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীমোহনলাল মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত সাধনার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই আজ ভারতের বিভিন্নস্থানে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতেছে। সঙ্গীত-চর্চ্চায় ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্ব্বিশেষে আত্মনিয়োগ করিয়া গৌরবলাভ করিতেছে। ইহা সত্যই আনন্দের বিষয়। সঙ্গীত বিদ্যায় যাঁহারা এই ভারতীয় ধারা ও বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার সাধনা অপূর্ব্ব তিনি পটলডাঙ্গা নিবাসী বসু পরিবারের বিখ্যা জমিদার ও ব্যবসায়ী ৺তারিণীচরণ বসু মহাশয়ে প্রপৌত্র।

বাল্যকাল হইতেই তিনি সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন, দ্বাদশ বৎসর বয়স কালেই তি সঙ্গীতবিশারদ ৺মহীন্দ্রচন্দ্রচট্টোপাধ্যায় মহাশয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নিক বীণ এবং হারমোনিয়াম শিক্ষা করিতে থাকেন

এবং পরে বঙ্গ-গৌরব সঙ্গীতনায়ক ৺রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামীর নিকট ধ্রুপদ এবং রাগ রাগিণীর আলাপ শিক্ষা করিতেথাকেন।

এই সময়ে স্বর্গীয় মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নেপাল হইতে ভারতের শ্রেষ্ঠ স্বরোদী আসাদউল্লা খাঁকে আনিয়া নিজ বাটীতে রাখেন। তখন বসু মহাশয় তাঁহার বাজনা শুনিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নিকট প্রায় দ্বাদশ বৎসর স্বরদ্ শিক্ষা করেন। ইহার পর কিছুদিন তিনি কেরামৎউল্লা খাঁ সাহেবের নিকটও স্বরদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি তিনি এই স্বরদ্ যন্ত্রেরই সাধনা করিয়া আসিতেছেন। তবলা ও পাখোয়াজের সহিত ইনি অতিশয় দক্ষতার সহিত বাজাইতে পারেন। তাঁহার ন্যায় সুমধুর স্বরদ বাদক বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে বিরল।

বসু মহাশয় যেমন নিরহঙ্কারী তেমনি অমায়িক এবং তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালীও সহজ এবং সরল। এই কারণে বহু ছাত্রছাত্রী তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতেছেন। এবং উপস্থিত তাঁহার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় শতাধিক হইবে।

বর্ত্তমানে খিদিরপুরের প্রতিষ্ঠিত ভারতী সম্মিলনী সঙ্গীত বিদ্যালয়ের তিনি Musical Director এবং সিমলা ও খড়দহে প্রতিষ্ঠিত ভারতী সম্মিলনীর Branch Schoolএ তিনি সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া থাকেন।

তাঁহার শ্রেষ্ঠ এবং কৃতী ছাত্রদের মধ্যে প্রিন্সিপাল রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, মোহনলাল, শ্যামকুমার গাঙ্গুলী, অশোক ঘোষ ও অনিল রায় চৌধুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমানে ধীরেন বসু মহাশয়ের বয়স ৫৩ বৎসর। আমরা ভগবানের নিকট এই গুণীর সুস্থ শরীর ও দীর্ঘায়ুঃ প্রার্থনা করি।

গান

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র

যেথায় অতীতদিন
একদা হয়েছে গত
সেথায় নীরবে আছে
মোর গান শত শত।
তাহারি কমলবনে
আজি এ বিজন খনে
স্মরণের বীণাপাণি
বসেছে মনের মত।

পরাণ চাহিছে ফিরে'
ঐ দূর বাতায়নে,
নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে
যেথায় নিশীথ খনে।
সেদিনও দীপখানি
গোধূলি লগনে জানি
কাহার করুণ চাওয়া—
মোর পথে এনে দিত।

স্বরলিপি

বুঝেছি বুঝেছি তব বাণী,
ধরার গোপন কথা এনেছ টানি।
ছন্দে গেঁথেছ হার,
মঞ্জরী সম্ভার,
সুরভিত ভাষা তব ভুবন-ভুলানী।

এসেছি তোমার লীলাঘরে,
মুকুলিত গীত মোর এনেছি থরে থরে।
এরি তালে ঝিরিঝির,
শিরীষের মঞ্জীর
বাজায়ে দিয়েছে দোল হৃদয়-ভুলানী।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II {র্সা না র্সা | -া -া -া I পা ধা পা | -া -া -া I
বু ঝে ছি | ০ ০ ০ বু ঝে ছি | ০ ০ ০

I ধা পা মা | -ধা পা -া I (মা গা -া | রা পা মা I
ত ব বা | ০ ণী ০ ধ রা র | গো প ন

I গা রসা -া | সা গা মা I পা -ধা -পা | র্সা -া -া)} II
ক থা০ ০ | এ নে ছ টা ০ ০ | নি ০ ০

II {মা -ধা ধা | ধা না না I র্সা -া -া | -া -া -া I
ছ ন্ দে | গেঁ থে ছ হা ০ ০ | ০ ০ র্

I র্সা -র্গা র্মা | র্পা র্মা র্গা I র্রসা -া -া | -া -া -া} I
ম ন্ জ | রী স ম্ ভার্ ০ ০ | ০ ০ ০

I না র্রা র্সা | ণা ধা পা I মা -া -া | পা -া মা I
সু র ভি | ত ভা ষা ত ০ ০ | ব ০ ০

I পা পা ধা | ধপা -র্সা ণা I ধা -া -া | -া -া -া II
ভু ব ন | ভু ০ লা নী ০ ০ | ০ ০ ০

II {র্রা র্সা ণা | ধা -পা -গা I গা -া -া | সা রা গা I
এ সে ছি | ছো ০ ০ মা ০ র্ | লী লা য়

I মা -া -া | া া -া I মা পা পা | পা মা গা I
রে ০ ০ | ০ ০ ০ মু কু লি | ত গী ত

I মা -া -ণা | -ধা -া -া I ধা ধা না | না র্সা -া I
মো ০ ০ | র্ ০ ০ এ নে ছি | ঘ রে ০

I না র্সা -া | -া -া -া} I মা ণা ধা | ধা ধা না I
খ রে ০ | ০ ০ ০ এ রি তা | লে ঝি রি

I র্সা -া -া | -া -া -া I র্মা র্গা র্মা | র্পা র্মা -র্গা I
ঝির্ ০ ০ | ০ ০ ০ শি রী ষে | র ম ম্

I র্র্সা -া -া | -া -া -া I না র্রা র্সা | ণা ধা পা I
জীব্ ০ ০ | ০ ০ ০ বা জা য়ে | দি য়ে ছ

I মা -া -া | -গা -া -মা I পা পা ধা | পা -র্সা র্সণা I
দো ০ ০ | ০ ০ ল্ হ দ য় | ছ ০ ন্দা

I ধা -া -া | -া -া -া II II
নী ০ ০ | ০ ০ ০

সঙ্গীত পারিজাত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্র-গ্রন্থ মধ্যে যে কয়েকখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে সঙ্গীত পারিজাত তন্মধ্যে অন্যতম। কৃষ্ণ পণ্ডিত-তনয় পণ্ডিতবর অহোবল ইহার প্রণেতা। খ্রীষ্টীয় ১৭২৪ অব্দে পারিজাত পারসী ভাষায় অনূদিত হয়, এই বলিয়া অনেক পুরাতত্ত্ববিৎ মনে করেন—সঙ্গীত-পারিজাত খৃষ্টাব্দের সপ্তদশ শতকে রচিত হইয়াছে। অহোবল বা পারিজাত সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিকতর পরিচয় আর কিছু পাওয়া যায় নাই।

অনেকে বলেন অহোবল দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন, শেষ জীবনে তিনি আর্য্যাবর্ত্তে বাস করেন এবং এই অবস্থায়ই উত্তরাখণ্ড প্রচলিত সঙ্গীত-পদ্ধতির পরিপোষকরূপে সঙ্গীত পারিজাত রচনা করেন।

পপ্‌লি সাহেব পারিজাত সম্বন্ধে বলেন "পারিজাত উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতির একখানি অত্যাবশ্যক গ্রন্থ। ইহা সপ্তদশ শতাব্দীতে অহোবল পণ্ডিতের লিখিত। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে পারস্য ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়। লোচন পণ্ডিত কৃত রাগতরঙ্গিণী ও সোমনাথ কৃত রাগবিবোধ নামক গ্রন্থ অহোবলের ভালরূপ জানা ছিল। পারিজাতের শুদ্ধ ঠাট রাগ তরঙ্গিণীর শুদ্ধ ঠাটেরই অনুরূপ। অহোবল স্বরকে সর্ব্বসমেত ২০টি শ্রুতি স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি রাগ-বর্ণনায় কচিৎ ১২টির অধিক ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ১২২টি বিভিন্ন রাগের উল্লেখ করিয়াছেন। বীণার তারের দৈর্ঘ্য অনুসারে দ্বাদশটি স্বরের বর্ণনা পারিজাতেই প্রথম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে নিয়মে ঐ স্বরগুলি ব্যবহার করিয়াছেন ঐ নিয়মে আজও উহা পুনঃ প্রদর্শন করিতে পারা যায়। পারিজাতের রচনাকাল নির্ণয় প্রসঙ্গে পপ্‌লি সাহেব তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই; সুতরাং তাঁহার উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা সুধী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের উপর নির্ভর করিয়া পারিজাত সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আলোচনা করিতেছি।

পণ্ডিতবর অহোবল গ্রন্থের প্রতিপাদ্য নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে কতিপয় শ্লোকে সংক্ষেপে একটি বিষয়-সূচি উল্লেখ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। পারিজাতের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে জানিতে হইলে ঐ শ্লোকগুলি বিশেষ উপযোগী, এই জন্য নিম্নে উহা উল্লেখ করিতেছি।

বিনোদ্দেশং বিনালক্ষ্ম পরীক্ষাঞ্চ বিনা কচিৎ।
শাস্ত্রং ন বর্ত্ততে যস্মাৎ তস্মাৎ তাঃ প্রব্রবীম্যহম্॥
পাঞ্চভৌতিক দেহেস্মিন্ মূর্দ্ধনাভ্যন্তরঃ পরম্।
তির্য্যঙ্ নাড্যশ্চ স্থানানি চক্রাণ্যুক্তানি তত্র তু॥
নাদোৎপত্তিঃ স্বরব্যক্তিস্তাসু জাতি ব্যবস্থিতিঃ।
স্বরস্থিতির্বিশুদ্ধানাং বিকৃতানাঞ্চ নির্ণয়ঃ॥
স্বরোবাদী চ সম্বাদী চানুবাদী বিবাদ্যপি।
কুলানি জাতয়োবর্ণা দ্বীপানি মুনিদেবতে॥
ছন্দাংসি চ রসাস্তেতে গ্রামাস্তু মূর্চ্ছনাস্ততঃ।
প্রস্তারিতাশ্চ কূটাঃ স্যুঃ খণ্ডমেরুস্ততঃ পরম্॥
নষ্টোদ্দিষ্টে চ তানানাং চতুর্ণাং বর্ণলক্ষণম্।
নানাবিধা অলঙ্কারা জাতীনাং লক্ষণান্যপি॥
অংশস্বরাঃ কপালানি কম্বলং গমকাস্তথা।
স্বরস্থানানি সর্ব্বেতে মেলাঃ পঞ্চাপি গীতয়ঃ॥
নাম্য ধেয়ানি রাগাণাং লক্ষণান্যপি সর্ব্বশঃ।
প্রবন্ধ লক্ষণং চাত্র লক্ষ্যবাগ্‌গেয়কারিণঃ॥
গায়নস্য গুণা দোষা ইতি কাণ্ডেহর্থ সংগ্রহঃ॥

উদ্ধৃত শ্লোক সমূহে যে বিষয়গুলি প্রতিপাদ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশ বিষয়েরই বর্ণনায় অহোবল সঙ্গীত-রত্নাকর প্রণেতা শার্ঙ্গদেবের অনুসরণ

করিয়াছেন। কেবল বিকৃত স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, অলঙ্কার, মেল, রাগ বিষয়ে পারিজাতের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

পণ্ডিত অহোবল মার্গ ও দেশী ভেদে সঙ্গীতকে দুই প্রকার তাহা নির্দ্দেশ করিয়াও দেশী সঙ্গীতকেই আলোচনা করিয়াছেন। কপালে কম্বল প্রভৃতি দু'একটি সঙ্গীতভেদ উল্লেখ করিয়াই সম্ভবতঃ অপ্রচলিত বলিয়া মার্গ সঙ্গীতের বিশেষ আলোচনা করেন নাই।

দেশের রুচি পরিবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশী সঙ্গীত পরিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং অহোবলের সময়ে দেশী সঙ্গীত যে অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার উপপত্তির জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, সঙ্গীত পারিজাতে কেবল সেই বিষয়গুলিই আলোচিত হইয়াছে। শার্ঙ্গদেব রত্নাকরে বারটি বিকৃত স্বরের উল্লেখ করিয়াছেন; পারিজাতের সময় বিকৃত স্বরের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অহোবল বাইশটি বিকৃত স্বর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ শার্ঙ্গদেব যেখানে ৫৬টি মূর্চ্ছনা স্বীকার করিয়াছেন, সেখানে অহোবলের নির্দ্দিষ্ট মূর্চ্ছনার সংখ্যা শুধু ঔড়বেই ৪,২০,১২০। তদ্ভিন্ন শার্ঙ্গদেবের মতে অলঙ্কার ৬৩টি; পারিজাতে অলঙ্কারের প্রকৃতিও অন্যরূপ, সংখ্যাও ৬৩ নহে ৬৮। মেল বস্তুটি শার্ঙ্গদেবের সময়ে ছিল না; সোমনাথ কৃত রাগবিবোধে, লোচন পণ্ডিত কৃত রাগ-তরঙ্গিণী গ্রন্থে ও পারিজাতে আমরা মেলের উল্লেখ দেখিতে পাই। পারিজাতের মতে মেলের সম্ভাবিত সংখ্যা ১১৭৪০। এই মেল সমূহের অন্তর্গত যে যে রাগ প্রসিদ্ধ ও বিশেষভাবে রঞ্জক, অহোবল তাহাদেরই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পারিজাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২২টি রাগের লক্ষণমূলক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

মাননীয় পপ্‌লি সাহেবের বর্ণনায় অহোবলের ঊনত্রিশটি শ্রুতি স্বীকার করার কথাটা সমীচীন নহে। অহোবল শার্ঙ্গদেবের ন্যায় শ্রুতি বাইশটিই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—দ্বাবিংশতি শ্রুতিনাঞ্চ ব্যবহার প্রসিদ্ধয়ে। তাসাং নামানি বক্ষ্যেঽহং নারদীয়ানুসারতঃ॥ (সঃ পাঃ ৪৪ শ্লোক)। এই শ্রুতি সমূহের নামও রত্নাকর নির্দ্দিষ্ট নামেরই অনুরূপ। আমাদের মনে হয় মাননীয় পপ্‌লি মহোদয় ঊনত্রিশটি স্বর বলিতে যাইয়া "শ্রুতি" কথাটা অপপ্রয়োগ করিয়া ফেলিয়াছেন। অহোবল ১২টির অধিক বিকৃত স্বর অতি অল্পেই ব্যবহার করিয়াছেন—পপ্‌লি মহোদয়ের এই অনুযোগের উত্তর অহোবল নিজেই দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

> রিঞ্চ পূর্ব্বং তথা তীব্রং তীব্রতরঞ্চ গস্বরম্।
> তীব্রতমং তথা গঞ্চ মঞ্চ তীব্র স্বরন্তথা॥
> মঞ্চ তীব্রতরং ধঞ্চ পূর্ব্বাখ্যং তীব্র সংজ্ঞিতম্।
> তীব্রতরং নিষাদঞ্চ তীব্রতমঞ্চ নিস্বরম্॥
> ইত্যেতাংশ্চ দশত্যক্ত্বা রাগলক্ষণমীরিতম্।
> দ্বাদশভি র্ব্বিকারাদ্যৈঃ শুদ্ধৈশ্চ সপ্তভিঃ স্বরৈঃ?
> এতৈঃ কৃতা প্রসিদ্ধা যে তত্রবাত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ।
> তত্তদ্দেশে চ তৈঃ কৃতা রাগা অপি প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

অর্থাৎ পূর্ব্ব ও তীব্র 'রি', তীব্রতর ও তীব্রতম 'গ', তীব্র ও তীব্রতম 'ম', পূর্ব্ব ও তীব্র 'ধ', তীব্রতর ও তীব্রতম 'নি' এই দশটি বিকৃত স্বর বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট বারটি বিকৃত স্বর ও শুদ্ধ সপ্ত স্বরে যে প্রসিদ্ধ রাগসমূহ রচিত হয় কেবল সেই রাগগুলিই এই গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইল। অন্যান্য দেশে পূর্ব্বোক্ত দশটি বিকৃত স্বর দ্বারাও রাগ রচনা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে (এই জন্যই ঐ দশটি বিকৃত স্বর স্বীকার করা হইল)।

অহোবল নিজে কোন্ দেশের লোক তাহাও নির্দ্দেশ করেন নাই, সেইরূপ কোন্ দেশে তাঁহার বর্জ্জিত দশটি বিকৃত স্বর দ্বারা কি ভাবে রাগ রচনা প্রতিষ্ঠিত তাহাও উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং সে আলোচনার পথ রুদ্ধ।

পারিজাত উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির একখানি অত্যাবশ্যক গ্রন্থ—এ সম্বন্ধে অনেকেই একমত। এই জন্যই অনেকদিন হইল ভারতবর্ষের নানাপ্রান্ত হইতে

ইহার প্রকাশ ও প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে। জ্যোতিষ তন্ত্রাদি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশক ৺রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অরুণোদয় নামক মাসিক পত্রে প্রথম সঙ্গীত-পারিজাত প্রকাশ করেন; কিন্তু উহা অসম্পূর্ণ। ইহাতে অহোবলের প্রতিজ্ঞাত কতকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত হয় নাই। ৪৯৭ শ্লোকে রাগ বর্ণনা সম্পূর্ণ করিয়াই গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইয়াছে। আমার এক সহযোগী বলেন, তাঁহার নিকটে অসম্পূর্ণ আরও একখানি সঙ্গীত পারিজাত আছে। উহাও বঙ্গ দেশীয় দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। পুস্তকখানি তিনি কলিকাতায় 'হকারে'র নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন। উহাতে টাইটেল পেজ বা কভারিং ছিল না সুতরাং কে উহার প্রকাশক তাহা জানিবার উপায় নাই। এতদ্ভিন্ন পুণা হইতে ১৮১৯ শকাব্দে আরও একখানি সঙ্গীত পারিজাত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহাতে অহোবলের প্রতিশ্রুত বিষয়গুলি প্রথম কাণ্ডে সন্নিবেশিত করিয়া দ্বিতীয় কাণ্ডে বাদ্য ও তালের দুইটি দীর্ঘ বিবৃতি অপ্রতিজ্ঞাত হইলেও অতিরিক্ত রূপে সংযোজিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে সঙ্গীত পারিজাতের একটি মহারাষ্ট্রীয় অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ভালচন্দ্র সীতারাম সুকথনকর এম-এ এল, এল, বি মহাশয় ইহার প্রকাশক। ইহাতে পারিজাতের প্রথম হইতে ৪৯৬টি শ্লোকের অনুবাদ ও মাঝে মাঝে দুরূহ স্থলে টিপ্পনীর সাহায্যে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার প্রয়াস করা হইয়াছে।

কলিকাতাস্থ "ভারত সঙ্গীত সমাজ"ও একসময় এইরূপ অনুবাদ সহ আদ্যোপান্ত সঙ্গীত পারিজাত প্রকাশের সঙ্কল্প করেন, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

এক দক্ষিণ ভারত ভিন্ন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দুস্থানীয় সঙ্গীত পদ্ধতি প্রচলিত, সঙ্গীত পারিজাত এই পদ্ধতিরই পরিপোষক বলিয়া স্বীকৃত, দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত ইহার একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় নাই, ফলে জনসাধারণ পারিজাতের প্রতিপাদ্য বিষয়ে একরূপ অনভিজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা এই অভাব দূরীকরণের জন্য এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহা তাহারই ভূমিকা।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

গাঁয়ের মেঠো পথে ঐ, কে যায় গান গেয়ে,
ওগো কে যায় গান গেয়ে।
পরাণ আমার উঠে ধেয়ে তারি পথ চেয়ে,
ওগো তারি পথ চেয়ে॥

মাঝি তারা ডিঙি নিয়ে
ভিড়ায় তরী ঘাটে গিয়ে
উদাস পথিক তারি পানে চলে পথ বেয়ে,
ওগো চলে পথ বেয়ে।

একতারার মিঠে সুরে
বসল সে হৃদয় জুড়ে
কেমনে তায় দেবো বিদায় কাছে তারে পেয়ে,
ওগো কাছে তারে পেয়ে॥

স্বরলিপি

দেশ—একতালা

পতিত-পাবনি শিব শিরপরে
শোভিত ভব-তরঙ্গে।
অমল তরল তব বারি পানে
জীবিত সকল আছে প্রাণীগণে
ধন্যা ধন্যা সগর-বংশে জগত পূজিত গঙ্গে।
ভীষ্ম-জননি, তাপ-হারিণি,
হরিপদে তব জনম জননি,
নিয়ত যে তুমি ত্রিভুবন জনে
নিরখি কৃপা অপাঙ্গে।
গোপেশ যাচিছে তোমার চরণ,
অন্তিমে যেন পায় গো শরণ,
ওমা সুরধুনি তুমি বিনা কে আছে বিপদ বিভঙ্গে॥

কথা ও সুর সঙ্গীতনায়ক—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্বরলিপি—সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

০			১			২´			৩		
‖ না	র্সা	র্রা	র্সা	র্রা	ণা	ধপা	ধা	পা	মা	মা	গা
‖ প	তি	ত	পা	ব	নি	শি০	ব	শি	র	প	রে
রা	জ্ঞা	রা	সা	ন্‌া	সা	রগা	-মপা	-ধপা	মা	-গা	-রা ‖
শো	ভি	ত	ভ	ব	ত	র০	০০	০০	ঙ্গে	০	০ ‖

০			১			২´			৩		
‖ {মা	পা	পা	না	না	না	না	র্সা	র্সা	না	র্সা	র্সা
‖ অ	ম	ল	ত	র	ল	ত	ব	বা	রি	পা	নে
পা	র্সা	না	র্সা	র্সা	র্সা	না	র্সা	র্সর্রা	ণা	ধা	পা}
জী	বি	ত	স	ক	ল	আ	ছে	প্রা০	ণি	গ	ণে

পা	-র´া	র´া	র´া	-জ্ঞ´া	র´া	স´না	না	না	স´া	-া	স´া
ধ	০	ন্তা	ধ	০	ন্তা	স০	গ	র	বং	০	শে

মা	পা	না	না	স´া	স´া	নস´া	-র´জ্ঞ´া	র´স´া	-ণধা	-পমা	-পা
জ	গ	ত	পূ	জি	ত	গ০	০০	ঙ্গে০	০০	০০	০

ণা	স´া	র´া	ম´া	জ্ঞ´া	র´া	স´া	ণা	ধা	মা	গা	রা
"প	তি	ত	পা	ব	নি	শি	ব	শি	রো	প	রে

রা	জ্ঞা	রা	সা	ন্‌া	সা	রগা	-মপা	-ধপা	মা	-গা	-রা
শো	ভি	ত	ভ	ব	ত	র০	০০	০০	ঙ্গে"	০	০

০			১			২´			৩		
মা	-গা	রা	মা	মা	মা	পা	-া	পা	মা	পা	পা
ভী	০	ষ্ম	জ	ন	নি	তা	০	প	হা	রি	ণি

মা	ণা	ণা	ধা	স´া	ণা	ধপা	ধা	পা	মা	মা	গা
হ	রি	প	দে	ত	ব	জ০	ন	ম	জ	ন	নি

মা	রা	রা	মা	পা	পা	মা	গা	মা	রা	রা	সা
নি	য়	ত	যে	তু	মি	ত্রি	ভু	ব	ন	জ	নে

সা	সা	সা	ন্‌া	ন্‌া	সা	রগা	-রা	-পা	মা	-গা	-রা
নি	র	খি	কৃ	পা	অ	পা০	০	০	ঙ্গে	০	০

চিত্র সূচী

বৈশাখ

১। বাংলার খ্যাতনামা স্বরদবাদক
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু
২। ৺বিমল গুপ্ত ৫২
৩। কুমারী রেণুকণা মোদক ৫৪
৪। শ্রীমতী বিজলী দত্ত ৫৪
৫। অন্ধগায়ক শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায় ৫৫
৬। ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৬

জ্যৈষ্ঠ

১। সুপ্রসিদ্ধ সেতারী শ্রীযুক্ত শুকদেব রায়
২। কুমারী নীলিমারাণী দত্ত ১১২

আষাঢ়

১। শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২। ৺বিজলীরাণী সর্ব্বাধিকারী ১২৫
৩। শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত ১৬১

শ্রাবণ

১। স্বর্গীয় খলিফা আবিদ হুসেন খাঁ
২। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ১৭১
৩। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ২০৭
৪। কুমারী সুধারাণী চৌধুরী ২০৭

ভাদ্র

১। ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। বৃহন্নলা নৃত্যে মণিবর্দ্ধন ২৪৯
৩। শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ ২৫৫
৪। শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ২৫৬

আশ্বিন

১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধ বাবু)
২। মাষ্টার শিবশঙ্কর নন্দী ৩০৩
৩। ৺বিপিনবিহারী ঘোষ ৩০৩
৪। তরুণ কবি নিবারণ চক্রবর্ত্তী ৩০৪

কার্ত্তিক

১। শিবদুর্গা (ত্রিবর্ণ)

অগ্রহায়ণ

১। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত হারাধন চক্রবর্ত্তী (দেবঘরিয়া)
২। সঙ্গীত সম্মিলনী অর্কেষ্ট্রা ৪০৬
৩। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ৪০৭
৪। কুমারী রেণুকণা সুর ৪০৮

পৌষ

১। বিষ্ণুপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহদেব বাহাদুর
২। শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ৪৫৫

মাঘ

১। বাণীমূর্ত্তি
২। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯৭
৩। নৃত্যকুশলা কুমারী মমতা রায় (বেবি) ৫০২
৪। প্রেঙ্খোলিত মূর্ত্তি শিবনৃত্যে মণিবর্দ্ধন ৫০৩
৫। সঙ্গীতকুশলা শ্রীমতী জয়ন্তী দেবী ৫০৪

ফাল্গুন

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
২। কুমারী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ী ৫৫০
৩। বৃহন্নলা নৃত্যে মণিবর্দ্ধন, কণিকা, গীতি,
দীপ্তি ও গৌরী ৫৫১
৪। শ্রীমান প্রণবকুমার ভট্টাচার্য্য ৫৫২

চৈত্র

১। বিখ্যাত গায়ক ৺নরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ
২। মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৯৯
৩। কুমারী আশালতা দে ৬০০

সঙ্গীত-বিজ্ঞান
প্রবেশিকা

১৩শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৪৩ সাল { ১ম সংখ্যা

বাঙ্গলার খ্যাতনামা স্বরদবাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীমোহনলাল মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত সাধনার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই আজ ভারতের বিভিন্নস্থানে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতেছে। সঙ্গীত-চর্চ্চায় ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্ব্বিশেষে আত্মনিয়োগ করিয়া গৌরবলাভ করিতেছে। ইহা সত্যই আনন্দের বিষয়। সঙ্গীত বিদ্যায় যাঁহারা এই ভারতীয় ধারা ও বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার সাধনা অপূর্ব্ব। তিনি পটলডাঙ্গা নিবাসী বসু পরিবারের বিখ্যাত জমিদার ও ব্যবসায়ী ৺তারিণীচরণ বসু মহাশয়ের প্রপৌত্র।

বাল্যকাল হইতেই তিনি সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন, দ্বাদশ বৎসর বয়স কালেই তিনি সঙ্গীতবিশারদ ৺মহীন্দ্রচন্দ্রচট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নিকট বীণ্ এবং হারমোনিয়াম শিক্ষা করিতে থাকেন;

এবং পরে বঙ্গ-গৌরব সঙ্গীতনায়ক ৺রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামীর নিকট ধ্রুপদ এবং রাগ রাগিণীর আলাপ শিক্ষা করিতেথাকেন।

এই সময়ে স্বর্গীয় মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নৈপাল হইতে ভারতের শ্রেষ্ঠ স্বরোদী আসাদউল্লা খাঁকে আনিয়া নিজ বাটীতে রাখেন। তখন বসু মহাশয় তাঁহার বাজনা শুনিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নিকট প্রায় দ্বাদশ বৎসর স্বরদ্ শিক্ষা করেন। ইহার পর কিছুদিন তিনি কেরামৎউল্লা খাঁ সাহেবের নিকটও স্বরদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি তিনি এই স্বরদ্ যন্ত্রেরই সাধনা করিয়া আসিতেছেন। তবলা ও পাখোয়াজের সহিত ইনি অতিশয় দক্ষতার সহিত বাজাইতে পারেন। তাঁহার ন্যায় সুমধুর স্বরদ বাদক বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে বিরল।

বসু মহাশয় যেমন নিরহঙ্কারী তেমনি অমায়িক এবং তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালীও সহজ এবং সরল। এই কারণে বহু ছাত্রছাত্রী তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতেছেন। এবং উপস্থিত তাঁহার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় শতাধিক হইবে।

বর্ত্তমানে খিদিরপুরের প্রতিষ্ঠিত ভারতী সম্মিলনী সঙ্গীত বিদ্যালয়ের তিনি Musical Director এবং সিমলা ও খড়দহে প্রতিষ্ঠিত ভারতী সম্মিলনীর Branch Schoolএ তিনি সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া থাকেন।

তাঁহার শ্রেষ্ঠ এবং কৃতী ছাত্রদের মধ্যে প্রিন্সিপাল রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, মোহনলাল, শ্যামকুমার গাঙ্গুলী, অশোক ঘোষ ও অনিল রায় চৌধুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমানে ধীরেন বসু মহাশয়ের বয়স ৫৩ বৎসর। আমরা ভগবানের নিকট এই গুণীর সুস্থ শরীর ও দীর্ঘায়ুঃ প্রার্থনা করি।

গান

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র

যেথায় অতীতদিন
একদা হয়েছে গত
সেথায় নীরবে আছে
মোর গান শত শত।
তাহারি কমলবনে
আজি এ বিজন খনে
স্মরণের বীণাপাণি
বসেছে মনের মত।

পরাণ চাহিছে ফিরে'
ঐ দূর বাতায়নে,
নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে
যেথায় নিশীথ খনে।
সেদিনও দীপখানি
গোধূলি লগনে জানি
কাহার করুণ চাওয়া—
মোর পথে এনে দিত।

স্বরলিপি

বুঝেছি বুঝেছি তব বাণী,
ধরার গোপন কথা এনেছ টানি।
ছন্দে গেঁথেছ হার,
মঞ্জরী সম্ভার,
সুরভিত ভাষা তব ভুবন-ভুলানী।

এসেছি তোমার লীলাঘরে,
মুকুলিত গীত মোর এনেছি থরে থরে।
এরি তালে ঝিরিঝির্,
শিরীষের মঞ্জীর
বাজায়ে দিয়েছে দোল হৃদয়-দুলানী।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II {র্সা না র্সা | -া -া -া I ণা ধা ণা | -া -া -া I
বু ঝে ছি | ০ ০ ০ বু ঝে ছি | ০ ০ ০

I ধা পা মা | -ধা পা -া I (মা গা -া | রা পা মা I
ত ব বা | ০ ণী ০ ধ রা র | গো প ন

I গা রসা -া | সা গা মা I পা -ধা -ণা | র্সা -া -া)} II
ক থা০ ০ | এ নে ছ টা ০ ০ | নি ০ ০

II {মা -ধা ধা | ধা না না I র্সা -া -া | -া -া -া I
ছ ন্ দে | গেঁ থে ছ হা ০ ০ | ০ ০ র্

I র্সা -র্গা র্মা | র্পা র্মা র্গা I র্রর্সা -া -া | -া -া -া} I
ম ন্ জ | রী স ম্ ভার্ ০ ০ | ০ ০ ০

I না র্রা র্সা | ণা ধা পা I মা -া -া | গা -া মা I
সু র ভি | ত ভা ষা ত ০ ০ | ব ০ ০

I পা পা ধা | ধপা -র্সা ণা I ধা -া -া | -া -া -া II
ভু ব ন | ভু ০ লা নী ০ ০ | ০ ০ ০

II {রা´ সা´ ণা | ধা -পা -মা I গা -া -া | সা রা গা I
এ সে ছি | হো ০ ০ মা ০ য় | লী লা য়

I মা -া -া | া া -া I মা পা পা | পা মা গা I
রে ০ ০ | ০ ০ ০ মু কু লি | ত গী ত

I মা -া -ণা | -ধা -া -া I ধা ধা না | না সা´ -া I
মো ০ ০ | র্ ০ ০ এ নে ছি | ঘ রে ০

I না সা´ -া | -া -া -া} I মা ণা ধা | ধা ধা না I
থ রে ০ | ০ ০ ০ এ রি ভা | লে ঝি রি

I সা´ -া -া | -া -া -া I ঋা´ গা´ মা´ | পা´ মা´ -গা´ I
ঝির্ ০ ০ | ০ ০ ০ শি রী ষে | র ম ন্

I র্সা´ -া -া | -া -া -া I না রা´ সা´ | ণা ধা পা I
জী র্ ০ ০ | ০ ০ ০ বা জা য়ে | দি য়ে ছ

I মা -া -া | -গা -া -মা I পা পা ধা | পা -সা´ সণা I
দো ০ ০ | ০ ০ ল্ হৃ দ য় | হৃ ০ লা

I ধা -া -া | -া -া -া II II
নী ০ ০ | ০ ০ ০

সঙ্গীত পারিজাত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্র-গ্রন্থ মধ্যে যে কয়েকখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে সঙ্গীত পারিজাত তন্মধ্যে অন্যতম। কৃষ্ণ পণ্ডিত-তনয় পণ্ডিতবর অহোবল ইহার প্রণেতা। খ্রীষ্টীয় ১৭২৪ অব্দে পারিজাত পারসী ভাষায় অনূদিত হয়, এই বলিয়া অনেক পুরাতত্ত্ববিৎ মনে করেন—সঙ্গীত-পারিজাত খৃষ্টাব্দের সপ্তদশ শতকে রচিত হইয়াছে। অহোবল বা পারিজাত সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিকতর পরিচয় আর কিছু পাওয়া যায় নাই।

অনেকে বলেন অহোবল দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন, শেষ জীবনে তিনি আর্য্যাবর্ত্তে বাস করেন এবং এই অবস্থায়ই উত্তরাখণ্ড প্রচলিত সঙ্গীত-পদ্ধতির পরিপোষকরূপে সঙ্গীত পারিজাত রচনা করেন।

পপ্‌লি সাহেব পারিজাত সম্বন্ধে বলেন "পারিজাত উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতির একখানি অত্যাবশ্যক গ্রন্থ। ইহা সপ্তদশ শতাব্দীতে অহোবল পণ্ডিতের লিখিত। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে পারস্য ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়। লোচন পণ্ডিত কৃত রাগতরঙ্গিণী ও সোমনাথ কৃত রাগবিবোধ নামক গ্রন্থ অহোবলের ভালরূপ জানা ছিল। পারিজাতের শুদ্ধ ঠাট রাগ তরঙ্গিণীর শুদ্ধ ঠাটেরই অনুরূপ। অহোবল অষ্টকে সর্ব্বসমেত ২০টি শ্রুতি স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি রাগ-বর্ণনায় কচিৎ ১২টির অধিক ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ১২২টি বিভিন্ন রাগের উল্লেখ করিয়াছেন। বীণায় তারের দৈর্ঘ্য অনুসারে দ্বাদশটি স্বরের বর্ণনা পারিজাতেই প্রথম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে নিয়মে ঐ স্বরগুলি ব্যবহার করিয়াছেন ঐ নিয়মে আজও উহা পুনঃ প্রদর্শন করিতে পারা যায়। পারিজাতের রচনাকাল নির্ণয় প্রসঙ্গে পপ্‌লি সাহেব তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই; সুতরাং তাঁহার উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা সুধী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের উপর নির্ভর করিয়া পারিজাত সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আলোচনা করিতেছি।

পণ্ডিতবর অহোবল গ্রন্থের প্রতিপাদ্য নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে কতিপয় শ্লোকে সংক্ষেপে একটি বিষয়-সূচি উল্লেখ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। পারিজাতের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে জানিতে হইলে ঐ শ্লোকগুলি বিশেষ উপযোগী, এই জন্য নিম্নে উহা উল্লেখ করিতেছি।

বিনোদ্দেশং বিনালক্ষ্ম পরীক্ষাঞ্চ বিনা কচিৎ।
শাস্ত্রং ন বর্ত্ততে যস্মাৎ তস্মাৎ তাঃ প্রব্রবীম্যহম্॥
পাঞ্চভৌতিক দেহেস্মিন্ ধ্বনাভ্যন্তরঃ পরম্।
তির্য্যঙ্ নাড্যশ্চ স্থানানি চক্রাণ্যক্কানি তত্র তু॥
নাদোৎপত্তিঃ স্বরব্যক্তিস্তাসু জাতি ব্যবস্থিতিঃ।
স্বরস্থিতির্বিশুদ্ধানাং বিকৃতানাঞ্চ নির্ণয়ঃ॥
স্বরোবাদী চ সম্বাদী চানুবাদী বিবাদ্যপি।
কুলানি জাতয়োবর্ণা দ্বীপানি মুনিদেবতে॥
ছন্দাংসি চ রসাহেতে গ্রামাস্ত মূর্চ্ছনাস্ততঃ।
প্রস্তারিতাশ্চ কূটাঃ স্যুঃ খণ্ডমেরুস্ততঃ পরম্॥
নষ্টোদ্দিষ্টে চ তানানাং চতুর্ণাং বর্ণলক্ষণম্।
নানাবিধা অলঙ্কারা জাতীনাং লক্ষণান্যপি॥
অংশস্বরাঃ কপালানি কম্বলং গমকাস্তথা।
স্বরস্থানানি সর্ব্বেতে মেলাঃ পঞ্চাপি গীতয়ঃ॥
নাম্য ধেয়ানি রাগাণাং লক্ষণান্যপি সর্ব্বশঃ।
প্রবন্ধ লক্ষণং চাত্র লক্ষ্যবাগ্‌গেয়কারিণঃ॥
গায়নস্য গুণা দোষা ইতি কাণ্ডেঽর্থ সংগ্রহঃ॥

উদ্ধৃত শ্লোক সমূহে যে বিষয়গুলি প্রতিপাদ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশ বিষয়েরই বর্ণনায় অহোবল সঙ্গীত-রত্নাকর প্রণেতা শার্ঙ্গদেবের অনুসরণ

করিয়াছেন। কেবল বিকৃত স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, অলঙ্কার, মেল, রাগ বিষয়ে পারিজাতের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

পণ্ডিত অহোবল মার্গ ও দেশী ভেদে সঙ্গীতকে দুই প্রকার তাহা নির্দ্দেশ করিয়াও দেশী সঙ্গীতকেই আলোচনা করিয়াছেন। কপালে কম্বল প্রভৃতি দু'একটি সঙ্গীতভেদ উল্লেখ করিয়াই সম্ভবতঃ অপ্রচলিত বলিয়া মার্গ সঙ্গীতের বিশেষ আলোচনা করেন নাই।

দেশের রুচি পরিবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশী সঙ্গীত পরিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং অহোবলের সময়ে দেশী সঙ্গীত যে অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার উপপত্তির জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, সঙ্গীত পারিজাতে কেবল সেই বিষয়গুলিই আলোচিত হইয়াছে। শার্ঙ্গদেব রত্নাকরে বারটি বিকৃত স্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, পারিজাতের সময় বিকৃত স্বরের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অহোবল বাইশটি বিকৃত স্বর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ শার্ঙ্গদেব যেখানে ৫৬টি মূর্চ্ছনা স্বীকার করিয়াছেন, সেখানে অহোবলের নির্দ্দিষ্ট মূর্চ্ছনার সংখ্যা শুধু ঔড়বেই ৪,২০,১২০। তদ্ভিন্ন শার্ঙ্গদেবের মতে অলঙ্কার ৬৩টি; পারিজাতে অলঙ্কারের প্রকৃতিও অন্যরূপ, সংখ্যাও ৬৩ নহে ৬৮। মেল বস্তুটি শার্ঙ্গদেবের সময়ে ছিল না; সোমনাথ কৃত রাগবিবোধে, লোচন পণ্ডিত কৃত রাগ-তরঙ্গিণী গ্রন্থে ও পারিজাতে আমরা মেলের উল্লেখ দেখিতে পাই। পারিজাতের মতে মেলের সম্ভাবিত সংখ্যা ১১৩৪০। এই মেল সমূহের অন্তর্গত যে যে রাগ প্রসিদ্ধ ও বিশেষভাবে রঞ্জক, অহোবল তাহাদেরই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পারিজাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২২টি রাগের লক্ষণমূলক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

মাননীয় পপ্‌লি সাহেবের বর্ণনায় অহোবলের উনত্রিশটি শ্রুতি স্বীকার করার কথাটা সমীচীন নহে। অহোবল শার্ঙ্গদেবের ন্যায় শ্রুতি বাইশটিই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—দ্বাবিংশতি শ্রুতিনাঞ্চ ব্যবহার প্রসিদ্ধয়ে। তাসাং নামানি বক্ষ্যেঽহং নারদীয়ানুসারতঃ। (সঃ পাঃ ৪৪ শ্লোক)। এই শ্রুতি সমূহের নামও রত্নাকর নির্দ্দিষ্ট নামেরই অনুরূপ। আমাদের মনে হয় মাননীয় পপ্‌লি মহোদয় উনত্রিশটি স্বর বলিতে যাইয়া "শ্রুতি" কথাটা অপপ্রয়োগ করিয়া ফেলিয়াছেন। অহোবল ১২টির অধিক বিকৃত স্বর অতি অল্পেই ব্যবহার করিয়াছেন—পপ্‌লি মহোদয়ের এই অনুযোগের উত্তর অহোবল নিজেই দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

রিঞ্চ পূর্ব্বং তথা তীব্রং তীব্রতরঞ্চ গস্বরম্।
তীব্রতমং তথা গঞ্চ মঞ্চ তীব্র স্বরস্তথা।
মঞ্চ তীব্রতরং ধঞ্চ পূর্ব্বাখ্যং তীব্র সংজ্ঞিতম্।
তীব্রতরং নিষাদঞ্চ তীব্রতমঞ্চ নিস্বরম্।
ইত্যেত্রাংশ্চ দশত্যক্‌ত্বা রাগলক্ষণমীরিতম্।
দ্বাদশভি র্বিকারাদ্যৈঃ শুদ্ধৈশ্চ সপ্তভিঃ স্বরৈঃ?
এতৈঃ কৃত্বা প্রসিদ্ধা যে তত্রবাত্র প্রকীর্তিতাঃ।
তত্তদ্দেশে চ তৈঃ কৃত্বা রাগা অপি প্রতিষ্ঠিতাঃ।

অর্থাৎ পূর্ব্ব ও তীব্র 'রি', তীব্রতর ও তীব্রতম 'গ', তীব্র ও তীব্রতম 'ম', পূর্ব্ব ও তীব্র 'ধ', তীব্রতর ও তীব্রতম 'নি' এই দশটি বিকৃত স্বর বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট বারটি বিকৃত স্বর ও শুদ্ধ সপ্ত স্বরে যে প্রসিদ্ধ রাগসমূহ রচিত হয় কেবল সেই রাগগুলিই এই গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইল। অন্যান্য দেশে পূর্ব্বোক্ত দশটি বিকৃত স্বর দ্বারাও রাগ রচনা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে (এই জন্যই ঐ দশটি বিকৃত স্বর স্বীকার করা হইল)।

অহোবল নিজে কোন্ দেশের লোক তাহাও নির্দ্দেশ করেন নাই, সেইরূপ কোন্ দেশে তাঁহার বর্জ্জিত দশটি বিকৃত স্বর দ্বারা কি ভাবে রাগ রচনা প্রতিষ্ঠিত তাহাও উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং সে আলোচনার পথ রুদ্ধ।

পারিজাত উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির একখানি অত্যাবশ্যক গ্রন্থ—এ সম্বন্ধে অনেকেই একমত। এই জন্যই অনেকদিন হইল ভারতবর্ষের নানাপ্রান্ত হইতে

ইহার প্রকাশ ও প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে। জ্যোতিষ তন্ত্রাদি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশক ৺রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অরুণোদয় নামক মাসিক পত্রে প্রথম সঙ্গীত-পারিজাত প্রকাশ করেন; কিন্তু উহা অসম্পূর্ণ। ইহাতে অহোবলের প্রতিজ্ঞাত কতকগুলি বিষয় সন্নিবেশিত হয় নাই। ৪৯৭ শ্লোকে রাগ বর্ণনা সম্পূর্ণ করিয়াই গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইয়াছে। আমার এক সহযোগী বলেন, তাঁহার নিকটে অসম্পূর্ণ আরও একখানি সঙ্গীত পারিজাত আছে। উহাও বঙ্গ দেশীয় দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। পুস্তকখানি তিনি কলিকাতায় 'হকারে'র নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন। উহাতে টাইটেল পেজ বা কভারিং ছিল না সুতরাং কে উহার প্রকাশক তাহা জানিবার উপায় নাই। এতদ্ভিন্ন পুণা হইতে ১৮১৯ শকাব্দে আরও একখানি সঙ্গীত পারিজাত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহাতে অহোবলের প্রতিশ্রুত বিষয়গুলি প্রথম কাণ্ডে সন্নিবেশিত করিয়া দ্বিতীয় কাণ্ডে বাদ্য ও তালের দুইটি দীর্ঘ বিবৃতি অপ্রতিজ্ঞাত হইলেও অতিরিক্ত রূপে সংযোজিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে সঙ্গীত পারিজাতের একটি মহারাষ্ট্রীয় অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ভালচন্দ্র সীতারাম সুকথনকর এম-এ এল, এল, বি মহাশয় ইহার প্রকাশক। ইহাতে পারিজাতের প্রথম হইতে ৪৯৬টি শ্লোকের অনুবাদ ও মাঝে মাঝে দুরূহ স্থলে টিপ্পনীর সাহায্যে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার প্রয়াস করা হইয়াছে।

কলিকাতায় "ভারত সঙ্গীত সমাজ"ও একসময় এইরূপ অনুবাদ সহ আদ্যোপান্ত সঙ্গীত পারিজাত প্রকাশের সঙ্কল্প করেন, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

এক দক্ষিণ ভারত ভিন্ন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দুস্থানীয় সঙ্গীত পদ্ধতি প্রচলিত, সঙ্গীত পারিজাত এই পদ্ধতিরই পরিপোষক বলিয়া স্বীকৃত, দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত ইহার একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় নাই, ফলে জনসাধারণ পারিজাতের প্রতিপাদ্য বিষয়ে একরূপ অনভিজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা এই অভাব দূরীকরণের জন্য এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহা তাহারই ভূমিকা।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

গাঁয়ের মেঠো পথে ঐ, কে যায় গান গেয়ে,
ওগো কে যায় গান গেয়ে।
পরাণ আমার উঠে ধেয়ে তারি পথ চেয়ে,
ওগো তারি পথ চেয়ে।

মাঝি ভায়া ডিঙি নিয়ে
ভিড়ায় তরী ঘাটে গিয়ে
উদাস পথিক তারি পানে চলে পথ বেয়ে,
ওগো চলে পথ বেয়ে।

একতারার মিঠে সুরে
বসল সে হৃদয় জুড়ে
কেমনে তায় দেবো বিদায় কাছে তারে পেয়ে,
ওগো কাছে তারে পেয়ে।

স্বরলিপি

দেশ—একতালা

পতিত-পাবনি শিব শিরপরে
শোভিত ভব-তরঙ্গে।
অমল তরল তব বারি পানে
জীবিত সকল আছে প্রাণীগণে
ধন্যা ধন্যা সগর-বংশে জগত পূজিত গঙ্গে।
ভীষ্ম-জননি, তাপ-হারিণি,
হরিপদে তব জনম জননি,
নিয়ত যে তুমি ত্রিভুবন জনে
নিরখি কৃপা অপাঙ্গে।
গোপেশ যাচিছে তোমার চরণ,
অন্তিমে যেন পায় গো শরণ,
ওমা সুরধুনি তুমি বিনা কে আছে বিপদ বিভঙ্গে॥

কথা ও সুর সঙ্গীতনায়ক—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বরলিপি—সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

০			১			২			৩		
‖ না	র্সা	র্রা	র্সা	র্রা	ণা	ধপা	ধা	পা	মা	মা	গা
‖ প	তি	ত	পা	ব	নি	শি০	ব	শি	র	প	রে
রা	জ্ঞা	রা	সা	ন্‌া	সা	রগা	-মপা	-ধপা	মা	-গা	-রা ‖
শো	ভি	ত	ভ	ব	ত	র০	০০	০০	ঙ্গে	০	০

০			১			২´			৩		
‖ {মা	পা	পা	না	না	না	না	র্সা	র্সা	না	র্সা	র্সা
‖ অ	ম	ল	ত	র	ল	ত	ব	বা	রি	পা	নে
পা	র্সা	না	র্সা	র্সা	র্সা	না	র্সা	র্সর্রা	ণা	ধা	পা}
জী	বি	ত	স	ক	ল	আ	ছে	প্রা০	ণি	গ	ণে

পা -র্রা র্রা | র্রা -র্জ্ঞা র্রা | র্সনা না না | র্সা -া র্সা
ধ ০ ন্যা | ধ ০ ন্যা | স০ গ র | বং ০ শে

মা পা না | না র্সা র্সা | নর্সা -র্রর্জ্ঞা র্রর্সা | -ণধা -পমা -পা
জ গ ত | পূ জি ত | গ০ ০০ ন্দে০ | ০০ ০০ ০

ণা র্সা র্রা | র্মা র্জ্ঞা র্রা | র্সা ণা ধা | মা গা রা ||
"প তি ত | পা ব নি | শি ব শি | রো প রে ||

রা জ্ঞা রা | সা ন্‌া সা | রগা -মপা -ধপা মা -গা -রা
শো ভি ত | ভ ব ত | র০ ০০ ০০ ন্দে" ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| মা -গা রা | মা মা মা | পা -া পা | মা পা পা
| ভী ০ ম | জ ন নি | তা ০ প | হা রি ণি

মা ণা ণা | ধা র্সা ণা | ধপা ধা পা | মা মা গা
হ রি প | দে ত ব | জ০ ন ম | জ ন নি

মা রা রা | মা পা পা | মা গা মা | রা রা সা
নি য় ত | যে তু মি | ত্রি ভু ব | ন জ নে

সা সা সা | ন্‌া ন্‌া সা | রগা -রা -পা | মা -গা -রা |
নি র খি | রু পা অ | পা০ ০ ০ | ন্দে ০ ০ |

০			১			২´			৩		
‖ {মা	পা	পা |	না	না	না |	না	সা́	না |	সা́	সা́	সা́ |
‖ গো	পে	শ |	যা	চি	ছে |	তো	মা	র |	চ	র	ণ |
পা	-সা́	না |	সা́	সা́	সা́ |	নসা́	রা́	ণা |	ণা	ধা	পা} |
অ	০	ন্তি |	মে	যে	ন |	পা০	য়	গো |	শ	র	ণ |
পা	রা́সা́	রা́ |	রা́	জ্ঞা́	রা́ |	সা́না	না	না |	না	সা́	-া |
ও	মা০	সু |	র	ধু	নি |	তু০	মি	বি |	না	কে	০ |
মা	পা	না |	না	না	না |	নসা́	-রা́জ্ঞা́	রা́সা́ |	-ণধা	-পমা	-পা |
আ	ছে	বি |	প	দ	বি |	ভ০	০০	ঞ্জে০ |	০০	০০	০ |
না	সা́	রা́ |	মা́	জ্ঞা́	রা́ |	সা́	ণা	ধা |	পা	মা	গা |
“প	তি	ত |	পা	ব	নি |	শি	ব	শি |	ব	প	রে |
রা	জ্ঞা	রা |	সা	ন্‌া	সা |	রগা	-মপা	-ধপা |	মা	-গা	রা ‖
শো	ভি	ত |	ভ	ব	ত |	র০	০০	০০ |	ঙ্গে”	০	০ ‖

তান

	২´			৩		
১।	মপা	নসা́	রা́রা́ |	সা́ণা	ধপা	মপা |
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০

	০			১			২´			৩		
২।	ন্‌সা	রমা	পনা |	সা́রা́	জ্ঞা́রা́	সা́না |	সা́রা́	সা́ণা	ধসা́ |	ণধা	পমা	পা |
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০

০ ১ ২´ ৩
৩। নস´া র´র´া স´ণা | ধণা স´স´া ণধা | পধা ণণা ধপা | মপা ধধা পমা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

০ ১ ২´ ৩
গমা পপা মগা | রগা মমা রসা | রমা পনা স´র´া | স´ণা ধপা মপা |
০০ ১০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০১ ০০ ০০ ০০

২´ ৩ ০ ১
৪। ন্‌সা রমা পনা | স´র´া স´না সা | ন্‌সা রমা পনা | স´র´া স´না স´া |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

২´ ৩
মপা নসা র´র´া | স´ণা ধপা মপা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

অন্তরার তান

০ ১ ২´ ৩
৫। মপা নস´া র´গ´া | ম´প´া ম´গ´া র´স´া | নস´া স´স´া র´স´া | ণধা পমা গা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

গান

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এরা আমায় আন্‌লে ডেকে
গাইতে তোমার গান
কোথায় পাব সে সুর, আমি
কোথায় পাব প্রাণ।

বসে আছি বীণা নিয়ে
তোমায় পথ পানে চেয়ে
জানি তুমি আস্‌বে চেয়ে
রাখ্‌তে তোমার মান।

তুমি মানী, তোমার ও মান
কেমন করে রাখি,—
তাইতো প্রতি সুরের মাঝে
কেবল তোমায় ডাকি।

সে ডাক শুনে কেমন ক'রে
থাক্‌বে বসে হেলা ভরে
দাও হে ভ'রে নানান্‌ সুরে
প্রাণের বীণা-খান।

ঝুমরা তাল

শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বঙ্গাব্দ ১৩৪২ সালের মাঘ সংখ্যায় "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকাতে" মল্লিখিত "সাত মাত্রার যৎ" প্রসঙ্গে প্রবন্ধান্তরে ইহার সহিত "ঝুম্‌রার" রূপের তুলনা করিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। এবার সেই চেষ্টায় যত্নবান হইতেছি।

তুলনা

সাত মাত্রার যতের রূপ বিশ্লিষ্টভাবে ঝুম্‌রার সমীপস্থ করিতেছি। বিচার বর্ত্তমানকালীয় রূপের প্রতি আশ্রয় করিয়া হইবে।

সাত মাত্রার যৎ—

\+ ৩ ০ ১
। । । । । । । । । । । । । ।
ধা ধিন্ ধা গে তিন্, তা দিন্ ধা গে ধিন্।

ঝুম্‌রা—

ধিন্ ধা ধা ধিন্ ধিন্ ধা ধা, তিন্ তা তা ধিন্ ধিন্ ধা ধা।
। । । । । । । । । । । । । ।
\+ ৩ ০ ১

আপনাদের গোচরীভূত হইতেছে যে উভয় ঠেকাই দুই অংশে খোলাবন্দ ভাবে গঠিত। সুতরাং ইহার বিশ্লেষণ যে কোন অর্দ্ধাংশকে আশ্রয় করিয়া করিতে পারি। তাল ও মাত্রার সমাবেশ মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে না, কেবল বোলে পার্থক্য বর্ত্তমান। বোলে পার্থক্য থাকা সত্বেও ছন্দোপাদগুলি ব্যষ্টি বা সমষ্টিভাবে কোন রূপ ভিন্ন আকার গ্রহণ করে নাই। তথাপি বলা চলে যে বোলের অল্প পার্থক্য হেতু ইহা সাত মাত্রার যৎ হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু বিবেচনা করা সঙ্গত যে দাদ্‌রার ঠেকা বিভিন্ন ঢঙের গানের সঙ্গতে যখন বিভিন্ন বোলকে গ্রহণ করে তখন কি আমরা তাহাকে ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়া থাকি? আড়া ও তেলোয়াড়ার প্রভেদের ন্যায় ইহাদের প্রভেদ নহে কি? আড়া ও তেলোয়াড়া যেরূপ শ্লথ ও মধ্যগতির লয়ে প্রযুজ্য, ইহারাও তদ্রূপ অর্থাৎ শ্লথ লয়ের খেয়ালকে সঙ্গত দ্বারা ঝুম্‌রা এবং মধ্য বা দ্রুত লয়ের ঠুংরী বা হোলীকে সঙ্গত দ্বারা সাতমাত্রার যৎ অভিধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এদুটীকে এক বলিতে কোন কুণ্ঠাবোধই থাকিতে পারে বলিয়া আমার ধারণা হয় না। গতি ভেদই ইহাদের বিভিন্ন সংজ্ঞার কারণ এবং গতিভেদ হেতুই ইহাদের বোলের সামান্য পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে। সঙ্গীত সমাজ আমার এই যুক্তিগত মীমাংসা গ্রহণ করিবেন কিনা তাহা জানিতে কামনা রহিল।

ঝুমুর, ঝুমরি, ঝুলুম শব্দগুলি ভিন্নার্থবাচক বিধায় এই প্রসঙ্গে ধৃত হইল না।

পরিচয়

এখন ঝুমরার পরিচয় প্রসঙ্গে আমার অভিধান কি উপকরণ প্রদান করিতেছে তাহা নিবেদন করিব।

আমরা সকলেই গুরু পরম্পরায় জানিয়া আসিতেছি যে ইহা চতুর্দ্দশ মাত্রা, তিন তাল ও এক ফাঁক সমন্বিত। কোন কোন গ্রন্থকার ইহাকে ঝুম্বরা নাম দিতেছেন। বখ্‌তাচর সিং তাহার গ্রন্থে ঝুম্‌রার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বলিতেছেন—"লঘু ১, পলট ১, মাত্রা ৪, কলা ৬৪, ঠেকে কা বোল ১৬, তাহাদ, জর্ব ৩, সম্ দূস্‌রী পর।" ঠেকার বোলও যাহা দিয়াছেন তাহা প্রবন্ধগত ঝুমরার অনুরূপ নহে। সুতরাং ইহা আলোচনার বিষয়ীভূত হয় না। 'ঝুম্বর' নামে একটী তালের বিষয় স্বর্গত রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন তাঁহার এক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা তিন মাত্রাগত বলিয়া এস্থলে আলোচ্য নহে। ঝুমরি শব্দ শাস্ত্রে আছে কিন্তু তাহা এক প্রকার গীতসূত্র।

হিন্দুস্থানে ঝুমরা নাম প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশে ইহা তেওট এবং ঝুমরা উভয় নামেই পরিচিত। বঙ্গদেশ সঙ্গীতে হিন্দুস্থানের অনুগামী হওয়ায় অনুমিত হয় যে ঝুমরা সংজ্ঞা তদনুকরণে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তেওটের বিশ্রুতি কোথা

হইতে আগত তাহা অনুসন্ধান করিব। রাঢ় দেশীয় কীর্ত্তনে এই তাল প্রতিষ্ঠিত অনেক দিন হইতে। ইহা সম্পূর্ণভাবে আমাদের বৈঠকী তেওট তালের অনুরূপ। বাঙ্গালার বৈঠকী সঙ্গীত খুব সম্ভবতঃ এই তাল কীর্ত্তন হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। কীর্ত্তন সঙ্গীত ইহাকে কি ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা এখনও জানিতে পারি নাই।

বিশ্বকোষকার তেওট পরিচয়ে বলিতেছেন যে ইহাতে "কখনও কখনও দুইটী সার্দ্ধ এবং চারিটী হ্রস্ব মাত্রা ব্যবহৃত হয়।" এই উক্তির ফলে তেওট পাঁচ মাত্রা গত হইয়া পড়ে। প্রমাণ স্বরূপ শাস্ত্র বা রীতির কোন উল্লেখ না থাকাতে এবম্বিধ উক্তিকে প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি জন্মায় না।

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মজুমদার বি, এ, বলেন যে রাঢ় দেশের কীর্ত্তনীয়াগণ ইহাকে ত্রিপুট সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় ত্রিপুটের লক্ষণ আমার অভিধানে পৃথকরূপে ধৃত হইয়াছে। সুতরাং তেওটের ত্রিপুট সংজ্ঞা স্বীকারে আমি অসমর্থ এখনো।

ত্রিবট সংজ্ঞা তেওটের শাস্ত্রীয় নাম অনুমান করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে ইহা একপ্রকার গীতের বাচক, সুতরাং তালের নহে।

স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গীত-সূত্রসার প্রথম ভাগে তেওট তাল প্রসঙ্গে বলিতেছেন "............যতের ন্যায় সম্ হইতে তেওটের উত্থাপন হয় না, ইহার দীর্ঘতর তালি দুইটীর কোনটী হইতে ইহা উত্থাপিত হইয়া থাকে। এইরূপে যৎ হইতে ইহার ছন্দের পার্থক্য হয়...... ..।" এবম্বিধ উক্তির সার্থকতা কতটুকু তাই দেখিতেছি। যতের উত্থাপন সম্ হইতে এবং তেওটের উত্থাপন ১ম বা ৩য় তাল হইতে হইয়া থাকে, এরূপ কোন শাস্ত্র বা রীতি অদ্যাপি কোন গ্রন্থে বা ওস্তাদ মুখে শ্রুত হওয়া যায় নাই। সঙ্গতে তালের ব্যবহার সর্ব্বদাই ছন্দোপাদযুক্ত তালসমষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাবর্ণগত সম্‌কে লক্ষ্য করিয়া হইয়া থাকে ইহা প্রচলিত রীতি। এই যুক্তি অবিসম্বাদিত হইলে ১ম বা ৩য় তাল হইতে উত্থাপন (ধরতা) কথার সার্থকতা কি থাকে তাহা আপনারা দেখিবেন। কীর্ত্তন সঙ্গীত এইরূপ দেখা যায় বটে কিন্তু বৈঠকী সঙ্গীতে এরূপ কথা অভিনব। কৃষ্ণধন বাবু আরও বলেন যে "এইরূপে যৎ হইতে ইহার ছন্দের পার্থক্য হয়।" এই যুক্তি ছন্দের পার্থক্য জ্ঞাপক কি প্রকার হইল তাহা আমার ধারণাতীত। সঙ্গতানুরোধে কীর্ত্তন গানে ধরতার ভেদ দেখা যায় কিন্তু তাহার ছন্দের পার্থক্য জ্ঞাপক কি? মাত্রাগত তালের সমষ্টিই তালছন্দের প্রকাশক। সেই মাত্রা ও তালের পার্থক্য না হইলে ছন্দের পার্থক্য কি ভাবে প্রতিপাদন করে তাহা বুঝিতেছিনা। উত্থাপন বা ধরতা সম্বন্ধে আরো দেখিতে পাই যে কৃষ্ণধন বাবুর যুক্তির সমর্থন করিতে গেলে বলিতে হয় যে তালের চারি প্রকার গ্রহ (গ্রহণার্থক) মধ্যে তেওট অনাগত গ্রহ বা অতীত গ্রহ তাল। একটি তালের দুই প্রকার গ্রহ আকার পরিচয় প্রচলিত বৈঠকী সঙ্গীতে বা কীর্ত্তন সঙ্গীতে দৃষ্ট হয় না, অথবা শাস্ত্র প্রমাণ হইতেও প্রাপ্ত হইনা। তাল গ্রহ বক্ষ্যমান প্রবন্ধালোচ্য বিষয় নহে। তাল গ্রহ লক্ষণে সঙ্গতের পরিচয় শাস্ত্র প্রদর্শন করিতেছেন। গীতানুরোধে তালের গ্রহণ হইলে ইহা বলা চলে না যে তেওট, সম্ বা ফাঁকেই ধরতা হইতে পারে। কীর্ত্তনীয়াগণও বোধ হয় তেওটে এরূপ ধরতার তারতম্য করেন না। করিলে তাহা আমার নিকট অজ্ঞাত অদ্যাপি। সুতরাং কৃষ্ণধন বাবুর যুক্তির প্রামাণিকতা বিচারের ভার আপনাদের প্রতি অর্পিত রহিল।

কৃষ্ণধনবাবু পুনরায় তাঁহার গ্রন্থের পাদটীকাতে বলিতেছেন যে সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা ত্রিপুট নামে খ্যাত এবং প্রমাণার্থ বলিতেছেন—"লঘুদ্বন্দ্বাৎ দ্রুত দ্বন্দ্বং যতিস্থং ত্রিপুটাস্তরা"—অর্থ এই যে, দুইটী লঘুর পর দুইটী দ্রুত আঘাত যতি তাল হয়, যাহার মধ্যে ত্রিপুট বর্ত্তমান; মতান্তরে 'যতি তালে লদৌ দলৌ', অর্থাৎ যতিতালে একটী লঘুর পর দ্রুত তৎপরে আর একটী দ্রুতের পর লঘু আঘাত। একটু তলিয়া দেখিলেই জানা যাইবে যে ঐ

উভয় লক্ষণের তুল্য তাৎপর্য্য ; কারণ চক্রের ন্যায় ঐ তালের পুনঃ আবর্ত্তন হইলে, দুইটী লঘুর পরে দুইটী দ্রুত, কিংবা দুইটী দ্রুতের পরে দুইটী লঘু, এই প্রকারই কার্য্য হয়। এক্ষণে, আধুনিক মতই ঐ যতি তাল তাহা দেখাইতেছি ; হিন্দুস্থানী লোকেরা সংক্ষেপ উচ্চারণ হইতেই যতির অপভ্রংশে যৎ হইয়াছে ; যৎ তাল আমরা যেরূপ তিন তালি ও এক ফাঁক দিয়া থাকি, যাহা উপরে প্রদর্শিত হইতেছে, হিন্দুস্থানীয় লোকে ইহাতে ঐ প্রকার করিয়া তালি দেয় না। হিন্দুস্থানে ইহা অতি প্রসিদ্ধ তাল ; ইতর, ভদ্র সকলেই উহা ব্যবহার করে। তথায় উহাতে সাধারণ প্রথানুসারে তালি দেওয়ার যে নিয়ম, তদনুসারেই উক্ত সংস্কৃত সূত্র গঠিত হইয়াছে, কারণ পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ প্রায়ঃসই হিন্দুস্থানের লোক। সেই প্রথা এই। ধা : ধিন্ :—ধা : গে : তিন্ :—। কিম্বা। তিন্ :—ধা : ধিন্ :—: ধা : গে। ইহা যতের প্রথমার্দ্ধ ; বাকী অর্দ্ধও অবিকল ঐ প্রকার। উক্ত চারিটী রেফে চারিটী তালি। উল্লিখিত প্রথম উদাহরণে প্রথম দুইটী তালি দ্রুত পড়ে, শেষ দুইটী একটু বিলম্বে পড়ে, উহা উল্টাইয়া লইয়া লঘুদ্বন্দ্বাৎ দ্রুত দ্বন্দ্বং হইয়াছে, যেমন—ধা : গে : তিন :— : ধা : ধিন্ :—। উক্ত দ্বিতীয় উদাহরণ হইতেই লদৌ দলৌ বলিয়া লক্ষণ হইয়াছে। কারণ উহার আবর দুই তালি দ্রুত। ঐ চারি তালির দ্বিতীয়টী বাদ দিয়া কেবল তিনটী তালি দিলে তেওরা তাল হয়। এই জন্যই গৎকে তেওরার প্রকারন্তর বলা যায় ; তেওরা ত্রিপুট শব্দের বিকৃতি।” ইহাতে দেখিতে পাই যে শাস্ত্রীয় প্রমাণের লঘু-দ্রুত শব্দগুলির দ্বারা কৃষ্ণধনবাবু তালাঘাত বুঝাইয়াছেন। শাস্ত্র তালাঘাতকে দ্রুতাদি শব্দে জ্ঞাপন করেন নাই। ইহারা মাত্রার গুরুত্ব-বাচক—একথা নিশ্চিত শাস্ত্রসঙ্গত। এই প্রকার অসঙ্গত অর্থকে আশ্রয় করিয়া বলিতেছেন……“যাহা উপরে প্রদর্শিত হইতেছে, হিন্দুস্থানীয় লোক ইহাতে ঐ প্রকার করিয়া তালি দেয় না।……তথায় উহাতে সাধারণ প্রথানুসারে তালি দেওয়ার যে নিয়ম তদনুসারেই উক্ত সংস্কৃত সূত্র গঠিত হইয়াছে ইত্যাদি।” এখানকার যুক্তি কষ্ট-কল্পনা নহে বরং অসঙ্গত কল্পনা। শাস্ত্র-প্রমাণের সহিত প্রচলিত রীতির বৈষম্য স্থাপন করিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণকে বক্তার ইচ্ছানুযায়ী স্থানে অযৌক্তিকভাবে স্থাপন করিয়া মৌলিকত্ব অবধারণের চেষ্টা প্রসংশনীয় কিনা তাহা বিবেচনা করিবেন। পুনরায় ঐ প্রকার যুক্তির আশ্রয়ে তেওরাকে যতের প্রকারান্তর বলিয়াছেন। তেওরাকে সংস্কৃত ত্রিপুট শব্দের বিকৃতি বলিতেছেন, আবার তেওটকেও তাহাই বলিতেছেন। তাহা হইলে তাঁহার যুক্তিমত তেওট ও তেওরা এক হয় না কেন ?

কৃষ্ণধনবাবু প্রথম প্রমাণ“...সতি স্যাৎ ত্রিপুটান্তরা”কে আশ্রয় করিয়া বলিতেছেন “……যতি তাল হয়, যাহার মধ্যে ত্রিপুট বর্ত্তমান”, ত্রিপুটের কোন পরিচয় দিতে পারেন নাই। ত্রিপুটকে না চিনিয়াই তেওরা বা তেওট বলিয়া সাব্যস্থ করার যুক্তি গ্রহণযোগ্য কিনা আপনারা দেখিবেন। তিনি “লঘু দ্বন্দ্বাৎ দ্রুত দ্বন্দ্বং যতি স্যাৎ ত্রিপুটান্তরা” প্রমাণ অবলম্বন যতিকে যৎ বলিতে যাহারা ত্রিপুটান্তরা শব্দের অর্থকে ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাংশকে আশ্রয় করিয়াছেন। গ্রহণ করিয়া অর্থ-সঙ্গতি করা অসম্ভব হইয়াছিল কি ? আপনারা আরও দেখিবেন ত্রিপুটান্তরা শব্দের ব্যাখ্যা তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাও অসঙ্গত। কারণ অন্তরা শব্দ দ্বারা তিনি মধ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলে অন্তরা শব্দযোগে ত্রিপুট পদ দ্বিতীয়া বিভক্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত ব্যাকরণানুরোধে। সে স্থলে ত্রিপুট তাহা গ্রহণ করে নাই সে স্থলে অন্তরা শব্দ মধ্যকে বুঝাইতে পারে না। ত্রিপুট আমার প্রবন্ধের বাচ্য নহে বলিয়া ঐ প্রমাণের অর্থ-সঙ্গতির আলোচনায় বিরত রহিলাম। কৃষ্ণধনবাবু তালে শাস্ত্রীয়রূপ সাব্যস্থ করিতে গিয়া প্রমাণের অর্দ্ধাংশ বর্জ্জন দ্বারা এবং বর্জ্জিতাংশের অসঙ্গত ব্যাখ্যা দ্বারা সঙ্গীত-সমাজের উপকার কিংবা অপকার করিয়াছেন তাহা আপনারা লক্ষ্য করিবেন।

নববর্ষের গান

তোড়ী ভৈরবী—তেওরা

নবীন দিনে আজি নূতন হও সবে
নব আশায় ভরি' প্রাণ
নবীন বরষের নবীন প্রভাতে
নবোৎসাহে গাহ গান।
জগৎ ঈশ যিনি নবীন চির তিনি
নবীন তাঁর ধরাধাম
নবীন শোভা গীতি উথলে হেথা নিতি
স্থলে জলে উঠে তান।

জগত উৎসবে মানব মোরা সবে
র'ব কি দূরে ম্রিয়মান
অমৃত সিন্ধুতীরে পিব না বিন্দু নীরে
তৃষিত রব দিনযাম ?
এস গো এস সবে এ মহা উৎসবে
অমৃতরস কর পান
অমৃতময় যিনি তাঁহারে লও চিনি
হৃদয় প্রীতি কর দান॥

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল, বাণী-কণ্ঠ

স্বরলিপি—নীলিমা ঘোষ

স্থায়ী

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II মা মা মা ⁞ মা মা | মা মা I পা পা গা জ্ঞা ঋা ⁞ জ্ঞা জ্ঞা I
ন বী ন ⁞ দি নে | আ জি নূ ত ন হ ও ⁞ স বে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
ঋা সা সা | সা -ঋা ⁞ জ্ঞা মা I জ্ঞঋা -া -জ্ঞা -সা -া -া -া I
ন ব আ | শা য়্ ⁞ ভ রি প্রা ০ ০ ০ ০ ণ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
সা দা দা ⁞ পা পা | পা মা I পা ণা দা ⁞ পমা পা মা -া I
ন বী ন ⁞ ব র | ষে র ন বী ন ⁞ প্র০ ভা তে ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
জ্ঞা জ্ঞঋা সা | সা ঋা | জ্ঞা মা I জ্ঞঋা -া -জ্ঞা | -সা -া ⁞ -া -া II
ন বো০ ৎ | সা হে | গা হ গা ০ ০ | ০ ০ ⁞ ন্ ০

অন্তরা ও আভোগ

```
   ১                  ২          ৩           ১                ২          ৩
II {দা  দা  মা  |  দা  দা  |  দা  ণা I ণা  র্সা  ণা  |  র্সা  র্সা  |  র্সা  র্সা I
    জ   গ   ত  |  ঈ   শ   |  যি  নি   ন   বী   ন   |  চি   র    |  তি   নি
    এ   স   গো |  এ   স   |  স   বে   এ   ম    হা  |  উ    ৎ    |  স    বে

   ১´                 ২          ৩           ১´               ২          ৩
    দা  র্জ্ঞা  র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্ঋা | র্ঋা র্সণা I র্সা -া -া | -া  -া | -া  -া} I
    ন   বী   ন   |  তাঁ  র   |  ধ   রা০  ধা  ০   ০   |  ০   ০  |  ম্   ০
    অ   মৃ   ত   |  র   স   |  ক   র০   পা  ০   ০   |  ০   ০  |  ন্   ০

   ১´
   [সা]               ২          ৩           ১´               ২          ৩
   {দা  র্সা  র্সা | র্সা  র্সা | র্ঋা  র্সা I ণা  র্সা  ণা | ণদা  দা | পা  পা I
    ন   বী   ন   |  শো   ভা  |  গী   তি   উ   থ    লে  |  হে   থা |  নি  তি
    অ   মৃ   ত   |  ম    য়   |  যি   নি   তাঁ  হা   রে  |  ল    ও  |  চি  নি

   ১´                 ২          ৩           ১´               ২          ৩
    জ্ঞা  পা  ণা  | ণদা  -া  |  দা  দা I জ্ঞঋা -া -জ্ঞা | -সা  -া | -া  -া} II
    সু   লে  জ   |  লে   ০   |  উ   ঠে   তা   ০   ০    |  ০    ০  |  ন্   ০
    হৃ   দ   য়   |  প্রী  তি  |  ক   র    দা   ০   ০    |  ০    ০  |  ন্   ০

   ১´                 ২          ৩           ১´               ২          ৩
II  সা  সা  সা  |  সা  সা  |  সা  ঋা I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা |  মা  মা  |  মা  মা I
    জ   গ   ত   |  উ   ৎ   |  স   বে   মা   ন   ব    |  মো  রা  |  স   বে

   ১´                 ২          ৩           ১´               ২          ৩
    দা  দা  ক্ষা |  ক্ষা  মা |  জ্ঞা জ্ঞমা I মা  -া  -া |  -া  -া  |  -া  -া I
    র   ব   কি   |  দূ   রে  |  প্রি  য়০   মা  ০   ০   |  ০   ০   |  ন্   ০

   ১´                 ২          ৩           ১´               ২          ৩
    জ্ঞা -জ্ঞা রা |  জ্ঞা  রা |  জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা পা  মা |  জ্ঞা  রা |  জ্ঞা  জ্ঞা I
    অ   মৃ   ত   |  সি   ন্ধু |  তী   রে   পি   ব   না  |  বি   ন্দু |  নী   রে

   ১´                 ২          ৩           ১´               ২          ৩
    দ্‌া  দ্‌া  দ্‌া | ণ্‌া  সা  |  সা  সা I জ্ঞঋা -া -জ্ঞা |  সা  -া  |  সা  -া II II
    তৃ   ষি  ত   |  র   ব   |  দি  ন    যা   ০   ০    |  ০   ০   |  ম্   ০
```

স্বরলিপি

মুলতানী—চৌতাল

প্যারী তেরে রূপ সুঘর গুণ পুরণ সমুদ্র ভয়ো,
তা মধ শোভা অ্যায়সী বুধ জাহাজ।
যোবন তরঙ্গ লিয়ে কমলাকী মুখ মানো,
শ্রবণ কুণ্ডল চলত চাল হংস লাজ।
অঙ্গ জোত ময়ঙ্ক, নাহি হ্যায় কলঙ্ক,
অতসী কুসুম বরণ, কনক নূপুর পগমেঁ সাজ।
অনতরঙ্গ প্রভু নিরখ অস্তুতি কীনি
মহাজন বড়ী রাণী মহারাজ॥

কথা ও সুর—তানতরঙ্গ

সুরশিক্ষক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—কুমার শ্রীযুক্ত অমরেশচন্দ্র সিংহ

০		৩		৪		১		০		২	
ন্‌া	-সা	জ্ঞা	হ্মা	-পা	পা	হ্মা	-জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	ঋা	সা
প্যা	০	রী	তে	০	রে	রূ	০	প	সু	ঘ	র
০		৩		৪		১´		০		২	
সা	সা	সা	-ঋা	ন্‌া	ন্‌া	ন্‌া	সা	জ্ঞা	হ্মা	-পা	পা
গু	ণ	পু	০	র	ণ	স	মু	দ্র	ভ	০	য়ো
০		৩		৪		১´		০		২	
পা	-া	-া	হ্মা	-জ্ঞা	হ্মা	পা	-না	-া	না	-র্সা	-া
তা	০	০	ম	০	ধ	শো	০	০	ভা	০	০
০		৩		৪		১´		০		২	
র্সা	-না	দা	পা	-হ্মা	-জ্ঞা	দা	পা	হ্মা	জ্ঞা	-ঋা	সা
অ্যা	০	য়	সী	০	০	বু	ধ	জা	হা	০	জ
০		৩		৪							
ন্‌া	-সা	জ্ঞা	হ্মা	-পা	পা						
"প্যা	০	রী	তে	০	রে"						

+		০		২		০		৩		৪	
‖ পা	-া	পা	ক্ষা	-জ্ঞা	ক্ষা	পা	-না	না	র্সা	র্সা	-া
‖ যো	০	ব	ন	০	ত	ব	০	জ	লি	য়ে	০

+		০		২		০		৩		৪	
না	র্সা	-জ্ঞা	র্ঋা	-র্সা	র্সা	র্ঋা	র্সনা	-র্সা	না	-দা	পা
ক	ম	০	লা	০	কী	মু	খ০	০	মা	০	নো

+		০		২		০		৩		৪	
পা	পা	পা	ক্ষা	জ্ঞা	ক্ষা	পা	র্সা	না	দা	-া	পা
শ্র	ব	ণ	কু	গু	ল	চ	ল	ত	চা	০	ল

+		০		২		০		৩		৪	
পপা	-জ্ঞা	ক্ষা	জ্ঞা	-ঋা	সা	ন্‌া	-সা	জ্ঞা	ক্ষা	-পা	পা ‖
হৃৎ০	০	স	লা	০	জ	"প্যা	০	রী	তে	০	রে" ‖

+		০		২		০		৩		৪	
‖ পা	-া	পা	ক্ষা	-জ্ঞা	ক্ষা	পা	-া	-া	পক্ষা	-পা	পা
‖ অ	০	জ	জো	০	ত	ম	০	০	য়০	০	হ

+		০		২		০		৩		৪	
পা	ক্ষা	-জ্ঞা	জ্ঞপা	-ক্ষদা	পা	ক্ষা	-জ্ঞা	-ক্ষা	জ্ঞা	-ঋা	সা
না	হিঁ	০	হা০	০০	য়	ক	০	০	ল	০	হ

+		০		২		০		৩		৪	
ন্‌া	সা	জ্ঞা	ক্ষা	পা	পা	পদা	-ক্ষপা	-া	ক্ষা	-জ্ঞা	ক্ষা
অ	ঙ্গ	সী	কু	সু	ম	ব০	০০	০	র	০	ণ

+		০		২		০		৩		৪	
পা	র্সা	না	দা	পা	ক্ষা	জ্ঞা	পা	ক্ষা	জ্ঞা	-ঋা	সা ‖
ক	ন	ক	নূ	পু	র	প	গ	মেঁ	সা	০	জ ‖

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
|| পা -া | পা ক্ষা | জ্ঞা -ক্ষা ! পা -না -া সর্া ! সর্া -া |
আ ০ | ন ত | র ০ স ০ | ০ প্র ভু ০

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
না সর্া | -জ্ঞর্া ঋর্া | -সর্া সর্া | ঋর্া -না | সর্া না ! -দা পা !
নি র | ০ খ | ০ অ | স্ত ০ ! তি কী : ০ নী |

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
পা পা | া ক্ষা | -জ্ঞা .জ্ঞা | পা সর্া | -না দা | -পা ক্ষাজ্ঞা |
ম হা | ০ জ | ০ ন | ব ড়ী | ০ রা | ০ ণী ০ |

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪
পা ক্ষা | -জ্ঞা জ্ঞা | -ঋা সা | ন্া -সা : জ্ঞা ক্ষা | -পা পা ||
ম হা | ০ রা | ০ জ | "প্যা ০ : রী তে | ০ রে ||

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, বি-এ

দোটুকী

ইহা একটি সপ্তমাত্রিক ছন্দ। ইহা চারিটি পদে বিভক্ত; প্রথম পদে ১½ মাত্রা, ২য় পদে ২ মাত্রা, তৃতীয় পদে ১½ মাত্রা এবং চতুর্থ পদে ২ মাত্রা। ইহা বৈঠকীর ৭ মাত্রার যদের অনুরূপ ছন্দ। আমরা প্রথম শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য প্রত্যেক অর্দ্ধমাত্রাকে এক একটি মাত্রা ধরিয়া ইহাকে চতুর্দ্দশ মাত্রিক ছন্দের ন্যায় ব্যবহার করিব। অনেকে এই ছন্দের ললিত মাধবী আখ্যা দিয়া থাকেন।

লয়

\+ ২
১। ধি (-ধা) (ই) (ই) ধি (ই) (তা) (আ)

০ ০
তা কুর্ কুর্ তে (রেৎ) তা (আ)

\+ ২ ০ ০
ধা ধা ধা ধি (ইন্) তা (আ) তা কুর্ কুর্ তি
(ইন্) তা (আ)

লহর

\+ ২ ০ ০
১। দে দে দে ধি (ইন্) তা (আ) দে দে দে ধি

\+ ০
(ইন্) তা (আ) দে দে দে ধি (ইন্) তা (আ)

০ ০
তেটে তা তি (ইন্) তা (আ)

\+ ২ ০
২। ধা ধিনি ধিনি ধি (ইন্) তা (আ) ধা ধিনি ধিনি

০ + ২
ধি (ইন্) তা (আ) ধা ধিনি ধিনি ধি (ইন্) তা

০ ০
(আ) তা তিনি তিনি তি (ইন্) তা (আ)

\+ ২ ০
৩। ধা ধেনে ধেনে ধা ঘি তেনে তেনে তা তেনে

০
তেনে তা গি ধেনে ধেনে

\+ ২
৪। তাগ ধিনা ধিনি নাগ ধিন্ ধিন্ নাগ ধিন্ ধিন্

০ ০
তাগ ধিনা ধিনি নাক তিন্ তিন্ নাক

তিন্ তিন্

ছাত

\+ ২ ০
১। ধেই য়া তা ধেই য়া তেই তেই তেই য়া তা

০
ধেই য়া ধেই ধেই

\+ ২
২। (দা ধেই য়া দা ধেই য়া গুর্‌গুর্ ৩ ঐ লঘু।

\+ ২ ০ ০
৩। ঝা ঝে না ঝা ঝা ঝে না ঝা ঝে না ঝা (আ)

\+ ২ ০
গুর্ গুর্ ঝা ঝে না ঝা ঝা ঝে না তা থে না

০
তা (আ) গুর্ গুর্

\+
৪। ঘেনা নেরে ঘেনা দেরে গেনা ঘেনা নেরে

০ ০
ঘেনা নেরে ঘেনা তেরে খেটা তেরে খেটা

\+ ২
৫। (দেরে ঘেনে নাগ দেরে গেনে ধেই য়া) ৩ ঐ লঘু

ঘাঁত

\+ ২ ০ ০
১। ঝা গুর্ গুর্ ঝা (আ) খে টা তা কুর্ কুর্ তা

\+ ২ ০
(আ) খে টা তে টে ঘে তে টে ক তা গে ধি

০ + ২
নি ধে (ই) য়া (আ) ঘে তি নি গে (এ) কুর্

০ ০ + ২
কুর্ তে (ই) ধে টে ক তা তা ক ধে না

০ ০
(আ) তা ক ধে না গ তা তা খে টা

উক্ত বোলের পাট

\+ ২ ০ ০ +
| | |
১। ঝা গুর্‌গুর্‌ ঝম্পট না কুর্‌কুর্‌ নম্পট নটহি

২ ০ ০ + ২ ০
| | | | |
নটপট বম্বন্‌ ধরা ভজহি গৌর নিতাই

০ + ২ ০
| | |
ছুটীপদ তাকেধি য়াও তাকে ধিয়াও

০
|
তাতাখেটা

\+ ২ ০
| | | | | | | | | |
২। ত্রে কে তা ঝা তেরে খেটা তাক তা তি নি

০ + ২
| | | | | | | | |
তি (ইন্‌) দা (আ) খেটা তা ঘে না

০ ০
| | | | | | | | |
খে টা ত্রে কে তা ঝা তেরে খেটা তাক

\+ ২ ০ ০
| | | | | | | | | |
না দে (এৎ) দে রে গে ডা গ্রে ধে নে খো

\+ ২
| | | | | | | |
(ও) (ও) (ও) থু (উন্‌) না না (আ)

০ ০ +
| | | | | | | | | |
দেরে গেড়ে গ্রে ধে নে না না না না ঝা

২ ০
| | | | | | | | |
তেরে খেটা তি ক তা ক তে রে খেটা তা

০
| | | |
তা তা খেটা গে ঘে নে

মূর্চ্ছ্না

\+ ২ ০ ০
| | | | | | | | | | | | |
ঘে না তা খেটা ঘে না তা খে টা ঘে না

\+ ২ ০
| | | | | | | | | | | | |
গুর্‌ গুর্‌ তা কুর্‌ কুর্‌ তা খি তা খি তা গুর্‌

০ ০
| | | | | |
গুর্‌ ঝা (আ) ঝা (আ)

দোঠকির অপেক্ষা দ্রুত দ্রুত লয়

লয়

\+ ২ ০
| | | | | | | | | | |
ধা ধি (ইন্‌) ধা গে তি (ইন্‌) না তি (ইন্‌)

০
| | | |
ধা গে ধি (ইন্‌)

পূর্ব্বোক্ত ৪নং লহর দ্রুত লয়ে ভাল সঙ্গত হইবে না

হাত

\+ ২
| | | | | |
(দা খে নে খে নে খে নে) ৩ ঐ লঘু।

মূর্চ্ছ্না

\+ ২ ০ ০
| | | | | | | | | | ||
ঘে না তা খে টা ঘে না তা খে টা ঝা

\+ ২ ০
| | | | | | || || | | |
গুর্‌ গুর্‌ তা কুর্‌ কুর্‌ তা তা খি গুর্‌ গুর্‌

০
|| ||
ঝা ঝা

দোঠকিতে তেওড়ার প্রায় সব বোলই সঙ্গত হইবে।

(ক্রমশঃ)

স্বরলিপি

মিশ্র সারং—দাদ্‌রা (মধ্যলয়)

ক্ষণেক দাঁড়াও হে শেফালি
আমিও তোমারি সাথী,
এখনো রয়েছে রাতি।
প্রভাত রয়েছে ভরসায়
তোমার কাছে সে কিছু চায়'
আছে অঞ্জলি পাতি'।
আমার শেষের গানখানি
মিলিবে প্রভাত হ'লে
তব শেষ পরিমলে।
শেষ দান শেষ হ'লে তবে
মোদের যাওয়ার ক্ষণ হবে
নিভিবে বাসর বাতি ॥*

কথা—শ্রীসুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ   সুর—শ্রীঅনিলভূষণ বাগ্‌চী

স্বরলিপি—শ্রীনলিনীকান্ত লাহিড়ী

II	সা	ণসা	-ণসা ণা	⁞	ধা	পা	পা	I	রমপধা	-মপমধপা	মা	|	রা	সা	-া	I
	ক্ষ	ণে০	০০ক	⁞	দাঁ	ড়া	ও		হে০০০	০০০০০	শে	|	ফা	লি	০	
	ন্া	সা	রা	|	মপা	ধধপা	মপা	I	ধা	-ধা	পমা	|	-মপা	-মপা	-া	I
	আ	মি	ও	|	তো০	মা০০	রি০		সা	০	থী০	|	০০	০০	০	
	সা	ঋা	সা	|	সা	ঋা	জ্ঞা	I	ন্া	সা	-া	|	-া	-া	-া	II
	এ	খ	নো	|	র	য়ে	ছে		রা	তি	০	|	০	০	০	

* সুরদাতার বিনা অনুমতিতে কেহ এই গানখানি রেকর্ড করিতে পারিবেন না। শিক্ষার্থীগণ স্থান বিশেষে কম্পন, মিড়যুক্ত তান ও ঝটকার কাজগুলি পরিস্ফুটভাবে না দিলে গানখানির স্বরূপ প্রকাশ পাইবে না।

—স্বরলিপিকার।

II পা -র্রা র্সা | র্সর্রা র্মর্গা র্রর্সা I র্রর্রা -ণা সর্সা | -পণণা -মপা -া I

প্র ভা ত | র০ য়ে০ ছে০ ভ০ র সা০ | ০০০ ০০ য়্

পা মপণর্সা -র্রর্সা | ধর্সণা ধা পা I ধধা মা মপা | -মপা -া -া I

তো মা০০০ ০র্ | কা০০ ছে সে কি০ ছু চা০ | ০য়্ ০ ০

র্সা ণধা পধা | -পধপা মা গা I মগা -রগা -মপমগা | মা -া -া I

আ ছে০ অ০ | ০০ন্ ঞ্জ লি পা০ ০০ ০০০০ | তি ০ ০

সা ঋা সা | সা ঋা -জ্ঞা I ন্া ন্সা -া | -া -া -া II

এ খ নো | র য়ে ছে রা তি ০ | ০ ০ ০

II {সা মা -মা | মা মা -মা I গমা -পণা -দা | পদা -পদা -মা I

আ মা র্ | শে ষে র্ গা০ ০ন্ খা | নি০ ০০ ০

মা সা সা | মা গমপদা মপণা I দা পা -া | -া -া -া I

মি লি বে | প্র ভা০০০ ০০ত হ লে ০ | ০ ০ ০

মা গপমা পা | -ঋা গা গা I ঋা সা -া | -া -া -া} I

ত ব০০ শে | ষ্ প রি ম লে ০ | ০ ০ ০

II র্রা -র্রা র্সর্রা | -র্গা র্রা র্সা I র্রর্রা -ণা র্সর্সা | পণণা -মপা -া I
শে ষ্ দা ০ | ০ ন্ শে ষ হ ০ লে ত ০ | বে০০ ০০ ০

পা মপণর্সা -র্রর্সা | ধর্সণা ধা -পা I ধধা মা মপা | মপা -া -া I
মো দে০ ০ ০ ০ র্ | যা৩০ য়া র্ ক্ষ০ ণ হ০ | বে০ ০ ০

র্সা ণধা পধা | পধপা মা গা I মগা -রগা -মপমগা | মা -া -া I
নি ভি০ বে০ | বা০০ স র বা০ ০০ ০০০০ | ভি ০ ০

সা ঋা সা | সা ঋা -জ্ঞা I ন্া সা -া | -া -া -া II II
এ খ নো | র য়ে ছে রা তি ০ | ০ ০ ০

গান

শ্রীআশারাণী মুখার্জী

এলো ঐ কালবোশেখী নতুন করে প্রলয় সাজে
আকাশে তার আগমনী মেঘের বিষাণ বাজে।
পাগলা হাওয়ার মাতামাতি হ'ল এবার সুরু
হঠাৎ মেঘে বজ্র হানে কাঁপে হিয়া দুরু দুরু
নূতন করে সাজলো আকাশ নিকষ কালোয় আজকে সাঁঝে।

বিজলীর তীব্র হাসি চমক দিয়ে যায়
তরুরা শিউরে ওঠে পথিক ফিরে চায়,
প্রলয়ের রুদ্র বেশ
কবে যে হবে শেষ
কবে যে বাদল ধারা ঝরবে ধরার মাঝে॥

স্বরলিপি

দেশ মিশ্র—একতালা

কোথায় প্রাণের প্রিয় তুমি
জীবন রথের রথী গো ?
আজ ফাগুনের যাত্রা সুরু
আজকে মধুর রাতি গো।

পরবে এস রঙীন রাখী
তোমার দু'টী হাতে
রইবো আমি ছায়ার মত
তোমার সাথে সাথে।

দুয়ারখানি রইলো খোলা
কোথায় বসি আপন ভোলা
বাজাও বাঁশী পাগল সুরে
আমার পথের সাথী গো ?

মধুমাসের পরশ লেগে
কুঁড়ির বুকে উঠ্‌ছে জেগে
অনাগতের চরণ ধ্বনি
কোথায় ব্যথার ব্যথী গো ?

কথা—শ্রীস্মরজিৎ মৌলিক এম্-এ

সুর—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—কুমারী বকুল দত্ত

	০				১				+				৩			
II	সা	রা	-া	|	মা	পা	-া	|	পনা	-র্সা	-া	-া	না	র্সা		I
	কো	থা	য়		প্রা	ণে	র		প্রি	০	০	০	তু	মি		
	না	-র্সা	নর্সর্রা	|	র্ণা	ধা	-পা	|	মা	-পধা	-পমা	|	মা	-গা	-রা	I
	জী	০	ব০ন		র	থে	র		র	০০	০থী		গো	০	০	
	রা	-পা	-া	|	পধা	পমা	পরা	|	রগা	-মগা	রা	|	-সা	-া	-ন্সা	I
	আ	০	জ্		ফা০	গু০	নের		যা০	০ত্রা	সু		০	০	০রু	
	সা	-রা	-গা	|	পা	না	র্সা	|	নর্সা	-র্র্সা	-নধা	|	পমা	-গরা	-সা	II
	আ	০	জ		কে	ম	ধুর		রা০	০০	০০		তিগো	০০	০	

০ ১ + ৩

II মা পা -া | না -দা দা | না র্সা র্সা | র্রা -না র্সা I

ছু য়া র | খা ০ নি | র ই লো | খো ০ লা

পা র্রা -র্রা | নর্রা -র্সা র্সা | না র্সা -না | দা -া পা I

কো থা য় | ব০ ০ সি | আ প ন | ভো ০ লা

মা পা ণা | -ণা দা -া | সা -রা রমা | মপা -মপা পা I

বা জা ও | বাঁ শী ০ | পা ০ গল | সু০ ০০ রে

সা রা -গা | পা না -র্সা | নর্সা -র্রর্সা -ণধা | পমা -গরা -সা II

আ মা র | প থে র | সা০ ০০ ০০ | থী গো ০০ ০

০ ১ + ৩

II ন্‌া -সা সা | গা -গা গা | ক্ষা ধা ধা | না -র্রা র্সা I

প র্ বে | এ ০ সো | র ঙী ন্ | রা ০ খী

না র্সা -না | -ধা -ক্ষা গা | ক্ষা -ধা ধা | না -র্রা র্সা I

তো মা ০ | ০ ০ র | ছু ০ টী | হা ০ তে

না র্সা না | ধা -না ধা | গক্ষা -ধনা -র্রর্সা | না র্রা র্সা I

র ই ব | আ ০ মি | ছায়া ০০ ০র | য ০ ত

না -ঋা -ঋা | -ঋা গা গা | গা -ক্ষা -পা | গক্ষা -গরা সা I

তো ০ ০ | ০ মা র | সা ০ ০ | থে০ ০সা থে

সা	রা	-রা	মা	পা	পা	পনা	র্সা	-া	র্সা	-না	র্সা	I
ম	ধু	০	মা	সে	র	প	র	শ	লে	০	গে	
না	র্সা	-না	দা	-পা	-মা	পদপমা	-মা	মা	পা	-র্রা	র্সা	I
কুঁ	ড়ি	র্	বু	০	কে	উ০০০	ঠ্	ছে	জে	০	গে	
রা	জ্ঞা	-রা	রা	জ্ঞা	-া	গা	-মা	মা	পা	-পা	পা	I
অ	না	০	গ	তে	র	চ	০	রণ	ধ্ব	০	নি	
সা	রা	গা	পা	না	-র্সা	নর্সা	-র্রর্সা	-ণধা	পমা	-গরা	-সা	II
কো	থা	য়	ব্য	থা	র্	ব্য০	০০	০০	থী গো	০০	০	

গান

শ্রীঅরুণেন্দু নন্দী

কিসের আশায় ঘুরিস্ ফিরে ওরে ভোলামন,
বৃথাই কেন মরিস্ খুঁজে তোর সাধনার ধন।
সেতো মিলবে নারে তীর্থপথে
পাষাণ-বেদীর মাঝে!
(ওরে) তোর বুকের মাঝে নিতুই যে তার
চরণধ্বনি বাজে;
ভক্তি ভরে কাণ পেতে সেই মধুর ধ্বনি শোন।
(ওরে ভোলা মন)

এই যে শশী, এই যে তারা
এই যে স্নিগ্ধ কিরণ ধারা—
সবই তাঁরি লীলার খেলা
ভাব্‌রে অনুক্ষণ।
অনুভূতির আলো জ্বেলে দেখ্‌রে নয়ন ভরে
প্রেমানন্দের ঢেউ খেলে যায় হৃদয়খানি জুড়ে;
(ওরে) সকল ভূলোক, গোলক, দ্যুলোক আনন্দে মগন।
(ও ভোলা মন)

সঙ্গীতের পরিবর্ত্তন

শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা

পুরাতন কালের দিকে আমাদের দৃষ্টি যতদূর যায় আমরা দেখ্‌তে পাই যে সঙ্গীত পরিবর্ত্তন হয়ে আস্‌ছে। এই যে পরিবর্ত্তন তা শুধু বর্ত্তমান কালের বা তানসেনের সময়ের নয় তারও আগের সঙ্গীতেও এরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কেবল সঙ্গীতের নয় এবং শুধু আমাদের দেশে নয় প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জিনিসেরই এরূপ ক্রম পরিবর্ত্তন হয়। আমাদের ধুতি-চাদরই ছিল একমাত্র পরিচ্ছদ। পণ্ডিত মশায়গণ সে পোষাক এখনও ব্যবহার করেন। মুসলমান রাজত্বকালে চোকা চাপকান ইত্যাদি পরিচ্ছদ হিসাবে পাই। রক্ষণশীল অভিজাত সমাজে যে পোষাক ব্যবহারের রীতি এখনও প্রচলিত তারও পরে সার্ট কোট ইত্যাদির আমদানী হয়েছে যা আধুনিকগণের সকলের নিকটই সুপরিচিত। নানাবিধ পরিচ্ছদ আমরা ব্যবহার করছি এবং নানারূপ মতভেদও এ নিয়ে আছে এবং থাকবে। কেবল বেশভূষা নয় ভাষা, চিত্রকলা, কবিতা, আইন, রাজনীতি, সমাজনীতি সব কিছুই কালে কালে পরিবর্ত্তিত হয়েছে এবং আরও হবে।

সঙ্গীতের যত শ্রেণী বিভাগ হয়েছে ততই সঙ্গীতের পরিবর্ত্তন হয়েছে, বুঝতে হবে। যে সব শ্রেণী বিভাগ আমরা বর্ত্তমানে পাই তারও অনেক বেশী শ্রেণী বিভাগ ছিল যা সঙ্গীতের গবেষণা যাঁরা করবেন তারাই পাবেন। সঙ্গীতের পরিবর্ত্তন যে কেবল আমাদের দেশেই হয়েছে তা নয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের দিকে যখন তাকাই তখনও দেখতে পাই যে তাদের সঙ্গীতেরও এই দশা। তাদেরও পূর্ব্বে গীর্জ্জায় যে সঙ্গীত হত সে সঙ্গীতই ছিল শ্রেষ্ঠ। পরবর্ত্তীকালে গীর্জ্জার জন্য বেতনভোগী সঙ্গীতজ্ঞ নিয়োগ আরম্ভ হয়। পরে রাজদরবারে ও যুদ্ধযাত্রায় তার প্রয়োগ আরম্ভ হয়। আর তারও পরে অপেরায় রঙ্গমঞ্চে এবং আধুনিককালে রেকর্ড প্রতিষ্ঠানে, বেতার প্রতিষ্ঠানে, সবাকচিত্রে সঙ্গীতের কাজেই সঙ্গীতজ্ঞগণের সামান্য প্রয়োজন হয়েছে। সে জন্য তাদের সঙ্গীতে পরিবর্ত্তিত হয়ে শ্রেণী বিভাগও হয়েছে সে ভাবে অনেক এবং অল্প বিস্তর সকল শ্রেণীর সঙ্গীতই প্রয়োজন মত প্রচলিত। আর সঙ্গীত কি ভাবে কোন কোন সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়েছে বা অতীতে সঙ্গীতের রূপ কি ছিল, এ সব এখন গবেষণার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

সঙ্গীত যেদিন পেশা হয়ে উঠ্‌ল সে দিন হতে সঙ্গীতের রূপ সহজে বদল হতে আরম্ভ হল বল্‌তে হবে। সঙ্গীতগুরু ৺হরিদাস গোস্বামীর গান শুনাতে গিয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য তানসেন সম্রাট আকবরকে যে মন্তব্য করেছিলেন বলে কিম্বদন্তী আছে তা যদি সত্য হয় তবে এ কথার সত্যতা আমরা পাই। তানসেন আকবর বাদশাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সঙ্গীতের যে কতক কতক পরিবর্ত্তন করেছিলেন তাতে হরিদাস গোস্বামীর সঙ্গীত হতে সে সঙ্গীত পৃথক রূপ ধারণ করেছিল অথচ হরিদাস গোস্বামীর গীত-ভঙ্গীই উৎকৃষ্ট ছিল একথাও আমরা জান্‌তে পাই। কিন্তু এখানে একথা যদি কেউ বলেন যে সে সময়ে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত প্রচলিত থাকা সত্বেও তানসেন রাজ অনুগ্রহে ছলে বলে ও কৌশলে সারা রাজত্বে তাঁর রচিত সে সময়ের পরিবর্ত্তন করা সঙ্গীত প্রচার করেছিলেন, তার একথা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ৺হরিদাস গোস্বামী পেশাদারী সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না বলেই তাঁর সঙ্গীত ছিল অনবদ্য। তানসেনই এ পেশা নিয়ে সঙ্গীত পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন আর তার পরবর্ত্তী সঙ্গীতজ্ঞগণ তাঁর সঙ্গীতের নামে কত পরিবর্ত্তিত সঙ্গীত হয়ত পেশা রক্ষার খাতিরে গেয়েছেন তার খবর কে রাখেন। যাই

হোক তানসেনের পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে যে ধ্রুপদ পদ্ধতি ছিল তা আজ আর বেঁচে নেই একথা কেউ অস্বীকার করবেন না।

তানসেনের গান সে সময়ে বা পরবর্ত্তীকালে কোন পরিবর্ত্তক হয়েছে কিনা এ নিয়ে মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক; তবে তার প্রমাণ যে একেবারেই নেই তাও নয়। মানুষের রুচি সব সময় সমান থাকে না, তারও পরিবর্ত্তন হয়। আধুনিক কালের গান নিয়ে যদি আলোচনা করি তা হলেও দেখা যাবে যে ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে গানের যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল আজই তার স্বরূপ—নেই আজ তা বদল হয়ে গেছে। গ্রামোফোন রেকর্ড তার সাক্ষ্য দেয়। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যে শ্রেণীর গান ভাল লাগ্‌ত সে শ্রেণীর গান আজ ভাল লাগে না। তানসেনের গানে সে সময়ে গ্রামোফোন রেকর্ড করা সম্ভব হইলে বা স্বরলিপি করে রেকর্ড করা থাকলেই অবশ্য সঠিকভাবে বুঝা যেত ও তর্ক এবং অবিশ্বাসের কথা থাকত না। যা' হোক ভাল লাগা ও না লাগা বর্ত্তমান কালের মত প্রত্যেক কালেই ছিল। ওস্তাদের যা ভাল লেগেছিল তার শিষ্যেরই হয়ত সে জিনিস ভাল লাগেনি এমনও হতে পারে। আধুনিক কালেও কোন বিখ্যাত যন্ত্রী ওস্তাদের কথা জানি যার পিতৃদেব যা পছন্দ করে বাজাতেন তার মৃত্যুর পর তাঁরই ছেলে তাঁরই কাছে শিক্ষা করে অন্য জিনিসের অনুরক্ত—নিজের ভাল লাগে না বা ভাল লাগে বলেই। কাজেই তানসেনের পরবর্ত্তীকালে যে তাঁর গানের গীতভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয়নি, সেকথা জোর করে বলা যায় না।

এদেশেও উপসঙ্গীত রাজা ও জমিদারগণের সভায় সীমাবদ্ধ ছিল। অতীতকালে সঙ্গীত কেবল ভগবত আরাধনারই সামগ্রী ছিল বলেই মনে হয়। ভরত মুনি সর্ব্বপ্রথম নূতন আকারে নাটকে সঙ্গীতকে নাট্যরূপ দিয়ে ব্যবহার করেন এবং দেশী ও মার্গ এ দুটি শ্রেণী বিভাগ তখন হতেই হয়। ক্রমে ক্রমে রাজসভায়, যুদ্ধসজ্জায় ও উৎসবে সঙ্গীত বিরাজ করতে থাকে। পাঠান আমলে খেয়ালের সৃষ্টি ও মুঘল আমলে ধ্রুপদের আমূল পরিবর্ত্তন ও পরে টপ্পা ও ঠুংরীর প্রচলন হয়ে সঙ্গীত পরিবর্ত্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করেছে।

অন্যান্য জিনিসের মত সঙ্গীতেও ব্রাহ্মণ্য যুগ এবং ক্ষত্রিয় যুগ পার হয়ে বর্ত্তমানে বৈশ্য যুগে এসে পৌঁছেচে। পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গীত এখন পূর্ণভাবে বৈশ্যযুগে উপনীত। বর্ত্তমানে সঙ্গীত ব্যবসায়ের অঙ্গ। অবশ্য ইতিপূর্ব্বেও ছিল, তবে ততটা বিস্তারিত ভাবে করার সুবিধা ছিল না। বর্ত্তমানে সঙ্গীত বিক্রী হয়। সঙ্গীতকে ব্যবসায়ে নানা-ভাবে কাজে লাগানো হয়। সঙ্গীতের উপর ব্যবসায়ের লাভ লোকসান অনেকাংশে নির্ভর করে, রেকর্ড প্রতিষ্ঠান, সবাক চিত্র প্রতিষ্ঠান, রঙ্গমঞ্চ, বেতার প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতি প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের ব্যবসা উপযোগী সঙ্গীত চায়। বর্ত্তমানে সঙ্গীত যে ব্যবসায়ীদের হাতের মুঠায় আবদ্ধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই এসব কারণে সঙ্গীতের কাঠামো পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হয়ে নতুন আকার ধারণ করচে, তাকে কেউ আট্‌কাতে পারবে না। পুরাণো পদ্ধতি নষ্ট হয়ে যাবে এত সত্বর—একথা বলা যায় না। সেও থাকবে তবে ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যাবে—যেমন ধ্রুপদ ও টপ্পা আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে।

যে নদীর পরিবর্ত্তন নেই তাকে যেমন আমরা মরা নদী বলি সে জিনিসের বা যে সঙ্গীতের পরিবর্ত্তন নেই তাকে আমরা মরা জিনিসই বা সঙ্গীতই বলব। যদি সে সঙ্গীতের সত্যিকারের আলোচনা ও চর্চ্চা থাকবে তবে তা পরিবর্ত্তন না হয়ে পারে না। কারণ মানুষের মন স্বভাবতঃ প্রগতিপরায়ণ। কাজেই মানুষ যে জিনিস পরিবর্দ্ধিত করবার চেষ্টা করচে—তার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। যাঁরা বলবেন যে সঙ্গীত পূর্ব্বে যা ছিল তাই এখনও হুবহু আছে বা না থাকলেও থাকা উচিত ছিল—তাঁরা ভয়ানক ভুল করবেন। বাংলা দেশের নদীগুলি যদি পরিবর্ত্তন না হয়ে বন্ধ হয়ে যায় তা হলে বাংলার শ্রী যা হবে সঙ্গীতের বেলায়ও তাই হবে এবং হয়েছেও তাই।

বেহালা শিক্ষা প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীরাখালদাস মজুমদার

নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি প্রতি মাত্রা (অর্থাৎ দুইটি করিয়া স্বর) এক ছড়িতে বাজাইতে হইবে। তারের উপর ছড়ি যেন jump না করে এবং এক তার হইতে অন্য তারে বাজাইবার সময় ছড়ির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রথমে ঠায় লয়ে এবং পরে দ্রুত বাজাইবেন।

৪১। II ণর্রা স´ণা ধর্সা র্জ্ঞা´ | র্ণা ধপা মপা ধর্সা´ | ণর্রা স´ণা ধণা স´র´া

জ্ঞ´প´া ম´জ্ঞ´া র্প´া ম´র্রা | ণধা ণর´া স´ণা ধপা | মপা ধস´া ণধা পমা |
৪ ৪

জ্ঞরা জ্ঞপা মজ্ঞা রমা | জ্ঞরা সণ`া ধ`ম`া প`ধ`া | ণ`সা রজ্ঞা মপা ধণা |
৪

পধা ণস´া র্জ্ঞ´া ম´প´া | ম´র´া স´ণা ধণা স´র´া | ণা -া -া -া II

৪২। II ণমা ণর´া স´ণা ধপা | মরা মণা ধপা মজ্ঞা | রণা রমা জ্ঞরা সণ`া |
৪ ৪ ৪ ৪

ধ`ম`া প`ধ`া ণ`সা রজ্ঞা | রমা ণ`সা রজ্ঞা মপা | ধস´া মপা ধণা স´র´া |

জ্ঞ´প´া ম´জ্ঞ´া র´স´া ণধা | ণমা রমা ণা -া II

স্বরলিপি

মিশ্র ভৈঁরো—ঢিমা ত্রিতাল

যদি রাতি অবসান্
কেন তবে গাঁথি মালা
কেন মিছে গাহি গান্।
যদি গো মিলন লাগি'
সারাটী রজনী জাগি
সে যদি না রবে প্রাণে
কেন তবে কাঁদে প্রাণ।

এ মনের মরীচিকা
পিয়াসা জাগায় শুধু
জালি' আশা দীপ শিখা।
রাতি শেষে ফুলবনে
কাঁদি শুধু একামনে,
মরমে বিঁধেছে কাঁটা
করি' মোরে ম্রিয়মান।

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুকুমার দেব।

II ন্‌া সা মা -মা | গজ্ঞমা -মা -গা -গা | -ঋা ঋা সা -া · -া -া -া -া I
য দি রা ০ | তি০০ ০ ০ ০ অ ব সা ০ ন্ ০ ০ ০

ন্‌া সা -া -া ঋা -ঋা -গা -া ¦ গা মা -মা -া ¦ গা -পা মা -া I
কে ন ০ ০ ত ০ বে ০ ¦ গাঁ থি ০ ০ মা ০ লা ০

গা মা দা -দা | -পা -পা -মা -মা ¦ মা পা -দা -দা | -র্সা -া -া -া II
কে ন মি ০ ছে ০ ০ ০ | গা হি ০ গা ন্ ০ ০ ০

II পদা পদা -মা -া | পা দা -া না ¦ র্সা -া -া -া | র্সা -া -া -া I
য দি গো ০ | মি ল ০ ন ¦ লা ০ ০ ০ গি ০ ০ ০

র্গা র্ঋা র্সর্ঋর্গা -র্গা | র্ঋা র্ঋা র্সা -া ¦ না -না -া র্সা | -া -া -া -া I
সা রা টী০০ ০ | র জ নী ০ ¦ জা ০ ০ গি | ০ ০ ০ ০

বেহালা শিক্ষা প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীরাখালদাস মজুমদার

নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি প্রতি মাত্রা (অর্থাৎ দুইটি করিয়া স্বর) এক ছড়িতে বাজাইতে হইবে। তারের উপর ছড়ি যেন jump না করে এবং এক তার হইতে অন্য তারে বাজাইবার সময় ছড়ির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রথমে ঠায় লয়ে এবং পরে দ্রুত বাজাইবেন।

৪১। II ণরʹা সʹণা ধসʹা রʹজ্ঞʹা | রʹণা ধপা মপা ধসʹা | ণরʹা সʹণা ধণা সʹরʹা |
৪

জ্ঞʹপʹা মʹজ্ঞʹা রʹপʹা মʹরʹা | ণধা ণরʹা সʹণা ধপা | মপা ধসʹা ণধা পমা |
৪ ৪

জ্ঞরা জ্ঞপা মজ্ঞা রমা | জ্ঞরা সণ্া ধ্ম্া প্ধ্া | ণ্সা রজ্ঞা মপা ধণা |
৪

পধা ণসʹা রʹজ্ঞʹা মʹপʹা | মʹরʹা সʹণা ধণা সʹরʹা | ণা -া -া -া II

৪২। II ণমা ণরʹা সʹণা ধপা | মরা মণা ধপা মজ্ঞা | রণা রমা জ্ঞরা সণ্া |
৪ ৪ ৪ ৪

ধ্ম্া প্ধ্া ণ্সা রজ্ঞা | রমা ণ্সা রজ্ঞা মপা | ধসʹা মপা ধণা সʹরʹা |

জ্ঞʹপʹা মʹজ্ঞʹা রʹসʹা ণধা | ণমা রমা ণা -া II

স্বরলিপি

মিশ্র ভৈঁরো—ঢিমা ত্রিতাল

যদি রাতি অবসান্
কেন তবে গাঁথি মালা
কেন মিছে গাহি গান্।
যদি গো মিলন লাগি'
সারাটী রজনী জাগি
সে যদি না রবে প্রাণে
কেন তবে কাঁদে প্রাণ।

এ মনের মরীচিকা
পিয়াসা জাগায় শুধু
জালি' আশা দীপ শিখা।
রাতি শেষে ফুলবনে
কাঁদি শুধু একামনে,
মরমে বিঁধেছে কাঁটা
করি' মোরে ম্রিয়মান।

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুকুমার দেব।

II ন্‌া সা মা -মা ¦ গঙ্মা -মা -গা -গা | -ঋা ঋা সা -া ¦ -া -া -া -া I
য দি রা ০ | তি০০ ০ ০ ০ অ ব সা ০ ন ০ ০ ০

ন্‌া সা -া -া ঋা -ঋা -গা -া ¦ গা মা -মা -া গা -পা মা -া I
কে ন ০ ০ ত ০ বে ০ ¦ গাঁ থি ০ ০ মা ০ লা ০

গা মা দা -দা | -পা -পা -মা -মা ¦ মা পা -দা -দা | -র্সা -া -া -া II
কে ন মি ০ ছে ০ ০ ০ ¦ গা হি ০ গা ন্ ০ ০ ০

II পদা পদা -মা -া | পা দা -া না ¦ র্সা -া -া -া | র্সা -া -া -া I
য দি গো ০ | মি ল ০ ন ¦ লা ০ ০ ০ গি ০ ০ ০

র্সা র্ঋা র্সর্ঋর্গা -র্গা | র্ঋা র্ঋা র্সা -া ¦ না -না -া র্সা | -া -া -া -া I
সা রা টী০০ ০ র জ নী ০ ¦ জা ০ ০ গি | ০ ০ ০ ০

পা র্সা নর্সর্ঋা -র্সা | -া -া -া -া | পা -ণা দা -পদা | মা -া -া -া I
সে য় দি০০ না | ০ ০ ০ ০ | র বে প্রা ০০ ণে ০ ০ ০

সা ঋা মা -মা | মা -া -া -া | গা মা গমা -পদা | পা -া -া -া II
কে ন ত ০ | বে ০ ০ ০ | কাঁ দে প্রা০ ০০ ণ ০ ০ ০

II সা জ্ঞা জ্ঞা -জ্ঞা | -া -া -া রা | জ্ঞা রা জ্ঞা -া | -া -া -া -ঋা I
এ ম নে র্ | ০ ০ ০ ম | রী চি কা ০ ০ ০ ০ ০

ঋা ঋা ঋা ঋা | সা -া -া -া | ন্‌া -া সা -া | -া -া -া -া I
পি য়া সা জা | গা য় ০ ০ | শু ০ ধু ০ | ০ ০ ০ ০

প্‌া দ্‌া ণ্‌া সা | -া -া -া -া | ণ্‌া -জ্ঞা ঋা সা | -া -া -া -া II
জ্বা লি আ শা | ০ ০ ০ ০ | দী প শি খা | ০ ০ ০ ০

II দা দা পা মা | -জ্ঞা -া -া -া | জ্ঞা মা পা -দা | -ণা র্সা -া -া I
রা তি শে ষে | ০ ০ ০ ০ | ফু ল ব ০ ০ নে ০ ০

র্সা র্ঋর্জ্ঞা -া র্রা | -র্জ্ঞা -া -া -া | র্জ্ঞর্রর্মা -র্জ্ঞা -া র্ঋা | র্সা -া -া -া I
কাঁ দি ০ শু | ধু ০ ০ ০ | এ০০ কা ০ ম | নে ০ ০ ০

পা র্সা ণা -ণা | -া -া -া -ণা | দা দা পা -মা | -া পা -া -া I
ম র মে ০ | ০ ০ ০ বিঁ | ধে ছে কাঁ ০ | ০ টা ০ ০

সা মা ঋা -া | মা -া -া -া | পা দা র্সা -া | -া -া -র্সা -া II
ক রি মো ০ রে ০ ০ ০ | প্রি য় মা ০ ০ ০ ন্ ০

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

জয়-জয়ন্তী—দ্রুত ত্রিতাল

রচনা—ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ

স্বরলিপি—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

সম্পূর্ণ—দুই গ, জ্ঞ, দুই ন, ণ। বাদী— রা সম্বাদী—পা।

আরোহাবরোহ স্বরূপ—সা, ররা, রজ্ঞা রসা, ণ্‌া ধ্‌া প্‌া রা, গা মা পা, না র্সা ; র্সা ণা ধা পা, ধা মা, রা জ্ঞা রা সা।

পকড়—রা জ্ঞা রা সা, ন্‌া ধ্‌া প্‌রা, গা মা পঃ, মা, রা জ্ঞা রা, ণ্‌া সা॥

আস্থায়ী

	৩					০					১					+				
II	রা	জ্ঞা	ররা	সসা |		রঃ	ঃরণ্‌া	ঃণ্‌ণঃ	সসা |		রা	গগা	মা	পা |		মা	গা	মা	গা	I
	ডা	রা	ডেরে	ডেরে		ডা০	রাডা	০রা	ডেরে		ডা	ডেরে	ডা	রা		ডা	রা	ডা	রা	

৩					০					১					+				
ণ্‌া	সসা	রা	ণ্‌ণ্‌া |		ধ্‌া	প্‌া	রা	জ্ঞজ্ঞা |		রা	সসা	ন্‌া	সা |		রা	গগা	মা	পা	I
ডা	ডেরে	ডা	ডেরে		ডা	রা	ডা	ডেরে		ডা	ডেরে	ডা	রা		ডা	ডেরে	ডা	রা	

৩			
মা	গা	মা	গা |
ডা	রা	ডা	রা

অন্তরা

\+ ৩ ০ ১
II মা মগা পা না | না র্সা না র্সা | র্রা র্জ্ঞর্জ্ঞা র্রর্রা র্সর্সা | ণাঃ ঃনধা ধাঃ পাঃ I
ডা ডেরে ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডেরে ডেরে ডেরে ডা১ রাডা রা ডা

\+ ৩ ০ ১
মা ণণা ধা পা | মা গা রা পপা | মা গা রা সা | রা গগা মা পা I
ডা ডেরে ডা রা ডা রা ডা ডেরে ডা রা ডা রা ডা ডেরে ডা রা

\+
মা গা মা গা |
ডা রা ডা রা

তান

১ +
১। ণধপমা গসা রগা মপা | মা
ডারাডারা ডারা ডারা ডারা ডা

০ ১ +
২। রসা পধা ণধা পমা | গরা গসা রগা মপা | মা
ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডাডেরে ডারা ডা

\+ ৩ ০ ১
৩। ণ্সা রজ্ঞা রসা ণ্সা | রসা ন্ধ্া প্ম্া প্া | রমা পধা ণর্সা র্র্সা | ণধা পমা গরা সা I
ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডা

\+ ৩ ০
মা মা গররা গসা | রগগা মপা মা গররা | গসা রগগা মপা মা |
ডা রা ডাডেরে ডারা ডাডেরে ডারা ডা ডাডেরে ডারা ডাডেরে ডারা ডা

১ +
গররা গসা রগগা মপা I মা
ডাডেরে ডারা ডাডেরে ডারা মা

স্বরলিপি

দুর্গা মিশ্র—একতালা

চৈতী রাতের স্বপন বেয়ে
কে এলে মোর দ্বারে।
আঁখির ভাষায় কেগো আমায়
ডাকে বারে বারে ॥
গন্ধে গানে এই নিশীথে,
শিহরিনু তাই চকিতে,
সুর ভেসে যায় দখিন বায়ে
গানের পারাবারে

তারি অঙ্গ সুবাস লাগি
উতল মলয় হাওয়া
মন হারানো তার সে দুটি
সজল চোখের চাওয়া।
পারায়ে ব্যথার নদী,
এলে কি সুর দরদী,
মন-কাননের বিজন পথে
গোপন অভিসারে ॥

কথা—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস (নচু)।

আস্থায়ী

০			১			+			৩		
II {ধা	-া	ধা |	মপা	মপা	-া |	রজ্ঞা	সরা	-গমা |	মজ্ঞা	রা	-া I
চৈ	০	তী |	রা০	তে০	র্	স্ব০	প০	০ন্ |	বে	য়ে	০
০			১			+			৩		
ধা	-ণা	পা	ধনা	-র্সর্া	নর্সা |	সণা	ধা	-া |	-া	-া	-া} I
কে	০	এ	লে০	০০	মোর |	দ্বা	রে	০	০	০	০
০			১			+			৩		
{ধা	ধা	-র্রা	র্সনা	র্সা	-া |	ধা	-র্রর্সা	র্রর্মা	র্রা	র্সা	-া I
আঁ	খি	র	ভা০	যা	য় |	কে	০	গো০	আ	মা	য়
০			১			+			৩		
									[ধর্সা	ধপা	পা]
না	নর্সা	-নধা	-দা	দা	ধা |	দধা	-র্সা	র্সা |	-া	-া	-া} II
ডা	কে০	০০	০	বা	রে |	বা০	০	রে |	০	০	০

অন্তরা

```
     ০                 ১                      +                    ৩
II {মা   -া   মা  |  গমা  -পধা  নর্সা  |  ধনা  -র্সা   র্সা  |  না   র্সা   -া  I
     গ    ন্   ধে  |  গা০   ০০   নে০   |  এ০    ই     নি   |  শী   থে    ০

     ০                 ১                      +                    ৩
    -া   -া   ধা  |  র্রর্সা  ধা   মা  |  গমা   পর্সা   ণা  |  ধণা  -ধা  -া} I
     ০    ০   শি  |  হ     রি    হু   |  তা০   ই০     চ   |  কি০   তে    ০

     ০                 ১                      +                    ৩
   {ধা  -র্রা  র্রর্গা |  র্রর্সনা  র্সা  -া  |  র্সা   মা   -র্সা  |  ণা   ধা    -া  I
     সু    র   ভে০  |  সে     যা    য়   |  দ     খি    ন   |  বা   য়ে    ০

     ০                 ১                      +                    ৩
     মা   রা   -া  |  -া   মা   পা   |  (মপা  -ধা   ধা  |  -া   -া   -া)} I
     গা   নে   র   |  ০    পা   রা   |  বা০    ০    রে  |  ০    ০    ০

     +                      ৩
     মপা  -ধর্সা  -ধর্সা  |  মপা  -মরা  -সা  II
     বা০   ০০    ০০    |  রে০   ০০    ০
```

সঞ্চারী ও আভোগ

```
     ০                 ১                      +                    ৩
II {-া   -া   ধ্া  |  ধ্া   ম্া   প্া  |  ধ্া   ধ্া  -রা  |  রা   রা    -া  I
     ০    ০   ভা  |  রি    অ    ক   |  সু    বা    স্  |  লা   গি    ০

     ০                 ১                      +                    ৩
     রা   রা   রা  |  -সা   সা   সা  |  সরা  -মপা   ধা  |  -া   -া    -া  I
     উ    ত    ০   |  ন্    ম    নয়  |  হা০   ০০    ওয়া |  ০    ০     ০
```

	০	১	+	৩	
	রা -ধা পা	ধা ধা -া	পা স´ধা পা	মা রা -সা	I
	ম ন হা	রা নো ০	তা র সে	ছু টি ০	

	০	১	+	৩	
	রা -ধা -পা	মা মা মা	মপা মপা -া	-া -া -া}	II
	স জ ০	ল্ চো খের	চা ০ ওয়া ০ ০	০ ০ ০	

	০	১	+	৩	
II {	-া -া মা	পা ধা স´ধা	স´া -া -া	ধস´া ধস´া -া	I
	০ ০ পা	রা য়ে ব্য ০	থা ০ র্	ন ০ দী ০ ০	

	০	১	+	৩	
	-া -া ধা	-র´া স´না -স´া	ধা -র´স´া ধা	মগা মা -া	I
	০ ০ এ	লে কি ০ ০	সু র দ	র ০ দী ০	

	০	১	+	৩	
	-া -া সা	রা মা পা	ধা স´া ধা	র´া স´া -ম´া	I
	০ ০ মন্	কা ন নের	বি জ ন্	প থে ০	

	০	১	+	৩	
	র´া স´া -ধা	পা মা পা	গপা -ধস´া -ধস´া	ধপা -মরা -সা	II II
	গো প ০	ন্ অ ভি	সা০ ০ ০ ০ ০	রে০ ০ ০ ০	

তেলেনা *

ভৈরবী মিশ্র—ঢিমে তেতালা

দানি দিম্‌তা নানা দেরে তুম্‌দের্‌ দের্‌দের্‌ তাদারে।
তাদেরে তাদেরে দানি দিম্‌তানা নানা দেরে।
তাদিম্‌ তাদিম্‌ তানা, তুমতানা নানানানা,
না দের্‌ দের্‌দের্‌ তুম্‌দের্‌ দের্‌দের্‌ তাদেরে॥

কথা ও সুর—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস **স্বরলিপি—কুমারী শেফালিকা মুখার্জ্জী**

ব্যবহার—ঋ, র, জ্ঞ ম, হ্ম, দ, ণ।

আস্থায়ী

০ ১ ২´ ৩
{সা II দা পা পা দা | মা পা জ্ঞা মা ¦ ণা দা পা মা | জ্ঞা রা সা} I
দা নি দি ম্‌ তা | না না দে রে ¦ তুম্‌ দের্‌ দের্‌ দের্‌ | তা দে রে

০ ১ ২´ ৩
ঋা | সা দ্‌া ণ্‌া সা | জ্ঞা রা জ্ঞা র্মা | হ্মা মা জ্ঞা ঋা | সা ণ্‌া সা II
তা | দা রে তা দা | রে দা নি দি | ম্‌ তা না না | না দে রে

অন্তরা

১ ২´ ৩ ০
II {দা মা মা দা | ণা র্সা ণা র্সা | র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা র্সা | ণা দা পা পা} I
তা দি ম্‌ তা | দি ম্‌ তা না | তু ম্‌ তা না | না না না না

১ ২´ ৩
পা র্সা দা ণা | মা পা জ্ঞা মা | জ্ঞা ঋা সা
না দের্‌ দের্‌ দের্‌ | তুম্‌ দের্‌ দের্‌ দের্‌ | তা দা রে

---

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

কুমারী শেফালিকা মুখার্জ্জী

১। **আস্থায়ীর বাঁট** :—ফাঁকের সাড়ে তিন মাত্রা পরে তুন।

```
        ০                          ১                          ২
(সা  |  দা   পা   পা   দঃ)  সঃ  |  দপা  পদা  মপা  জ্ঞমা  |  ণদা   পমা   জ্ঞঋা     সঋা  |
 দা  |  নি   দি   ম্    তা   দা  |  নিদি ম্তা  নানা দেরে   |  তুম্  দের্  দের্দের্  তাদা |

 ৩                             ০                          ১
 সদ্‌া  ণ্‌সা  জ্ঞরা  জ্ঞমা  I  ঋমা  জ্ঞঋা  সণ্‌া  সসা  |  দপা   পদা  মপা   জ্ঞমা
 দারে  তাদা  রেদা  নিদি     ম্তা  নানা  নাদে  রেদা  |  নিদি  ম্তা  নানা  দেরে
```

এখান হইতে আস্থায়ীর সমে গেল।

২। **অন্তরার বাঁট** :—ফাঁক হইতে তুন, তেহাই সহ।

```
 ০                           ১                           ২
 দমা   মদা   ণর্সা  ণর্সা  |  জ্ঞর্রা  জ্ঞর্সা  ণদা   পপা  |  পর্সা     দণা       মপা       জ্ঞমা     |
 তাদি  ম্তা  দিম্   তানা  |  তু ম্   তানা   নানা  নানা |  নাদের্  দের্দের্  তুমদের্  দের্দের্  |

 ৩            তেহাই :—       ০                          ১
 জ্ঞঋা  সসা  দপা   পদা  I  মপা   জ্ঞমা  ণা     মপা  |  জ্ঞমা  ণা     মপা   জ্ঞমা
 তাদা  রেদা  নিদি  ম্তা     নানা  দেরে  তুম্  নানা |  দেরে  তুম্  নানা  দেরে
```

আস্থায়ীর সমে গেল।

৩। **আস্থায়ীর বাঁট**—প্রথম তালের সাড়ে তিন মাত্রা পরে তুন, তেহাই সহ। আড়ী লয়।

```
 ১                          ২                          ৩
 (মা  পা  জ্ঞা  মঃ)  সঃ  |  দপা   পদা  মপা   জ্ঞমা  |  ণদা       পমা       জ্ঞঋা  সঋা  :
  না  না  দে   রে   দা  |  নিদি  ম্তা  নানা  দেরে  |  তুম্দের্  দের্দের্  তাদা  রেতা  |

 ০                             ১                          ২
 সদ্‌া  ণ্‌সা  জ্ঞরা  জ্ঞমা  I  ঋমা  জ্ঞঋা  সণ্‌া  সসা  |  দপা   পদা  মপা   জ্ঞমা  |
 দারে  তাদা  রেদা  নিদি     ম্তা  নানা  নাদে  রেদা  |  নিদি  ম্তা  নানা  দের্   |

 ৩                           ০                             ১
 ণাঃ    সঃ  দপা   পদা  |  মপা   জ্ঞমা  ণাঃ    সঃ  I  দপা   পদা  মপা   জ্ঞমা  I
 তুম্  দা  নিদি  ম্তা  |  নানা  দেরে  তুম্  দা     নিদি  ম্তা  নানা  দেরে
```

আস্থায়ীর সমে গেল।

৪। **অন্তরার বাঁট**—তৃতীয় তান হইতে তুন তেহাই সহ।

৩ | | | | ০ | | | | ১ | | | |
দমা মদা ণর্সা ণর্সা | জ্ঞর্রা জ্ঞর্সা ণদা পপা | পর্সা দণা মপা জ্ঞমা |
তাদি মৃতা দিম্ তানা | তুম্ তানা নানা নানা | নাদের্ দের্দের্ তুম্দের্ দের্দের্ |

২´ তেহাই :— ৩ ০
জ্ঞঋা সসা দপা পদা I মপা জ্ঞমা ণর্সা দপা | পদা মপা জ্ঞমা ণর্সা |
তাদা রেদা নিদি মৃতা নানা দেরে তুম্দা নিদি | মৃতা নানা দেরে তুম্দা |

১ ২´ ৩
দপা পদা মপা জ্ঞমা II (ণদা পমা | জ্ঞঋা সঃ)
নিদি মৃতা নানা দেরে ০০ ০০ | ০০ ০

তাল পরিবর্ত্তন। তাল কাওয়ালী।

আস্থায়ী

০ ১ ২´ ৩
{সঃ | দপা পদা | মপা জ্ঞমা | ণদা পমা | জ্ঞঋা সঃ}
দা | নিদি মৃতা | নানা দেরে | তুম্দের্ দের্দের্ | তাদা রে

০ ১ ২´ ৩
ঋঃ | সদ্‌া ণ্সা | জ্ঞরা জ্ঞমা | জ্ঞমা জ্ঞঋা | সণ্‌া সঃ I
তা | দারে তাদা | রেদা নিদি | মৃতা নানা | নাদে রে

অন্তরা

১ ২´ ৩ ০
{দমা মদা | ণর্সা ণর্সা | জ্ঞর্রা জ্ঞর্সা | ণদা পপা} I
তাদি মৃতা | দিম্ তানা | তুম্ তানা | নানা নানা

১ ২´ ৩
পর্সা দণা | মপা জ্ঞমা | জ্ঞঋা সঃ II II
নাদের্ দের্দের্ | তুমদের্ দের্দের্ | তাদা রে

স্বরলিপি

ভাটিয়ালী—কাহারবা

ওরে ঐ ভাঙা মেঘের ফাঁকে,
চোখ ইসারায় চাঁদের কিরণ
আমায় কেবল ডাকে ॥

কোন রূপসী সুদূর দেশে,
মেঘের ভেলায় বেড়ায় ভেসে,
চাঁদের কিরণ তার সে কেশে
ঢেকেই কেবল রাখে।

উজল তারার সাড়ী পরা তার
কাজলটানা আঁখি;
ও সে নীল গগনে ভেসে বেড়ায়
চাঁদ-সুষমা মাখি'।

ওরে তার সে কাজল আখির মায়া
আমার মন-মুকুরে ফেল্‌ছে ছায়া;
আজি কল্পনাতে তারই কায়া
পরাণ আমার আঁকে।

কথা—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘটক

সুর—শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ (অন্ধগায়ক)

স্বরলিপি—শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ

II	পা	গা	মা	গা	|	রা	সরা	সা	-া	I	ধ্া	-সা	-া	সা	রা	-া	-গা	-া	I
	ঐ	ভা	ঙা	মে	|	ঘের	ফাঁ০	কে	০		চো	০	খ্	ই	সা	রা	য়	০	

গা	পা	-মা	গা	-রা	সা	-া	-া	I	সা	-মা	মা	-া	মা	-পা	পা	-া	I
চাঁ	দে	র্	কি						আ	০	মা		কে	০	ব	ল্	

পা -ধা ধা -া | -া -া -া -া I গা -মা গা -া | রা -া সা -া I
ডা ০ কে ০ | ০ ০ ০ ০ আ ০ মা র্ | কে ০ ব ল্

সা -রা সা -া | -া -া -া -া II (পা পা)
ডা ০ কে ০ | ০ ০ ০ ০ ও রে

II গা -পা গা রা | -সা সা -রা -া I গা মা -া -া | গা গা -া -া I
কো ন্ রূ প | ০ সী ০ ০ সু দূ ০ র্ | দে শে ০ ০
তা র্ সে কা | ০ জ ০ ০ আঁ খি ০ র্ | মা য়া ০ ০

গা পা -া -া | পা ধা -া -া I পা ধা র্সা -া | র্সা র্সা -া -া I
মে ঘে ০ র্ | ভে লা য়্ ০ বে ড়া য় ০ | ভে সে ০ ০
ম ০ ন্ মু | কু রে ০ ০ ফে ল্ ছে ০ | ছা য়া ০ ০

র্সা -া -র্গা -া | -র্রা র্রা -া -ধা I ধা -না না র্সা | -া র্সা -া -া I
চাঁ দে র্ কি | ০ র ণ্ ০ তা র্ সে কে | ০ শে ০ ০
আ জি ক য় | ০ না তে ০ তা র্ ই কা | ০ য়া ০ ০

ধা ধা র্সা ধা | -া পা -া -া I মা -া মা -া | গা গা মা গা I
ঢে কে ই কে | ০ ব ল্ ০ রা ০ খে ০ | ঢে কে ই কে
প রা ণ আ | ০ মা র্ ০ আঁ ০ কে ০ | প রা ণ আ

-রা সা -ন্ -ন্ | সা রা -সা -া II
০ ব ল্ ০ | রা খে ০ ০
০ মা র্ ০ | আঁ কে ০ ০

II সা সা -া ণ্া | ধ্া -া -া -া I ধ্া সা -া র্া | জ্ঞা রা -া -া I
উ জ ল্ তা | রা ব্ ০ ০ সা ড়ী ০ প | রা তা ০ র্

রা গা -া মা | পা -া -া -া I গা -মা -গা -রা | -সা -রা সা -া I
কা জ ল্ টা | না ০ ০ ০ আঁ ০ ০ ০ | ০ ০ খি ০

সা রা -মা মা | মা মা -া -া I পা -ধা ধা পা | -া মা -া -া I
নী ল ০ গ | গ নে ০ ০ ভে ০ সে বে | ০ ড়া য় ০

পা -ধা র্সা র্সা | -া র্সা -া -া I র্সা -র্রা র্সা -া : -া -া -া -া II
চাঁ দ্ সু ষ | ০ মা ০ ০ মা ০ খি ০ ০ ০ ০ ০

সঙ্গীতে ভাবের অভিব্যক্তি

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভাবই সঙ্গীতের প্রাণ। এই ভাবের যথার্থ অর্থ কর্‌তে গেলে Inner expression বলা যেতে পারে। প্রত্যেক বস্তু, বিদ্যা বা কলার যেমন একটা বাইরের আকৃতি বা পরিচয় আছে, তেমনি একটা ভিতরের রূপও আছে, এই ভিতরের রূপই হোচ্ছে Inner expression বা ভাব, যেটা সকলেরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য বা সৌন্দর্য্য মাত্র! এই ভাব বা সৌন্দর্য্যকে ফুটিয়ে তোলাতেই সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। যেমন কবি ভাষার ঠাটে কবিতা রচনা করেন বটে, কিন্তু ছন্দের অক্ষরে অক্ষরে ভাব ও রসের ধারা ঢেলে দিয়ে যান সেটিকে প্রাণময় কর্‌বার জন্ত। তাই তাঁর গুণময় এ ধারাটীকে ফুটানর উপরই নির্ভর করে। চিত্রকর চিত্র আঁকেন তুলিকার আগাতে বিচিত্র রঙ ফলিয়ে; বাহ্য আকৃতি—চোখ, কাণ, মুখ, হাত, পা তার নিশ্চল রেখাপাতে অঙ্কিত হোলেও, কিন্তু সচল হোয়ে উঠে তা' ভাব ও অভিব্যক্তির বৈচিত্র্যেতে এই ভাবের অভিব্যক্তিই হোচ্ছে প্রাণহীন বস্তু বা কলার যথার্থ প্রাণের পরিচয়। যেখানে এ অভিব্যক্তি নেই, সেখানে প্রাণের সাড়া কখনই মেলে না।

সঙ্গীতে ভাবের অভিব্যক্তি বল্‌তে গেলে অনেকেরই কাছে জানার মাঝে অজানার ভাব একটা ফুটে উঠে; কারণ অভিব্যক্তিটা অপরিহার্য্য হোলেও অনেকেরই এটার সঙ্গে যথার্থ পরিচয় নেই। এই যে শাস্ত্রে "গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে" বলা হোয়েছে,

এটী আর কিছুই নয়। এই অভিব্যক্তির প্রেরণাই এদের মধ্যে রয়েছে বুঝ্‌তে হবে। সুরের সৌন্দর্য্যের তালে তালে যেমন ভাষা জুড়ে দেওয়া হয়, সেরূপ ভাষা জড়িত সুর বা গানের মাঝে ছন্দের তালে তালে বাদ্যকে জড়িত করা হয় মাত্র। এই তিনের প্রত্যেকেরই মাঝে একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত আছে। গান যেমন বাজনার লীলায়িত গতিকে রক্ষা কোরে ও ফুটিয়ে তুলে আপনার রূপ প্রকাশ কর্‌তে যত্নবান হয়, বাদ্যও সেরূপ গানের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্যকে অক্ষুন্ন রেখে তাকে সাজিয়ে তোলে, আর নৃত্যও ঐ সুর ও বাদ্যকে আপনার ছন্দে জাগিয়ে ও ফুটিয়ে সংযত অথচ চঞ্চল গতিতে অগ্রসর হয়। প্রত্যেকের মাঝেই কিন্তু আপন আপন বৈশিষ্ট্য বা অভিব্যক্তিটুকু জেগে ওঠে, তাতে বিন্দুমাত্রও কৃপণতা থাকে না।

তবে কথা হোচ্ছে, এ'তিনের অভিব্যক্তি জিনিসটী এক হোলেও, প্রকাশ করণ বা সৃজন প্রণালী কিন্তু এক নয়। নৃত্যে ভাবের অভিব্যক্তি যে ভাবে ফুটে ওঠে, গানে কিন্তু সে ভাবে ফুটান চলে না। নৃত্যশিল্পী সুর ও বাদ্যের সমতা ও মাধুর্য্যকে রক্ষা কোরে আপন ভূমিকা আদর্শের ছাঁচে ফুটিয়ে তোলেন যথার্থ আদর্শবান হোয়েই। আদর্শবানের ধ্যান, রূপ ও গুণ সমস্তই তিনি আপনাতে মিশিয়ে নিয়ে ফুটাতে চান লীলায়িত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতির ও চোখ, মুখের expression'এর মধ্য দিয়ে; কিন্তু সুরের শিল্পীর পক্ষে একটু অপর রকমের। তাঁর পক্ষে মুখ চোখের expression প্রকাশ ও অঙ্গসঞ্চালন মোটেই অভিব্যক্তি প্রকাশে সহায়তা কর্‌বে না, বরং অসুন্দর কোরে তা লোকসমাজে হাস্যাস্পদই কোরে তুল্‌বে। তাই তাকে অচল থেকে সুরের সরলতায়ই অভিব্যক্তিকে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। শাস্ত্রবর্ণিত রাগ-রাগিণীর শব্দময় ধ্যান চিন্তা কোরে স্বরময় ধ্যান দ্বারা সুরের মাঝে রাগ-রাগিণীকে নবরসে অনুপ্রাণিত কোরে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। করুণ, উদাস, উল্লাস, বিভৎস, রুদ্র সমস্ত ভাবই এই স্বরের মাঝে, বা স্বরের যোজনা কৌশলে গড়্‌তে শিখ্‌তে হবে, তবেই তার যথার্থ ভাবটী অভিব্যক্তি হতে সক্ষম হবে অন্যথা নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের গায়ক সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ভাবটী মোটেই পরিলক্ষিত হয় না। রাগ-রাগিণীর মাঝে হর্ষ ও বিমর্ষ দেখাতে গেলেই তাঁরা নানাপ্রকার মুখ বিকৃতি ও অঙ্গভঙ্গি দ্বারা সেটী প্রকাশ্য কর্‌তে সচেষ্ট হন; কিন্তু তাতে ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ্য হওয়া দূরে থাকুক, বরং যথার্থ রূপটী একেবারে অপ্রকাশিতই থেকে যায়। এটী আমাদের বোঝা উচিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন দ্বারা সঙ্গীতের Inner expression বা যথার্থ ভাবটুকু মোটেই পরিস্ফুট হয় না। সুরের দরদ জ্ঞান ও মাধুর্য্য জ্ঞান না থাকলে বাস্তবিক তা প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। এ দুটী অর্জ্জন কর্‌তে হোলে সঙ্গীতের যথার্থ গুরুর আবশ্যক। আচার্য্য দেখিয়ে দেবেন, কোন্ কোন্ স্বরের সমাবেশ রাগ-রাগিণীটীকে যথার্থ রূপায়িত কর্‌তে সক্ষম। কোন্ রসে ও ভাবের প্রেরণায় গাইলে তবে তা অক্ষুন্ন রাখ্‌তে পার্‌বে। তবে এটী প্রকাশ কর্‌তে বহুদিনের অভিজ্ঞতাও অবশ্য অনেকটা দায়ী। সাধক যতই রাগ-রাগিণীর গঠনের ও সুরমাধুর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাধনা কর্‌তে শিখ্‌বেন ততই অন্তরের ভাবটী ধর্‌তে তিনি সক্ষম হবেন। অন্তরের ভাবটী ধর্‌তে না শিখ্‌লে কিন্তু গান বা সুর কখনই প্রাণময় হোয়ে উঠ্‌তে পারে না। তাই যে কোন রাগ-রাগিণী সুরের ছাঁচে প্রকাশ কর্‌বার পূর্ব্বে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত তার যথার্থ ভাব ও সৌন্দর্য্যের দিকে। অন্যথা গলা মিষ্ট থাকতে পারে, তান, বাঁট, গিটকারী ও বিস্তারের বাহুল্যে সঙ্গীত ভরপুর হোতে পারে, কিন্তু প্রাণের সাড়া আন্‌তে তা কখনই পারে না। বরং প্রাণহীন চীৎকারেই পর্য্যবসিত হয়।

স্বরলিপি

খাম্বাজ—তেতালা

ভাসে তব স্মৃতি আজি সন্ধ্যা-সমীরে
অতীতের দিনগুলি আসে ফিরে ফিরে।
কত হাসি কত ব্যথা
স্মরণেতে ছিলো গাঁথা
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মনে নয়ন-নীরে।
স্মৃতি তব চির-নব, করুণ মধুর
(তারি) পরশে পরাণ মম বেদন বিধুর।
তুমি তো গিয়েছ চলে
স্মৃতিটুকু গেছ ফেলে,
কত না স্বপন্ রচি তাহারে ঘিরে ॥

কথা ও সুর—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু, বি-এ — স্বরলিপি—কুমারী শোভারাণী বসু

	০		১		+		৩	
II	পা পর্স নর্সা ণা ধা	|	পমা ধপমপা মা গা	|	গা পমা গমা গা	|	মগা -পা পা -া	I
	ভা সে০ ০০ ত ব	|	স্মৃ০ তি০০০ আ জি	|	স ন্ ধ্যা০ স	|	মী০ ০ রে ০	
	গা গপা পমগা পমগমা	|	গমা গরা সন্া সা	|	গা মা পধা ধপধা	|	পগা -পমগমা -গা গা	I
	অ তী০ তে০ ০ র০০০	|	দি০ ০ন গু০ লি	|	আ সে ফি০ রে০০	|	ফি০ ০০০০ রে ০	
	গা মা পনা না	|	নর্সা র্সা না র্সা	|	র্সনা র্সণা ধণধপা মপপা	|	পগা পা মা গা	I
	ক ত হা০ সি	|	ক০ ত ব্য থা	|	স্ম০ র০ ণে০০০ তে০০	|	ছি০ লো গাঁ থা	
	পা না না র্সা	|	ধর্সণা ধপা মগা মা	|	পধা -ণা ধা পা	|	গা -পা মগা -মা	II
	ক্ষ ণে ক্ষ ণে	|	প০০ ড়ে০ ম০ নে	|	ন০ ০ য় ন	|	নী ০ রে০ ০	

	০				১				+				৩				
II	সা	সগা	গা	মা	মপা	পা	পা	পা	পা	পা	ধা	গমা	পা	-া	পা	মা	
	স্ম	তি০	ত	ব	চি০	র	ন	ব	ক	রু	ণ	ম০	ধু	র	তা	রি	
	০				১				+				৩				
	পা	না	না	না	র্সা	না	র্সা	র্সা	ণা	ধপা	পা	পমা	পা	-া	-া	-া	I
	প	র	শে	প	রা	ণ	ম	ম	বে	দ০	ন	বি	ধু	০	০	র্	
	০				১				+				৩				
	গা	মা	পা	ধা	না	র্সা	না	র্সা	র্সা	না	র্সা	র্রা	র্সনা	র্সা	ণা	ধা	I
	তু	মি	ভো	গি	য়ে	ছ	চ	লে	স্ম	তি	টু	কু	গে০	ছ	ফে	লে	
	০				১				+				৩				
	পা	না	না	না	র্সা	না	র্সা	র্সা	পনা	র্সর্রা	র্সণা	ধপা	গা	পা	মগা	মা	II
	ক	ত	না	স্ব	প	ন	র	চি	তা০	০০	হা০	রে০	ধি	০	রে০	০	

মৃদঙ্গাচার্য্য ৺দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটী বোল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকানাইলাল হাজরা

মৃদঙ্গের বোল প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তাল, লয় ও মাত্রা বিভাগের বিষয় লিখিত হইয়াছে সুতরাং এক্ষণে তবলার বোলের সহিত উহা পুনরায় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল কয়েকটী তাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম।

পটতাল—ইহা এক মাত্রার তাল, ইহার ঐ তালের উপর "সম", ইহার ফাঁক নাই। এই তাল হইতে সকল তালের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই ইহা লিখিত হইল নচেৎ ইহা তবলার তাল নহে। আমাদের দেশীয় সাঁওতাল, বুনো কোড়ারাদি মাদল বাদ্যে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে ও মৃদঙ্গে ব্যবহার হয়।

তাল কারপা—ইহা দুই মাত্রার তাল, ইহার এক তাল ও এক ফাঁক আছে ও দুইটী মাত্রা সমান পরিমাণে আছে ঐ তালের উপর "সম"।

তাল ছেবকা—ইহা চারি মাত্রার তাল, ইহার তিন তাল ও এক ফাঁক আছে এবং দ্বিতীয় তালের উপর "সম" ও চারিটী মাত্রা সমান পরিমাণে আছে। কারপা ও ছেবকা অনেক তালের পরম করিয়া ব্যবহার হয়।

তাল টুংরী—ইহা চারি মাত্রার তাল, ইহার তিন তাল ও এক ফাঁক আছে এবং দ্বিতীয় তালের উপর "সম" এবং চারটী মাত্রা সমান পরিমাণে আছে।

তাল কাওয়ালী—ইহা চারি মাত্রার তাল, ইহার তিন তাল ও এক ফাঁক আছে ও দ্বিতীয় তালের উপর "সম" এবং চারি মাত্রা সমান পরিমাণে আছে।

ঢিমা তেতালা—ইহাও চারি মাত্রার তাল, ইহারও তিন তাল ও এক ফাঁক্ এবং দ্বিতীয় তালের উপর "সম"। কাওয়ালীর সহিত ইহার কোন পার্থক্য নাই কেবল মাত্রা বিলম্ব লয়ে গঠিত।

তাল মধ্যমান—ইহাকে চারি মাত্রার তাল বলা যায়, ইহার তিন তাল ও এক ফাঁক আছে এবং দ্বিতীয় তালের উপর "সম" ও মাত্রা সমান পরিমাণে আছে ঐ আড়া লয়।

তাল দাদ্‌রা—ইহা দুই মাত্রার তাল ইহার এক তাল ও এক ফাঁক আছে এবং ঐ ১ম মাত্রা তালের উপর "সম" ও দুই মাত্রা সমান পরিমাণে আছে। ইহার ঠেকা খেমটার অর্দ্ধভাগের ন্যায় ও লয়ের ঝোঁক একতালার ন্যায়।

তাল পোস্তা—ইহাকে সওয়া মাত্রার তাল বলা যায়, ইহার দুই তাল ও এক ফাঁক আছে। ইহার প্রথমে ফাঁক ও পরে দুইটী তাল ঐ ফাঁকের উপর "সম" ও সকল মাত্রা সমান্ পরিমাণ নহে। ফাঁক পূর্ণ অর্দ্ধ মাত্রা ও দুইটী তাল পোণ মাত্রা এই পূর্ণ সওয়া মাত্রা, ইহার লয়ের ঝোক ঝাঁপতালের ন্যায় ও ইহার লয়ের নাম "সওয়ে লয়" এবং ইহার ঠেকা ও ঝাঁপতালের অর্দ্ধভাগের ন্যায়।

তাল তিওট—সাড়ে তিন মাত্রার তাল, ইহার তিন তাল ও এক ফাঁক আছে এবং দ্বিতীয় তালের উপর "সম" এবং সকল মাত্রা সমান পরিমাণে নাই ইহার ফাঁক ও সম পৌণ মাত্রা করিয়া এবং প্রথম ও তৃতীয় তাল পূর্ণ এক মাত্রা করিয়া।

·তাল রূপক—ইহা সাড়ে তিন মাত্রার তাল, ইহার দুইটী তাল ও তিনটী ফাঁক ও পরে দুইটী তাল এবং ঐ প্রথম ফাঁকের উপর "সম"। ইহার প্রত্যেক ফাঁক অর্দ্ধমাত্রা করিয়া তিনটী ফাঁক পূর্ণ দেড় মাত্রা ও প্রত্যেক তাল এক মাত্রা করিয়া দুইটী তালে পূর্ণ দুই মাত্রা পরিমাণ আছে। তিওটের দুই স্থানে পোণ মাত্রা করিয়া বসান আছে ও ইহার একবারেই দেড় মাত্রা বসান আছে সুতরাং সেই নিমিত্ত তালেরও ঠেকার প্রভেদ হইয়াছে।

তাল যৎ—ইহাকেও সাড়ে তিন মাত্রার কহে, ইহার তিন তাল ও এক ফাঁক আছে ও দ্বিতীয় তালের উপর "সম" এবং সকল মাত্রা সমান পরিমাণে নাই, ইহার ফাঁক পোণ মাত্রা ও সম ঐরূপ আছে ও প্রথম ও তৃতীয় তাল পূর্ণ এক মাত্রা করিয়া, ইহার লয়ের ঝোঁক মৃদঙ্গের ধামারের ন্যায় এই তাল হিন্দুস্থানে হোরিতালে সর্ব্বদা ব্যবহার হয় বলিয়া ইহাকে "হরিতাল" কহে।

তাল ঝাঁপতাল—ইহাকে আড়াই মাত্রার তাল বলা যায়, ইহার তিন তাল ও এক ফাঁক আছে এবং দ্বিতীয় তালের উপর "সম" ও সকল মাত্রা সমান পরিমাণে নাই ইহার সম অর্দ্ধ মাত্রা ও ফাঁক অর্দ্ধমাত্রা পরিমাণে আছে এবং প্রথম ও তৃতীয় তাল পোণ মাত্রা করিয়া। ১ হইতে ৫ পর্য্যন্ত গণনা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

চতুর্থ শোয়ারী—ইহা আট মাত্রার তাল, ইহার চারিটী তাল ও চারিটী ফাঁক আছে ও সকল মাত্রা সমান পরিমাণে আছে এবং একটী করিয়া ফাঁক ও একটী করিয়া তাল পরে পরে বসান আছে ও প্রথম তালের উপর "সম"।

তাল পঞ্চম শোয়ারী—ইহাও আট মাত্রার তাল, ইহার প্রথমে যুক্ত তিন তাল তারপর একটী ফাঁক ও একটী তাল এই প্রণালীতে দুইটী তাল আছে, তাহা হইলেই পাঁচটী তাল ও তিনটী ফাঁক আছে। ইহার সকল মাত্রা সমান পরিমাণে আছে ও ঐ যুক্ত তৃতীয় তালের উপর "সম"।

ইহা ব্যতীত অনেক তাল আছে তাহা পরে লিখিত হইবে ও এই কয়েকটী তালের বোল, ঠেকা ও পরম ইত্যাদি আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

পিলু সিন্ধুড়া—ত্রিতাল

মনমোহন শ্যাম রঙ্গিলে কি
মুরলীয় বাজি কুঞ্জন বন।
শুন শুন বাঁশিয়া চলি গুঞ্জরিয়া
বৃন্দাবনকে বাঁকি ডাগারিয়া ;
বিচ মিলে নট খট নাগর নট
ঘের লিজুগোয়াল-বালা সঙ্গ ॥

স্বরলিপি—শ্রীসুচারুভূষণ প্রামাণিক

আস্থায়ী

	০	১	২	৩
সা সা II	{রা -া মা মা	পা -া না র্সা	না -র্সা নর্সা -র্রা	র্সা -া -া -া I
ম ন	মো ে হ ন	শ্যা ০ ম রং	গি ০ লে০ ০	কি ০ ০ ০
	ণা ণা ণা ধমা	মা -পা মপা -ধা	মা -পা জ্ঞা মা	রা জ্ঞা সা সা} I
	মু র লী য়া০	বা ০ জি০ ০	কু ন্ জ ন	ব ন ‘ম ন’

অন্তরা

০	১	২	৩
II {মা মা পা পা	না না র্সা -র্সা	না র্সা -া র্রা	র্রা র্মজ্ঞা র্রর্সা -া I
শু ন শু ন	বাঁ শি য়া ০	চ লি ০ গু	ঞ্জ রি য়া ে
ণা -ণা ণা -া	ধা ণা পা -ধা	পনা -র্সর্রা র্সা ণা	ধা ধণা পা -া} I
বৃ ০ ন্দা ০	ব ন কে ০	বাঁ০ ০০ কি ড	গ রি য়া ০
মা -া -া মা	পা পা না র্সা	“।” র্সর্সা না -র্সা	না র্রা র্সা র্সা I
বি ০ ০ চ	মি লে ন ট	০ খট না ০	গ র ন ট
{মা -া -া মা	পা -া দা -া	পা মা -া পা	জ্ঞা রা (সা সা)} সা সা II II
ঘে ০ ০ র	লি ০ জু ০	গো য়া ০ ল	বা লা স ঙ্গ ম ন

স্বরলিপি

দেশ—তেতালা (মধ্যগতি)

জাগে রজনীগন্ধা,
(জাগে) মঙ্গল সন্ধ্যার ছায়ে।
মধুর অধরে তার ফুটাল অমল হাসি
পবন পরশন বিলায়ে ॥
শীতল শিশির ধোয়া শুভ্র আনন পরে
আধেক হাসির রেখা আনমনে খেলা করে,
প্রাণের সুরভিখানি সে হাসির সুধা সনে
দিকে দিকে পড়িল ছড়ায়ে ॥

কখন বুঝিনি কিছু
দুয়ারে আসি' আমার,
মলয় রাখিয়া গেছে
গন্ধের উপহার,—
কখন এনেছে মোরে টানিয়া বাহির পানে
গাহি' কোন মহাগান চুপে চুপে কাণে কাণে
বাঁধিয়া গিয়েছে মোরে সোহাগে তাহারই সনে
সখ্যের রাঙা-রাখী জড়ায়ে ॥

কথা ও সুর—প্রসাদ বসু

স্বরলিপি—গৌরী সেনগুপ্তা

[মরা -া মা পা] … [-া -া র্সা র্সা / ০ ০ জা গে]

II মা -রা মা পা | না -না নর্সা -ধনা | না -র্সা র্সা -র্সা | -মর্সা -র্রসা -নধা -পধা I
জা ০ গে র | জ ০ নী০ ০০ | গ ন্ ধা ০ | ০০ ০০ ০০ ০০

নর্সা -র্রা -ণা ধধপা | পধা -া মা -গরা | রমা -মপা -ধপা -মগা | -রগা -মগা -রগা সা I
মঙ্ ০ গ ল০০ | সন্ ০ ধ্যা ০র | ছা০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ য়ে

রা পমা মা মগরা | গা গরা সনা -সা | সা মরা মা পা | পা ধমা -পা পা I
ম ধু র অ০০ | ধ রে০ তা০ র্ | ফু টা০ ল অ | ম ল০ হা সি

পা -র্রা র্রা র্রা | র্সণা ধধপা -পা ধা | ধমা গা রা -রা | -পপা -মগা রগা -সা II
প ব ন প | র ০০০ শ ন | বি লা য়ে ০ | ০০ ০০ ০০ ০

II {মা পা না না | না না না না | না -র্সা র্সা র্সা | র্সা র্রনা র্সা -র্সা I
শী ত ল শি | শি র ধো য়া | শু ০ ভ্র আ | ন ন০ প রে

পা -র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্রসা র্রর্রা | র্সা র্রর্রা র্সা নধপা | ধা র্সনা ধা পা} I
আ ধে ক হা | সি র রে০ খা০ | আ ন০ ম নে০০ | খে লা ক রে

রগমা গরা রগমপা মগরা । রগা গরা সন্‌া সা । রা মরা মা পা । পধা মপা পা পা I

প্রা০০ ণে০র০০০ স্থ০০ র০ ভি০ থা০ নি সে হা০ সি র স্থ০ ধা০ স নে

ণণা মপা না র্সা নর্সর্রা র্সনা ধপা ধা রপা -ধপা মগা -রগা -পপা -মগা -রগা -সা II

দি০ কে০ দি কে প০০ ড়ি ল০ ছ ড়া০ ০০ য়ে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

II {রগা রা -মা মগরা রগা গা সণ্‌া সা পা -না -সা -রা রগা রমা গা -রা I

ক০ থ ন বু০০ ঝি০ নি কি০ ছু ছু য়া রে আ সি০ আ০ মা র্

মা মা মা গরা গা গা সন্‌া সা রা -মপা গরা গগা সরা মপা পা -পা} I

ম ল য় রা০ খি য়া গে০ ছে গ ন্ ধে০ র০ উ০ প০ হা র্

{র্সনা না -না না না না না -ধা ধর্সা র্সা র্সা র্সা র্সা র্সা র্সা র্সা I

ক থ ন এ নে ছে মো রে টা নি য়া বা হি র পা নে

পা -র্রা র্রা র্রা র্রর্গা র্রর্গর্মা র্গর্গা -র্রা | র্গর্গা র্রা র্সনা র্সা | নর্সর্রা র্সণা ধা পা} I |

গা হি কো ন্ | ম০ হা০০ গা০ ন্ চু০ পে চু০ পে কা০০ ণে কা ণে

রা পমা মা মগরা গা গরা সন্‌া সা সণা ণা ধপা ধধা মপা নর্সা র্সা র্সা I

বা ধি য়া গি০০ য়া ছে০ মো০ রে সো হা গে০ ভা০ হা০ রি০ স নে

নর্সা র্রা র্সণা ধধপা ধা -মা গা রা সরা মপা নর্সা -র্রর্সা -ণধা -পধা -মগা -রা II II

স০ ০ খ্যো র০০ রা ভা রা খী জ০ ড়া০ য়ে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

মৃদঙ্গ বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

ঝাঁপতাল

+ ১ ০

৬৭৮। ধা তেটে তেটে ঘেনে ঘেঘেন্না থুন তেগে

২

কেটে তাগ গ্রেদেনে কতেটে কতাগ দিঘেনে

+

ধা

+ ১

৬৭৯। কৎ তেটে তেটে ঘেনে ঘে দিন্‌তা কড়ান

০ ২

তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে তাগ ঘড়ান

+

কত্তা দেৎ ধা

+ ১ ০

৬৮০। ধেত্তা গদিঘেনে কৎ তেরে কেটে তাগ তাগ

২ +

তেরে কেটে তাগ দিদি তাগ ধা

+ ১ ০

৬৮১। কতা কতা কেটে তাগ তেটে ঘেনে নানা

২ + ১ ০

গদিঘেনে নাগ ত্রেগে থুন থুন তাগে দেৎ ঘেগে

২ +

তেটে ঘে তেরে কেটে তাগ তেরে কেটে ধা

+ ১ ০

৬৮২। গদিঘেনে কড়ান তে:ট কতা ধা ত্রেকেটে

২ + ২

ধাগেনে ধাগে তেটে কৎ কৎ গদ্দি কড়ান

০ ১ +

ধা গদ্দি কড়ান ধা গদ্দি কড়ান ধা

ক্রমশঃ

ভ্রম সংশোধন

গত ফাল্গুন সংখ্যায় ৬৭১ নং পৃষ্ঠায় মুদ্রিত স্বরলিপিতে নিম্নলিখিত ভুল কয়টী সংশোধিত হইবে।

স্বরলিপির লাইন	ভুল	সংশোধন
১ম লাইন	০ ধনা ণা ধা পা পূ০ র বা জে	০ ধনা না ধা পা পূ০ র বা জে
৫ম লাইন	০ পগা পপা পপা ধা রে০ ০ ০ ০ ০ ০	০ পগা পপা পপা ধা রে০ ০ ০ ০ ০ ০

পরলোকে প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

বাংলার স্বনামখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ, যাদুবিদ্ ও কৌতুকাভিনেতা প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যুবার্ত্তা যখন আমরা শুনিতে পাইলাম, তখন আমাদের কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছিল না যে তিনি এত শীঘ্র পরলোক গমন করিবেন। কিন্তু বিধাতার বিধানে তাহা সত্যে পরিণত হইল। গত মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি ধানকানেল ষ্টেটে যাদুক্রীড়া প্রদর্শনার্থে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তথা হইতে নীলগিরি রাজ-প্রাসাদেও তিনি নিমন্ত্রিত হয়েন। নীলগিরি দরবারে রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় যাদুক্রীড়া প্রদর্শন কালীন তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখনই তিনি চিকিৎসককে ডাকিয়া একটি ঔষধের ব্যবস্থা জানাইয়া বিশ্রামলাভার্থে শয়ন করিতে যান, কিন্তু হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া বুধবার দিবস রাত্রি ১ ঘটিকার সময় তিনি চিরবিশ্রাম লাভ করিলেন। মৃত্যুকালীন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর মাত্র একমাস পূর্ব্বে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা অমল দাশগুপ্তের মৃত্যু হয়, তিনি ছিলেন তাঁহার যাদুক্রীড়ার সহকারী।

৺বিমল গুপ্ত

বিমলবাবুর মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া তাঁহার ভ্রাতা কমল দাশগুপ্ত কলিকাতা হইতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবল দাশগুপ্ত এবং প্রোঃ দুর্গা সোমকে নীলগিরিতে পাঠাইয়া দেন। নীলগিরিতেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে নীলগিরির অফিস প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ রাখা হইয়াছিল এবং নীলগিরির বর্ত্তমান রাজা সাহেবের বৃদ্ধা মাতা আসিয়া তাঁহার মৃতদেহ দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড় স্বর্গীয় তারা-প্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিমল বাবু। তারা-প্রসন্নবাবু কুচবিহার ষ্টেটে চাকুরী করিতেন এবং প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ কুচবিহার ক্রিকেট্ টিমের তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন। বিমলবাবুর প্রথম জীবন কুচবিহারেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তথায় তিনি জেন্‌কিন্‌স স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা এবং ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে আই-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থে ভর্ত্তি হয়েন। উক্ত কলেজে অধ্যয়নকালীন হঠাৎ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের কয়েকটি অঙ্গুলি পুড়িয়া যায়।

বিমলবাবুর সঙ্গীতানুরাগ বাল্যকাল হইতেই ছিল। কলিকাতার সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় পণ্ডিত লছমী প্রসাদ মিশ্র মহাশয়ের নিকট তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিমলবাবু

কলিকাতার গ্রামোফোন কোং, সাহেনশাহী, দিলরুবা ও ব্রডকাষ্ট রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। নিজেও একজন রেকর্ডশিল্পী হিসাবে বাংলার প্রতিগৃহে তিনি সুপরিচিত। যাদুবিদ্ হিসাবে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। Black art, Mind reading, Ventrioloquism, Clairvoyance, Illusions, Archery প্রভৃতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার যাদুবিদ্যা দর্শন করিয়া মাননীয় লর্ড উইলিংডন, লেডী উইলিংডন, মাননীয় স্যার জন্ এণ্ডারসন, এবং ভারতের সুবিখ্যাত রাজা মহারাজাগণ অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি All India Mystic Circleএর সভাপতি London Magicions Club এবং International Brotherhood Magicians, Americaর সভ্য ছিলেন।

তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বাংলা তথা ভারতবাসী হারাইল একজন প্রকৃত গুণীব্যক্তিকে। তাঁহার মত বহুগুণসম্পন্ন ব্যক্তি বাংলার গুণীসমাজে বিরল। তাঁহার বিধবা পত্নী, নয়টি পুত্রকন্যা, পাঁচটি ভগিনী, বৃদ্ধা মাতা, বৃদ্ধা পিতামহী, সমগ্র বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়বর্গকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া তিনি পরলোকগমন করিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা জানাইতেছি।

সমালোচনা

পরিত্যক্তা—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

পরিত্যক্তা একখানি ক্ষুদ্র কাব্য পুস্তক। ধ্বংশপ্রাপ্ত পল্লীগ্রামের রূপচিত্র এই পুস্তকটিতে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে সহরের বিলাসী মানুষ বিলাসের মোহে ডুবিয়া পল্লীগ্রামের কথা ভুলিয়া যায়, ফলে পল্লীগ্রামের যে দুরবস্থা হয়, তাহারই একটি প্রকৃত নিদর্শন এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া পাইলাম। রচনার সারল্যে পুস্তকটি সাধারণের সুখপাঠ্য হইবে সন্দেহ নাই।

বর্ষবাণী—সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরী। ১নং কুপার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে আল্তাফ্ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকি।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ রূপরেখা নামক একখানি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, বর্ষবাণী তাহারই নামান্তর মাত্র। এই বার্ষিক পত্রিকাটি রচনা ও চিত্রসম্ভারে সুপরিপুষ্ট। বাংলার বিখ্যাত মনীষী হইতে আরম্ভ করিয়া উদীয়মান লেখকগণের রচনাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি সুপাঠ্য। পরিশেষে সম্পাদিকা ও প্রকাশকের নিবেদনটী পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। বর্ত্তমান যুগের হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একটি সুন্দর ইঙ্গিত তাঁহারা দিয়াছেন এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। পত্রিকাটির ছাপা, বাঁধাই আধুনিক রুচিসম্মত।

গীতাসার—শ্রীবরদাচরণ সেন প্রণীত। "অমিয় কুটীর" বক্সীবাজার, ঢাকা হইতে শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন এম, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা।

এই গ্রন্থখানি গীতার সারতত্ত্ব লইয়া রচিত। গীতার নানারূপ গ্রন্থ অপেক্ষা এই গ্রন্থখানি যে সরল ও সহজবোধ্য হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তিদিগের নিকট গ্রন্থখানি সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। গীতার সারতত্ত্ব এরূপ সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গ্রন্থকার আমাদের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। আশা করি তাঁহার শ্রমের মূল্য পুস্তকটীর বহুল প্রচারেই লব্ধ হইবে।

সংবাদ

গীতশ্রী উপাধি পরীক্ষা

গত ১৬ই মার্চ্চ কলিকাতা নিউ পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সঙ্গীত সম্মিলনীর বিদ্যালয় ভবনে গত বৎসরের ন্যায় এবারও

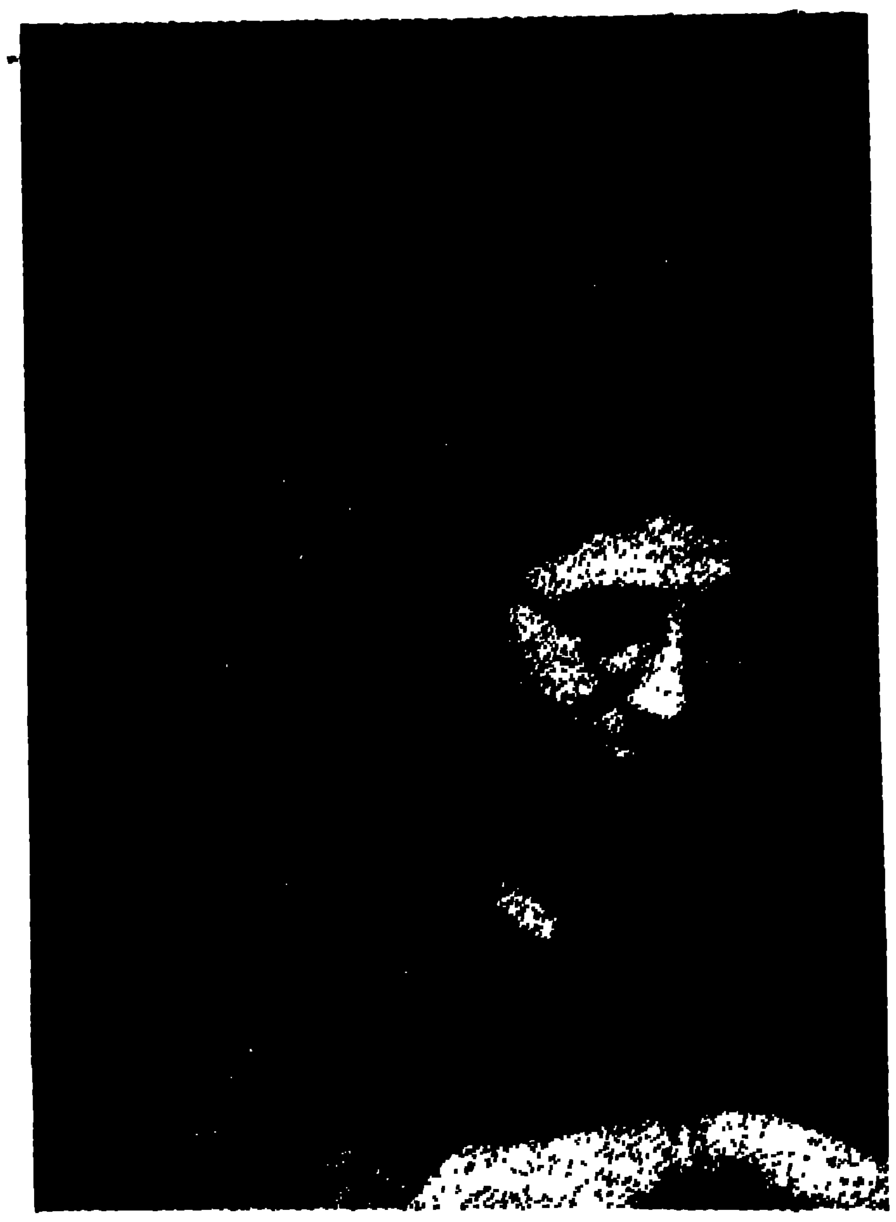

(১) কুমারী রেণুকণা মোদক

সম্মিলনীর উপাধি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এই বৎসর সঙ্গীত সম্মিলনীর বিদ্যালয়ের দুইজন কৃতী ছাত্রী সসম্মানে পর্য্যায়ক্রমে উত্তীর্ণা হইয়া "গীতশ্রী" উপাধিতে সম্মানিতা হইয়াছেন। প্রথম মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ মোদক মহাশয়ের সুযোগ্যা কন্যা কুমারী রেণুকণা মোদক (ইনি বিদ্যাসাগর কলেজের তৃতীয় বার্ষিক B. A. ক্লাসের ছাত্রী) এবং দ্বিতীয় মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র সেন মহাশয়ের সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতী বিজলী দত্ত। এই বিশেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া বিশেষ সম্মানসূচক ও সঙ্গীত পারদর্শিতার সুনিপুণ নিদর্শন। ইহাতে উত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত "গীতশ্রী" উপাধি সম্মিলনীর পক্ষ হইতে ভূষিত হইয়া থাকে। "গীতশ্রী" পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ রতনজানকর মহাশয় পরীক্ষকরূপে আমন্ত্রিত হইয়া ছাত্রীদিগের গুণপনায় বিশেষ প্রীত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা সঙ্গীত সম্মিলনীর সঙ্গীতপ্রীতি এবং সঙ্গীত উন্নতিকল্পে এইরূপ চমৎকার উদ্যোগ বাঙ্গালার সঙ্গীত শিক্ষার্থিনীদিগের পক্ষে বিশেষ সুবর্ণ সুযোগ। এই ভাবে শিক্ষা প্রচেষ্টা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়া বাঙ্গলার কলাশিল্পীর পথ মহান্ এবং জগতের নিকট গুণগ্রাহীতার পরিচায়ক হইবে।

আমরা এই বিষয়ে যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মপ্রচেষ্টা, শিক্ষা ও প্রণালীর গুণে আপনাদিগকে

(২) শ্রীমতী বিজলী দত্ত

উৎসর্গ করিয়া এই সুমহান কার্য্যে প্রচেষ্টিত হইয়াছেন আমরা সেই সঙ্গীত সম্মিলনীর অনারারী সেক্রেটারী

মিসেস্ বি, এল, চৌধুরী এবং সম্মিলনীর অধ্যাপক সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আমাদের অন্তরের শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া ভগবানের নিকটে তাঁহাদের দীর্ঘজীবন কামনা করি। গিরিজাবাবুর শিক্ষানৈপুণ্য বাঙ্গালার সঙ্গীতক্ষেত্রে বিশেষ অমূল্য সম্পদ। সঙ্গীতপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার এ দান স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।

—

অন্ধগায়ক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র রায়

অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখ কয়েকজন অন্ধগায়কের প্রতিভার বিষয় আমরা পরিচিত। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কার্ত্তিকবাবু মাত্র ৭ বৎসর বয়সে অন্ধ হইয়া জীবনে অন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া

অন্ধগায়ক শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায়

সঙ্গীত শিক্ষাই চরম লক্ষ্য করিলেন। পরে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গুণী স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁহার নিকট মাত্র কিছুদিনের শিক্ষায় কার্ত্তিকবাবু সঙ্গীতে বেশ নৈপুণ্যতা লাভ করেন। উপস্থিত তিনি কলিকাতার সুবিখ্যাত সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীত রত্নাকর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত, সুরবাহার, সেতার, এস্রাজ প্রভৃতি শিক্ষা করিতেছেন। আনন্দের বিষয় তিনি চন্দননগর কৃষ্ণভামিনী নারী মন্দিরে সঙ্গীত শিক্ষকের পদে বৃত হইয়াছেন। নিজ বাটীতেও তিনি "বীণাপাণি সঙ্গীত বিদ্যালয়" নামক একটি সঙ্গীত শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীত সাধনার সম্যক্ পরিচয় তাঁহার রচিত "গানের মালা" নামক সঙ্গীত পুস্তকটিতে সুপরিস্ফুট। আমরা কার্ত্তিকবাবুর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

—

পাল ফ্রেণ্ডস ক্লাব

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে বিগত ৫ই বৈশাখ শনিবার সন্ধ্যা ৭।৹ ঘটিকায় ৯১নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে কানাইলাল পাল মহাশয়ের ভবনে উক্ত ক্লাবের সঙ্গীত সম্মিলন সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতার উদীয়মান গায়ক ও বাদকগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথমে সঙ্গীতাচার্য্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুযোগ্য ও প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকখানি খেয়াল গান করেন। তাঁহার গান বাস্তবিকই অতি সুন্দর হইয়াছিল। পরে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় খেয়াল গান করেন। তারপর বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় হিন্দি খেয়াল ও পরে বাংলা খেয়াল গান করিয়া আমাদের অতীব আনন্দ দিয়াছেন। পরে প্রোঃ মুরেলাল, এম-এ, মহাশয় (শোনিবাবুর ছাত্র) হারমোনিয়াম বাজাইয়া মুগ্ধ করেন এবং পরে শ্রীযুত বিনয়মাধব মুখোপাধ্যায় (তিমিরবাবুর ছাত্র) স্বরোদ বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সুবল দাশগুপ্ত কয়েকখানি খেয়াল গান করেন। উক্ত গায়কগণের সহিত আবিদ

হুসেন খাঁ সাহেবের সুযোগ্য ছাত্র উদীয়মান তবলা বাদক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গত করিয়া সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতার কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র (এই অনুষ্ঠানের সভাপতি), শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দাশগুপ্তা, এম-এ, পি, এইচ ডি, শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ দে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (কাউন্সিলার) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রচুর জল যোগান্তে রাত্রি ২ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

—

বসন্ত উৎসব

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে এবারও তরুণ-সঙ্গীত সম্মিলনীর ষষ্ঠ বার্ষিক সঙ্গীতাধিবেশন আগামী ২৩শে মে শনিবার দিবস ৬৮নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশ চন্দ্র সেন, এম-এ বি-এল, এ, আই, এ, (লণ্ডন) মহাশয়ের ভবনে অনুষ্ঠিত হইবে। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদকগণ প্রতি বৎসর এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন এবং এ বৎসরও আশা করা যায় যে পঞ্চানন বাবুর চেষ্টায় বিখ্যাত গুণীগণ যোগদান করিবেন। প্রবেশ পত্র ২৭নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে উৎসবের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে বিতরিত হইবে।

—

৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি কমিটি

পরলোকগত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষা কল্পে সম্প্রতি একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি তাঁহার প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত গান, স্বরলিপি, কবিতা, প্রবন্ধ ও পত্রাবলী সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার স্মৃতির প্রতি অর্ঘ্য দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথের ছাত্র ছাত্রী, সুহৃদ, পরিচিত ও পরিজনবর্গের নিকট যদি কোন পত্র, কবিতা, গান, স্বরলিপি প্রবন্ধ অথবা আশীর্ব্বাদসূচক কবিতা (অটোগ্রাফ) ইত্যাদি থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাইলে

কমিটি বাধিত হইবেন। প্রেরিত বিষয়গুলি কার্য্যসমাধার পর যথারীতি প্রেরকের ঠিকানায় কমিটি কর্ত্তৃক ফিরৎ দেওয়া হইবে।

শ্রীযুক্তা কমলা ঠাকুর, ৪ নং বকুলবাগান রো, কলিকাতা।

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার
৮৯, বেচু চ্যাটার্জ্জীর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত
৮।সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

সুপ্রসিদ্ধ সেতারী শ্রীযুক্ত শুকদেব রায়

সঙ্গীত-বিজ্ঞান
প্রবেশিকা

১৩শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ সাল { ২য় সংখ্যা

সুপ্রসিদ্ধ সেতারী শ্রীযুক্ত শুকদেব রায়

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী বি, এ

কলিকাতার সঙ্গীতশিল্পীদিগের মধ্যে যে কয়জন সঙ্গীতবিদ্ জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত—শ্রীযুক্ত শুকদেব রায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯১০সালে তিনি কলিকাতায় প্রথম আসেন। সে সময় হিন্দী ভাষা শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা এখানে ছিল না। তাই তিনি এ অভাব দূর করিবার জন্য মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটে (চোরবাগান) নিজব্যয়ে একটী হিন্দী প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করেন। তারপর, ক্রমে ক্রমে দর্জ্জিপাড়া, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, জানবাজার, পুরাতন খিদিরপুর, মাণিকতলা, শিবপুর প্রভৃতি স্থানে প্রায় দশ বারটী হিন্দী প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত বিদ্যালয় পরে গভর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশনের সাহায্য লাভে সমর্থ হয়। সরযূপ্রসাদ সনাতন ধর্ম্ম বিদ্যালয়ও (হাই স্কুল) তিনিই করেন। তিনি একটী সভা সংগঠন করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করেন ও এই সকল বিদ্যালয়ের খরচ নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করেন।

এইরূপে তিনি হিন্দী ভাষা শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া কয়েক বৎসর পর সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি চিৎপুর রোডে হিন্দী নাট্য সমিতি নামে একটী সঙ্গীতালয় স্থাপন করেন। পরে তাঁহারই উৎসাহ ও সহায়তায় বজরং পরিষদ, হিন্দী নাট্য পরিষৎ, শ্রীকৃষ্ণ পরিষৎ ও শ্রীশুকদেব পরিষৎ প্রভৃতি সঙ্গীত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা হয়। এই সঙ্গীত শিক্ষায়তনগুলি যে কেবলমাত্র গানবাজনার জন্যই ছিল তাহা নহে, যখনই দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নরনারীর আর্ত্তনাদ কর্ণগোচর হইত তখনই ঐ সমস্ত পরিষদের আয়ের দ্বারা দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নরনারীর অভাব দুর্দ্দশা নিবারণের চেষ্টা করা হইত।

হিন্দী সাহিত্য প্রচার বিষয়েও শুকদেব বাবুর যথেষ্ট অনুরাগ দেখা যায়। তিনি হিন্দী সাহিত্য প্রচার উদ্দেশ্যে ভারতী প্রেস নামে একটী মুদ্রণালয় স্থাপন করেন এবং সেনাপতি (বর্ত্তমানে লুপ্ত) নামে একটী সাপ্তাহিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি কলিকাতায় বাস করা কালীন নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণনাথ সঙ্গীতালয়ে গানবাজনা শিক্ষা করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র ও মহম্মদ বক্স খাঁর (জয়পুর) নিকট তিনি সেতার শিক্ষা লাভ করেন। পূর্ব্ববঙ্গের আপ্তাবুদ্দিন খাঁর নিকট তিনি বাঁশী ও তবলা শিক্ষা করিয়া তাহাতেও যথেষ্ট নিপুণতা লাভ করেন। পরে প্রফেসর রামেশ্বর পাঠকজীর (দ্বারভাঙ্গা) নিকট পুনরায় সেতার শিক্ষা করেন।

তিনি প্রথম জীবনে স্বীয় সমাজের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন ও স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হন। বর্ত্তমানে তিনি সঙ্গীত প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সঙ্গীত শিক্ষা যে ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অনেকে অর্থাভাবে ইচ্ছা থাকিলেও এই বিদ্যা লাভে বঞ্চিত থাকেন। পণ্ডিত শুকদেব রায় এইসব সঙ্গীত শিক্ষার্থীদিগকে নিঃস্বার্থভাবে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং স্থায়ীভাবে শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহা যে তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক ইহাতে সন্দেহ নাই। অনেক দরিদ্র বাঙ্গালী যুবক বিনা ব্যয়ে তাঁহার সাহায্যে যে সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ লাভ করিতেছেন এজন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

এই অসাধারণ কর্ম্মী, সঙ্গীতশিল্পী, পরহিতৈষী পণ্ডিত শুকদেব রায়ের নিবাস গাজীপুর জিলার অন্তর্গত বেটাবর গ্রাম। বেটাবরবাসীগণ নিশ্চয়ই পণ্ডিত শুকদেব রায়ের জন্য গৌরবান্বিত। ঈশ্বর সমীপে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

স্বরলিপি

না না, ডাক্‌বনা ডাক্‌বনা অমন করে বাইরে থেকে
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব আনব ডেকে।

দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে,
নেবার মানুষ জানিনে তো কোথায় চলে,
এই দেওয়া নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে।

মিল্‌বে নাকি মোর বেদনা তার বেদনাতে
গঙ্গাধারা মিশ্‌বে নাকি কালো যমুনাতে।

আপনি কি সুর উঠ্‌ল বেজে
আপনা হতে এসেছে যে,
গেল যখন আশার বচন গেছে রেখে।

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

II সা -ধা ধা | ধা -া -নধপ I পা -না না ¦ ধা -া -নধা I
ডা ক্ ব | না ০ ০০০ ডা ক্ ব ¦ না ০ ০০

I -পা -া -া | -া -া -া I সা সা -রা | গা গা -মা I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ অ ম ন্ | ক রে ০

I রগা -া গা | রা রা -গা I সরা -া রা | সা -া -া I
বা ই রে | থে কে ০ ডা ক্ ব | না ০ ০

I পা ধা -র্সা | র্সা -নর্সা -র্রগা I র্রর্সা -া -া | পা -া -া I
পা রি ০ | য ০ ০ দি ০ ০ | ০ ০ ০

I পর্সা -া র্সা | র্সা র্সা র্রর্সা I নর্সা -া না | না না -র্সনা I
অ ন্ ত | রে তা র্ ভা ক্ পা | ঠা ব ০০

I নধা -র্সা না | না ধপা -া I না -া -া | ধা -া -নধা I
আ ন্ ব | ডে কে ০ না ০ ০ | না ০ ০০

I পা -া -া | -া -া -া II
না ০ ০ | ০ ০ ০

II পা গা -া | পা পা -ধা I ধর্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I
দে বা র্ | ব্য থা ০ বা জে ০ | আ মা র্

I র্সা র্রা -া | র্রা -র্সা -র্রগা I র্রর্সা -া -া | -া -া -া I
বু কে র্ | ত ০ ০ লে ০ ০ | ০ ০ ০

I র্সা র্রা -া | র্গা র্গা -া I র্রা র্রা -া | র্সা না -া I
নে বা র্ | মা ঝু ব আ নি ০ | নে ত ০

I ধর্সা র্সা -া | না -ধা -না I ধপা -া -া | -া পা -া I
কো থা য়্ | চ ০ ০ লে ০ ০ | ০ এ ই

I পা ধা -া | র্সা না -র্সনা I ধা পা -া | ধা ধা -নধা I
দেও য়া ০ | নেও য়া র্ মি ল ন্ | আ মা র্

I পধা পা -া | মা গা -রা I সা -া -রা | গা -রা -গা I
ঘ টা ০ | বে কে ০ না ০ ০ | না ০ ০

I রসা -া -া | -া -া -া II
না ০ ০ | ০ ০ ০

II {সা -া রা | গা গা -মা I রগা -া গা | রা রা -গা I
মি ল্ বে | না কি ০ মো র্ বে | দ না ০

I সরা -সা রা | গা রা -গরা I সা -া -া | -া -া -া I
তা র্ বে | দ না ০ তে ০ ০ | ০ ০ ০

I (পা -া ধা | পা -ধা -না I ধপা -া -া | -া -া -া I
গ ঙ্ গা | ধা ০ ০ রা ০ ০ | ০ ০ ০

I পনা -া না | ধা ধা -নধা I পা পা -না | ধা ধা -নধা I
মি শ্ বে | না কি ০ কা লো ০ | য মু ০

I ধপা -ধা পা | -মা গা -রা)} I {পা -া গা | পা পা -ধা I
না ০ তে | ০ গো ০ আ প্ নি | কি হ র্

I ধা -র্সা র্সা | র্সা -র্রা -র্গা I র্র্সা -া -া | -পা -া -া I
উ ঠ্ ল | বে ০ ০ জে ০ ০ | ০ ০ ০

I	র্সা	-া	র্রা	|	র্পা	র্গা	-া	I	র্রা	র্সা	-া	|	না	-ধা	-না	I
	আ	প্	না	|	হ	তে	০		এ	সে	০	|	ছে	০	০	
I	ধপা	-া	-া	|	-া	-া	-া }	I	পা	ধা	-া	|	র্সা	না	-া	I
	যে	০	০	|	০	০	০		গে	ল	০	|	য	খ	ন্	
I	ধা	পা	-া	|	ধা	ধা	-নধা	I	পধা	পা	-া	|	মা	গা	-রা	I
	আ	শা	র্	|	ব	চ	ন্		গে	ছে	০	|	রে	খে	০	
I	সা	-া	-রা	|	গা	-রা	-রগা	I	রসা	-া	-া	|	-া	-া	-া	II II
	না	০	০	|	না	০	০০		না	০	০	|	০	০	০	

সঙ্গীত পারিজাতঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ছন্দোময়ং গরুত্মন্ত মারুঢং সত্যয়া সহ।
স্তূয়মানং দিবৌকোভিঃ পারিজাত হরিং ভজে ॥ ১

যিনি সত্যভামার সহিত ছন্দোময় (গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্তছন্দস্বরূপ) গরুড়ে আরোহণ করিয়া আছেন, দেবগণ যাঁহাকে স্তব করিতেছেন, পারিজাত হরণকারী সেই শ্রীহরিকে আমি ভজনা করিতেছি। ১

টিপ্পনী—শ্রীহরি যেমন স্বর্গের পারিজাত ভূতলে আনয়ন করিয়াছিলেন, পণ্ডিতবর অহোবল ও শ্রীহরির ভজন-লব্ধ অনুগ্রহে স্বর্গের পারিজাত-স্থানীয় সঙ্গীত গ্রন্থাকারে প্রণয়ন করিবার জন্ম শ্রীহরি স্মরণ করিতেছেন।

সঙ্গীত-পারিজাতোঽয়ং সর্ব্বকাম প্রদোনৃণাম্।
অহোবলেন বিদুষা ক্রিয়তে সর্ব্ব-সিদ্ধয়ে ॥ ২

পণ্ডিতবর অহোবল সর্ব্ব (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) সিদ্ধির নিমিত্ত জনসাধারণের সর্ব্বকামপ্রদ সঙ্গীত পারিজাত রচনা করিতেছেন ॥ ২

সঙ্গীতং বৈদিকৈর্বাক্যৈ র্বোধিতং ব্রাহ্মণাঃ সদা।
কৃত্বৈহিকং তথা মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি ত্বরান্বিতাঃ ॥৩

বৈদিক বহুবাক্যে সঙ্গীতের বিধি আছে, ব্রাহ্মণগণ এই বেদ-বোধিত সঙ্গীত সাধনা করিয়া ঐহিক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ অবিলম্বে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৩

টিপ্পনী—শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে ব্রাহ্মণদ্বয়ের সংবৎসরব্যাপী বীণাবাদনের উল্লেখ আছে। যজ্ঞকালে এইরূপ বীণা বাদনের কালে যাজ্ঞিক একদিকে যেমন অর্থ ও কাম লাভ করিতেন, পক্ষান্তরে ধর্ম্মের উৎকর্ষে মোক্ষপথেও অগ্রসর হইতেন।

অগ্নিহোত্রং যথা কার্য্যং গানং কার্য্যং তথৈবহি।
বেদোক্তত্বাৎ স্মৃতিপ্রোক্ত কর্ত্তব্যত্বাৎ মনীষিভিঃ ॥৪

অগ্নিহোত্র যজ্ঞ যেমন বেদ ও স্মৃতির বিধানে নিত্য কর্ত্তব্য, গানও সেইরূপ বেদোক্ত ও স্মৃতি বিহিত বলিয়া মনীষিগণের নিত্যই অনুশীলনীয় ॥৪

বিষ্ণুনামানি পুণ্যানি সুস্বরৈ রন্বিতানিচেৎ।
ভবন্তি সামতুল্যানি কীর্ত্তিতানি মনীষিভিঃ ॥৫

মনীষিগণ বলিয়াছেন—পবিত্র বিষ্ণুনাম যদি সুস্বরে গীত হয়, তবে তাহা সামগানের তুল্য ॥৫

স্বাশ্রয়া মোহিনী মায়া যা তয়া সংবৃতাশ্চ যে।
ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশাঃ স্যুঃ সঙ্গীতোত্থ সুখস্পৃহাঃ ॥৬

(এমন কি) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর (ও) নিজের আশ্রিত মোহিনী মায়ায় আবৃত হইয়া সঙ্গীত জনিত সুখের অভিলাষী ॥৬

ঐহিকামুষ্মিকে ত্যক্ত্বা দেবর্ষির্নারদঃ সদা।
ব্রহ্মানন্দোঽপি বীণায়া বাদনে নিরতোঽভবৎ ॥৭

দেবর্ষি নারদ ঐহিক ও পারলৌকিক যাবতীয় কর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দময় হইয়াও বীণা বাদনে নিরত ॥৭

দৈত্য সংহারিণী দুর্গা সঙ্গীতেঽভিরতা সদা।
মতঙ্গ-কশ্যপা বাত্বাং সঙ্গীতাভিরুচী মুনী ॥৮
কর্ত্তা সঙ্গীত শাস্ত্রস্য হনুমাংশ্চ মহাকপিঃ।
শার্দ্দূল কোহলা বেত্তৌ সঙ্গীত গ্রন্থকারিণৌ ॥৯
কম্বলাশ্বতরৌ বায়ুর্হাহা হুহুশ্চ রাবণঃ।
রম্ভা বাণ সুতা চোষা ফাল্গুনঃ ফণিনাং পতিঃ ॥১০
ইত্যেতেঽন্যেঽপি সঙ্গীত শাস্ত্র ব্যাখ্যান কারিণঃ।
সঙ্গীত-পারিজাতাখ্য মহং কুর্ব্বেঽনুসৃত্য তান্ ॥১১

দৈত্য সংহারিণী দুর্গা সর্ব্বদা সঙ্গীতে অভিরতা, মুনি মতঙ্গ ও কশ্যপ সঙ্গীতে অভিরুচি সম্পন্ন, মহাকপি হনুমানও সঙ্গীতশাস্ত্রের রচয়িতা, শার্দ্দূল ও কোহল নামক মুনিদ্বয় সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কম্বল, অশ্বতর নামক নাগদ্বয় বায়ু, হাহা হুহু, রাবণ, বাণ-দুহিতা ঊষা, অর্জ্জুন, ফণিপতি অনন্ত, ইহারা সকলে, এতদ্ভিন্ন আরও অনেকে সঙ্গীত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমি ইঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়া সঙ্গীত-পারিজাত নামক গ্রন্থ রচনা করিতেছি ॥৮—১১ ॥

দোলায়াং শায়িতো বালো রুদন্নাস্তে যদা কচিৎ।
তদা গীতামৃতং পীত্বা হর্ষোৎকর্ষং প্রপদ্যতে ॥১২

দোলায় শায়িত বালক যদি কখনও রোদন করিতে থাকে, তবে সে তখন সঙ্গীতরূপ অমৃত পান করিয়াই অতিমাত্র হর্ষ লাভ করে ॥১২

মৃগঃ সোঽপি তৃণাহারো বিচরন্নটবীং সদা।
লুব্ধকাদপি সঙ্গীতং শ্রুত্বা প্রাণান্ দিৎসতি ॥১৩

তৃণভোজী মৃগ, যে সর্ব্বদা বনে বিচরণ করে, সেও ব্যাধের সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে ॥১৩

ক্রুধো বিষং বমন্ সর্পঃ ফণা মান্দোলয়ন্ মুহুঃ।
গানং জাঙ্গলিকাচ্ছ্রুত্বা হর্ষোৎকর্ষং প্রপদ্যতে ॥১৪

ক্রুদ্ধ সর্প বিষবমনে উদ্যত হইয়াও জাঙ্গলিক বা সাপুড়িয়ার মুখে গান শুনিয়া (ক্রোধ ভুলিয়া যায়) পুনঃ পুনঃ ফণা আন্দোলন পূর্ব্বক অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়া থাকে ॥১৪

দেবস্তু মানবো গানং বাদ্যং নৃত্য মতন্দ্রিতঃ।
কুর্য্যাদ্বিষ্ণোঃ প্রসাদার্থমিতি শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১৫

মানব শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা লাভ করিবার নিমিত্ত, অতন্দ্রিত মনে নৃত্যগীত ও বাদ্য অনুশীলন করিবে—ইহা শাস্ত্রেও কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৫

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ ১৬

শ্রীভগবান্ নিজ-মুখে বলিয়াছেন—আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগিগণের হৃদয়েও নহে। আমার ভক্তগণ যেখানে গান করেন, নারদ, আমি সেইস্থানেই অবস্থান করি। ১৬।

গায়ন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গ পাণে র্জন্মানি
কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকাণি গায়ন্
বিলজ্জো বিচরে দসঙ্গঃ ॥১৭

(শ্রীভাগবতে আছে)—চক্রপাণি শ্রীভগবানের মঙ্গলময় জন্ম ও কর্ম্ম সমুদয় যাহা লোকে (লোক সমাজে) গীত হইয়া থাকে তাহাও তাঁহার (বিভিন্ন) নাম সমূহ গাহিয়া সর্ব্বসঙ্গহীন ব্যক্তি অলজ্জিত ভাবে বিচরণ করিবে।

বীণাবাদন তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতি জাতি বিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষ মার্গং নিয়চ্ছতি ॥ ১৮

যিনি বীণাবাদনের তত্ত্ব জানেন, শ্রুতি ও জাতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং তালজ্ঞ, তিনি অনায়াসে মোক্ষপথ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৮

বেদে তথৈব সম্প্রোক্তং গায়েতাং ব্রাহ্মণা বিতি।
অশ্বমেধেহতি সুস্বরম্ ॥ ১৯

বেদেও কথিত হইয়াছে—অশ্বমেধ যজ্ঞে দুইটি ব্রাহ্মণ বীণায় স্বরযোজনা করিয়া সুস্বরে গান করিবে।

টিপ্পনী—শত পথ ব্রাহ্মণে আছে—"ব্রাহ্মণৌ বীণাগাথিনৌ সংবৎসরং গায়তঃ, শ্রিয়ৈ বা এতদ্ রূপং যদ্ বীণা" যজ্ঞে সম্পৎকামী হইয়া দুইটি ব্রাহ্মণ এক বৎসর কাল বীণা বাদন সহকারে গান করিবেন, কারণ বীণাই শ্রীলাভের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও বীণাবাদন সহকারে ব্রাহ্মণদ্বয়ের গান করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষ্যে ভট্টভাস্কর উদ্ধৃত করিয়াছেন—বীণাবাদন-শিল্পজ্ঞৌ ষড়্‌জাদি স্বর বেদিনৌ। বৃত্ত-গাথাদি নির্ম্মাণ নিপুণৌ তত্র গায়তঃ। বীণাবাদন শিল্পে যাহারা অভিজ্ঞ, ষড়্‌জাদি স্বর বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন, ছন্দ গাথা ইত্যাদি রচনায় নিপুণ, এমন ব্রাহ্মণদ্বয় সেখানে (অশ্বমেধে) গান করিবেন। ১৯

গীতবাদিত্র-নৃত্যানাং ত্রয়ং সঙ্গীত মুচ্যতে।
গানস্যাত্র প্রধানত্বাৎ তৎসঙ্গীত মিতীরিতম্ ॥ ২০

গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সংহতিকে সঙ্গীত বলে। ইহার মধ্যে প্রধান বলিয়া গানকেই (সাধারণতঃ) সঙ্গীত বলা হয়। ২০।

মার্গদেশীয় ভেদেন দ্বেধা সঙ্গীত মুচ্যতে।
দ্বেধা মার্গাখ্য সঙ্গীতং ভরতায় ব্রবীৎ স্বয়ম্। ২১

মার্গ ও দেশীয় ভেদে সঙ্গীত দুই প্রকার, ব্রহ্মা স্বয়ং ভরতকে মার্গ সঙ্গীতের উপদেশ করিয়াছিলেন। ২১

ব্রহ্মণো হধীত্য ভরতঃ সঙ্গীতং মার্গ-সংজ্ঞিতম্।
অপ্সরোভিশ্চ গান্ধর্ব্বৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান্ ॥ ২২

ভরত ব্রহ্মার নিকট মার্গ সঙ্গীত অধ্যয়ন করিয়া অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ দ্বারা উহা মহাদেবের সম্মুখে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ২২

ততোহপি তাণ্ডবং জ্ঞাত্বা লাস্যং জায়োমহোদিতম্।
তৎসর্ব্বং শিষ্য সংঘেভ্যঃ প্রোক্তবান্ ভরতো মুনিঃ ॥ ২৩

ভরত মহাদেবের নিকট তাণ্ডব ও উমার নিকট হইতে লাস্য শিক্ষা করিয়া তৎসমুদয় শিষ্যগণের নিকট বলিয়াছিলেন। ২৩।

তদ্দেশীয় মিতি প্রাহুঃ সঙ্গীতং দেশ-ভেদতঃ।
তদ্দ্বয়ং সুস্বরৈ স্তালৈ রুপেতং সুখ সাধনম্ ॥ ২৪

দেশভেদে যে সঙ্গীত ভিন্ন, তাহাকে দেশীয় সঙ্গীত বলে। এই দুই প্রকার সঙ্গীত সুস্বরবিশিষ্ট তালে মণ্ডিত হইলে সুখজনক হইয়া থাকে। ২৪।

বিনোদেশং বিনা লক্ষণ পরীক্ষাং বিনা কচিৎ।
শাস্ত্রং ন বর্ত্ততে যস্মাৎ, তস্মাৎ তাঃ প্রব্রবীম্যহম্। ২৫

উদ্দেশ (নাম উল্লেখ) লক্ষণ ও পরীক্ষা (উদাহরণে লক্ষণের সঙ্গতি) ভিন্ন কোথাও শাস্ত্র নাই। অতএব তৎসমুদয় (উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা) চলিতেছে ॥ ২৫

পাঞ্চ ভৌতিক দেহে ঽস্মিন্নূর্দ্ধনাড্য স্ততঃপরম্।
তির্য্যঙ্‌নাড্যশ্চ স্থানানি চক্রাণ্যুক্তানি তত্রতু ॥ ২৬
নাদোৎপত্তিঃ স্বরব্যক্তি স্তাসু জাতি ব্যবস্থিতিঃ।
স্বরস্থিতি র্বিশুদ্ধানাং বিকৃতানাঞ্চ নির্ণয়ঃ ॥ ২৭
স্বরো বাদী চ সংবাদী চানুবাদী বিবাদ্যপি।
কুলানি জাতয়ো বর্ণা দ্বীপানি মুনি দেবতে ॥ ২৮
ছন্দাংসি চ রসাস্তেতে গ্রামাশ্চ মূর্চ্ছনা স্ততঃ।
প্রস্তারিতাশ্চ কূটাঃ স্যুঃ খণ্ডমেরুস্ততঃ পরম্ ॥ ২৯
নষ্টোদ্দিষ্টে চ তানানাং চতুর্ণাং বর্ণলক্ষণম্।
নানাবিধা অলঙ্কারা জাতীনাং লক্ষণান্যপি ॥ ৩০

পঞ্চভূত নির্ম্মিত এই দেহে ঊর্দ্ধনাড়ী ও তৎপর তির্য্যক্‌ নাড়ীর সন্নিবেশ স্থান, দেহে মূলাধারাদি চক্রের অবস্থিতি স্থান, নাদের উৎপত্তি, স্বরের অভিব্যক্তি, স্বর সমূহের জাতি-ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ ও বিকৃত জাতির নির্ণয়; বাদী, সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী স্বর, স্বর-সমূহের কুল, জাতি, বর্ণ, জন্মস্থানস্বরূপ দ্বীপ সমূহের নাম, মুনি, দেবতা, ছন্দ, রস, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, কূটতান ও তাহার প্রস্তার, খণ্ডমেরু, নষ্ট ও উদ্দিষ্ট তান, চারি প্রকার বর্ণের লক্ষণ, নানাবিধ অলঙ্কার, জাতির লক্ষণ ॥ ২৬—৩০ ॥

অংশস্বরাঃ কপালানি কম্বলং গমকাস্তথা।
স্বরস্থানানি সর্ব্বেতে মেলাঃ পঞ্চাপি গীতয়ঃ ॥ ৩১
নামধেয়ানি রাগাণাং লক্ষণান্যপি সর্ব্বশঃ।
প্রবন্ধ লক্ষণঞ্চাত্র লক্ষণ বাগ্‌গেয় কারিণঃ।
গায়নস্য গুণা দোষা ইতি কাণ্ডেঽর্থ সংগ্রহঃ ॥ ৩২

অংশস্বর, কপাল, কম্বল, গমক, স্বর সমূহের স্থান, প্রসিদ্ধ মেল সমূহ, পাঁচ প্রকার গীতি, রাগ-সমূহের নাম ও লক্ষণ, প্রবন্ধ ও বাগ্‌গেয় কারের লক্ষণ, গায়নের গুণ ও দোষ ইহাই এই কাণ্ডের সংক্ষিপ্ত প্রতিপাদ্য ॥ ৩১— ৩২ ॥

ঊর্দ্ধস্থিত ত্রিনাড়ীষু নাড্যস্তির্য্যগ্‌ হৃদিস্থিতাঃ।
দ্বাবিংশতি মিতাস্তেতি প্রাচীনা মুনয়োঽব্রুবন্ ॥ ৩৪

জীব-দেহে ঊর্দ্ধমুখী যে তিনটি নাড়ী (ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না) আছে, ঐ নাড়ী-ত্রয়ের সহিত সংলগ্ন হইয়া হৃদয় স্থানে বাইশটি তির্য্যক্‌ নাড়ী রহিয়াছে, ইহা প্রাচীন মুনিগণ বলিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

পূর্ব্বং নাভিস্ততো হৃৎস্যাৎ পশ্চাৎ কণ্ঠঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অথ মূর্দ্ধা তথাস্যং স্যাদিতি স্থানানি মেনিরে ॥ ৩৫

নাদের অভিব্যক্তি স্থান পাঁচটি, যথা—নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মূর্দ্ধা ও মুখ ॥ ৩৫

হৃদ্যনাহত চক্রেঽস্মিন্নিলানল যোগতঃ।
আহত স্তত্র নাদঃস্যাদিতি শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৬

হৃদয়স্থিত অনাহত চক্রে বায়ু ও অনলের সংযোগে আহত-নাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৬

কণ্ঠে বিশুদ্ধ চক্রং স্যাৎ সহস্রারন্ত মূর্দ্ধনি।
মন্দ্রমধ্যমতারাখ্যা ভবেযুস্তেষুতে ক্রমাৎ ॥ ৩৭

কণ্ঠে বিশুদ্ধ চক্র, মস্তকে সহস্রার, এই (অনাহত, বিশুদ্ধ ও সহস্রার) তিন স্থানে যথাক্রমে মন্দ্র, মধ্যম ও তার নামক স্বর অভিব্যক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

শ্রুতয়ঃ স্যুঃ স্বরাভিন্নাঃ শ্রাবণত্বেন হেতুনা।
অহিকুণ্ডলবৎ তত্র ভেদোক্তিঃ শাস্ত্র-সম্মতা ॥ ৩৮

শ্রুতি ও স্বর উভয়ই শ্রবণেন্দ্রিয় গম্য, এই নিমিত্ত শ্রুতি ও স্বর অভিন্ন। তথাপি শ্রুতি ও স্বরের মধ্যে যে ভেদের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, উহা অহিকুণ্ডলবৎ অর্থাৎ সর্পের লম্বিত শরীর ও কুণ্ডলীকৃত শরীর, সর্পের শরীররূপে দুইই যেমন অভিন্ন, সেইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নাদরূপে শ্রুতি ও স্বর দুইই অভিন্ন।

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

ইমন মিশ্র—দাদ্‌রা*

সাঁঝের তারা গো
আমার কথায় দিবে নাকি
একটু সাড়া গো।
আঁধার পথে লাজুক মেয়ে
খুঁজে বেড়াও কারে ?
যার লাগি হায় জ্বালাই প্রদীপ
তুমি কি চাও তারে
আমার মত তুমিও কি
আপন হারা গো।

কত দিন যে রাত্রি হ'ল
কত রাত্রি দিন্‌
এ জীবনে বাজবে না আর মিলনেরি বীণ।
নয়ন আমার আছে আজও
নাই যে তাহার মণি
সে বিহনে এ ধরণী
অন্ধ সম গণি—
দুঃখের জ্বালায় শুকিয়ে গেল
চোখের ধারা গো॥

কথা—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত

	+			২				+			২			
II	{সন্‌া	রা	-গা |	-পা	না	ধা	I	পা	-া	-রা |	-গা	-া	-া}	I
	সাঁ	ঝে	০ |	র্‌	তা	রা		গো	০	০ |	০	০	০	
	পক্ষা	ক্ষা	-পা |	পা	পা	-া	I	গপা	পা	-ধা |	ধপা	মা	-া	I
	আ	মা	র্‌ |	ক	থা	য়্‌		দি ০	বে	০ |	না	কি	০	
	গা	-া	গা |	-জ্ঞা	গা	পা	I	গমা	-গরা	-সা |	-া	-া	-া	II
	এ	ক্‌	টু |	০	সা	ড়া		গো০	০ ০	০ |	০	০	০	

* এই গানখানি কুমারী অমিয়া সরকার "সেনোলা" রেকর্ডে গেয়েছেন।

\+ ২ +. ২
II পা গা -া | জ্ঞা জ্ঞধা -নর্সা I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I
আঁ ধা র্ | প থে০ ০০ লা জু ক | মে য়ে ০

নার্স না -ধা | জ্ঞা গা -া I জ্ঞা -ধা -না | না -া -া I
খুঁ জে ০ | বে ড়া ও কা ০ ০ | রে ০ ০

না -া নর্রা | র্রর্গা র্গা -র্া I না র্রা র্গা | র্গর্রা র্সা -া I
যা র্ লা | গি হা য়্ জ্বা লা ই | প্র দী প্

র্সা র্সা -া | র্সণা ধা পা I গা -মা -পা | গা -া -জ্ঞা I
তু মি ০ | কি চা ও তা ০ ০ | রে ০ ০

জ্ঞা জ্ঞা -পা | পা পা -া I গপা পা -ধা | ধপা মা -া I
আ মা র্ | ম ত ০ তু০ মি ০ | ও কি ০

গা গা -জ্ঞা | গা পা -া I গমা -গরা -সা | -া -া -া II
আ প ন্ | হা রা ০ গো০ ০০ ০ | ০ ০ ০

\+ ২ + ২
II সা সা -া | ন্া -া ন্া I ন্সা -পা -া | পা পা -া I
ক ত ০ | দি ন্ যে রা তি ০ | হ ল ০

পা জ্ঞা -গা | গা গা -মা I গা -া -া | -া -া -া I
কৃ ত ০ | রা ত্রি ০ দি ০ ন্ | ০ ০ ০

গপা পা -া | র্সা র্রা -া I না -র্সা না | ধা পা -া I
এ জী ০ | ব নে ০ বা জ্ বে | না আ র্

মা -ধা পা | মা গা -া I সা গা -মা | পা ধা -না I
বা জ্ বে | না আ র্ মি ল ০ | নে রি ০

নধা -পা -া | -া -া -া I পা গা -া | হ্মা হ্মধা -নর্সা I
বী ণ্ ০ | ০ ০ ০ ন য় ন্ | আ মা০ ০র্

র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I না র্সা না | ধা হ্মা -ধা I
আ ছে ০ | আ জো ০ না ই যে | তা হা র্

ধা না -া | -া -া -া I না -া র্রা | র্রর্গা র্গা -া II
ম ণি ০ | ০ ০ ০ সে ০ বি | হ নে ০

না -র্রা র্গা | র্গর্রা র্সা -া I র্সা -া র্সা | -া ণধা পা I
এ ০ ধ | র ণী ০ অ ন্ ধ | ০ স০ ম

গা -মা -পা | গা -া -হ্মা I হ্মা হ্মা -পা | পা পা -া I
গ ০ ০ | ণি ০ ০ দু খে র্ | জা লা য়্

গপা পা ধা | ধপা -া মা I গা জ্ঞা -া | গা পা -া I
ভ০ কি য়ে | গে ০ ল চো খে র্ | ধা রা ০

গমা -গরা -সা | -া -া -া II II
গো ০০ ০ | ০ ০ ০

স্বরলিপি

নাটমল্লার—ত্রিতাল

কাঁহা চলে তুম্ ভিঁজোগে
আপনে চলন পর সিজোঁগে।
কারি ঘটা ঘন গরজ বরষ আয়ি
বিজরি চমকে জিয়ারা ডর লাগে
এয়্সে সমেমে পরত হুঁ পৈয়া
সদারঙ্গ তুম রিঝোগে॥

সংগ্রহ—ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ | স্বরলিপি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

রাগ পরিচয়—নটমল্লার সম্পূর্ণ রাগিণী; দুই নিখাদ (ণ, ন), কোমল নিখাদের ব্যবহার অতি অল্প।

আরোহণ—সা রা পা না ধা না র্সা অবরোহণ—র্সা ধা ণা পা মা গা মা রা গা মা ধা পা মা গা রা সা

বাদী—পা সমবাদী—রা

আস্থায়ী

মো ১ + ৩
II (গা) গরা -রা মা | গা -গরা সন্ৢা -সা | রা -মগা মা -মপধপা | মা -গা -গা -মরা I
কাঁ হাC ০ চ | লে ০০ তু ম্ | ভিঁ ০ জো ০০০০ | গে ০ ০ ০০

গমা মা মা মা | পা পা -পা মপা | মপা -ধনা -র্সধা পা | -মপা -ধপা মা -গা II
আ প নে চ | ল ন ০ পর | সি০ ০০ ০০জোঁ | ০০ ০০ গে ০

অন্তরা

০ ১ + ৩
II নর্সা -নধা পাঃ পঃ | পপা -নাধ না না | র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সান র্রা র্সা I
কা০ ০০ রি ঘ | টা০ ০ ঘ ন | গ র জ ব | র ষ আ য়ি

না না না না | র্রর্সা নাঃ নঃ নর্সা | র্সা -র্সাঃ র্সনঃ র্রর্সা | পধা -ধা -ণা পা I
বি জ রী চ | ম ক জি য়া০ | রা ০ ড র | লা ০ ০ গে

পা -পা পা পা | ণধা -ধা ণা -পা | মা মা মা রা | পা -পা পা -পা I
এ য়্ সে স | মে০ ০ মে ০ | প র ত হুঁ | পৈ ০ য়া ০

মা পা মপা -নর্সা | র্সা -র্সধাঃ -ণঃ ধপা | পা মপা -মপা -ধপা | মা -গা -গা -মরা II
স দা র০ ০০ | ঙ্গ ০ ০ তুম | রি ঝো০ ০০ ০০ | গে ০ ০ ০০

তান

	+			৩			
১।	রগা	-মপা	-মগা	-র্সা,	-রগা	-মপা	-ধপা I
কাঁহা চলে তুম	ভিঁ	জো০	০০ ০০	০	০০	০০	০০

০				১				+				৩			
মগা	মরা,	পধা	ণধা	ণপা	ধপা	মগা	মরা	রগা	মপা	ধণাঃ	পঃ	ধপা	মগা	রসা	ন্সা I
০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	০০	০০	০০	০০

	০				১				+				৩			
২।	পনা	ধনা	র্সর্রা	র্সধা	ণপা	ধপা	মগা	রা	রপা	ধপা	মগা	মরা	রগা	মপা	মগা	রসা I
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	০০	০০ ০০		০০	০০	০০	০০	০০

	১				+				৩			
৩।	রগা	মপা	ধণাঃ	পঃ	ধপা	মগা	রগা	মগা	রপা	মগা	রসা	নস্া
	আ০	০০	০০	০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, বি-এ

আমরা প্রথম শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য প্রথমেই কীর্ত্তনের সহজ অথচ সর্ব্বদা প্রচলিত ছন্দগুলির আলোচনা করিয়াছি। আর একটি সহজ অথচ প্রচলিত ছন্দের নাম ডাঁশপাহিড়। কিন্তু এস্থলে তাঁহার আলোচনা স্থগিত রাখিয়া আমরা 'দশকোষী'র আলোচনা আরম্ভ করিব; কারণ কীর্ত্তন গানে ইহার ন্যায় অধিক প্রচলন এবং নানা ভাবের প্রয়োগ আর কোন ছন্দেরই নাই। সঙ্গীত-দামোদর মতে এই ছন্দ রুদ্র তালের অন্তর্গত। কিন্তু তাহাতে ইহার যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে প্রচলিত ছন্দ তাহা হইতে অন্যরূপ। সঙ্গীত-দামোদরে ইহার লক্ষণ এইরূপ; যথা:—

এক তালমেক শূন্য মিত্যেবক্ত ভবেৎ ক্রমাৎ।
বিরাম এক তালক বাগ্‌ভেদে দর্শ কোষিকা॥

প্রচলিত সমতাল এবং দশকোষীতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। প্রভেদের মধ্যে এইটুকু যে যখন প্রথম ছুটা হইতে গান আরম্ভ করা হয় তখন তাহাকে সম তাল এবং যখন দ্বিতীয় ছুটা হইতে গান আরম্ভ হয় তখন তাহাকে দশকোষী বলা হয়। জ্যোতি বা জোত সম তাল ও সম তালেরই মত। জ্যোতি তালে গান জোয়ায় ধরা হয়। দশকোষী যখন দ্রুত হইয়া অর্দ্ধ সময়ে আবৃত্ত হয় তখন তাহাকে মধ্যম দশকোষী বলা হয়। কিন্তু তখন আর ইহার সম প্রথম ছুটায় থাকে না। বড় দশকোষী ভিন্ন অন্যান্য প্রকারের দশকোষীর সম জোয়ের শেষে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মতে সর্ব্বপ্রকার দশকোষীর সমই প্রথম ছুটায়; জোয়ের শেষে যে ইহার মূর্চ্ছন শেষ হয় ইহা কীর্ত্তন গানের রীতি বিশেষ ছাড়া আর কিছুই

নহে। মধ্যম দশকোষীর এক আবর্ত্তনে একপ্রকার লয় হয় তাহাকে কাটা দশকোষী বলে। কাটা দশকোষীর গান প্রথম ছুটাতেই ধরা হয়। কিন্তু মধ্যম দশকোষীর গান জোরাতে এবং দ্বিতীয় ছুটায় ধরা হয়। মধ্যম দশকোষী যখন দ্রুত হইয়া অর্দ্ধ সময়ে আবৃত্ত হয় তখন তাহাকে ছোট দশকোষী বলে। অনেক সময় ছোট দশকোষীর গানে ইহার দ্বিগুণিত মাত্রায় কাটান (আঁখর বা অলঙ্কার যুক্ত করিয়া মূল গানের সুরকে নানা ভাবে পরিবর্ত্তিত এবং আবর্ত্তিত করা।) দেওয়া হয়। ঐ দ্বিগুণিত মাত্রার দশকোষীকে বিরাম দশকোষী বলা হয়। ছোট দশকোষী বিলম্বিত করিয়া ইহাতে ত্রিপদী ছন্দের গৌরচন্দ্রের শেষ পদের জমাট করা হয়। ইহাকে অনেকে গড়ানহাটীর জমাট বলিয়া থাকেন। আমরা এই সংখ্যায় ছোট দশকোষীর আলোচনা করিব কিন্তু দশকোষীর সম বিষয়ে এত মতদ্বৈধ আছে বলিয়া আমরা কোন স্থানেই ইহার সম চিহ্ন দিব না। ছোট দশকোষীর গান জোরা হইতে ধরা হয়।

ইহাতে দুইটি ছুটা ও একটি জোড়া; মোট এই চারিটি তাল। প্রথম এবং দ্বিতীয় ছুটায় দুই মাত্রা করিয়া চারিমাত্রা, জোরার প্রথম তালে একমাত্রা এবং দ্বিতীয় তালে দুই মাত্রা মোট এই সাত মাত্রা।

প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানেই আমরা সম তাল এবং জ্যোতি তালের লক্ষণ দিতেছি।

সমতাল লক্ষণ

এক তালস্তথা শূন্যং ক্রমেণ দ্বিবিধং ভবেৎ।
শেষে যুগল তাপঞ্চ সমতালং ভবেৎ পরম্॥

জ্যোতি তাল লক্ষণ

প্রথমং যুগলং তালং এক এক স্তথা পরে।
কলাভেদে গানভেদং জ্যোতিশ্চ পরিকীর্ত্তিতম্॥

প্রথম রাগিণীর আলাপচারী বা মেল জমাটে ব্যবহৃত ছোট দশকোষী।

লয়

১   ২
।   ।   ।
১। গিগি ঘি(ই) তেটে তাখি গিগি ঘি(ই)

৩   ৪
।   ।   ।
তেটে তাখি গি গি ঘি(ই) তেটে তাখি

।
তেটে তাখি

হাত

১   ২
।   ।   ।
১। দা গুর্ গুর্‌দা গুর্ গুর্ দা গুর্ দা গুর্ গুর্

৩   ৪
।   ।   ।
দা গুর্ গুর্ দা গুর্ দাগুর্ গুর্‌দা গুর্ গুর্

।
দা গুর্ গুর্ দা গুর্ গুর্

মূর্চ্ছন্

৩   ৪
।   ।
১। ঘেনে নেরে গেনেদা গুর্ গুর্ ঘেনে নেরে

১
।   ।   ।
গেনে দা গুর্ গুর্ দা গুর্ গুর্ দা গুর্ গুর্

২   ৩ ৪
।   ।   । ।
দাগুর্ দাঝেইয়া তিনি তাখি তা তা

প্রচলিত ছোট দশকোষী

লয় (দুই আবর্ত্তন)

১   ২
।   ।   ।
১। তা (আ) (আ) থি নাক থিনি তা (আ) (আ)

৩   ৪
।   ।   । ।
থি নাক থিনি তা (আ) কুর্ কুর্ তা তা খে

১   ২
।   ।   ।
টা ঝা (আ) (আ) ঘি নাগ ধিনি ঝা (আ)

৩ ৪
(আ) ঘি নাগ ধিনি ঝা (আ) গু[গুব্ ঝা
তিন্ তেটে তেটে

প্রকারান্তর লয় (দ্রুত)

১ ২ ৩
১। তা খি (ই) খি তাখি (ই) খি তেরে খেটে
৪ ১ ২
তা তা খি গুবুব্ ঝা ঘি(ই) ঘি ঝা ঘি
৩ ৪
(ই) ঘি ঝা গি ঘি না তেরে খেটা

লহর

১ ২
১। ধেটে তাখি তেটে তাগ ধেটে তাখি তেটে
৩ ৪
তাগ ধেটে তাখি তেটে তাক তেটে তাক
১ ২
২। দা (আ) ধেনে ধেনে নাক দা (আ) ধেনে
৩ ৪
ধেনে নাক দা (আ) ধেনে ধেনে নাক তেনে
নাক
১ ২ ৩
৩। ধা ধি ধি ধা ত্রেকেট্ ধি ধি ধা তি তা
৪
ত্রেকেট্ তাক্ত্রে কেট্ তাক্ ত্রে:কট
১ ২
৪। ঝা (আ) ঘে না ধি নি তা গুব্ গুব্ দাধিনি
৩ ৪
ঝা (আ) ঘে না তিনি তা তিনি

হাত

১ ২ ৩ ৪
১। ঝা ঝা ঝেনা ঝা ঝা ঝেনা ঝা ঝা ঝেনা
১ ২ ৩
ঝেনা তা তা খেনা ঘা তা খেনা তা তা
৪
খেনা খেনা
১ ২
২। ধেই নাধে(ই) নাতেই ধেই নাধে (ই)
৩ ৪
নাতেই ধেই না ধে(ই) না তেই খেটাতেই
১
৩। (তা গুব্ গুব্ ধে(ই)য়াতেই) ৩ খেটা তেই
১
৪। (তাগ্ ধি য়া তা) ৩ খেটাতাখি

ঘাঁত পরবর্ত্তী সংখ্যায় দেওয়া হইবে।

মূর্চ্ছন্

১ ২ ৩ ৪
১। ধি না (আ) ধি না ধি (ই) না তা তা
৩ ৪
২। ঝা (আ) ত্রেকেট্ ঝা (আ) তেই তেটে তেটে
১ ২ ৩ ৪
ধি ধি ধি না (আ) ধা তেনা তাখি তা তা

[দ্রষ্টব্য :—ইহার ৩য় এবং ৪র্থ তাল একযোগে যুগ্মতাল বা জোড়া বলিয়া অভিহিত হয়।

(ক্রমশঃ)

উদ্বোধন-গীতি *

মিশ্র বৃন্দাবনী সারং—দাদ্‌রা

জয় জয় ভগবান!
আজি এ নূতন শিক্ষাকেন্দ্রে
কর হে তোমার শক্তি দান।

আজিকে মোদের প্রার্থনা গীতে
এস প্রভু তুমি জ্ঞান বিতরিতে,
তোমার চরণ স্মরণ করিয়া
লভি যেন মোরা সত্য জ্ঞান।

আজিকে বোধন শুভ-উৎসবে
তাঁর জয়গীতি গাও মিলি সবে,
তাঁহারি মন্ত্রে উঠিবে গড়িয়া
নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত
সুর—শ্রীসুধাংশুভূষণ দাশগুপ্ত

স্বরলিপি—কুমারী পারুলপ্রভা দাশগুপ্তা

II ণা পা র্সা | ণা পমজ্ঞা মা I পা -া -া | -া -া -ণা I
জ য় জ | য় ভ০০ গ বা ০ ০ | ০ ০ ন্

ণা ণা পা | র্সা ণা -া I পা -া দা | -পমা -া গা I
আ জি এ | নূ ত ন্ শি ০ ক্ষা | ০কে ০ ন্দ্রে

জ্ঞা জ্ঞা মা | পা মা -া I জ্ঞা -া সা | ণ্া -া -ণ্া II
ক র হে | তো মা র্ শ ০ ক্তি | দা ০ ন্

* ভাটপাড়া সেন্ট্রাল গার্লস্ স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসের উদ্বোধন সভায় স্বরলিপিকারিণী কর্তৃক গীত।
——গীত-রচয়িতা।

৩

II ণ্া ণ্া সা | সা সা -রা I জ্ঞা -া -মমা | মা মা মা I
আ জি কে | মো দে র্ প্রা ০ ০র্থ | না গী তে

সা -দা দা | পা মা মা I জ্ঞরা জ্ঞা সা | মা মা মা I
এ স প্র | ভূ তু মি জ্ঞা০ ন বি | ত রি তে

ণা ণা পা | পা র্সা ণা I পা পা দা | -পমা মা মা I
তো মা র চ র ণ স্ম র ণ | ০ক রি য়া

জ্ঞা জ্ঞা সা | সা পা মা I জ্ঞা -া সা | ণ্া -সজ্ঞমপা -ণা II
ল ভি যে | ন মো রা স ০ ত্য | জ্ঞা ০০০০ ন্

II জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | দা পা -ধা I ধা ণা ণা | -ণা ণা ণা I
আ জি কে | বো ধ ন্ শু ভ উ | ৎ স বে

ধা -ণা র্সা | র্জ্ঞা র্সা ণা I ধা -ণধণর্সা র্সা | ণা দা পা I
তাঁ র্ জ | য় গী তি গা ০০০ও মি | লি স বে

পা পা দা | পা -া মা I জ্ঞা মা -পমা | জ্ঞা ঋা জ্ঞা I
তাঁ হা রি | ম ০ ন্ত্রে উ ঠি ০বে | গ ড়ি য়া

জ্ঞা র্সা -র্সা | ণা -ধা ণা I দা -জ্ঞা মা | ণা -া -ণা II II
নূ ত ন | শি ০ ক্ষা প্র ০ তি | ষ্ঠা ০ ন্

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

মিশ্র-পাহাড়ী—(রেজাখানি) দ্রুত ত্রিতাল

রচনা—ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ সাহেব

স্বরলিপি—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

আস্থায়ী

০ ১ + ৩
II রা ণণা ধা ণা | পা ধধা মা পা | ধা স´স´া স´া র´া | স´া ননা ধা পা I
ডা ডেরে ডা রা ডা ডেরে ডা রা ডা ডেরে ডা রা ডা ডেরে ডা রা

০ ১ + ৩
ণা ধধা পপা মমা | গা গসা ঃসঃ রা | মা মমা গা রা | গা রা সা -া I
ডা ডেরে ডেরে ডেরে ডা রাডা রা ডা ডা ডেরে ডা রা ডা রা ডা ০

০ ১ + ৩
রা গা ররা সসা | ণ্া ণ্ধ্া ঃধঃ পা | পা ধধা সা রা | গা ররা সা রা II
ডা রা ডেরে ডেরে ডা রা ডা রা ডা ডা ডেরে ডা রা ডা ডেরে ডা রা

অন্তরা

+ ৩ ০ ১
II মা মমা পা ধা | -া স´া স´া স´া | স´া র´া গ´গ´া র´র´া | স´া স´স´া স´া স´া I
ডা ডেরে ডা ডা ০ ডা ডা রা ডা রা ডেরে ডেরে ডা রাডা রা ডা

+ ৩ ০ ১
স´া র´র´া স´া ণা | ধা পপা মা পা | ণা ধধা পপা মমা | গা গসা সা রা I
ডা ডেরে ডা রা ডা ডেরে ডা রা ডা ডেরে ডেরে ডেরে ডা রাডা রা ডা

+ ৩
মা মমা গা রা | গা রা সা -া |
ডা ডেরে ডা রা ডা রা ডা ০

তান

১ +

১। ণধা পমা গরা সরা | মা

ডারা ডারা ডারা ডারা ডা

০ ১ +

২। সরা মপা ধর্সা র্র্সা | নধা পমা গরা সরা | মা

ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ড়া

+ ৩ ০ ১ +

৩। ণধা পমা গরা সরা | মপা ধর্সা র্গা র্র্সা | ণধা পমা গরা সরা | মসা রমা সা রা I মা

ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডাডা রাডা ডা রা ডা

মহাপ্রভুর ভোজন আরতি

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌর হরি।

শ্রীগৌর হরি নবদ্বীপ বিহারী,

দীন দয়াময় হিতকারী॥ ইত্যাদি।

কথা—প্রাচীন বৈষ্ণব কবি নরোত্তম দাস

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের ছাত্রী কুমারী শেফালিকা মুখোপাধ্যায়

আস্থায়ী

০ ১ ২´ ৩

{সা রসা I। মা মা মা মা | গা -রা সা রা | গা গা রসা রা | সা -া}

ভ জ০ প তি ত উ | দ্ধা ০ র ণ | শ্রী গো উর্ হ | রি ০

অন্তরা

০ ১ ২´ ৩

II {-া মগা মা মা | পা -া পা ধা | র্সা -া ণা ধা | পা -ধণা ধা -া} II

০ শ্রীগো উর্ হ | রি ০ ন ব | দ্বী ০ প বি | হা ০০ রী ০

আখর

০ | ১ | ২´ | ৩
II {।- মমা মা মা | পা মমা মা মা | পপা -া -া -া | পা -ধণা ধা -া} I
০ শ্রীগো উর্ হ | রি প্রভু এক বার | এস ০ ০ ০ | এ স০ হে ০

০ | ১ | ২´ | ৩
{-া মমা মা মা | পা র্সর্সা র্সর্সা নধা | পপা -া -া -া | পা ধণা ধা -া} I
০ শ্রীগো উর্ হ | রি প্রভু এক্ বার | এস ০ ০ ০ | এ স০ হে ০

০ | ১ | ২´ | ৩
{-া মমা মা মা | পা -া পা ধা | র্সা -া ণা ধা | প: ধণা ধা -া} I
০ শ্রীগো উর্ হ | রি ০ ন ব | দ্বী ০ প বি | হা ০০ রী ০

০ | ১ | ২´ | ৩
{রা -মা মা মা | গা -মা পা ধা | পা -ধা পা মা | গা -রা সসা সসা} I
দী ০ ন দ | য়া ০ ম য় | হি ০ ত কা | রী ০ হরে হরে

০ | ১ | ২´ | ৩
{রা -মা মা ধা | পধা -র্রর্সা ণধা পপা | মা -া মা ধা | পধা -ণর্সা ণধা পপা I
দী ০ ন আ | রে০ ০০ হরে হরে | দী ০ ন আ | রে০ ০০ হরে হরে

০ | ১ | ২´ | ৩
মা -া মা মা | গা -মা পা ধা | পা -ধা পা মা | গা রা II *
দী ০ ন দ | য়া ০ ম য় | হি ০ ত কা | রী ০

---

* অন্যান্য অন্তরা ও আখরের সুর প্রথম অন্তরার ন্যায়। এই গানটী ১৩৩৭ সনের কার্ত্তিক সংখ্যায় আখরসহ এই পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছিল, সেইজন্য সম্পূর্ণ লেখা হইল না। কীর্ত্তন রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই এই গানটি জানেন।

—স্বরলিপিকারিণী

কর্ণাটী রাগ-রাগিণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা

কর্ণাটী 'হনুমতোড়ী' মেল আধুনিক হিন্দুস্থানী ভৈরবী ঠাটের অনুরূপ। নিম্নে মেলের অনুগত রাগরাগিণীর আরোহণ অবরোহণ দেওয়া গেল।

হনুমতোড়ী মেল (কর্ণাটী)

রাগের নাম	আরোহণ	অবরোহণ
নাগবরালী—	সা ণ্‌া ন্‌সা ঋা মা পা দা,	পা মা জ্ঞা ঋা সা ঋা জ্ঞা
পুনগ তোড়ী—	ণ্‌া দ্‌া ণ্‌া সা ঋা জ্ঞা মা পা দা ণা,	দা পা মা জ্ঞা ঋা সা ণ্‌া দ্‌া ণ্‌া সা
ধন্যাসী—	সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা,	র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা ঋা সা
তোড়ী—	সা ঋা জ্ঞা মা দা ণা র্সা,	র্সা ণা দা মা জ্ঞা ঋা সা
দেশ্যাতোড়ী—	সা ঋা জ্ঞা মা পা দা ণা র্সা,	র্সা ণা দা ণা দা পা মা জ্ঞা ঋা সা
গম্ভীরাবসন্ত—	সা মা জ্ঞা মা ঋা জ্ঞা মা পা ণদা ণা দা পা র্সা,	র্সা দা পা মা ঋা সা
হিম-চিরদাসী—	সা ঋা মা পা ণা র্সা,	র্সা ণা দা পা র্মা দা মা জ্ঞা ঋা সা
শুদ্ধ-সামন্ত—	সা ঋা জ্ঞা মা পা ণা দা র্সা,	র্সা দা ণা পা দা মা জ্ঞা ঋা সা
শার্দ্দোলরব—	সা ঋা মা পা দা র্সা,	র্সা ণা দা ণা পা মা জ্ঞা ঋা সা

(Capt. Day's Music & Musical Instruments of Southern India.)

ভৈরবী ঠাট—(হিন্দুস্থানী)

ভৈরবী—ণ্‌া সা, জ্ঞা মা, পা, দা ণা র্সা, ণা দা পা মা, জ্ঞা, ঋা সা।

মালকোশ—ণ্‌া সা জ্ঞা মা, দা ণা র্সা, ণা দা মা, জ্ঞা মা, জ্ঞা সা।

আশাবরী—ঋা মা, পা দা, র্সা, ণা দা, পা, মা পা দা পা, জ্ঞা, ঋা সা।

ধনাশ্রী—ণ্‌া সা, জ্ঞা মা, পা, ণা র্সা, ণা দা পা মা পা জ্ঞা, ঋা সা।

বিলাসখানী তোড়ী—ণ্‌া সা; ঋ সা, দা ণা র্সা, জ্ঞা, ঋা জ্ঞা, মা জ্ঞা ঋা জ্ঞা ঋা জ্ঞা, দা
ণা দা পা, জ্ঞা, ঋা জ্ঞা দা পা জ্ঞা, ঋা জ্ঞা, মা জ্ঞা, ঋা সা।

(অভিনব রাগমঞ্জরী)

কর্ণাটী জলবরালী মেল ও হিন্দুস্থানী তোড়ী মেলের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। নিম্নে তার রূপ ও অনুগত রাগের আরোহণ অবরোহণ দিতেছি।

জলবরালী মেল—(কর্ণাটী)

রাগের নাম	আরোহণ	অবরোহণ
কোকিল পঞ্চমী—	সা ঋা জ্ঞা পা দা না র্সা,	র্সা না দা পা হ্মা জ্ঞা ঋা সা
কুসুম-রঞ্জিণী—	সা ঋা হ্মা পা দা না র্সা,	র্সা না দা না পা হ্মা জ্ঞা ঋা সা
বরালী—	সা জ্ঞা ঋা জ্ঞা হ্মা পা দা না র্সা,	র্সা না দা পা হ্মা জ্ঞা ঋা সা
ভূপালী পঞ্চমী—	সা জ্ঞা ঋা জ্ঞা পা হ্মা দা র্সা,	র্সা না দা হ্মা জ্ঞা ঋা সা
বিজয়-কোকিল—	সা ঋা জ্ঞা হ্মা পা দা র্সা,	র্সা না দা পা হ্মা জ্ঞা ঋা সা

(Capt. Day's Music & Musical Instruments of Southern India.)

তোড়ী মেল—(হিন্দুস্থানী)

তোড়ী—দ্‌া ন্‌া সা, ঋা জ্ঞা, ঋা, সা, হ্মা পা, দা পা, হ্মা পা, ঋা, সা।

গুর্জ্জরী—ন্‌া সা, ঋা জ্ঞা, হ্মা দা হ্মা জ্ঞা, ঋা জ্ঞা; ঋা সা।

মুলতানী—ন্‌া সা, হ্মা জ্ঞা, পা হ্মা দা পা, না দা পা জ্ঞা, পা জ্ঞা, ঋা সা।

(অভিনব রাগ মঞ্জরী)

ক্রমে যে দশটি ঠাটের পরিচয় দেওয়া হলো এ ছাড়া হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আর কোন ঠাট আধুনিক তালে নেই। কিন্তু কর্ণাটী সঙ্গীতের আরও কয়েকটি ঠাটের ব্যবহার আছে পরবর্ত্তী সংখ্যায় তার পরিচয় যথাক্রমে ছাপা হবে।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘটক

কালী মা তোর কালো পায়ে
রাঙা জবা মানায় ভালো',
বিশ্বরূপে রূপ দিয়ে তোর
করলি ধরা আলোয় আলো।

যে রূপে তোর ভুললো মহেশ
সে রূপের মা গুণ যে অশেষ,
ও তোর, চরণ তলে তাই অবশেষ
শব হয়ে শিব জ্ঞান হারালো।

এলোকেশী দিগ্‌বসনা
হয়ে মা তুই দিবা নিশি
নেচে বেড়াস অসুর মেরে
যোগিনীদের সঙ্গে মিশি'।

শিব বোলে মা ঘর কাঙালি,
তাই কি তারে চোখ রাঙালি
এবার হ'লি মা তুই শিবকালী
কালো শাদায় বেশ মানালো।

স্বরলিপি

বসন্ত—ত্রিতাল

কোয়েলা বোলে
(আজু) ফুলবন মে।
মিঠি বোলি শুন,
তরসে বিরহন,
দুখরা ন মানে মন মে ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

```
               ২´                   ৩                              ০
II { ধজ্ঞা -া ধা | র্সা -া -া -া | (নর্সা -ঋর্সা নর্সা -নধা | জ্ঞধা -নর্সা -নধা জ্ঞমা |
     কো  ০  য়ে  | লা  ০  ০  ০  | বো১  ০০  লে০  ০০  | আ০  ০০  ০০  জু০ |

 ১         ৩                     ০               ১
-গমা )} I ঋর্সা -র্গা -ঋা র্সা | নর্সা না ধা মা | গা
 ০০        বো০  ০  ০  লে | ফু০ ল ব ন | মে

   ২´                   ৩                 ০                    ১
II {মগা মা ধজ্ঞা ধা | র্সা -া -া র্সা | ঋা র্সা নর্সা নধা | জ্ঞধা -নর্সা না ধা} I
    মি০ ঠি বো০ লি | শু ০ ০ ন | ত র সে০ বি০ | র০ ০০ হ ন

 ২´                  ৩                 ০                       ১
র্গা ঋা র্সজ্ঞা র্গা | ঋা -া র্সা -া | নর্সা -র্সসা নধা -জ্ঞমা | গমা
 দু খ রা ন | মা ০ নে ০ | ম০ ০০ ন০ ০০ | মে০
```

তান

	২´				৩				০				
১।	মগা	-ধজ্ঞা	-নধা	-র্সনা	-র্সর্সা	-র্গর্ঋা	-র্জ্ঞর্গা	-র্ঋর্সা	-নর্সা	-র্ঋর্সা	-নধা	-জ্ঞমা	
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	

১				২´
-গমা	ধজ্ঞা	-া	ধা I	র্সা
০০	"কো	০	য়ে	লা"

	২´				৩				০				
২।	র্সনা	-র্গর্ঋা	-র্জ্ঞর্গা	-র্ঋর্সা	-নর্সা	-র্ঋর্সা	-নধা	-মধা	-নর্সা	-র্ঋর্সা	-নধা	-মগা	
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	

১				২´
-ঋসা	ধজ্ঞা	-া	ধা I	র্সা
০০	"কো	০	য়ে	লা"

	২´				৩				০				
৩।	মগা	-ঋগা	-মজ্ঞা	-মগা	-ঋসা	-ন্ধ্া	-জ্ঞধ্া	-ন্সা	-মগা	-জ্ঞমা	-ধজ্ঞা	-নধা	
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	

১				২´
-র্সনা	ধজ্ঞা	-া	ধা I	র্সা
০০	"কো	০	য়ে	লা"

	২´				৩				০				
৪।	সসা	-মমা	-গগা	-ধধা	-জ্ঞজ্ঞা	-ননা	-ধধা	-র্সর্সা	-র্গর্ঋা	-র্সনা	-ধনা	-র্সর্ঋা	
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	

১				২´
-র্সনা	ধজ্ঞা	-া	ধা I	র্সা
০০	"কো	০	য়ে	লা"

বাঁট

১				২´				৩				
র্সনা	ঋর্সা	নধা	ঋধা |	নধা	মগা	ঋসা	ন্সা |	মগা	মঋা	মগা	মমা |
কো০	য়েলা	বো০	লে ০ |	আজু	ফুল	ব ন	মে ০ |	কো০	য়েলা	বো ০	লে ০ |
০				১				২´				
ধঋা	নধা	র্সনা	ঋর্সা I	ধর্সা	-নধা	ঋমা	-গমা |	র্সা				
কো০	য়েলা	বো০	লে ০	কো০	০ ০	য়ে ০	০ ০ |	"লা"				

সঙ্গীতের রূপ ও সৌন্দর্য্য

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীতের রূপের কথা প্রথমে বল্‌তে গেলেই মনে হয় তার ধ্যান ও ঠাট বা স্বরগ্রামের কথা। ধ্যানে রাগ-রাগিণীর বর্ণনা ও ঠাটে তার আসল স্বরময়-মূর্ত্তিটি দেওয়া হয়। সঙ্গীতের সাধক কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি দিয়ে স্বরবিন্যাস প্রকটিত করেন ধ্যানের ভাব ও ছবিকে লক্ষ্য কোরে। কিন্তু এটাই রাগ-রাগিণীর পূর্ণরূপ নয়। আরোহণ-অবরোহণের মুখে মূর্চ্ছনাকে গ্রামত্রয়ের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলে তাতে গমক, অলঙ্কার, আশ, মীড় ও তানাদি যুক্ত কোরে মূর্ত্তিমান কর্‌লেই তা ঠিকঠিক ভাবে রূপায়িত হোয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ কর্‌লে দেখা যায়, পঞ্চম পত্নী ললিতার ধ্যান ও ঠাট বর্ণনায় শাস্ত্রকার বোলেছেন—

"প্রফুল্ল সপ্তচ্ছদ মাল্যধারী
যুবা চ গৌরোল্লস লোচন শ্রীঃ।
বিনিশ্বসন্ দৈববশাৎ প্রভাতে
যস্তাঃ পতিঃ সা ললিতা প্রদিষ্টা॥"

যাঁর স্বামী যুবা, প্রফুল্ল সপ্তচ্ছদ মাল্যপরিহিত, শুভ্র ও উৎফুল্ল নয়নশ্রীভূষিত এবং দৈববশতঃ প্রাতঃকালে নিঃশ্বাস বিহীন, তিনিই 'ললিতা' নামে অভিহিতা। এবং ঠাট হোচ্ছে—

"নিষাদোহংশ গ্রহন্যাসঃ কচিৎ মধ্যম ঈরিতঃ।
সম্পূর্ণা ললিতা প্রোক্তা হেমন্তর্ত্তৌ প্রগীয়তে॥"

সঙ্গীত-পারিজাতে স্বরমূর্ত্তি দেওয়া হোয়েছে, যথা—

স র গ ম ধ ন স স ন ধ ম, গ র স র স ন স ন স ন ধ ন ন স র গ ম গ র স ন স ধ ন স ন স ন ন ধ ম ধ ন স র গ ম গ র স ন ধ ন ধ ম গ গ র স র স ন স স ধ ন স ম গ র স ন ধ ন স ম্ম।

এই স্বরমূর্ত্তি ললিতাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে পুনরায় পূর্ণাঙ্গ হোতে চায় মূর্চ্ছনাদির সঙ্গে। মূর্চ্ছনার আখ্যায় 'সঙ্গীত-রত্নাকর'কার বলেছেন—

"ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্।
মূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে——"

পুনঃ "গ্রামদ্বয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ", অর্থাৎ একুশ মূর্চ্ছনা। ষড়্‌জ গ্রামে, মধ্যম গ্রাম প্রভৃতিতে মূর্চ্ছনা সাতটা সাতটা কোরে বিদ্যমান।

এই একুশ মূর্চ্ছনার প্রকাশ ন্যায়তঃ প্রতি রাগ-রাগিণীতেই দেখান কর্ত্তব্য। তারপর গমক, তান, মীড়াদিও আছে রাগ-রাগিণীকে পূর্ণরূপ কর্‌তে।

কিন্তু এ সমস্তই নির্ভর করে সর্ব্বোপরি সঙ্গীত-সাধকের কণ্ঠ-সাধনার ওপর। স্বর-সাধনা যদি সঠিক হয়, এবং তৎসঙ্গে মিষ্ট হয়, তবেই ধ্যান বা স্বরবিন্যাসোক্ত রূপটী মূর্চ্ছনাদির সঙ্গে যথার্থ পরিস্ফুট হোয়ে উঠ্‌তে পারে, অন্যথা নয়। গলার গাম্ভীর্য্য, সারল্য, ঋজুতা ও মিষ্টতা

এজন্য একান্ত আবশ্যক। সাধনার দোষে ষড়জ প্রভৃতির যদি স্থান বিচ্যুতি ঘটে, তবে যথার্থ ষড়জস্বরের স্ফূর্তি হয় না, তাতে অন্যান্য স্বরেরও স্থানবিচ্যুতি ঘটে থাকে এবং ফলে রাগ বা রাগিণীর আসল রূপটী কদর্য্যে পরিণত হয়। এজন্য সঙ্গীত-সাধকমাত্রেই স্বরসাধনাটীকে পূর্ণ করতে চেষ্টা করা উচিত।

শুধু তাই নয়। পূর্ব্বে যে বলা হোয়েছে, সঙ্গীতের রূপটী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় মূর্চ্ছনা, তানাদির সমবায়ে, তাতেও বক্তব্য, মূর্চ্ছনা-তানাদিও সংযুক্ত করতে হবে, সৌন্দর্য্য-রক্ষণের দিকে দৃষ্টি রেখে। কারণ বেশীর ভাগ সময়েই দেখা যায়, ধ্রুপদে বাঁট ও খ্যাল, ঠুংরী প্রভৃতিতে তানের বাহুল্যে তা শ্রুতিকটু হোয়ে ওঠে, সৌন্দর্য্য এতটুকু রক্ষিত হয় না। তাই ধ্যান, ঠাট, মূর্চ্ছনা, তানাদি সহায়ে রাগ-রাগিণীকে মূর্ত্তিমান কোরে তুললেও সৌন্দর্য্যটীকে তাতে না ফোটালে রূপটী-প্রাণহীনে পরিণত হয়। তবে অবশ্য সৌন্দর্য্যটী ফোটান বা রক্ষার ভারও সাধকের ওপরই থাকবে।

রূপের কথা বোলে শেষে যখন এই সৌন্দর্য্যের কথার অবসর এল, তখনই মনে জাগে, সৌন্দর্য্যটী কী পদার্থ? সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য বলতে এর মিষ্টত্বটুকু শুধু, না আর কিছু? প্রকৃত কিন্তু মিষ্টত্ব অপরিহার্য্য, তাছাড়া আছে সঙ্গীতে অর্থাৎ রাগ-রাগিণীর প্রাণের দরদ ও ভাব। প্রত্যেক রাগিণীই রসধারায় সিক্তিত; সাধক আপন স্বভাবসুলভ মিষ্ট গলাতে প্রাণের আবেগভরা দরদ ফুটিয়ে রাগ-রাগিণীটীকে প্রাণময় কোরে তুলবেন, যে প্রাণের পরিচয় পেয়ে মানুষ ত ছার, পশু পক্ষীর পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হোয়ে যাবে।

রাগ-রাগিণী ঠিকঠিক গাওয়া হোলেই, অর্থাৎ রাগ-রাগিণীর ভাবময় মূর্ত্তি স্ব স্ব উদাস, করুণ অথবা হৃষ্ট আবহাওয়ার মধ্যে সে 'সে'কাল বা সময়ের পরিচয় নিয়ে প্রকটিত হবেই। ভৈরব আপনার নিবিড় গম্ভীর প্রভাতের যে ভাব ও আবেগ নিয়ে সাধকের মানসপটে উদিত হয়, বসন্ত, পূরবী, বা বেহাগ সে ভাব ও দরদ নিয়ে ঠিক উপস্থিত হয় না। তা'ছাড়া সাধকের কলা-সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত করবার ওপরও অনেকটা নির্ভর করে। পূরবী বা জয়জয়ন্তী যে ভাব ও দরদের ফোটা উচিত, সাধক যদি তদ্ভাবাপন্ন হোয়ে সেটুকু পরিস্ফুট করতে না পারেন, তবে তা অনর্থেই পর্য্যবসিত হয়। এজন্য সাধকের হৃদয়-তন্ত্রীটি এমনই নরম বা কড়াসুরে বাঁধতে হবে, যাতে তা সেই সেই রাগ-রাগিণীর তালে তালেই আপনি বেজে উঠতে পারে। এ'বাজানর কৃতিত্বটুকু কিন্তু সব সাধকের নিজেরই। যে যত বড় গায়ক হবে, সে তত রাগ-রাগিণীর মাঝে আপনাকে বিলিয়ে বা ডুবিয়ে দিয়ে, তারই সুরে আপন হৃদয়ের তারের সুর বেঁধে সমতালে ঝঙ্কারিত করতে সক্ষম হবে। যে না পারে, বুঝতে হবে সে তখনও রাগ-রাগিণীর যথার্থ ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি।

এটা সত্য যে, এই হৃদয়ঙ্গম বা অনুভূতির উপরই দরদ ফুটানোর কৃতিত্বটুকু ফুটে ওঠে, অন্যথা নয়। সঙ্গীতের রূপ শাস্ত্রসঙ্গত সাধকের কণ্ঠে প্রকটিত হোলেও সৌন্দর্য্য বিকাশের সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু ঐ দরদ ফুটানোর উপরই নির্ভর করে। তাই সঙ্গীতের সাধক যিনি হবেন, তাঁর এদিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য থাকবে। সৌন্দর্য্যহীন ফুল যেমন লোকের কোনদিনই আদরণীয় হয় নি, দরদ ও ভাবহীন সঙ্গীতও সেরূপ কোনদিন মানব বা পশুপক্ষীর চিত্ত-বিনোদন করতে সক্ষম হবে না। তাই সর্ব্বাগ্রে সকলেরই লক্ষ্য রাখতে হ'বে, রূপ ফুটানোর সঙ্গে সঙ্গে তাতে যথার্থ সৌন্দর্য্যটুকু ফুটিয়ে তুলে, তাকে অর্থাৎ সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীকে প্রাণময় বা জীবন্ত করতে। কারণ এই প্রাণময় ও জীবন্ত করাতেই সঙ্গীত-সাধনার যথার্থ উৎকর্ষ ও সাফল্য সাধিত হয়।

স্বরলিপি

(ভজন)

মনে যদি প্রেম জাগে তোর
দেবতা কি পাষাণ থাকে ?
আপন দোষে দোষী হয়ে
দোষ দিলি তুই যা'কে তা'কে ।

প্রাণে যদি পাতিস্ আসন
কেমনে রয় দূরে সে জন ?
ভ্রমর কি রয় ঘুমে মগন
ফুল ফুটিলে বনের শাখে ?

আপনারে নে রে খুঁজি,
বুঝে নে তোর আপন পুঁজি,
মলিন রেখে ঘরের ভিতর
সাজাস্ না আর বাহিরটাকে ।

কথা—শ্রীদুর্গেশচন্দ্র দত্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশশবিন্দু ভট্টাচার্য্য

II	-া	-া	সা	|	রা	মা	পা	I	মপা	-দর্সা	ণা	|	দা	পা	দমমা	I
	০	০	ম	|	নে	য	দি		প্রে০	০ ম্	জা	|	গে	তো	০ র্	
	মা	পদা	-ণা	|	দা	পা	-দা	I	মপা	জ্ঞাঃ	জ্ঞঃ	|	রাজ্ঞ	সা	-া	I
	দে	ব ০	০	|	তা	কি	০		পা	ষা	ণ	|	থা	কে	০	
	-া	-া	জ্ঞ́া	|	জ্ঞ́জ্ঞ́া	র́া	র্সা	I	র্সা	ণর্সঋ́া	-র্সা	|	ণদা	পা	-া	I
	০	০	আ	|	প ন	দো	ষে		দো	ষী০০	০	|	হ	য়ে	০	
	মাঃ	মঃ	পা	|	মপা	-দণা	দদা	I	পা	মপদা	-মপা	|	জ্ঞরা	সা	-া	II
	দো	ষ	দি	|	লি০	০ ০	তুই		যা	কে০০	০ ০	|	তা০	কে	০	

II -া -া জ্ঞা | মা ণদা ণা I র্সা র্সা র্সর্ণা | র্সা র্সা -া I
০ ০ প্রা | ণে য দি পা তি ০স্ | আ স ন্

-া -া ণা | ণা র্সা র্সর্সা I র্সা র্সা ণর্সর্সা | ণদা পা -া I
০ ০ কে | ম নে র য় দূ রে ০ | সে জ ন্

-া -া মপা | পর্সা র্সা র্সর্সা I ণা র্সণা -া | দা পা -া I
০ ০ ভ্র০ | ম র কি র য় ঘু মে ০ | ম গ ন্

মা -া পা | মপা -দণা দা I পা মপদা -মপা | জ্ঞরা সা -া II
ফু ল্ ফু | টি০ ০০ লে ব নে০০ ০র্ | শা০ খে ০

II -া -া জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞগা জ্ঞমা জ্ঞপমা | ঋা সা -া I
০ ০ আ | প না রে নে০ রে০ ০ | খুঁ জি ০

-া -া ণ্া | সা জ্ঞা মমা I পা মপা ণা | দা পা -া I
০ ০ বু | ঝে নে তোর আ প০ ন | পুঁ জি ০

-া -া মপা | পর্জ্ঞর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I পা র্জ্ঞাঃ -র্জ্ঞঃ | র্ঋা র্সাঃ -র্সঃ I
০ ০ ম০ | লি ন রে খে ঘ রে র্ | ভি ত র

মা মাঃ পঃ | মপা -দণা দদা I পা মপদা -মপা | জ্ঞরা সা -া II II
সা জা স্ | নে০ ০০ আর বা হি০০ ০র্ | টা০ কে ০

স্বরলিপি

ভৈরব—একতালা (ঠাট লয়)

সুন্দর প্রভাতে প্রভু গাহি তব জয়গান,
লহ গো প্রণতি হে ভুবনপতি
পরম-ব্রহ্ম কৃপানিধান।
জাগে পূরব গগন-সীমায়
উজল তপন তব মহিমায়,
প্রভাতী পবনে জাগিয়া কাননে
গাহে বিহঙ্গ জয় ভগবান্॥

কথা ও সুর—শ্রীঅজিত কৃষ্ণ বসু

স্বরলিপি—কুমারী শোভারাণী বসু

	০			১			+			৩			
II	সা	-দা	দা |	পা	-ণপা	পা |	পগা	-মা	পঋা |	-ঋা	সা	সা	I
	সু	ন্	দ |	র	০	প্র |	ভা	০	তে |	০	প্র	ভু	
	০			১			+			৩			
	ন্‌া	-সন্‌া	ন্‌া |	সা	সা	সা |	ঋা	-জ্ঞা	ঋা |	সা	-সা	-সা	I
	গা	০	হি |	০	ত	ব |	জ	০	য় |	গা	০	ন্	
	০			১			+			৩			
	মা	মগা	মা |	দা	দা	দা |	না	র্সা	না |	র্সা	র্সা	র্সা	I
	ল	হ০	গো |	প্র	ণ	তি |	হে	ভু	ব |	ন	প	তি	
	০			১			+			৩			
	দা	ণা	পা |	পমা	-মা	পা |	মগা	মা	মা |	পঋা	-ঋা	-সা	II
	প	র	ম |	ব্র	০	হ্ম |	কৃ০	পা	নি |	ধা	০	ন্	

অন্তরা

	০			১			+			৩			
II	মা	-মগা	মা	দা	দা	দা	না	র্সা	না	র্সা	র্সা	-া	I
	আ	০ ০	গে	পূ	র	ব	গ	গ	ন	সী	মা	য়	
	০			১			+			৩			
	দা	দা	দা	দা	না	র্সা	র্ঋা	না	র্সা	দা	পা	-া	I
	উ	জ	ল	ত	প	ন	ত	ব	ম	হি	মা	য়	
	০			১			+			৩			
	দা	ণা	পা	মা	মা	পা	গা	মা	মা	ঋা	সা	সা	I
	প্র	ভা	তী	প	ব	নে	জা	গি	য়া	কা	ন	নে	
	০			১			+			৩			
	মা	গা	মা	পা	-দা	দা	না	র্সা	দা	পা	মা	-গা	I
	গা	হে	বি	হ	০	জ	জ	য়	ভ	গ	বা	ন্	
	০			১			+			৩			
	মা	ণা	দা	পা	মা	-গা	ঋা	মা	গা	ঋা	সা	-সা	II
	জ	য়	ভ	গ	বা	ন	জ	য়	ভ	গ	বা	ন্	

গান

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

আজি সন্ধ্যা আঁধারে নদী তটে বসি'
তোমা অনিবার স্মরি,
তুমি ক্লান্ত ললাটে ভ্রান্ত কালিমা
মুছো মুছো সুন্দরী।

নয়নের জলে ভিজেছে অধর
মেঘের আড়ালে কাঁদে শশধর
প্রিয়হারা নভে খসিছে খেচর,
শিহরিছে মন-তরী।

জীবন-সূর্য্য তিমির নিশায়
শত প্রার্থনা হেলায় মিশায়
মন-বিহঙ্গ কেঁদে মূরছায়
ব্যথা ও বেদনা ভরি'।

আমার আকাশে নিরাশার বাতি
কুহেলি জড়িত সুনিবিড় রাতি
আশায় করিনু স্বপন বেশাতি
(আমি) চাঁদ ভেবে রাহু ধরি।

প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী তিলানা

দরবারী কানাড়া—জলদ্ ত্রিতাল

না দের্ দের্ দের তোম্ ত্রে দানি
ত্রিম্ তা না না না।
ত্রিম্ তা না ত্রিম্ তা না
ত্রিম্ তা না না না॥

ও দানি তুম্ দানি ত্রিম্ তা না না না,
ত্রিম্ তা না ত্রিম্ তানা তা তুম্ তা না না,
দিয়া নাতা দেরে না তা
ত্রিম্ তা না না না॥

রচনা ও স্বরলিপি—সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্তের ছাত্র—শ্রীঅনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আস্থায়ী

	০				১				+				৩				
II	ণ্া	রা	সা	রা	ণ্া	সা	ম্া	প্া	দ্া	-া	ণ্া	ণ্া	সা	-া	সা	-া	I
	না	দের্	দের্	দের্	তোম্	ত্রে	দা	নি	ত্রিম্	০	তা	না	না	০	না	০	
	০				১				+				৩				
	সা	রা	রা	রা	সা	রা	পা	মপা	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	মা	রা	-া	সা	-া	II
	ত্রি	ম্	তা	না	ত্রি	ম	তা	না০	ত্রিম্	০	তা	না	না	০	না	০	

অন্তরা

	০				১				+				৩				
II	মা	পা	পা	পা	দা	-া	দা	ণা	র্সা	-া	র্সা	র্সা	র্সা	-া	র্সা	-া	I
	ও	০	দা	নি	তুম্	০	দা	নি	ত্রিম্	০	তা	না	না	০	না	০	
	০				১				+				৩				
	র্সা	র্রা	র্রা	র্রা	র্জ্ঞা	-া	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	দা	দা	-া	ণা	পা	-া	পা	-া	I
	ত্রি	ম	তা	না	ত্রিম্	০	তা	না	তা	তুম	০	তা	না	০	না	০	
	০				১				+				৩				
	মা	পা	পা	পা	মা	পা	ণা	পা	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	মা	রা	-া	সা	-া	II
	দি	য়া	না	তা	দে	রে	না	তা	ত্রিম্	০	তা	না	না	০	না	০	

স্বরলিপি

রাগিণী—খাম্বাজ বসন্ত

জীবন তব আসরে মম যৌবন গাহে গীতি।
নন্দন সুখ সঙ্গীত ঝরা মূরছনা আসে নিতি॥
সাধন যত শত আয়োজনে,
নিবিড় হ'য়ে আছে মম মনে,
আকুল প্রাণ চঞ্চল তবু বহিছে সদা ভীতি॥
শুভ বসন্ত নব জাগরণে ফুলফল ভারে হাসে তপোবনে।
নিভৃত দেবতা তব আবাহনে নিরবধি লয় স্তুতি॥
আলোক ভরা আশা যুঁথীদল,
আজও আনন্দে বহে পরিমল,
হৃদয়ে বহে কলকল ঢেউ উদ্দাম স্নেহ-প্রীতি॥

কথা—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, এম, এ, বি, এল | সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশীতলকৃষ্ণ ঘোষ

আস্থায়ী

	০			১			+			৩			
II	সা	সা	রা	-া	রা	গা	মা	মপা	পা	-া	ণা	ণধপা	I
	জী	ব	ন	০	ত	ব	আ	স০	রে	০	ম	ম০০	
	পা	-ধা	পা	মা	গা	মা	রগা	-মা	মা	-া	-া	-া	I
	যৌ	০	ব	ন	গা	হে	গী০	০	তি	০	০	০	
	মা	-ধা	ধা	ধা	ধা	ধা	ধা	-র্সা	ণা	ধা	পা	পা	I
	ন	ন্	দ	ন	সু	খ	স	০	ঙ্গী	ত	ঝ	রা	
	মা	পা	না	না	না	র্সা	ধনা	-ধনর্সা	র্সা	-া	ণা	ণধপা	I
	মূ	র	ছ	না	আ	সে	নি০	০০০	তি	০	ম	ম০০	
	পা	-ধা	পা	মা	গা	মা	রগা	-মা	মা	-া	-া	-া	II
	যৌ	০	ব	ন	গা	হে	গী০	০	তি	০	০	০	

অন্তরা

	০			১			+			৩			
II	মা	মা	-ণা	ধা	পা	-ধা	র্সা	নর্সর্রা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	I
	সা	ধ	ন্	য	ত	০	শ	ত০০	আ	য়ো	জ	নে	
	পা	না	না	-া	না	র্সা	র্সা	নর্সর্রা	র্সা	ধর্সা	ণা	ধা	I
	নি	বি	ড়	০	হ	য়ে	আ	ছে০০	ম	ম০	ম	নে	
	ধা	র্গা	র্গা	-া	র্গা	র্রর্গর্মা	র্গা	-র্গা	র্রা	না	র্রা	র্সা	I
	আ	কু	ল	০	প্রা	ণ০০	চ	ন্	চ	ল	ত	নু	
	পা	না	না	-না	না	র্সা	ধা	-র্সা	ণা	-ধা	ণা	ণধপা	I
	ব	হি	ছে	০	স	দা	ভী	০	তি	০	ম	ম০০	
	পা	-ধা	পা	মা	গা	মা	রগা	-মা	মা	-া	-া	-া	II
	যৌ	০	ব	ন	গা	হে	গী০	০	তি	০	০	০	

সঞ্চারী

	০			১			+			৩			
II	মা	মা	মা	মা	-মা	মা	মা	মা	জ্ঞা	গা	গা	গা	I
	শু	ভ	ব	স	০	ন্ত	ন	ব	জা	গ	র	ণে	
	মা	ধা	ধা	ধা	ধা	ধা	পা	ধা	ধর্সা	র্সা	ণা	ধা	I
	ফু	ল	ফ	ল	ভা	রে	হা	সে	ত০	পো	ব	নে	
	পনা	না	না	না	না	না	না	র্সা	না	র্সা	র্সা	র্সা	I
	নি০	ভৃ	ত	দে	ব	তা	ত	ব	আ	বা	হ	নে	
	ধা	র্সা	ণা	ধা	পা	পা	গা	-মা	পধপমা	-পা	-া	-া	II
	নি	র	ব	ধি	ল	য়	স্তু	০	তি০০০	০	০	০	

আভোগ

	০			১			+			৩			
II	মা	মা	ণা	ধা	পা	-ধা	না	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	I
	আ	লো	ক	ভ	রা	০	আ	শা	য়	ধী	দ	ল্	
	পা	না	না	না	-া	র্সা	র্সা	নর্সর্রা	র্সা	ধর্সা	ণা	-ধা	I
	আ	জো	আ	ন	ন্	দে	ব	হে০০	প	রি০	ম	ল্	
	ধা	র্গা	র্গা	-া	র্গা	র্রর্গর্মা	র্গা	র্গা	র্রা	না	র্রা	র্সা	I
	হৃ	দ	য়ে	০	ব	হে০০	ক	ল	ক	ল	ঢে	উ	
	পা	না	না	-না	না	র্সা	ধা	-র্সা	ণা	-ধা	ণা	ণধপা	I
	উ	দ্দা	ম	০	স্নে	হ	প্রী	০	তি	০	ম	ম০০	
	পা	-ধা	পা	মা	গা	মা	রগা	-মা	মা	-া	-া	-া	II
	যৌ	০	ব	ন	গা	হে	গী০	০	তি	০	০	০	

গান

শ্রীস্মরজিৎ মৌলিক এম্-এ

ভাল যদি লাগে ভাল যদি বাসি
অপরাধ কেন হয় গো
কেন পদে পদে মিলনেরি পথে—
বন্ধন, বাধা, ভয় গো!

আমি দীপ জালি কেন নিভে যায়,—
কাছে পেয়ে কেন তোমারে হারায়,
চন্দন, চুয়া, কুসুম পরশ—
জ্বালা হয়ে কেন রয় গো?

জ্যোছনা হসিত পুলকিত রাতি,
চাঁদিনী চকোরে করে মাতামাতি,
পথে পথে কেন পথ খুঁজে ফিরি—
ব্যথা কত আর সয় গো!

স্বরলিপি

ভৈরবী মিশ্র—ঢিমে তেতালা

বরা জোরি কিনরে কাহ্নাই পানিয়াঁ ভরত
মোরি গাগরি গিরাই কর কি লড়াই।
দিলরঁগ কাঁহে আয়সো ঢিঠ হায়ে কাহ্নাই
লাজন আওবে তুমওহি কেঁও ন যাও যাঁহা রয়ে না
গাওঁয়াই ॥ *

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের ছাত্রী কুমারী শ্রীঅসীমা মুখার্জ্জী

ব্যবহার—র, ঋ, জ্ঞ, ম, হ্ম, দ, ণ।

আস্থায়ী

১ | ২´ | ৩ | ০
II {ণ্া সা জ্ঞা মা | পা -া পা দা | -পা ণা দা পা | মা পা মা মºপºদঃ I
ব রা জো রি | কি ০ ন রে | ০ কা হ্না ই | পা নি য়াঁ ভ০০

১ | ২´ | ৩ | ০
পা পমা জ্ঞা রা | জ্ঞা পা মা মºপºদঃ | পা মা হ্মা মা | গা ঋা সা ঋা} II
র ভ০ মো রি | গা গ রি গি০০ | রা ই ক র | কি ল ড়া ই

অন্তরা

২´ | ৩ | ০ | ১
II পা দা পা দা | মা পা জ্ঞা মা | দা -া ণা র্সা | -া ণা র্সা র্সা I
দি ল রঁ গ | কাঁ হে আয় সো | ঢি ০ ঠ হায়ে | ০ কা হ্না ই

২´ | ৩ | ০ | ১
র্রা -র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা | র্সা র্ঋা র্সা র্সা | পা দা র্সা ণা | দা পা জ্ঞা মা I
লা ০ জ ন | আও বে তু ম | ও হি কেঁও ন | যা ও যাঁ হা

২´ | ৩ | ০
পদা -ণা দা পা | মা জ্ঞা হ্মা মা | জ্ঞা ঋা সা ঋা |
রয়ে ০ না গা | ওঁয়া ই ক র | কি ল ড়া ই |

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

১। তান :—সম্ হইতে দুন।

২´				৩				০			
পদা	-ণর্সা	র্সণা	-দপা	দণা	-ণদা	-পমা	জ্ঞমা	-দদা	-মজ্ঞা	-ঋসা	-ণ্সা
ব০	০০	রা০	০০	জো০	০০	০রি	কি০	০০	০০	০০	০ন

১				২´				৩			
জ্ঞমা	-দণা	-র্সঋ´া	-র্সজ্ঞ´া I	ঋ´র্সা	র্সঋ´া	র্সঋ´া	ণর্সা	ণদা	পজ্ঞ´া	মজ্ঞ´া	ঋ´র্সা
রে০	০০	০০	০০	কাহা	ইপা	নিয়াঁ	ভর	তমো	রিগা	গরি	গিরা

০			
ণদা	ঋমা	জ্ঞঋা	সঋা I
ইক	রকি	লড়া	ই০

২। আস্থায়ীর বাঁট :—ফাঁক হইতে দুন, তেহাই সহ।

০				১				২´			
ণদা	পদা	ণর্সা	র্সঋ´া	-র্সজ্ঞ´া	ঋ´র্সা	ঋ´র্সা	ণর্সা	ণদা	ণদা	পদা	পমা
বরা	জোরি	কি০	নরে	০কা	হাই	পানি	য়াঁভ	রত	মোরি	গাগ	রিগি

তেহাই :—

৩				০				১			
পমা	জ্ঞঋা	মজ্ঞা	ঋণা I	ণ্সা	জ্ঞমা	পপা	ণসা	জ্ঞমা	পপা	ণ্সা	জ্ঞমা
রাই	কর	কিল	ড়াই	বরা	জোরি	কি০	বরা	জোরি	কি০	বরা	জোরি

৩। তান :—ফাঁক হইতে চৌদুন।

০				১			
মপদণা	-র্সঋ´জ্ঞ´ঋ´া	-র্সণদপা	-দণর্সঋ´া	-র্সণদপা	-মজ্ঞঋসা	ণ্সা	জ্ঞমা I
আ০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০১০	০০০০	বরা	জোরি

৪। **আস্থায়ীর বাঁট :**—সম্ হইতে ছুন, তেহাই সহ। ইহাতে ছুটের কাজ বেশী।

২´ | ৩ | ০

পপা পণা -দপা স´ঋ´া | স´ঋ´া -ঋ´জ্ঞ´া ঋ´ঋ´া স´ঋ´া | -ঋ´স´া ণদা -ণদা পজ্ঞ´া |

ব০ রাজো ০রি কি০ | নরে ০কা হা০ ইপা | ০নি যাঁভ ০র ভমো |

তেহাই :—

১ | ২´ | ৩

-ঋ´স´া ঋ´জ্ঞ´া ঋ´স´া ণদা I পজ্ঞা মজ্ঞা ঋসা -সঋা | ণ্সা জ্ঞমা পা পা |

০রি গা০ গরি গিরা ইক রকি লড়া ০ই | বরা জোরি কি ন |

০ | ১

পা ণ্সা জ্ঞমা পা | পা পা ণ্সা জ্ঞমা I

রে বরা জোরি কি | ন রে বরা জোরি

৫। **তান :**—ফাঁকের ২ মাত্রা পরে চৌদুন। আড়িলয়।

০ | ১

(মা পা) জ্ঞ´ঋ´স´জ্ঞ´া -ঋ´স´ণদা | -পমজ্ঞঋা -সণ্সসা ণ্সা জ্ঞমা I

পা নি যাঁ০০০ ০০০০ | ০০০০ ০০০০ বরা জোরি

৬। **তান :**—তৃতীয় তালের তিন মাত্রা পরে, চৌদুন, আড়িলয়

৩ | ০

(-পা ণা দা) মপদণা | দপমপা -দণস´ঋ´া -স´ণস´ঋ´া -জ্ঞ´ঋ´স´না |

০ কা হা আ০০০ | ০০০০ ০০০০ ০০০০ ০০০০ |

০

-দপমজ্ঞা -ঋসণ্সা ণ্সা জ্ঞমা I

০০০০ ০০০০ বরা জোরি

৭। অন্তরার বাঁট :—সম্ হইতে দুন তেহাই সহ।

২´				৩				০			
পণা	-দপা	দপা	মপা	মজ্ঞা	মজ্ঞা	ঋজ্ঞা	ঋসা	-সঋা	জ্ঞজ্ঞা	দ্দা	দ্ণ্া
দি ০	ন য়	০ গ	কাঁ০	হে আয়	০সো	চি ০	ঠ হায়	০ কা	হা ই	না০	জন

১				২´				৩			
সজ্ঞা	ঋসা	পমা	দপা I	ণদা	জ্ঞ´ঋ´া	স´ঋ´া	ণস´া	দপা	ণদা	মজ্ঞা	ঋসা
আওবে	তুম	ওহি	কেওন	যাও	বাঁ হা	রয়ে ০	নাগা	ওঁয়াই	কর	কি ন	ড়াই

তেহাই :—

০				১				২´
ঋ´স´া	ণদা	পদা	ণদা	মজ্ঞা	ঋসা	ণ্সা	জ্ঞমা	পা
বরা	জোরি	কিন	বরা	জোরি	কিন	বরা	জোরি	কি

এই গানের তান ও বাঁট যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা আস্থায়ীর সেইখান হইতে গাহিবে ও যেখানে তান বাঁট শেষ হইয়াছে সেই শেষের মাত্রার পরে আস্থায়ী গাহিবে, তান ও বাঁট ফাঁকে শেষ হইলে প্রথম তাল হইতে ও প্রথম তালে শেষ হইলে সম্ হইতে গাহিবে। সঙ্গীতাচার্য্য পণ্ডিত ৺শিবসেবক মিশ্রজীর ঘরোয়ানা সুর।

গান

শ্রীগিরীন্ চক্রবর্ত্তী

আঁধারে আঁখি অন্ধ হ'লে ধরিও মোর হাতে,
দাঁড়ায়ো প্রভু পাশে আমার মৃদুল-চরণ-পাতে।
তোমায় যদি আলোক স্বামী
আঁধার মাঝে হারাই আমি
দেখায়ো পথ অন্ধজনে চির-আঁধার-রাতে॥
নিশীথ-রাতে আকুল-বায়ে নিবুবে যখন বাতি
তোমার আলো-পরশ পেয়ে উঠবে পরাণ-মাতি।
অন্ধকারে চরণ ফেলে
চলা যদি নাই-বা মেলে—
তুমিই তবে পাশে পাশে চলিও আমার সাথে॥

---

* উক্ত গানটির শ্রীমান্ গণেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রেকর্ড করিয়াছেন।

ঐক্যতানিক গৎ

খাম্বাজ—কাওয়ালী

রচনা—শ্রীকামাখ্যাপদ ভট্টাচার্য্য

০ ১ + ৩
II মা র্সা না র্সা | ধা ণা ধা পধা | গমা পধণা পা ধা | গা পা মা গা I

০ ১ + ৩
সা -া গা মা | পা ধা গা মা | পা র্সা ণা ধা | পা ধা মা গা II

অন্তরা

০ ১ + ৩
II গা মা পা ণা | র্সা র্রা না র্সা | নর্সা র্রর্গ র্মা র্রা র্গা | র্মা র্রা র্সা না I

০ ১ + ৩
পা না র্সা র্রা | না র্সা ণধা পধা | গমা পধণা পা ধা | গা পা মা গা II

তান

+ ৩
১। গমা পধা ণধা পমা | গমা পধা মা গা I

+ ৩
২। র্সণা ধপা ণধা পমা | গমা পধা মা গা I

০ ১ + ৩
৩। নর্সা র্রর্গা র্মর্গা র্রর্সা | নর্সা র্রর্সা ণা ধা | গমা পধা ণধা পমা | গমা পধা মা গা I

সঙ্গীতচ্ছটা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণে সঙ্গীত বলিতে কীর্ত্তনকেও যে বুঝায়, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। সঙ্গীত-শিল্পী সমাজে যদিও কীর্ত্তনের তেমন আদর নাই, তথাপি আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষিত সঙ্গীতজ্ঞগণ কীর্ত্তনের মৌলিকতা মনে মনে জানেন। ব্যবহারটা দেশবাসী-গণের অজ্ঞতার দিকে অগ্রসর করাইবার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া যে দেয়, তাহা অতি সত্য। যদি বুঝিয়া বিচার পূর্ব্বক, দোষগুণ বিশ্লেষণ করিয়া গতানুগতিক ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য কেহ করেন, তবেই পরিমার্জ্জিত ভাবে ব্যবহার জিনিষটাই শুভদ হইবে। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতিতে তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সুসঙ্গত-অলঙ্কারযুক্ত সঙ্গতে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হইয়া থাকে। গজল* অতি চঞ্চলাত্মক গান, তাহাতে কাহারবা প্রভৃতি তবলার তাল সংযোগে আসর বেশ জমাট হইয়া উঠে, তজ্জন্য ঐ গায়কের আর্থিক আয়াধিক্য যেমন, সম্মানও তেমন দেখা যায়। ইহা সুখের কথা, যে সঙ্গীত অর্থাগম ও সম্মানলাভ করায়, তাহাতে সঙ্গীতের মর্য্যাদা বাড়িয়া উঠে। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিনা যে, কীর্ত্তনে মনোহরসাহী, গরানহাটী প্রভৃতি মানুষকে কত আনন্দ দেয়, কত কারু-কার্য্যাত্মক অলঙ্কার প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীর সম্পদকে বাঙ্গালীর আনন্দ বৃদ্ধির কারণ করিয়া তুলে, কিন্তু তাহার তদ্রূপ আদর নাই কেন? এলাহাবাদ সঙ্গীত কন্‌ফারেন্স্ উপলক্ষ্যে দুই চারিজন কীর্ত্তনীয়ার আহ্বান হইলে অমর্য্যাদার কারণ হইত না। ফলতঃ আমাদের সম্পদ, আমাদের গৌরব, পৃথিবীর নিকট জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষ আনন্দ বিতরণ করিয়া আমাদের মহীয়ান্ প্রাচীন গৌরবের ধ্বজা উড়িত। চৈতন্যদেবের কীর্ত্তির বিলুপ্ততা কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইত। বিদেশাগত বা বিপ্রদেশাগত নয় বলিয়াই কি কীর্ত্তনের আদর তেমন নাই? মিথিলাগত ন্যায় দর্শনের ন্যায় মিথিলাগত কীর্ত্তনও বাঙ্গালীর নিজস্বময়, সুতরাং অনুকরণতার ক্ষেত্র ত আছেই। স্বরলিপি সহযোগে একটী কীর্ত্তন মৃদু (খোল) মৃদঙ্গ ধ্বনি সংযোগে সঙ্গত হইলে, ধ্রুপদ খেয়াল অপেক্ষা কম আনন্দ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এক ধ্রুপদ, খেয়াল ব্যতীত কীর্ত্তনের সমতা রক্ষা করিবার উপযুক্ততা দাদ্‌রা, ঠুংরি, গজল, প্রভৃতির নাই মনে হয়।

এক্ষণে ঐ সব পদ গান রচয়িতাগণের দিকে তাকাইতে বাধ্য হইলাম।

পদকর্ত্তাগণ সাহিত্যের উন্নতি কতদূর কি ভাবে করিয়াছেন, তাহার তুলনা দিবার সামর্থ্য আমার নাই। দোললীলাব্যঞ্জক, হোলি বা হোরি গান অতি মর্ম্মস্পর্শী। গোবিন্দদাস যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তদ্রূপ এই পর্য্যন্ত আর দেখি নাই। এই সব গানের অনুকরণ করিয়া অনেক সাহিত্যিক বা গায়ক গান বাড়াইয়াছেন। কিন্তু এমন সুললিত তান ও রাগে সুললিত শব্দ ও ভাব সমন্বিত পদ কেহ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। নিম্নে কিছু পদ সন্নিবেশ করিলাম।

১

খেলত ফাগু বৃন্দাবন চাঁদ।
ঋতুপতি মনমথ মনমথ ছাঁদ।

* গজল ভাব গাম্ভীর্য্য বটে, কিন্তু দৃশ্যতঃ চঞ্চলাত্মক।

সুন্দরীগণ কর মণ্ডলী মাঝ।
রঙ্গিণী প্রেম তরঙ্গিণী সাঝ॥

২

অরুণ তরুণ তরু অরুণ হি ধরণী।
স্থল জলচর সব ভেল এক বরণী॥
অরুণ হি নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয়ে ভেল দাস গোবিন্দ॥

৩

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে দোলায়ত সব
সখীগণ বহু রঙ্গে।
ভারত ফাগু দুহুঁ জন অঙ্গে।
হেরইতে দুহুঁ রূপ মুরছে অনঙ্গে।

৪

নটবর ভঙ্গী ফাগু রঙ্গী
নাগর অভিনব নাগরী সঙ্গ।
ঋতু ঋতুপতি গীতি চিত উন্মাতব
হেরি বৃন্দাবন বৃন্দাবন রঙ্গ।
ফাগুয়া খেলত নওলকিশোর।
রাধা রমণ রমণী মন চোর॥

৫

ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবন তরুলতা রাতুল বরণে॥
রাঙ্গা ময়ূর নাচে, নাচে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়।
রাঙ্গা রায় রাঙ্গা হইল কালিন্দির পানি।
গগন ভুবন দিগ্ বিদিগ্ নাজানি॥

এই অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক বেষ্টনীর মধ্যে রাধামাধব যুগলরূপে এক অনাস্বাদিত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের স্পর্শ জাগাইয়া দিল।

২নং গানের অর্থ:—বৃন্দাবনে আজ বসন্ত পূর্ণিমা। কবি গোবিন্দ দাস এই উৎসব বর্ণনায় জন্ত যেন স্তূপীকৃত সৌন্দর্য্য রস সম্ভার তাহার রচনার দ্বারা সমবেত করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রজের আকাশ, ধরণী, সব ফাগুয়াতে রক্তিম হইয়া উঠিল। তরুণ তরু অরুণ বর্ণ হইল, স্থলচর, জলচর সকলই একবর্ণ ধারণ করিল। জলের রং অরুণাভ, তাহাতে অরুণ বর্ণ পদ্ম বিকশিত হইল।

৩নং গানের অর্থ:—জ্ঞানদাস রস ও রুচিকে নিয়তই সংযমের শাসনে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তিনি মধ্যযুগের কবি হইয়া রুচির ক্লেদমুক্ত। তিনি আরাধ্য যুগল রূপ মধ্যে অনঙ্গের দৃষ্টি হইতে ত্রাণ পাইতে চাহেন। সেইজন্ত বলিয়াছেন, "হেরইতে দুহু রূপ মুরছে অনঙ্গ।"

৪নং গানের অর্থ:—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবণিতাগণের সঙ্গে ফাগোৎসবে মত্ত হইয়াছেন, চারিদিকে নৃত্য, গীত ও নানাবিধ রহস্ত কেলি সঞ্জাত আনন্দ রস উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী সমস্ত পদকর্ত্তাগণ এক প্রকার গতানুগতিকতাপন্থী হইয়া উঠেন।

৫নং গানের অর্থ:—বৃন্দাবনের পুষ্পলতা রাঙ্গা ফাগে আচ্ছন্ন। পুষ্পমধু ফাগের গুঁড়ায় রক্ত বরণ ধরিল। রক্তিম ভ্রমর আজ রক্ত রাঙা ফুলের উপর বসিয়া, রক্তিম মধু পান করিতে লাগিল। বাতাসে ফাগ চূর্ণ উড়িতে লাগিল। তাহাতে কালো যমুনার জল রাতুল হইয়া উঠিল। পৃথিবী আকাশ বাতাস সকলই ফাগুয়াতে আচ্ছন্ন হইয়া দিগ্বিদিক শূন্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির মতই বহির্জ্জগতের কবির ন্যায় পার্থিব রসসামগ্রী স্তূপীকৃত করিয়াছেন ও তাহার রচিত বিষয়, বস্তুর চতুর্দ্দিকে যেন বিক্ষিপ্ত মনে হয়।

উদ্ধব দাসের একটী গান নূতন ধরণের দিলাম—

বৃন্দাবনে ধুম পড়ল রঙ্গ হোরি।
ফাগু রঙ্গে রঙ্গিন নওলকিশোরী।

সুবল সখাগণ রোখে শ্যাম পুন।
হেরি সুন্দর মুখ গোরী।
পিচ্‌কারি রঙ্গ অঙ্গে ঘন বরিখত,
মুছত আঁখি মুখ মোরি।
সহচর সহচরি মুটক মুটকি ভরি,
বিবিধ গন্ধ রঙ্গ ঘোরি।
দেয়ত যোগাই রাই শ্যাম খেলত,
উদ্ধব দাস মন ভোরি।

এক্ষণে গৌর লীলায় হোরি, তাহার সন্ন্যাসের পর গোবিন্দ দাস রচনা করিয়াছেন, কিন্তু পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ সন্ন্যাসের পূর্ব্বেই নদীয়া নগরে তাহাকে দিয়া হোলি খেলাইয়াছেন।

সন্ন্যাসের পূর্ব্বের গান

১

দেখ দেখ ঋতুরাজ বসন্ত সময়
সহচর সঙ্গে বিহরে গৌররায়।
ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে।
যুবতীর চিত্ত হরে নয়নের শরে।
সহচর মেলি ফাগু দেয় গোরা গায়
কুঙ্কুম পিচ্‌কা লেই কেহ কেহ ধায়।
....
বাসুদেব ঘোষ রস করিলা প্রকাশ।

সন্ন্যাসের পরের গান

১

নীলাচলে কনকাচল গোরা।
গোবিন্দ ফাগু রঙ্গে ভেল ভোরা।
ফাগুয়া খেলত গৌরতনু
প্রেম সুধা সিন্ধু মুরতি জনু।

ফাগের রঙ্গে চৈতন্যদেবের সর্ব্বাঙ্গ অরুণ বর্ণ হইয়া উঠিল।

ফাগু অরুণ তনু অরুণহি থির।
অরুণ নয়নে ঝরে অরুণহি নীর।
কণ্ঠেহি লোলিত অরুণিত মাল
অরুণ ভকতগণ গায় রসাল।

নায়ক নায়িকা উভয়েই পরস্পর পিচকারি দিয়া গায়ে রঙ্গে আবীর ঢালিতেছেন। তাহাতে বাতাস যুক্ত হইয়া বৃন্দাবন অরুণ বর্ণ লইল।

পদ যথা—

দুহুঁ করে আবির দুহুঁ অঙ্গে ডারত
পিচ্‌কারি রঙ্গে পাখাল।
অরুণিত যমুনা পুলিন কুঞ্জবন
অরুণিত যুবতী জাল।
অরুণিত সারীশুক অরুণ শিখী কোকিল
উদ্ধব ভণিত রসাল।

রাধাকৃষ্ণের হোলির আনন্দে ব্রজবাসী সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ, তাহাই কবি পদ তৈয়ারী করিলেন—

বৃন্দাবনে ধুম পড়ল রঙ্গ হোরি।
ফাগু রঙ্গে রঙ্গিন নওল কিশোরী॥
—ইত্যাদি।

হোলির পদ গানই যে কত প্রকারের কত ভঙ্গিমায় তৈয়ারী ও কত রাগে, তালে গীত হয় তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। বৈষ্ণব কবিগণের নিকট বাঙ্গালা ভাষা ঋণী। বৈষ্ণবদিগের কবিতা প্রতিভা চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। এবং শেষ যুগের আলোচনা, প্রারম্ভ যুগেরই পুনরুক্তি মাত্র হইয়া দাঁড়ায়।*

---

* মুরারী কড়চা—গোপী ভাবৈর্দাস ভাবৈ
রীশভাবৈ কচিৎ কচিৎ।
অর্থাৎ চৈতন্যদেব কখনও গোপীভাব, কখনও দাস্য ভাব, কখনও ঈশ্বরীয় ভাবে থাকিতেন।

চৈতন্যদেব যখন যে ভাবে থাকিতেন তখন সেই ভাবেরই পদ তৈয়ারী হইত।

বর্ত্তমানে ঐ ঐ পদকর্ত্তাগণের আলোচনা করিতেছি—যথা:—

পদকর্ত্তাগণের মধ্যে বৈষ্ণব দাস একজন বিখ্যাত। প্রকৃত নাম গোকুলানন্দ সেন। ইনি বৈদ্য, এবং টেঁয়া বৈদ্যপুর নিবাসী ও রাধারমণ ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রাধামোহন ঠাকুরের সহিত স্বকীয়া ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়া ১১১৫ সালে এক পণ্ডিত সভা আহুত হইয়া বিচার হয়, উহাতে গোকুলানন্দ উপস্থিত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই বিখ্যাত "পদকল্পতরু" গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। বৈষ্ণব দাস উক্ত গ্রন্থের উপসংহারে বলিয়াছেন যে,—

অরাচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে করিতে পারে তার গুণের বর্ণন॥
গ্রন্থ কৈল পদামৃত সমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া।
সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল।
এই গীত কল্পতরু নাম কৈল সার।
পূর্ব্ব রাগাদি ক্রমে চারি শাখায়ার॥

পদকল্পতরু কোন শকে সঙ্কলিত হয় তাহা সঠিক জানা যায় নাই। বৈষ্ণবদাস সংগৃহীত ও নিজ রচিত পদদ্বারা এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। ইহার রচিত কোন কোন গান এত মধুরাত্মক যে, নরোত্তম দাসের সমতা রক্ষা করিতে পারে। ইহার বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং ইতিহাসে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি খুব ভাল কীর্ত্তনিয়া ছিলেন এবং গায়ক হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি এত সুন্দর গাহিতেন, যে অদ্যাপিও "টেঞারঢপ" নামে প্রসিদ্ধি আছে।

২। শচীনন্দন দাস—প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাসের দুই পুত্র শ্রীশচীনন্দন ও রামচন্দ্র। শচীনন্দন বাল্যকাল হইতেই অতিশয় কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র, রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ, ও কেশব। এই পুত্রগণও পরম ভক্ত। ইনি পদাবলী ভিন্ন "শ্রীগৌরাঙ্গ বিজয়" নামক গ্রন্থ প্রনয়ণ করিয়াছেন।

৩। শঙ্করদাস—বৈষ্ণব সাহিত্যে পাঁচজন শঙ্করদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে পদকর্ত্তা দুইজন। ১ম শঙ্কর দাস বা শঙ্কর বিশ্বাস, ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। নরোত্তম বিলাসে ইহার নাম পাওয়া যায়।

জয় বৈষ্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস।
গৌর গুণ গানে জেহো পরম উল্লাস।

২য় শঙ্কর ঘোষ, চৈতন্যদেব নীলাচলে অবস্থানকালে শঙ্কর ঘোষ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া স্বরচিত পদ গান করিতেন। এই গানে চৈতন্যদেব অত্যন্ত প্রীত হইতেন। প্রবাদ আছে, তিনি খেতু মহোৎসবেও উপস্থিত ছিলেন। দৈবকীনন্দন এতৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন।

বন্দিব শঙ্কর ঘোষ অকিঞ্চন রীতি।
ডমকের বাদ্যেতে জে প্রভুর কৈল প্রীতি॥
* চৈতন্যভাগবতে খেতু উৎসবের কথা আছে।

৪। স্বরূপদাস, ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের উপশাখা। শ্রীনিবাসের শিষ্য বিশ্বাসাচার্য্য, তৎশিষ্য পুরুষোত্তম, তৎশিষ্য বিলাসাচার্য্য, তৎশিষ্য স্বরূপদাস। স্বরূপের পদ অতি সুললিত। তিনি বাদক ছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি,

স্বরূপদাসের বাজন খোল।
যত রাঢ়ী চরকা তোল॥

---

* মনুষ্য রচিত নারে ঐছো গ্রন্থ ধন্য,
বৃন্দাবন দাসো মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।
—ইতি কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

৫। হরিদাস—বৈষ্ণব সাহিত্যে ৭ জন হরিদাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে ছোট হরিদাস, বড় হরিদাস, দ্বিজ হরিদাস, এই তিনজন পদকর্ত্তা ছিলেন। ছোট হরিদাস নবদ্বীপবাসী, উদাসীন বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি অতি সুকণ্ঠ এবং উচ্চশ্রেণীর গায়ক ছিলেন। ইনি চৈতন্যদেবের নিকটে থাকিয়া কীর্ত্তন শুনাইতেন। তাহাতে চৈতন্যদেব এমন বিভোর হইতেন যে, ইহাকে ক্ষণকালও কাছ ছাড়া করিতেন না। তখনকার সময় গানের দিক্ দিয়াও দশজনে তাহাকে ভালবাসিত ও সম্মান করিত। কিন্তু মাধবী দাসীর নিকট চৈতন্যদেবের জন্য উত্তম তণ্ডুলের জন্য যাওয়ায় চৈতন্যদেব এমন প্রিয়ব্যক্তিকে ত্যাগ করায়, ঐ বিচ্ছেদে হরিদাস ত্রিবেণীতে প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন চৈতন্যদেব সকলের উপর বলিয়াছিলেন—"বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদুনি কুসুমাদপি, ইহাই মহাপুরুষদের স্বভাব, ন্যায়ের জন্য প্রিয়ত্যাগী। প্রীতিতে পরানুরাগী এই উপদেশেরই প্রতিচ্ছায়া। দ্বিজ হরিদাস ভাল কীর্ত্তনিয়া ছিলেন। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর প্রাণত্যাগের জন্য সঙ্কল্প করায় চৈতন্যদেব স্বপ্নাদেশ করিলেন যে আত্মহত্যা মহাপাপ, তাহাতে তিনি ব্রজে বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বিজ হরিদাস প্রভু অদর্শনে।
দেহত্যাগ করিবেন করিলেন মনে।

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

দরবারি কানড়া—তেতালা

হরি নাম জপন কেঁ্যা ছোড় দিয়া
ক্রোধ না ছোড়া ঝুট না ছোড়া
সত্য বচণ কেঁ্যা ছোড় দিয়া।
সম্পদ কো তুঁ খুব সাম্‌হালা
কৃষ্ণ রতন কেঁ্যা ছোড় দিয়া।

ঝুট জগমেঁ দিলল চাপর
অসল রতন কেঁা ছোড় দিয়া।
বন্ধন মেঁ তুঁ খুব বাঁধায়া
মোক্ষ পদারথ ছোড় দিয়া॥

কথা ও সুর—অজ্ঞাত

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রী কুমারী আইভি ব্যানার্জ্জী

আস্থায়ী

	০	১	২´	৩	
{ণ্‌সরা রসা II	-ণ্‌দ্‌া -ণ্‌দ্‌া ণ্‌া ণ্‌া	সা সা রসা -রা	মজ্ঞা মজ্ঞা রসা রা	রজ্ঞা সা}	-া -া I
হ০০ রি০	০০ ০০ ম জ	প ন কেঁ্যা০ ০	ছো০ ০০ ড়ঁ০ দি	য়া০ ০	০ ০

০	১	২´	৩
সসা -মরা মা মা	পা -মপা পা -া	পণা -মা পা পর্সা	ণদা -ণদা দণা -পা I
ক্রো০ ০০ ধ না	ছো ০০ ড়া ০	ঝু০ ০ ট না০	ছো০ ০০ ড়া০ ০

০	১	২´	৩
ণমা -া মা মা	মা পা মা -পা	মমা -পপা মপণা ণপা	মজ্ঞমা -জ্ঞমা রা সা II
স ০ ত্য ব	চ ন কেঁ্যা ০	ছো০ ০০ ড়০০ দি০	য়া০০ ০০ "হ রি"

অন্তরা

০ | ১ | ২´ | ৩
II মা -া পা পা | ণদা -ণদা ণা -া | ণা -র্সা র্সা র্সা | র্রণা -র্সা র্সা -া I
স ০ ম্প দ | কো০ ০০ তুঁ ০ | খু ০ ব স | মৃহা ০ লা ০

০ | ১ | ২´ | ৩
ণা -র্সা ণর্সর্রা র্রর্সা | ণদা ণদা দণা -পা | মজ্ঞা -মজ্ঞা জ্ঞা রসা | সরা -জ্ঞসা II
কু য্ ম০০ র ০ | ভ০ ন০ কোঁ্যা০ ০ | ছো০ ০০ ড় দি০ | য়া০ ০০

সঞ্চারী

০ | ১ | ২´ | ৩
II সা -া রা রা | মজ্ঞা -মজ্ঞা মা -া | মা মা -পমা পা | ণদা -ণদা ণা পা I
ঝু ০ ট জ | প ০ মেঁ ০ | জি ল ০০ ল | চা০ ০০ ক র

০ | ১ | ২´ | ৩
সা রা মজ্ঞা মা | পমা পা মপণা -র্সা | ণদা -ণা সা রা | জ্ঞমা -সা -রা -সা II
অ স ল র | ভ০ ন কোঁ্যা০০ ০ | ছো০ ০ ড় দি | য়া০ ০ ০ ০

আভোগ

০ | ১ | ২´ | ৩
II মা -া পা পা | ণদা -ণদা ণা -া | ণা -র্সা র্সা র্সা | র্রণা -র্সা র্সা -া I
ব ০ ন্ধ ন | মেঁ০ ০০ তুঁ ০ | খু ০ ব বাঁ | ধা০ ০ য়া ০

০ | ১ | ২´ | ৩
ণা -র্সা ণর্সর্রা র্রর্সা | ণদা -ণদা ণা পা | মজ্ঞা -া রসা রা | রজ্ঞা -সা
মো ০ ক্ষ০০ প ০ | দা০ ০০ র থ | ছো০ ০ ড়০ দি | য়া০ ০

স্বরলিপি

মিশ্র ভূপালী—কাহার্বা

অচিন দেশের তীর্থ পথের
আমি যাত্রী।
অসীম পথে তাইত চলি
দিন রাত্রি।

বাঁধিয়াছি গান অজানা সুরে
তাহারি বাণী ব'জে সুদূরে
পথের সাথী সেই সে আমার
সুখ দাত্রী।

নয়নে নাচে অচেনা আলো
অদেখা ছবির মদির মোহ
বেসেছি ভালো।

চাহিয়া সবে আমারি পানে
পাগল ভাবি' অবাক মানে,
তুমি কি ভাবো আমারে হেরি'
হে বিধাতৃ?

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীপ্রসাদ বসু

II সা -ধ্া সা রা গা -া -া -া I গা -ধধা পা পা গা -গা রা গা I
অ চি ন দে শে ০ ০ র্ তী ০ র্ থ প থে র আ মি

সরগা -রগা গা -গা -গসা -া -া -া I গা গপা গা ধা পা -া -া -া I
যা০ ০ ০ ০ ত্রী ০ ০ ০ ০ ০ অ সী ০ ম প থে ০ ০ ০

ধা র্সর্সা ধা ধা পা -া গা রা I গা -রা পপা -গগা -ধধা -পপা -গরা -সা II
তা ই ০ ত চ লি ০ দি ন রা ০ ত্রি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II {পা পা জ্ঞা পা জ্ঞা -া -গা -া I গজ্ঞা জ্ঞপা পা জ্ঞা পা -া -া -া I
বাঁ ধি য়া ছি গা ০ ০ ন্ অ ০ জা ০ না সু রে ০

পা পা -ধা ধনা পধর্মা -ধনা -া -ধা I না না ধা না ধপা -া -া -া} I
তা হা রি বা০ ণী০ ০ ০ ০ ০ ০ বা জে সু দূ রে ০ ০ ০

পা ধা ণধা না । -সা´ -া -া -া I সা´ র্গর্গা র্রা র্রা । র্সা -র্সা ধা পা I
প থে র০ সা থী ০ ০ ০ সে ই০ সে আ । মা র স্থু খ

গপা -ধর্সা ধর্রা -র্সধা । -র্গর্রা র্সধা -পগা -রা I I
দা০ ০০ ত্রী০ ০০ । ০০ ০০ ০০ ০

I I {গা মা গা রা । সা -া -ধা -া I ধা -গা গা গরা । গা -া -া -া I
ন য় নে না চে ০ ০ ০ অ চে না আ । লো ০ ০ ০

মা মা মা মা । পমা -া গমা -া I মা ধধা পা ধা । পমা -গরা -া -া I
অ দে খা ছ । বি ০ ০ র ম দি০ র মো । হ ০০ ০ ০

[গা -া -রসা -া]
লো ০ ০ ০

রগা গহ্মা হ্মা হ্মা । -পা -ধধা -পহ্মা -পপা I হ্মপা ধপা হ্মপা গমা । গা -া -া -া I
বে০ সে০ ছি ভা লো ০০ ০ ০ ০০ বে০ সে০ ছি০ ভা০ । লো ০ ০ ০

{পা পা হ্মা পা । হ্মগা -া -া -া I গহ্মা হ্মা -পা ধহ্মা । পা -া -া -া I
চা হি য়া স । বে০ ০ ০ ০ আ০ মা র পা । নে ০ ০ ০

সা সা রা রগা । রা -গা -মা -রা I রা পা পা মা । গা -া -া -া} I
পা গ ল ভা০ । বি ০ ০ ০ অ বা ক মা । নে ০ ০ ০

না না না নধা । না -া -া -া I না ধা না র্রা । র্সা -া ধা পা I
তু মি কি ভা০ । বো ০ ০ ০ আ মা রে হে । রি ০ হে বি

ধর্সা -র্রর্গা র্রর্সা -র্রর্সা । -ধর্সা -ধপা -গরা -সা I I I I
ধা০ ০০ তু০ ০০ । ০০ ০০ ০০ ০

স্বরলিপি

মিশ্র—দাদ্রা

বাজাও আমার বীণার তারে
তোমার পূজার গান।
যেন তোমায় দিতে পারি
আমার সারা প্রাণ।
এ জীবনের যত ব্যথা
যত আঘাত, ব্যাকুলতা,
সফল হবে ও চরণে
সকল অভিমান।

দিনের পরে দিন গণিয়া
ছিনু তোমার পথ চাহি'—
এসেছি আজ তোমার কাছে
সুদূর কালের পথ বাহি'।
এসেছি আজ পূজার ছলে
তোমার পরশ পাব বলে,
ভরে দিবে এ চিত মোর
তোমার সকল দান।

কথা—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী

I। নর্সা নর্সর্রা -া | র্সণা র্সণধা -পা পধা মপধপা -া | মা গা -া I
বা ০ জা ০ ০ ০ | আ ১ মা ০ ০ র্ বী ০ ণা ০ ০ র্ | তা রে ০

সা গা -া | গা মা -া I গমা -গমপদা -া | -া -া -া I
তো মা র্ | পূ জা র্ গা ০ ০ ০ ১ ন্ ০ | ০ ০ ০

মপা মা -জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -া । জ্ঞা রমজ্ঞা -া | রা সা -া I
যে ০ ন ০ | তো মা য় দি তে ০ ০ ০ | পা রি ০

সা সা -সা | জ্ঞা রজ্ঞরা -সা I ন্া -সা -া | -া -া -া II
আ মা র | সা রা ০ ০ ০ প্রা ০ ণ্ | ০ ০ ০

II মা পা -া | না না -া I না র্সা -া | না র্সা -া I
এ জী ০ | ব নে র্ য ত ০ | ব্য থা ০

নর্সা নর্সর্রা -া | র্সণা ণা -ধপা I পধা মপধণা -া | ণা ণা -া I
য ০ ত ০ ০ ০ | আ ০ ঘা ০ ত ব্যা ০ কু ০ ০ ০ ০ | ন তা ০

র্সা পা -া | ণা মা -া I পা জ্ঞা -া | মা রা -া I
স ফ ল | হ বে ০ ও চ ০ | র ণে ০

সা রা -া | মা পা -া I না -র্সা -া | -নর্সা নর্সর্রা -া I
স ক ল্ | অ ভি ০ যা ০ ০ | ০০ ০০ ন্ ০

জ্ঞা জ্ঞা -া | রা জ্ঞা -া I জ্ঞা রমজ্ঞা -া | রা সা -া I
যে ন ০ | তো মা য় দি তে ০ ০ ০ | পা রি ০

সা সা -মা | জ্ঞা রসরা -সা I ন্া -সা -া | -া -া -া II
আ মা র্ | সা রা ০ ০ ০ প্রা ০ ণ | ০ ০ ০

II সা সা -গা | গা গা -া I গা -া গা | গা গা -া I
দি নে র্ | প রে ০ দি ন গ | ণি য়া ০

মা মা -া | মা মা -া I মা -া -া | মা মা -া I
ছি নু ০ | তো মা র প থ ০ | চা হি ০

-জ্ঞা জ্ঞা -া | জ্ঞা জ্ঞা -া I জ্ঞা জ্ঞা -া | জ্ঞা জ্ঞা -রসা I
এ সে ০ | ছি আ জ তো মা র | কা ছে ০ ০

সা -া -মা | জ্ঞা জ্ঞা -া I রা -া -া | সা সা -া I
সু দূ র্ | কা লে র প থ ০ | বা হি ০

মা পা -া | না না -া নর্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I
এ সে ০ | ছি আ জ পূ০ জা র্ | ছ লে ০

র্সর্রর্সা র্সা -া | ণা ণধপা -া I পা পধর্সর্রা -া | র্রা র্রা -া I
তো০১ মা র | প র০০ শ্ পা ব০০০ ০ | ব লে ০

র্সা র্সা -র্মা | র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা -া I র্সা র্রা -র্সর্রা | ণধা ণা -া I
ভ রে ০ | দি০ বে ০ এ চি ০০ | ত০ মো র্

মা পা -া | না র্সা -া I নর্সা -নর্সর্রা -া | -া -া -া I
তো মা র্ | স ক ল্ দা০ ০০ন্ ০ | ০ ০ ০

ণা ণা -ধপা | পধা ধা -পমা I মপা গা -মপা | মগা মা -া I
ভ রে ০০ | দি০ বে ০০ এ০ চি ০০ | ত০ মো র্

সা রা মা | পা না র্সা I নর্সা -নর্সরা -া | -া -া -া I
তো মা র | স ক ল দা০ ০০ন্ ০ | ০ ০ ০

জ্ঞা জ্ঞা -া | রা জ্ঞা -া I জ্ঞা রমজ্ঞা -া | রা সা -া I
যে ন ০ | তো মা র দি তে০০ ০ | পা রি ০

সা সা মা | জ্ঞা রসরা -সা I ন্া -সা -া | -া -া -া II
আ মা র | সা রা০০ ০ প্রা ০ ণ | ০ ০ ০

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সৃষ্টির প্রথমে শিব-শক্তি থেকে নাদ ও বিন্দুর উদ্ভব হয়েছিল—একথা আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখেছি। নাদ হচ্ছে সৃষ্টির আদিকার কারণ জগতের বিশাল সঙ্গীত ও বিন্দু হচ্ছে—কারণ সঙ্গীতের স্ফুটতর ও কেন্দ্রীভূত অবস্থা। বিন্দুর ধ্বনি আরো পরিস্ফুট ও ব্যক্ত অবস্থায় এসে প্রণবের বা ওঁকারের সৃষ্টি করেছে। ওঁকার হচ্ছে কারণ জগতের স্ফুটতম অবস্থা। ওঁকার অকার, উকার ও মকারের সমাহারে উৎপন্ন। শাস্ত্রমতে এই তিন অক্ষরের অর্থ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র। ব্রহ্মা সৃষ্টির অধিদেবতা, বিষ্ণু-স্থিতির দেবতা ও রুদ্র ধ্বংসের কর্ত্তা। বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়েরই ফল ও এই তিন অবস্থাই জগতের স্বরূপ। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ উৎপত্তির গোড়ায় এই তিন অবস্থা একীভূত হয়ে কারণে লীন ছিল। কারণ-জগৎ যখন প্রকাশের দিকে ব্যক্ত অবস্থায় এল, সেই ব্যক্ত অবস্থার প্রথম সূচনা হচ্ছে একটা এমন জগৎ—যেখানে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের সব কিছুই বীজ-আকারে রয়েছে, কিছুই যেখানে বাদ্ নাই। সব কিছুরই ঘনীভূত মূর্ত্তি যেখানে, প্রণব বা ওঁকার তারই সূচনা করে।

নাদ এবং বিন্দুকে তন্ত্রে আদি অপ্রকাশিত নাদ বলে থাকেন, কিন্তু প্রণবেই নাদ প্রকট অবস্থা পেল। এর মানে হচ্ছে এই যে আদি নাদ মনের ধারণাতীত তা হচ্ছে অতি মানসিক। কিন্তু প্রণব মানসিক না হ'লেও মনের ধারণাযোগ্য কেননা প্রণব মায়িক। জগৎ-পতির মূল ধ্বনির যে অবস্থা মনের দ্বারা ধারণা করা যায়, অর্থাৎ সূক্ষ্ম মানস ইন্দ্রিয়ে শ্রবণ করা যায়, তাই হচ্ছে প্রণব। ওঁ শব্দ দ্বারা তাহাই ভাষায় বর্ণিত হয়। ওঁকারের তত্ত্ব থেকেই মায়ার উৎপত্তি হ'ল। নাদ ও বিন্দু হচ্ছে কালাতীত ও মায়াতীত এবং চিৎশক্তির প্রথম পরিস্ফুরণ কিন্তু চিৎশক্তি যখন মায়ার আশ্রয় নিয়ে জগৎ সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হলেন তাঁর সেই অবস্থা ওঁকারের দ্বারা সূচিত হয়।

বর্ত্তমান যুগে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অপূর্ব্ব যোগদর্শনে সৎ, চিৎ, আনন্দ ও বিজ্ঞান বা অতি মনের (super mind) বর্ণনার পর over-mind বা মায়িক প্রাক্+মনের (over-mind) বর্ণন করেছেন। তন্ত্রোক্ত মায়ার বসতি এই প্রাক্-মনেরই রাজ্যে। প্রণব বা মায়ার ধ্বনি তাই মনের দ্বারা অনুভব করা যায়। প্রণব হচ্ছে সেই মূল ধ্বনি যা থেকে নানারূপ স্বর ও নানারূপ সঙ্গীতের উদ্ভব হয়েছে। তাই মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র যেমন ওঁকার তেমনি ওঁকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধ্বনি হচ্ছে ওঁকারের নিবিড় গভীর ধ্বনি।

ক্রমশঃ

ভ্রম-সংশোধন

গত বৈশাখ সংখ্যার ৩৯ পৃষ্ঠায় ১নং আস্থায়ীর বাটের প্রথম ছত্রে দ্বিতীয় তালে—

"২
ণদা পমা জ্ঞঋা সঋা
তুমদের্ দের্দের্ তাদা রেতা"

ও ৪০ পৃষ্ঠায় ৪নং অন্তরার বাটের দ্বিতীয় ছত্রের শেষে—

ণর্সা 'র্ পরিবর্ত্তে ণসা- হইবে।
তুম্দা তুম্দা

বেহালা শিক্ষা প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীরাখালদাস মজুমদার

নিম্নলিখিত স্বরলিপিটি "Remember me no more" গানের ইংরাজী স্বরলিপি হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করা হইল। যে স্থলে যেরূপ ছড়ি ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তদনুযায়ী বাজাইবার জন্য বিশেষ মনোনিবেশ করিবেন। এই গৎটি বাজাইতে হইলে পূর্ব্বের অধ্যায়গুলি উত্তমরূপে বাজাইয়া লওয়া আবশ্যক।

II র্ম্া ধণা রপা মরা | জ্ঞা ণা ধাঃ পঃ | মা সা সা রজ্ঞা | রা -া * র্মা I
৪ ৪

ণা ণা ধা র্মা | পা পা মা পদা | ধা ণর্সা র্রা গা | মা -া -া * I
৪ ৪ ৪

ধা ণর্সা পা ধা | পা মরা মা -া | ণা ণা ঋা দা | ণা -া -া * I
৪

ণা ধপা মজ্ঞা পরা | মা জ্ঞসা ণ্া মা | ণা সর্ম্া র্সা পা | ধা -া * গা I
৪

র্মা ধ্ণ্া মরা সণ্া | ণা ণা ণা ধপা | মা পা সাঃ ণ্ঃ | ণ্া -া -া -া II II
৪

উক্ত গৎখানি বাজাইতে Down ছড়ি দ্বারা আরম্ভ করিয়া বরাবর বাজাইয়া যাইবেন এবং Stop চিহ্নের পরে পুনরায় Down ছড়ি দ্বারা আরম্ভ করিবেন।

* তারকা চিহ্নিতগুলি ১ মাত্রা Stop বুঝিতে হইবে।

মৃদঙ্গ বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

ঝাঁপতাল—আড়ি

\+ ১ ০
৩৮৩। তানে তাক্কা ঘেতেটে থুঙ্গা কতেটে ত্রেকেটে

২ +
তাগ দেৎ দিঘেনে দিঘেণে কড়ান ধা

\+ ১
৩৮৪। নান্ তেটে তেটে ঘেগে দে থুঙ্গা কড়ান

০ ২
তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে তাগ ঘড়ানে

\+
তাক্কা দেৎ ধা

\+ ১ ০
৩৮৫। নান কতাগ দিঘেনে দিঘেনে কতেটে ঘেতেটে

২ +
থুন্না ত্রেকেটে তাগ ত্রেকেটে তাগ দেৎ ধা

\+ ১ ০
৩৮৬। দিঘেনে দিঘেনে কতেটে ক্রান কতেটে না

২ +
না না ঘেঘেনে ক্রান্না থুঙ্গা ধা

\+ ১
৩৮৭। তেটে তেটে তেটে তাকেটে ধেকেটে কৎ

০ ২ +
দেৎ দিঘেনে ভ্রান কতেটে ভ্রান ধা

\+ ১
৩৮৮। ধা তেটে তেটে তদ্ধান তেটে তাগেনে

০ ২ +
গদিঘেনে নাগ তেরেকেটে ক্রান্না ক্রান্ন ধা

\+ ১
৩৮৯। থুন ধাগে তেটে গ্রেগেনে গ্রেগেনে কৎ

০ ২ +
কতা কড়ান্ কড়ান্ ধাগেনে থুন্না দেৎ ধা

\+ ১ ০
৩৯০। ত্রেকেটে তাগেনে ভ্রান তাগেনে কৎ কতা

২ +
ক্রাণ ক্রাণ ঘেগেনে ক্রান্না থুঙ্গা ধা

\+ ১ ০ ২
৩৯১। কতেটে ঘেনে কড়ান কড়ান দিঘেনে কতা

\+ ১
গদিঘেনে ত্রেকেটে তাগ ধাগে থুন্নাকতা

০ ২ +
তাগেনে কড়ান্ কড়ান্ ধা

ক্রমশঃ

গত মাসে ৩৭৮ ও ৩৭৯ নং বোল দুইখানি ঝাঁপতাল আড়ি হইবে।

সমালোচনা

অপলাম্বিকা—(উপন্যাস)—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর হৃদয়েও যে সংসার-ধর্ম্মের বীজ লুকায়িত থাকে এবং অনুকূল আবহাওয়ার গুণে যথাসময়ে যে আবার তাহা প্রকট হইয়া পড়ে—ভোগ-বাসনার চরম পরিণতির পূর্ব্বে সন্ন্যাসধর্ম্ম যে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, রবীন্দ্রবাবু তাঁহার এই উপন্যাসখানিতে তাহাই বিভিন্ন ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক ইতিপূর্ব্বে আর একখানি গল্পোপন্যাস রচনা করিলেও এ উপন্যাসে তাঁহার কৃতিত্ব ফুটিয়া উঠে নাই। ঘটনাসংস্থাপনে স্থানে স্থানে লেখকের নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে ইন্দ্রনাথ, শরদিন্দু, শিপ্রা ও কল্পনার চরিত্রই ফুটিবার অবকাশ পাইয়াছে। লেখকের চিন্তাশীলতা আছে। আরও কিছুকাল সাহিত্য সাধনায় নিযুক্ত থাকিলে এবং ভাষা ও ঘটনা সংস্থাপন সম্বন্ধে সচেতন হইলে ভবিষ্যতে লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন।

টোট্‌কা চিকিৎসা—(প্রথম ভাগ) শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পল্লীমঙ্গল অফিস, ২৫নং মির্জাপুর হইতে প্রকাশিত। মূল্য মাত্র পাঁচ আনা।

টোট্‌কা চিকিৎসার এই বইখানি পাঠ করিলাম। ইহাতে ২১ প্রকার চিকিৎসা প্রণালী ও পথ্যের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মোহে যাঁহারা আচ্ছন্ন, তাঁহারা অনেকেই হয়ত এই চিকিৎসার পরিপন্থী বা অনভিজ্ঞ। কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই চিকিৎসার দ্বারাই রোগমুক্ত হইতেন। এখনও পল্লীগ্রামে বহু গৃহস্থের মধ্যে এই টোট্‌কা বিধির ব্যবস্থা দেখা যায়। আশা করি বাংলার গৃহস্থগণ এই চিকিৎসার পরিপন্থী না হইয়া অর্থ ও স্বাস্থ্যরক্ষায় সমর্থ হইবেন। পরিশেষে রচয়িতা অশ্বিনীবাবুর উদ্যমের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

লতাপাতার গুণাগুণ—(টোট্‌কা চিকিৎসার ২য় ভাগ) প্রকাশক ও প্রণেতা ঐ। মূল্য ছয় আনা। বিভিন্নপ্রকার লতাপাতা দ্বারা কি কি উপকার হইতে পারে তাহারই বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকের বিষয়গুলি পালন করিলে গৃহস্থগণ যে উপকৃত হইবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমরা ইহার বহুলপ্রচার কামনা করিতেছি।

চর্ম্ম ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান—ঢাকার বিখ্যাত সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ আয়ুর্বেদশাস্ত্রী এম্, এ, এফ্, সি, এস্ (লণ্ডন) এম্, সি, এস্ (আমেরিকা) প্রণীত। ঢাকা সাধনা ঔষধালয় হইতে শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

পুস্তকখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলাম। ইহাতে চর্ম্ম ও স্পর্শ হইতে আরম্ভ করিয়া বহুবিধ সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ করিবার উপায় বিবৃত হইয়াছে। বাংলার নরনারীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। সংযম ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি উদাসীন হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ। তাঁহাদের স্বাস্থ্যের দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া গ্রন্থকার স্বাস্থ্যের অতি সাধারণ হইতে অতি উচ্চ তথ্য সমূহ এবং তৎপরিপোষক পৃথিবীর বিখ্যাত মনীষিগণের উপদেশবাণী অতি সহজ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষার অন্তরাল হইতে গ্রন্থকারের চিন্তাশক্তি, দূরদর্শন এবং বাঙ্গালী জাতির প্রতি তাঁহার অপূর্ব্ব আন্তরিকতা উৎসরিত হইয়া পুস্তকখানাকে প্রাণবান্ করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্যই পুস্তকখানা স্বাস্থ্যান্বেষীদের পক্ষে যেরূপ প্রয়োজনীয় হইয়াছে, সেইরূপ সাহিত্যানুরাগীদের পক্ষেও অতীব সরস ও উপাদেয় হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

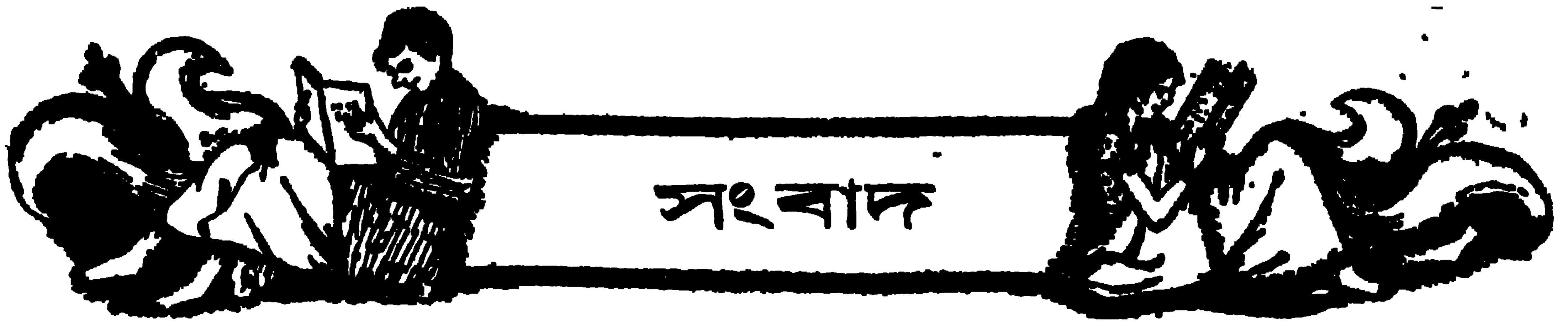

বালিকার অদ্ভুত সঙ্গীতপ্রতিভা

কুমারী নীলিমারাণী দত্ত মাত্র নয় বৎসর বয়সে সঙ্গীত-সাধনায় যে বিস্ময়কর পারদর্শিতা দেখাইয়াছে, তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ১৯৩৫ সালের নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে 'খেয়াল' প্রতিযোগিতায় প্রথম এবং ঐ সনেই নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় 'টপ্পাতে' প্রথম স্থানাধিকার করিয়া

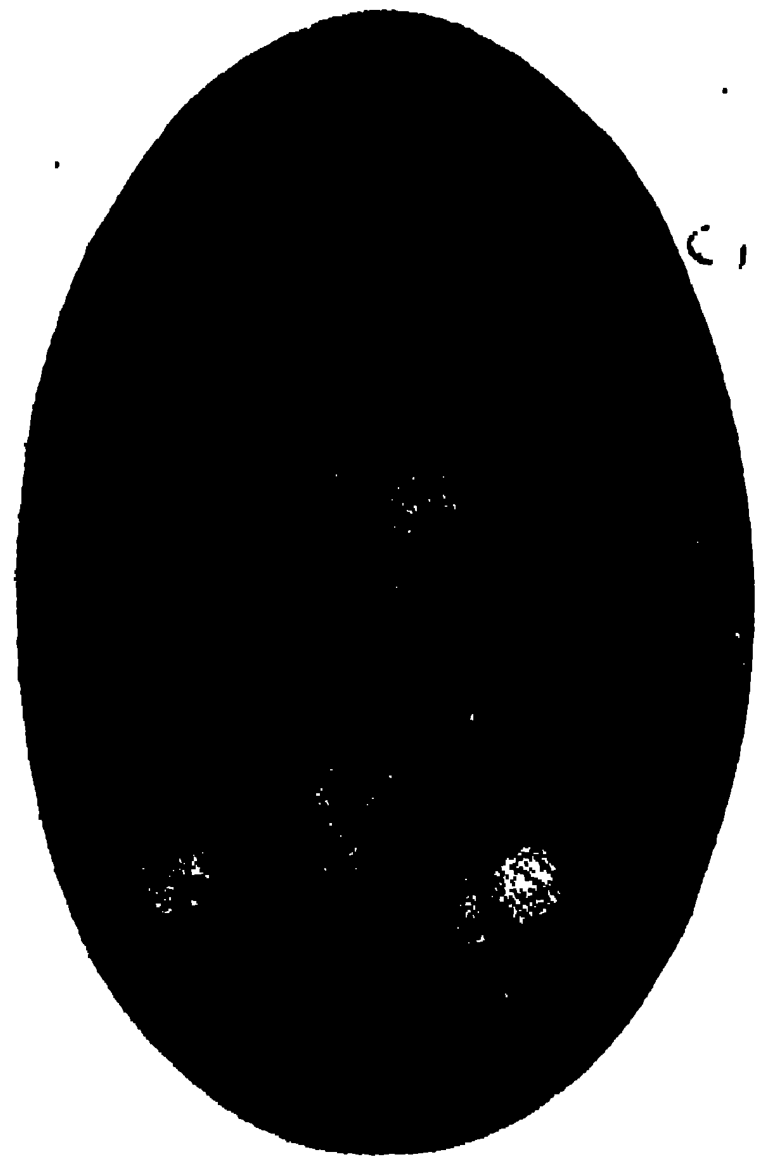

কুমারী নীলিমারাণী দত্ত

কুমারী নীলিমা সঙ্গীতজগতের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সঙ্গীতপ্রতিযোগিতায় 'খেয়াল' এবং 'ঠুংরীতে'ও নীলিমা তৃতীয় হয়। ১৯৩৫ সালে কটকে সারা উৎকলের মধ্যে যে 'খেয়াল' গানের প্রতিযোগিতা হয়, তাহাতেও সে প্রথম হইয়া বাঙ্গালী মেয়ের মুখোজ্জ্বল করে। তা'ছাড়াও গত বৎসরের নিখিল ভারত সঙ্গীতপ্রতিযোগিতায় কুমারী নীলিমা বিশেষ পুরস্কার হিসাবে কয়েকটী স্বর্ণপদক লাভ করে। সঙ্গীত শিক্ষায় এই স্বল্পকালের মধ্যেই সে বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে অনেকগুলি পদক পাইয়াছে। সঙ্গীতক্ষেত্রে কুমারী নীলিমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমরাও তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

কুমারী নীলিমা জমসেদপুরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কে, সি, দত্তের কন্যা এবং স্থানীয় বর্মা মাইনাস্ স্পোর্টস্ ক্লাবের ছাত্রী।

সঙ্গীত-সম্মিলনী

গত ৯ই মে শনিবার সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকার সময়ে নিউ পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সঙ্গীতসম্মিলনীর মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে সম্মিলনীর ছাত্রী ও কতিপয় সঙ্গীতকুশলী ব্যক্তি কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্যাদি করিয়াছেন। কণ্ঠসঙ্গীতে কুমারী মালা দাসের ঠুংরী, মুরারি মিশ্রের ধ্রুপদ, কয়েকটি ছাত্রীর সমবেত বাংলা গান, কুমারী রেণুকা সাহা ও বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্যের সেতার, অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য্যের অধিনায়কত্বে ঐক্যতান বাদন প্রভৃতি অধিবেশনের গৌরব রক্ষা করিয়াছে। রাত্রি ৮ ঘটিকায় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

বর্ষ বরণোৎসব

গত ২০শে বৈশাখ রবিবার দিবস দমদমাস্থ ১০০ নং সাউথ সিথি রোডে কতিপয় তরুণ শিল্পীর উদ্যোগে "বর্ষ বরণোৎসবের" আয়োজন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে কয়েকটী বালিকার নৃত্য-গীত ও ভক্তের ভগবান নামক মূক নাটিকার অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল। এজন্য উদ্যোগী পরিচালকবৃন্দকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

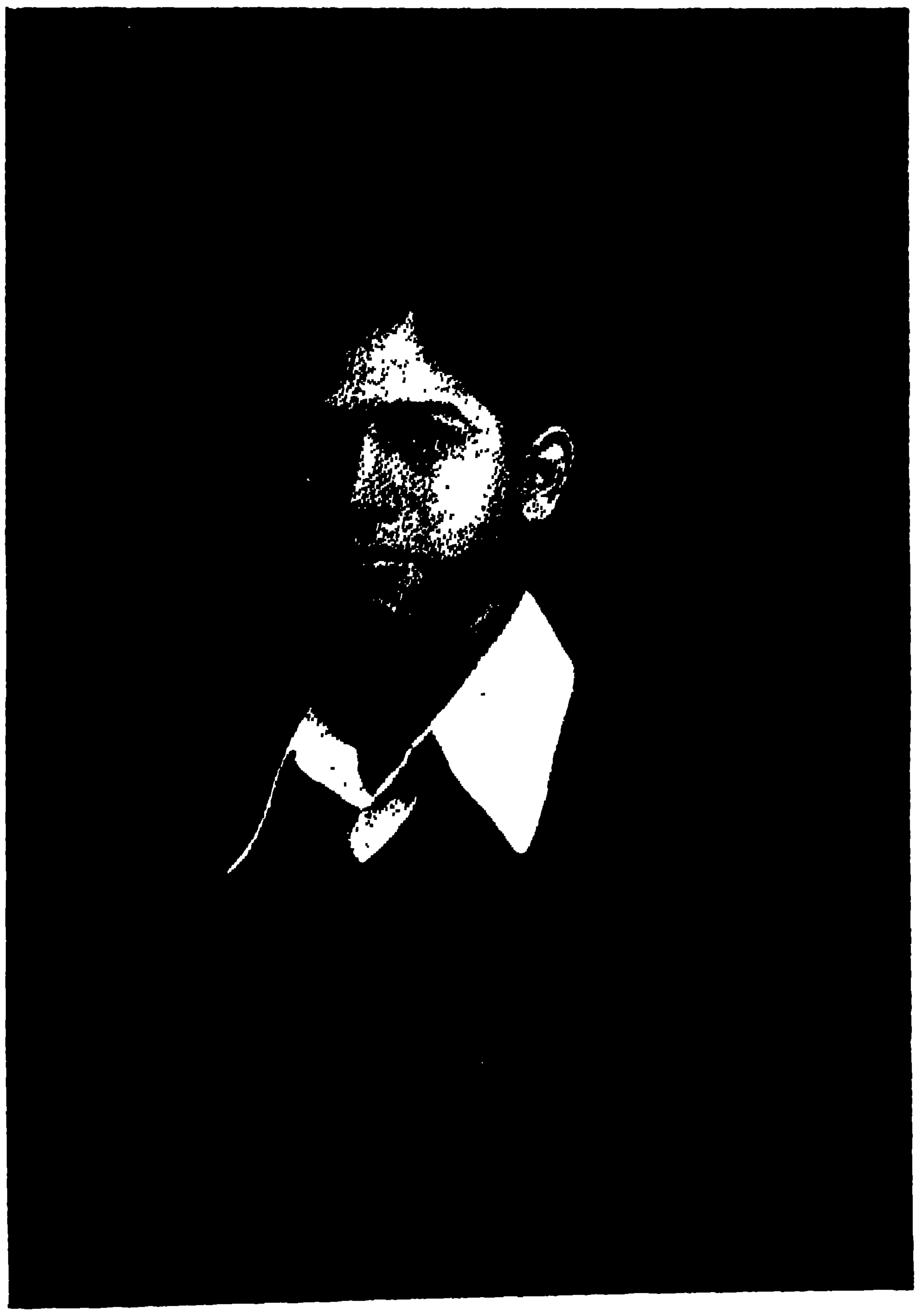

তরুণ গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্গীত-বিজ্ঞান
প্রবেশিকা

১৩শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৪৩ সাল { ৩য় সংখ্যা

উদীয়মান তরুণ গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

বাংলার গীত-শিল্পীদিগের নিকট শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সুপরিচিত। প্রাচীন মুর্শিদাবাদের অন্তঃর্গত বহরমপুর সহরে প্রখ্যাতনামা গাঙ্গুলী বংশে তাঁহার জন্ম; পিতার নাম শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। যামিনীবাবুর বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগ ও ঐকান্তিকতা দৃষ্ট হয় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশঃই সঙ্গীত শিক্ষালাভ করিবার প্রতি একাগ্র বাসনা তাঁহার মনকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। এই সময় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা-সমাপ্তির পর কিছুকাল নানারূপ সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষাপথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়; কিন্তু ইহাতে তাঁহার সঙ্গীত-শিক্ষার উগ্র আকাঙ্ক্ষা ও অধ্যবসায়ের প্রতি কিছুমাত্র শিথিলতা প্রকাশ পায় নাই।

অবশেষে একদিন শুভদিনের শুভ নক্ষত্রের সংযোগে তাঁহার চিরদিনের ইপ্সিত বস্তুর গুপ্তসাধনের দ্বার-উদ্ঘাটিত হইয়া তাঁহার শীরে শ্রীগুরুর সস্নেহ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল। তখন হইতেই যামিনীবাবু প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষার পথে পদার্পণ করিলেন। ভারত বিখ্যাত গুণীশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই

সময় তাঁহার স্বগ্রাম নিবাসী এই যুবকের সঙ্গীতপ্রীতি ও উৎসাহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের মহত্ব পরিচয় প্রদানে কৃপা পরবশ পূর্ব্বক যামিনীবাবুকে কলিকাতায় আনয়ন করাইয়া নিজ তত্ত্বাবধানে পুত্রবৎ সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুদেবের ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ এবং তাঁহারই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া সঙ্গীত শিক্ষার সুকঠিন বিধি প্রণালী তাঁহার প্রিয় শিষ্য আপনার সংযম ও অধ্যবসায় দ্বারা ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিয়া কলিকাতার সঙ্গীতসুধী সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। গত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত প্রতিযোগীতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তাহাতে বাঙ্গলা, তথা বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি এবং স্বীয় গুরুর সুনাম রক্ষা হইয়াছিল। সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার অসামান্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় সত্যই প্রশংসনীয়।

সঙ্গীতগুরু গিরিজাবাবু তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ও অধ্যবসায়দৃষ্টে যামিনীবাবুকেই তাঁহার সঙ্গীত-ভাণ্ডারী করিলেন। গিরিজাবাবুর সঙ্গীত-ভাণ্ডার বাংলা, তথা ভারতের একটি অমূল্য সম্পদ স্বরূপ। তিনি ভারত-বিখ্যাত ওস্তাদগণের বিভিন্ন প্রণালী ও বৈশিষ্ট্য যামিনীবাবুকে শিক্ষা দিয়াছেন। যামিনীবাবুর সঙ্গীত শিক্ষার শুভ-সূচনা একটি স্মরণীয় বিষয়।

যামিনীবাবুর সঙ্গীত শিক্ষা দিবার প্রণালীও প্রশংসনীয়। আনন্দের বিষয় তিনি কলিকাতার অন্যতম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সঙ্গীত সম্মিলনীর শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার প্রসিদ্ধ ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডল নামক উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগেও তিনি শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্বনামধন্যা দেশনেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালিকা। উক্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগটি যামিনীবাবু বিশেষরূপে উন্নত করিয়াছেন। সঙ্গীতবিশারদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-কলা ভবন (রেজিষ্টার্ড) আজকাল বাঙ্গলা এবং বাঙ্গলার বাহিরে বিশেষ সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যামিনীবাবু এই সঙ্গীত কলা-ভবনের অনারারী সেক্রেটারী এবং সঙ্গীতাধ্যাপক গিরিজাবাবুর সহকারী হিসাবে ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই কলা-ভবনের উন্নতিকল্পে তাঁহার উদ্যম ও শ্রমস্বীকার প্রশংসনীয়।

ইহা ছাড়া কলিকাতায় তিনি বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালক-বালিকাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া নিজগুণে কলিকাতায় বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়া সঙ্গীতাসরের এবং সুধীসমাজের বিশেষ সুপ্রিয় হইয়াছেন।

যামিনীবাবুর ব্যক্তিগত চরিত্রও মধুর, যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই যামিনীবাবুর চরিত্র মাধুর্য্যের পরিচয় পাইয়াছেন। আমরা তাঁহার এইরূপ সঙ্গীত সাধনার ধারাবাহিকতা দেখিয়া ঈশ্বর সমীপে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আন্তরিক নিবেদন জানাইতেছি। আশা করি তিনি দীর্ঘজীবি হইয়া সঙ্গীত-ক্ষেত্রের ক্রমোন্নতি সাধন করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

স্বরলিপি

কুমারী—তেতালা

বদন ঝলক মোহন শ্যামকো
নিরখত সবন মন মোহী গয়ো
ইয়ে ব্রজ মধ ঐসে সুন্দর।
গোপেশ নাম জপ কর নিশিদিন
বহুত সুখ পাবে উনকে চরণপর।

কথা ও সুর—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

‖ {পা জ্ঞা গা জ্ঞা | গা ঋা সন্‌া সা | গজ্ঞা -পা -া জ্ঞা | -পা জ্ঞা গা -া} |
‖ ব দ ন ঝ | ল ক মো০ হ | ন০ ০ ০ শ্যা | ০ ম কো ০ |

০ ১ ২´ ৩
গা ঋা পা না | জ্ঞা পা জ্ঞা -গা | গা জ্ঞা গজ্ঞা -পা | জ্ঞা গা ঋসা -সা |
নি র খ ত | স ব ন ০ | ম ন মো০ ০ | হী গ য়ো০ ০ |

০ ১ ২´ ৩
ন্‌া সা ঋা -া | সা ন্‌া সা -া | গজ্ঞা -পা জ্ঞপা -না | পজ্ঞা -জ্ঞা গা গা ‖
ই য়ে র ০ | জ ম ধ ০ | ঐ০ ০ সে০ ০ | সু০ ০ ন্দ র ‖

০ ১ ২´ ৩
‖ গা জ্ঞা -পা না | জ্ঞা -পা -র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা না | র্ঋা র্ঋা র্সা র্সা |
‖ গো পে ০ শ | না ০ ০ ম | জ প ক র | নি শি দি ন |

০ ১ ২´ ৩
র্সা র্ঋা র্গা র্ঋা | র্সা না -পা পা | জ্ঞা পা না জ্ঞা | পা পা জ্ঞা গা ‖
ব হু ত সু | খ পা ০ বে | উ ন কে চ | র ণ প র ‖

২´ ৩
১ম তান:—ন্‌সা গজ্ঞা পনা নপা | জ্ঞপা গপা জ্ঞগা ঋসা |

২´ ৩
২য় তান:—ননা পনা র্সর্গা র্ঋর্সা | নর্সা নপা জ্ঞপা জ্ঞগা |

স্বরলিপি

হে আকাশ-বিহারী নীরদ বাহন জল
আছিল শৈল শিখরে শিখরে
তোমার লীলাস্থল।

তুমি বরণে বরণে কিরণে কিরণে
প্রাতে সন্ধ্যায় অরুণে হিরণে
দিয়েছ ভাসায়ে পবনে পবনে
স্বপন-তরণী দল।

শেষে শ্যামল মাটির প্রেমে
তুমি ভুলে এসেছিলে নেমে
কবে বাধা পড়ে গেলে যেখানে ধরার
গভীর তিমির তল।

আজ পাষাণ দুয়ার দিয়েছি টুটিয়া
কত যুগ পরে এসেছ ছুটিয়া
নীল গগনের হারানো স্মরণ
গানেতে সমুচ্ছল॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

II	গা	-মা	-পা	|	-ধা	-না	-র্সা	I	-ধনা	-া	-পা	|	পর্সা	-া	-া	I		
	হে	০	০	|	০	০	০		০০	০	০	|	হে০	০	০			
	র্সা	র্সা	র্সা	|	না	র্সা	র্সনা	I	ধা	না	নধা	|	পা	ধা	মা	I		
	আ	কা	শ	|	বি	হা	রী		নী	র	দ০	|	বা	হ	ন			
	পা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I	দা	দা	দা	|	দা	-া	পদা	I		
	জ	০	ল্	|	০	০	০		আ	ছি	ল	|	শৈ	০	ল০			
	পা	দা	দা	|	দা	দা	পা	I	মা	পা	-া	|	পা	দা	-মপা	I		
	শি	খ	রে	|	শি	খ	রে		তো	মা	র্	|	লী	লা	০			
	মপা	-া	-া	|	-া	-া	-া	II										
	স্থ০	ল্	০	|	০	০	০											

পা পা -ধা II ধা ধর্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সর্রা র্রর্সা | র্সা র্রা র্রর্সা I
তু মি ০ ব র০ ণে | ব র ণে কি র০ ণে | কি র ণে

না র্সা র্সা | -না না -া I ধা র্সা না | ধা না ধা I
প্রা তে স | ন্ ধ্যা য়্ অ রু ণে | হি র ণে

পা ধা পা | পা ধা পা I মা পা ধা | মপা গা মা I
দি য়ে ছ | ভা সা য়ে প ব নে | প ব নে

পা ধা না | না ধা না I ধপা -া -া | -া -া -া I
স্ব প ন | ত র ণী দ০ ল্ ০ | ০ ০ ০

পা দা দা | দা দা পদা I পা দা দা | দা পা পা I
দি য়ে ছ | ভা সা য়ে০ প ব নে | প ব নে

মা পা পা | পা দা দপা I মগা -া -া | -া -া -া II
স্ব প ন | ত র ণী দ০ ল্ ০ | ০ ০ ০

সা সা -া II সা রা রা | রা গা -মগা I রা গা -া | গা গা -া I
শে ষে ০ শ্যা ম ল | মা টি র্০ প্রে মে ০ | তু মি ০

সা সা রা | রা রা গা I রা গা -া | -া গা গা I
ভু লে এ | সে ছি লে নে মে ০ | ০ ক বে

স্বরলিপি

হে আকাশ-বিহারী নীরদ বাহন জল
আছিল শৈল শিখরে শিখরে
তোমার লীলাস্থল।

তুমি বরণে বরণে কিরণে কিরণে
প্রাতে সন্ধ্যায় অরুণে হিরণে
দিয়েছ ভাসায়ে পবনে পবনে
স্বপন-তরণী দল।

শেষে শ্যামল মাটির প্রেমে
তুমি ভুলে এসেছিলে নেমে
কবে বাধা পড়ে গেলে যেখানে ধরার
গভীর তিমির তল।

আজ পাষাণ দুয়ার দিয়েছি টুটিয়া
কত যুগ পরে এসেছ ছুটিয়া
নীল গগনের হারানো স্মরণ
গানেতে সমুচ্ছল॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

II গা -মা -পা | -ধা -না -র্সা I -ধনা -া -পা | পর্সা -া -া I
হে ০ ০ | ০ ০ ০ ০০ ০ ০ | হে০ ০ ০

র্সা র্সা র্সা | না র্সা র্সনা I ধা না নধা | পা ধা মা I
আ কা শ | বি হা রী নী র দ০ | বা হ ন

পা -া -া | -া -া -া I দা দা দা | দা -া গদা I
জ ০ ল্ | ০ ০ ০ আ ছি ল | শৈ ০ ল০

পা দা দা | দা দা পা I মা পা -া | পা দা -গপা I
শি খ রে | শি খ রে তো মা র্ | লী লা ০

মগা -া -া | -া -া -া II
স্থ০ ল্ ০ | ০ ০ ০

পা পা -ধা II ধা ধসাˊ সাˊ | সাˊ সাˊ সাˊ I সাˊ সরাˊ রসাˊ | সাˊ রাˊ রসাˊ I
তু মি ০ ব র০ ণে | ব র ণে কি র০ ণে | কি র ণে

না সাˊ সাˊ | -না না -া I ধা সাˊ না | ধা না ধা I
প্রা তে স | ন্ ধ্যা য়্ অ রু ণে | হি র ণে

পা ধা পা | পা ধা পা I মা পা ধা | মপা গা মা I
দি য়ে ছ | ভা সা য়ে প ব নে | প ব নে

পা ধা না | না ধা না I ধপা -া -া | -া -া -া I
স্ব প ন | ত র ণী দ০ ল্ ০ | ০ ০ ০

পা দা দা | দা দা ণদা I পা দা দা | দা পা পা I
দি য়ে ছ | ভা সা য়ে০ প ব নে | প ব নে

মা পা পা | পা দা দপা I মগা -া -া | -া -া -া II
স্ব প ন | ত র ণী দ০ ল্ ০ | ০ ০ ০

সা সা -া II সা রা রা | রা গা -মগা I রা গা -া | গা গা -া I
শে ষে ০ শ্যা ম ল | মা টি র্০ প্রে মে ০ | তু মি ০

সা সা রা | রা রা গা I রা গা -া | -া গা গা I
তু লে এ | সে ছি লে নে মে ০ | ০ ক বে

গা মা মা | ˚মা মা মা I মা পা পা | পা পদা -ণদপা I
বাঁ ধা প | ড়ে গে লে যে খা নে | ধ রা০ ০০র্

পা দা ণা | ণা দা ণা I দপা -া -া | পা -া -ধা I
গ ভী র | তি মি র ত০ ল্ ০ | আ ০ জ্

ধা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা ণধা I
পা ষা ণ | ছু য়া র্ দি য়ে ছি | টু টি য়া০

-পা -া -া | -ধা -না -র্সা I -ধনা -া -ধা | -পা -া -া I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০০ ০ ০ | ০ ০ ০

পা ধা ধা | -র্রা র্সা র্সা I না র্সা না | ধা না ধা I
ক ত যু | গ্ প রে এ সে ছ | ছু টি য়া

-পা -া -া | -ধা -না -র্সা I -ধনা -া -ধা | -পা -া -া I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০০ ০ ০ | ০ ০ ০

পা -দা দা | দা দা -ণদা I পা দা দা | দা পা -া I
নী ল্ গ | গ নে ০র্ হা রা পো | ষ ম ণ

মা পা পা | পা দা -পা I মপা -া -া | -া -া -া II II
গা নে ভে | স যু ০ ছু০ ল্ ০ | ০ ০ ০

সঙ্গীত পারিজাত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সর্ব্বাশ্চ শ্রুতয় স্তত্তদ্ রাগেষু স্বরতাং গতাঃ।

রাগাহেতুত্ব এতাসাং শ্রুতিসংজ্ঞৈব সম্মতা ।।৩৯

সকল শ্রুতিই ভিন্ন ভিন্ন রাগে স্বররূপে পরিণত হইয়া থাকে। রাগের কারণ না হইলে শ্রুতি স্বরনামে অভিহিত হয়না, শ্রুতি নামেই ব্যবহৃত হয়।

কেশাগ্র-ব্যবধানেন বহ্ব্যোঽপি শ্রুতয়ঃ স্থিতাঃ।

বীণায়াঞ্চ তথা গাত্রে সঙ্গীত-জ্ঞানিনাং মতে ।।৪০

সঙ্গীতজ্ঞগণের মতে বীণায় ও দেহে কেশাগ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম ব্যবধানে বহু শ্রুতি বিদ্যমান রহিয়াছে ।।৪০

মধ্যে পূর্ব্বোত্তরাবদ্ধ বীণায়াং গাত্র এববা।

ষড়্জপঞ্চম ভাবেন শ্রুতীর্দ্বাবিংশতিং জগুঃ ।।৪১

(সঙ্গীতাচার্য্যগণ) বলেন—'স রি গ ম' এই পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান ভাবে ও 'প ধ নি স' এই উত্তরাঙ্গ প্রধান রূপে বীণার তন্ত্রী যোজনা করিলে সেইরূপ বীণায় ও গাত্রে দ্বাবিংশতি সংখ্যক শ্রুতি অভিব্যক্ত হইয়া থাকে ।।৪১

দ্বাবিংশতি শ্রুতীনাঞ্চ ব্যবহার-প্রসিদ্ধয়ে।

তাসাং নামানি বক্ষ্যেঽহং নারদীয়ানুসারতঃ ।।৪২

সঙ্গীতে ব্যবহারের নিমিত্ত নারদীয় মতানুসারে দ্বাবিংশতি-শ্রুতির নাম বলা যাইতেছে ।।৪২

তীব্রা কুমুদ্বতী মন্দা ছন্দোবত্যস্তষড়্জগাঃ।

দয়াবতীতু রেঞ্জোয়া রঞ্জনী রক্তিকেত্যম্ ।।৪৩

রৌদ্রী ক্রোধেতি গান্ধারে বজ্রিকাঽথ প্রসারিণী।

প্রীতিশ্চ মার্জ্জনীত্যেতাঃ শ্রুতয়ো মধ্যমাশ্রিতাঃ ।।৪৪

ক্ষিতী রক্তাচ সন্দীপিন্যালাপিন্যথ পঞ্চমে।

মদন্তী রোহিণী রম্যেত্যেতা স্তিস্রস্তু ধৈবতে ।।৪৫

উগ্রাচ ক্ষোভিণীতি দ্বে নিষাদে বসতঃ শ্রুতী।

ইত্যুক্তাঃ সপ্তসু প্রোক্তা স্বরেষু শ্রুতয়ো বুধৈঃ ।।৪৬

তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ও ছন্দোবতী এই চারিটি শ্রুতি ষড়্জ স্বরে, ঋষভ স্বরে দয়াবতী রঞ্জনী ও রক্তিকা এই তিনটি শ্রুতি, গান্ধার স্বরে রৌদ্রী ও ক্রোধা এই দুইটি শ্রুতি, মধ্যম স্বরে বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি ও মার্জ্জনী এই চারিটি শ্রুতি, পঞ্চম স্বরে ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপিনী ও আলাপিনী এই চারিটি শ্রুতি, ধৈবত স্বরে মদন্তী, রোহিণী ও রম্যা এই তিনটি শ্রুতি, নিষাদস্বরে উগ্রা ও ক্ষোভিণী এই দুইটি শ্রুতি বিদ্যমান। পণ্ডিতগণ বলেন—এইভাবে সাতটি স্বরে বাইশটি শ্রুতি বিদ্যমান রহিয়াছে ।।৪৩—৪৬।।

শ্রুতীর্বিনৈকয়া শ্রুত্যা যদি ষড়্জঃ প্রজায়তে।

তদা তয়া হ্যন্যথাসিদ্ধা শ্রুতয়স্তা ভবন্তি হি ।।৪৭

এবমেবান্যথাসিদ্ধিঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিষু স্থিতাঃ।

স্বরাশ্চেদ্ যদি জায়েরন্ নৈকশ্রুত্যা কথং ভবেৎ ।।`৮

সত্যং ষড়্জশ্চতুর্দ্ধাস্তাসু তুষ্যাদি-বিশেষণৈঃ।

তত্তজ্জাতি-বিশিষ্টস্যা ন্যান্যথাসিদ্ধি রঞ্জসা ।।৪৯

অবচ্ছেদক ভেদেন কার্য্যতায়াঃ পৃথক্ত্বতঃ।

তৃণারণি মণিন্যায়াৎ কারণত্বং ভবেদিহ ।।৫০

যখন তিনটি শ্রুতি পরিত্যাগ করিয়া কেবল একটি শ্রুতিতে ষড়্জস্বর নিষ্পন্ন হয়, তখন সেই একটি শ্রুতিই ষড়্জস্বরের কারণ হইয়া থাকে; সেখানে অন্যান্য শ্রুতি-গুলি ষড়্জস্বর নিষ্পত্তির পক্ষে অন্যথাসিদ্ধ বা অকারণ হইয়া পড়ে। এই নিয়মে সকল শ্রুতিতেই অন্যথাসিদ্ধি বা কারণত্বের অন্তরায় বিদ্যমান। এইরূপে স্ব স্ব শ্রুতি-গুলি যদি স্বর নিষ্পত্তির কারণ না হইল, তবে সকল শ্রুতিতেই স্বরগুলি অবস্থিত আছে, সুতরাং যে কোন একটি শ্রুতি হইতে যে কোন স্বর কেন নিষ্পন্ন হইবেনা? হাঁ তাহা ঠিক, কিন্তু ষড়জ স্বরটি তীব্রা কুমুদ্বতী মন্দা ও

ছন্দোবতী এই চারিটি শ্রুতি দ্বারা নিষ্পন্ন, এই চারিটি শ্রুতি আবার চারি জাতীয় ; তীব্রা দীপ্তা জাতীয়, কুমুদ্বতী আয়তা জাতীয়, মন্দা মৃদু জাতীয়, ছন্দোবতী মধ্যাজাতীয় শ্রুতি। সুতরাং এই চারি জাতীয় চারিটি শ্রুতি দ্বারা নিষ্পন্ন ষড়্জ স্বরটি ও চারি প্রকার। দীপ্তা জাতীয় তীব্রা হইতে নিষ্পন্ন ষড়্জ, আয়তা জাতীয় কুমুদ্বতীশ্রুতি-নিষ্পন্ন ষড়্জ হইতে পৃথক্ ; তৃণ, অরণি (অগ্নি মন্থন কাঠ) ও মণি এই তিন প্রকার কারণ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইলেও তৃণ-উৎপন্ন অগ্নি হইতে অরণি-জাত অগ্নি যেমন পৃথক্ (প্রকৃতি বিশিষ্ট) সেইরূপ। সুতরাং কোনও শ্রুতিই স্বরের নিষ্পত্তি বিষয়ে অন্যথাসিদ্ধ বা অকারণ নহে। কোনও স্থানে অগ্নির কারণ অরণি হইলে তৃণ ও মণি যেমন অগ্নির উৎপাদনে অন্যথাসিদ্ধ বা অকারণ হয়না, সেইরূপ ॥৪৭-৫০॥

দীপ্তেতি চায়তাখ্যেতি করুণেতি মৃদুস্বিতি।
মধ্যেতি জাতয় স্তৎতৎ-স্বরস্থ শ্রুতি সংখ্যয়া ॥৫১

দীপ্তা আয়তা, করুণা, মৃদু ও মধ্যা, বিভিন্ন স্বরস্থিত শ্রুতিসমূহের (সংখ্যা অনুসারে) এই পাঁচটি জাতি ॥৫১

অথ দীপ্তাচ তীব্রায়াং কুমুদ্বত্যাং তথায়তা।
মন্দায়াঞ্চ মৃদুর্জ্ঞেয়া মধ্যা ছন্দোবতী-শ্রিতা ॥৫২
করুণাচ দয়াবত্যাং মধ্যা সা রঞ্জনী-শ্রিতা।
রক্তিকায়াং ভবেজ্জাতি র্মৃদু সংজ্ঞা ততঃ পরম্ ॥৫৩
রৌদ্রায়াং দীপ্তা বিজ্ঞেয়া ক্রোধায়া মায়তা স্মৃতা।
বজ্রিকায়াস্ত দীপ্তা স্যাৎ প্রসারিণ্যাং তথায়তা ॥৫৪
প্রীত্যাং শ্রুত্যাং মৃদুঃ প্রোক্তা মধ্যা সা মার্জ্জনীশ্রিতা।
ক্ষিত্যামুক্তা মৃদু র্জাতি র্মধ্যা রক্তা-সমাশ্রিতা ॥৫৫
সন্দীপিন্যাং তথা শ্রুত্যাং করুণা জাতিরুচ্যতে।
আলাপিন্যাং তথা শ্রুত্যাং করুণা জাতিরুচ্যতে ॥৫৬
মদন্ত্যাং করুণাজ্ঞেয়া রোহিণ্যা মায়তা স্থিতা।
রম্যা মধ্যাশ্রিতা জাতি রিতি সূরি বিনিশ্চয়ঃ ॥৫৭
উগ্রায়াঞ্চ ভবেদ্ দীপ্তা মধ্যা স্যাৎ ক্ষোভিণীং শ্রিতা।
শ্রুতিজাতি-পরিজ্ঞানসাধনং কথ্যতে হধুনা ॥৫৮
স্বরস্থানে ক্রিয়াভেদৈ বৈচিত্র্যং জায়তে বহু।
জাতিভেদ সমব্যাপ্যং যৎতজ্জ্ঞেয়ং মনীষিভিঃ ॥৫৯

ষড়্জস্বরের চারিটি শ্রুতি ; যথা—(১) তীব্রা (২) কুমুদ্বতী (৩) মন্দা (৪) ছন্দোবতী। ইহাদের মধ্যে তীব্রা-শ্রুতি দীপ্তাজাতীয়, কুমুদ্বতী আয়তাজাতীয়, মন্দা মৃদু জাতীয়, ছন্দোবতী মধ্যাজাতীয়। ঋষভ স্বরের তিনটি শ্রুতি, যথা—(১) দয়াবতী, (২) রঞ্জনী (৩) রক্তিকা। ইহাদের মধ্যে দয়াবতী করুণা জাতীয়, রঞ্জনী মধ্যা জাতীয়, রক্তিকা মৃদুজাতীয়। গান্ধার স্বরের দুইটি শ্রুতি ; যথা— রৌদ্রী ও ক্রোধা ; রৌদ্রী দীপ্তাজাতীয়, ক্রোধা আয়তা-জাতীয়। মধ্যমস্বরে চারিটি শ্রুতি ; যথা বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি ও মার্জ্জনী। ইহাদের মধ্যে বজ্রিকা দীপ্তাজাতীয়, প্রসারিণী আয়তাজাতীয়, প্রীতি মৃদুজাতীয়, মার্জ্জনী মধ্যাজাতীয়। পঞ্চম স্বরের চারিটি শ্রুতি ; যথা—(১) ক্ষিতি (২) রক্তা (৩) সন্দীপিনী ও (৪) আলাপিনী। ইহাদের মধ্যে ক্ষিতি মৃদুজাতীয়, রক্তা মধ্যাজাতীয়, সন্দীপিনী আয়তাজাতীয়, আলাপিনী করুণাজাতীয়। ধৈবত স্বরের তিনটি শ্রুতি ; যথা— (১) মদন্তী (২) রোহিণী ও (৩) রম্যা। ইহাদের মধ্যে মদন্তী করুণাজাতীয়, রোহিণী আয়তাজাতীয়, রম্যা মধ্যা-জাতীয়। নিষাদ স্বরের দুইটি শ্রুতি ; যথা—(১) উগ্রা (২) ক্ষোভিণী। উগ্রা দীপ্তাজাতীয় ও ক্ষোভিণী মধ্যা-জাতীয়। অধুনা শ্রুতি-সমূহের জাতি-নির্ণয়ের ইহাই উপায়। স্বরস্থানে বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াদ্বারা জাতিভেদের সমতুল বহু প্রকার বৈচিত্র্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা মনীষিগণের পক্ষে একটি জ্ঞাতব্য বিষয় ॥৫২—৫৯॥

ইক্ষু-ক্ষীরগতং যদ্বন্মাধুর্য্যং নোচ্যতে বুধৈঃ।
তদ্বৎ শ্রুতিগতা জাতীর্বাচা কোবা বদিষ্যতি ॥৬০

ইক্ষু ও ক্ষীরের মধ্যে মাধুর্য্যের যথেষ্ট প্রভেদ থাকিলেও উহা যেমন পণ্ডিত মণ্ডলীর পক্ষেও বুঝাইয়া বলা অসম্ভব,

তদ্রূপ শ্রুতিগত জাতির প্রভেদ কে বাক্যে প্রকাশ করিতে পারে ? ॥৬০॥

শ্রোত্র প্রত্যক্ষ সিদ্ধা তা ভিন্নশ্রুতি-সমাশ্রিতাঃ।
তদ্বৎ শ্রুতিগতা জাতি রন্বর্থনামিকা ভবেৎ ॥৬১

বিভিন্ন শ্রুতির আশ্রিত জাতিগুলি শ্রবণ-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত। এইরূপ শ্রুতিগত জাতির নাম সমূহও যোগার্থ যুক্ত।

এবং সপ্তস্বরস্থানাং শ্রুতীনাং জাতিনির্ণয়ঃ।

এই প্রকারে সাতটি স্বরে অবস্থিত শ্রুতি সমূহের জাতি নির্ণীত হইয়াছে।

শ্রুত্যনন্তর মুৎপন্নাঃ স্নিগ্ধানুরণনাত্মকাঃ ॥৬২
রঞ্জয়ন্তি স্বতঃ স্বান্তং শ্রোতৃণামিতি তে স্বরাঃ।
ষড়্জর্ষভৌচ গান্ধার স্তথা মধ্যম পঞ্চমৌ ॥৬৩
ধৈবতশ্চ নিষাদো স্বয় মিতি নামভিরীরিতাঃ।
শুদ্ধ বিকৃতস্বাভ্যাং স্বরা দ্বেধা প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৬৪

রণনাত্মক শ্রুতি সমূহের অনন্তর যে অনুরণনাত্মক স্নিগ্ধ নাদ উৎপন্ন হয়, এবং স্বতঃ ই শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত অনুরক্ত করিয়া তুলে, তাহাকেই (স্ব+রন্জ্+ত=স্বর, এই যোগার্থ অবলম্বনে) স্বর বলে। এই স্বর সাতটি ; যথা—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার; মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। শুদ্ধ ও বিকৃতভেদে এই স্বরসমূহ দ্বিবিধ॥ ৬২—৬৪ ॥

শুদ্ধাঃ সপ্ত বিকারাখ্যা দ্ব্যধিকা বিংশতির্মতা।
একোনত্রিংশদুচ্যন্তে তে সর্ব্বে মিলিতাঃ স্বরাঃ ॥ ৬৫
সরী গমৌ পধৌ নিশ্চ স্বরা ইত্যপি সংজ্ঞিতাঃ।
চতুশ্রুতি-সমাযুক্তাঃ স্বরাঃ স্যুঃ সমপাভিধাঃ ॥ ৬৬

শুদ্ধ স্বর সাতটি, বিকৃত স্বর বাইশটি ; এইরূপে স্বর-সমূহের মিলিত সংখ্যা ঊনত্রিশ ॥ ৬৫

স, রি, গ, ম, প, ধ, নি এই সংক্ষিপ্ত নামেও স্বরসমূহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে স ম ও প এই তিনটি স্বর চারি শ্রুতি সম্পন্ন ॥ ৬৬ ॥

গনী শ্রুতিদ্বয়োপেতৌ রিধৌ ত্রিশ্রুতিকৌ মতৌ।
স্বরঃ স্বোত্তরগামীচেৎ তীব্রাদি বচনোদিতঃ ॥ ৬৭

গান্ধার ও নিষাদ স্বর দুই শ্রুতি বিশিষ্ট, ঋষভ ও ধৈবত তিন শ্রুতি বিশিষ্ট। স্বর যদি পরবর্ত্তী স্বরের শ্রুতিতে নিষ্পন্ন হয়, তবে তাহা তীব্র প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হয় ॥ ৬৭

স্বরোঽগ্রিমশ্রুতিং যাতি তীব্র সংজ্ঞাং প্রযাত্যসৌ।
স্বরোঽগ্রিমশ্রুতী যাতি তদা তীব্রতরো ভবেৎ ॥ ৬৮

স্বর যদি পরবর্ত্তী স্বরের একটি শ্রুতি লইয়া নিষ্পন্ন হয়, তবে তাহাকে তীব্র স্বর বলে, আর যদি পরবর্ত্তী স্বরের দ্বিতীয় শ্রুতিতে নিষ্পন্ন হয়, তবে তাহাকে তীব্রতর স্বর বলে। ৬৮ ॥

স্বরোঽগ্রিম শ্রুতীর্যাতি তর্হি তীব্রতমঃ স্মৃতঃ।
চতস্রঃ শ্রুতয়ো যস্মিন্নধিকাঃ স্যু র্যদাস্বরাঃ ॥ ৬৯
তদা তীব্রতমাখ্যাঞ্চ প্রাপ্নোতীতি বুধা জগুঃ।
স্বরঃ পশ্চান্নিবৃত্তঃ সন্ কোমলাদিভিরীরিতঃ ॥ ৭০

কোনও স্বর যদি পরবর্ত্তী স্বরের তিনটি শ্রুতি লইয়া নিষ্পন্ন হয়, তবে তাহাকে তীব্রতম স্বর বলে। আর যদি কোনও স্বর পরবর্ত্তী স্বরের চারিটি শ্রুতি লইয়া নিষ্পন্ন হয়, তবে তাহাকে (অতি) তীব্রতম স্বর বলে, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। কোনও স্বর যদি স্বাভাবিক নিষ্পত্তি-স্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিতে নিষ্পন্ন হয়, তবে তাহা কোমল প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ৭০

এক শ্রুতি পরিত্যাগাৎ স্বরঃ কোমল-সংজ্ঞকঃ।
শ্রুতিদ্বয় পরিত্যাগাৎ পূর্ব্ব শব্দেন মন্যতে ॥ ৭১

কোনও স্বর স্বীয় শেষ শ্রুতিটি পরিত্যাগ করিয়া তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিতে নিষ্পন্ন হইলে তাহাকে পূর্ব্ব স্বর বলে ॥ ৭১ ॥

স্বরঃ পশ্চান্নিবৃত্তঃ সন্ কোমলাদিমবেতিচেৎ।
তদুত্তর স্বরে গচ্ছন্ তীব্রতাদিকমেতিচেৎ ॥ ৭২

যস্মাৎ শুদ্ধ স্বরাদেবং প্রাপ্তসংজ্ঞাঃ শ্রুতীর্জগুঃ।
সাধারণ্যং ভবেৎ তেষামন্তশ্রুতিগতস্বতঃ॥ ১৩

স্বর পশ্চাৎ দিকে সরিয়া কোমলাদি আখ্যা প্রাপ্ত হইলে, অথবা পরবর্ত্তী স্বরের শ্রুতিতে নিষ্পন্ন হইয়া তীব্র প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইলে ঐ স্বরকে 'সাধারণ স্বর' বলে। কারণ ঐ স্বরগুলি শুদ্ধ দুইটি স্বরের মধ্যবর্ত্তীরূপে দুইটি স্বরেরই শ্রুতি লইয়া নিষ্পন্ন হওয়ায় ঐ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। ১২-১৩।

সাধারণো রিস্তীব্রঃ স্যাদিতি সূরিবিনিশ্চয়ঃ।
সাধারণান্তরৌ গৌস্তীব্র-তীব্রতরাবিতি॥ ১৪
তথা তীব্রতমো-গোঽপি মৃদুম ইতি কীর্ত্তিতঃ।
সাধারণান্তরৌ মৌস্ত তীব্র তীব্রতরাবিতি॥ ১৫
মস্ত তীব্রতমো হ্যুক্তো মৃদুঃ প ইতি পণ্ডিতৈঃ।
সাধারণো ধ তীব্রঃ স্যাদিতি প্রোক্তং মুনীশ্বরৈঃ॥ ১৬

তীব্র রিকে সাধারণ-রি বলে, তীব্র তীব্রতর গকে যথাক্রমে সাধারণ ও অন্তর-গ বলে। মৃদু মকে তীব্রতম-গ বলে। তীব্র ও তীব্রতর ম যথাক্রমে সাধারণ ও অন্তর-ম নামে অভিহিত হয়। মৃদু-পকে তীব্রতম-ম বলে। তীব্র-ধকে সাধারণ-ধ বলে। ১৪-১৬

সাধারণঃ কাকলীতি তথা কৈশিক ইত্যপি।
তীব্র তীব্রতর তীব্রতমোঽপ্যুক্তো মনীষিভিঃ॥ ১৭

তীব্র, তীব্রতর ও তীব্রতম নিষাদকে যথাক্রমে সাধারণ কাকলী ও কৈশিক নিষাদ বলে॥ ১৭॥

সকম্বাম্‌মৃদু নিঃ স ইতি তীব্রতমো ভবেৎ।
এবং শুদ্ধস্বরাণাঞ্চ বিকৃতানাঞ্চ লক্ষণম্॥ ১৮
সঙ্গীতশাস্ত্র-বেত্তারঃ প্রবদন্তি মুনীশ্বরাঃ।

কিঞ্চিন্ন্যূন্—মৃদু 'স'কে তীব্রতম 'নি' বলে। ইহাই শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের লক্ষণ। সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ইহা বলিয়াছেন॥ ১৮

প্রয়োগো বহুধা যস্তু বাদিনং তং স্বরং জগুঃ॥ ১৯

রাগে যে স্বরটির বহুল প্রয়োগ হয়, তাহাকে বাদী স্বর বলে॥ ১৯

প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী সরগম্

ইমন—ত্রিতালী

বাদী—গান্ধার। সম্বাদী—পঞ্চম। ব্যবহার—কড়ি মধ্যম (ক্ষা)।

রচনা—সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

আস্থায়ী

	০			১			+			৩		
II	সন্‌া	রসা	|	ন্‌রা	সা	|	পা	ক্ষা	|	গরা	সা	I
	০			১			+			৩		
	গরা	গপা	|	গগররা	সা	|	গরা	গপা	|	গগররা	সা	I
	০			১			+			৩		
	ননা	ধনা	|	না	ধপা	|	গা	রা	|	সা	-া	I
	০			১			+			৩		
	সসা	ররা	|	গগা	ক্ষক্ষা	|	পপা	ধধা	|	ননা	র্সর্সা	I

০ ১ + ৩

র্গর্গর্রর্রা র্সা | র্গর্গর্রর্রা র্সা | পধা নর্রর্রা | র্সা -া I

সর্সা ধনধা | পজ্ঞপা গগা | গপপা গররা | সা -া II

অন্তরা

০ ১ + ৩

II গপপা জ্ঞধা | র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সনা র্সা I

র্গর্গা র্রর্গা | র্গর্রা র্সা | র্সা র্সা | নর্রা র্সা I

র্রনা র্সা | র্সা ধনা | নপা ধা | ধজ্ঞা পা I

পগা জ্ঞা | জ্ঞরা গা | গসা রা | রন্‌া সা II

২য় অন্তরা

০ ১ + ৩

ধ্‌ন্‌া সধ্‌া | ন্‌সা পা | রপা গরসা | পজ্ঞা গা I

ননা ধনা | নধা পা | গা রা | সা -া I

পর্জ্ঞা র্গর্রা | র্সা া | ধপজ্ঞা গরা | সা -া I

র্সনা ধর্সা | নধা পা | গা পজ্ঞা | গরা সা II

গান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

চোখের জলে গেয়েছিলাম
এই জীবনের গান
বন্ধু তখন দিয়েছিলে
তোমার প্রতিদান।

দুঃখ সুখের কত রাতে
তোমার স্মৃতিই ছিল সাথে—
আজ নিশীথে দূর হল মোর
সকল অভিমান।

তোমার লাগি' বন্ধু যখন
চাঁদের আলো ঝরে,
আমার এ মন রয়না তখন
শূন্য আঁধার ঘরে।

অশ্রু নদীর নির্জন কূলে
বন্ধু কিগো ছিলে ভুলে;
আজ্‌কে আমার মিলন তৃষার
হ'ল অবসান।

স্বরলিপি

আলাহিয়া—ত্রিতাল

মনহারোয়ারে মাইকা অছিনিকি চুড়িয়া
দেহো মজা কাঁচকি।
গজমোতিয়ন সেঁ চৌক পুরাউ
হীরালাল থার ভরাউ
করকি করকি সব চুড়ি কড়কে
বাঁজুরি দিন মুরকায়ে॥

স্বরলিপি—সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ছাত্র—শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আস্থায়ী

+ ৩ ০ ১
গা গা II না -ধা নধা না | র্সা -া র্সধা -া | -পা ধা ধা পা | গা পা নধা না I
ম ন হা ০ ০ রো | য়া ০ রে ০ | ০ মা ই কা | অ ছি নি কি

+ ৩ ০ ১
র্সা র্রা র্সা -া | ধা পা মা গা | -মরা গগা -পা মা | গা -মা রা সা II
চু ড়ি য়া ০ | দে হো ম জা | ০ ০ কাঁ০ ০ চ | কি ০ "ম ন"

অন্তরা

+ ৩ ০ ১
II পা পা নধা না | র্সা র্সা র্সা -া | র্সা -া র্রা নর্সা | র্সা -া নর্সা -া I
গ জ মো তি | য় ন সেঁ ০ | চৌ ০ ক পু | রা ০ উ ০

+ ৩ ০ ১
র্সা র্রা -া র্সর্গা | -া র্রা র্সা -া | র্রা -া -া র্সা | নধা -া ধা -পা I
হী রা ০ লা | ০ ল থা ০ | র ০ ০ ভ | রা ০ উ ০

ধা	ধা	পা	ধা	ধা	পা	পা	পা	না	ধা	না	র্সণ	র্সা	-া	র্সা	র্রা	I
ক	র	কি	ক	র	কি	স	ব	চু	ড়ি	ক	ড়	কে	০	খা	দু	
র্গর্রা	-র্সনা	ধনা	-র্সর্রা	র্গা	-র্রা	র্সা	-া	-া	ধা	পা	মা	-গা	মা	গা	গা	II
রি০	০০	০০	০০	দি	০	ন	০	০	মু	র	কা	০	রে	"ম	ন"	

তান

১। (৩) সরা গপা নধা নর্সা | (০) র্রর্গা র্রর্সা র্সধা পমা | (১) গমা রসা সা সা | (+) না.........
"ম ন হা"

২। (+) নধা নর্সা ধপা মগা | (৩) রগা পনা ধনা র্সনা | (০) র্রর্সা র্গর্রা র্সনা ধপা | (১) মগা মরা গা গা | (+) না...
"ম ন হা"

৩। (০) গপা নধা নর্সা র্রর্গা | (১) র্রর্সা ধপা মা গা | (+) ন:.........
"ম ন হা"

রথযাত্রা*

(গান)

৺বিজলীরাণী সর্ব্বাধিকারী

ব্রজ পরিহরি হরি
চক্রধারী রথোপরি।
(বাজে) বিজয় দুন্দুভি ভেরী
স্বাগতম্ হে কংসারি।
জয় গোপিকারঞ্জন,
জয় কংসনিসূদন,
নাশ হিংসা নাশ দ্বেষ
(দেহ) প্রেমভক্তি রাধা-প্যারী।
হৃদি রথাসনে মম
বিহর দিবা-সর্ব্বরী।

* এমনি এক সজল আষাঢ়-সন্ধ্যায় নন্দন পারিজাত কুসুম বিজলীরাণী না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়ে। এ ধূলোর মাটির উত্তাপ কিবা সহ্যে নাই। পিতামাতার হৃদয়াকাশে ক্ষণিকের উজ্জল আশার আলো 'বিজলী' জ্বালিয়া আবার নিজে নিভিল। রাখিয়া গিয়াছে অমরার শুভ্র স্মৃতি। সঙ্গীতের সুরে ছন্দে ছিল তার জীবন বাঁধা। বিজলী ছিল প্রসিদ্ধ সর্ব্বাধিকারী বংশের শ্রীযুক্ত হৃদীন প্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর কন্যা ও স্বর্গীয় ডাঃ কেদার নাথের দৌহিত্রী। সময়োচিৎ বিজলীর 'রথযাত্রা' বিষয়ক একটি অপ্রকাশিত গান উপরে দিয়া আমরা তাঁর স্মৃতির স্মরণ করিতেছি।

স্বরলিপি

জয়জয়ন্ত—একতালা

টিট শ্যাম নাহি মানত
পনঘট পর ঠিঠোরী করত।
গাগর ছিনত বাঁহি পকরত
ঘূমত ফিরত ছতিয়া ছুঁরত;
হরি মরতো কহি তোসে হারি;
সখিরন দেখ হাসি করত।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়

আস্থায়ী

+ ০ ২ ০ ৩ ৪
II পা -া | ধা -মা | পা সা | পরা -মা | জ্ঞা রা | সা রা I
টি ০ | ট ০ | শ্যা ম | না০ ০ | হি মা | ন ত

রা ণ্‌া | ধ্‌পা্‌ ন্‌া | সন্‌া সা | পরা মা | জ্ঞা রা | সা রা II
প ন | ঘ ট | প০ র | ঠি০ ঠো | রী ক | র ত

অন্তরা

+ ০ ২ ০ ৩ ৪
II মা মা | ধপা না | না না | না র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা I
গা গ | র ছি | ন ত | বাঁ হি | প ক | র ত

না না | না না | র্সা র্সা | না র্রসা | ণা ধা | পা পা I
ঘূ ম | ত ফি | র ত | ছ তি০ | য়াঁ ছুঁ | র ত

ধা -মা | পা -রা | পা সা | পা রা | পা মা | পা পা I
হ ০ | রি ০ | মর তো | ক হি | তো সে | হা রি

র্সা র্সা | র্রা ণা | ধা পা | রপা মা | জ্ঞা রা | সা রা II
স খি | র ন | দে খ | হা০ ০ | সি ক | র ত

ভান

	+		0		২		0		৩		৪		
১।	টি	০	টি	০	ভা	ম	মপা	নর্সা	র্ণা	ধপা	ধমা	গরা	I
২।	,,	,,	,,	,,	গরা	গা	সগা	রগা	মপা	ধমা	জ্ঞরা	সরা	I
৩।	,,	,,	নর্সা	র্ণা	ধপা	ধমা	গরা	গসা	গমা	পমা	জ্ঞরা	সরা	I
৪।	রণ্া	প্ন্া	সন্া	সগা	মপা	নর্সা	র্ণা	ধপা	ধমা	পমা	জ্ঞরা	সরা	II

বেহালা শিক্ষা প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীরাখালদাস মজুমদার

নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি বাজাইবার সময় প্রতি মাত্রার ২টি স্বর পৃথক ছড়ি মধ্যভাগের অল্পাংশ দ্বারা দ্রুতলয়ে বাজাইতে হইবে।

II মধা পমা পণা ধপা | ধর্সা ণধা ণর্রা র্সণা | ধর্মা র্গর্রা র্সণা ধপা |

মমা গরা সণ্া ধ্প্া I ম্ধ্া প্ম্া প্ণ্া ধ্প্া | ধ্সা ণ্ধ্া ণ্রা সণ্া |

ধ্মা গরা সসা রগা | মধা র্সধা র্মণা র্রণা I মধা র্সধা পর্সা ণপা |

স. ছ.

মপা ধণা র্সণা ধপা | মমা গরা সণ্া ধ্প্া | ম্া -া -া -া II

II সগা পর্সা নর্রা নপা | র্সনা ধপা মগা রসা | ন্ধ্া প্ধ্া ন্সা রগা |

সগা পগা মরা পমা I গমা গরা সরা গমা | পনা র্রনা র্সধা র্রর্সা |

নপা ধনা র্সর্রা র্গর্জ্ঞা | র্পর্গা র্রর্সা নপা ধনা I র্সপা গপা ন্প্া ধ্ন্া |

সগা পগা মরা পমা | গসা রগা মপা ধনা | র্সপা গপা সা -া II

মৃদঙ্গাচার্য্য ৺দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটী বোল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকানাইলাল হাজরা

পটতাল

ঠেকা

\+ |
১। ধা ধা ধা তিন।

\+ |
২। ধা ধাধা ধেনা তিন।

টোক্‌রা

\+ |
১। তেটে তেটে কেটে তাক।

\+ |
২। ধেটে ধেটে কেটে তাক।

কারপা

ঠেকা

\+ | o |
১। ধাগে তেটে নাক ধেনে।

\+ | o |
২। ধা তেটে তাক ধেনে।

টোকরা

\+ | o |
১। ধা তেরে কেটে তাক তা তেরে কেটে তাক।

\+ | o |
২। ধেরে কেটে কেটে তাক তেরে কেটে কেটে তাক।

ছেবকা

\+ | ৩ | o o | ১ |
১। ধা ধা তিন তিনাক তা তা তাধিন ধিনাগ।

\+ | ৩ | o | ১ |
২। ধিন ধা তিন তিনাক তাক নাধিন ধিনাগ।

টোকরা

\+ | ৩ |
১। ধাগে ত্রেকেটে ধেনে ঘেনে ধাগে নাধিন ধিনাগ্

o | ১ |
তাক ত্রেকেটে ধেনে ঘেনে ধাগে নাধিন ধিনাগ্।

\+ | o |
২। ধা ত্রেকেটে ধেনে ঘেনে ধেনে ঘেনে ধেনে ঘেনে

o | ১ |
তা ত্রেকেটে ধেনে ঘেনে ধেনে ঘেনে ধেনে ঘেনে।

এক্ষণে কয়েকটী টোকরা সমেত ঠেকা দেওয়া হইল ও ক্রমশঃ সকল তালের ঠেকা ও টোকরা প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। পাঠক পাঠিকাগণ অক্ষর পরিচয় প্রকরণ ও হস্তপাঠ সাধনা করিবার নিয়ম জানিবার ইচ্ছুক হইলে পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে জানাইলে আমি সানন্দে তাহা প্রকাশ করিব।

—লেখক

ত্রিবট

ইমন্—দাদ্‌রা

গাওয়ত গুণী রাগিণী ইম্‌নি,
তালমান সুরলয় সঙ্গতসহ্ ত্রিবট গান।
সা রে গা সা রে গা গা গা
নি ধা নি ধা পা মা গা রে সা।
নি ধা পা সা নি ধ পা রে সা নি ধা
গা রে সা নি ধা পা গা রে সা।
দিক্‌না ধিধিনা ত্রিক্‌না তিতিনা
ধিক্ ধিক্ ধিক্ না না না না না না না,
ক্রান্ ধা ধাঘেনে ধা ত্রেকেটে ধা ঘেনে
কত্তা ধেনে কত্তা ধেনে কত্তা ধেনে ধা ধা ধা॥

রচনা ও সুর—সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীতারকব্রহ্ম অধিকারী স্বরলিপি—শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ বি. এ, বি. টি

আস্থায়ী

```
   +                 o                 +                 o
II সর্ঁা  সর্ঁা  সর্ঁা | সর্ঁা  সর্ঁা  সর্ঁা I না   না   না | ধা   -া   ধা I
   গা    ও    য় | ত    গু   ণী   রা   গি   ণী | ই    ন্   নি

   +                 o                 +                 o
   পা   -া   পা | ক্সা  -া   ক্সা I পা   -া   গা | পা   -া   পা I
   তা   ০    ল | মা   ০    ন    সু   ০    র | ল    ০    য়

   +                 o                 +                 o
   গা   -া   গা | রা   রা   রা I ন্া  ন্া  রা | সা   -া   -া II
   স    ং    গ | ত    স    হ    ত্রি  ব    ট | গা   ০    ন্
```

অন্তরা

\+ ০ + ০
II সা রা গা | -া সা রা I গা -া গা | গা -া -া I
সা রে গা | ০ সা রে গা ০ গা | গা ০ ০

\+ ০ + ০
না ধা না | ধা পা ক্ষা I গা -া রা | সা -া -া I
নি ধা নি | ধা পা মা গা ০ রে | সা ০ ০

\+ ০ + ০
না ধা পা | -া র্সা না I ধা পা র্রা | র্সা না ধা I
নি ধা পা | ০ সা নি ধা পা রে | সা নি ধা

\+ ০ + ০
র্সা র্রা র্সা | না ধা পা I গা -া রা | সা -া -া II
সা রে সা | নি ধা পা গা ০ রে | সা ০ ০

২য় অন্তরা

\+ ০ + ০
II গা -া গা | পা পা ধা I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I
ধি ক্ না | ধি ধি না ত্রি ক্ না | তি তি না

\+ ০ + ০
র্সা র্গা র্রা | র্গা র্সা র্রা I না র্সা ধা | না ক্ষা পা I
ধি ক্ ধি | ক্ ধি ক্ না না না | না না না

\+ ০ + ০
ক্ষা -া ক্ষা | ক্ষা পা পা I পা ননা ধধা | পা ক্ষা গা I
ক্রা ন্ ধা | ধা ঘে নে ধা ত্তেরে কেটে | ধা গে নে

\+ ০ + ০
গা গা পা | পা গা পা I রা রা গা | গা রা রা I
ক তা ধে | নে ক তা ধে নে ক | তা ধে নে

\+ ০
রা -া রা | -া সা -া II II
ধা ০ ধা | ০ ধা ০

ভজন

ভৈরবী—কাহারবা

* কোই কুচ্ছ কহৈ, কোই কুচ্ছ কহৈ
হম অট্‌কে হৈঁ জহঁ অটকে হৈঁ।
সুরত কমল পর অমল কিয়া
মহবুবকে প্রেমসে মটকে হৈঁ॥
সংসার বিচারকো ছোড় দিয়া
হম ইসী বাত পৈ সটকে হৈঁ।
কবীর পিতমকে ঝূলনেমেঁ
জনম মরণ ছোড় লটকে হৈঁ॥

কথা—কবীর।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

			১´				|	০					১´				|	০					
সা	-া	II	মা	-া	মা	মা	|	মা	-া	মা	-া	I	মা	-পা	মা	জ্ঞরা	|	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	-া	I	
কো	ই		কু	০	চ্ছ	ক	|	হৈ	০	কো	ই		কু	০	চ্ছ	ক০	|	হৈ	০	হ	ম্		

১´				|	০					১´				|	০				
সা	-া	সা	-ঋা	|	জ্ঞা	-া	মা	মা	I	জ্ঞা	-া	ঋা	-া	|	সা	-া	-া	-া	I
অ	ট্	কে	০	|	হৈঁ	০	জ	হঁ		অ	ট্	কে	০	|	হৈঁ	০	০	০	

১´				|	০					১´				|	০				
র্সা	র্সা	-া	র্সা	|	র্ঋা	-া	র্সা	-া	I	ণা	ণা	-া	দা	|	পা	-া	-া	-া	I
সু	র	ত	ক	|	ম	ল্	প	র্		অ	ম	ল্	কি	|	য়া	০	০	০	

১´				|	০					১´				|	০				
জ্ঞজ্ঞা	মা	-া	মা	|	জ্ঞা	-া	মা	-া	I	জ্ঞা	-া	ঋা	-া	|	সা	-া	সা	-া	II
মহ	বু	ব্	কে	|	প্রে	ম্	সে	০		ম	ট্	কে	০	|	হৈঁ	০	'কো	ই'	

* এই ভজনটির প্রচলিত কোন সুর আছে বলে আমার জানা নেই। কথাগুলির মাধুর্য্যে যে সুর আমার মনে জাগল তাহাই স্বরলিপি করে দিলুম। — স্বরলিপিকার

	১´				০				১´				০				
II {মা	দা	দা	দা |	দা	-া	দা	ণা I	ণা	-র্সা	র্সা	ণা |	র্সা	-া	-া	-া I		
	সং	সা	র	বি |	চা	০	র	কো	ছো	০	ড়	দি |	য়া	০	০	০
	১´				০				১´				০				
	র্সা	র্রা	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা |	র্জ্ঞা	-া	র্মা	-া I	র্জ্ঞা	-া	র্ঋর্সা	-ণা |	র্সা	-া	-া	-া} I
	হ	য়	ই	সী |	বা	ত্	পৈ	০	স	টু	কে০	০ |	ছৈঁ	০	০	০
	১´				০				১´				০				
	দা	র্সা	-া	র্সা |	র্ঋা	-া	র্সা	-া I	ণা	দা	-ণা	দা |	পা	-া	-া	-া I
	ক	বী	র্	পি |	ত	র্	কে	০	ঝু	ল	০	নে |	মেঁ	০	০	০
	১´				০				১´				০				
	জ্ঞা	মা	-া	মা |	জ্ঞা	-া	মা	-া I	জ্ঞা	-া	ঋা	-া |	সা	-া	সা	-া II
	জ	ন	ম্	ম |	র	ণ্	ছো	ড়্	ল	টু	কে	০ |	ছৈঁ	০	'কো	ই'

তেওরা তাল

শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকায় প্রকাশিত সাত মাত্রার 'খং' ও 'ঝুমরা' তাল প্রবন্ধে অধুনা তেওরা তালের আলোচনার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছি। তজ্জন্য এই অবতারণা।

আমার অভিধানে যে সকল গ্রন্থের মত ধৃত হইয়াছে তন্মধ্যে কতকগুলি প্রচলিত রীতির বিরোধী ও কতকগুলি অবিরোধী। বিরোধীর মতগুলি আপনাদের গোচর করিতেছি।

৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন—"এই তালটিও অবিকল রূপকের ন্যায়; অর্থাৎ ইহারও মাত্রা সংখ্যা সাত; পদ বিভাগ ও তালি তিন:—তাহার একটি ত্রিমাত্রিক, যাহাতে সম্; আর দুইটি দ্বিমাত্রিক। ঐ তিন পদ দুইবার লইয়া, একটি ত্রিমাত্রিক পদে সমের তালি অপর ত্রিমাত্রিক পদে ফাঁক দিলে তেওরা তাল সম্পূর্ণ হয়। ইহার তালাঙ্ক ৩ ও ২। ঠেকা যথা।...... প্রায় সম্ হইতেই তেওরার গানের উত্থাপন হয়। ইহার গানের কথায় ছন্দ অবিকল তেওটের ন্যায়; কিন্তু ইহার গতি অতি দ্রুত অল্প গানের অক্ষর সংখ্যায় প্রায় কমই থাকে; ইহাতেই রূপক হইতে উহার ছন্দের পার্থক্য হয়। রূপকের সমের উপর যেমন ফাঁক; তেওরাতে সেরূপ ফাঁক নেই; সমের উপর তালি।"

পাদটীকায় গ্রন্থকার আবার বলিতেছেন—"সংস্কৃত ত্রিপুট শব্দের অপভ্রংশে তেওরা ও তেওট এই দুইএরই উৎপত্তি হইয়াছে। তেওরাই ত্রিপুট তাল; কারণ

সংস্কৃত গ্রন্থে ত্রিপুট তালের লক্ষণ এই—'দ্রুতদ্বয়ং লঘুঃ' অর্থাৎ দুইটি দ্রুত আঘাতের পর একটি লঘু আঘাত। তেওরাতেও দুইটি তালি দ্রুত পড়িয়া শেষে আর একটি তালি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়; অতএব ত্রিপুট ও তেওরা যে একই তাল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবার তেওরা হইতেই তেওট তাল উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দুস্থান পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে তেওট তাল তত প্রচলিত নাই। বোধ হয় পূর্ব্ব প্রদেশে কিম্বা বঙ্গে তেওরা তাল খেয়ালে ব্যবহার হইয়া তাহার দুই অর্দ্ধাংশের অন্তর্গত দ্বিমাত্রিক তালিদ্বয়কে একটা লম্বা চতুর্মাত্রিক তালি করিয়া লওয়া হয় এবং সমস্ত তালে তিন তালি এক ফাঁক প্রয়োগ হেতু তদুপযুক্ত ঠেকারও উদ্ভব হওয়াতে নামে ও কাজে, উভয়েতেই পৃথক হইয়া তেওট বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে। ঝং-এর নিম্নে টীকা দেখ*—মল্লিখিত 'ঝুম্পা তাল' প্রসঙ্গে সাত মাত্রার ঝং সম্বন্ধীয় উক্ত গ্রন্থকারের মত আলোচনা করিয়াছি। পাঠক পাঠিকা পুনরায় তাহা পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত সমালোচনার যৌক্তিকতা লক্ষ্য করিবেন। (১) গ্রন্থকার তেওরার প্রচলিত রূপ দুই আকৃতিযুক্ত না হইলে এবং তাহার প্রথমাকৃতির সমে আঘাত ও উত্তরাবৃত্তির সমে ফাঁক না দিলে তেওরা তাল সম্পূর্ণ হয় না বলিতেছেন। এরূপ রীতিবিরুদ্ধ মত কী প্রয়োজনে স্থাপনের প্রয়াস লইতেছেন তাহার উল্লেখ নাই। বোধ হয় তেওটের সহিত রূপৈকতা স্থাপনোদ্দেশে রীতি বিগর্হিত আঘাত ও বিরাম সংযুক্ত তেওরার নূতন কলেবরের ছায়া মানব-মনে অঙ্কিত করার প্রয়াস গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আঘাত ও বিরাম সংযোগের যৌক্তিকতার অভাব হেতু উহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। (২) রূপকের সহিত তেওরার সাদৃশ্য অধিকাংশে থাকা সত্বেও আঘাত স্থানে বিরামের একার্থতা স্থাপন না করা পর্য্যন্ত উভয়কে সম্পূর্ণরূপে এক বলা যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তেওরার রূপের যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করিয়া ভবিষ্য 'রূপক তাল' প্রবন্ধে তুলনা করার বাসনা রহিল। (৩) পাদটীকায় তেওরাকে শাস্ত্রীয় ত্রিপুট বলিয়া, প্রমাণ-লক্ষণ 'দ্রুতদ্বয়ং লঘুঃ' দিতেছেন। এস্থলেও গ্রন্থকার প্রমাণগত শব্দগুলিকে মাত্রার বাচক স্বরূপে গ্রহণ না করিয়া তালের বাচক বলিয়া গ্রহণ করাতে ভ্রান্ত পথে বিচরণ করিয়াছেন। (৪) পাদটীকায় আবার বলিতেছেন—তেওরা হইতেই তেওট তাল উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু তাহার কোন উপযুক্ত বিশিষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। গ্রন্থকারের গর্হিত-যুক্তি সম্বলিত আঘাত ও ফাঁক সমন্বিত দ্ব্যাবৃত্তিগত তেওরা হইতে তেওটের উৎপত্তি স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি জন্মায় না। যেহেতু তেওরার প্রচলিত অবিসংবাদিত রূপ—

```
+        ২       ৩
|   |   |  |     |  |
ধা  দিন্  তা তেটেকতা  গেদি ঘেনে।
```

ত্রিপুট তাল বিষয়ে তেওট তাল প্রসঙ্গে কতক বলিয়াছি। আপনাদের দৃষ্টি পুনরায় তথায় আকর্ষণ করিতেছি। 'দ্রুতদ্বয়ং লঘুঃ' দ্বারা দুইটি দ্রুত ও একটি লঘু মাত্রাই বোধব্য। বিশ্বকোষকার আমার বিশ্বাস ৺রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহনকে অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন যে ত্রিপুট দুই দ্রুত—এক লঘু এবং অপর লঘু সংযোগে আমাদের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী দুই মাত্রাগত। ৺রাজা সৌরীন্দ্রমোহন প্রাচীন সঙ্গীত রত্নাবলী গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার গ্রন্থে ঐ প্রকার বলিয়াছেন। সুতরাং ত্রিপুট যে তেওরা বা তেওট তাহা তাঁহার উক্তি প্রমাণ করিতেছে।

ত্রিপুট প্রসঙ্গে আবার দেখিতে পাই যে শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকার'* (ফাল্গুন, ১৩৪৩) সংখ্যায় কাশীনাথ অপাভুলসী বিরচিত

'অভিনব তালমঞ্জরী' গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া বলিতেছেন যে তেওরা শাস্ত্রগত ত্রিপুট তাল। প্রমাণ যথা :—

'তালো স ত্বেবরেত্তি ত্রিপুট ইতি চ দেশোভাষা প্রসিদ্ধো।
গ্রন্থে রত্নাকরেঽসৌ সুমতিভিরুদিতোত্যন্তব ক্রীড় সজ্ঞঃ।
সপ্তামুষ্মিন্ কলাঃ স্যুঃ স্ফুটমিহ দবিরাম দ্রুতোদয়ংস্তা
দ্যোতাত্তত্র ত্রয়োবৈ সুরুচিরমতিভির্বাচ্যতে মঞ্জুপাটৈঃ॥

পণ্ডিত কাশীনাথ 'রত্নাকর' গ্রন্থের অনুসরণে তেওরাকে ত্রিপুট বলিতেছেন। এই রত্নাকর গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় আমার নিকট অভিনব তাল মঞ্জরী* না থাকা হেতু নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। শ্রীযুক্ত পরেশবাবুর জানা থাকা খুবই সম্ভব, কিন্তু তাহা প্রবন্ধে লিখিত না থাকায় পাঠকবর্গের সন্দেহ হইতে পারে যে পণ্ডিত কাশীনাথ 'রত্নাকর' দ্বারা সারঙ্গদেব প্রণীত 'সঙ্গীত রত্নাকরকে' বুঝাইয়াছেন কিনা। সারঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকরে' ত্রিপুট নামে কোন তাল ধৃত হয় নাই। সুতরাং শ্লোকগত রত্নাকর প্রামাণ্য গ্রন্থ কিনা তাহা অবধারণের সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছি না। 'অভিনব তাল মঞ্জরী'র ন্যায় 'রত্নাকর'ও অভিনব গ্রন্থ হইলে তাহার মৌলিকতা নিরূপণ করা প্রথমত সঙ্গত মনে করি। শ্লোকের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে গিয়া মনে হয় ইহাতে মুদ্রা-প্রমাদ রহিয়াছে।

……..রুদিতোত্যন্তবক্রীড় সজ্ঞং পদের অর্থ সঙ্গতি করিতে অসমর্থ হইলাম। কলা, মাত্রাজ্ঞাপক হইলে উহা সপ্ত মাত্রাগত হয় কিন্তু স্ফুট দ্রুতের পর বিরাম এবং পরে দুই দ্রুতের দ্বারা, দ্রুত—অর্দ্ধ, বিরাম—অর্দ্ধ, দবয়—অর্দ্ধ+অর্দ্ধ—এক। মোট দুই মাত্রা হয় কিনা পরেশবাবু লক্ষ্য করিবেন। এই মীমাংসা সঙ্গত হইলে 'সপ্তামুষ্মিন্ কলাঃ স্যুঃ'র সহিত বিরোধীয় হয় কিনা তাহার সুমীমাংসা জানিতে ইচ্ছা রহিল। ভ্রান্তি যে অপনোদনার্হ।

কৃষ্ণধন সিং তাহার গ্রন্থে তেওরা-পরিচয়ে বলিয়াছেন—লঘু ১, অনুদ্রুত ১, মাত্রা ১, কলা ২॥, ভার্ব ৩। এই উক্তির ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে আমার বোধগম্য হয় নাই।

তাল-পরিচয়ে ৺রাধামোহন সেন বলিতেছেন :—

"তেওরা তালের পিণ্ড অতি অকিঞ্চিৎ।
পৌণে দুই মাত্রা হৈতে অধিক কিঞ্চিৎ॥
দুই দ্রুত এক দ্রুত বিরাম-বিধান।
দ্রুত বিরামের ঘরে আসিবেক মান॥••॥
ধি ধি ধা এমত বোল হবে তিনবার।
মতান্তরে দুইমাত্রা যোগে পিণ্ড তার॥
দুই দ্রুত এক লঘু তাহার প্রমাণ।
লঘুর উপরে মান করিলা বিধান॥••১॥

সম্ভবতঃ গ্রন্থকার তেওরাকে ত্রিপুট মনে করিয়া দুই মাত্রাগত লক্ষণযুক্ত বলিয়াছেন। ইহা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী না হওয়ায় প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা।

বিশ্বকোষকার তেওরা শব্দে সঙ্গীত দামোদর গ্রন্থের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া "তীব্রা" অনুমান করিয়াছেন। সঙ্গীত দামোদর আমার নিকট না থাকায় ইহার প্রকৃত উত্তর নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। নানা গ্রন্থ হইতে সঙ্গীত দামোদরের (শুভঙ্কর কৃত) যে সকল প্রমাণ আমার অভিধানে ধৃত হইয়াছে তাহাতে ত্রিপুটের উল্লেখ নাই। যাহাকে 'তীব্রার' অপভ্রংশে তেওরা হওয়া অসম্ভব মনে হয়-না।

৺পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর এক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে বঙ্গের তেওরা তাল দাক্ষিণাত্যে 'গীত' তাল নামে অভিহিত হয়। বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে ইহা 'গীতাঙ্গী' তাল নামেও অভিহিত হইত। অধুনা সেই নাম লুপ্তপ্রায়। সুতরাং তেওরা, গীতাঙ্গী ও গীত তাল এক।

উস্তাদ সমাজে তেওরার লয় 'ঝুল্‌না' ছন্দ নামে পরিচিত। তেতালা, একতাল, চৌতাল, ঝম্পতাল প্রভৃতি তালে ঝুল্‌না লয়ের বোল্ বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। ইতি।

* ইহার প্রাপ্তিস্থানের ঠিকানা পাইলে উপকৃত হইব।

স্বরলিপি

মিশ্র পিলু—কাহারবা

পথের ধারে তোমার তরে
দিন যে কেটে গেল মোর,
সকল আলো যায় যে নিভে
ঘনায় চোখে আঁধার ঘোর।

নিঠুর! তব চরণ তলে
বারে বারে যাও যে দ'লে,
আঘাত দিয়ে খেলার ছলে
টুটাতে চাও মায়ার ডোর।

আমার করে তোমার পরশ
যতই আমি চাই হে চাই,
বিফল হোলো সকল চাওয়া—
কোথাও তুমি নাই যে নাই।

বাঁধন রাখা হোলো যে দায়
আর তো আমি পারি নে হায়,
জুড়াও হিয়া তোমার ছায়ায়,
দুখের নিশি হোক্ না ভোর।

কথা ও সুর—শ্রীচিত্তরঞ্জন সেন

স্বরলিপি—কুমারী রেণুকা খাঁ

আস্থায়ী

II সা -া র্সা -া | ণা -া ধা -া I মা -া পা -া | দা -া পা -া I
প ০ থে র | ধা ০ রে ০ তো ০ মা র | ত ০ রে ০

রা -া -জ্ঞা -া | মা -া পা -া I রা -মা জ্ঞা -মা | রা -জ্ঞা -সা -া I
দি ০ ন্ যে | কে ০ টে ০ গে ০ ল ০ | মো ০ ০ র্

সা -া গা -া | গা -া গা -া I সা -গা মা -পা | দা -া পা -া I
স ০ ক ল | আ ০ লো ০ যা য় যে ০ | নি ০ ভে ০

রা -া জ্ঞা -া | মা -া পা -া I রা -মা জ্ঞা -মা | রা -জ্ঞা সা -া II
ঘ ০ না য় | চো ০ খে ০ আঁ ০ ধা ০ | র ০ ঘো র

অন্তরা ও আভোগ

II মা -া গা -া | ণা -া ধা -ধা I র্সা -া না না | র্সা -া র্সা -া I

নি ০ ঠু র্ | ভ ০ ব ০ চ ০ র ণ | ত ০ লে ০

বাঁ ০ ধ ন্ | রা ০ খা ০ হো ০ লো ০ | যে ০ দা য়্

র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা -া | র্রা -র্রা র্সা -া I না র্সা র্রা -র্সা | ণা -া ধা -া I

বা ০ রে ০ | বা ০ রে ০ যা ও বে ০ | দ ০ লে ০

আ র্ তো ০ | আ ০ মি ০ পা ০ রি ০ | নে ০ হা য়্

পা -া র্সা -া | না -র্সা র্রা -া I ণা -া দা -া | জ্ঞা -া মা -া I

আ ০ ঘা ত | দি ০ য়ে ০ খে ০ লা র | ছ ০ লে ০

ভু ০ ড়া ও | হি ০ য়া ০ তো ০ মা র | ছা ০ যা য়্

জ্ঞা -া মা -া | দা -া পা -া I রা মা জ্ঞা -মা | রা -জ্ঞা সা -া II

টু ০ টা ০ | ভে ০ চা ও যা ০ য়া ০ | র ০ ভো র

দু ০ খে র | নি ০ শি ০ হো ক্ না ০ | ভো ০ ০ র

সঞ্চারী

II সা -া গা -া | গা -া গা -া I গা -া গা -া | গা -া পা -া I

আ ০ মা র | ক ০ রে ০ তো ০ মা র | প ০ র শ

সা -া মা -া | মা -া র্মা -া I মা -া গা -গা | মা -া -া -া I

য ০ ত ই | আ ০ মি ০ চা ই হে ০ | চা ই ০ ০

জ্ঞা -া জ্ঞা -া | জ্ঞা -া জ্ঞা -া I রা -া জ্ঞা -া | মা -া পা -া I

বি ০ ফ ল | হো ০ লো ০ স ০ ক ল | চা ও য়া ০

রা -মা জ্ঞা মা | রা -া সা -রা I ন্‌া -া রা রা | সা -া -া -া II

কো ০ থা ও | দু ০ বি ০ না ০ ই বে | না ই ০ ০

তেলেনা

ভৈরবী—দ্রুত তেতালা

দের্‌না দের্‌না তানা দের্‌না দের্‌না দানি।
তাদিয়ানা দেরে তানা তোম্ তানা দেরে দানি ॥
উদিয়ানা দেরে দানি তোম্ তোম্ তা না না না
তাদারে তাদারে দানি দিম্ দিম তা না না না
ধাক্ কেটে তাক্ ধুমা কেটে তাক্ গদিঘেনে
দিম তা না না না না
ধেরে ধেরে কেটে তাক্ ধেরে ধেরে কেটে তাক্
ধা ক্রান্ তা ধা, ধা ক্রান্ তা ধা, ধা ক্রান্ তা ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়

আস্থায়ী

	+				৩				০				১				
II	দ্‌া	-া	দ্‌া	সা	-া	ঋা	ণ্‌া	সা	সা	ঋা	মা	জ্ঞা	ঋা	সা	ণ্‌া	সা	I
	দে	র্	না	দে	র্	না	তা	না	দে	র্	না	দে	র্	না	দা	নি	

	+				৩				০				১				
	সা	দা	পা	দা	মা	পা	জ্ঞা	মা	পা	ণা	দা	পা	মা	জ্ঞা	ঋা	সা	II
	তা	দি	য়া	না	দে	রে	তা	না	তো	ম্	তা	না	দে	রে	দা	নি	

অন্তরা

	০				১				+				৩				
II	জ্ঞা	মা	মা	মা	দা	দা	ণা	ণা	র্সা	-া	র্সা	-া	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	I
	উ	দি	য়া	না	দে	রে	দা	নি	তো	ম্	তো	ম্	তা	না	না	না	

	০				১				+				৩				
	ণা	ণা	ণা	ণা	ণা	ণা	ণা	ণা	দা	-া	দা	ণা	পা	পা	পা	পা	I
	তা	দা	রে	তা	দা	রে	দা	নি	তোঁ	ম্	তো	ম্	তা	না	না	না	

০ ১ + ৩
ণা র্সর্সা র্সা ণা | ণা ণা দা পা | দা -া -া পা | মা জ্ঞা ঋা সা I
ধাক্ কেটে তাক্ ধুমা | কেটে তাক্ গদি ঘেনে | দী ০ ন্ তা | না না না না

০ ১ + ৩
ণ্া সা জ্ঞা জ্ঞা | মা দা ণা র্সা | র্সা র্সজ্ঞা -া র্সা | র্সা -া ণা দা I
ধেরে ধেরে কেটে তাক্ | ধেরে ধেরে কেটে তাক্ | ধা ক্রা ০ ন্ তা | ধা ০ ধা ক্রা

০ ১
-া পা মা -া | জ্ঞা ঋা -া সা II
ন্ তা ধা ০ | ধা ক্রা ন্ তা

তান

০ ১
১। ণ্সা জ্ঞমা পদা ণর্সা | ণদা পমা জ্ঞঋা সা II
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

০ ১
২। র্সণা র্সণা দপা ণর্সা | র্সণা দপা জ্ঞঋা সা II
আ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০

+ ৩ ০ ১
৩। মজ্ঞা ঋসা ণ্সা জ্ঞমা | জ্ঞমা পদা ণর্সা ঋর্সা | ণর্সা ঋর্সা ণদা পমা | পণা দপা মজ্ঞা ঋসা II
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

০ ১ + ৩
৪। মপা দপ, পদা মজ্ঞা | মপা দপা মজ্ঞা ঋসা | ণ্সা ঋজ্ঞা সঋা জ্ঞমা | জ্ঞমা পমা পদা ণর্সা II
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

০ ১
র্সঋা র্সজ্ঞা ঋর্সা ণর্সা | দণা দপা মজ্ঞা ঋসা II
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

বাঙ্গালা সাহিত্যের বিকাশে সঙ্গীত

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

প্রাচীন হিন্দু সমাজে যেরূপ সাঙ্গীতিক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। মুসলমান সমাজেও তদ্রূপ সঙ্গীতজ্ঞগণ স্বজাতীয় রাগ ও তালের সবিবরণ আকবরাদি মুসলমান সম্রাটগণের সময়ে, অনূদিত সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্র সকল হইতে আর্য্যদিগের রাগ তালের বিবরণ সংগ্রহপূর্ব্বক পারসীতে গ্রন্থ তৈয়ারী করেন। হিন্দু ও মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞগণের যত্নে রাগনামা, তালনামা প্রভৃতি অনেক পুস্তক রচিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য জগতে গীতিকাব্য-কাননকে পুষ্পিত করিয়াছে। তখনকার কয়েকটী পুস্তকের নাম বিবরণসহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। মুসলমান নবাবদের সময়ে সঙ্গীত বিধ্বস্ত হয় নাই বরং যথেষ্ট উন্নতিই হইয়াছিল। এখনও মুসলমানদিগের মধ্যে সঙ্গীতের প্রভাব অধিক দৃষ্ট হয়।

১। **রাগনামা**—ইহা প্রাচীন সঙ্গীতের একখানি ইতিহাস। বিভিন্ন ব্যক্তি উহার সঙ্কলয়িতা। ইহাতে প্রাচীন রাগ ও তালের জন্ম, গৎ, রাগের ধ্যান ও প্রত্যেক রাগানুযায়ী এক একটী গান লিপিবদ্ধ আছে। ধ্যানগুলি সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু নিম্নে বঙ্গানুবাদ আছে। বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থ আলি মিঞা, আলাওল ও তাহির মহম্মদ নামক তিনজন খুব লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। ঐ গানের নমুনা যথা,—

গীতমাধুরী

(২)

চলহ সখি নাগরি, মান তুঁহি পরিহরি
দেখ আসি নন্দকি রায়।
যত ব্রজ কুলনারী, অঞ্জলি ভরি ভরি,
আবীর খেলত শ্যাম গায়।
খনে যায় যমুনার জলে, খনে খনে তরুমূলে
খনে খনে বাঁশিটী বাজায়।
শুনিয়া বাঁশীর তান ত্যজে মানীর মান,
শ্রুতি মন নিত্য তথা ধায়।
কহে তাহির মহম্মদ, ভজ রাধা শ্যামপদ
বিলম্ব করিতে না জুয়ায়॥

হিন্দু ওস্তাদের তৈয়ারী গানের নমুনা

১। কল্যাণবৃত্তি আসোয়ারীর স্বরেতে মিলাইয়া
দ্বিজ রামতনু কহে দেবগ্রামে যাইয়া॥
২। রস বিলাসী তালি মিলে মালসীর স্বরেতে।
ভবানন্দ তনু কহে রামপ্রসাদের সুতে॥

২। **তালনামা** গ্রন্থটীর লেখকগণ দ্বিজ রঘুনাথ, শ্রীচান্দ রায়, ছৈয়দ আইনদ্দিন, গোপীবল্লভ, ছৈয়দ মুর্ত্তাজা, হরিহর দাস, নাছিরদ্দিন, গএআয, আলাওল, ভবানন্দ আমান, সের চান্দ শিবরাম, হীরামণি প্রভৃতি। ইহাদেরই ভনিতাযুক্ত পদ দেখা যায়।

গানের নমুনা

সই দেখায় রঙ্গকেলি
নাটমন্দিরে নাচে রাধা বনমালী।
খেলে রাই কানু মিলি দুই তনু
সেই রূপে উজলে এ জিনি কোটি ভানু।
খেনে খেনে শ্যাম নাগর গোকুল ব্যাপিত।
শ্যামরূপ হেরিয়া রাধা হরষিত।
কহে ছৈয়দ আইনদ্দিনে আনন্দ কথা।
শুনিতে শ্রবণে সুখ পাও যথা তথা।

এই গ্রন্থের বয়স পরিমাণ শ্লোককথা—

যবী-সন পরিমাণ, এগারশ আট জান
শকাব্দা সত্তরশ চল্লিশ বৎসর॥

গ্রন্থের শেষে অনেক গৎ আছে। গ্রন্থের মধ্যস্থলে ললিতাঙ্গ তাল একটী আছে।

গেগেন্তা গেগেন্তা গেগেন্তা, গীনিতা ঘেনিতা ইত্যাদি।

৩। **তালনামা** অন্য গ্রন্থটীর রচয়িতা জানা যায় নাই, তালানুযায়ী গান আছে।

নমুনা

যেখানে বাজাও বাঁশী সেখানে লাগত পায়,
ইত্যাদি ……………………………………
সৈয়দ মুর্ত্তাজা কহে জনম ভিখারী।

৪। **সৃষ্টিপত্তন** একটী সঙ্গীত গ্রন্থ। ইহাতে রাগ তালাদির জন্মাদি বিবৃত। প্রতি রাগেরই পদ আছে, পদকর্ত্তা বিভিন্ন ব্যক্তি, চাম্পা গাজী, বক্‌সা আলী ও আদি রাজার ভণিতা দেখিতে পাই।

ভণিতার নমুনা

(ক) রাগরীতি জন্মকথা, পয়ার রচিয়া।
কহে হীন দানিশকাজি আল্লাকে ভাবিয়া।
(খ) এই সে রাগমালা বিরচিত আপদ।
কহে হীন কাজিল নাছির মহম্মদ।

ইত্যাদি গ্রন্থের শেষে জগৎসৃষ্টির ও যুগোৎপত্তির পরিচয় আছে।

৫। **ধ্যানমালা**—এই গ্রন্থখানিতে রাগতালের উৎপত্তি ও কোন্ সময়ে কি ভাবে গেয় তাহা এবং কাহার দ্বারা প্রথমে বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার হয় তাহার আনুপূর্ব্বিক আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে—

গাঢ় প্রেম ভাবে প্রভু অনাদি নিধন।
নররূপে মোহাম্মদ করিল সৃজন। ইত্যাদি।

ইহাতে সৃষ্টিপত্তন, রাগাদির আকার প্রকার, সাজসজ্জা, ঋতু বিভাগ আছে।

দিবারাত্র কাল, রাগের বিবাহ এবং দণ্ডভাগাদি লেখা আছে। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সংস্কৃত ধ্যান, পয়ার ও প্রতি রাগের একটী করিয়া গান আছে। ইহার অধিকাংশই সুপ্রসিদ্ধ কবি আলিরাজার তৈয়ারী। এই গ্রন্থ তৎগুরু-সদৃশ কেয়ামদ্দিনের চরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পদগুলি দেখিলে মনে হয় তিনি বৈষ্ণবভাবাপন্ন।

নমুনা—

বনমালী শ্যাম, তোমার মুরলী জগপ্রাণ,
শুনি মুরলীর ধ্বনি……ইত্যাদি।
গৃহবাস কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণনাথ,
গুরুপদে আলি রাজা কয়।

পুস্তকে তালের গৎ আছে, আজকাল উহার ব্যবহার নাই।

৬। **রাগের পুঁথি**:—ইহাতে রাগ ও তালের উৎপত্তি আছে। দণ্ডভাগ, ঘড়িভাগ ও রাগতালের বিবাহ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। ইহাতে দুইজনের ভণিতা আছে।

(ক) দেবগ্রামে বসি মুই কালীপদতলে।
দিবারাত্রি ঘড়িভাগ রামতনু বোলে।
(খ) পণ্ডিত সভার পাদ প্রণাম যে করি।
হীন জীবন আলি কহে, ভূমিগত পড়ি।

উভয়েরই সঙ্গীত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ছিল।

৭। **রাগের পুঁথি** নামক ২য় গ্রন্থ, উহাতে ধ্যানগুলি সংস্কৃত অশুদ্ধ থাকিলেও পয়ার বুঝা যায়।

ভণিতা—

কহে হীন চম্পাগাজী গুরুমুখের বাণী।
আলাপন করিয়া স্বর মিলছিলাম টানি।

চাম্পাগাজী বিখ্যাত পণ্ডিত, গ্রন্থে—ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী, আট তাল, চৌষট্টি তালিনীর উল্লেখ আছে। আটটী তাল—

১ দেবরাগা, ২ খেতরাগা, ৩ জয়দ, ৪ দমাই, ৫ গুরুস্থানাং, ৬ আদিরানা, ৭ রূপক, ও ৮ শিখাই।

৭। রাগনামা ২য় গ্রন্থ—
নমুনা—কহে হীন আলাওল সত্য প্রণমিয়া
হএ কিনা হএ চাহ বেদ বিচারিয়া ॥
আফ্‌জল আলীর পদ শেষাংশ—
কহে আপজল আলি   শরীর কৈলুম কালী,
তুমি সে বন্ধু যার লাগি।
পিরীতি বাড়াইয়া,   যদি যাও ছাড়িআ,
নিশ্চয়ো হইমু বৈরাগী।

৮। পদ সংগ্রহ—বহু হিন্দু মুসলমান কবির গান আছে। লাল বেগ রচিত কৃষ্ণবিষয়ক একটী সুন্দর গীত নমুনায় দিলাম—কি করিল সখি সভে মোর নিদ জাগাইয়া
আইল চিকন কালা সময় জানিয়া,
কপিল প্রেমের নিদে শ্যাম কোল পাইআ
ইত্যাদি……
পিউ পিউ বলিয়া কৈলু উরে,
চৈতন্ন পাইআ দেখে পিয়া নাই মোর কোলে।
মনের সন্দেহে মুই একলা নিদ জাম।
কেনরে দারুণ বিধি মোর হইল বাম।
কহে কবি লাল বেগ স্বপ্নেত জাগিয়া
খণ্ডিল জন্মের দুঃখ চান্দ মুখ চাপিয়া

৯। জলুয়া—এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে ২০টী মাত্র পদ আছে, ইহা মুসলমানদের বিবাহোৎসবে গীত হয়। ঐ সময়ে মুসলমানদের বিবাহ অঙ্কক্রীড়া চলিত ইত্যাদি রহস্যপূর্ণ ছিল, এখন নাই বলিয়া মনে হয়।

গান

শ্রীসুশীলকুমার সেন

জীবন যদি স্বপ্ন শুধু
চাওয়া পাওয়া সব ফাঁকি,
মরণ-পারে খুলবে তবে
ঘুম ঘোরের অন্ধ আঁখি।

এই জীবনের সকল আশা
সকল সুখ ভালবাসা
মিথ্যে যদি স্বপ্ন যদি
মরণে তোর ভয় বা কি ?

জীবন যদি ছায়া সবই
স্বপ্ন-লোকের মায়া
ভয় কিবা তোর মরণ পারে
মিলবে তাহার কায়া।

আঁধার যদি সত্য তবে
আলোক ও নয় মিথ্যে তবে।
এই জীবনের আঁধার-পারে
সে আলো তোর ফুটবে নাকি ?

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

দেশ—ভেতালা

রচনা—সঙ্গীতশিক্ষক শ্রীবিভূতি ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

আস্থায়ী

২´ ৩ ০ ১

II ররা মা পা | না না র্সা নর্রা | নর্সা ণা ধা পা | মা পা রা পা | সা II

ডারা ডা রা | ডা ডা রা ডারা | ডা০ ডা রা ডা | রা ডা রা ডা | রা

অন্তরা

২´ ৩ ০ ১

II রা রা রা | ণা ণণা ধা ণা | পধা মা পা ধা | মা পা রা পা | সা II

ডা রা ডা | রা ডারা ডা রা | ডা০ ডা রা ডা | রা ডা রা ডা | রা

১ম তোড়া—

০ ১

II ণ্সা রসা | পধা পধা পমা গরা | গসা II

ডারা ডারা | ডারা ডারা ডারা ডারা | ডারা

২য় তোড়া তেহাই যুক্ত—

০ ১ ২´

II রসা পনা র্সর্সা রসা | পনা র্সর্সা রসা পপপপা | না ইত্যাদি

ডারা ডারা ডারা ডারা | ডারা ডারা ডারা ডারাডারা | ডা

৩য় তোড়া প্রক্ষেপ বিক্ষেপ যুক্ত—

	৩	০	১
র´স´া	গ´র´া স´া রমা গরা	সা ণধা পমা গরা	গসা
ডারা	ডারা ডা ডারা ডারা	ডা ডারা ডারা ডারা	ডারা

৪র্থ তোড়া—

	২´	৩	০	১
মগা	রগা পমা গরা ধপা	মগা র´র´া স´র´া স´ণা	ধপা মগা রমা গরা	ন্সা II
ডারা	ডারা ডারা ডারা ডারা	ডারা ডারা ডারা ডারা	ডারা ডারা ডারা ডারা	ডারা

৫ম চতুর্ম্মুখী তোড়া—

	০	১	২´
গ´র´স´না র´স´নধা	স´ণধপা ণধপমা ধপমগা পমগরা	মগরসা ররররা মমা পপপপা	না II
ডারাডারা ডারাডারা	ডারাডারা ডারাডারা ডারাডারা ডারাডারা	ডারাডারা ডারাডারা ডারা ডারাডারা	ডা

ইত্যাদি

৬ষ্ঠ তোড়া—

	৩	০	১
প্ন্া সরা	মপা নস´া র´গ´া ম´গ´া	র´স´া ণধা পমা গরা	ন্সা II
ডারা ডারা	ডারা ডারা ডারা ডারা	ডারা ডারা ডারা ডারা	ডারা

আস্থায়ীর বাঁট—

	২´	৩
II ররররা মমা পপপপা	ননা নননননা স´স´া ননর´র´া	নস´া ণণণণা ধধা পপপপা
ডারাডারা ডারা ডারাডারা	ডারা ডারাডারা ডারা ডারাডারা	ডারা ডারাডারা ডারা ডারাডারা

০	১
মমা গগগগা ররা গগগগা	সসা II
ডারা ডারাডারা ডারা ডারাডারা	ডারা

অন্তরার বাঁট—

	২´	৩
II ররররা ররা ররররা	ণণা ণণণণা ধধা ণণণণা	পধা মমমমা পপা ধধধধা
ডারাডারা ডারা ডারাডারা	ডারা ডারাডারা ডারা ডারাডারা	ডারা ডারাডারা ডারা ডারাডারা

০	১
মমা গগগগা ররা গগগগা	সসা II
ডারা ডারাডারা ডারা ডারাডারা	ডারা

ঐক্যতানিক গৎ

গারা ভৈরবী-তেতালা

—শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়

আস্থায়ী

০ ১ + ৩
II {মা -া মা মা | পা মা জ্ঞরা জ্ঞা | সা ঋা সা মা | জ্ঞা ঋা সণ্া সা} I

০ ১ + ৩
ণ্া সা জ্ঞা মা | পা দা ণা র্সা | র্সা ণা দা পা | মা জ্ঞা ঋা সা II

অন্তরা

০ ১ + ৩
II {মা দা মা -া | দা -া ণা র্সা | দা ণা র্জ্ঞা র্ঋা | র্সা -া -া -া I

০ ১ + ৩
র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা র্রা | র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা র্মা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা র্ঋা | র্সা -া -া -া} I

০ ১ + ৩
র্সা র্সা র্সর্ঋা র্সা | ণা ণা ণর্সা ণা | দা দা দণা দা | পা পা পদা পা I

০ ১ + ৩
মা মা মপা মা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞমা জ্ঞা | ঋা ঋা ঋজ্ঞা ঋা | সা -া -া -া I

০ ১ + ৩
সা ঋা জ্ঞা মা | পা দা ণা র্সা | র্সা ণা দা পা | মা জ্ঞা ঋা সা II

স্বরলিপি

ভৈরবী—তেতালা (পাঞ্জাবী ঠেকা)

(ঠুংরী)

শ্যামলিয়ারে হট জাউ, ঝটসে
সম্‌ঝো মৈকো না কর ডের ডগর পর।
অব না ঠাড় রোকে বাট লঙ্গরবা
দেউ যাত পানিয়া ভরণ বিনতি কর ॥

কথা ও সুর—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়   স্বরলিপি—কুমারী অঞ্জলি ব্যানার্জ্জী

আস্থায়ী

০ । ১ । ২´
II {সজ্ঞা মজ্ঞা মপা মপদণা | দপা জ্ঞমজ্ঞজ্ঞা -সা জ্ঞঋা | সা -া (ণসজ্ঞা -মপদা |
শ্যা০ ম০ লি০ য়া০০০ | রে০ হ০০০ ০ ট | জা উ ঝা০০ ০০০ |

৩ । ৩ । ০
-মপদা -র্সর্সণা -দপমা -জ্ঞঋসা)} | -া জ্ঞা I রা জ্ঞা -সা ঋা I ণ্‌া সা জ্ঞা মা |
০০০ ০০০ ০০০ ০০০ | ০ ঝ ট সে ০ স ম ঝো মৈ কো |

১ । ২´ । ৩ । ০
পা -দপা জ্ঞা মা | পণা -ধণা দা পমা | রা জ্ঞা পা দা I ণধা র্সণণা দা মা |
না ০০ ক র | ডে০ ০০ র ড০ | গ র প র "শ্যা ম০০ লি য়া |

১ । ২´ । ৩
মা জ্ঞমজ্ঞজ্ঞা -সা জ্ঞঋা | সা -া -া জ্ঞা | রা জ্ঞা রসা ন্‌া II
রে হ০০০ ০ ট | জা উ ০ ঝ | ট সে ০০ ০"

অন্তরা

০ | ১ | ২´ | ৩

II {-া জ্ঞমা দা ণা | র্সা -া ঋা জ্ঞা | র্সজ্ঞা ঋা র্সা না | র্সা জ্ঞঋা র্সা -া} I

০ অব না ঠা | ড় ০ রো কে | বা০ ০ ট লং | গ র ওয়া ০

০ | ১ | ২´ | ৩

র্সণা -র্সা ণা দা | পদণা পা ণদা পা | জ্ঞা পা পদণা দা | পা জ্ঞজ্ঞজ্ঞা পা দা I

দে০ ০ উ বা | ভ০০ পা নি য়া | ভ র ণ০০ বি | ন ত্তি০০ ক র

০ | ১ | ২´ | ৩

ণধা র্সণণা দা ক্সা | মজ্ঞা জ্ঞমজ্ঞজ্ঞা সা জ্ঞঋা | সা -া ণসজ্ঞা মপদা | মাঃ মা জ্ঞঃ রঃ সা ণৃঃ II

"স্তা০ ম০০ লি য়া | রে০ হ০০০০ ০ ট | বা উ আ০০ ০০০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০"

তান

২´ | ৩ | ০

১। পা -া -া জ্ঞা | জ্ঞপদা -ণা দা পা | মজ্ঞজ্ঞা -সা জ্ঞঋা সা |

বাঁ ০ ০ উ | শা০০ ০ ম লি | য়া০ ০ ম ০

১ | ২´ | ৩

পদণা -ণদপা -মজ্ঞজ্ঞা -সঃ০ঋ০ I সা -া -া জ্ঞা | রা -জ্ঞা -রসা -ণা I

হ০০ ০০০ ০০০ ০ ট | বা উ ০ বা | সে ০ ০০ ০

৩ | ০ | ১

২। সঋা -ন্সা জ্ঞা -া | -া -া -া -া | জ্ঞা ঋা সা -া |

বাঁ০ ০০ উ ০ | ০ ০ ০ ০ | শা ম লি ০

২´ | ৩ | ০

সদা -া -জ্ঞা -া I -ঋা -া সা -া | গমা -া -া সা |

য়া ০ ০ ০ | ০ ০ রে ০ | শা ০ ০ ০

১ ২´ ৩
-সজ্ঞমা -পা মা মগা | মা -জ্ঞা -ঋা সা I পা -া -া -া |
০ ০ ০ ০ ম ঝি | য়া ০ ০ রে ঝাঁ ০ ০ ০ |

০ ১
পণদপা -ম০প০ঃ পা -া | পণদপা -পণদপা -পণদপা -মজ্ঞমপা |
আঃ০১ ০ ০ উ ০ | ঝাঁ০০৩ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

২´ ৩
-পণদপা -মজ্ঞঋসা র্সঃ -ণর্সঃ -ণদপমা I -জ্ঞঋঃ -সা -পঃ -পণদপা -মজ্ঞঋসা |
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

০ ১
সঋজ্ঞা -পদণা -র্সঋ´জ্ঞ´া ঋ´র্সা | ণধা -পদপা -মজ্ঞমা মজ্ঞঃ ঋঃ |
শ্যা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মঝি | য়া ০ ০ ০ ০ রে হ ০ ট |

২´
সা -া -া জ্ঞমপা I -জ্ঞা মা জ্ঞঋা -সণ্া I
ঝাঁ উ ০ ঝ০ ০ ০ ট সে০ ০ ০

২´ ৩
৩। পদপা -মপমা -জ্ঞরজ্ঞা -সঋজ্ঞা | -মপজ্ঞা -মজ্ঞঋা -সণ্সা -জ্ঞমপা I
আ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৪। ণর্সণা -দ,পণা -দপ,মা -দপমা, | -মদপা -ম,জ্ঞপা -মজ্ঞ,রা -মজ্ঞঋা |
আ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

-সণ্সা, -ণসজ্ঞা -মপদা -ণর্সঋ´া | -ম´জ্ঞ´ঋ´া -র্সণদা -পমজ্ঞা -ঋসা II
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

স্বরলিপি

ভীমপলশ্রী মিশ্র—কাওয়ালী

ভজ সুন্দর মনোহর শ্যাম।
ভজ কৃষ্ণ মুরারী বিপিন বিহারী রাধিকা-রমণ নাম।

শ্রীরাধা-রমণ কালীয় দমন, ময়ূর-মুকুট শিরে মধুর বয়ান,
কেলি কদম্ব মূলে বাঁশীটি লইয়া করে,
বাঁশী বাজে শুধু রাধা রাধা নাম॥

কথা—অজ্ঞাত

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের ছাত্রী,
কুমারী সুধারাণী চৌধুরী

ব্যবহার—জ্ঞ, গ, দ, ধ, ণ, ন।

আস্থায়ী

		০			১			২´			৩	
{জ্ঞমা	II	ণপা	ণপা	|	জ্ঞজ্ঞা	রজ্ঞা	|	সা	-া	|	-া}	II
ভজ		সু০	ন্দ.র	|	মনো	হ র	|	শ্যাম	০	|	০	

		০			১			২´			৩			০			১		
সসা	II	সরগমা	পগা	|	গা	গা	|	মমা	মমা	|	মা	মা	I	ণা	ণণা	|	দদা	পদা	|
ভজ		কৃ০০০	ষ্ণ মু	|	রা	রী	|	বিপি	ন বি	|	হা	রী		রা	ধিকা	|	র ম	ণ০	|

২´			৩		
মপা	-জ্ঞমা	|	-রজ্ঞা	সা	II
না০	০০	|	০০	ম	

অন্তরা

০ ১ ২´ ৩ ০

II { ঃ পঃ পপা | মপা জ্ঞমা | ঃ পঃ ননা | নর্সা র্সা I র্সর্রর্সর্রা জ্ঞর্রা |

০ শ্রী রাধা | র ম ণ ০ | ০ কা লীয় | দ ম ন ম ০ মু ০ র মু |

১ ২´ ৩ ০ ১

র্জ্ঞা র্র০র্জ্ঞ০র্সঃ | ঃ ণঃ ণপা | ণণা র্সা } I ঃ প০ধ০ পধণণা | ণণা ণণা |

কু ট শী ০ রে | ০ ম ধু র | বয়া ন ০ কে ০ লি ০ ০ ক | দম মূলে |

২´ ৩ ০ ১ ২´

ঃ ধ০ণ০ ধণর্সণা | ধধা ণপা I ঃ প০ধ০ পধর্সণা | ধপা পপা | মপা মপপপা |

০ বাঁ শী টি ০ ০ ল | ইয়া করে ০ বাঁ ০ শী ০ ০ বা | জে১ শুধু | রাধা রা : ০ ধা |

৩

মা জ্ঞা II

না ম্

তান

১। সম্ হইতে চৌদুন।

২´ ৩

জ্ঞমপনা -র্সর্রর্জ্ঞর্রা | -র্সণধপা -মজ্ঞরসা I

আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২। সমের এক মাত্রা পরে, চৌদুন।

২´ ৩ ০ ১

(সা) ণ্সজ্ঞমা | -পমজ্ঞরা -সন্সা I -ণ্সজ্ঞমা -পণধপা | -মজ্ঞরসা ণ্সজ্ঞমা |

শ্যাম আ ০

২´ ৩

-পনর্সর্রা -র্জ্ঞর্রর্সণা | -ধপা -মজ্ঞা -রসণ্সা II

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

স্বরলিপি

(তেলেনা)

ভৈরবী—ত্রিতাল

না দের্ দের্ তুম্ দারে না দের্ দের্ দানিতাদারে দানিতুম্।
না দের্দানি তুম্ দের্তানি তাদারেতা দারে দানি ॥
দানিতাওরেদানি তাদানিতা ত্রিম্তানি
ত্রিম্ তাহুম্তানা দারেতাদারেতাদানি,
ধা কিটি ধুমাকিটি কেটেতাক্ তেরেকেটে
তাক্ধুমাতাক্তেরেকেটেতাক্ কত্রেকেটে তাক্ধুমাকেটেতাক্ ;
কৎকৎকৎ দাঘিন্ দাঘিন্ তাক্ধেলাংতাক্ দারেদানি,
সানিসাগামাপাধানিসা সানিধাপামাগারেসা ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

০ | ১ | + | ৩
II সা -মা মা মা | পদা পমা জ্ঞরা জ্ঞা | ণ্সা ঋা সা সা | জ্ঞা ঋা সা সা I
দে র্ দের্ তুম্ | দা০ রেনা দের্ দের্ | দা নিতা দা রে | দা নি তুম্ না

০ | ১ | + | ৩
সা -পা পা পা | পা দা পা মা | ণা দা পদা মপা | জ্ঞমা ঋজ্ঞা সঋা সা II
দে র্ দা নি | তুম্ দের্ দা নি | তা দা রে০ তা০ | দা০ রে০ দা০ নি

০ | ১ | + | ৩
II মা পা ণদা দণা | ণর্সা র্সণা র্সা র্সা | র্সা জ্ঞর্মা জ্ঞর্ঋা ঋর্সা | ণর্সা ণর্ঋা র্সণা দপা I
দা নিতা ওরে দানি | তা০ দানি ত্রিম্ তানি | ত্রি ম্তা হুম্ তানা | দারে তাদা রেতা দানি

০ | ১ | +
সা পা পা পা | পদা পণা দপা পমা | ণা দা পা মা
ধা কিটি ধুমা কিটি | কেটে তাক্ তেরে কেটে | তাক্ ধুমা তাক্তেরে কেটেতাক্

৩ ০ ১
জ্ঞা মা জ্ঞঋা ঋসা I সা মা মা ক্ষমা | জ্ঞরা জ্ঞমা জ্ঞঋা ঋসা |
কত্তে কেটে তাকৃতেরে কেটেতাক্ কৎক ৎকৎ দাঘিন্ দাঘিন্ | তাকধে লাংতাক দেরে দানিসা |

\+ ৩
ণ্সা জ্ঞমা পদা ণর্সা | র্সণা দপা মজ্ঞা ঋসা II
নিসা গামা পাধা নিসা | সানি ধাপা মাগা রেসা

তান—

\+ ৩
সজ্ঞা সমা জ্ঞমা পদা | র্সণা দপা মজ্ঞা ঋসা I

০ ১ + ৩
দ্সা দ্সা জ্ঞঋা জ্ঞা | পদা পমা জ্ঞঋা সা | ণর্সা ণর্সা দণা পা | মদা পমা জ্ঞঋা সা I

\+ ৩ ০ ৩
ণ্সা জ্ঞা ঋজ্ঞা মা | জ্ঞমা পা মপা দা I পদা ণা দণা র্সা | র্সণা দা ণদা পা |

\+ ৩
দপা মা পমা জ্ঞা | মজ্ঞা ঋা জ্ঞঋা সা I

০ ১ + ৩
জ্ঞর্মা জ্ঞর্মা ঋর্জ্ঞা র্সঋর্সা | ণর্সা জ্ঞর্ঋা র্সা র্সা | ণর্সা ণর্ঋা র্সণা দা | পদা পণা দপা মা I

০ ১ + ৩
মপা মদা পমা জ্ঞা | ঋজ্ঞা ঋমা জ্ঞঋা সা | নিসা.........রেসা (তেলেনা গানটীর শেষ লাইনের বাণী)

গান

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

অশ্রু আমার বিফল কভু
না হয় যেন প্রিয়
মলিন কভু না হই যেন,
হই গো স্মরণীয়।

এই নিখিলের কোলাহলে
তোমায় পাওয়ার কোন ছলে
আপনাকে আজ বিলিয়ে দিয়ে
হব বরণীয়।

আঁধার রাতের শুক তারাটী
যেমন বিমলিন,
তোমার বুকের তারি 'ছায়া'
ভাস্‌বো অতি ক্ষীণ।

বিরহের এই মিলন মাঝে
আজ যেন না লুকাই লাজে
(আমার) সকল চাওয়ার শেষ হয় যেন
ওগো নমনীয়।

স্বরলিপি

আশাবরী মিশ্র—একতালা

কত সাধনার দেবতা আমার
থেকোনা গো দূরে লুকায়ে আর।
ব্যথার পূজার দীন আয়োজন
বিফল কোরোনা বারে বার॥

মোর নয়নের তপ্ত বারি,
মানস-বনের কুসুম-ঝারি,
হৃদি-মন্দিরে রেখেছি সাজায়ে
চন্দন ধূপ ফুলেরি হার॥

কথা—শ্রীইন্দুশেখর নাগ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস (নচু)

আস্থায়ী

০ ১ + ৩
II {সা রা মা | পা পদা -মা | পা -পর্সা -ণর্সা | ণদা মা -পা I
ক ত সা | ধ না০ র্ | দে ব ০তা | আ মা র্

০ ১ + ৩
রা মা পা | ণদা পমা পা | মজ্ঞা রসা রা | -গা মা -া} I
থে কো না | গো দূ০ রে | লু কা০ য়ে | ০ আ র্

০ ১ + ৩
{মপা মপা -মজ্ঞা | রা সণ্ধ্ -ণ্ | সা -গা সরা | রমা মা -মা} I
ব্য০ থা০ র্ | পূ জা০০ র্ | দী ন্ আ০ | য়ো০ জ ন্

০ ১ + ৩
মা পা দা | ণা -র্সণর্সা র্সা | -ঋা -া সন্ | সা -া -া II
বি ফ ল | কো রো০ না | বা ০ রে০ | বা ০ র্

অন্তরা

০ ১ + ৩
II {মা পা ণদা | -দা দা ণা | র্সা -া র্সপা | -দা না র্সা I
ন য় ন০ | ০ গা ঙের | ত ০ প্ত | ০ বা রি

০ ১ + ৩
নদা -ঋ´া ঋ´া | ঋ´া ঋ´া -া | র্সঋ´া র্সঋ´জ্ঞ´া ঋ´জ্ঞ´ঋ´র্সা | -নর্সা র্সা র্সা} I
মা ন স | ব নে র্ | কু০ সু০০ ম০০০ | ০০ বা রি

০ ১ + ৩
{র্সা -র্জ্ঞা জ্ঞ´া | -া জ্ঞ´া জ্ঞ´া | জ্ঞ´া জ্ঞ´ম´া জ্ঞ´া | ঋ´া র্সা র্সা I
হৃ দি য় | ন্ দি রে | রে খে০ ছি | সা জা রে

০ ১ + ৩
পা -র্সা -া | দা পমা পা | সরা রমা রমা | (-পা পা -পা)} | পা -দা -মা I
চ ন্ দ | ন ধূ০ প | কু০ লে০ বি | ০ হা র্ | হা ০ র্

০ ১ + ৩
মা পা দা | ণা র্সণর্সা র্সা | -ঋ´া -া র্সন্া | সা -া -া II II
বি ফ ল | কো রো০ না | বা ০ রে০ | বা ০ র্

গান

(রামপ্রসাদী)

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

কে বলে মা তোমায় দুঃখী
তুমি যে মা দুখ্‌হারিণী।
ধন্য সে জন পেয়েছে যে
তোমার ছিন্ন আঁচলখানি।

তোমার যত সঞ্চিত ধন
বঞ্চিত নয় কোন জন,
দুঃখীর দুখে আকুল হয়ে
লও যে তারে বুকে টানি'।

ধন গর্ব্বে অন্ধ যারা
তোমায় দুঃখী বলে তারা,
জানে নাকো দুঃখীর বেশে
তুমি যে মা রাজার রাণী।

স্বরলিপি

ভৈরবী মিশ্র—দাদ্‌রা

কোন গানে হও তৃপ্ত তুমি
সে গান নাহি জানি,
তাই গানে গানে বিছায়ে রাখি
তোমার আসনখানি।

আমার সারা কাজের মাঝে
তোমার সুরের নূপুর বাজে,
তবু আমি শুনতে না পাই
তোমার চরণ ধ্বনি।

আর কত কাল গেঁথে যাব
এমনি গানের মালা।
আর কতকাল সাজিয়ে রাখি
ব্যর্থ সুরের ডালা।

আমার দিন যে হ'লো শেষ
আমি পাইনে সুরের রেশ,
ব্যর্থ কি গো হবে আমার
সুর-সাধনার বাণী॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীচারু মুখার্জ্জী

II পা -র্সা দা | ণা পা দা I মা -ণা দা | পা মজ্ঞা -া I
কো ন্ গা | নে হ ও তৃ ০ প্ত | তু মি ০

রা জ্ঞা -মা | -রা জ্ঞা মা I সা -ঋা -জ্ঞা | সা -া সা I
সে গা ০ | ন্ না হি জা ০ ০ | নি ০ তাই

সা মা -া | রা -রজ্ঞরজ্ঞা -া I সা জ্ঞা ঋা | সা ণ্া -দ্া I
গা নে ০ | গা ০নে০০ ০ বি ছা য়ে | রা খি ০

ম্া দ্া -ণ্া | -সা সা ঋসা I ণ্সঋজ্ঞা -সা -া | সা -া -া II
তো মা ০ | র্ আ সন খা০০০ ০ ০ | নি ০ ০

II জ্ঞা মা -া | -মা না দণা I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I
আ মা ০ | র্ সা ধ০ কা জে র্ | মা ঝে ০

পা দা -ণা | -র্সা র্জ্ঞা র্ঋর্সা I ণর্সা নর্সর্ঋর্সা -ণা | দা পা -া I
তো মা ০ | র্ সু রের নূ পু০০০ র্ | বা জে ০

পা র্সা -া | দা ণা -া I পা -ণা দা | পা মজ্ঞা -া I
শু ধু ০ | আ মি ০ শু ন্ তে | না পাই ০

রা জ্ঞা -মা | -রা জ্ঞা মা I সা -ঋা -জ্ঞ | সা -া -া II
তো মা ০ | র্ চ রণ ধ্ব ০ ০ | নি ০ ০

II মধা -া ধা | ধা ধা -া I ধা -া ধা | ধা ধা -া I
আ র্ ক | ত কা ল্ গেঁ ০ থে | যা ব ০

মা -া ধা | ণা র্সা -র্সা I ণা -া -া | ণা -া -া I
এ ম্ নি | গা নে র্ মা ০ ০ | লা ০ ০

দা -া দা | দা ধা -া I দা র্সা ণা | দা পা -া I
আ র্ ক | ত কা ল্ সা জি য়ে | রা খি ০

সা -া জ্ঞা | মা পা -পদা I মপদণা -া -া | পা পা পা I
ব্য ০ র্থ | সু রে র্ ডা০০০ ০ ০ | লা আ মার্

র্রা -া র্রা | র্রা র্মজ্ঞা -র্রা I র্সর্রা -া -র্রা | -া দা দা I
দি ন্ যে | ছ ন্দ০ ০ শে ০ ষ্ | ০ আ মি

দা -া ণা | র্সা ণর্সঋর্সা ণদা I পা -া -া | পা -া -া I
পা ০ ইনি | সু রে০০০ ব্০ যে ০ ০ | শ্ ০ ০

পা -া র্সা | দা ণা -া I পা ণা -দা | পা মজ্ঞা -া I
ব্য ০ র্থ | কি গো ০ হ বে ০ | আ মা র্

রা -জ্ঞা মা | রা জ্ঞা -মা I সা -ঋা -জ্ঞা | সা -া -া II I
হ্ র সা | ধ না র্ বা ০ ০ | পী ০ ০

ভ্রম-সংশোধন

গত বৈশাখ সংখ্যার ৩৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্বরলিপির ১ম লাইনের সংশোধন :—

ণাঃ ঃনধা ধাঃ পাঃ | স্থলে ণা নধা ধা পা | হইবে।
ভা০ রাভা রা ভা ভা রাভা রা ভা

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ৭৬ পৃষ্ঠায় আস্থায়ীর প্রথম ছত্রে সা রসা স্থলে সা রমা ও ঐ ছত্রের
ভ জ০ ভ জ০

দ্বিতীয় তালে গা গা রসা রা স্থলে গা গা রগা রা হইবে।
শ্রী গো উর হ শ্রী গো উর হ

৭৪ পৃষ্ঠায় ৪নং আস্থায়ীর বাটের দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম তালে—

ঋর্সা ঋর্জ্ঞা ঋর্সা ণদা স্থলে ঋর্সা ঋগা ঋসা ণদা ও ৭৫ পৃষ্ঠার ফাঁকে
০রি গা০ গরি গিরা ০রি গা০ গরি গিরা

সঋা জ্ঞজ্ঞা দ্দা দ্ণা স্থলে সঋা জ্ঞজ্ঞা দদা দ্ণা হইবে।
০কা হাই লা০ জন ০কা হাই লা০ জন |

মৃদঙ্গ বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

ঝাঁপতাল—আড়ি

\+ ১ ০ ২
৬৯২। কত্তেটে ঘেএনা ঘেনে তাগেনে দী দী

\+ ১ ০ ২
তাকা ঘেতা ঘেদেন্ তাকা দিঘেনে দীনা

দীক ধাঃ ১ ২ দিঘোন দীনা দীক ধা ১ ২

দিঘোন দীনা দীক ধা

(এক, দুই বলিতে যে সময়টুকু লাগিবে সেই সময় টুকু থামিয়া তেহাই দেওয়া যাইবে)।

\+ ১ ০ ২
৬৯৩। ধাকেটে দীনা তেটে তাকেটে দেন দেন

\+ ১ ০ ২
তাকা ধে ধেনে দী দীঘেনে ঘেএনে নানা

\+ ১ ০
নেন্তি ৺ দিঘেনে দেৎ দীঘেনে দেৎ

২ +
৺দিঘেনে দেৎ ধা

\+ ১ ০ ২
৬৯৪। কত্তেটে ঘেঘে দিন্ তাগে কত্তাম্না কতা কতা

\+ ১ ০ ২
ঘেঘে ধাগেনে ঘেটেৎ ধাগেনে ৺তেএটে তা

\+
ধা তেটে ধা

\+ ১ ০ ২
৬৯৫। ঘেত্তেনে তাধা তেটে থুগেনে দি দি দি

\+ ১ ০ ২
থুঙ্গা ঘেতাগ দেৎ ধা আনে ধা ধানক

\+ ০ ০
কেড়ে কেড়ে কড়ান্ ৺তাঘেনে ধা ৺তাঘেনে

২ +
ধা ৺তাঘেনে ধা

\+ ১ ০ ২
৬৯৬। ৺তা কতা ৺তেরেকেটে তাগ ধিনকে ঘেতাগ

\+ ১ ০
দেএ থুগেনে ধাআনে কতা দেদে ম্রান

২ + ১
কেড়েনাগ ধেটে থুঙ্গা তাগ ধা ৺থুউঙ্গা

০ ২ +
তাগ ধা থুউঙ্গা তাগ ধা

\+ ১ ০ ২ +
৬৯৭। ধেরে ঘেনাক ধা ঘেনাক কতা ঘেএ দিঘেনে

১ ০ ২ +
দিদিঘেনে তাঘেম্না তা তাক ঘে ঘে ৺ধা

১ ০ ২ +
আনে ধা ধাআনে ধা ৺ধাআনে ধা

\+ ১ ০ ২ +
৬৯৮। ধাআতা ঘেনে ঘেনে তাগেনে তাআতা দে গ্রেগে

১ ০ ২
থুন ধাকৎ কতাম্বেনে কতা গেড়ে গেড়ে

\+ ১ ০ ২
ম্রান ম্রানকৎ ধাত্তেটে ধাতা ধা ম্রান কৎ

\+ ১ ০ ২ +
ধাত্তেটে ধাতাধা ম্রাণকৎ ধাত্তেটে ধাতা ধা

সমালোচনা

বাংলার চাষী—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ প্রণীত। বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি ৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

বাংলা কৃষিপ্রধান ও এখানকার শতকরা ৬৬ জন লোক কৃষি ও তৎসম্পর্কিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও এই বঙ্গীয় কৃষকদিগের প্রতি এতকাল বঙ্গদেশবাসীগণ উদাসীনই ছিল। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুসভ্য দেশে যে উন্নত বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃষিকার্য্যের দিন দিন উন্নতি সাধিত হইয়েছে ও সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব বিষয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়েছে, সে প্রণালী সম্বন্ধে চিন্তা করিবার আবশ্যক এতকাল এ দেশবাসীগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই। বর্ত্তমানে অবশ্য কৃষির উন্নতি সাধনের দিকে আমাদের দৃষ্টি কথঞ্চিৎ নিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু কৃষি-উন্নতির বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বনে এখনও এ দেশের চাষী সম্পূর্ণ অপারগ। অথচ চাষীরা যতদিন না হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে, যে বর্ত্তমান যুগে কৃষির উন্নতি-সাধন করিতে হইলে বিজ্ঞানসম্মত উন্নত প্রণালী অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই, ততদিন কৃষির উন্নতি সুদূর পরাহত ও দেশের অবনতিও অবধারিত। এই জন্যই বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য কৃষিকার্য্যের উন্নতি সম্বন্ধে বহুল আলোচনা, পুস্তক, পুস্তিকা প্রভৃতি দ্বারা অজ্ঞ চাষীদের অথবা কৃষিকার্য্যে ছিন্দু শিক্ষিত নূতন ব্রতীদের কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে আধুনিকতম্ জ্ঞান দ্বারা অভিজ্ঞ করিয়া তোলা। কিন্তু তাহা যে আশানুরূপ মোটেই হইতেছে না তাহা বলাই বাহুল্য। এই জন্যই শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ প্রণীত 'বাংলার চাষী' পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বিমলবাবু এই পুস্তকে যেরূপ সহজ ও সরল ভাষায় কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে সকলেই কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। বিমলবাবু এই পুস্তকে জমির সমস্যা, কৃষিঋণ ও কৃষির অর্থ সরবরাহ, সমবায়, চাষের প্রণালী, কুটির শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনাগুলি যুক্তিযুক্ত ও সহজ বোধগম্য। এই ধরণের কৃষি সম্বন্ধীয় পুস্তক কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে যত বেশী প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। বিমলবাবু অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যেরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা বাংলার অন্যান্য অভিজাত বংশীয়দের বিশেষতঃ জমিদারদিগের অনুকরণীয়। পুস্তকটির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

গানের মালা—সঙ্গীতশিক্ষক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র রায় প্রণীত। চুঁচুড়া মিয়ার বেড় হইতে শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর বর্ম্মণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

গানের মালা একখানি বাংলা গানের স্বরলিপির বই। ইহার গানগুলি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযোগী। বিশুদ্ধ রাগ রাগিণীযুক্ত বাংলা গানের স্বরলিপির বই সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কার্ত্তিকবাবু সে অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি গানে উপযোগী সুর ও তান যুক্ত হইয়াছে। সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত ভূমিকা পাঠেই পুস্তকের বিষয় বস্তু এবং উপযোগীতা জ্ঞাত হওয়া যায়। আশা করি সঙ্গীত রসপিপাসুদিগের নিকট ইহা সমাদর লাভ করিবে।

সংবাদ

পরলোকে সঙ্গীতাচার্য্য নরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

বাঙলার সুবিখ্যাত টপ্পা-গায়ক প্রফেসর নরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ গত ১০ই মে রবিবার বেলা ১১-১০ মিনিটের সময় ৬০ বৎসর বয়সে হাজারিবাগে ইহধাম ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। তিনি ভারতের বিখ্যাত গোয়েন্দা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বর্গীয় রায়বাহাদুর নবকৃষ্ণ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র ও হাজারিবাগের সুপ্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী স্বর্গীয় অক্ষয়কৃষ্ণ ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ভারতের বিখ্যাত ওস্তাদ ৺রমজান খাঁ সাহেবের প্রিয় শিষ্য।

তাঁহার দুই পুত্র; চিত্র-শিল্পী অমর ঘোষ, সুর-শিল্পী সমর ঘোষ, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাইয়া পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা করিতেছি।

পরলোকে নীরদবরণ রায়

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত চৈত্র মাসের ৮ই তারিখ রাত্রি ১২ টায় সঙ্গীত-বিদ্যোৎসাহী দেশহিতৈষী বাবু নীরদবরণ রায় মহাশয় ইহধাম ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। ইনি দুর্গাপুরে মার্টিন কোম্পানীর হেড ছিলেন। ইঁহারই অনুগ্রহে উক্ত স্থানে ৭ বৎসর কাল প্রত্যেক চৈত্র মাসে নিয়মিতভাবে সঙ্গীত-সম্মেলন হইত। এই সম্মেলনে বহু দেশের গুণিগণ যোগদান করিতেন। দুঃখের বিষয় উক্ত সম্মেলন এই বৎসর হইতে বন্ধ হইয়া গেল।

তাঁহার ন্যায় সদাশয় এবং উৎসাহী কর্ম্মী সচরাচর দৃষ্ট হয় না। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাইয়া অমরাত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

শিশিরকুমার ইন্‌ষ্টিটিউট্

গত ৪ঠা জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় রঙমহল রঙ্গমঞ্চে এক বিচিত্র অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত বিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিচালনায় সুপ্রসিদ্ধ গায়ক মিঃ সাইগাল, পাহাড়ী সান্যাল, সুরশিল্পী তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য, অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য্য, কুমারী গীতা দাস (গীতশ্রী), কুমারী আরতি দাস, কুমারী রেণুকণা মোদক (গীতশ্রী) প্রভৃতি গায়ক গায়িকাগণের কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল।

অনুষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ প্রাচ্যনৃত্যের আয়োজনও করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যনৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধন তাঁহার গন্ধর্ব্ব, বৃহন্নলা ও শিবনৃত্যে দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। মণিবাবু এই তিনটি নৃত্যে মণিপুর, জাভা ও প্রাচীন ভারতের পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার শিবনৃত্যে ও জাভার বৃহন্নলা নৃত্যে অপূর্ব্ব রস সৃষ্টির পরিচয় আমরা পাইয়াছি। এই নৃত্যাদির সহিত সুর পরিচালনা করিয়াছিলেন আর্য্যসঙ্গীত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাস। সুরেন্দ্রবাবু একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁহার সুরপরিচালনা প্রশংসনীয়।

বিচিত্র অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইবার পর সঙ্গীতাদি সাফল্যের জন্য অনুষ্ঠানের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুধীর বসু মহাশয় সঙ্গীত বিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ সহ পুষ্পমাল্য দ্বারা ভূষিত করেন। অতঃপর ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ "অতি আধুনিক" নামক একটি প্রহসনের অভিনয় করেন। বলা বাহুল্য কলিকাতার কোনও সৌখীন সম্প্রদায় হইতে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আমরা আর দেখি নাই। দীর্ঘ রাত্রে অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

বসন্ত-উৎসব

গত ৭ই জৈষ্ঠ শনিবার দিবস শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে বসন্ত-উৎসবের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবে মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ দে (কাউন্সিলার) মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং সঙ্গীতের সভাপতি হইয়াছিলেন, সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়। এতদুপলক্ষে কলিকাতার বিখ্যাত গায়ক বাদকগণ, যথা—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ধ্রুপদ), কেবলবাবু (পাখোয়াজ সঙ্গত), শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু, শ্রীমান সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, কুমারী গীতা রায়, শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় (খেয়াল ও ঠুংরী) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য (তবলা সঙ্গত) প্রভৃতির উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীতে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতার বিখ্যাত ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

চন্দননগরে বিরাট সঙ্গীত সভা

গত ১৫ই মে শুক্রবার চন্দননগরে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ নন্দী মহাশয়ের বাটীতে এক বিরাট সঙ্গীত সভা অনুষ্ঠিত হয়। চন্দননগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সঙ্গীতরসজ্ঞ উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতবিখ্যাত গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় তিনঘণ্টা যাবৎ প্রসিদ্ধ রাগরাগিণীর খ্যাল গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে যে আনন্দ দান করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার সহিত তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন, ওস্তাদ নান্নু মিশ্রের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত বিনোদলাল গাঙ্গুলী। নন্দী মহাশয়ের অল্পবয়স্ক পুত্র এবং শ্রীযুক্ত মণি মিত্রের অল্পবয়স্কা কন্যার কণ্ঠ সঙ্গীতও উপভোগ্য হইয়াছিল। শ্রীমান অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাল গান ও সেতার বাদ্য শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হন। অন্ধগায়ক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র রায় খ্যাল গান গাহিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। সত্যবাবু এসরাজ বাদ্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। শ্রোতৃবর্গের বিশেষ অনুরোধে রমেশ বাবু একটা সুমধুর ঠুংরী গান করেন। রাত্রি ১১॥ টায় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীমান্ হিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

উদীয়মান তরুণ-কবি শ্রীমান্ হিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের নাম সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট অবিদিত নহে। তিনি সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকায় নিয়মিত গান লিখিয়া থাকেন।

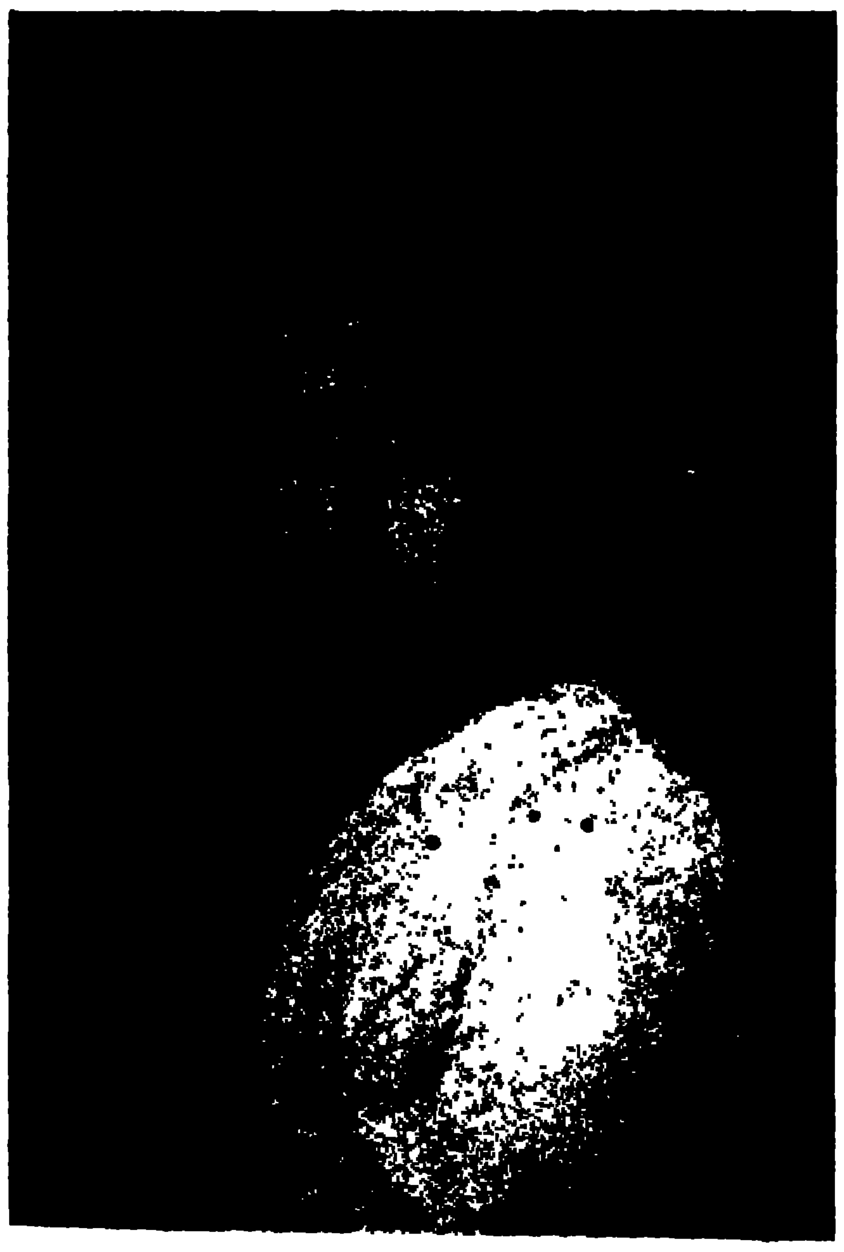

ইনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবাগত হইলেও অল্পদিনে বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার গানগুলি ভাবে ও ভাষার মাধুর্য্যে অতুলনীয়। তাঁহার রচনা-ভঙ্গী দেখিলে মনে হয় তিনি ভবিষ্যতে একজন কৃতী লেখক হইবেন। তিনি শিশু-সাহিত্যেও বেশ পারদর্শী এবং বিভিন্ন পত্রিকাতে লিখিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার দীর্ঘ-জীবন ও ক্রমোন্নতি প্রার্থনা করি।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

স্বর্গীয় খলিফা আবেদ হোসেন খাঁ

সঙ্গীত-বিজ্ঞান
প্রবেশিকা

১৩শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৪৩ সাল { ৪র্থ সংখ্যা

খলিফা আবেদ হোসেন

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এল

গান বাজনা শুনবার আগ্রহ যাঁদের খুব বেশী, তাঁদের মধ্যে বোধ হয় এমন কেউ নেই যিনি জীবনে অন্ততঃ একবার আবেদ হোসেন খলিফার তবলা শুনেননি। গত ১২ই জুন তারিখে অসংখ্য শিষ্য শ্রোতা এবং সঙ্গীত-পিপাসুর আশা, আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর সময় খলিফা সাহেবের বয়স হয়েছিল ৭৬ কি ৭৭ বৎসর, কাজেই তাঁর অকাল মৃত্যু হয়েছিল একথা বলা চলেনা এবং এই হিসাবে তাঁর মৃত্যুতে দুঃখিত হবারও বিশেষ কারণ নেই; কিন্তু দুঃখ করবার আসল কারণ হচ্ছে, তাঁর মত দু'একটী বৃদ্ধের মৃত্যুতেই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আসর যেন একেবারে খালি হয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্ণৌ মামুদপুরে আবেদ হোসেনের জন্ম হয়। তিন ভায়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন সকলের ছোট; মেজ ভায়ের নাম নাদের হোসেন আর সকলের বড় ছিলেন প্রসিদ্ধ তবলা বাদক খলিফা মুন্নে খাঁ। পিতা মহম্মদ খাঁ, পিতামহ মাম্মু খাঁ এবং বৃদ্ধপ্রপিতামহ (?) বক্স্থ খাঁ অত্যন্ত সম্মানজনক খলিফা পদবীর অধিকারী ছিলেন। খলিফা শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। সারা হিন্দুস্থানে যিনি শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক বলে স্বীকৃত হতেন তাঁকেই বাদসাহের দরবার থেকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হ'ত। বর্ত্তমানেও শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক এই উপাধির অধিকারী।

কথিত আছে, খলিফা বক্স্থ খাঁই সর্ব্বপ্রথম পাখোয়াজ ভেঙ্গে তবলার সৃষ্টি করেন। এই জন্য শুধু বাজিয়ে বলেই

নয় তবলা যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসেবেও খলিফা বংশ অনন্ত সাধারণ সম্মানের অধিকারী। তবলা আবিষ্কারের ইতিহাস যদি এই হয় তবে আমরা ধরে নিতে পারি দেড়শ' কি দু'শ বছরের আগে তবলার চলন ছিলনা এবং এই কথাই সত্য হলে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কোন কোন ব্যাপারের ইতিহাস আলোচনা করবার পক্ষেও সুবিধা হ'তে পারে।

পাখোয়াজ দু'ভাগ করে যখন দু' হাতের জন্য দু'টী আলাদা যন্ত্রের সৃষ্টি হ'ল তখন বাঁয়াতে গাব লাগানো হ'তনা এবং সেটার নাম ছিল ধকড় ; এই ধকড় আমাদের খলিফা সাহেবের বংশের চেষ্টাতেই গাবযুক্ত বাঁয়াতে পরিণত হয়।

বিভিন্ন ঘরাণা অনুসারে যেমন গানের বিভাগ দেখতে পাওয়া যায়, তবলার বেলায়ও তাই। নানা ঘরের বাজাবার কৌশল আলাদা ; এই সব কৌশল দিল্লীবাজ, লক্ষ্ণৌবাজ, বেনারসীবাজ ইত্যাদি নামে পরিচিত। আবেদ হোসেন যা বাজাতেন তার নাম লক্ষ্ণৌবাজ এবং এই বাজ তাঁদের পরিবারেরই নিজস্ব সম্পত্তি। কেবল তাই নয়, দিল্লী-বাজকেও আমরা খলিফা সাহেবের বংশের সঙ্গে জড়িত দেখতে পাই। সে কথা বুঝতে হ'লে খলিফা পরিবারের একটু পূর্ব্বপরিচয় পাওয়া দরকার।

লক্ষ্ণৌ যদিও খলিফা সাহেবের বা তাঁর পিতার জন্মস্থান তা হ'লেও তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা চিরকাল যুক্ত প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন না। এঁদের আদি বাসস্থান পাঞ্জাব। সেখান থেকে খলিফা বকসু খাঁ লক্ষ্ণৌ চলে আসেন। তারপর এঁরা আর কখনো পাঞ্জাবে ফিরে যান নি।

পাঞ্জাবে থাকতেও খলিফা সাহেবের পূর্ব্বপুরুষেরা তালযন্ত্রের চর্চ্চা করতেন। বর্ত্তমানে পাঞ্জাবে তবলার দু'টী ঘর দেখতে পাওয়া যায়; তার মধ্যে দিল্লীবাজ একটী। অপর ঘরের (Upper Punjab School of Tabla) চেয়ে দিল্লীর ঘরের (Lower Punjab School) বাজনা অনেক বেশী সুন্দর এবং লোকপ্রিয়। খলিফা বকসুকেই আমরা এই দিল্লীবাজের প্রতিষ্ঠাতা বলতে পারি। দিল্লীর বর্ত্তমান দেশবিখ্যাত তবলা বাদক নাথু খাঁ সাহেবের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বকসু খাঁর আপন ভাই। আবেদ হোসেনের সঙ্গে এইভাবে নাথু খাঁর জ্ঞাতি সম্বন্ধ ত আমরা পাচ্ছিই, তা' ছাড়া আবার নাথু আবেদ হোসেনের ভাগনে'।

লক্ষ্ণৌ আসবার পর গত একশ' বৎসরের মধ্যে খলিফা বংশের বাজনার কৌশল নানা কারণে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। লক্ষ্ণৌ হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকদের বাসস্থান, তা ছাড়া লক্ষ্ণৌ আধুনিক ঠুংরীর জন্মভূমি। খলিফা বংশের বাদক যখন নবাব দরবারে আর তেমন উৎসাহ আদর পেলেন না তখন শুধু অন্ন সমস্যার দায়েই এই নাচ ও ঠুংরীর আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। নাচ আর ঠুংরীর সঙ্গে সঙ্গত করতে গিয়ে তবলা বাজাবার কায়দাও আস্তে আস্তে বদলে ফেলতে হ'ল। এইভাবে পাঞ্জাবের বা দিল্লীর বাজ নূতন ধরণের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এসে একটা সম্পূর্ণ অভিনব বাজের সৃষ্টি করল ; একেই আমরা লক্ষ্ণৌ বাজ বলে থাকি। সুতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌর বাজ মূলতঃ এক হয়েও শুধু প্রয়োজনের অনুরোধে একেবারে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে এটাও দেখা যাচ্ছে যে, তবলার আবিষ্কারকের বংশেই তবলা বাজনার আধুনিকতম কৌশলও আবিষ্কৃত হয়েছে। খলিফা বংশের পক্ষে এটা সত্যই গৌরবের বিষয়।

যে সাধনার বলে এই গৌরবের অধিকারী হওয়া যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা খলিফা আবেদ হোসেনের জীবনেই পাই। অতি সামান্য শিক্ষার পরেই যখন পিতার মৃত্যু হ'ল তখন আবেদ হোসেন বড় ভাই মুন্নে খাঁ খলিফার কাছে তালিম নেন। অনেক দিন ধরে তালিম নেবার পরে যখন মুন্নে খাঁও আর ইহজগতে রইলেন না, তখনো আবেদ হোসেনের বাজনা এমন কোন রূপ গ্রহণ

করতে পারেনি যা শুনে শ্রোতা মুগ্ধ হ'তে পারে। লোকে বলাবলি করতে লাগলো খলিফাদের বংশের গৌরব মুন্নে খাঁর সঙ্গেই লোপ পেয়ে গেছে। তেজস্বী যুবক আবেদের কাণে এই কথা উঠতেই অভিমানে এবং প্রতিজ্ঞায় তাঁর মন ভরে গেল। সেই হ'তে যুবক প্রতিদিন ষোল সতের ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন। এক আসনে বসে থেকে থেকে এবং অবিশ্রান্তভাবে বাজিয়ে তাঁর পায়ে আর হাতে ঘা হয়ে গেল। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন—বিশ্রাম না নিলে ফল খারাপ হ'তে পারে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধক সে কথায় কাণই দিলেন না।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে যখন বাইরে বেরুলেন তখন তিনি প্রৌঢ়। এই অবস্থায় তিনি নিজেকে পরীক্ষা করবার জন্য সমগ্র ভারতের প্রধান প্রধান স্থানে গিয়ে তখনকার অধিকাংশ নামকরা ওস্তাদদের সঙ্গে সঙ্গত করলেন। তাঁর অপূর্ব্ব বাজনা শুনে তাঁকে "খলিফা" বলে গ্রহণ করতে আর কারো দ্বিধা রইল না। এইভাবে জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করবার পর তিনি একবার হায়দরাবাদে আমন্ত্রিত হন। নিজাম দরবারে স্থায়ীভাবে থাকবার জন্য তাঁকে স্বয়ং নিজাম বাহাদুর অনুরোধ করেন। কিন্তু খলিফা সাহেব উত্তরে বলেন তিনি কারো চাকর হ'য়ে থাকতে রাজী নন।

অশিক্ষার ফলে আমাদের দেশের ওস্তাদদের অনেকেই সুবিধা পাইলে একজন আর একজনকে ঠকাইতে বা অপমানিত করতে চেষ্টা করেন। খলিফা সাহেবের সম্বন্ধেও এই ধরণের চেষ্টা একবার কাশীতে হয়েছিল, অবশ্য তার ফল হয়েছিল উল্টোই। খলিফা সাহেবের তখন দেশ জোড়া নাম। কাশীর কোন কোন তবলচীর সেটা সহ্য হয়নি; তাঁরা প্রকাশ্য দরবারে আবেদ হোসেনকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করলেন,—উদ্দেশ্য বহুলোকের সামনে তাঁকে অপমানিত করা! কিন্তু খলিফার বাজনা শুনে শ্রোতৃমহল যখন ঘন ঘন বাহবা দিতে লাগলেন, তখন চক্রান্তকারীদের উৎসাহ আর তেমন দেখা গেল না; অধিকন্তু সেই প্রকাশ্য সভায় কাশীর সর্ব্বজনপ্রিয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক ৺বীরু মিশ্র খলিফা সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। চক্রান্তকারীদের মাথা হেঁট হয়ে গেল। ৺বীরু মিশ্র ছাড়া লক্ষ্ণৌ এবং পাঞ্জাবের আরো কয়েকজন হিন্দুস্থানী তবলা বাদক খলিফা সাহেবের শিষ্য হয়েছিলেন।

১৩২৮ সনের শীতকালে খলিফা সাহেব হজে যান এবং দু'বছর পরে ফিরে আসেন। তীর্থদর্শনের পর আর তিনি তবলায় হাত দেবেন না ঠিক করলেন। মক্কা যাওয়ার সময় থেকে আরম্ভ করে এইভাবে তিন বছর কেটে গেল, লোকে মনে করল আবেদ হোসেনের বাজনা আর শোনা যাবে না।

এই সময় একটা ব্যাপারে হঠাৎ আবার তাঁকে তবলা ধরতে হ'ল। একজন গাইয়ে লক্ষ্ণৌ এসে কয়েকটা আসরে গান গাইলেন; তার সঙ্গে সঙ্গত করবার ভাল লোক পাওয়া গেল না। তখন সেই গায়ক তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বললেন "এই তোমাদের লক্ষ্ণৌর বাজিয়ে?" আমি যতটা শুনেছি, সে আসরে ধূর্জ্জটী বাবুরাও উপস্থিত ছিলেন; তাঁরাই শেষে লক্ষ্ণৌর সুনাম রক্ষার জন্যে খলিফা সাহেবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাজাতে রাজী করেন। তার পরে কি হয়েছিল তা বোধ হয় না বললেও চলে।

এর পরে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে খলিফা সাহেব হিন্দুস্থানের অদ্বিতীয় তবলা বাদক প্রতিপন্ন হয়ে অশেষ সম্মান লাভ করেন।

যা হোক যে কারণে খলিফা হাজি আবেদ হোসেনের নাম বাংলা দেশে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, এইবারে সেই সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলব। হিন্দুস্থানে এ যুগে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক বলে পরিচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আবেদ হোসেন সাহেবের জীবনই বাংলার সঙ্গে সবচেয়ে বেশী জড়িত। ময়মনসিংহ রামগোপালপুরের কুমার

হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং মুক্তাগাছার শ্রীযুক্ত বিপিন রায় মহাশয় তবলার ব্যবহারিক এবং ঔপপত্তিক জ্ঞান হিসাবে দেশ বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছেন; এঁদের দুজনেই খলিফা সাহেবের কাছে বহুকাল তালিম নিয়েছেন।

কলকাতার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী বিশিষ্ট দল এক সময়ে খলিফা সাহেবের বিশেষ পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। ভবিষ্যতে এঁদের প্রভাবে কলকাতাতেই লক্ষ্ণৌবাজের সবচেয়ে ভাল নিদর্শন পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

কিছুদিন আগেকার কথা;—১৩২৫ সনের শীতকালে ৺রাজা হৃষীকেশ লাহার বাড়ী কি একটা উৎসব উপলক্ষে খলিফা সাহেব বাজাতে আসেন। টালার ৺মন্মথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, আমাদের সর্ব্বজন পরিচিত 'হীরুগাঙ্গুলী' এবং আরও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হীরুবাবু তখন বালক। বাজনা শুনে এঁদের মনে হ'ল, যদি তবলা শিখতে হয় তবে এই রকম ওস্তাদের কাছেই শিখতে হবে।

এর পরবর্ত্তী বর্ষার সময় বেলঘরের নীলমণি চৌধুরীর বাগানে এক আসরে খলিফা সাহেব ও হীরুবাবু তবলা সঙ্গত করেন। টালার বিজয় মুখুজ্যে মহাশয় সেই আসরের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। হীরুবাবু তখন তাঁর স্বনামধন্য পিতা ও পিতৃগুরুর কাছে কতকটা তালিম নিয়েছেন। খলিফা সাহেব বালক হীরুর হাত দেখে খুব খুসী হন। সুযোগ বুঝে ৺মন্মথ বাবুর বাল্যবন্ধু হেমবাবু অনেক পীড়াপীড়ি করে ধরাতে খলিফা সাহেব দিব্যি করে বললেন তিনি বালককে যত্ন করে শেখাবেন।

তারপর শীতকালে ৺মন্মথবাবু ও হেমবাবুর চেষ্টায় আবেদ হোসেন আবার কলকাতায় আসেন। তিনি তখন থাকতেন বৌবাজারে চৌধুরান্ বাইজীর বাড়ীতে। হেমবাবু এই সময় একদিন হীরুবাবুকে তালিম দেওয়ার কথা পাড়লে খলিফা সাহেব প্রথমটা রাজী হননি। কিন্তু কথা মনে করিয়ে দিতেই খলিফা সাহেব অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লেন এবং স্বল্প পারিশ্রমিকেই শেখাতে রাজী হলেন। তখনই 'নাড়া বাঁধা' হয়ে গেল। আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ লাভ করে হীরুবাবু ধন্য হলেন।

খলিফা সাহেবের উপস্থিতির সুযোগে কলকাতার আরও অনেকের পক্ষে তবলা শেখবার সুবিধা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে পাথুরেঘাটার দেবীপ্রসন্ন ঘোষ, তিমিরবরণের ভাই শিশিরশোভন ভট্টাচার্য্য, গোপাল দাস শ্রীমান পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এঁরা সকলেই চমৎকার বাজান।

খলিফা সাহেবের বংশে তাঁর এক ভাইপো, (নাদের হোসেনের ছেলে) ও খুড়তুতো ভাই ছুট্টন খাঁ বেশ নামকরা বাজিয়ে। আশা করা যায় ছুট্টনের হাতে খলিফা বংশের নাম কতক পরিমাণে বজায় থাকবে।

লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের পর যখন সেখানে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, রাজা নবাবালী প্রভৃতির উদ্যোগে মরিস কলেজ অব মিউজিক প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন খলিফা সাহেবই প্রথমে সেই কলেজে প্রধান তবলা-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু নানা কারণে তাঁর সেখানে বেশীদিন থাকা পোষায় নি। কলকাতার শিষ্যদের পক্ষে এটা আনন্দের বিষয়ই হয়েছিল। কারণ লক্ষ্ণৌ কলেজে খলিফা সাহেব স্থায়ীভাবে কাজ করলে বাংলা দেশের শিষ্যেরা সব সুযোগই হারিয়ে ফেলতেন।

সমগ্র হিন্দুস্থানে আজ খলিফা সাহেবের প্রধান শিষ্য হীরুবাবুর খ্যাতি প্রচারিত হয়েছে। বাংলার বাইরে অনেক স্থানে হীরুবাবু বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে এসেছেন। যা হোক বাংলাদেশ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে হীরু বাবুর কাছে কতটা ঋণী, তার বিচার করবার সময় এখনো আসেনি। তবে তাঁর মত গুণীর সৃষ্টি করে আবেদ হোসেন বাংলার যে উপকার করে গেছেন সে কথা মনে করবার দিন এসেছে। আশা করি বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞমহল কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আবেদ হোসেন খলিফার নাম চিরস্মরণীয় করে রাখবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন।

দিশারি

(লঘুগুরু ছন্দ)

মিশ্র—কাওয়ালী

নন্দন-দোলে বন্দন-বোলে
ভেসে চল্ মন, ভেসে।
ভাঙে যদি মন, স্বপ্ন বিরহ-বন—
তুই জপি' চল্ মিলনেশে ॥

জীবন-পঙ্কে মোহন মায়া
রঙীন ছন্দে ছলনা-ছায়া
বিরচে যদি মন, নিশীথ-বন্ধন
দলি' চল্ অরুণ-স্বদেশে ॥

তুই ত' নহিস রে আপন স্বামী,
বেয়ে শরণ তরী—দিন-যামী
চল্ রে তুই মন, সর্ব্ব সমর্পণ
করি' শ্রীচরণ-অশেষে ॥

পরিহরি' কালো—নীল-বিবাগে
চল্ রে! আলো-দিশারি ডাকে!
পথের ভাবন পথে বিসর্জ্জন
দে অভিসারী বেশে ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—দিলীপকুমার রায়

+ ৩ ০ ১
II {র্সমা -া মা মা | রমা পধা ধা -া | পগা পা মা পা | ধপা মগা রা -া I
ন ন্ দ ন | দো০ ০০ লে ০ | ব ন্ দ ন | বো০ .০০ লে ০

+ ৩ ০ ১ [সা -া]॥
সা রা গা পা | রা গা পা ধা | না পা র্সা -া | -া -া মা -া} I
ভে ০ সে ০ | চ ল্ ম ন্ | ভে ০ সে ০ | ০ ০ ০ ০

+ ৩ ০ ১
না র্রা র্সা -া | পা র্সা না -া | ঋা না ধা না | গা ধ; পা -া I
ভা ০ ঙে ০ | য দি ম ন্ | স্ব প ন বি | র হ ব ন

+ ৩ ০ ১
রগা পধা নধা না | র্সা ধা র্রা র্সা | গর্রা র্সনা ধপা ঋপা | গপা ধনা র্রনা র্সা II
তুই ০০ চল্ ০ | জ পি' মি ল | নে০ ০০ ০০ ০০ | শে০ ০০ ০০ ০

+ ৩ ০ ১
II { পগা পা পা পা | পা -া পা ধা | ধা র্সা র্সা -া | ধর্সা র্রর্গা র্রা -া I
জী ০ ব ন | প ন্ থে ০ | মো ০ হ ন | মা০ ০০ য়া ০

+ ৩ ০ ১
না না -া র্সা | নধা না ধপা ধা | না র্রা র্সা -া | র্রর্সা নধা পা -া } I
র ঙী ০ ন | ছ০ ন্ দে০ ০ | ছ ল না ০ | ছা০ ০০ য়া ০

+ ৩ ০ ১
সা র্সা র্সা -া | র্সা র্সা র্রপা -া | পা র্গা -া -র্রা | র্সা -া র্সা র্রা I
বি র চে ০ | য দি ম ন্ | নি শী ০ থ | ব ন্ ধ ন্

+ ৩ ০ ১
ধনা নর্রা র্সা -া | না না ধনা পা | গপা ধনা র্সনা পনা | ধা নধা পধা নর্সা I
দ লি চ ল্ | অ ক ণ০ ষ | দে০ ০০ ০০ ০০ | শে ০০ ০০ ০০

+ ৩ ০ ১
II মা -া মা মা | পা রা রমা পধা | ণধা পা পা পা | ধপা মা পা রা I
তু ই তো ন | হি স্ রে০ ০০ | আ০ ০ প ন | ঘ০ ০ বী ০

+ ৩ ০ ১
সরা মপা ধা -া | ণা ধা পা ধা | সা র্সা র্সা র্সা | ণা -া ধা -া I
বে০ ০০ রে ০ | শ র ণ ত | রী ০ দি ন | যা ০ মী ০

+ ৩ ০ ১
না না না -া | না পা পধা নর্সা | নর্গা -া র্সর্রা নর্সা | র্রর্সা রণা ধা ধা I
চ ল রে ০ | তু ই ম০ ন০ | ম র ব স | ম ব্ প ণ

+ ৩ ০ ১
ণা ধা র্সণা ধপা | সা র্সা ণা ধা | পা মা পা ধা | পা -া -ধা -া II
ক রি শ্রী০ ০০ | চ র ণ আ | শে ০ ০ ০ | ষে ০ ০ ০

```
  +                   ৩                    ০                   ১
I না  না  না  র্সা  | নধা না ধপা ধা    | না  -া  না  র্রর্সা | না  -া  না  -া I
  প   রি  হ   রি    | কা৹  ০  লো৹  ০   | নী  ০   ল   বি      | বা  ০   গে  ০

  +                   ৩                    ০                   ১
  র্ঋা -া র্ঋা -া   | ধর্ঋা র্রর্গা র্গা -া | র্ঋা র্গর্রা -া র্গা | র্রর্সা -া না -া I
  চ    ন্  দ্রে  ০   | আ০  ০০  লো  ০     | দি  শা  ০  রি       | ভা  ০  কে  ০

  +                   ৩                    ০                   ১
  [না  র্রা]                     [র্রা  ধা  পর্সা র্রর্গা র্রা   গর্রা র্ঋর্রা র্মা র্গা]
  {র্সা র্সা -া র্সা | র্সা -া র্সা র্রর্সনা | না  না  -া  র্সা   | ধা  না  পা  ধা} I
  প   থে  ০   র    | ভা  ০  ব   ন      | প   থে  ০   বি      | স   ব্  জ   ন

  +                   ৩                    ০                   ১
  গা  মা  পা  ধা    | না  -া  ধপা  -া   | সা  র্রা  -া  -া    | র্গর্রা -া ধা র্সা II
  দে  ০   অ   ভি    | সা  ০   রী   ০    | রে  ০   ০   ০       | শে  ০  ০  ০
```

শ্যামা-সঙ্গীত

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

শ্যামা মায়ের রাঙা পায়ে
রাঙা জবা কে সাজাল ;
ভুবন ভরা রূপ যে মায়ের
বিশ্বরূপে হার মানাল।

মাতো আমার নয়রে কালো,
কালী নাম তার কে রটালো,
ললাটে যার নিত্য জলে
চন্দ্র তপন্ তারার আলো।

এলোকেশী দিগম্বরী
মুণ্ডমালা দুল্‌ছে গলে,
রূপ দেখে শিব বুক পেতেছে
মা তোর রাঙা পদতলে।

তোর রূপে মা মুগ্ধ করে
আর কত দিন রাখবি মোরে,—
ঐ চরণের দিস মা পরশ
আমায় যদি বাসিস্ ভালো।

সঙ্গীত পারিজাতঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

রাজত্বমপি তস্যেতি মুনয়ঃ সঙ্গিরন্তি হি।
শ্রুতয়োঽষ্টৌ দ্বাদশ বা যয়োরন্তর গোচরাঃ ॥৮০
মিথঃ সংবাদিনৌ তৌস্তঃ সপৌস্তাতাং পসৌ তথা।
ন বাদী ন চ সংবাদী ন বিবাদ্যপি যঃ স্বরঃ ॥৮১
সোঽনুবাদীতি বিজ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্ম-দৃষ্ট্যাবিচক্ষণৈঃ।

সঙ্গীতাচার্য্যগণ বাদী স্বরকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। যে দুইটি স্বরের অন্তরালে আটটি বা বারটি শ্রুতি বিদ্যমান, সেই দুইটি স্বর পরস্পর সংবাদী; যথা—সা ও পা, এইরূপ পা ও সা। যে স্বর বাদী সংবাদী বা বিবাদী ইহার কিছুই নহে, তাহাকে অনুবাদী স্বর বলে।

রক্তি-বিচ্ছেদ-হেতুত্বং যস্মিন্ রাগে তু যস্ত তু ॥৮২
তদ্ রাগস্থ-স্বরৈ স্তস্ত বিবাদিত্বং ভবেদ্ ধ্রুবম্।
তস্তামাত্যস্ত সংবাদী বাদিনো রাজ-সংজ্ঞিনঃ ॥৮৩

যে স্বরটি যে রাগের রক্তিনাশক তাহাকে সেই রাগগত স্বর-সমূহের বিবাদীস্বর বলে। সংবাদীস্বর রাজাস্থানীয় বাদীস্বরের অমাত্য বা মন্ত্রী স্বরূপ ॥৮২-৮৩॥

ভৃত্য তুল্যোঽনুবাদীস্যাদ্ বিবাদী বক্রবদ্ ভবেৎ।
দেবতা-কুল-সম্ভূতাঃ ষড়্জ গান্ধার মধ্যমাঃ ॥৮৪

অনুবাদী স্বর ভৃত্যতুল্য, বিবাদী স্বর শত্রু স্থানীয়। ষড়্জ, গান্ধার ও মধ্যম স্বর দেব কুলে উৎপন্ন।

পঞ্চমঃ পিতৃবংশীয়ো রিধৌ মুনিকুলোদ্ভবৌ।
নি দৈত্যকুল সঞ্জাত ইত্যেষাং কুল-নির্ণয়ঃ ।৮৫

পঞ্চম পিতৃ-বংশ হইতে, রি ও ধ মুনিবংশ হইতে আর নিষাদ দৈত্যকুল হইতে উদ্ভূত, ইহাই স্বর-সমূহের কুল পরিচয় ॥৮৫॥

সমপা ব্রাহ্মণাজ্ঞেয়াঃ ক্ষত্রিয়ৌচ রিধৌ মতৌ।
বৈশ্য জাতী গনী জ্ঞেয়ৌ শূদ্রাঃ স্যুর্বিকৃতাঃ স্বরাঃ ॥৮৬

স ম ও প ব্রাহ্মণ, রি ও ধ ক্ষত্রিয়, গ ও নি বৈশ্য, বিকৃত স্বর-সমূহ শূদ্র জাতীয় ॥৮৬

ইতি স্বরগতা জাতীঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৮৭

মনীষিগণ স্বর-সমূহের এইরূপ জাতিবিভাগ করিয়াছেন ॥৮৭

কমলাভঃ স্বরঃ ষড়্জ ঋষভঃ পিঞ্জরঃ স্বরঃ।
হাটকাভস্ত গান্ধারঃ কুন্দাভো মধ্যমঃ স্বরঃ ॥৮৮
পঞ্চমস্ত স্বরঃ শ্যামো-ধৈবতঃ পীতবর্ণ যুক্।
নিষাদঃ কর্ব্বুরশ্চেতি স্বরাণাং বর্ণ নির্ণয়ঃ ॥৮৯

ষড়্জস্বর কমলাভ, ঋষভ পিঙ্গলবর্ণ, গান্ধার স্বর্ণবর্ণ, মধ্যম কুন্দ পুষ্পের ন্যায় শুভ্র, পঞ্চম স্বর শ্যামবর্ণ, ধৈবত পীতবর্ণ, নিষাদ চিত্রবর্ণ। ইহাই স্বর-সমূহের বর্ণ।

জম্বু-শাক-কুশ-ক্রৌঞ্চ শাল্মলি শ্বেত-নামসু।
দ্বীপেষু পুষ্করে দ্বীপে জাতাঃ সপ্তস্বরাঃ ক্রমাৎ ।৯০

জম্বু, শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মলি, শ্বেত ও পুষ্কর দ্বীপে যথাক্রমে ষড়্জ প্রভৃতি স্বর সমুদ্ভূত।

অগ্নি-ব্রহ্মা-মৃগাঙ্কশ্চ লক্ষ্মীকো নারদো মুনিঃ
তুম্বুরু র্ধনদশ্চেতি তে সপ্তস্বর দর্শিনঃ ॥৯১

অগ্নি, ব্রহ্মা, চন্দ্র, বিষ্ণু, নারদ, তুম্বুরু ও কুবের; ইহারা যথাক্রমে সপ্তস্বরের ঋষি ॥৯১

বহ্নি-ব্রহ্ম সরস্বত্যঃ শর্ব্বশ্রীশ গণেশ্বরাঃ।
সহস্রাংশু রিতিপ্রোক্তাঃ ক্রমাৎ ষড়্জাদি দেবতাঃ ॥৯২

অগ্নি, ব্রহ্মা, সরস্বতী, মহাদেব, বিষ্ণু, গণপতি ও সূর্য্য ইহারা যথাক্রমে ষড়্জাদি স্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥৯২

অথানুষ্টুপ্ চ গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ্ চ বৃহতী তথা।
পঙক্তি রুষ্ণিগ্ জগত্যোচ ছন্দাং স্যাহঃ স্বরেষিতি ॥৯৩

অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, উষ্ণিক্ ও জগতী, এই সাতটি যথাক্রমে সাতটি স্বরের ছন্দ ॥৯৩

সমৌ হাস্তেচ শৃঙ্গারে স্বরৌ স্যাতাং তথা ধনী।
পো বীভৎসে তথা-দৈন্তে ভয়ানক-রসে ভবেৎ॥
রসে শৃঙ্গারকে রিঃ স্যাদ্ গান্ধারো হাস্তকে পুনঃ ॥৯৪
তীব্রো বীরেঽদ্ভুতে রৌদ্রে হাস্তে তীব্রতরঃ স্বরঃ।
তীব্রতরোঽপি শৃঙ্গারে রসে মধ্যম ঈরিতঃ ॥৯৫
তীব্রতমশ্চশৃঙ্গারে মৃদুমো হাস্তকে রসে।
এবং রস বিভাগঃ স্যাৎ স্বরেষু সপ্তসু ধ্রুবম্ ॥৯৬

স, ম, ধ ও নি স্বর হাস্ত ও শৃঙ্গাররসের অভিব্যক্তির জন্ম ব্যবহার্য্য, বীভৎস, করুণ ও ভয়ানক রসে পঞ্চম-স্বর, শৃঙ্গার রসে ঋষভ-স্বর, হাস্ত রসে গান্ধার স্বর, বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্ররসে তীব্র স্বর, হাস্তরসে তীব্রতর স্বর, তীব্রতর ও তীব্রতম মধ্যম স্বর শৃঙ্গার রসে ও মৃদু মধ্যম হাস্তরসে প্রযোজ্য। ইহাই সাতটি স্বরের রস-বিভাগ।

ইতি স্বর-প্রকরণ।

অথ গ্রাম-নিরূপণম্।

অথ গ্রামাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ স্বর সন্দোহ-রূপিণঃ।
ষড়্‌জ মধ্যম গান্ধার-সংজ্ঞাভিস্তে সমন্বিতাঃ ॥৯৭
মূর্চ্ছনাধার ভূতাস্তে ষড়্‌জগ্রামস্ত্রিষূত্তমঃ।
রাগা গ্রামদ্বয়ালভ্যাঃ ষড়্‌জ গ্রামোদ্ভবা ইতি ॥৯৮

অনন্তর গ্রামের লক্ষণ বলা যাইতেছে—(নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শ্রুতি সম্পন্ন) মূর্চ্ছনার আধার স্বরূপ স্বর-সঙ্ঘকে গ্রাম বলে। গ্রাম তিনটি; যথা—ষড়্‌জ গ্রাম, মধ্যম গ্রাম ও গান্ধার গ্রাম। এই তিনটি গ্রামের মধ্যে ষড়্‌জ গ্রামটিই উত্তম। ষড়্‌জ গ্রাম হইতে যে রূপগুলি উদ্ভূত হয়, তাহা অপর দুইটি গ্রামে পাওয়া যায় না।

যথোক্ত-শ্রুতিকাঃ প্রোক্তাঃ ষড়্‌জগ্রামেঽখিলাঃ স্বরাঃ।
মধ্যমে মেরু সংস্থেঽস্মিন্ মধ্যম-গ্রাম-সম্ভবঃ ॥৯৯
সদা তদৈব তাস্তিস্রঃ শ্রুতীর্ধাতি স পঞ্চমঃ।
নিষাদং ত্রিশ্রুতিং তত্র ব্রূয়ুর্লক্ষণ-কোবিদাঃ ॥১০০
অন্তেতু শ্রুতিভির্যুক্তাঃ সগ্রামস্থ-স্বরাইব।
শ্রুতিত্রয় সমাযুক্তো যদা গো মেরুগো ভবেৎ ॥১০১
গান্ধার গ্রাম আখ্যাতস্তিস্যভিঃ শ্রুতিভিঃ পরে।
চতুঃ শ্রুতির্নিষাদঃ স্যাৎ ষড়্‌জোঽপিতিস্যভির্যুতঃ ॥১০২

ইতি গ্রাম-লক্ষণম্।

ষড়্‌জ গ্রামের স্বর-সমূহের শ্রুতি-সংখ্যা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মধ্যম স্বর মেরুস্থানে বা সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হইলে মধ্যম গ্রাম উৎপন্ন হয়। মধ্যম-গ্রামে 'পঞ্চম' স্বর তৃতীয় শ্রুতিতে নিষ্পন্ন হয়। এই গ্রামে নিষাদও তিনশ্রুতি সম্পন্ন; অন্যান্য স্বর ষড়্‌জ গ্রামের স্বরের ন্যায় শ্রুতিসংখ্যা সম্পন্ন।

মেরুস্থানে অবস্থিত গান্ধার স্বর যেখানে তিন শ্রুতি সম্পন্ন, নিষাদ স্বর চারিশ্রুতিবিশিষ্ট, ষড়্‌জ তিনশ্রুতিযুক্ত অন্যান্য স্বরগুলিও তিন তিন শ্রুতি-সম্পন্ন, তাহাকেই গান্ধার গ্রাম বলে।

টিপ্পনী—কাল বা সম্প্রদায়ভেদে মধ্যম ও গান্ধার গ্রামের লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সঙ্গীত-রত্নাকর মতে মধ্যম গ্রামে স্বরের শ্রুতি সংখ্যা—স ৪ রি ৩ গা ২ মা ৪ পা ৩ ধা ৪ নি ২।

পরিজাত মতে মধ্যম গ্রামে স্বরের শ্রুতি সংখ্যা—স ৪ রি ৩ গ ২ ম ৪ প ৩ ধ ৩ নি ৩।

গান্ধার গ্রামে স্বরের শ্রুতি-সংখ্যা—

সঙ্গীত-রত্নাকর মতে—স ৩ রি ২ গ ৪ ম ৩ প ৩ ধ ৩ নি ৪।

গান্ধার গ্রামে স্বরের শ্রুতি সংখ্যা—

পারিজাত মতে—স ৩ রি ৩ গ ৩ ম ৩ প ৩ ধ ৩ নি ৪।

এই দুইটি গ্রামের লক্ষণ বর্ণনায় রত্নাকর বলিয়াছেন—

ষড়্‌জগ্রামঃ পঞ্চমে স্ব চতুর্থশ্রুতি সংস্থিতে।
স্বোপান্ত্য-শ্রুতি সংস্থেঽস্মিন্ মধ্যম গ্রামইষ্যতে॥
যদ্বা ধ স্ত্রিশ্রুতিঃ ষড়্‌জে মধ্যমেতু চতুঃশ্রুতিঃ।
রিময়োঃ শ্রুতিমেকৈকাং গান্ধারশ্চেৎ সমাশ্রিতঃ॥

সঙ্গীতের বেলায়ও তাই। নিজের কথা লিখে জানাতে লজ্জা হয়, তবুও না জানিয়ে পারি না বলে সামান্ত লিখে জানাচ্ছি,—কারণ আপনারা শুনে, সুখী হবেন। প্রত্যেক স্থানে এত বড় বড় ষ্টেজ আছে যে তাহাতে দশ বার হাজার লোক বসিতে পারে। এই সব ষ্টেজ লোকে ভরে যায়,—যখন স্বরদ বাজাই। সে সময় ষ্টেজের আলো সব নিবিয়ে দেয়। তখন মনে হয়, সেখানে একজন লোকও নাই—সকলে এমনিই চুপ করে থাকে। স্বরদের মীড়যুক্ত তান নাট্যশালা ছেয়ে যায়। এরা আলাপ অতি মনোযোগ দিয়ে শোনে। আমাদের রাগ-রাগিণী শুনে বড় বড় মিউজিসিয়ান্ প্রোফেসারাও চোখের জল ফেলেন। স্বরদ বাজাইয়া এ দেশে যেরূপ সুখ পাইতেছি, এমন আনন্দ জীবনে নিজের দেশে পাই নাই। বাস্তবিক এরা কলাবিদ্যার আদর মন প্রাণ দিয়ে করে। বাজনা শেষ হইলে ৫।১০ মিনিট সময় পর্য্যন্ত করতালি দিতে থাকে, ফুল ছুঁড়ে ফেলে।

এ দেশের নানা ভাষার কাগজে আমাদের প্রশংসা লিখে। সে সব পত্রিকা আমাদের নিকটে আসে। ঐ সব ভাষা পড়িতে পারিবেন না বলিয়া পাঠাইলাম না।

ইউরোপ ভগবানের কৃপায় দেখিলাম, এর পরে কি দেখি শুনি পরে জানাইব। দিন ৪।৫ হইল, আমেরিকান কয়েকটি মেয়ে আমার স্বরদ শুন্তে এসেছিল। আগে শ্রীমান তিমিরবরণের স্বরদ অনেক বার শুনেছে, তার স্বরদ শুনে আনন্দ পেয়ে আমার স্বরদ শুন্তে আসে তখন বেলা তিনটা। আমি মূলতান বাজাতে আরম্ভ করে প্রথমে মনে করেছিলাম, এরা হয়ত কিছু বুঝ্বে না। কিন্তু যেই কতক্ষণ বাজিয়েছি, আর দেখি মেয়ে-গুলোর চোখ দিয়ে জল পড়্ছে। এ সব দেখে আমি আমার ভুল ধারণা মনে করে চক্ষু বুজে ঘণ্টাখানেক বাজালাম। বাজনা বন্ধ হওয়ার পর দেখি মেয়েরা চোখের জল মুছ্তেছে। এর পর ভীমপলশ্রী বাজালাম, তারপর বাজাইলাম জংলা পিলু, প্রত্যেক রাগেই এঁরা কাঁদ্লো। বাজ্না শুনার পর এরা এসে গুরুজনকে যে ভাবে আদর অভ্যর্থনা করে, সেরূপ ব্যবহার আমার সঙ্গে আরম্ভ করিল। এদের প্রাণ আছে,—এরূপ শ্রোতা জীবনে পাই নাই। যাবার সময় বলে গেল, "আমাদের মরা প্রাণে জীবন দান করিলেন, আর একদিন দয়া করে শোনাবেন।"

এ সব ব্যাপার ভগবান দেখাইতেছেন, আপনারা সকলে ভগবানের শ্রীচরণে অধমের জন্ত প্রার্থনা করিবেন, ভারতমাতার পুত্র বলিয়া যেন মার চরণে সম্মান নিয়ে ফিরে আস্তে পারি।

আশা করি ভগবানের কৃপায় আপনারা কুশলে আছেন। আমি ভগবান কৃপায় ভালই আছি। আপনার সকল ভাই, বন্ধু, কর্ম্মচারী মহাশয়দিগকে আমার আদাব জানাইবেন। ইতি আপনাদের—

আলাউদ্দিন

নিবেদন ঃ—মদীয় সঙ্গীতগুরু প্রোঃ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব বর্ত্তমানে উদয়শঙ্করের সঙ্গে পশ্চাত্যের নানা দেশ ভ্রমণ করিতেছেন। গুরুজী প্যারিস নগরী হইতে আমার কাছে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃত আদর পাশ্চাত্যবাসীরা কিরূপ করিতে জানেন, তাহার অতি সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কারণে এই পত্রখানি সঙ্গীত বিজ্ঞানের পাঠকবর্গকে পড়িবার সুযোগ দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ইতি

বিনীত—

শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

স্বরলিপি

ভৈরবী—তেতালা

সুমধুর ঝঙ্কারে মন বীণা বাজত,
সুললিত সুরে মন পরাণ নাচত।
প্রেমসে অনুরাগে, মন প্রাণ সদা জাগে,
চিত্তে সে নিরমল আনন্দে গাওয়ত।
জগত জীবন মিছা, সত্য সে সুন্দর।
সুর লয়ে মনপ্রাণ সদা রহ জাগরত॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীতারকনাথ রায়

	০	১	২´	৩	
II {	সা দা দা দা	পা -মা দা পা	মা জ্ঞা পা মা	জ্ঞা -া ঋা সা }	I
	সু ম ধু র	ঝ ০ ঙ্কা রে	ম ন বী ণা	বা ০ জ ত	
	০	১	২´	৩	
	ঋা সা ণ্দ্া ণ্া	সা জ্ঞা রা জ্ঞা	ণ্া সা -ঋা মা	জ্ঞরা জ্ঞা ঋা মা	II
	সু ল লি০ ত	সু রে ম ন	প রা ০ ণ	না০ ০ চ ত	
	০	১	২´	৩	
II {	দা -মা দা ণা	র্সা র্সা র্সা র্সা	র্সা র্জ্ঞা র্ঋা র্সা	ণা ণা দা পা }	I
	প্রে ০ ম সে	অ নু রা গে	ম ন প্রা ণ	স দা জা গে	
	০	১	২´	৩	
	জ্ঞা -পা পা পা	দা দা পমা জ্ঞরা	জ্ঞপা -দণা জ্ঞা মা	জ্ঞা -া ঋা সা	II
	চি ০ ত্তে সে	নি র ম০ ল০	আ০ ০১ ন ন্দ	জা ০ গ ত	
	০	১	২´	৩	
I {	দা মা দা ণা	র্সা র্সা র্সা র্সা	র্সর্ঋা র্জ্ঞা র্ঋা সা	ণা -া দা পা }	I
	জ গ ত জী	ব ন মি ছা	স০ ০ ত্য সে	সু ০ ন্দ র	
	০	১	২´	৩	
	জ্ঞা পা পা পা	দা দা পমা জ্ঞরা	জ্ঞা পা দা জ্ঞা	মা জ্ঞা ঋা সা	II
	সু র ল য়ে	ম ন প্রা০ ণ০	স দা র হ	জা গ র ত	

মৃদঙ্গ বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

ঝাঁপতাল—আড়ি

\+ ১ ০ ২
৩৯৯ । ঘেঘে দিন তাঘেন্না ধা তা কনাক থুন

\+ ১ ০
দ্রিঘেনে থু কড়ান তেটে তাকড়ান ৺তাতেটে

২ +
৺ঘড়ান দেৎ ধা

\+ ১ ০ ২
৪০০ । কেড়ে ধেনে ক্রেধা তেটে ক্রেধাক ক্রান্না

\+ ১ ০
দী দী ধেএটে ক্রেধা ক্রেধা ক্রেধা ঘড়ান

২ +
ক্রেধা ঘড়ান ক্রেধা ঘড়ান ধা

\+ ১ ০ ২
৪০১ । ক্রেধেনে ক্রেধা তেটে ক্রেধাক ক্রান্না দী দী

\+ ১ ০ ২
থুঙ্গা ঘেতাগ ধেএটে ক্রেধা ক্রেধা ক্রেধা

\+ ১ ০
তাগ ক্রেধেদ্দি ঘেনে ঘেনে ক্রেধা ঘড়ান

২ +
ক্রেধা ঘড়ান ক্রেধা ঘড়ান ধা

\+ ১ ০ ২ +
৪০২ । তেএনে নানা নাগেনে নানা দীক ধাকেটে

১ ০ ২ +
ধা ধা কেটে ধেকেটে ত্রেগে দিগ দিগ ধা

১ ০ ২
কতা তা গেনে ত্রেগে দিগ দাগ তেটে

\+ ১ ০ ২
তেটে ধা কতা তাগেনে ত্রেগে দিগ দাগ

\+
তেটে তেটে ধা

\+ ১ ০ ২
৪০৩ । ৺ত্রেগে ধা আনে কতা কতা কতান্না কেত্র

\+ ১
নান্ তেরে কেটে তাগ তেরেকেটে নাগ দেৎ

০ ২ + ১ ২
৺তা কড়ান ৺তা আতা ঘেনে ধা ১ ২৩ ৺তা

০ ২ + ১
কড়ান ৺তা আনে ঘেনে ধা ১ ২ ৩ ৺তা

০ ২ +
কড়ান ৺তা আনে ঘেনে ধা

\+ ১ ০ ২
৪০৪ । ধেরে কেটে কৎ ৺তা ঘে:নে কতা তাতা ত্রাণ

\+ ১ ০
দেৎ ধেএনে ধেএনে কতা ঘে ঘে দিন

২ + ১ ০
ধাত্রেকেটে তাগ ঘেনে ঘেনে কৎ ধাঃ ১২৩৪৫

২ +
ধা তেরেকেটে তাগ ঘেনে ঘেনে কৎ ধা

১ ০ ২
১২৩৪৫ ধা তেরেকেটে তাগ ঘেনে ঘেনে

\+
কৎ ধা

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

অতিথির মত রয়েছ দাঁড়ায়ে
বন্ধ কুটীর দ্বারে,
গভীর অন্ধকারে।
জীবন মরণে বরণ করিব
মঞ্জুল ফুলহারে।
এস এস সখা গোপনে
পরশ রাখিতে স্বপনে ;
সব দুখ স্মৃতি উঠুক জাগিয়া
নির্জ্জন অভিসারে,
গভীর অন্ধকারে।

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমিলনময় মুখোপাধ্যায়

আস্থায়ী

```
    ৩                     ০                   ১                    +
II {সা   রা   গা   -পা | পা   -া   পা   -া | পা   পা   পা   -া | পা পধা জ্ঞজ্ঞা জ্ঞা I
    অ    তি   থি   র্  | ম    ০    ত    ০  | র    য়ে   ছ    ০  | দাঁ  ০    ড়া   য়ে

                          ০
    পা   -ননা -ধা  ধা  | ধা   ধা   পা   -পা | -পা  পা   -ধা  -পা | -জ্ঞা গা  -গা  -গা I
    ব    ০    ন্   ধ   | কু   টী   র    ০  | ০    দ্বা   ০    ০  | ০    রে   ০    ০

    রা   গা   রা   -রা | রপা  -পা  -পা  ধা | গা   -গা  -গা  -রা | রগা  -গরা -সা  -া} I
    গ    ভী   র    ০   | অন্   ০    ০    ধ  | কা   ০    ০    ০  | রে   ০    ০    ০

    পা   গা   পা   -পা | পা   পা   -ধা  -ধা | ধা   -র্সা -না  র্সা | র্সা  র্সা  -া   -া I
    জী   ব    ন    ০   | ম    র    ণে   ০  | ব    র    ণ    ক  | রি   ব    ০    ০

    না   না   না   ধা  | পা  -মধা  পা   -পা | রমা  -পপা -া   রা | গা   -গা  রা   -সা II
    ম    ঞ্জু   ল    ফু  | হা   ০    রে   ০  | অ০   ন্০   ০    ধ  | কা   ০    রে   ০
```

অন্তরা

I সা ধ্‌া -ধ্‌া সা | রা -রা গা গা | -গা গা -জ্ঞগা -া | গা গা -া -া I
এ স ০ এ | স ০ স খা | ০ গো ০ ০ | প নে ০ ০

মা মা -া মা | -া মা মা মা | -া -া গমা -মা | পা -মা গা -া I
প র ০ শ | ০ রা খি ত্তে | ০ ০ স্ব০ ০ | প ০ নে ০

পা গা -গা পা | ধা ধা র্সা -র্সা | -র্সা র্সা র্সা -া | না র্রা র্সা -া I
স ব ০ ছ | খ স্ব তি ০ | ০ উ ঠু ক | জা গি য়া ০

না না ধা -পা | জ্ঞা ধা পা পা | রা গা রা -রা | রপা -পা -পা রা I
নি র্জ্জ ন ০ | অ ভি সা রে | নি বি ড় ০ | অন্‌ ০ ০ ধ

গা -গা -া -রা | রগা গরা -সা -া | সা -পা পা জ্ঞা | গা -রগা -রা -সা II
কা ০ ০ ০ | রে ০ ০ ০ | অন্‌ ০ ধ কা | রে ০ ০ ০

বর্ষা

(গান)

শ্রীদুলালী দেবী

কার এলোচুল ছেয়ে দিলে নীল গগনে,
কার নূপুরের শিঞ্জিনী রবে
দেয়া ডেকে ওঠে সঘনে।
কার আঁচরের দুরন্ত বায়
বনানীর বুকে দোলা দিয়ে যায়,
কার কলহাসি বিজলীর রূপে
মাতাইয়া দেয় ভুবনে।
কার আগমনী বাতাসের গানে
নদী কেন বহে কুলু কুলু তানে,
কার প্রেমাশ্রু ঝরে বার বার
মিলন কার মধু লগনে।

ঝুলন-গান

৺বিজলীরাণী সর্ব্বাধিকারী

দে দোল দে দোল দেরে দোল
আজি বাঁশীর রোল।
দোদুল ধরণী চমকে দামিনী
মেঘ মন্দ্র মাঝ ময়ূর মাতল
বাঁশী করেছে পাগল।
শাঙন শোভন কুঞ্জ পুঞ্জ ঘন
রস রূপ গন্ধ বিপিন বিভোল
জয় জয় রাধা বোল।
প্রেমক পুতলি প্রেমিকা পুতল
দোলত খেলত ভক্ত বৎসল
বাঁশী মিলাল যুগল।

স্বরলিপি

আড়ানা—ধামার

কাল তুম হা হা কর ছুটে হো মোহন
আজ অব হো বহোর ওহি ঢঙ্গ লীনে।
হা হা ইতনে হীসে ভুল গয়ে হো
নিপট চতুর প্রবীনে।
হা হা য়ে হোরী তো হোঁ ন বন্দেগী
গারী গরাহো সগরে মহীনে।
ঐসে লঙ্গর তুম কবকে ভয়ে হো
অতিহী সদারঙ্গ ভীনে॥

সদারঙ্গ। স্বরলিপি—শ্রীনরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩	১	০	২	০	
II মা পা না র্সর্রা	নর্সা -া -পধা	ণা -পা	পা পা	ণা -মা -পা	I
কা ল তু ম০	হা ০ ০	হা ০	ক র	ছু ০ ০	
৩	১	০	২	০	
মজ্ঞা -া মজ্ঞমা -পা	মজ্ঞা -া -মা	রা -া	সা -া	সন্া সা সা	I
ট ০ হো০ ০	মো ০ ০	হ ০	ন ০	আ ০ জ	
৩	১	০	২	০	
মজ্ঞা মরা মা -পা	মা পা -া	পধা পধা	না র্সা	র্সা -না -র্সা	I
অ ব হো ০	ব হো ০	র ০	ও হি	ঢ ০ ০	
৩	১	০	২	০	
র্রা -া -র্সা -া	নর্সা -র্রা -নর্সা	পধা -া	-পধা -া	-ণা -পা -া	II
ঙ্গ ০ ০ ০	লী০ ০ ০০	নে ০	০ ০	০ ০ ০	

১´ ০ ২ ০ ৩
II {মা -পা -া | পদা -পদা | না না | র্সা -না -র্সা | র্সা -া র্সা -া I
হা ০ ০ | হা ০ | ই ত | নে ০ ০ | হী ০ লে ০

১´ ০ ২ ০ ৩
র্সা -না -র্সা | র্রা -া | র্সা -া | পদা -ণা -পা | না -া -র্সা -া} I
তু ০ ০ | ল ০ | গ ০ | রে ০ ০ | হো ০ ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩
র্সা র্জ্ঞা -া | র্সা -র্রা | -া -র্সা | র্সা না -র্সা | পদা -া -না র্সা I
নি প ০ | ট ০ | ০ ০ | চ তু ০ | ০ ০ ০ র

১´ ০ ২ ০
র্সা নর্রা -র্সর্রা | -না -র্সা | পদা -া | -ণা -পা -া II
প্র বী০ ০০ | ০ ০ | ন ০ | ০ ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩
II {জ্ঞা -া -া | মা -া | মা মা | পা -মা -পা | পদা -া -ণা -পা I
হা ০ ০ | হা ০ | ই রে | হো ০ ০ | রী ০ ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩
মা -পা -া | পদা -া | -না র্সা | র্রা -না -র্সা | পদা -া -ণা পা} I
তোঁ ০ ০ | হোঁ ০ | ০ ন | ব ০ ০ | দে ০ ০ গী

১´ ০ ২ ০ ৩
মজ্ঞা -মা -রা | মা -া | পা -া | মজ্ঞা -মা -া | রা -া -সা -া I
গা ০ ০ | রী ০ | প ০ | বা০ ০ ০ | হো ০ ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩
সন্‌া সা -া | মজ্ঞা -া | -মা -া | পা র্সা -া | পদা -া -ণা -পা I
ন প ০ | রে ০ | ০ ০ | সু হী ০ | নে ০ ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩
মা -পা -া | পদা -া | না -া | র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা -া I
ঐ ০ ০ | সে ০ | ন ০ | দ র ০ | তু ০ ম ০

১´ ০ ২ ০ ৩
র্সা না র্সা | র্রা -া | র্সা -া | র্রা -না -র্সা | পদা -া পা পা I
ক ব ০ | কে ০ | ০ ০ | ভ ০ ০ | যে ০ হো ০

১´ ০ ২ ০ ৩
মা পা -া | না -া | -র্সা র্সা | র্মর্জ্ঞা -া -র্মা | র্রা -া র্সা -া I
অ ভি ০ | হী ন | ০ স | দা ০ ০ | র ০ দ ০

১´ ০ ২ ০
র্রা -না -র্সা | পদা -া | পদা -া | -পা -পা -া II II
ভী ০ ০ | নে ০ | ০ ০ | ০ ০ ০

গান

(রামপ্রসাদী)

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

দে মা তোর চরণখানি।
পরাণ মোর শীতল কর্ মা
তোর শীতল চরণ দানি'।
সংসারের এই ঘূরপাকে
পড়ে গেলাম বিষম্ ফাঁকে
তোর চরণ ভুলে গিয়ে মা
হ'ল আমার জীবনহানি।
চোখের ঠুলি দে মা খুলি'
আর রব না তোরে ভুলি'
অবোধ তোর সন্তানে মা
এবারে নে চরণে টানি'।

একটী অপ্রচলিত রাগ

চন্দ্রকোষ—সেতারখানি

কাহে সবদ শুনারে পাপিহা মোহে নিস্ দিন।
জিয়া উর্মগত পল ছিন সদারঙ্গ
কল্ না পড়ত দিন দিন॥

সংগ্রহ—ওস্তাদ মেহেদী হুসেন খাঁ। স্বরলিপি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

রাগ-পরিচয়—পূর্ব্বকালে ওস্তাদদের বিদ্যা গোপনের দরুণ কতকগুলি রাগিণী অপ্রচলিত ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহারা সেই রাগিণীগুলিকে ঘরাণা করিয়া রাখিতেন, কোনও স্থানে বিশেষ অনুরুদ্ধ না হইলে গাহিতেন না বা কাহাকেও শিখাইতেন না। চন্দ্রকোষ সেই রাগিণীগুলির অন্যতম; কাজেই ইহার ঠাট ও রূপ লইয়া মতভেদ সৃষ্ট হইয়াছে। শুনিতে পাইলাম, যে, অনেকের মতে চন্দ্রকোষ ওস্তাদজীর ঘরাণার (সেনী ঘরাণার) প্রচলিত সোয়াই রাগিণীর অনুরূপ (এই রাগিণী পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি)। এই মত ভুল কি ঠিক তাহা বলা যায়-না কারণ তাহাতে কোনও সিদ্ধান্তে আসার উপায় নাই; যতদিন পর্য্যন্ত সকল গুণী জ্ঞানী ওস্তাদগণ একমত হইবার এক খস্‌ড়া প্রস্তুত না করিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত এ মতভেদ থাকিবেই। তবে সোয়াই রাগিণীর পার্থক্য দেখাইবার জন্য আমি সেনী ঘরাণা অনুযায়ী চন্দ্রকোষ রাগিণীর রূপ ও গান যেরূপ শিখিয়াছি সেইরূপ প্রকাশ করিলাম; ওস্তাদজীর ঘরে এইরূপ বহু অপ্রচলিত রাগ-রাগিণী প্রচলিতরূপেই বর্ত্তমান আছে।

চন্দ্রকোষ ভৈরবী ঠাটের ওড়ো রাগিণী; ধৈবত (দা) ও নিখাদ (ণা) কোমল; রেখাব ও পঞ্চম বর্জ্জিত; মালকোষের কোমল গান্ধারের স্থানে শুদ্ধ গান্ধার ব্যবহার করিলেই এই রাগিণী হইবে।

আরোহণ—সা মা গা মা দা ণা র্সা। অবরোহণ—র্সা ণা দা মা গা সা।
বাদী—মধ্যম (মা) সমবাদী—ষরজ—(সা)

তাল পরিচয়—সেতারখানি দ্রুত। ১৬ মাত্রার তাল;—এই গানে একটু ঢিমালয়ে বাজাইতে হইবে।

ঠেকা—	+				৩				০				১			
	ধা	ধি	গ্	ধা	ধা	ধি	গ্	ধা	তা	তি	ক	তা	তা	ধি	গ্	ধা

---

* উচ্চারণ অনুসারে বানান লেখা হইল।

আস্থায়ী

১ + ৩ ০
সা II র্সা ণর্সা ণদা মা | মগা -গা সা ণ্‌া | সা ণ্‌দা -ণ্‌া সা | মা -মা -মা -মগা I
কা হে স ব দ হু | না ০ ই. পা | পি হা ০ মো | হে ০ ০ ০০

১ + ৩ ০
মা -ণদা র্সণা -র্সা | র্সা -র্সা ণর্সর্সণর্সা -ণা | -দা -মা গা -মা | -গা -গাঃ -সঃ I
নি ০০ ০ ০ | শ ০ দি ০০০ ০ | ০ ০ ন ০ | ০ ০ ০

অন্তরা

০ ১ + ৩
II মা দা ণা র্সা | র্গা -র্গা -র্সা র্সা | ণা র্সা র্সা -ণা | -দা মা -মা গা I
জি য়া উ মঁ | গ ০ ০ ত | প ল ছি ০ | ০ ন ০ স

০ ১ + ৩ ০
মা গা -গা সা | ণ্‌া সা মগা দমা | ণদা র্সণা র্সা র্সা | -ণা -দা মা গা I -মা গা গসা
দা য় ০ জ | ক ল না০ প | র ০ ত দি | ০ ০ ন দি ০ ন ০০

তান

৩ ১
১। ণ্‌সা গমা দণা র্সর্গা | র্সণা দমা গমা

১ + ৩ ০
২। দমা গসা ণদা মগা | সর্সা ণদা মগা সর্গা | র্সণা দমা গসা গমা | দণা দমা গসা

০ ১ + ৩
৩। সগা | মমা গমা গসা গমা | দদা মদা মগা মদা | ণণা দণা দমা দণা | র্সর্সা ণর্সা ণদা ণর্সা |

০ ১ + ৩
র্গর্গা র্সর্গা র্সণা দণা | র্সর্সা ণর্সা ণদা মদা | ণণা দণা দমা গমা | দদা মদা মগা সগা |

০
মমা গমা গসা

দ্রুত তান "বক্র" না হইয়া সাধারণতঃ "সিধাই" হয়।

স্বরলিপি

মিশ্র ভৈরবী—কাহারবা

কহিব কথা শুক্‌তারা গো তোমার সাথে,
তোমার ব্যথা আনিল বারি নয়ন পাতে।
যেন গো কবে হারায়ে কারে
খুঁজিছ বৃথা গগন পারে
না বলা কথা কহিও মোরে আজি এ রাতে।

তোমার মত আমিও একা রজনী জাগি,
কহিতে নারি গোপনে কাঁদি কাহার লাগি'!
এ রাতি যাবে বেদনা মোহে
শেষের কথা কহিব দোঁহে
মোদের স্মৃতি জাগিবে নিতি মৃদুল বাতে। *

কথা—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য

সুর—শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত

স্বরলিপি—কুমারী রেণুকা বসু (ছবি)

+ ২ + ২
II পা -পা পা দা | পা -া -া -সা I সা -জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সজ্ঞা -না -জ্ঞমা -পা I
ক হি ব ক | থা ০ ০ ০ শু কৃ তা রা | গো ০ ০ ০০ ০

জ্ঞা মা -জ্ঞা ঋা | সা -া -া -া I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা রা | জ্ঞা -া -জ্ঞরা -সা I
তো মা র্ সা | থে ০ ০ ০ তো মা রি ব্য | থা ০ ০০ ০

সা রা মা পা | মজ্ঞা -া -া -া I জ্ঞা জ্ঞা রা সা | রা -া -সা -ণ্া I
আ নি ল বা | রি ০ ০ ০ ন য় ন পা | তে ০ ০ ০

সা -জ্ঞা জ্ঞা ঋা | সা -া -া -া II
তো মা র সা | থে ০ ০ ০

---

* এই গানখানি শ্রীযুক্ত সন্তোষ সেনগুপ্ত "সেনোলা রেকর্ডে" গেয়েছেন।

স্থায়ীর "কহিব কথা" পর্য্যন্ত গাহিয়া "পা" হইতে কোমল "দা" স্বরে মীড় দিয়া অন্তরা গাইতে হবে, যথা :—

পা পা পা দা | পা -া -া -া I -দা দা দা পা | দা -া -দপা -মা II
ক হি ব ক | থা ০ ০ ০ যে ন গো ক | বে ০ ০০ ০

ইত্যাদি।

+ ২ + ২

II দা দা দা পা | দা -া -দপা -মা I মা পা দা মপা | মজ্ঞা -া -া -া I

যে ন গো ক | বে ০ ০০ ০ হা রা য়ে কা০ | রে ০ ০ ০

জ্ঞা মা মা মা | ণা -দা -ণা -া I র্সা র্সা র্ঋা ণা | র্সা -া -া -া I

খুঁ জি ছ বু | আ ০ ০ ০ গ গ ন পা | রে ০ ০ ০

র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা | র্জ্ঞা -া -া -র্জ্ঞদা I দা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা | র্সা -া -া -া I

না ব লা ক | থা ০ ০ ০ ক হি ও মো | রে ০ ০ ০

র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা | র্সা -া -র্ঋর্সা -ণা I ণা ধা ণা দা | পা -া -া -া I

না ব লা ক | থা ০ ০০ ০ ক হি ও মো | রে ০ ০ ০

সা -পা পা মা | মপা -দা -দপা -মা I জ্ঞা মা জ্ঞা ঋা | সা -া -া -া II

আ জি এ রা | তে০ ০ ০০ ০ তো মা র সা | থে ০ ০ ০

+ ২ + ২

II সা সা: সা ঋা | ণ্‌া -া -া -া I সা জ্ঞা জ্ঞা রা | জ্ঞা -া -রজ্ঞা -মা I

তো মা রি . ম | ত ০ ০ ০ আ মি ও এ | কা ০ ০০ ০

জ্ঞরা জ্ঞা সজ্ঞা ঋা | সা -া -া -া I সা -র্সা র্সা না | র্সা -া -া -া I

র০ জ নী০ জা | গি ০ ০ ০ ক হি তে না | রি ০ ০ ০

না র্সা না দা | পা -া -া -া I পা -র্রা র্রা র্রর্জ্ঞা | র্সা -া -া -া I

গো প নে কাঁ | দি ০ ০ ০ ক হি তে না | রি ০ ০ ০

না র্সা না দা | পা -া -া -া I পা পা দা মা | পা -ধা -না -র্সা I
গো প নে কাঁ | দি ০ ০ ০ কা হা র না | দি ০ ০ ০

ণধা ণা পণা দা | পা -া -া -দা I দা দা দা পা | দা -া -দপা -মা I
কা০ হা র০ না | দি ০ ০ ০ এ রা তি বা | বে ০ ০০ ০

মা পা দা মপা | মজ্ঞা -া -া -া I জ্ঞা মা মা মা | ণা -দা -পা -া I
বে দ না মো০ | হে ০ ০ ০ শে ষে র ক | থা ০ ০ ০

র্সা র্সা র্ঋা না | র্সা -া -া -া I র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা | র্জ্ঞা -া -া -জ্ঞদা I
ক হি ব কোঁ | হে ০ ০ ০ মো দে র স্ব | তি ০ ০ ০

দা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা | র্সা -া -া -া I র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা | র্সা -া -র্ঋর্সা -ণা I
জা গি বে নি | তি ০ ০ ০ মো দে র স্ব | তি ০ ০০ ০

ণা ধা ণা দা | পা -া -া -া I সা -পা পা মা | মপা -দা -দপা -মা I
জা গি বে নি | তি ০ ০ ০ স্ব ছ ন বা | ভে০ ০ ০০ ০

জ্ঞা মা জ্ঞা ঋা | সা -া -া -া II II
তো মা র সা | থে ০ ০ ০

স্বরলিপি

মিশ্র—দাদ্‌রা

আজি দখিনা বায়ে
একি অমিয় ঢালা,
কত কুসুম জাগা
যেন অনল জ্বালা।

কত রঙীন ফুলে
আমি গাঁথি যে মালা
শুধু নীরবে শুকায়
মোর বুকের ডালা।

আজি নিঝুম রাতে
ওগো দেবতা মম
এসো নয়ন পাতে
মধু স্বপন সম।

জেনো একটি কথা
মোর নিঠুর প্রিয়
দিনু পূজার লাগি'
হৃদি- অরঘ থালা॥

কথা—ডাঃ ফণীন্দ্রনাথ দে

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুকুমার দেব

সা সা II সরগা -রগা -া | -া গা পা I জ্ঞা -া -রা | -া রা রা I
আ জি দ০০ ০খি ০ | ০ না বা য়ে ০ ০ | ০ এ কি

সরা -রা সরা | -জ্ঞা রা জ্ঞা I সা -া -া | -া সা সা I
অ০ ০ মি০ | ০ য় ঢা লা ০ ০ | ০ (ক ত)

পা -া ধা | -া পা ধা I প্‌পা -মগা -া | -া গা গা I
কু ০ সু | ০ ম জা গা০ ০০ ০ | ০ যে ন

পদা -দা পা | -পা মা পা I জ্ঞরা -সা -া | -া -া -া II
অ ০ ন | ০ ল জ্বা লা০ ০ ০ | ০ ০ ০

মা মা II {মা -পা ণা | ধা -পঃ পাঃ I ণা -া -র্সা | -া র্সা র্সা I
ক ত র ঙ্ ০ | গী ন ফু লে ০ ০ | ০ আ মি

র্সর্রা -র্সর্রা ণধা | -পা পা ধা I ণা -া -া | -া ণা ণা} I
গাঁ০ ০০ থি০ | ০ বে মা লা ০ ০ | ০ (ক ত)

ধা -র্সা ণা | -ধা পা দা I পা -া -া | -া মা -মা I
নী ০ র | ০ বে দ কায় ০ ০ | ০ মো র্

দা -দা দা | -পা জ্ঞা রজ্ঞা I সা -া -া | -া -া -া II
বু ০ কে | ০ র ভা০ না ০ ০ | ০ ০ ০

সা সা II গজ্ঞা রা সা | -ণ্ ধ্ ণ্ I সা -া -া | -া সা সা I
আ জি নি০ ঝু ম | ০ য রা তে ০ ০ | ০ ও গো

গা -গা গা | গা গা -মা I গমা -া -া | -া মা মা I
দে ০ ব | তা য ০ য০ ০ ০ | ০ এ সো

গজ্ঞা মা গা | -া ঋগা -ঋা I সা -া -া | -া সা সা I
ন০ য় ন | ০ পা০ ০ তে ০ ০ | ০ ম ধু

ধ্ -া ণ্ | -ণ্ -জ্ঞা ঋা I সা -া -া | -া সা ঋসা I
ম ০ প ০ ন স ম ০ ০ | ০ যে নো

সা -র্সা -া | -র্সা র্সা র্সা I র্সা -র্রা -র্জ্ঞা | -র্রা র্সা -র্সা I
এ ০ ০ | কৃ টি ক ধা ০ ০ | ০ মো র্

ণা -া ধা | -া পা ধা I ণা -া -া | -া ণা ণা I
নি ০ ঠু | ০ র প্রি য় ০ ০ | ০ দি ছু

ধা -র্সা ণা | -ধা পা ধা I পা -া -া | -া মা মা I
পূ ০ জা | ০ র লা গি ০ ০ | ০ হৃ দি

দা -দা পা | -পা জ্ঞা রজ্ঞা I সা -া -া | -া -া -া II II
অ ০ র | ০ ঘ ধা০ লা ০ ০ | ০ ০ ০

গান

শ্রীস্বরজিৎ মৌলিক এম, এ

মা যে মোদের নয়রে কালো
মা যে আলোর ঝরণা ধারা
তাইতো নতি জানায় পদে
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা।

ব্যথায় ভরা জীবের লাগি'
মা যে মোদের সর্ব্বত্যাগী;
কে বলে মা উলঙ্গিনী
উন্মাদিনী আপন হারা।

মরণ ভয়ে ভাবিস্ যারা
আয়রে ছুটে আয়রে তারা,
কালের বুকে কালীর নাচন
দেখ্‌রে চেয়ে কেমন ধারা।

স্বরলিপি

ছায়া—তেতালা

অবহী ন আরে শ্যাম সুন্দর
কৈসে রহত ভবন পর।
নিশদিন উন লগী মন ভারত
কব আয়ে মেরো ঘর ॥

কথা ও সুর—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১				২´				৩				০			
{ন্সা	ধ্া	প্া	প্া	সা	-া	-া	সা	সা	-রা	-গা	ন্া	রা	-া	সা	-সা}
অ	ব	হী	ন	আ	০	০	রে	শ্যা	০	০	ম	সু	০	ন্দ	র

১				২´				৩				০			
ন্া	-সা	রগা	-মপা	-রা	গা	মা	পা	রা	গা	রগা	-মগা	-রা	-গা	রা	সা ‖
কৈ	০	সে০	০০	০	র	হ	ত	ভ	ব	ন০	০০	০	০	প	র ‖

১				২´				৩				০			
‖ পা	পা	র্সা	র্সা	র্সা	না	র্রা	র্সা	ধা	না	ধা	-র্রা	-র্সা	-র্সা	ধা	পা
‖ নি	শ	দি	ন	উ	ন	ল	গী	ম	ন	ভা	০	০	০	র	ত

১				২´				৩				০			
পা	পা	পা	-গা	মা	-রা	গা	-মা	পা	-পমা	রগা	-মপা	-গা	-মা	রা	সা ‖
ক	ব	আ	০	য়ে	০	মে	০	রো	০০	০০	০০	০	০	ঘ	র ‖

১ম তান—(৩) ন্সা রগা রগা মগা | (০) ধপা মগা রসা ন্সা |

২য় তান—(৩) র্সর্সা ধর্রা র্সনা ধপা | (০) মগা রগা মগা রসা |

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

দুর্গা—ত্রিতাল (দ্রুতলয়)

আরোহাবরোহণ— সা রা মা পা ধা র্সা ধা পা মা রা সা।

জাতি—ঔড়ব ; বর্জ্জিত স্বর—গান্ধার ও নিষাদ ; বাদী—মধ্যম ; সংবাদী—ষড়জ ; সময়—দিবা দ্বিতীয় প্রহর।

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীসুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরী, বি-এ

আস্থায়ী

১ + ৩ ০
II -া মা -া পা | ধা -া মা পা | মা ধধা পা মা | -া রা -া সা I
০ ডা ০ রা ডা র্ ডা রা ডা ডিরি ডা রা ০ ডা ০ রা

১ + ৩ ০
ধ্‌া -া সা ধ্‌া | -া সা রা মা | পা মা ধা পা | মা রা -া সা II
ডা র্ ডা ডা র্ ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডা র্ ডা

অন্তরা

১ + ৩ ০
II র্সা র্সা ধা মা | -া পা ধা র্সা | র্রা র্রা র্সা র্সধা | -া র্রা র্সা -া I
ডা রা ডা ডা ০ রা ডা রা ডা রা ডা ডা র্ ডা রা ০

১ + ৩ ০
ধা র্সর্সা র্সর্সা পা | ধধা ধধা মা পপা | মা ধধা পপা মা | -া রা -া সা II
ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা র্ ডা ০ রা

তান

১ + ৩ ০
১। সা ররা মমা পপা | ধধা র্সর্সা ধধা র্রর্রা | র্সা ধা -া পা | মা রা -া সা I
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডা র্ ডা ডা ডা র্ ডা

১ +
"-া মা -া পা | ধা"........
০ ডা ০ রা ডা

+ ৩ ০ ১
২। সা ররা মমা ররা | মমা পপা মমা পপা | মমা পপা ধধা পপা | ধধা র্সর্সা ধধা র্সর্সা I
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+ ৩ ০
ধধা র্সর্সা র্রর্রা র্সর্সা | র্রর্রা র্মর্মা র্রর্রা র্মর্মা | র্মর্মা র্মর্মা র্রর্রা র্সর্সা |
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

১ +
ধধা পপ মা পা I ধা
ডিরি ডিরি ডা রা ডা

+ ৩ ০ ১
৩। সা রা মা পা | ধা পা ধা মা | পা মা ধা পা | মা রা -া সা I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ০ ডা

+ ৩ ০ ১
ম্া প্া ধ্া সা | ধ্া সা রা সা | রা মা রা সা | রা মা পা ধা I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

+ ৩ ১
মা পপা ধধা র্সর্সা | ধধা র্রর্রা র্সর্সা ধধা | র্রর্রা র্সর্সা ধধা পপা | মমা ররা সা -া I
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা র্

\+ ৩ ০ ১
মা পপা ধধা সʹা | -া মমা -া পা | ধা -া সʹা -া | মা পপা ধধা সʹা I
ডা ডিরি ডিরি ডা ০ ড্রাঁ০ র্ ডা ডা র্ ডা র্ ডা ডিরি ডিরি ডা

\+ ৩ ০ ১ +
-া মমা -া পা | ধা -া সʹা -া | মা পপা ধাধা সʹা | -া মমা -া পা I ধা
০ ড্রাঁ০ র্ ডা ডা র্ ডা র্ ডা ডিরি ডিরি ডা ০ ড্রাঁ০ র্ ডা ডা

\+ ৩ ০ ১
৪। ধা -া -া ধা | ধধা ধধা ধধা ধধা | ধধা ধধা ধধা ধধা | ধধা ধধা ধধা ধধা I
ডা ০ ০ রা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

ধধা ধধা ধধা ধধা | ধধা মমা মমা পপা | পপা পপা পপা পপা | পপা পপা পপা পপা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
সসা ররা মমা মমা | মমা মমা মমা মমা | সসা ররা মমা মমা | মমা মমা মমা মমা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
সসা ররা মমা মমা | সসা ররা মমা মমা | সসা ররা মমা সসা | ররা মমা সসা ররা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
সসা ররা মমা পপা | পপা ধধা ধধা ধধা | ধধা ধধা ধধা ধধা | ধধা ধধা পপা পপা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
ররা মমা পপা ধধা | ধধা র্র্রা র্সর্সা র্সর্সা | র্সর্সা র্সর্সা র্সর্সা র্সর্সা | র্সর্সা র্সর্সা র্সর্সা র্সর্সা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
ধধা পপা ধধা মমা | মমা মমা পপা ধধা | মমা ধধা পপা মমা | ররা ররা সসা সসা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
ধ্ধ্া সসা সসা ধ্ধ্া | সসা সসা ধ্ধ্া প্প্া | ম্ম্া প্প্া প্প্া ধ্ধ্া | ধ্ধ্া সসা সসা সসা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
ররা মমা ররা মমা | পপা ধধা পপা ধধা | মমা পপা ররা মমা | সসা ররা ধ্ধ্া সসা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১ +
সসা ররা মমা পপা | ধা -া সসা ররা | মমা পপা ধা -া | সসা ররা মমা পপা I ধা
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা

\+ ৩ ০ ১
৫। র্সা র্সা ধা পা | মা রা মা পা | ধা -র্সা -র্সা ধা | -র্সা -র্সা ধা পা I
রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০ ০ ডা ০ ০ ডা রা

\+ ৩ ০ ১
পা -ধা -ধা পা | -ধা -ধা পা মা | মা -পা -পা মা | -পা -পা মা রা I
ডা ০ ০ ডা ০ ০ ডা রা ডা ০ ০ ডা ০ ০ ডা রা

\+ ৩ ০ ১
রা -মা -মা রা | -ম' -মা রা সা | স´া ররা ররা সা | মমা মমা রা পপা I
ডা ০ ০ ডা ০ ০ ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি

\+ ৩ ০ ১
পপা মা ধধা ধধ' | সসা ররা মমা ররা | মমা পপা মমা পপা | ধধা পপা ধধা স´স´া I
ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
র´র´া স´স´া ধধা র´র´া | স´স´া ধধা স´স´া ধধা | পপা ধধা পপা মমা | ধধা পপা মমা ধধা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
পপা মমা পপা মমা | ররা মমা ররা সসা | ধ্‌া -া সা ধ্‌া | -া রা সা -া I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ রা ডা ০ রা ডা ০

\+ ৩ ০ ১
মা রা -া পা | মা -া ধা পা | -া স´া ধা -া | র´া ধা -া স´া I
রা ডা ০ রা ডা ০ রা ডা ০ রা ডা ০ রা ডা ০ রা

\+ ৩ ০ ১
পপা ধধা স´া পপা | ধধা স´া পপা ধধা | স´া -া -া -া | প্‌প্‌া ধ্‌ধ্‌া সা প্‌প্‌া I
ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ০ ০ ০ ডিরি ডিরি ডা ডিরি

\+ ৩ ০ ১
ধ্‌ধ্‌া সা প্‌প্‌া ধ্‌ধ্‌া | সা -া -া -া | মমা পপা ধা মমা | পপা ধা মমা পপা I ধা
ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ০ ০ ০ ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা

(আগামী সংখ্যায় ইহার ঝঙ্কারগুলি প্রকাশিত হইবে।)

স্বরলিপি

বাউল—দাদ্‌রা

ওরে ও সন্ধ্যাতারা
চাহিস্ কেন নিমেষ হারা
ঐ আকাশে রং লেগেছে
আলোয় আলো অন্ধকারা।

সুদূর হতে ইঙ্গিতে হায়
ডাকলি আমায়—"আয় ফিরে আয়"
পারের বাঁশী বাজলে তীরে
চলবে ফিরে এ ঘরছাড়া।

যাত্রীরা সব সঙ্গে যেতে
কাট্‌ল বাঁধন কালের স্রোতে
রই একেলা দিন গুণে আজ
বয় নয়নে অশ্রুধারা।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

II	সা	গা	-া	|	গা	গা	-া	I	সা	গা	-া	|	মা	গমা	-পদা	I
	চা	হি	স্	|	কে	ন	০		নি	মে	ষ	|	হা	রা০	০০	
	-মপা	-া	মা	|	গা	সরা	-গমা	I	গা	-রা	গা	|	রা	সা	-া	I
	০০	০	ও	|	রে	ও০	০০		স	ন্	ধ্যা	|	তা	রা	০	
	পা	-দা	দা	|	পা	দা	-া	I	পা	-পা	দা	|	পা	পা	-দা	I
	ঐ	০	আ	|	কা	শে	০		রং	০	লে	|	গে	ছে	০	
	মপা	মা	-া	|	গা	গা	-া	I	সা	-গা	গা	|	মা	গমা	-পদা	I
	আ০	লো	য়	|	আ	লো	০		অ	ন্	ধ	|	কা	রা০	০০	
	-মপা	-া	মা	|	গা	সরা	-গমা	I	গা	-রা	গা	|	রা	সা	-া	II
	০০	০	ও	|	রে	ও০	০০		স	ন্	ধ্যা	|	তা	রা	০	

:I মা পা -পা | না না -না I র্সা -র্সা র্সা | র্রা না -া I
হ দূ র্ | হ তে ০ ই ০ দি | তে হা য়
যা ত্রী ০ | রা স ব স ০ দে | বে তে ০

র্সা র্সা র্গা | র্রা র্সা -র্রা I না না র্সা | র্সা র্সা -র্রা I
ডা ক্ লি | আ মা য়্ আ য় ফি | রে আ ০
কা টু ল | বাঁ ধ ন্ কা লে র | স্রো তে ০

-না -না র্সা | -া -া -া I পা পা র্সা | র্সা র্সা -র্রা I
০ ০ য় | ০ ০ ০ পা রে র | বাঁ শী ০
০ ০ ০ | ০ ০ ০ র ই এ | কে লা ০

না -র্সা না | ধা পা -া I মা -ধা পা | মা গা -া I
বা জ্ লে | তী রে ০ চ ল্ বে | ফি রে ০
দি ন্ শু | শে আ জ্ ব য়্ ন | য় নে ০

সা -ঋা গা | মা গমা -পদা I -মপা -া মা | গা সরা -গমা I
এ ঘ র | ছা ড়া০ ০০ ০০ ০ ও | রে ও০ ০০
অ ০ শ্রু | ধা রা০ ০০ ০০ ০ ও | রে ও০ ০০

গা -রা গা | রা সা -া II
স ন্ ধ্যা | তা রা ০
স ন্ ধ্যা | তা রা ০

স্বরলিপি

গৌড়মল্লার—তেতালা

শ্যাম সুন্দর মেরি পকরো না বৈয়াঁ।
প্যারে পিহরয়া লাগু তোরে পৈয়াঁ॥
তুম বড়ে ঢিট কহ্নাই প্রগট ভয়ে।
রমণ ঠাড়ে মোসে লেত বলৈয়াঁ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়

আস্থায়ী

	০					১					+					৩					
II	রগা	-মপা	গা	মা	|	রা	গরা	সন্া	সা	|	রা	রা	গরা	গা	|	মা	-পা	মগা	-মা	I
	শ্যাo	oo	ম	সু	|	ন্দ	রo	মেo	রি	|	প	ক	রোo	না	|	বৈ	o	য়াঁo	o	

	০					১					+					৩					
	পা	-া	না	না	|	র্সা	র্সা	ণা	পা	|	মা	-া	রগা	-মপা	|	গা	-া	মগা	-মা	I
	প্যা	o	রে	পি	|	হর	য়া	লা	গুঁ	|	তো	o	রেo	oo	|	পৈ	o	য়াঁo	o	

অন্তরা

	০					১					+					৩					
II	পা	পা	পা	পা	|	নধা	-া	না	না	|	র্সা	র্সা	-া	র্সা	|	র্সা	র্রা	না	র্সা	I
	তু	ম	ব	ড়ে	|	ঢি	o	ট	ক	|	হ্না	ই	o	প্র	|	গ	ট	ভ	য়ে	

	০					১					+					৩					
	পা	না	না	না	|	র্সা	-া	ধণা	পা	|	মা	-া	রগা	মপা	|	গা	-া	মগা	-মপা	II
	র	ম	ণ	ঠা	|	ড়ে	o	মো	-সে	|	লে	o	তo	বo	|	লৈ	o	য়াঁo	oo	

তান

	+				৩				
১।	ণ্সা	রমা	পনা	র্সর্া	র্সণা	পমা	গমা	রসা	I
২।	ন্সা	গমা	রগা	মপা	ধপা	মগা	মরা	ন্সা	I
৩।	পমা	পধা	মগা	মপা	গরা	গমা	রসা	ন্সা	I
৪।	রগা	মরা	গমা	গমা	ধপা	মপা	গমা	রসা	I

সঙ্গীত

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার সাধন প্রণালীর সহিত শিক্ষার্থীর পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহার কতগুলি সুকঠিন ক্রিয়া আছে, যাহার সাহায্য ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষায় নানারূপ বিঘ্ন ঘটে। এই প্রবন্ধে প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য কয়েকটি প্রণালী লিপিবদ্ধ করিলাম, আশা করি তৎ সাহায্যে শিক্ষার্থীগণ উপকৃত হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি

"ক" এই বর্ণটীর লিখিবার সাঙ্কেতিক চিহ্ন—"ক"। যখনই "ক" এই ধ্বনিটি শ্রবণগোচর অথবা উচ্চারিত হয়, তখনই "ক" বর্ণের এই রূপটি (মূর্ত্তিটি) মনে পড়িবে। পুনরায় যখন এই বর্ণটীর রূপ দেখিব, তখনই ইহার ধ্বনিটী মনে আসিবে। "কাকের" ডাক শুনিলে তাহার মূর্ত্তি মনে পড়ে। কোন পুত্র-শোকাতুরা মাতার ক্রন্দন শুনিলে শোকেরই আবির্ভাব হয় এবং তাহার সেই মূর্ত্তিটী মনে পড়ে।

রাগ-রাগিণীগুলি এক একটা বিশেষ স্বর বিন্যাস মাত্র। এই বিশেষ বিশেষ স্বরবিন্যাস (রাগ-রাগিণীগুলি) শুদ্ধ ও সালঙ্কৃত ভাবে অন্তরের সহিত গাহিলে অথবা বাজাইলে সেই সেই ভাবোদ্দীপক হইয়া মূর্ত্তি বিশিষ্ট হইয়া পড়ে।

রাগরাগিণীগুলি একাধিক একঘেয়ে অলঙ্কারে শ্রুতি মধুর হয় না, বরং বিরক্তিই উৎপাদন করে। সর্ব্বমত্যন্তম্ গর্হিতম্। কিন্তু যদি অলঙ্কারগুলি নূতন নূতন ছাঁচে ও আকারে (ছন্দে ও বিন্যাসে রাগরাগিণীগুলির মূলমূর্ত্তি ঠিক্ রাখিয়া) যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা যায়, তবে মূর্ত্তিটী নব নব বেশে ও ভাবে সজ্জিত হইয়া মনোমুগ্ধকর হয়।

অলঙ্কারের এই বিচিত্রতাই মধুরতা আনয়ন করে। কোন বাস্তব মূর্ত্তির নূতন নূতন পরিচ্ছদের সজ্জাই ইহার নিদর্শন। "সুন্দরকে ভালবাসাও শিক্ষাসাপেক্ষ" (ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকা) ব্যাকরণ না জানিলে ভাষার সম্যক উপলব্ধি হয় না। ব্যাকরণের বন্ধন ব্যতীত ভাষা সাকার হয় না" (ভ্রাঃ দিঃ পঞ্জিকা)। সঙ্গীত বিষয়েও

তদ্রূপ। যাহার যে বিষয়ে যতদূর জ্ঞান, তাহার সেই বিষয়ে অনুভূতিও তদনুরূপ। শুনা যায় শিকারীরা বনে ফাঁদ পাতিয়া কোন বিশেষ পশু অথবা পক্ষীর অনুরূপ স্বরের শব্দ করিলে সেই সেই পশু, পক্ষী ফাঁদে আসিয়া পড়ে।

রাগরাগিণীগুলি সঠিকভাবে গাহিলে অথবা বাজাইলে তাহাদেরই মূর্ত্তি অন্তরে বিকাশ পায়। রাগরাগিণীর মূর্ত্তিগুলি তাহাদেরই ভাবের ব্যক্তরূপ।

গীত-সোপান

শরীর বিবেক বা ষট্‌চক্র—সঙ্গীত সাধনার বস্তু। ইহাকে ভ্রামরী প্রাণায়াম বলে। আমাদের শরীরের মধ্যে সার্দ্ধ ত্রিসপ্ততি সহস্র নাড়ী আছে। তাহাদের মধ্যে চতুর্দ্দশটী নাড়ী প্রধান, যথা—"সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা, কুহু, পয়স্বিনী, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, বারুনা, যশস্বিনী, বিশোদরা, শঙ্খিনী, পুষা, সরস্বতী ও অলম্বুষা।" এই নাড়ীগুলির মধ্যে সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা প্রধানতমা। মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে বাম পার্শ্বে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ইড়া, পিঙ্গলা ও মধ্যভাগে সুষুম্না বিদ্যমান। ইড়া, চন্দ্রের এবং পিঙ্গলা সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত। সুষুম্না, চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নিস্বরূপ সত্ত্বরজ-তমোময়ী এবং প্রস্ফুটিত ধুতুরা পুষ্পবৎ। ইহারা মূলাধার পদ্ম হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার পদ্মে শেষ হইয়াছে। সুষুম্না নাড়ীতে ছয়টী পদ্ম আছে—(১) মূলাধার (২) স্বাধিষ্ঠান (৩) মণিপুর (৪) অনাহত (৫) বিশুদ্ধ (৬) আজ্ঞা (৭) সহস্রার।

যোগীগণ, সুষুম্না নাড়ী অবলম্বনে পূরক, কুম্ভক ও রেচকের দ্বারা তরলচিত্তকে স্থির করিয়া ষট্‌চক্র ভেদ পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে ইহা দুরূহ।

চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদায়িনী সুষুম্না মার্গে সিদ্ধিলাভ করিবার একটী সহজ পন্থা হইতেছে "সঙ্গীত।" কারণ "সঙ্গীতে" প্রাণায়ামের কার্য্য স্বতঃই হইয়া থাকে বলিয়া সহজেই সমাধি আসে। গন্ধর্ব্ববেদ সেইজন্য সঙ্গীতকে উচ্চাসন দিয়াছেন—

"ত্রিবর্গ ফলদাঃ সর্ব্বে দানাধ্যায় জপাদয়ঃ।
একং সঙ্গীত-বিজ্ঞানং চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদম্‌।"

প্রকৃত সঙ্গীত সাধক উদারা, মুদারা, তারা এই তিন সপ্তক বা গ্রাম অবলম্বনে সুষুম্না পথে আরোহণ ও অবরোহণ দ্বারা সহজেই সমাধি প্রাপ্ত হয়। (গ্রাম বলিতে সাধারণতঃ ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার গ্রাম বুঝায় বটে, তবে উদারা, মুদারা, তারা এই তিন সপ্তককেও তিনটি গ্রাম বলা হয়)।

স্বরের স্থান

আমাদের শরীরের মধ্যে স্বরসমূহ অবস্থান করিতেছে। শাস্ত্রমতে নাভিপথে যে মণিপুর চক্র আছে তাহা ষড়জের স্থান অর্থাৎ ষড়জ নাভিপথ হইতেই উৎপন্ন হয়। তাহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে ঋষভের স্থান। তদূর্দ্ধে হৃদিপথে অর্থাৎ অনাহত চক্রে গান্ধারের স্থান, তদূর্দ্ধে কণ্ঠে বা বিশুদ্ধ চক্রে মধ্যমের স্থান, ইহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে পঞ্চমের স্থান। ললাটে আজ্ঞাচক্রে ধৈবতের স্থান এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে অর্থাৎ সহস্রচক্রে নিখাদের স্থান।

গ্রাম

নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত স্থানকে তিনটী প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—নাভিপদ্ম হইতে হৃদিপদ্ম, হৃদি হইতে কণ্ঠপদ্ম ও কণ্ঠ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র। ইহারা প্রত্যেকটিই এক একটি গ্রাম।

নাভি হইতে হৃদি-পদ্ম পর্য্যন্ত উদারা গ্রাম বা প্রথম সপ্তক (উদারা—যাহা উদর হইতে নির্গত হয়) অর্থাৎ মন্দ্র স্থান (১) হৃদিপদ্ম হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত মুদারা গ্রাম বা দ্বিতীয় সপ্তক (মধ্যস্থান হইতে যাহা উত্থিত হয়) অর্থাৎ মধ্যম স্থান। (২) কণ্ঠ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত তারাগ্রাম বা তৃতীয় সপ্তক (তার অর্থে, উচ্চ)

ষড়জ ও মধ্যমগ্রাম পৃথিবীতে এবং গান্ধার গ্রাম দেবলোকে গীত হইয়া থাকে। কারণ ষড়জ গ্রাম স্বাভাবিক।

মধ্যম গ্রামকে খরজ করিলে শুধু নি কোমল করিলেই স্বাভাবিক ঠাট পাওয়া যায়, কিন্তু গান্ধারকে খরজ করিলে ঋ গ ধা কোমল ও ক্ষা কড়ি করিলে স্বাভাবিক ঠাট পাওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রামে সকল রাগ গাহিবার বা বাজাইবার সুবিধা হয় না। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম দুইটী মনুষ্যলোকে সুবিধার জন্য পৃথিবীতে, কিন্তু * গান্ধার গ্রাম সহজসাধ্য নয় বলিয়া দেবলোকে গীত হইয়া থাকে। স্বরের উৎপত্তি :—

সঙ্গীতজ্ঞদের মতে পশুপক্ষীর স্বর বা ডাক হইতে সপ্তস্বরের সৃষ্টি হইয়াছে ; যেমন :—

ষড়জ··· ময়ূরের ডাক হইতে
ঋষভ··· গাভীর··· মতান্তরে ভেকের ডাক হইতে
গান্ধার··· ছাগের··· „ গাভী „ „
মধ্যম··· বকের··· „ কোকিল „ „
পঞ্চম··· কোকিল
ধৈবত··· অশ্বের
নিষাদ··· হস্তীর

সঙ্গীত দর্পন বলেঃ—

ষড়জং বদতি ময়ূরঃ পুনং স্বরমৃষভং চাতকোব্রূতে
গান্ধারাখ্যংচ্ছাগো নিগদতিচ মধ্যমং ক্রৌঞ্চঃ। ১৭০
গদাতি পঞ্চমমঞ্চিতবাক্ পিকোবটতি ধৈবতমুন্মদ দর্দ্দুর
শৃনি সমাহত মস্তক কুঞ্জরো গদতি নাসিকযা
স্বরমন্তিতম্।১৭১

নারদজ মতে যথা ঃ—

ষড়জরোতি ময়ূরোহি গজেনর্দ্দন্তিচর্ষভম্।
অজা বিরৌতি গান্ধারং ক্রৌঞ্চোননাদি মধ্যমম্॥
পুষ্পসাধারণ কোলে কোকিলো রৌতি পঞ্চমম্।
অশ্বশ্চ ধৈবতং রৌতি নিষাদং রৌতি কুঞ্জর॥

সপ্তস্বরের উৎপত্তি ও নামকরণ

১। না সা, কণ্ঠ, বক্ষ, তালু, জিহ্বা, এবং দন্ত হইতে যে স্বর উৎপত্তি হয় তাহাকে ষড়জ (সা) কহে।

১ ক। ছয়টী স্বর যাহা হইতে জন্মে তাহাই ষড়জ (সা)।

২। ষণ্ডের ন্যায় শব্দ, তজ্জন্য ইহা ঋষভ (রা)

৩। নাভি হইতে উঠিয়া যে স্বর কণ্ঠ ও শীর্ষদেশে সমাহত হয় এবং গন্ধর্ব্বগণের আনন্দ উৎপাদন করে, তাহা গান্ধার (গা)

৪। নাভি হইতে উঠিয়া যে স্বর হৃদিমধ্যে সমাহত হয় তাহা মধ্যম (মা)

৫। নাভি, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, শির, হৃদয় পঞ্চস্থানে সমুদ্ভূত হয় বলিয়া সেই স্বর পঞ্চম (পা)

৬। যে স্বর নাভি, কণ্ঠ, তালু, শির, হৃদয়ে ধৃত হয়, তাহা ধৈবত (ধা)

৭। নাভি হইতে সমুৎপন্ন বায়ু, কণ্ঠ, তালু ও পরে শিরে আঘাত করিয়া স্থিত হয় বলিয়া তাহা নি-ষা-দ (নি)।

রত্নাবলীর মতে—স্বরের উৎপত্তি

ঋগবেদ হইতে ··· ··· ষড় ও ঋষভ।
যজুর্ব্বেদ ··· ··· মধ্যম্ ও ধৈবত।
সামবেদ ··· ··· গান্ধার ও পঞ্চম্।
অথর্ব্ববেদ ··· ··· নিষাদ।

* "সঙ্গীতচন্দ্রিকা" প্রথম ভাগ শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত দ্রষ্টব্য।

শুদ্ধ ও বিকৃত

শুদ্ধ ও বিকৃত ভেদে স্বর বিবিধ। সপ্তস্বরের যেটি স্বাভাবিক ক্রম তাহা শুদ্ধ। স্বাভাবিক স্বর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ বা কিঞ্চিৎ নিম্ন অর্থাৎ তীব্র বা কোমল হইলে তাহা বিকৃত বলিয়া কথিত।

সাঙ্কেতিক ভাষায় ইহাকে কড়ি ও কোমল বলা হয়। স্বরের ব্যবধান হিসাবে আমরা শুদ্ধ বা বিকৃত স্বর প্রাপ্ত হই। সা, রা, গা, মা, পা, ধা, না, এবং সা ইহাকে অষ্টক্ বা ইংরাজীতে Octave বলা হয়। এই সাতটি স্বরের প্রত্যেক দুইটী স্বরের মধ্যস্থিত ব্যবধান সমান নহে অর্থাৎ সা, রা, গা, পা, ধা, না, ইহাদের প্রত্যেকের দুইটী স্বর পূর্ণান্তরে অবস্থিত এবং গা মা, না সা, এই দুইটীর স্বর অর্দ্ধান্তরে অবস্থিত। এই গুলি শুদ্ধ স্বরের কথা। এখন দেখা যাক্ সা হইতে রা-এ না উঠিয়া অর্থাৎ পূর্ণান্তরে না গিয়া অর্দ্ধান্তরে উঠিলে যে স্বর পাওয়া যায় তাহা ঋ অপেক্ষা নিম্ন অর্থাৎ কোমল; অতএব ইহাকে কোমল ঋ কহে। আবার এই কোমল ঋা, সা অপেক্ষা উচ্চ; অতএব ইহাকে তীব্র সা বলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু সা ও মা এবং না ও সা ইহারা অর্দ্ধান্তর বিশিষ্ট, অতএব ইহাদের মধ্যে কোমল বা কড়ি নাই।

আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য—আমাদের "সঙ্গীতে" ম ব্যতীত আর কোন স্বর কড়ি বা কোমল নাই। এইরূপে আমরা শুদ্ধ ও বিকৃত সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটী স্বর পাই।

যথা—

শুদ্ধ—সা, রা, গা, মা, পা, ধা না।

বিকৃত—ঋা জ্ঞা, হ্মা দা ণা।

কণ্ঠ সুমিষ্ট করার নিয়ম

ভাল রকম আসনে বসিতে হইবে। মাথা, ঘাড়, আর পিঠের মেরুদণ্ড, এক সরল রেখায় সোজা থাকা চাই। সমস্ত শরীরের ভারটী অস্থি পঞ্জরের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। সুস্থ, শান্ত ধীরভাবে বসিবে। মনে মনে এক বলিয়া শ্বাস গ্রহণ কর, দুই বলিয়া ছাড়। কতক্ষণ এরূপ করার পর 'এক' 'দুই' বলিয়া শ্বাস লও, 'তিন' 'চার' বলিয়া ছাড়। মাত্রাগুলি সমান হওয়া চাই। সুবিধা মনে করিলে দুই, দুই মাত্রাকে ভাগ করিয়া চার, চার মাত্রাও করা যায়।

এখন দুই অথবা চার মাত্রাও সমানভাবে তালে তালে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকুক। একটু পর এখনও দেখা যাইতে পারে শ্বাস বা প্রশ্বাস দুই, একমাত্রা লম্বা হইয়া চলিতেছে। সেই সময় দুই একমাত্রা যাহা দরকার লম্বা করিয়া শ্বাস নিবে, বা প্রশ্বাস ছাড়িবে, তারপর আবার আগের মত মাত্রা দিয়া সাধন কর।

ঠিক্‌ঠাকভাবে করিতে পারিলে তিনচার মাসেই ফল পাওয়া যাইবে। মুখের লালিত্য বাড়ে, চেহারা সুন্দর হয়, কণ্ঠ মিষ্ট হইতে থাকে। এই সাধনে শরীর মন সমস্তই সংযত ও সুশৃঙ্খল হয়।

আশ-সাধন

সা রে গা মা ইত্যাদি না বলিয়া শুধু আ আ বলিয়া সাধন করাকেই আশ-সাধন বলা হয়।

আ, ই বা উ দ্বারা আশ সাধন করা যায়। স্বরসাধনে এক দুই ক্রমে ১৫টী সাধন দেওয়া হইয়াছে। এইগুলির প্রত্যেকটির আশেও সাধন করা প্রয়োজনীয়।

* * *

বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়া নিজের স্কেলের মুদারায় সা ধর এবং অনামিকায় তারার সা ধর। হারমোনিয়ামে শুধু স-র্স বাজুক, এখন গলায় সা, রে, গা, মা ইত্যাদি আরোহণ, অবরোহণ ক্রমে সাধিয়া লও। মাঝে মাঝে ভুল হইতে পারে। যেখানে যেখানে সন্দেহ হইবে, তর্জ্জনী বা মধ্যমা দিয়া সেই সেই পর্দ্দা টিপিয়া দেখিবে। গলা না মিলিলে মিলাইয়া লইবে। এই সাধনে গলা ঠিক হয়, পরীক্ষা ও

বুঝিবার ক্ষমতা বাড়ে এবং চাবিগুলির সহিত পরিচয় হইবে। এইরূপে এক দুই হইতে পনরটী পর্য্যন্ত এবং ভবিষ্যতেও যতগুলি সাধন দেওয়া যাইবে, সমস্তগুলিই সাধিত হইবে। তানপুরায় সাধার কাজ অনেকটা ইহাতে হইবে। রে গা মা ইত্যাদি ভুল হইলেও তানপুরাতে প্রথম প্রথম ধরা শক্ত। হারমোনিয়ম্ এ বিষয়ে সুবিধা।

সা রা ।, সা গা ।, সা মা ।, সা পা ।, সা ধা ।, সা না ।, সা র্সা ।, র্সা । না ।, র্সা । ধা ।, র্সা । পা ।, র্সা মা ।, র্সা । গা ।, র্সা । রা । র্সা । সা।

ষড়জ অবলম্বন করিয়া শুধু কণ্ঠে বাকি ৬টী স্বর বাহির করিবার সাধন হইলে, ৩২ (১৬) সাধনটা দরকার।

সাধন অভ্যাসের পর, কেবলমাত্র সা শুনিয়া যে কোন স্বরই গলা হইতে বাহির করা যাইবে।

সাধনও এ বিষয়ে আরো একটু সাহায্য করিবে।

সা রা সা, সা রা গা রা সা, সা রা গা মা গা রা সা, সা রা গা মা পা মা গা রা সা, সা রা গা মা পা ধা পা মা গা রা সা, সা রা গা মা পা ধা না ধা পা মা গা রা সা, সা রা গা মা পা ধা না র্সা, র্সা না র্সা, র্সা না ধা না র্সা, র্সা না ধা পা ধা না র্সা, র্সা না ধা পা মা পা ধা না র্সা, র্সা না ধা পা মা গা মা পা ধা না র্সা, র্সা না ধা পা মা গা রা গা মা পা ধা না র্সা, র্সা না ধা পা মা গা রা সা; সবগুলি আশেও সাধিতে হইবে।

ঝুলন-গীতি

(গান)

কুমারী পারুলপ্রভা দাশগুপ্তা

ঝুলনে ঝুলিছে রাধাশ্যাম,
শো'ভে দুঁহু অ:ঙ্গ নানা ফুলদাম।
সুন্দর শ্যাম কোলে
সুন্দরী রাধা দোলে
সখীগণ দেয় দোল দোলে অবিরাম।

যমুনা পুলিনে হেরি যুগলকিশোর
গোপীগণ হ'ল আজি প্রেমেতে বিভোর
কুঞ্জ বিপিন মাঝে
শ্যাম রাধা কিবা সাজে
নয়নেতে হেরি আজি রূপ অভিরাম!

তেলেনা *

ভৈরব—ঢিমে তেতালা

ত্রেত্রে দিম্ তাদিম্ তানুম্ তানা দেরেনা।
দেরেনা দেরেনা দিম্ দিম্ তানা নানা নানা ॥
তেলেনানা দিম্ দিম্ তাদিম্তা নানা নানা,
নাদের্ দের্ দের্ তুম্দের্ দানি তাদিম্ তাদিয়ানা ॥

ব্যবহার—ঋ, দ, ণ, ন।

কথা ও সুর—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস

স্বরলিপি—কুমারী শেফালিকা মুখার্জ্জী

আস্থায়ী

	০	১	২´	৩
{ গা II	ঋা সা সা ন্‌া	সা দ্‌া ন্‌া সা	মা মা গা ঋা	সা মা -া } I
ত্রে	ত্রে দি ম্ তা	দি ম্ তা নু	ম্ তা না দে	রে না ০

	০	১	২´	৩
মা	মা গা মা পা	পা মা গা মা	ণা দা পা মা	গা ঋা সা II
দে	রে না দে রে	না দি ম্ দি	ম্ তা না না	না না না

অন্তরা

	০	১	২´	৩
II {	দা দা না না	র্সা র্সা র্সা র্সা	র্সা ঋ́া ঋ́া র্সা	না না দা পা } I
	তে লে লা না	দি ম্ দি ম্	তা দি ম্ তা	না না না না

০	১	২´	৩	
পা র্সা না র্সা	দা না দা পা	মা গা গা মা	ঋা সা সা	II
না দের্ দের্ দের্	তুম্ দের্ দা নি	তা দি ম্ তা	দি য়া না	

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

বাঁট

১। আস্থায়ীর বাঁট,—ফাঁকের সাড়ে তিন মাত্রা পরে ধুন।

০ ১ ২´

II (ঋা সা সা ন্ঃ) গঃ | ঋসা সন্া সদ্া ন্ঃা | মমা গঋা সঃ মা মঃ |

ত্রে দি ম্ তা ত্রে | ত্রে দি ম্ তা দি ম্ তা হু | ম্ তা নাদে রে না দে |

৩ ০ ১

মগা মপা পমা গমা I ণদা পমা গঋা সগা | ঋসা সন্া সদ্া ন্সা |

রেনা দেরে না দি ম্ দি ম্ তা নানা নানা নাত্রে | ত্রে দি ম্ তা দি ম্ তাহু |

আস্থায়ীর সমে গেল।

২। অন্তরার বাঁট—সমের দুই মাত্রা পরে ধুন, তেহাই সহ।

২´ ৩ ০

II (মা মা) দদা ননা | র্সর্সা র্সর্সা র্সঋা ঋর্সা | ননা দপা পর্সা নর্সা |

ম্ তা তেলে নানা | দি ম্ দি ম্ তাদি ম্ তা | নানা নানা নাদের্ দের্ দের্ |

১ ২´ তেহাই :— ৩

দনা দপা মগা গমা I ঋসা সগা ঋসা সন্া | সদ্া ন্সা মগা ঋসা |

তুম্ দের্ দানি তাদি ম্তা দিম্না নাত্রে ত্রে দি ম্ তা | দিম্ তা হু ম্ ত্রে ত্রে দি |

০ ১

সন্া সদ্া ন্সা মগা | ঋসা সন্া সদ্া ন্সা |

ম্ তা দি ম্ তা হু ম্ ত্রে | ত্রে দি ম্ তা দি ম্ তাহু |

২´ ৩

(মমা গঋা | সমাঃ) | তাল পরিবর্ত্তন। তাল কাওয়ালী।

ম্ তা না দে | রেনা |

আস্থায়ী

০ ১ ২´ ৩

{ গঃ II ঋসা সন্া | সদ্া ন্সা | মমা গঋা | সমাঃ } I

ত্রে ত্রে দি ম্ তা | দি ম্ তা হু | ম্ তা না দে | রেনা

০ ১ ২´ ৩

মঃ | মগা মপা | পমা গমা | ণদা পমা | গঋা সঃ II

দে | রেনা দেরে | নাদি ম্ দি | ম্ তা নানা | নানা না

অন্তরা

	০		১		২´		৩		
II {	দদা	ননা	র্সর্সা	র্সর্সা	র্সঋা	ঋর্সা	ননা	দপা	} I
	ত্তেলে	লানা	দিম্	দিম্	তাদি	ম্তা	নানা	নানা	

০		১		২´		৩		
পর্সা	নর্সা	দনা	দপা	মগা	গমা	ঋসাঃ	সঃ	II II
নাদেব্	দেব্দেব্	তুম্দেব্	দানি	তাদি	ম্তা	দিয়া	না	

ভৈরব রাগ মতান্তরে কোমল—ঋ, দ। 'ন' স্বাভাবিক।

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার বি-এ

ছোট দশকোষীর ঘাঁত

১ ২
১। ধেই তা তা ধেটা ধেই তা তা ধেটা তা তা

৩ ৪
তা (আ) ধেটা তা তা তা তা

৩ ২
ত্তেই তাতা ধেটা ধেই তা তা ধেটা ধেই তা তা

৩ ৪
ধেটা ধেই তা তা ধেটা ধেই ধেই

১ ২
২। ত্তেৎ তা ধে না ত্তেৎ তা ধে না

৩ ৪
তেটে ত্তেটে ধেনা তাগ ধেনা

১ ২
ধেটা গ্রেধে (এ)ন্না ধেটা ধেটা তাখি তাতা ধেটা

৩ ৪
ধেই ধেই ধেই কুর কুর

১ ২ ৩
৩। ধেই ধেটা ধেনা ধেটা তাখি তা ধেই

৪ ১ ২
গুর্‌গুর্‌ তা খি নিতা গি ঘি নিতা ঘেনের্‌

৩ ৪
ঘেত্তি নিতা খেটা ঘেত্তি নিতা ঘেত্তি নিতা

১ ২
দাগে নের্‌ঘে তা তা তা তা তা তা ত্রেকেট্‌

৩
খেটা তেরে খেটা তাখি গে গে ঘে (এ)

৪ ১ ২
তা তা তা তা ঝা তা তেই তিনি তেই

৩ ৪
গুর্‌ গুর্‌ দাঘি নাগ ধেই দাঘি নাগ ধেই
দাঘি নাগ

১ ২
৪। ধেই তেৎ তা গুর্‌ গুর্‌ ধেই তেৎ তা

৩ ৪ ১
গুর্‌ গুর্‌ ধেই (ই) না খেটা ধিনা তেৎ তা

২ ৩
ক্রান্‌ না খেটা (আ) গ্রে ধেন্না তাকা তেই

৪ ১
তাকা তেই তি না তিনি তেই ঘেনের্‌ ঘেনা

২ ৩
গে ঘে নে (এ) ধেই গুর্‌ গুর্‌ তিনি তেই

৪
ঘেনের্‌ ঘেনা গে ঘে নে (এ)

১ ২
৫। ধো তেৎতা খেটা তাখি তেরে খেটা নাক

৩ ৪
তাখি তেরে খেটা গ্রেধে (এ) ন্না খো (ও)

১ ২ ৩
ধেই খেটা নাও তে:র খেটে নাও ত্রেকেট্‌ ত্রেকেট্‌

৪ ১
নাও (ও) ধেই খেটা তেই তেই খেটা তেই

২
তেই খেটা তেই খেটা তেই তেই খেটা তেই

৩ ৪ ১
তেই খেটা তেৎ তা ধি না (আ) তেৎ তা

২ ৩ ৪
ধি না তেৎ তা ধিনা তেৎ তা ধিনা (আ)

১ ২
ধেন্‌ ধেন্‌ তা তা খেটা খেটা তাক তাধে (এ

৩ ৪
ন্না তা ধে (এ) ন্‌ ধেন্‌ তাধে(এ)ন্‌ ধেন্‌
ত্রেকেট ত্রেকেট্‌

মূর্চ্ছনার সময় শেষ ওয়াদ্দার তৃতীয় তাল হইতে—

৩ ৪ ১
তা ধে (এ) ন্না তা গুর্‌ গুর্‌ ঘেনা তিনি তা

২ ৩
ঘিনিতা ঘেনা গুর্‌ গুর্‌ তা তা (আ) তা ঝা

৪
ঝা (আ) ঝা—ঝা

১ ২
৬। ঝা (আ) ত্তি তি (ইন) দা খিটি তি (ই)ং

৩ ৪
তাখি তেরে খিটি তা (আ) তিতি (ইন্) দা

১
খিটি তিন্ দা গুর্ গুর্ ধে (এ) ম্না (আ)

২ ৩ ৪
গুর্ গুর্ ধে ম্না তিনি তিনি ধো তেং তা

১ ২
(আ) গুর্ গুর্ ধেই তেং তা খেটা জাঘি না

৩ ৪
ঘেনা তাঘে না তা খেটা ঝা (আ) তিনি

১ ২ ৩
তিন্ দা তেটে থো থো দিগী দিগী ধি ধি

৪
ধি (ই)।

১ ২ ৩
৭। ছুটা ছুটা ছুটা ভাই চৈতন্ত নিতাই রাধা

৪ ১ ২ ৩
ধেয়াও (ও) রাধা ধেয়াও কৃষ্ণ ধেয়াও কৃষ্ণ

৪ ১ ২ ৩
ধেয়াও কৃষ্ণ চৈতন্ত ধেয়াও কৃষ্ণ ধেয়াও অদ্বৈত

৪ ১ ২
সীতানাথ তাকে ধেয়াও তাকে ধেয়াও তাকে

৩ ৪ ১
ধেয়াও তাকে ধেয়াও তাক তাক তেরে খেটা

২ ৩ ৪
খেটা তাক তেরে খেটা নাগ ধিনি ধেম্না (আ)

১ ২ ৩ ৪
নাগ ধিনি ধেম্না নাগধিনি ধেম্না ধেম্না তিনি

ধে(এ) ম্না(আ) গুর্ গুর্।

মূর্চ্ছনের সময় ইহার পর হইতে—

১ ২
ঝা (আ) কুর্‌কুর্ তেং তা তা (আ) কুর্‌কুর্ তেং তা

৩ ৪
ঝা (আ) ত্রেকেট ঝা (আ) তেই ইত্যাদি ২নং মূর্চ্ছন্।

উক্ত বোলটি বাজাইবার সময় মুখে বোলের আবৃত্তি করিতে হইবে এবং শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া মৃদঙ্গে আঘাত করিতে হইবে।

রাধা—ত্রে ধেই।

কৃষ্ণ—কৃ—ত্রে, ষ্ণ—খে+না

অদ্বৈত—তেং ধেইয়া।

সীতানাথ—খেত্তি নি খি।

অন্যান্য শব্দগুলির ঘাতন বিধি পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

ক্রমশঃ

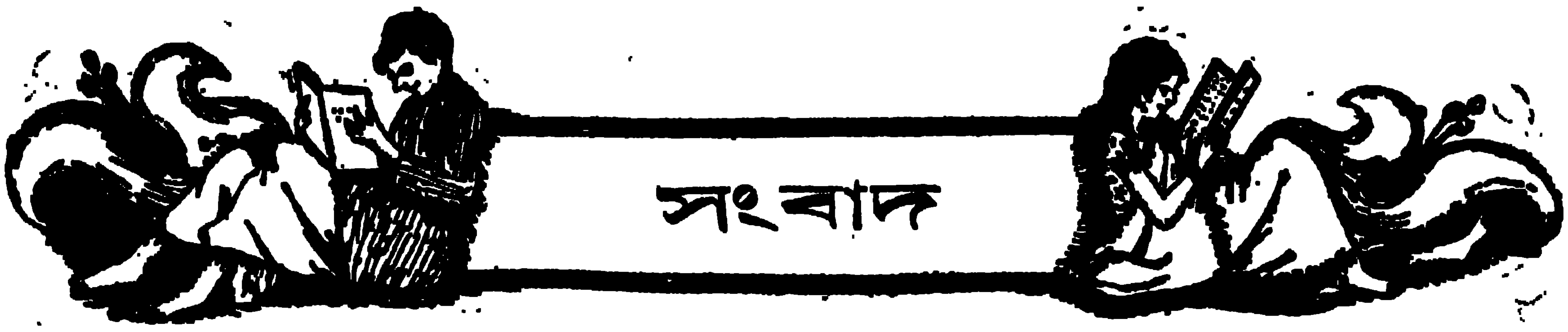

বাঙ্গালী গায়কের সম্মান

বাংলার ছাত্র-সমাজের সুপরিচিত সুগায়ক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন হইল রেঙ্গুন বেঙ্গল একাডেমীর সঙ্গীত শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়া রেঙ্গুন গিয়াছেন। নরেশবাবু তথায় যাইয়া মাত্র অল্পদিনের

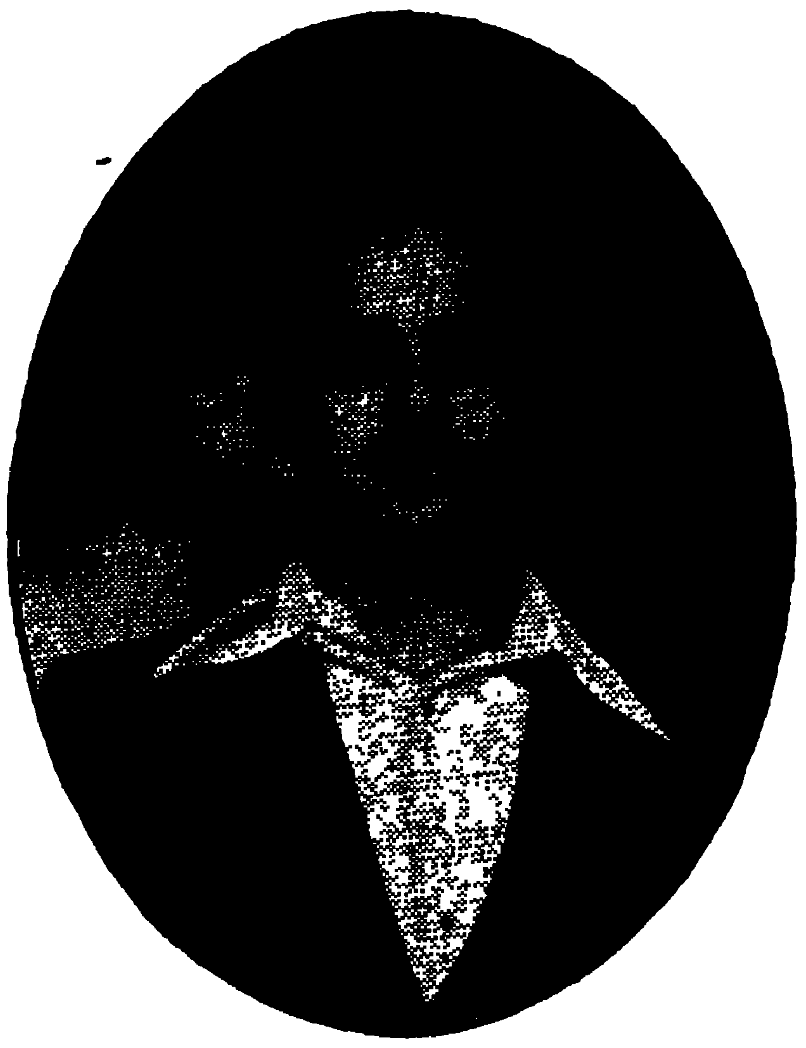

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষাপ্রদানে ছাত্রদিগকে সুগঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং কয়েকটী জলসায় তাঁহার কণ্ঠ সঙ্গীত এবং সেতার, এস্রাজ ও সুরবাহার বাদ্য বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। কলিকাতার কয়েকটী সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে প্রতিযোগীতা করিয়া উপর্য্যুপরি প্রথম স্থানাধিকার করিয়াছিলেন। নরেশবাবু সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। আমরা এই তরুণ গায়কের সম্মানলাভে গৌরব বোধ করিতেছি।

কুমারী সুধারাণী চৌধুরী

বিগত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রায় ছয়শত প্রতিযোগীদিগের সঙ্গে খেয়াল, ঠুংরী, কীর্ত্তন ও আধুনিক বাংলা গান গাহিয়া কুমারী সুধারাণী (গীতা) বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। এ জন্য কুমারী গীতার শিক্ষক সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিশ্বাস মহাশয়ও টিচার্স প্রাইজ পাইয়াছেন। ইনি রংপুর মহিগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত ভুবন-

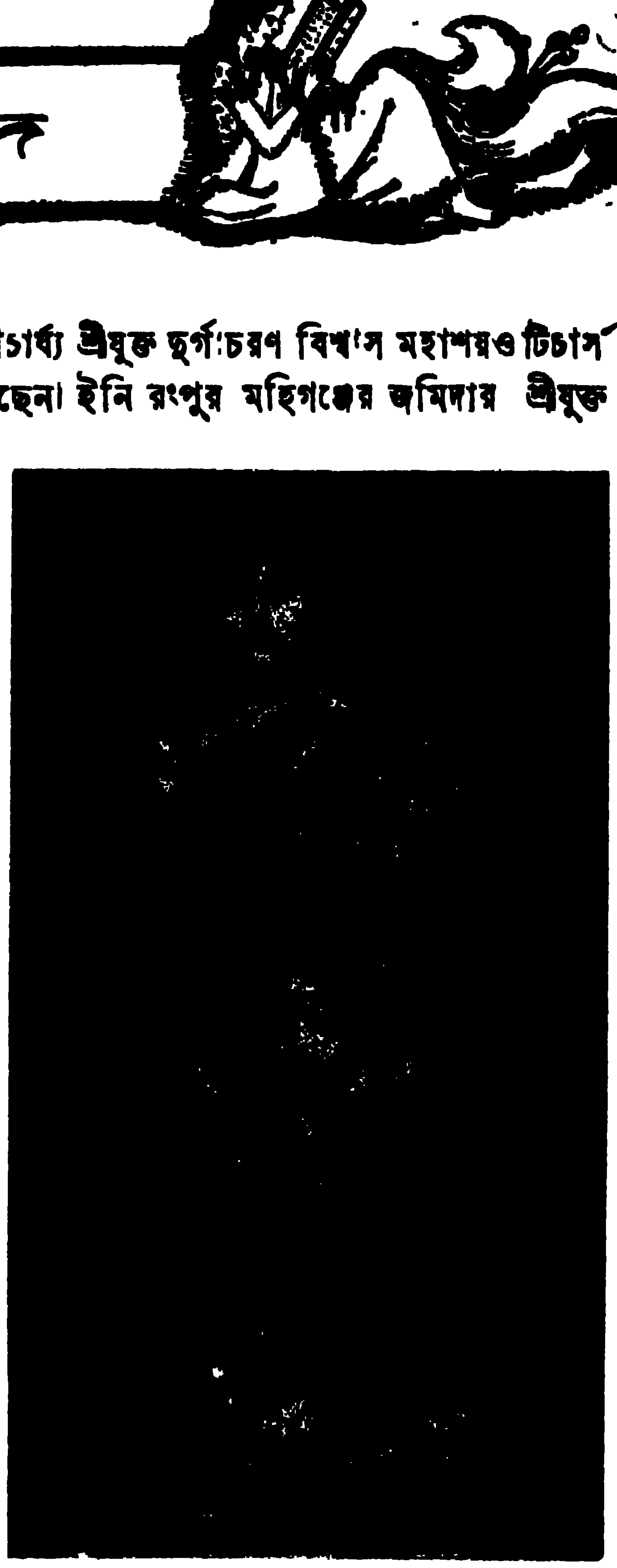

কুমারী সুধারাণী চৌধুরী

বিহারী চৌধুরী মহাশয়ের প্রথমা কন্যা। কুমারী গীতার সঙ্গীতচর্চ্চার ভাবী সাফল্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পরলোকে সুপ্রসিদ্ধ সেতারী

সুপ্রসিদ্ধ সেতারী জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কিছুদিন হইল লোকান্তর ঘটিয়াছে। তিনি যে একজন সুপ্রতিষ্ঠ সেতারী ছিলেন, তাহা বাংলার গীত-রসিক সমাজে নূতন করিয়া দিবার নহে। আমরা তাঁহার বিস্তৃত জীবনী ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

তাঁহার এই পরলোক গমনে বাংলার সঙ্গীত ক্ষেত্রের বিশেষ ক্ষতি হইল। পরিশেষে তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা দ্বারা অমরাত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

শোক-সভা

গত ২রা জুন সন্ধ্যা ৮টায় কুঠিবাড়ী সঙ্গীত সঙ্ঘের উদ্যোগে, বঙ্গ-বিশ্রুত মৃদঙ্গাচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগচি মৃদঙ্গ রত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে সঙ্গীত সঙ্ঘ গৃহে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক খলিফা আবেদ হোসেন খাঁ সাহেবের পরলোক গমনে একটি শোক-সভা হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে গায়ক আলাউদ্দিন গুরুগম্ভীর স্বরে সময়োচিত একটি শোক-সঙ্গীত করেন, তৎসহ শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দত্ত মহাশয় পাখোয়াজ সঙ্গত করেন। অতঃপর মহাত্মার আত্মার শান্তি কামনা করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বেতারে দিনেন্দ্র স্মৃতি-সভা

গত ১৯শে জুলাই রবিবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় বেতার অনুষ্ঠানে স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজাকল্পে এক সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই সভায় মাননীয় হিরণ্যকুমার মিত্র বাহাদুর এবং অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। স্মৃতি-পূজার আয়োজনকল্পে যাঁহারা উদ্যোগী ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অনাদি দস্তিদার প্রমুখ বাসন্তী বিদ্যাবীথির কর্তৃপক্ষগণের শ্রমস্বীকার সত্যই প্রশংসনীয়। বাসন্তী বিদ্যাবীথির ছাত্রীগণের রবীন্দ্র ও দিনেন্দ্র সঙ্গীত এবং সেতার, পিয়ানো বাদ্য বিশেষ নিপুণতার পরিচয় দিয়াছে। এ সভার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র বাহাদুর কর্তৃক বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত রচিত দিনেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ, প্রফেসার মন্মথ বসুর শ্রদ্ধাঞ্জলীপূর্ণ অভিভাষণ এবং বিনয় ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় স্বরচিত "দিনেন্দ্র-স্মরণে" শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করিয়া দীনেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে রবীন্দ্রকুমার বসু মহাশয় একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিয়া সভার সমাপ্তি করেন।

বর্ষা-বরণ

গত ২৮ ও ২৯এ আষাঢ় শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ মহকুমায় কতিপয় সঙ্গীতোৎসাহী ভদ্রমহোদয়গণের উদ্যোগে বর্ষা-বরণ নামক একটি গীতি-নাটিকার অভিনয় স্থানীয় বালিকাদিগের দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই নাটিকাটী কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ, ৺অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল এবং শ্রীহট্টের উদীয়মান গীতিকবি জগদীশ সেনের বর্ষা বিষয়ক গীত সমষ্টিকে সুসংবদ্ধ করিয়া অভিনয়োপযোগী করা হইয়াছিল। আমরা এই উৎসবের পরিচালক শচীন রায়, রণজিৎ নাগ, যোগেন চক্রবর্ত্তী, অনিল রায়, মৃণাল দেব রায় প্রভৃতিকে তাঁহাদের সুপরিচালনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

খড়দহ সঙ্গীত সমাজে শোক-সভা

গত ৪ঠা জুলাই, শনিবার সন্ধ্যায়, খড়দহ সঙ্গীত সমাজে বিখ্যাত স্বরদবাদক প্রফেসর ধীরেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে ভারতশ্রেষ্ঠ তবলাবাদক খলিফা আবেদ হোসেন খাঁ সাহেবের পরলোক গমনে একটী শোকসভা হইয়াছিল। উক্ত সভায় খাঁ সাহেবের কৃতী ছাত্র টালা নিবাসী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ কার্য্যবশতঃ উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না বলিয়া একটি পত্রদ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হীরুবাবুর এই পত্র পাঠান্তে তাঁহার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভারম্ভে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ খাঁ সাহেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। পরে সঙ্গীত সমাজের সেক্রেটারী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় খাঁ সাহেবের স্মৃতিকল্পে, হীরুবাবুর অধিনায়কত্বে, খড়দহে একটি বাৎসরিক সম্মিলনীর পরিকল্পনা ও তাঁহার একটি প্রতিকৃতি সঙ্গীত সমাজে রাখিবার প্রস্তাব করিলে সভ্যগণ সানন্দে তাহা সমর্থন করেন। খাঁ সাহেবের অন্যতম ছাত্র খড়দহ নিবাসী শ্রীযুত শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার এই প্রতিকৃতির ও বাৎসরিক স্মৃতি রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার পরলোকগত ওস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শরৎবাবুর এই সদিচ্ছায় সভ্যগণ ও সেক্রেটারী নিজে আন্তরিক ধন্যবাদ দেন। পরিশেষে খড়দহস্থ সমবেত সঙ্গীতজ্ঞগণ গীতবাদ্যাদি দ্বারা মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণ কামনা করেন। রাত্রি ১২টায় সভা শেষ হয়।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

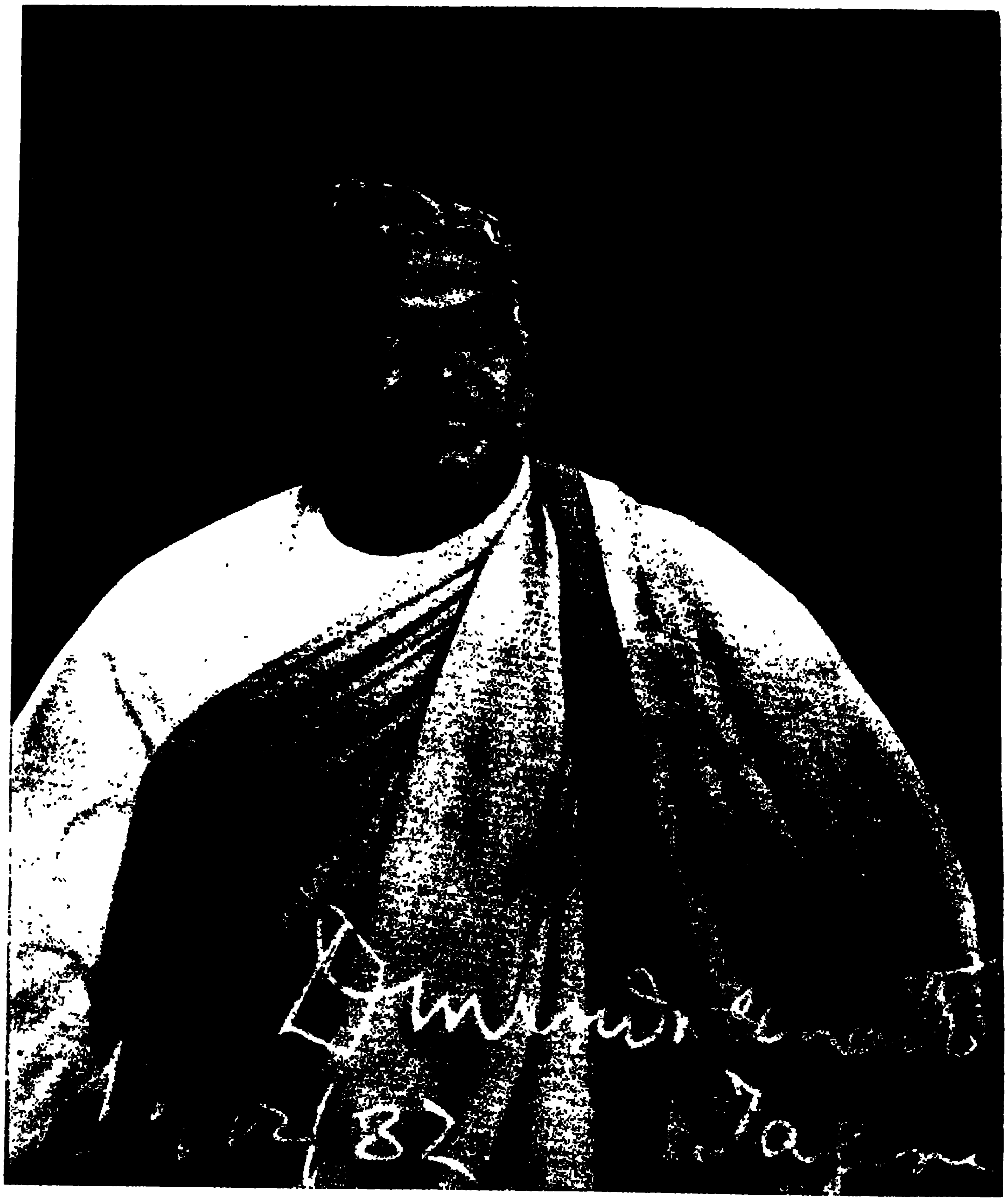

স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা

১৩শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৪৩ সাল { ৫ম সংখ্যা

দিনেন্দ্র-স্মরণে *

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

আজিকেও বরষিছে শ্রাবণের মেঘপুঞ্জমালা
আজিও গাহিছে গান ধরিত্রি সুন্দরি,
পরাণের বীণাতন্ত্রে ছন্দঃ নব মুখরি' নিরালা
জীবনের গাহি গান আপনি গুঞ্জরি'।

এমনি মধুর খনে বরষার উৎসব-সভায়
রচিতে রচিতে সুর হে সুর-পূজারী,
আপনারে নিঃস্ব করি' এ বিশ্বের সঙ্গীত সভায়
দিতেছিলে নব সুর আপনা উজাড়ি'।

* গত ১৭শে জুলাই বেতারে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় লেখক কর্তৃক পঠিত।

সহসা আসিল তব স্বরগের নব নিমন্ত্রণ
তাহার মোহন মায়া পরশি' অন্তর
যাদুমন্ত্র সম তোমা সম্মোহিল মৃত্যু আবাহন
নিয়ে গেল মর্ত্ত্য হ'তে করি' লোকান্তর।

মুখরিত সুরসভা স্তব্ধ হ'ল যেন চিরতরে,
শোকের আঁধার ছায়া অমা-রাত্রি সম
আবরিল বিশ্বপ্রাণ—বেদনার পূত অশ্রু ভরে
করিয়াছে শোকাতুরা ধরণীরে মম।

হে দিনেন্দ্র! তোমার প্রয়াণ-লগ্ন কত বিষাদের
সাক্ষী তার মানবের অশ্রু-রুদ্ধ-ভাষা,
সঙ্গীত-হিমাদ্রি সম তুমি ছিলে বিশ্বভারতীর
পূর্ণরূপ—যাহা ছিল অপূর্ণিত আশা।

মৃত্যু নহে কভু জানি গৌরবের অন্তিমপ্রয়াসী
চিরোজ্জ্বল থাকে তাহা কীর্ত্তি ইতিহাসে
তাহারে স্মরিয়া বিশ্ব শ্রদ্ধাভরে উঠিবে উচ্ছ্বাসি'
পুণ্যব্রতী নরনারী পবিত্র উল্লাসে।

দুঃখ মোর নাহি কিছু বিধাতার নিষ্ঠুর আঘাতে
জানি তাহা জগতের চিরন্তনী রীতি;
মানবের মৃত্যু আনে রূপান্তর অমর আত্মাতে
নিখিল বিশ্বেতে রাখি' গৌরবের গীতি।

হে সুর-নৃপতিশ্রেষ্ঠ আজি এই পুণ্য-স্মৃতি-দিনে
ঊর্দ্ধ হ'তে দিও তুমি তব পুরস্কার
বাজুক তোমার মন্ত্র অন্তরের ছন্দঃ পূর্ণ বীণে
আজি তুমি লও মোর শ্রদ্ধা নমস্কার!

সঙ্গীত পারিজাতঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

নিষাদং পূর্ব্বমাদায় মূর্চ্ছনা কাপি নোদিতা।

শুদ্ধ ধৈবতরাহিত্যাচ্ছুদ্ধষট্ক বিয়োগতঃ ॥ ১১৮

পূর্ব্ব নিষাদযোগে কোথাও মূর্চ্ছনা রচনার কথা বলা হয় নাই। কারণ পূর্ব্ব নিষাদ ও শুদ্ধ ধৈবত একই স্বর, সুতরাং পূর্ব্ব নিষাদের সহিত আর ছয়টি শুদ্ধ স্বর যোজনা পূর্ব্বক মূর্চ্ছনার স্বরসপ্তক করিতে যাইয়া দেখা যায়, শুদ্ধ ধৈবত বাদ পড়ায় স্বর সপ্তক হয় না ॥ ১১৮

শুদ্ধৈর্বিকৃতভেদাভ্যাং গরিভ্যাং যোজিতৈঃ স্বরৈঃ।

দ্বাদশভিঃ শতং ভেদা ভবন্তীতি বুধা জগুঃ ॥ ১১৯

পণ্ডিতগণ বলেন—গান্ধার ও ঋষভের বিকৃত ভেদ-গুলির সহিত শুদ্ধ স্বর যোজনা করিয়া মূর্চ্ছনা রচনা করিলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ ১১২ প্রকার হইয়া থাকে ॥ ১১৯

টিপ্পনী—বিকৃত গান্ধার ছয় প্রকার; যথা—(১) পূর্ব্ব গান্ধার (২) কোমল গান্ধার (৩) তীব্র গান্ধার (৪) তীব্রতর গান্ধার (৫) তীব্রতম গান্ধার ও (৬) অতি তীব্রতম গান্ধার। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব গান্ধার ও শুদ্ধ ঋ একই স্বর; এইরূপ অতি তীব্রতম গান্ধার ও শুদ্ধ ম একই স্বর। এই দুইটি স্বরকে পর্য্যায়ক্রমে ছয়টি শুদ্ধ স্বরের সহিত যুক্ত করিতে যাইয়া দেখা যায়—পূর্ব্ব গান্ধার দ্বারা মূর্চ্ছনা রচনা কালে শুদ্ধ ঋষভ স্বর বাদ পড়ে বলিয়া শুদ্ধ ছয়টি স্বরই থাকে না, থাকে—স, ম, প, ধ, নি এই পাঁচটি শুদ্ধ স্বর। কারণ প্রাচীন কালে যাহার বিকৃতভেদ মূর্চ্ছনায় ব্যবহার করা হইত, তাহারই শুদ্ধ ভেদটিকে (একই স্বরের পুনরাবৃত্তি ভয়ে) বর্জ্জন করা হইত। এইরূপ অতিতীব্রতম গান্ধার দ্বারা মূর্চ্ছনা রচনা করিবার সময় দেখা যায় পূর্ব্বোক্ত কারণে শুদ্ধ মধ্যম ও শুদ্ধ গান্ধার স্বরটি বাদ দিতে হয় বলিয়া শুদ্ধ স্বর ষট্‌ক থাকে না; থাকে—স রি প ধ নি এই পাঁচটি স্বর। এই নিমিত্ত—যদিও গান্ধারের বিকৃতভেদ ছয়টি, তথাপি—মূর্চ্ছনা রচনাযোগ্য ভেদ চারিটি মাত্র; যথা—(১) কোমল গান্ধার (২) তীব্র গান্ধার (৩) তীব্রতর গান্ধার ও (৪) তীব্রতম গান্ধার। ইহাদের প্রত্যেকটির বিকৃত ভেদ দ্বারা সাত প্রকার করিয়া মূর্চ্ছনা প্রস্তুত হইতে পারে। আমরা নিম্নে কোমল গান্ধারের সাতটি ভেদ রচনা করিয়া প্রদর্শন করিতেছি। পূর্ব্ব, কোমল, তীব্র, তীব্রতর, তীব্রতম ও অতিতীব্রতম স্বরগুলির সাঙ্কেতিক পরিচয়ার্থ আমরা স্বরের উপরে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ও ৬ এই অঙ্কগুলি ব্যবহার করিব। এই নিয়মে কোমল গান্ধারের পরিচয়ার্থ গ স্বরের উপরে '২' অঙ্ক ব্যবহারে সাতটি ভেদ প্রদর্শন করিতেছি। পারিজাতের স্বীকৃত এতগুলি বিকৃত স্বর বর্ত্তমান সঙ্গীতে প্রচলিত নাই, তাহার স্বরলিপি-চিহ্নও অপ্রচলিত, সুতরাং আমরা এই প্রণালীই অবলম্বন করিলাম।

কোমল গান্ধারের সাতটি মূর্চ্ছনা

(১) স রি গ^{২} ম প ধ নি—নি ধ প ম গ^{২} রি স।

(২) নি স রি গ^{২} ম প ধ—ধ প ম গ^{২} রি স নি।

(৩) ধ নি স রি গ^{২} ম প—প ম গ^{২} রি স নি ধ।

(৪) প ধ নি স রি গ^{২} ম—ম গ^{২} রি স নি ধ প।

(৫) ম প ধ নি স রি গ^{২}—গ^{২} রি স নি ধ প ম।

(৬) গ^{২} ম প ধ নি স রি—রি স নি ধ প ম গ^{২}।

(৭) রি গ^{২} ম প ধ নি স—স নি ধ প ম গ^{২} রি।

এই নিয়মে তীব্র, তীব্রতর ও তীব্রতম গান্ধার যোগেও প্রত্যেকটির সাত প্রকার করিয়া একুশ প্রকার মূর্চ্ছনা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফলে চারি প্রকার গান্ধারের মোট মূর্চ্ছনা হয় (৭×৪—)২৮ প্রকার। এই আটাইশ প্রকার মূর্চ্ছনা রচনার পূর্ব্বে একটি বিকৃত (গান্ধার) স্বর ও ছয়টি শুদ্ধ স্বর, এইরূপে স্বর-সপ্তক প্রস্তুত করিয়া মূর্চ্ছনা রচনা করা হইয়াছে। কিন্তু মূর্চ্ছনার জন্ত সপ্তক রচনায় বিকৃত গান্ধারের সহিত চারি প্রকার বিকৃত ঋষভ (পূর্ব্ব রি, কোমল রি, তীব্র রি ও তীব্রতর রি) ও পাঁচটি শুদ্ধ স্বর যোজনা দ্বারাও স্বর সপ্তক রচনা করা যাইতে পারে। ফলে পূর্ব্বোক্ত আটাইশ প্রকার মূর্চ্ছনাভেদ চারি প্রকারে গুণিত হইলে ১১২ প্রকার মূর্চ্ছনা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদিও তীব্রতর ঋষভ ও শুদ্ধ গান্ধার একই স্বর, এইজন্ত তীব্রতর ঋষভের মূর্চ্ছনায় শুদ্ধ গান্ধার বর্জ্জিত হইবে এবং একই স্বরের পুনরাবৃত্তি ভয়ে শুদ্ধ ঋষভও ব্যবহার করা চলিবে না, তথাপি পূর্ব্বোক্ত আটাইশ প্রকার মূর্চ্ছনায় বিকৃত ঋষভ যোজনা করিবার পরে সপ্তক রচনার জন্ত পাঁচটি মাত্র শুদ্ধ স্বর আবশ্যক হয়; সে শুদ্ধ স্বর এখানে হইতেছে—স ম প ধ নি। অতএব পূর্ব্ব ও অতিতীব্রতম গান্ধারের ন্তায় তীব্রতর ঋষভ দ্বারা মূর্চ্ছনা রচনা করা অসম্ভব নহে।

যদা স্তাতাং রিধৌ তীব্রৌ পূর্ব্ব-কোমল সংজ্ঞিতৌ।
গনোন্তৎপূর্ব্ব বৃত্তিত্বাং তৌ তদাদায় নো ভিদা॥ ১২০

যথাক্রমে কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদ যে দুইটি স্বরের নামান্তর, এরূপ ঋষভ ও ধৈবত যখন তীব্র হয়, তখন ঐ শ্রুতিতে কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদ নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ঐরূপ ঋষভ ও ধৈবতের কোন মূর্চ্ছনা ভেদ হয় না। ১২০

রিতি ত্রিভিস্তথামৈশ্চ বিকৃতৈর্মিলিতৈঃ স্বরৈঃ।
শুদ্ধৈর্ভেদাস্ত্রিষষ্টিঃ স্যুঃ পঞ্চভিশ্চাপি সোঽব্রবীৎ॥ ১২১

তিন প্রকার বিকৃত ঋষভ (কোমল রি, পূর্ব্ব রি ও তীব্র রি) ও তিন প্রকার বিকৃত মধ্যম (তীব্র ম, তীব্রতর ম ও তীব্রতম ম) অন্ত পাঁচটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া সপ্তকে পরিণত হইলে, এইরূপ সপ্তকের মূর্চ্ছনাভেদ (৭×৩×৩—৬৩) তেষট্টি প্রকার। ইহাও হনুমানের মত। ১২১

ত্রিভীরিভির্ব্বিকারাদ্যৈস্তাদৃশৈর্ধস্বরৈরপি।
শেষ শুদ্ধস্বরৈর্ভেদা জায়ন্তেঽত্র ত্রিষাষ্টিধা॥ ১২২

তিন প্রকার বিকৃত ঋষভ (পূর্ব্ব রি, কোমল রি ও তীব্র রি) ও তিন প্রকার বিকৃত ধৈবত (পূর্ব্ব ধ, কোমল ধ ও তীব্র ধ) অবশিষ্ট পাঁচটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া সপ্তকে পরিণত হইবার পরে মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে এইরূপ মূর্চ্ছনারও ভেদ (৭×৩×৩—৬৩) পূর্ব্ববৎ তেষট্টি প্রকার। ১২২

পূর্ব্ব কোমল তীব্রৈশ্চ কোমলাদিক সংজ্ঞিতৈঃ।
রিভির্নিভিঃ স্বরৈ শুদ্ধৈরশীতিশ্চতুরুত্তরা॥ ১২৩

তিন প্রকার বিকৃত রি (পূর্ব্ব রি, কোমল রি ও তীব্র রি) ও চারি প্রকার বিকৃত নি (কোমল নি, তীব্র নি, তীব্রতর নি ও তীব্রতম নি) অন্ত পাঁচটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া সপ্তকে পরিণত হইলে তাহার মূর্চ্ছনা হয় (৭×৩—২১×৪—৮৪) চৌরাশী প্রকার। ১২৩

কোমলাদিক ভাবৈর্গৈ র্মধ্যমৈর্বিকৃতৈ স্ত্রিভিঃ।
পঞ্চোত্তর শতং ভেদান্ স্বরৈঃ শুদ্ধৈর্বুধা জগুঃ॥ ১২৪

পণ্ডিতগণ বলেন—কোমলাদি ভাবাপন্ন পাঁচ প্রকার বিকৃত গান্ধার (কোমল গান্ধার, তীব্র গান্ধার, তীব্রতর গান্ধার, তীব্রতম গান্ধার, অতিতীব্রতম গান্ধার) ও তিন প্রকার বিকৃত মধ্যম (তীব্র মধ্যম, তীব্রতর মধ্যম, ও তীব্রতম মধ্যম) অবশিষ্ট পাঁচটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া সপ্তকে পরিণত হইলে তাহার মূর্চ্ছনা হয় (৭×৫—৩৫×৩—১০৫) একশত পাঁচ প্রকার। ১২৪

কোমলাদিক গান্ধারৈশ্চতুর্ভি বিকৃতৈ স্ত্রিভিঃ।
বিকৃতৈর্ধৈবতৈর্ভেদা অশীতিশ্চতুরুত্তরা॥ ১২৫

কোমলাদি চারিটি বিকৃত গান্ধার (কোমল, তীব্র, তীব্রতর ও তীব্রতম) ও তিনটি বিকৃত ধৈবত

(পূর্ব্ব, কোমল ও তীব্র) অবশিষ্ট পাঁচটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া সপ্তকে পরিণত হইলে তাহার মূর্চ্ছনা হয় (৭×৪=২৮×৩=৮৪) চৌরাশী প্রকার। ১২৫

চতুর্ভির্বিকৃতৈর্গৈশ্চ নিষাদৈস্তাদৃশৈরপি।

ভেদাঃ শুদ্ধৈঃ সমাযোগে স্যুঃ শতং দ্বাদশোত্তরম্। ১২৬

চারি প্রকার বিকৃত গান্ধার (কোমল, তীব্র, তীব্রতর ও তীব্রতম) ও চারি প্রকার বিকৃত নিষাদ (কোমল, তীব্র, তীব্রতর ও তীব্রতম) শুদ্ধ স্বরের সহিত সংযুক্ত হইয়া সপ্তকে পরিণত হইলে তাহার মূর্চ্ছনা হয় (৭×৪=২৮×৪=১১২) একশত বার প্রকার। ১২৬

ত্রিভির্মৈর্বিকৃতৈর্ধৈশ্চ পূর্ব্বাদিক কৃতৈ স্ত্রিভিঃ।

পঞ্চ শুদ্ধস্বরৈর্ভেদান্ ত্রিষষ্টিমিতি মেনিরে। ১২৭

তিন প্রকার বিকৃত মধ্যম (তীব্র, তীব্রতর ও তীব্রতম) ও তিন প্রকার বিকৃত ধৈবত (পূর্ব্ব, কোমল ও তীব্র) অবশিষ্ট পাঁচটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৭×৩=২১×৩=৬৩) তেষট্টি প্রকার হইয়া থাকে। ১২৭

ত্রিধামৈশ্চ নিষাদৈশ্চ চতুর্ভির্বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ।

পঞ্চ শুদ্ধস্বরৈর্ভেদা অশীতিশ্চতুরুত্তরা। ১২৮

তিন প্রকার বিকৃত মধ্যম (তীব্র, তীব্রতর ও তীব্রতম) ও চারি প্রকার বিকৃত নিষাদ (কোমল, তীব্র, তীব্রতর, ও তীব্রতম) অবশিষ্ট পাঁচটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৭×৩=২১×৪=৮৪) চৌরাশী প্রকার। ১২৮

ধৈবতৈর্বিকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বৈশ্চ বিকৃতৈর্নিভিঃ।

শেষৈঃ শুদ্ধৈঃ কৃতা ভেদাঃ স্যুঃ শতং দ্বাদশোত্তরম্। ২৯

সকল বিকৃত ধৈবত (পূর্ব্ব, কোমল, তীব্র ও তীব্রতর) ও সকল প্রকার বিকৃত নিষাদ (কোমল, তীব্র, তীব্রতর ও তীব্রতম) অবশিষ্ট (পাঁচটি) শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে তাহার ভেদ (৭×৪=২৮×৪=১১২) একশত বার প্রকার।

টিপ্পনী—যদিও সকল প্রকার বিকৃত নিষাদের মধ্যে 'পূর্ব্ব-নি'ও এক প্রকার বিকৃত নি, তথাপি উহা শুদ্ধ ধৈবতেরই নামান্তর বলিয়া পূর্ব্বোক্ত কারণে উহা দ্বারা মূর্চ্ছনা রচনা সম্ভবপর নহে।

রিভিঃ সর্ব্বৈস্তথাগৈশ্চ বিকৃতৈর্মধ্যমৈঃ স্বরৈঃ।

শেষ শুদ্ধৈশ্চ ভেদাঃ স্যুঃ সষট্ ত্রিংশচ্ছতত্রয়ম্। ১৩০

সকল প্রকার বিকৃত ঋষভ (পূর্ব্ব, কোমল, তীব্র ও তীব্রতর), চারিপ্রকার বিকৃত গান্ধার (কোমল, তীব্র, তীব্রতর ও তীব্রতম) এবং তিন প্রকার বিকৃত মধ্যম (তীব্র, তীব্রতর ও তীব্রতম) অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৭×৪=২৮×৪=১১২×৩=৩৩৬) তিন শত ছত্রিশ প্রকার। ১৪০

রিভিঃ সর্ব্বৈস্তথা গৈশ্চ পঞ্চভি র্ধৈবতৈস্ত্রিভিঃ।

শেষৈঃ শুদ্ধৈশ্চ ভেদাঃ স্যুঃ সবিংশতি চতুঃশতম্। ১৩১

সকল প্রকার বিকৃত ঋষভ (পূর্ব্ব, কোমল, তীব্র ও তীব্রতর), পাঁচ প্রকার বিকৃত গান্ধার (পূর্ব্ব, কোমল, তীব্র, তীব্রতর ও তীব্রতম) ও তিন প্রকার বিকৃত ধৈবত অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনা (৭×৪=২৮×৫=১৪০×৩=৪২০) চারিশত কুড়ি প্রকার হইয়া থাকে।

টিপ্পনী—পূর্ব্বে দুইটি বিকৃত স্বরের যোগে মূর্চ্ছনা রচনা করিবার প্রস্তাবে পূর্ব্ব গান্ধার ও অতি তীব্রতম গান্ধার যথাক্রমে শুদ্ধ ঋষভ ও শুদ্ধ মধ্যমের নামান্তর বলিয়া তদ্দ্বারা মূর্চ্ছনা রচনা করা চলে না, বলা হইয়াছিল; কিন্তু তিনটি বিকৃত স্বরের যোগে যেখানে মূর্চ্ছনা রচনা করা হয় সেখানে শুদ্ধ মধ্যম বর্জ্জন করিলেও অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বর (স, ম, প ও নি) যোগে স্বর সপ্তক রচনার পরে মূর্চ্ছনা-ভেদ সম্ভবপর; সুতরাং তিনটি বিকৃত স্বরের মূর্চ্ছনায় পূর্ব্ব গান্ধারেরও মূর্চ্ছনা বলা হইয়াছে। ১৩১

ঋষভৈর্বিকৃতৈঃ সর্ব্বৈ র্গান্ধারৈর্ব্বেদ সম্মিতৈঃ।
নিষাদৈর্ব্বেদ সংখ্যাকৈঃ শেষৈঃ শুদ্ধৈঃ স্বরৈরপি।
ভেদা ভবন্তি সাষ্টৌচ চত্বারিংশচ্চতুঃ শতী ॥১৩২

সকল প্রকার বিকৃত ঋষভ, (পূর্ব্ব, কোমল, তীব্র ও তীব্রতর) চারি প্রকার বিকৃত গান্ধার (কোমল, তীব্র, তীব্রতর ও তীব্রতম) ও চারি প্রকার বিকৃত নিষাদ অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৭ × ৪ = ২৮ × ৪ = ১১২ × ৪ = ৪৪৮) চারিশত আটচল্লিশ প্রকার ॥১৩২

ত্রিভীরিভি স্ত্রিভির্মৈশ্চ ত্রিভির্ধৈ র্বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ।
বেদ শুদ্ধৈশ্চ ভেদাঃ স্যুর্নবাশীত্যিযুতং শতম্ ॥১৩৩

তিন প্রকার বিকৃত ঋষভ, তিন প্রকার বিকৃত মধ্যম ও তিন প্রকার বিকৃত ধৈবত চারিটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনা (৭ × ৩ = ২১ × ৩ = ৬৩ × ৩ = ১৮৯) একশত উননব্বই প্রকার ॥১৩৩

রিভিস্ত্রিভিস্তথামৈশ্চ নিভিরশ্যব্ধি সম্মিতৈঃ।
অষ্টৈঃ শুদ্ধৈশ্চ ভেদাঃ স্যুর্দ্বিশং পঞ্চ পুনর্দ্বয়ম্ ॥১৩৪

তিন প্রকার বিকৃত ঋষভ, তিন প্রকার বিকৃত মধ্যম ও চারি প্রকার বিকৃত নিষাদ অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৭ × ৩ = ২১ × ৩ = ৬৩ × ৪ = ২৫২) দুই শত বায়ান্ন প্রকার ॥১৩৪

ত্রিভীরিভি র্বেদ ধৈশ্চ নিষাদৈর্বাণসম্মিতৈঃ।
বেদ শুদ্ধৈশ্চ ভেদাঃ স্যুর্বিংশত্যা চ চতুঃশতী ॥১৩৫

তিন প্রকার বিকৃত ঋষভ, চারি প্রকার বিকৃত ধৈবত ও পাঁচ প্রকার বিকৃত নিষাদ অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৭ × ৩ = ২১ × ৪ = ৮৪ × ৫ = ৪২০) চারিশত কুড়ি প্রকার ॥১৩৫

বাণগৈ র্বিকৃতৈঃ সর্ব্বৈর্মৈশ্চ ধৈরগ্নিসম্মিতৈঃ।
অব্ধিশুদ্ধৈশ্চ ভেদাঃ স্যুস্ত্রিংশতী দশ পঞ্চ চ ॥১৩৬

পাঁচ প্রকার বিকৃত গান্ধার, তিন প্রকার বিকৃত মধ্যম ও তিন প্রকার বিকৃত ধৈবত অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ ভেদ (৭ × ৫ = ৩৫ × ৩ = ১০৫ × ৩ = ৩১৫) তিনশত পনর প্রকার ॥১৩৬

বিকৃতৈঃ পঞ্চভির্গৈর্মৈস্ত্রিভিরব্ধিনিভিস্তথা।
অষ্টৈঃ শুদ্ধৈশ্চ ভেদাঃ স্যুঃ সবিংশতি চতুঃশতী ॥১৩৭

পাঁচটি বিকৃত গান্ধার, তিনটি বিকৃত মধ্যম ও চারিটি বিকৃত নিষাদ অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৭ × ৫ = ৩৫ × ৩ = ১০৫ × ৪ = ৪২০) চারিশত কুড়ি প্রকার ॥১৩৭

অব্ধিগৈরব্ধিধৈরব্ধি-নিভিঃ শুদ্ধৈঃ স্বরৈরপি।
ভেদা ভবন্তি সাষ্টৌতু চত্বারিংশচ্চতুঃ শতী ॥ ১৩৮

চারিটি বিকৃত গান্ধার, চারিটি বিকৃত ধৈবত ও চারিটি বিকৃত নিষাদ অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৭ × ৪ = ২৮ × ৪ = ১১২ × ৪ = ৪৪৮) চারিশত আটচল্লিশ প্রকার ॥১৩৮

ত্রিভির্মৈর্ব্বেদ-ধৈশ্চাপি নিষাদৈরব্ধি সম্মিতৈঃ।
অব্ধিশুদ্ধৈশ্চ ভেদাঃ স্যুঃ সষট্ত্রিংশচ্ছতত্রয়ম্ ॥ ১৩৯

তিনটি বিকৃত মধ্যম, চারিটি বিকৃত ধৈবত ও চারিটি বিকৃত নিষাদ অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৭ × ৩ = ২১ × ৪ = ৮৪ × ৪ = ৩৩৬) তিন শত ছত্রিশ প্রকার ॥ ১৩৯

রীণাং গানাং তথা মানাং বহ্নিধানাঞ্চ মেলনে।
সহস্রং দ্বিশতী ষষ্টির্ভেদা উক্তা মনীষিভিঃ ॥ ১৪০

চারিটী বিকৃত রি, পাঁচটী বিকৃত গান্ধার, তিনটী বিকৃত মধ্যম ও তিনটী বিকৃত ধৈবত অবশিষ্ট তিনটী শুদ্ধ স্বরের

সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৭×৪=২৮×৫=১৪০×৩=৪২০×৩=১২৬০) বার শত ষাট প্রকার। ১৪০

রীণাং গানাং তথা মানামন্বিনীনাঞ্চ মেলনে।

শূন্যং বসুরসশ্চন্দ্র ইতি ভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪১

চারিটি বিকৃত ঋষভ, পাঁচটি বিকৃত গান্ধার, তিনটি বিকৃত মধ্যম ও চারিটি বিকৃত নিষাদ অবশিষ্ট তিনটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৭×৪=২৮×৫=১৪০×৩=৪২০×৪=১৬৮০) ষোল শত আশী প্রকার। ১৪১

রীণাং গানামন্বিধানাং তথা নীনাঞ্চ মেলনে।

নেত্রং রন্ধ্রং মুনিশ্চন্দ্রো ভেদাশ্চাত্রেতি মেনিরে ॥১৪২

চারিটি বিকৃত রি, চারিটি বিকৃত গ, চারিটি বিকৃত ধ, ও চারিটি বিকৃত নি অবশিষ্ট তিনটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৭×৪=২৮×৪=১১২×৪=৪৪৮×৪=১৭৯২) এক হাজার সাত শত বিরানব্বই প্রকার। ১৪২

রিভিস্ত্রিভি স্তথামৈশ্চ বেদধৈর্নি স্বরৈরপি।

অষ্টোত্তরসহস্রঞ্চ ভেদা উক্তা মনীষিভিঃ। ১৪২

তিনটি বিকৃত রি, তিনটি বিকৃত ম, চারিটি বিকৃত ধ, চারিটি বিকৃত নি অবশিষ্ট তিনটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৭×৩=২১×৩=৬৩×৪=২৫২×৪=১০০৮) এক হাজার আট প্রকার। ১৪২

ক্রমশঃ

তৃষ্ণা

ছায়ানট—ত্রিতাল

হরি, তুম সন কাহে প্রীত লগাঈ
প্রীত লগাকে সবহি ছুড়াঈ—অব মো ক্যোঁ তরসাঈ?
রহুঁ উদাসী মথুরা বাসী তৌ ভি ন দরসন পাঈ
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর কৈসে লাজ ন আঈ?

কথা—মীরা　　সুর—দিলীপকুমার রায়　　স্বরলিপি—সাহানা দেবী

	০	১	+	৩
{সসা II	সা সণা ধা পা	পক্ষা ধপা রা -া	গরা গা মা ধপক্ষাপা	মগা রা সা} -া I
হরি	তু ম স ন	কা০ ০০ হে ০	প্রী ০ ত ল০০০	গা০ ০ য়ি ০
	সা রা. রা রা	রা -া গরা গা	সা সা ন্া সন্া	ধা ণা ধা পা I
	প্রী ০ ত ল	গা ০ কে ০	স ব হি ছু০	ড়া ০ ঈ ০
	সরা রা রা রা	গরা গা মা ধপক্ষাপা	মগা রা সা -া	-া -া -া II
	অ ব মোঁ ০	কেঁ ও ত র০০০	সা০ ০ ই ০	০ ০ ০

II {পা পা -া পা | নধা না না র্সা | র্সা র্সা র্সণা র্রর্সর্সা | র্সা -া র্সা ধা I
ম হ ০ উ | য়া০ ০ সী ০ | ম ধু রা০ ০০০ | বা ০ সী ০

ধা -া না না | ধা না র্সা নর্সর্রা | নর্সনর্সা ধা না ধপা} | {পর্সা -া র্সা -া I
ভ ও ভি ন | দ র স ন০ | পা০০০ ০ ০ ই০ | বী ০ রা ০

র্সধা পা ধা পা | পরা রা গা মা | মপা -া ধা পা | পমা ধপা মপা -া I
কে ০ প্র ভু | গি০ র ধ র | না ০ গ র | ক র ০০ ০০ ০

পরা -া -া -া | গরা গা মা ধপমপা | মগা রা সা -া} | -া -া -া II
সে ০ ০ ০ | না ০ জ ন০০০ | আ০ ০ রি ০ | ০ ০ ০

কীর্ত্তন গান

শ্রীস্বরজিৎ মৌলিক এম, এ

আমি যাহার লাগিয়া অকূলে ভাসিনু
সে মোর এলোনা সই
মিলিব বলিয়া মিলন মাগিনু
বিরহ জুটিল ওই।

রবি, শশী, তারা হ'ল জ্যোতিঃহারা
নয়ন ফিরানু যদি।
ধরণী কাঁপিল' পবন মাতিল'
শুখালো সাগর নদী।

(আখোর)
সখি তবু তারে ভালবাসিব
তার লাগি আমি জনমে জনমে
এই পথে ফিরে আসিব।

আমি দ্বারে দ্বারে ভিখারী হইব'
তারে না ভুলিব' সই—
বেঁধেছে সে বুক যদিও পাষাণে
আমি তো পাষাণ নই।

স্বরলিপি

আজি বরষণ—মুখরিত
শ্রাবণ রাতি।
স্মৃতি-বেদনার মালা
একেলা গাঁথি ॥

আজি কোন্ ভুলে ভুলি'
আঁধার ঘরেতে রাখি দুয়ার খুলি',
মনে হয় বুঝি আসিবে সে
মোর দুখ-রজনীর সাথী ॥

আসিছে সে ধারাজলে সুর লাগায়ে
নীপবনে পুলক জাগায়ে।
যদিও বা নাহি আসে
তবু বৃথা আশ্বাসে
ধূলিপরে রাখিবরে মিলন
আসনখানি পাতি ॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

ধা না II র্সা র্সর্গা র্সা র্সা | র্রা র্রা র্সা -া I গমা -া -া -া | -া -া -া -া I
আ জি ব র ষ ণ | মু খ রি ০ ত ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

গা -মা -পা -মা | গা -মা -পা মা I গা -রা সা -া | -া -া -া -া I
শ্রা ০ ০ ০ | ব ০ ০ ণ রা ০ তি ০ | ০ ০ ০ ০

সা সমা মা মা | মা -া মা -া I মা -পা -া -গা | মা ধা ধা -া I
স্মৃ তি০ বে দ | না র্ মা ০ লা ০ ০ ০ | এ কে লা ০

না -া র্সা -র্রা | -না -র্সা ধা না II
গাঁ ০ থি ০ | ০ ০ "আ জি"

{-া -া র্সা র্সা II নর্সা -া -া ধা | না -া র্সা -র্রা I না -র্সা -া সর্রা | নর্সা -া ধা ধা I
০ ০ আ জি কোন্ ০ ০ ভু | লে ০ ভু ০ লি ০ ০ আঁ | ধা ০ র্ ঘ

না না র্সা র্রা | না র্সা ধা না I র্সা -া -া -া} | -া -া -া -া I
রে তে রা খি | ছু য়া র্ খু লি ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

না র্সা র্সা র্সা | না না ধা ধা I পা মা মা -া | -া -া র্সা র্সা I
ম নে হ য় | বু ঝি আ সি বে ০ সে ০ | ০ ০ মো র্

র্সা র্গা র্গা র্গা | র্গা -র্মা -র্পা র্মা I র্গা র্রা র্সা -র্রা | -না -র্সা ধা না II
ছু খ র জ | নী ০ ০ র সা ০ থী ০ | ০ ০ "আ জি"

II {সা গমা মা -া | মা -া -া -া I গমা মা মা -া | মা -পা -গা -া I
আ সি ছে ০ | সে ০ ০ ০ ধা রা জ ০ | লে ০ ০ ০,

মা ধা ধা ধা | ধা -া -মা -া I মা ধা না র্সা | সর্ঋা সর্ঋা র্ঋা র্সা I
ছু র্ না গা | য়ে ০ ০ ০ নী প ব নে | পু ল ক লা

না -া -র্সা -া | -া -া -া -া} I র্সা সর্গা র্গা র্গা | র্গা -র্মা র্পা -র্মা I
গা ০ য়ে ০ | ০ ০ ০ ০ ব ক্ষি ও বা | না ০ হি ০

মর্পা -র্মা র্গা -া | -া -া -া -া I র্গা র্মা র্মা -া | র্গা -া র্রা -র্সা I
আ ০ সে ০ | ০ ০ ০ ০ ভ রু রু ০ | খা ০ আ ০

র্সা ধা ধা -র্সা | -া -া -া -া I সা গমা মা -া | 'মা -া -া -া I
খা ০ সে ০ | ০ ০ ০ ০ ধূ লি প ০ | রে ০ ০ ০

মা মা মা -া | মা -পা -া -গা I মা ধা ধা ধা | না র্সা র্ঋা র্সা I
রা খি ব ০ | রে ০ ০ ০ মি ল ন আ | স ন খা নি

না -া র্সা -র্ঋা | -না -র্সা ধা না II II
পা ০ তি ০ | ০ ০ "আ জি"

গান

শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার

আমি নীল গগনের তারা
অন্ধকারের যাত্রা পথে
ছড়াই আলোর ধারা।

অস্ত রবির রঙীন্ রাগে
নয়নে মোর স্বপন জাগে,
পূব গগনের বাতায়নে
জাগি' আপন হারা।

সঙ্গীতে মোর উঠ্‌ল দুলে
সুনীল নভোতল;
সুরে সুরে নিশি দিশি
হলো কী উতল!

তরুণ আলোর পরশ লেগে
নিখিল যখন উঠ্‌বে জেগে
তখন আমার আঁধার পথে
যাত্রা হবে সারা॥

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার বি-এ

বিশ্রাম দশকোষী

এই ছন্দে ১৪টি দীর্ঘমাত্রা, চারিটি তাল, তন্মধ্যে দুইটি ছুটা এবং দুইটিতে একটি জোরা, অর্থাৎ তালাঘাত ঠিক ছোট দশকোষীর মত, তবে ইহার প্রথম তাল দ্বিতীয় তাল এবং চতুর্থ তালের পরে তিনটি করিয়া কোষী এবং তৃতীয় তালের পরে একটি ফাঁক আছে।

লয় (দুই আবর্ত্তন)

১ ০ ০ ০
। । । ।
তা (আ) খি না খিনি তা খিনি খেনাও

২ ০ ০ ০ ৩
। । । । ।
তা (আ) খি নাখিনি তাখিনি খেনাও খেই

০ ৪ ০ ০ ০
। । । । ।
হুর্ হুর্ হুর তা তা খি খি গুর্ গুর্

১ ০ ০ ০ ২
। । । । ।
জা (আ) ঘি না ঝিনি জা ঝিনি ঝেনাও জা

০ ০ ০ ৩ ০
। । । । ।
(আ) ঘি নাঝিনি জাঝিনি ঝেনাও ঝা গুর্

৪ ০ ০
। । । ।
গুর্ গুর্ জাখি নাও তেটে তেটে

লহর

১ ০ ০ ০
। । । ।
ঝা (আ) ঘি না তিনি তা গুর্ গুর্ দাখিনি

২ ০ ০ ০
। । । ।
ঝা (আ) ঘি নাতিনি তা গুর্ গুর্ দাখিনি

৩ ০ ৪ ০ ০ ০
। । । । । ।
ঘিঘি তা গুর্ দাঘি তেট ওনো তেটে

হাত

১ ০ ০ ০
। । । ।
১। তা (আ) গখি নাম্বা খেটা তাখি তাতা

২ ০ ০ ০
। । । ।
খেটা তা (আ) গখি নাম্বা খেটা তাখি তাতা

৩ ০ ৪ ০ ০
। । । । ।
খেটা জাজা জাঝি নাখে (ই) খি খেটা তাখি

০
।
তাতা খেটা

১ ০ ০
। । ।
২। দা গুর্ গুর্ খে (এ) না তিনি খেটা তিনি

০ ২ ০
। । ।
খেটা তিনি দা গুর্ গুর্ খে (এ) না তিনি

০ ০ ৩ ৪
। । । ।
খেটা তিনি খেটা তিনি জাজা জাঝি না খে

০ ০ ০
। । ।
(ই) খি খেটা তাখি তাতা খেটা

১ ০ ০ ০
৩। । । । ।
খো (ও) খেটা ধিনা দাধি (ই) না খেটা তাক

২ ০ ০ ০
। । । ।
তা (আ) খেটা ধিনা তাধি (ই) না খেটা

৩ ০ ৪ ০
। । । ।
তাক্ ঘেনের্ ঘেনা তা তা ঘেনের্ তা তা

০ ০
। ।
ঘেনের্ ঘেনা গিধিনাও

১ ০ ০ ০ ২
৪। । । । । ।
ধেই খেটা নাগ ধিনি নাগ ধিনি ধিনা তেই

০ ০ ০ ৩
। । । ।
খেটা নাগ ধিনি নাগ ধিনি ধিনা তেই খেটা

০ ৪ ০ ০
। । । ।
নাগ ধিনি দাঘে নাগ ধেই দাঘে নাগ ধেই

০
।
দাঘে নাগ

মাতন

১ ০ ০
। । ।
১। জা জা ঘে না ঝিনি জা ঝিনি ঝা গুর্ গুর্

২ ০ ০ ০
। । । ।
জা জাঘে না ঝিনি জা ঝিনি ঝা গুর্ গুর্

৩ ০ ৪ ০ ০
। । । । ।
জা জাঘে না ঝিনি ঝিনাক তা খিনি খিনাক

০
।
তা গুর্ গুর্

২। উপরি উক্ত বোলের তৃতীয় তাল হইতে—

৩ ০ ৩ ০
। । । ।
ঝিনাক তা হুর্ হুর্ খিনাক তা হুর্ হুর্

০ ০
। ।
খিনাক তা গুর্ গুর্

ঘাঁত

১ ০ ০ ০ ০
। । । । ।
১। তিনি খে (ই) খেই তিনি খে (ই) খেই তিনি

০ ০ ০ ৩
। । । ।
খে (ই) গুর্ গুর্ তিনিতি নিতিনি তা

০ ৪ ০ ০
। । । ।
হুর্ হুর্ তাখিটি খেটা গিঘি তেটে খেটা গি

০ ১ ০ ০ ০
। । । । ।
ঘি ঘেটে খেইতা (আ) তেই ঘেনে না (ও)

০ ৩ + ০
-মা পা মা ণপা | মগা মা পণা মপা | র্সা -া -া -নর্সা | -র্গা -র্সা -ণা -পা I
০ র নৃ জ্ দে | পা ও মৈ০ নে০ | জা ০ ০ ০০ | ০ ০ ০ ০

০
মা পা মা পা |
রে "তাঁ ছে সে" |

তান

+ ৩ ০
ন্সা গমা পণা পমা | গমা পমা গা মা | সা তাঁতে..........

+ ৩ ০
র্সর্সা ণপা ণণা পমা | গমা পনা র্সণা পমা | পর্সা পণা পমা পমা |

১ +
গমা গমা গসা গমা | র্সা
সেলা মৈনে জা............

+ ৩ ০
ন্সা গমা পমা গমা | গসা ন্সা গমা ণপা | ণপা মগা গমা পনা |

১ + ৩
র্সণা পমা মপা নর্সা I র্গর্গা র্সর্সা র্সর্গা ণপা | ণণা পমা গমা পণা |

০ ১ +
পনা র্সা পণা পমা | গমা গসা গমা পনা I র্সা
সেলা মৈনে জা.. ......

স্বরলিপি

ইমন-কল্যাণ—তেতালা (দ্রুতলয়)

সরস সুন্দর সব গোপীকুলরঞ্জন
কালা বংশীধারী শ্যাম নটবর
নিঠুর বনমালী তুঁহি হরি।
বৃন্দাবন ধন নন্দগোপাল যশোমারীকি
নয়ন মোহন বন বন ঢুঁড়ত ফিরত
বেণু বাজাবত নাচত ধুমাকেটে গদিঘেনে ধা
ঝননন নাচত ঝননন মুরারি বনয়ারি।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত

আস্থায়ী

০ | ১ | + | ৩
II -া সা -র্সা না | ধপা হ্মগা -া মা | গা -া ধা পা | গা হ্মা রা গা I
০ স ০ র | স সু ০ ন্দ | র ০ স ব | গো পী কু ল

০ | ১ | + | ৩
সা রা ন্‌া সা | সা -গা রা গা | পা -পা হ্মা পা | ধা -া পহ্মা পা I
র ন্ জ ন | কা ০ লা ব | ন্ শী ধা রী | শ্যা ০ ম০ ন

০ | ১ | + | ৩
ধা না র্সা র্রা | র্সা না ধা পা | হ্মা -গা মা রগা | -া গা রা সা II
ট ব র নি | ঠু র ব ন | মা ০ লী তুঁ | ০ হি হ রি

অন্তরা

০ | ১ | + | ৩
II পা -পা পা পা | -র্সা -র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা I
বৃ ন্ দা ব | ০ ন ধ ন | ন ০ ন্দ গো | পা ল য শো

০ | ১ | + | ৩
ধা -না র্সা র্রা | ধা না র্সা র্গা | র্রা -া র্সা না | -া না ধা পা I
মা ০ রী কি | ন য় ন মো | হ ০ ন ব | ০ ন ব ন

০				১				+				৩				
না	-া	ধা	পা	ক্ষা	-গা	মা	গা	-া	সা	গা	গা	পা	-া	ক্ষা	পা	I
চুঁ	০	ড়	ত	ফি	০	র	ত	০	বে	ণু	ব	জা	০	ব	ত	

০				১				+				৩				
র্সা	-র্গা	র্রা	র্গা	র্সর্সা	র্রর্রা	র্সর্সা	ননা	ধপা	-া	-া	-া	পপা	ধধা	পপা	ক্ষক্ষা	I
না	০	চ	ত	ধুমা	কেটে	গদি	ঘেনে	ধা	০	০	০	ধুমা	কেটে	গদি	ঘেনে	

০				১				+				৩				
ক্ষগা	-া	-া	-া	গগা	মমা	গগা	ররা	সা	-া	-া	-া	গা	ক্ষা	পা	ধা	II
ধা	০	০	০	ধুমা	কেটে	গদি	ঘেনে	ধা	০	০	০	ন	ন	ন	ন	

০				১				+				৩				
র্সা	র্গা	র্রা	র্গা	র্সা	র্রা	না	র্সা	পনা	ধা	পা	ক্ষগা	পমা	গা	রসা	-া	II
না	০	চ	ত	ঝ	ন	ন	ন	মু	রা	রি	ব	ন	বা	রি	০	

তান

	+				৩				
১।	সরা	গক্ষা	পধা	নর্সা	নধা	পক্ষা	গরা	সন্	I
২।	র্গর্রা	র্সনা	ধপা	ক্ষপা	ধপা	ক্ষপা	মগা	রসা	I
	গরা	সন্	সরা	গক্ষা	পধা	ক্ষপা	গরা	সা	I
৪।	গরা	সধ্	ন্রা	গক্ষা	নধা	পরা	গরা	সা	I

বিলাতের চিঠি

লেখক ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ভ্রাতৃবরেষু—

বহুদিন হইতেই ইউরোপ ভ্রমণের জন্ত আমার বাসনা ছিল। আমার স্বর্গীয় স্বনামধন্ত গুরুদেব উজির খাঁ সাহেব অন্তিম সময় আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে গিয়েছিলেন, "পৃথিবীর সর্ব্বত্র যেন তোমার পরিচয় হয়।" গুরুদেবের এবং আপনাদের আশীর্ব্বাদে ইউরোপে এসেছি, নিজের কোন গুণ বিদ্যার বলে নয়; তবে আমার বাসনা পূর্ণ হ'য়েছে। এ দেশগুলি বড়ই সুন্দর, সুন্দরের সকলই সুন্দর। সহর, গ্রাম, বাড়ী, ঘর যাবতীয় যা কিছু দেখি সবই আশ্চর্য্য মনে হয়, যেন এসব মানুষের কর্ম্ম নয়, বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্ম! সঙ্গীতের জন্ত এরা পাগল, প্রত্যেক সহরে, গ্রামে সঙ্গীত শিক্ষার জন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে সঙ্গীতশালা প্রস্তুত ক'রেছে। সেখানে শিক্ষা হয় এবং বড় বড় সঙ্গীত-আচার্য্যেরা সেখানে গানবাজনার জলসায় বহু অর্থ পান। সঙ্গীতশালা এমন সুন্দর তৈরী ক'রেছে যে, বীণা, সুরশৃঙ্গার, সেতার প্রভৃতি যন্ত্র বাজালে সে ঘরের সূক্ষ্ম কাজ মীড় ও ছুট্ বিশহাজার লোকে শুনতে পায়। আমাদের রাগ রাগিণী এরা খুব পছন্দ করে, আলাপ খুবই ভালবাসে ও মন প্রাণ দিয়ে শোনে। এ সব দেশের স্ত্রী পুরুষ সুর ও লয়ে মাতোয়ারা; ধনী, গরীব, শিক্ষিত অশিক্ষিত, এমন কি কুলি-মজুরদের পর্য্যন্ত শরীর মন প্রাণ সঙ্গীতের সুরে ও লয়ে গঠিত। আপনার সুরশৃঙ্গার ও বীণা যদি এরা শোনে তবে পাগল হ'য়ে যাবে। আমাদের দেশে যে সকল ইংরেজ আসেন তাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ নন তাই আমাদের দেশের সঙ্গীত বিশেষ বুঝ্‌তে পারেন না।

ভিয়েনা ইউরোপের সঙ্গীতের জন্মস্থান ও সঙ্গীতের কেন্দ্রস্থান। বড় বড় সঙ্গীতরচয়িতাগণ, ভিয়েনায় জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন; তাঁদের রচিত গৎ ইউরোপে সর্ব্বস্থানে বাজান হ'য়ে থাকে। আমাদের দেশে নায়ক বৈজুবাওরা, নায়ক গোপাল, হরিদাস স্বামী ও মিয়া তানসেনের যে স্থান, ইউরোপে এঁদের তেমনই স্থান। এঁদের বিরচিত গৎ ও গান সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্মানের বস্তু।

আমার বাজনা এখানে সকলেই পছন্দ ক'রেছেন; বাজাবার সময় এঁরা ফুলের তোড়া উপরে ছুড়ে মারে; বাজনার পর এখানকার বড় বড় সঙ্গীতাধ্যাপক ও রচয়িতাগণ আমার সঙ্গে দেখা ও আলাপ ক'র্ত্তে আসেন। আমি নিজে তাদের ভাষা জানিনা, অপরের দ্বারা ওদের সঙ্গে রাগরাগিণী সম্বন্ধে আলাপ করেছি। এঁরা নিজ মুখে ব'লেছেন যে আমাদের সঙ্গীত বড়ই করুণ ও প্রাণস্পর্শী।

এই যে প্যারিসে কয়েকটী ফরাসী ও আমেরিকান মহিলা উদয়শঙ্করকে নিয়ে আমার সরোদ শুনবার জন্ত এসেছিলেন; তখন বেলা ৩টা; আমি মনে করলাম এঁরা হয়তো আমার বাজনা পছন্দ করবেন না। আমি একটু অবহেলার সহিতই মূলতানী আরম্ভ করলাম। কিন্তু বিলম্বিতের চার পাঁচখানা তান বাজাবার পরেই চেয়ে দেখি মহিলাদের চক্ষের দুই ধারে জল পড়ছে; তখন আমি নিজের অহঙ্কারে লজ্জিত হয়ে মন সংযম ক'রে বিলম্বিত প্রায় এক ঘন্টাকাল বাজালাম; যতক্ষণ বাজালাম চোখের জল পড়া বন্ধ হয়নি। তারপর ভীমপলশ্রী, পিলু, জংলা সব সমেত তিন ঘন্টা বাজালাম। তারপরও এঁরা উঠিতে চান না। যাওয়ার সময় তারা আমার মাথায় চুম্বন ক'রে বললেন "আজ আপনি আমাদের মৃতদেহে প্রাণদান করলেন, আপনি আমাদের গুরুস্থানীয় আর একদিন দয়া করে শোনাবেন।" আমি এরূপ শ্রোতা

জীবনে কখনো পাইনি। এই সব দেখে শুনে বড়ই আনন্দ পাচ্ছি। তবে খাওয়া দাওয়ার কিছু কষ্ট হয়, আমি মাংস খাই না তবে শাক সবজী মাখন দুধ ডিম ও তাই খেয়ে আমার স্বাস্থ্য খুব ভালই আছে। এখানে আমাদের বড় বড় হোটেলে সাহেবি ষ্টাইলে থাকতে হয়। আমাদের খাওয়া দাওয়া, বিছানা পত্র রক্ষা প্রভৃতি কাজকর্ম মেয়েরা করে। তাঁদের সেবা যত্নে অস্থির হ'তে হয়। এঁরা যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তেমনি পরিশ্রমী।

এখন আমরা বৃটিশ রাজ্যে তিন মাসের জন্য আছি। নতুন নাচের রিহার্সাল হ'চ্ছে। রিহার্সাল শেষ হ'লেই আমেরিকায় যাব। আমেরিকা ঘুরে আমি এবং উদয়শঙ্কর এক সঙ্গেই দেশে ফিরব।

আপনি আমার আন্তরিক প্রীতি জানবেন। ইতি—

আপনার—

আলাউদ্দিন

ডিভনশায়ার, ইংলণ্ড

ঐক্যতানিক গৎ

মিশ্র—ত্রিতাল

শ্রীঅরুণকুমার সেন

৩ 0 ১ +
II র্সা র্সর্রা পা পা | ধপা ধা মপা মা | সরা মা গমা পা | ধা -া -া -া I

৩ 0 ১ +
ধা ধণা পা পা | মপা মধা পা পা | পা গমা রা রা | ন্‌া সা -া -া II

৩ 0 ১ +
II মা মণা ণা র্সা | র্সা নর্রা র্সা র্সা | র্সর্রা র্গর্মা র্গর্রা র্সা | র্সর্রা ণধা পা পা I

৩ 0 ১ +
পধা পধা র্সা র্সা | র্সণা ণা ধা পা | পধা ধপা মপা মা | মপা ধা পধা র্সা II

৩ 0 ১ +
II মপা ধধা পা ধা | মপা ধপা মরা সা | ধ্‌সা রমা সরা মপা | ধা -া -া -া I

৩ 0 ১ +
ধা র্রা ধণা পা | ধা -া -া -া | র্সণা ধপা ণধা পমা | ধপা মপা রগা সা II

স্বরলিপি

লুকিয়ে কাজল মেঘে
প্রিয়তম তুমি এলে
আমার ব্যথিত বুকে
মৃদুল চরণ ফেলে।

রাজিব চরণ ছুঁয়ে
প্রণাম করিব নুয়ে,
ভরিব বরণ ডালা
নয়ন সলিল ঢেলে।

সহসা তৃষিত বনে
বাজিল তোমার বেণু
ঝরে ঝরে পড়ে ঝরে
উতলা কেয়ার রেণু।

আজি তব দরশনে
কুসুম ফুটিল বনে,
বাহিরে ভিতরে এলে
মিলন দীপালি জ্বেলে॥

কথা—শ্রীদুর্গেশচন্দ্র গুপ্ত

সুর—শ্রীধীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—রেখা চট্টোপাধ্যায়

II সা পা -পদা | পা -মা মা I গমা -গমা -পমা | মা -জ্ঞা -া I
লু কি য়ে০ | কা জ ল মে০ ০০ ০০ | ঘে ০ ০

ঋা সা ঋা | জ্ঞা পা -মা I জ্ঞা -সা -ঋসা | ণ্া -া -া I
প্রি য় ত | ম তু মি এ ০ ০০ | লে ০ ০

ণ্া জ্ঞা জ্ঞা | -ঋা সা ঋা I পা -া -পমা | মা -া -া I
আ মা র ব্য থি ত বু ০ ০০ | কে ০ ০

পা মা পা | পা -পা -মা I পমা -পমা -পমা | মা -জ্ঞা -া I
মৃ দু ল | চ র ণ ফে০ ০০ ০০ | লে ০ ০

সা পা -পদা | না মা মা I পা -ঋা -পা | মা -া -া II
লু কি য়ে০ | কা জ ল মে ০ ০ ঘে ০ ০

II মা মা মা | ধপা ধা ধণা I ণা -া -ণধা | র্ণা -ধা -পা I
রা জি ব | চ০ র ণ০ হুঁ ০ ০০ | য়ে ০ ০
আ জি ত | ব০ র ষ০ ণ ০ ০০ | নে ০ ০

পা পধপা -ধা | ণা র্সা র্র্সা I ণা -পা দপা | -মা -া -া I
প্র ণা০০ ম্ | ক রি ব০ হু ০ ০০ য়ে ০ ০
হৃ হৃ০০ য্ | ফু টি ল০ য ০ ০০ নে ০ ০

মা ণা -ধা | পা -মা মা I পমা -পমা -পমা | মা -জ্ঞা -া I
ভ রি ব | ব র ণ ডা০ ০০ ০০ | লা ০ ০
বা হি রে | ভি ত র এ০ ০০ ০০ | লে ০ ০

ণা জ্ঞা -রা | -মা মা মা I পমা -পধা -পর্সা | পধা -পমা -পপা II
ন য় ন স লি ল ঢে০ ০০ ০০ | লে০ ০০ ০০
মি ল ন দী পা লি জ্বে০ ০০ ০০ | লে০ ০০ ০০

II {সা পা পধা | পা মা গরা I রা -গা সা | -রা -া -া I
স হ সা০ | ছু বি ত০ ব ০ নে ০ ০ ০

রা রা গা | মা পা -ধপা I মগা -রগা -গমা | মা -া া I
বা জি ল | তো মা র্০ বে০ ০০ ০০ | পু ০ ০

মা ধা মা | ধা ণা র্সা I ণা -ধা -পা | পা -া -রা I
ম রে ম | রে প ড়ে ব ০ ০ | রে ০ ০

রা রপা পধা | পা মা -গরা I রগা -সরগা -রা | -সা -া -া} II
উ ড০ লা০ | কে শ র্০ রে০ ০০০ ০ পু ০ ০

স্বরলিপি

সামন্ত সারং বা দুর্গা—ঝাঁপতাল

সখি, মেরো পিয়া বিন কছু না শোহারে,
বহুত দিনন গয়ো অজহুঁ ন আরে।
তড়পত নিশদিন ঘড়ি ঘড়ি পলছিন,
উন বিন প্রাণ মেরি নিকসহি যারে॥

শুদ্ধ ঔড়ব—জাতি, স্বাভাবিক—ঠাট, ধৈবত—বাদী, ঋষভ—সংবাদী, গান্ধার ও নিষাদ বর্জ্জিত।
সময়—দিবা দ্বিতীয় প্রহর।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায় (অন্ধগায়ক)

আস্থায়ী

	২			৩				০			১				
II {ধা	ধা	|	মপা	-ধর্সা	ধা	|	পা	মা	|	র্রা	সা	-া	I
	স	খি	|	মে০	০০	রো	|	পি	য়া	|	বি	ন	০	
	২´			৩				০			১				
	সধ্া	সা	|	রা	-মা	পা	|	ধা	-া	|	র্সর্সা	-ধপা	-মপা}	I
	ক	ছু	|	না	০	শো	|	হা	০	|	রে০	০০	০০	
	২´			৩				০			১				
	ধা	ধা	|	মপা	-ধর্সা	র্সা	|	ধা	র্রা	|	র্সা	র্সধা	-া	I
	ব	হু	|	ত০	০০	দি	|	ন	ন	|	গ	য়ো	০	
	২´			৩				০			১				
	ধা	মপঃ ধঃ	|	পা	-মা	-রা	|	সরা	মপা	|	ধর্সা	-ধপা	-মপা	II
	অ	জ০ ০	|	হুঁ	০	ন	|	আ০	০০	|	রে০	০০	০০	

অন্তরা

২´   ৩   ০   ১
II { মা পা | ধা ধর্সা -র্সা | পা পধা | ধর্সা ধর্সা -া I
ত ড় | প ড় ০ | নি শ০ | দি০ ন০ ০

২´   ৩   ০   ১
ধা র্সা | ধর্সা -র্রর্সা র্রা | র্সা ধর্সা | ধা পা -মা } I
ঘ ড়ি | ঘ০ ০০ ড়ি | প ল০ | ছি ন ০

২´   ৩   ০   ১
মরা মা | পা -ধা র্সা | র্রা র্মা | র্রা র্সা -ধা I
উ ন | বি ০ ন | প্রা ণ | মে রি ০

২´   ৩   ০   ১
ধা মপঃ ধঃ | পা -মা রা | সরা -মপা | ধর্সা -ধপা -মপা I
নি ক০ ০ | স ০ হি | যা০ ০০ | রে০ ০০ ০০

২´   ৩   ০   ১
১ম তান :—সরা -মপা | -ধা -া -া | -মপা -ধপা | -মা -রা -া I
আ০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০

২´   ৩   ০   ১
-সরা -মপা | -ধা -র্সা -ধা | -পা -মা | -রা -মা -পা I
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´   ৩   ০   ১
২য় তান :—র্সা -র্সধা | -র্সা -ধা -া | -পরা -মপা | -ধা -া -া I
আ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০

২´   ৩   ০   ১
-ধপা -পপা | -মা -রা -া | -সা -রা | -মরা -মা -পা I
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০

	২´			৩				০			১´			
৩য় তান :—	সরা	-মপা	|	-ধপা	-ধর্সা	-র্রসা	|	-ধর্সা	-ধপা	|	-ধপা	-মরা	-মপা	I
	আ০	০০		০০	০০	০০		০০	০০		০০	০০	০০	
	২´			৩				০			১			
৪র্থ তান :—	র্সর্সা	-ধর্সা	|	-ধপা	-ধধা	-পমা	|	-পপা	-মপা	|	-মরা	-মমা	-রসা	I
	আ০	০০		০০	০০	০০		০০	০০		০০	০০	০০	
	২´			৩				০			১			
	ধ্সা	-র্রসা	|	-মরা	-পমা	-ধপা	|	-র্সধা	-র্রসা	|	-ধর্সা	-পধা	-মপা	II
	০০	০০		০০	০০	০০		০০	০০		০০	০০	০০	

অনাহত নাদ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ অনাহত নাদের মহিমা শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা সঙ্গীতজ্ঞ অনেকেই অবগত আছেন। বলিতে কি, তাঁহারা অনাহত নাদকেই সকল সঙ্গীতের মূল ও অব্যবচ্ছিন্ন ভিত্তিরূপেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ঝড় নাই, ঝঞ্ঝা নাই; মলয় বায়ু দক্ষিণ দিগন্ত হইতে শান্তির সুমঙ্গল বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে; নদী কুলুকুলু ধ্বনিতে আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে সাগরের অভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে—যতদূর দৃষ্টি যায়, কিছুই তো দৃষ্টিগোচর হয় না—কেবল ঐ একই নদী বহিয়া চলিয়াছে। শান্তি যেন দিকদিগন্ত আচ্ছাদিত করিয়া নিজেই বিশ্রাম লাভ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সমস্ত চুপচাপ—একটী শব্দও যেন কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছে না। কিন্তু কাণ পাতিয়া শুনিলে মনে হয়, এই গভীর শান্তির মধ্যেও যেন পূর্ণ নিস্তব্ধতা পাওয়া যায় না। বাতাসের সুনিস্তব্ধ বার্ত্তার মধ্যেও কি জানি কি এক সঙ্গীত জাগিয়া ওঠে; নদীর কুলুকুলু ধ্বনির ভিতর হইতেই কি এক অনাহত সঙ্গীত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কাণে আসিয়া বাজে। ঐ অনাহত সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি যখন অন্তরে পরিস্ফুট হইয়া ওঠে, তখনই তাহা ব্যক্ত আকার ধারণ করিয়া মূর্ত্ত সঙ্গীতে পরিণত হয়। কোথায় কোন্ একটী চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পক্ষী সুবিস্তীর্ণ মুক্ত গগনে উড়িতে উড়িতে সুমধুর শীষ দিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে আকুল ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেই আকুলি ব্যাকুলি ভেদ করিয়া যে অনাহত সঙ্গীত ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, উপযুক্ত অবসরে তাহাই আমার অন্তর হইতে খুবই সামান্য পরিমাণে মূর্ত্ত সঙ্গীতের আকারে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তাহার অতলস্পর্শ মাধুরীতে নিমেষের মধ্যে ডুবিয়া গেলাম—আত্মহারা হইয়া গেলাম—সুবিস্তীর্ণ সুনির্ম্মল নীল গগনের পরতে পরতে আমার অজানতই আমি মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলাম; সেই সঙ্গে আমার পরিপার্শ্বস্থ সকলকেই সেই মাধুরীতে ডুবাইয়া দিলাম। কোথায় কোন্ একটী

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পতঙ্গ ঘাসের মধ্যে লাফালাফি করিল—শব্দ হইল, কি হইল না, কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু সেই নিঃশব্দ শব্দের মধ্য হইতেও কি এক অনাহত সঙ্গীতের ধ্বনি নীরব পদক্ষেপে আসিয়া আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিল। যেখানে গভীর শান্তি বিরাজমান, যেখানে একটী শব্দও শ্রুতিগোচর হয় না, সেখানেও কি এক আশ্চর্য্য নীরব অনাহত সঙ্গীত প্রকৃতির অন্তর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হয় এবং তাহার স্রোতে মানব হৃদয় নবতর শ্যামলতায় সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে। ইহাই হইল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সঙ্গীত, ইহাই হইল শাস্ত্রকারদিগের অনাহত নাদ বা "নাদব্রহ্ম"। ইহারই প্রতিধ্বনি মানবের অন্তরে ঝঙ্কার দিয়া কত শত সুমধুর রাগরাগিণীর আকারে প্রকাশ পায়।

এই কোলাহল কলরবে পরিপূর্ণ সংসারের যিনি সুগভীর শান্তির আবির্ভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই শান্তিসমুদ্রে অবগাহন করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত না হইলে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঐ অনাহত গীত শুনিতে পাওয়া যায় না। পর্ব্বত হইতে ছোট বড় শত নির্ঝরিণী লাফালাফি করিতে করিতে কত ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের সহিত খেলা করিয়া আনন্দের গর্জ্জনধ্বনিতে সমস্ত পর্ব্বত ও তাহার অধিত্যকা উপত্যকা সমূহকে এতই মুখরিত করিয়া তোলে যে, নিকটবর্ত্তী স্থানে অন্য কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হয় না। সাগর যখন তরঙ্গসঙ্কুল হইয়া অবিরাম গর্জ্জন করিয়া কর্ণ বধির করিয়া দেয়, তখন সেই হুঙ্কার ব্যতীত অন্য কোন কিছুই অন্তরে স্থান পাইতে চায় না। কিন্তু শান্তি-সমুদ্রে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া ঐ সকল শব্দ শুনিতে থাকিলে সেই মহাগর্জ্জনের ভিতরেও কি যে সুমধুর অনাহত সঙ্গীত সমুত্থিত হইয়া চিত্তবীণায় ঝঙ্কার দিয়া ওঠে, তাহা যিনি শুনিয়াছেন তদ্ব্যতীত অপর কাহারও হৃদয়ে তাহার মাধুরী উদ্ভাসিত করিয়া তোলা অসম্ভব। ছাগল, গরু প্রভৃতি জীবেরা পর্ব্বতের উপরে নীচে চরিতে চরিতে যখন নিজ নিজ পথভ্রষ্ট শাবকগুলিকে কাতরকণ্ঠে আহ্বান করিতে থাকে, তখন তাহাদের সেই কাতরধ্বনিতে পাষাণ পর্ব্বতও যেন বিগলিত হইতে উদ্যত হয়। তাহাদের সেই কাতরধ্বনি ভেদ করিয়া অনাহত নাদে যে ক্রন্দনগীত সমুত্থিত হয়, যে তাহা শুনিতে পায়, সে কিছুতে অশ্রু ধারণ করিতে সক্ষম হয় না—তখন মূর্ত্ত সঙ্গীত হৃদয় হইতে সমুত্থিত হইয়া দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুর খরস্রোত নদী বহাইয়া দেয়। চিল, পারাবত প্রভৃতি পক্ষীগণ অরুণোদয়ে উড়িবার উদ্যোগ করিয়া তাহাদের পাখার ঝপ্‌ঝপ্‌ আওয়াজ করিতে থাকে এবং ক্ষণকাল পরে বাসা ছাড়িয়া সহসা নিঃশব্দে সুনীল গগনে কোন্ দূর হইতে দূরান্তরে উড়িয়া যায়। গাংচিল, তালচড়াই প্রভৃতি কত বিভিন্ন রকমের পাখী নদীর "পাড়ে" গর্ত্ত করিয়া যে সকল বাসা বাঁধিয়াছে, সময়ে অসময়ে তাহারা নানাবিধ ডাক ডাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে সেই সমস্ত গর্ত্তে একবার করিয়া ঢোকে, আবার তাহা হইতে বাহিরে আসে; নদীও যেন তাহাদের আনন্দধ্বনিতে যোগ দিয়া তরতরবেগে ছুটিয়া চলিতেছে। ঐ সকল পাখীদের চীৎকারধ্বনিও তাহাদের অবিরত প্রতিধ্বনি মিলিত হইয়া নিতান্ত নির্জ্জন স্থলকেও সহরের ন্যায় কোলাহল কলরবে জাগ্রত করিয়া তোলে। যোগীপ্রবর অন্তরে দৃষ্টি স্থির রাখিলে ঐ সকল কোলাহল কলরবের মধ্যেও সুমধুর আনন্দভৈরবের এত আশ্চর্য্য অনাহত সঙ্গীত শুনিতে পাইয়া আত্মহারা হইয়া যান। সন্ধ্যাসমাগমে যখন রাখালেরা বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে গোধনদিগকে খোঁয়াড়ের অভিমুখে লইয়া চলে এবং তাহারা হাম্বারবে রাখালদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতে থাকে; পাখীরা যখন আপনাপন বাসায় গিয়া অস্ফুটধ্বনিতে কূজন করিতে থাকে এবং ক্রমে যখন তাহাদের প্রতিধ্বনি ও বিশ্রামালাপের আশায় ধীরে ধীরে নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিতে উদ্যত হয়; তখন ধ্যানরত মুনির অন্তরে সে সমস্ত ভেদ

করিয়া যে পূরবী প্রভৃতি সান্ধ্য রাগিণীর অনাহত সুর বাজিয়া ওঠে, তাহার কি তুলনা আছে? অন্তরে নিবদ্ধ দৃষ্টি সাধক সাগরগর্জ্জনেও মনে হয় নটনারায়ণের অন্তর্নিহিত অনাহত গীত সহজেই শুনিতে পান।

এই অনাহত সঙ্গীত কি দিবসের কর্ম্মকোলাহলে, কি নিশীথের নিস্তব্ধতার মাঝে, সকলের নিকট সহজে ধরা দিতে চায় না। নিদাঘের সন্ধ্যাকালে দখিনে শীতল বায়ু যখন ধীরে ধীরে আম্রমুকুলের গন্ধ বহন করিয়া নীরব আনন্দে উৎফুল্ল হয়; আবার শীতের সমাগমে যখন উত্তরের তুষারসিক্ত বাতাসের তালে তাল দিয়া উচ্চশির দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষগুলির পাতা মর্ম্মর শব্দে ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া ঝরিতে থাকে, তখন সেই দখিনে বাতাসের মৃদু হিল্লোলে এবং সেই পত্রপতনের মর্ম্মর শব্দে হৃদয়বীণার তারে যে কোন্ বীণকার তাঁহার কোমল অঙ্গুলির স্পর্শে শতবিধ অনাহত সঙ্গীতের উৎস খুলিয়া দেন, কে তাঁহাকে প্রকাশ পারে?—তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে গিয়া মন ফিরিয়া আসে, বাক্য নিজের অক্ষমতা বুঝিয়া নির্ব্বাক হইয়া যায়। দিবানিশি যে সাধক একান্তমনে তাঁহার দর্শন পাইতে চান এবং তাঁহার হাতের অনাহত সুরগুলি শুনিবার জন্য আকুল হইয়া ওঠেন, একমাত্র তিনিই তাঁহার দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার বহুত অনাহত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অব্যাহত শান্তি ও অনুপম আনন্দ উপভোগ করেন। দুঃখের ঝটিকা তাঁহাকে আকুল করিতে পারে না; সুখের মদিরাও তাঁহাকে বিমূঢ় করিতে পারে না। বহিঃপ্রকৃতি তাঁহাকে যতই কোন আঘাত দিতে উদ্যত হোক না, সেই সাধক অনাহত সঙ্গীতের সুমধুর বংশীধ্বনিতে আত্মহারা হইয়া অতলস্পর্শ শান্তিসমুদ্রে চিরতরে অবস্থিতি করেন। যখন সুখ বা দুঃখ তাঁহাকে বিচলিত করিতে উদ্যত হয়, তখন তিনি অতি ধীর গম্ভীর, আপনে আপনি স্থির থাকিয়া সেই শান্তিসমুদ্রের কোটি-চন্দ্র-বিধৌত শান্তি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন এবং তাঁহার কোমল অঙ্গুলির স্পর্শপ্রসূত শতবিধ অনাহত সঙ্গীতের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। শান্তিসমুদ্রে তাঁহার সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়। তাঁহাতে অবস্থিতি করিয়া তিনি যে কোন কর্ম্ম করেন, তাহা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

নাদব্রহ্মের এই সুগভীর তত্ত্ব সর্ব্বপ্রথম ভারতের ঋষি-মুনিরা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ইহা মনে করিলে আমাদের হৃদয় সত্যই সত্যগর্ব্বে ও আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

ভোরের পূরবী

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোরের তারা, কখন এলে গো
কখন গিয়াছ চ'লে!
তোমার বিদায়-বেদন-পূরবী
ভোরের পাপিয়া বোলে!
কেন এলে তুমি চকিত আভাষ
কেন এলে তুমি পুলক-নিশাস?
ঘুমটি ভাঙাতে শুধুই হারাতে এলে
এলে গো স্বপন-ছলে?

পূর্ব্ব তোরণে আশ্বাস রাখি'
ছল ক'রে শুধু ভানুরে ডাকি'
আপনারে শুধু করিলে গোপন
নয়ন-অন্তরালে;
ভানুর অশ্রু তাই যে ঝরিছে
শ্যামল দুর্ব্বাদলে!

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

দুর্গা—ত্রিতাল (দ্রুতলয়)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীসুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরী, বি-এ

ঝঙ্কার

+ ৩ ০ ১
৬। ধা -া র্সা -া | -া -া -া ০ | র্সা ০ ০ র্সা | ০ ০ র্সা ০ I
ডা ০ ০ ০ ০ ০ ০ রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১
সা র্সা ধা র্সা | র্সা ধা ধা র্রা | র্সা র্সা ধা পা | মা রা সা -া I
ডা ০ রা ডা ০ রা ডা ০ ডা ০ রা ডা রা ডা রা ০

+ ৩ ০ ১
সসা ররা সসা ররা | মমা ররা মমা পপা | ধধা পপা মমা পপা | মমা পপা ধধা র্সর্সা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+ ৩ ০ ১
র্রর্রা র্মর্মা র্রর্রা র্মর্মা | র্রর্রা র্সর্সা ধধা র্সর্সা | ধধা পপা মমা ধধা | মমা ররা সা -া I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা র্

\+ ৩ ০ ১
সা ররা মমা পপা | ধা র্সা ধা র্রা | র্সা ০ ০ র্সা | ০ ০ র্সা ০ I
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ ০ ০ ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
ধপা ধা ০ মা | পা ০ ধা ০ | মা ০ ০ রা | ০ ০ সা ০ I
ডা রা রা ডা রা রা ডা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
ধ্‌া সা ০ ধ্‌া | ০ রা সা ০ | ধ্‌া ০ ০ প্‌া | ০ ০ ধ্‌া ০ I
ডা রা রা ডা রা ডা ডা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
ম্‌া ০ ০ প্‌া | ০ ০ ধ্‌া ০ | ম্‌া ০ ০ র্‌া | ০ ০ স্‌া ০ I
ডা রা রা ডা রা রা ডা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
স্‌া র্‌া ম্‌া প্‌া | ধ্‌া সা ধ্‌া রা | সা ০ ০ সা | ০ ০ সা ০ I
ডা রা ডা রা ডা ০ ডা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
সা ধ্‌া সা ম্‌া | ০ প্‌া ধ্‌া সা | রা সা রা মা | ০ ০ সা ০ I
ডা ০ রা ডা ০ রা ডা রা ডা ০ রা ডা রা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
রসা ০ মরা ০ | পমা ০ ০ ০ | রা রা জ্ঞা পা | ধা ০ ০ ০ I
ডা রা ডা রা ডা রা রা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা রা

\+ ৩ ০ ১
মা ০ পা ধা | ০ র্সা র্সা ০ | র্রা ০ ০ র্সা | ০ ০ ধা ০ I
ডা রা ডা রা রা ডা ডা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১
ধা র্সা ০ পা | ধা ০ মা পা | রা মা ০ রা | ০ ০ সা ০ I
ডা রা রা ডা রা রা ডা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১
সা ররা ররা ররা | ধ্‌া সসা সসা সসা | রা মমা মমা রা | সসা সসা ধ্‌া সসা I
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি

+ ০ ০ ১
রা মমা মমা রা | মমা মমা পা ধধা | মা ধধা পপা মমা | ররা ররা সসা সসা I
ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+ ৩ ০ ১
সা ররা ররা মা | ররা ররা মা পা | ধা র্সর্সা র্সর্সা ধা | পপা পপা মা পা I
ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা রা

+ ৩ ০ ১
র্সর্সা র্সর্সা ধধা পপা | সসা ররা মমা পপা | ধা -া মা পা | র্সর্সা র্সর্সা ধধা পপা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ ডা রা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+ ৩ ০ ১ +
পপা ররা মমা পপা | ধা -া মা পা | র্সর্সা র্সর্সা ধধা পপা | সসা ররা মমা পপা | ধা
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ ডা রা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা

স্বরের উপরে "⁀" চিহ্ন থাকিলে, প্রথম স্বরের পর্দায় তার তর্জনী দ্বারা চাপিয়া মেজ্রাবে 'ডা' আঘাত করিতে হইবে; ও পরের স্বরটী মধ্যমার দ্বারা সেই স্বরের পর্দায় স্পর্শ করিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐ সময় মেজ্রাবের 'রা' আঘাত নায়কী তারে না করিয়া চিকারীর তারে করিতে হইবে যথা, সা ⁀ রা; সা পর্দায় তার চাপিয়া 'ডা' আঘাত দিয়া 'সা' হইবে, ও রা স্বরটী কেবল মধ্যমা দিয়া রা পর্দা স্পর্শ করিয়া বাহির করিতে হইবে। 'রা' চিকারীতে হইবে। রচয়িতার অনুমতি ব্যতীত কেহ এই গৎ বা ইহার কোনও অংশ পুস্তকে প্রকাশ করিতে বা রেকর্ড করাইতে পারিবেন না। —রচয়িতা

বেহালা শিক্ষা প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীরাখালদাস মজুমদার

II সা ধা মা স´া | ধ্‌া সা মা ধা | ণা পা গা ণা | প´া র্গা স´া ণা |

ধা স´া ম´া ধা | পা র´া ণা পা | গা র´া স´া না | স´া ণা ধা পা |

স´া ধা মা সা | ধ্‌া সা মা ধা | ণা পা র্গা ণা | প´া র্গা স´া ণা |

ধা স´া র্গা ধা | পা র´া ণা পা | মা গা রা সা | মা -া ম্‌া -া II

II পা স´া র্গা প´া | ধা ধ´া ম´া স´া | পা ধ´া র্গা স´া | না র´া পা মা |

গা পা স´া র্গা | ধা র´া ম´া ধ´া | প্‌া ন্‌া রা মা | পা না র´া ম´া |

প´া গ´া স´া. পা | গা পা স´া গ´া | ধা ধ´া ম´া স´া | পা প´া গা স´া |

ম´া র´া না পা | সা রা গা মা | পা ধা ণা না II

Gavotte

II গ´া স´া | পা ধনা স´া ধা | গা -া ধা মা | রা গমা পগা মরা |

মগা রসা গ´া স´া | ধা ধনা স´া ধা | মা পধা নপা স´ধা | নপা রা স´না ধনা | পা -া I

II র্রা পা | না -া স্র্না ধপা | র্সা পা র্গা র্সা | ধা -নর্সা র্রা না |

দা -া গমা পধা | নর্সা নধা দধা নর্সা | র্রগা র্রসা নর্সা র্রগা | র্মর্রা র্গা ধা নদা |

ধা া পা ধা | র্সা -া মগা রসা | ণপা ধা ন্সা রগা | মরা গমা পমা পধা |

রা -া র্মা* র্রা | না নর্সা র্রা না | পা পধা নসা র্রনা | র্সধা র্রা নাঃ র্সঃ | র্সা -া II
৪

উপরের গৎখানি Down ছড়ি দ্বারা আরম্ভ করিয়া দ্রুত লয়ে বাজাইবেন। প্রতি স্বর পৃথক ছড়ি দ্বারা বাজাইবেন কেবল যে স্বরগুলির উপরে ⌒ চিহ্ন আছে সেইগুলি এক ছড়িতে বাজাইবেন। * তারকা চিহ্ন স্বরটি Down ছড়ি নির্দ্দেশ করিতেছে।

গান

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র

একদা মোরে স্মরি' উঠিত আঁখি ভরি'
সুখে ও দুখে প্রিয়
কি মোহে!
আজিকে রয়ে রয়ে হিয়ার তার ছুঁয়ে
সে কথা মনোমাঝে
কে বহে।

সেই অশোক শাখে আজিও পাখী ডাকে
নিভৃত বেলাশেষে
কে কহে;
দখিন বায়ুভরে কুসুম ঝরে ঝরে,
বিজন পথে গান
কে গাহে।

হেথায় মনে আছে কি যে সে ফেলে গেছে
তোমারি কাছে কবে
কি ক'রে,
তাহারে মনে ভেবে ক্ষণিক আনমনে
বসিও বাতায়নে
প্রিয় হে।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

প্রণব বা সৃষ্টির আদি শব্দ ও ধ্বনির সম্বন্ধে শাস্ত্রে ও যোগীঋষিদের কথায় অনেক বর্ণনা আমরা পেয়ে থাকি—সে সকলের বিশদ্ আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধে নাই। আমরা মোটামুটি মনে রাখ্‌তে পারি যে ওঁকার থেকে সমুদয় সঙ্গীত ও বাক্এর উৎপত্তি হয়েছে। এই প্রণব মানে 'ওঁ' এই মুখে উচ্চারিত একটা শব্দ নয়। আমরা 'ওঁ' শব্দের দ্বারা সৃষ্টির আদিকার এই মূল ধ্বনিকেই বুঝে থাকি। সেই ধ্বনি মুখে উচ্চারণ করা যায় না।

ধ্বনি ও শব্দের চারিটি অবস্থা আছে—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। মনের কল্পনা ও ধারণার উপরের ধ্বনিকে পরানাদ বলা হয়—নাদ, বিন্দু, প্রণব এই সকলই হচ্ছে—পরানাদ বা নাদব্রহ্মের বিভিন্ন বিকাশোন্মুখ কারণ অবস্থা। তারপর হচ্ছে পশ্যন্তী বা সূক্ষ্ম ধ্বনি—পরাধ্বনি অচিন্ত্যনীয়, কিন্তু পশ্যন্তী ধ্বনি হচ্ছে, মন ও চিত্তের সাম্যাবস্থায় অনুভূত সূক্ষ্ম ধ্বনি। পশ্যন্তী ধ্বনির রাজ্যেই নানাবিধ সুর ও রাগরাগিণীর কল্পনাযোগ্য মূর্ত্তি আমরা পাই। নাদব্রহ্মের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয় না। প্রণবের ধ্বনির আভাষ ধ্যানযোগে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু পশ্যন্তী ধ্বনিতে রাগরাগিণীর পরিষ্কার রূপ আমরা পাই—যদিও তা ধ্যান সাপেক্ষ। গভীর ধ্যানে নানারূপ সুর ও রাগের অনুভূতি হয়, এ বিষয়ে কোনও সংশয়ের কারণ নাই। নানা রস ও ভাবের প্রকাশক বহু সুরের অনুভূতি সূক্ষ্মজগতে গেলে পাওয়া যায়, তাকেই আমি পশ্যন্তী ধ্বনি বল্‌ছি। চিত্তে অনুভূত এই সকল ধ্বনি যখন বাহিরে প্রকাশ কর্ত্তে যাই, তখন প্রাণে তার যে রূপ প্রকাশ পায় তাই হচ্ছে মধ্যমা ধ্বনি। আর মুখে স্থূল ধ্বনি দ্বারা যখন তা প্রকাশ করি তা হচ্ছে বৈখরী।

ধ্বনি ও সঙ্গীতের এই ভাবে চারটি স্তর বা চারটি অবস্থা আছে। এই সব সুরের অনুভূতি ও সেই অনুভূতির দ্বারা সঙ্গীতের সৃষ্টি কর্ত্তে হলে ধ্যান ধারণা বা যোগ সাধন করা আবশ্যক হয়। প্রাণায়াম ও রাজযোগ, ভক্তিযোগ বা তান্ত্রিক কুলকুণ্ডলিনীযোগ এই সকলই এ বিষয়ে উপযোগী। এর ভিতরে যে কোনও পথ অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হলেই সূক্ষ্ম ধ্বনি বা সূক্ষ্ম সঙ্গীতের অনুভূতি হবে। সূক্ষ্ম সঙ্গীতের অনুভূতি পাকা হলে, তারপর কারণ-জগতের সঙ্গীতের উপলব্ধিও ক্রমে হতে পারে। এই ভাবে অন্তর্জ্জগতের সঙ্গীত যতই শোনা যাবে তার স্মৃতি রক্ষা করার চেষ্টা কর্ত্তে হবে, তা'হলে গান বাজানার সময়ও সেই সঙ্গীতের প্রকাশ করা সম্ভব হবে। সঙ্গীত সাধকদের এই পথ।

বৈজু বাওরা, হরিদাস স্বামী, মিয়া তানসেন, ত্যাগরাজ প্রভৃতি ভারতীয় সঙ্গীতসাধকগণ ও অপরদিকে বিথোভেন্, ওয়াগ্‌নার প্রভৃতি পাশ্চাত্যসঙ্গীতকারগণ যে অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সৃষ্টিতে জগৎকে এত সুন্দর ও সমৃদ্ধ ক'রে গিয়েছেন—তা সকলই অন্তর্জ্জগতের সঙ্গীতকে অনুভব ক'রে তা বাহিরে প্রকাশ করার ফলে সম্ভব হয়েছে।

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

মিশ্র—দাদ্‌রা

পথিক আমি ফিরি একাকী
    দুয়ার খোল আজি এ রাতে,
তোমারি চোখে নামিল ঘুম
    আমি যে কাঁদি বেদনাতে।
তোমারি দ্বারে মাধবী লতা
পবনে কহে প্রলাপ কথা,
তুমি কি মোরে রাখিবে দূরে
    হবে না দেখা তব সাথে।

দুয়ার যদি না খোল প্রিয়
    সারারাতি রাতি রহিব জাগি'
বুকের বীণা ছন্দ হীনা
    বাজিবে শুধু তোমার লাগি'।
প্রভাতে তুমি বাহিরে আসি'
হেরিবে মম অশ্রু রাশি,
তোমারি দ্বারে কুসুম দলে
    দুলিবে সে যে মৃদু বাতে।

কথা—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য   সুর—শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত

স্বরলিপি—কুমারী রেণুকা বসু (ছবি)

```
     +               ২                  +               ২
II  সা   ধা_  -া  |  সা   সা   -ঋা  I  গা   গা   গা  |  জ্ঞা_ -গা   -া   I
    প    থি    ক্  |  আ    মি    ০      ফি   রি   এ  |  কা    কী    ০

    ঋা   ঋা   -া  |  ঋা   ঋা   -া   I  গা   পা   পা  |  জ্ঞা  পা   -া   I
    দু    য়া   র্  |  খো    ল    ০      আ    জি   এ  |  রা    তে    ০

    পা   পা   ধা  |  পা_  -ধা   মা   I  গা   পা   ধা  |  ধা_  -গা   -া   I
    তো   মা   রি  |  চো    ০    খে      না   মি   ল  |  ঘু    ০     ম্

    গা   গা   গা  |  ঋা   ঋা   -া   I  সা   পা   ঋগা |  ঋসা  -া    -া   II
    আ    মি   যে  |  কাঁ    দি   ০      বে   দ   না০  |  তে    ০     ০
```

---

* এই গানখানি শ্রীমতী বীণা চৌধুরী মেগাফোন রেকর্ডে গেয়েছেন। আস্থায়ীর "পথিক আমি ফিরি একাকী" [illegible] আরও ৬ মাত্রা দম নিয়া অন্তরা ইত্যাদি ধরিতে হইবে।

```
       +               ২                +                ২                +            ২
কথা :—সা  ধা_-া | সা  সা  -ঋা I গা  গা  গা | জ্ঞা_-গা  -া I -া  -া  -া | -া  -া  -া II
      প   থি  ক্    আ   মি   ০    ফি  রি  এ    কা   কী   ০    ০   ০   ০    ০   ০   ০
```

\+ ২ + ২

II পা গা জ্ঞা | ধা -না না I পা গা জ্ঞা | ধা -র্সা র্সা I

তো মা রি | ঘা ০ রে মা ধ বী | ল ০ তা

র্সা না ধা | পা -মা পা I রা গা রা | মা গা -া I

প ব নে | ক ০ হে প্র ণা প | ক থা ০

গা -র্গা র্গা | র্রা র্গা -া I র্সা র্গা র্রা | ধর্সা ধর্সা -া I

ছু বি কি | মো রে ০ রা খি লে | হৃ০ দে০ ০

সা রা গা | গা গা -া I সা রা গা | পা -া -া II

হ বে না | দে খা ০ ত ব সা | থে ০ ০

তোমারি চোখে নামিল ঘুম ইত্যাদি।

\+ ২ + ২

II গা গা -া | রা রা -া I সা গা রা | সন্‌া সা -া I

ছু রা র | ব দি ০ না খো ল | খি০ র ০

সা পা পা | জ্ঞা পা -া I গা মা পা | মা গা -া I

সা রা টী | রা তি ০ র হি ব | জা গি ০

পা পা -মা | ধা ধা -া I পা -ধনা নধা | পা -জ্ঞা পা I

দূ রে র | বী ণা ০ হ ০ন্ ব০ | হী ০ না

পা না না | ধা না -ধা I ধপা পা -গা | জ্ঞা পা -া I

ঘা তি নে | ড ধু ০ তো মা র | জা গি ০

পা গা জ্ঞা | ধা -না না I পা গা জ্ঞা | ধা -র্সা র্সা I
প্র ভা তে | তু ০ মি বা হি রে | আ ০ সি

র্সা ণা ধা | পা -মা গা I ঋা -গা ঋা | মা গা -া I
হে রি বে | ম ০ ম অ শ্ রু | রা শি ০

·গা -র্গা র্গা | র্ঋা র্গা -া I র্সা র্গা র্ঋা | ধর্সা ধর্সা -া I
তো মা রি | দ্বা রে ০ কু সু ম | দ০ লে০ ০

সা ঋা গা | গা পা -া I সা ঋা গা | পা -া -া II
দু লি বে | সে যে ০ মৃ দু বা | তে ০ ০

তোমারি চোখে নামিল ঘুম ইত্যাদি

গান

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তোমার আমার মিলন যদি
হয়গো বিফলতা
নাই কোন দুখ, প্রভু হে মোর্
নাইকো আকুলতা।

এ জীবনের প্রদীপ আমার
নিবে যখন হবে আঁধার
সেই আঁধারে যাত্রাপথে
কহিব প্রাণের কথা।

ঝড়ের রাতে আভাষ তোমার
বাঁশীর সঙ্কেতে—
নাই কোন ভয় কাঁটার পথে
পিছিল্ পঙ্কেতে।

সেদিন কিগো আস্‌বে তুমি
মুঞ্জরিয়া বনভূমি
মরুর বুকে বহাবে কি
প্রাণের সরলতা?

তেওরা তাল প্রসঙ্গে

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার বি, এ

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার গত আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের তেওরা তালের আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের শ্রীখোল বাদ্য প্রণালীর গত ফাল্গুন সংখ্যার প্রবন্ধের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম। সেই সম্বন্ধে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধির অনুরূপ দুই একটি কথা বলিতেছি; গ্রহণ-যোগ্য কিনা তাহা তাঁহারা বিচার করিয়া দেখিবেন। অভিনব তাল-মঞ্জরী নামক পুস্তক আমার নিকট নাই। ইহার শ্লোকগুলি নিজ প্রয়োজনানুসারে খাতায় লিখিয়া আনিয়াছি। কাজেই ইহার টীকা এবং বঙ্গানুবাদ নিজেই করিয়া দিতেছি। তাহাতে ভ্রম হওয়া অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক নহে। একস্থানে মুদ্রাকার প্রমাদ ঘটিয়াছে যথা তৃতীয় পঙক্তিতে দবিরাম স্থানে দবিভাম হইয়াছে।

টীকা

অন্বয় মুখীঃ—যঃ তালঃ তেবরা ইতি ত্রিপুট ইতি চ দেশভাষা প্রসিদ্ধঃ অর্থাৎ যং তালম্ আধুনিকাঃ গায়কাঃ বাদকাশ্চ তেবরা ইতি ত্রিপুট ইতি বা নাম্না অভিদধতি; রত্নাকরে গ্রন্থে (তদাখ্যে সঙ্গীত শাস্ত্রে) অসৌ (তেবরা ত্রিপুট বা তালঃ) অন্তবক্রীড়সঞ্জঃ (অন্তবক্রীড় ইতি সংজ্ঞা নাম যস্ত সঃ) সুমতিভিঃ (সুধীভিঃ, অর্থাৎ সারঙ্গদেব পাদৈঃ—গৌরবে বহুবচনম্) উদিতঃ (অভিহিতঃ) অস্তি। অমুষ্মিন্ (অস্মিন্ তালে) সপ্তাঃ (সপ্ত সংখ্যকাঃ) কলাঃ (মাত্রাঃ) স্ফুটম্ (স্পষ্টম্) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ); ইহ (অস্মিন্ তালে) দবিরামঃ (দ্রুতশ্চ বিরামশ্চ, দ্রুত-বিরাম প্রমিত ঘাতঃ) ততঃ (তদনন্তরম্) দদ্বয়ং (দ্রুত-যুগলম্, দ্রুত প্রমিতং ঘাত যুগলম্) স্যাৎ (ভবেৎ), তত্র (তস্মিন তালে, তেবরাখ্যে তালে) ত্রয়ঃ ত্রিসংখ্যকাঃ) ঘাতাঃ (তালাঘাতাঃ) বৈ ইতি পাদপূরণে বাক্যালঙ্কারে বা। সুরুচিরমতিভিঃ (সুধীভিঃ সুবাদকৈঃ) মঞ্জুনাটৈঃ (মনোহারিভিঃ বর্ণৈঃ, মধুরাভিঃ বাণীভিঃ) বাদ্যতে।

বঙ্গানুবাদঃ—যে তালকে প্রচলিত দেশভাষার তেবরা বা ত্রিপুট বলা হয় তাহাই রত্নাকর গ্রন্থে সুমতি সারঙ্গদেব কর্তৃক (?) অন্তবক্রীড় (?) নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট সাতটি মাত্রা হইবে। ইহাতে প্রথমে দ অর্থাৎ দ্রুত এবং বিরাম পরে দুইটি দ্রুত। তালাঘাত ইহাতে তিনটি। সুবাদকগণ মধুরবাণী দ্বারা ঐ তাল বাজাইয়া থাকেন। ['রুদিত্তো'র পরে একটি লুপ্ত অকারের চিহ্ন হইবে বলিয়া মনে হয়] অন্তবক্রীড় অথবা অন্ত্যবক্রীড় নামক কোন তাল সারঙ্গদেব প্রণীত রত্নাকর গ্রন্থে আছে কিনা আমার জানা নাই। উক্ত গ্রন্থ আলোচনা করিলেই এ বিষয়টীর সন্দেহ দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বিরামকে আমরা সিকি মাত্রা এবং 'দ'কে অর্দ্ধমাত্রা বলিয়া জানি, ঝাঁপতাল প্রসঙ্গেও আমরা এইরূপেই মাত্রা ধরিয়াছি। এরূপ ধরিলে তেওরাতেও কাশীনাথ প্রদত্ত লক্ষণানুসারে সাত মাত্রাই হয়।

যথা—দ+বিরাম+দ+দ=

$$\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{২}+\frac{১}{২}=\frac{২+১+২+২}{৪}+\frac{৭}{৪}$$

ইহার প্রত্যেক সিকি মাত্রাকে এক মাত্রা করিয়া ধরিলেই মোট সাতটী মাত্রা হয়। এই ভাবে "সপ্তামুষ্মিন্ কলাঃ স্যুঃ" সঙ্গে দ বিরাম ততো দ দ্বয়ং স্যাৎ"এর বিরোধ দেখিতে পাই না।

স্বরলিপি

মিশ্র আড়ানা—দাদ্‌রা

ওগো সুদূরের চাঁদ জানকি
অমিয়-কণিকা ভরে
কাননে কাঁদিয়া মরে
চাতকী ?

উতলা আঁখির ধারা
বাষ্পে হবে কি হারা
পিয়াসী নয়ন হায়
ভাবে আশা নিরাশায়
কত কি।

তোমার হাসির হাটে
ঝরে যায় শত সুখ
লক্ষ মরুর তৃষা
শোষে অভাগীর বুক।

নিখিল বিশ্ব হিয়া
ভরাইছে সুধা দিয়া
তার এক কণা দিতে
বাজে ব্যথা তব চিতে
যত কি।

কথা—শ্রীপ্রসাদ বসু   সুর—শ্রীঅনিল বাক্‌চী

স্বরলিপি—শ্রীনলিনীকান্ত লাহিড়ী

[ধপা পধা] | র্সা র্সা র্সা

II { পা পধপা পপধর্সনা | -পধপা পপমপা -রমা I পা ধা র্সনা | -র্রসা র্সনা র্রর্সনর্সা } I
সু দূ০০ রে০০০০০ | ০০র্ চাঁ০০০ ০দ্ জা ন কি০ | ০০ ও০ গো০০০

র্সা র্রা র্সর্রর্সা | পা পধা -পা I পধা -পা -া | -পধা -পমা -া I
অ মি য়০০ | ক ণি০ কা ভ০ রে ০ | ০০ ০০ ০

মা পা পা | মা মমপধা ধপা I মধপা মা -জ্ঞা | -া মা -পধা I
কা ন নে | কাঁ দি০০০ য়া০ ম০০ রে ০ | ০ চা ত০

মপা -র্সা -র্সা | -র্সা র্সনা র্রর্সনর্সা II
কী০ ০ ০ | ০ ও০ গো০০০

॥ {পা র্রা -র্সা র্রা র্রা -র্রা I র্সর্রা র্জা -র্ -র্জর্রা -র্সনা -া I

আঁ খি র থা০ রা ০০ ০০

[-া -া -া]
না -না না পনা র্সা র্রা I না র্সা -া -পণা -ধপনর্সা -র্রা} I

যা হ্ লে হ০ বে কি চা না ০ ০০ ০০০০ ০

র্সা র্সর্রা র্সা | ণা -ধা -পা I পধা -পা -পধা | -পা পা পা I

পি রা০ সী ন ব ন্ হা০ ০ ০য় ০ ভা বে

ধা র্সা ধর্সণ | ধা পা -পা I মা ধপা মা | -জ্ঞা মা পধা I

আ পা নি০০ ক ভ০ কী ০ জা ন০

মপা -র্সা -র্সা -র্সা র্সনা র্রর্সনর্সা II

II {সরা -জ্ঞা -জ্ঞা | সরা -জ্ঞা -জ্ঞা I সরা -জ্ঞা -জ্ঞা | -রা -সা -া}

হাঁ০ সি র ছা০ টে ০

সা রা ম | -মা মা পা I মা -পা - | -া -া -া

পা -পা ০ | পধা পধপা -মা I পধা মপা -ধ০ | -পধা -পা -া

ম০ ম০০ র ভ০ কা০ ০ ০১ ০ ০

পা ধা পধ০ | মজ্ঞা মপা -া I মা -পপমা -জ্ঞ | -া -া -া} I

ভা০ পী০ র রু ০০০ ০১ ০ ০ ০

II পা র্রা -র্রা র্রা -র্রা র্রা I স´র্রা -জ্ঞ´া -া -জ্ঞ´র্রা -স´না -া I
নি খি বি ০ খ হি০ য়া ০ ০০ ০০

[-া -া া]
না না না পনা স´া র্রা I না স´া -া -পণা -মপনস´া -র্রা} I
ভ রা ই ছে০ সু ধা দি য়া ০০ ০০০০

স´া স´র্রা স´া -ণা ধা -পা I পধা -ণা -পধা | -ণা ণা ণা I
তা র০ এ কৃ ক ণা দি০ তে ০০ ০ বা জে

ধা স´া ধস´ণা ধা পা পা I মা ধপা মা | -জ্ঞা মা পধা I
ব্য থা ত০০ ব চি তে য ত০ কি ০ জা ন০

মপা -স´া -স´া স´া স´না র্রস´নর্সা II II
কি ০ ও০ গো০০

গান

শ্রীনিখিলরঞ্জন বসু

সাঁঝের ধূসর ছায়ে
ঝরা বকুলের গন্ধ কাঁদেগো
মৌন নিথর বায়ে।

ভুলে গেছে বুঝি উদাসী বকুলে,
গাঁথি' ফুলডোর নিতে গলে তুলে,
মালা হ'য়ে গলে দোলার কামনা
ব্যাথায় গেছে মিলায়ে॥

লক্ষ তারার আজো চলে খেলা
নীল গগনের বুকে,
ঘন বনতল আজিও উতল
দাদুরীর গীতি সুখে।

নিরাশা বিবশ বকুল সুরভি,
বক্ষে কাঁদেগো বেদন পূরবী,
জড়ায় নিবিড় ধূলি মলিনতা
অবলুণ্ঠিত কায়ে॥

নৃত্য-শিল্পী মণিবর্দ্ধন

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

গত ২৬শে জুলাই রবিবার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য নৃত্য-শিল্পী শ্রীযুক্ত মণি বর্দ্ধন মহাশয় University Institute Hallএ যে অপূর্ব্ব নৃত্য-নৈপুণ্য প্রদর্শন ক'রে আমাদের বিমুগ্ধ করেছেন, সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা আমরা আনন্দের সহিত বল্‌তে চাই।

প্রাচীনকাল হ'তেই নৃত্য-কলার অনুশীলন জগতের বুকে হোয়ে আস্‌ছে সঙ্গীতশাস্ত্র ও পুরাণ তা সাক্ষ্য দিচ্ছে। দেবাদিদেব মহাদেব ও দেবীর নৃত্য-তাণ্ডব ও লাস্য আমাদের সৃষ্টির আদিকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহাদেবের শিষ্য ব্রহ্মা ও ব্রহ্মার শিষ্য মহামুনি ভরত স্বর্গে অপ্সরাদের ও মর্ত্ত্যে গন্ধর্ব্বগণকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেন—একথা আমরা পুরাণশাস্ত্রে পাই, কাজেই নৃত্যকলার প্রভাব ও বিকাশ মোটেই আধুনিক নয়। সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে কালিদাসাদি মহাকবিগণও নৃত্যের কথা বহু স্থানে বর্ণনা কোরে গেছেন। তবে নৃত্যের চর্চ্চা নিয়ে একাল ও সেকালে অবশ্য অনেক তফাৎ হোতে পারে একথা স্বীকার্য্য।

বৃহন্নলা-নৃত্যে মণিবর্দ্ধন

যথার্থ প্রাচ্য নৃত্যের রূপ ও গতি কিরূপ ছিল পূর্ব্বে, তা ঠিক পরিষ্কার কোরে জান্‌বার উপায় নেই। এখন আমাদের সঙ্গীত-শাস্ত্রে লিখিত রূপ ও বর্ণনার উপরই নির্ভর কোরে মাত্র কল্পনার জাল বুন্‌তে হয়। তার কারণ আবও শাস্ত্র সঙ্গত নৃত্যের অনুশীলন ঠিক কর্‌ত না কেউ পরবর্ত্তীকালে। যে নৃত্যের রূপ ও ছন্দ সচরাচর ভেসে ওঠে আজকাল চোখের ওপর আমাদের, প্রাণের ও ভাবের ঠিক ঠিক পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না তাতে; সেই একঘেঁয়ে এক, দুই, তিন, চার বোলের তালে তালে পা ফেলার ভঙ্গীতেই মাত্র পর্য্যবসিত, সজীব ভাবের বালাই নেই তাতে বল্লেই চলে। মনে রাখা উচিত, সঙ্গীত যেমন ভাবময়, নৃত্যেও সেরূপ ভাবের মাঝে আপনার জীবনের পরিচয় দেয়। ভাবের অভিব্যক্তি কিছু পাওয়া যায় না যে নৃত্যে, সে নৃত্য নির্জ্জীব, ভাবের উদ্দীপনা মানুষের প্রাণেও আন্‌তে পারে না তা কখনও।

তারপর সঙ্গীতের বা সুরের যেমন ভাষাজড়িত কথা

ছাড়া নিজের প্রাণের একটি কথা আছে, নৃত্যেরও সেরূপ। সে ভাষা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অগোচর হোয়েই দর্শকের প্রাণের সহিত কথা কয়। নৃত্যের সাবলীল গতির পলকে পলকে সে ভাষা ভাবের আলোকে রূপায়িত হোয়ে ওঠে, ভাবাসিক্ত অজানিত সে ভাষা মানুষের প্রাণে অফুরন্ত আনন্দের ফোয়ারা খুলে দেয়, নৃত্যের সজীব মূর্ত্তি চোখের ওপর ভাসিয়ে দিয়ে তাতে তন্ময় কোরে ফেলে।

বিশ্ববিখ্যাত নৃত্য-শিল্পী উদয়শঙ্করের নৃত্যনৈপুণ্য দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হোয়ে ওঠে নি নানা কারণে, কিন্তু শিল্পী মণিবাবুর নৃত্য-চাতুর্য্য বাস্তবিকই বিমুগ্ধ কোরেছে আমাদের। তিনি একে একে ঝড়ের নৃত্য, রূপকুমার নৃত্য, অসি-নৃত্য, নাগা-নৃত্য, বৃহন্নলা-নৃত্য ও শিব-নৃত্য দেখিয়ে যথার্থ আপ্‌নার প্রতিভার পরিচয়ই দিয়েছেন। নৃত্যের মাঝে বাস্তবরূপ যে তার ভাব ও রসের উদ্দীপনা নিয়ে ফুটতে পারে যথার্থ, শিল্পী মণিবাবুর নৃত্য তা প্রমাণ কোরে দিয়েছে। শাস্ত্রোক্ত প্রাচ্য নৃত্যের রূপ প্রকৃত অনুশীলনের অভাবে অগোচরেই ছিল আমাদের এতদিন, এখন আলোকসম্পাত হোতে সুরু হওয়ায় আমরা আশ্বস্ত হোয়েছি।

মণিবাবুর প্রতি অঙ্গবিক্ষেপের মাঝেই বেশ একটি জীবনের পরিচয় ছিল। ঝড়ের নৃত্য সুর ও বাদ্যের তালে তালে যখন সুরু হোল, বাস্তবিকই ভীতিপ্রদ প্রলয়ের কল্পনা ছবি একটা জেগে উঠেছিল সবার মানস-পটে তখন। শিল্পীর সচঞ্চল সাবলীল গতি প্রতি নৃত্যটীকেই ভাব ও রসের অনুপ্রেরণায় সার্থক কোরেছিল যথার্থ রূপ দিয়ে।

তবে মণিবাবুর বৃহন্নলা ও শিব-নৃত্যটী আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। যে প্রতিভা ও কলা-নৈপুণ্য প্রকাশ কোরেছেন তিনি শিব-নৃত্যের মাঝে, বাস্তবিকই তা অতুলনীয়! শিব-নৃত্য দেখে সৃষ্টি-রহস্যের কথাই স্বতঃ মনে উঠেছিল তখন। প্রথমেই স্থির, ধীর ধ্যানমগ্ন শিবের প্রসন্নমূর্ত্তি সে নির্গুণ ব্রহ্মের রূপ মনে করিয়ে দিয়েছিল। সে অবস্থা ক্রিয়াহীন অচঞ্চল! পরক্ষণেই উদ্বেলিত হৃদয়ে বৈষম্যের মাঝে আবার সৃষ্টির ইচ্ছা তাঁতে জাগরিত হোল—"স তপোঽতপ্যত", তখন সগুণ ব্রহ্মের অবস্থা। তারপর ধীরে ধীরে সৃষ্টির ঘনীভূত অবস্থা প্রকটিত হোয়ে সৃজন-লীলা তাণ্ডবের প্রতি ছন্দে রূপায়িত হোয়ে উঠ্‌ল! তারপর আবার প্রলয়, গড়ার পর ভাঙা; সকল সৃষ্টি ধীরে ধীরে আবার বিলুপ্ত হোতে চল্‌ল নটরাজের রুদ্র নৃত্য-ছন্দের তালে তালে। প্রলয়াবশেষে আবার স্থির, ধীর, সুন্দর ও ধ্যানমগ্ন! যা হোতে উৎপত্তি, তাতেই লয়।

শিল্পী মণিবাবুর শিব নৃত্যের প্রতি ছন্দে এ ছবিটী প্রাণবান্ হোয়ে ফুটে উঠেছিল! নৃত্যে অশেষ সাধনা না থাক্‌লে এত নিখুঁৎ ও সুন্দরভাবে আঁকা যায় না এ ছবি। নৃত্যটীর মাঝে ভয়, ভক্তি ও আনন্দ একাধারে ফুটে উঠে সকলকে অভিভূত কোরেছিল! আমরা তাঁর নৈপুণ্য ও প্রতিভার প্রশংসা না কোরে থাক্‌তে পাচ্ছি না। যথেষ্ট কষ্ট ও পরিশ্রম তাঁকে স্বীকার কর্‌তে হোয়েছে এ নৃত্য শিক্ষার জন্য! সুদূর মণিপুর, নাগা পর্ব্বত, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে চেষ্টা কোরেছেন তিনি শিক্ষার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন কোরেও। অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টা তাঁর বাস্তবিকই প্রশংসার্হ ও অনুকরণীয়। আমরা মণিবাবুর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। যতটুকু সফলতা ও বিজয়মাল্য স্বীয় প্রতিভাবলে অর্জ্জন কোরেছেন তিনি বর্ত্তমানে, তার জন্য সানন্দে অভিনন্দন কর্‌ছি তাঁকে আমরা। যাত্রা তাঁর জয়যুক্ত হোক্ চিরদিন!

স্বরলিপি

সোহিনী মিশ্র—কাওয়ালী

পরাণে জাগে তোমার মূরতি
চোখে দেখা কিগো পাব না।
নিরাশার ব্যথা অন্তরে বাজে
কেন দাও এত বেদনা॥

সারাটী জীবন তোমার লাগিয়া
যাবে কি হে সখা ভাবিয়া ভাবিয়া,
বিফল জীবনে কি ফল বলনা
যদি জানো দেখা দেবে না॥

কথা—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চৌধুরী

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমিলনময় মুখোপাধ্যায়

আস্থায়ী

+ ৩ ০ ১
II { সা র্সা র্সা -র্সা | র্সা র্সা -র্সা ধা | না নধা -হ্মা -ধা | হ্মা গা -া -া I
প রা ণে ০ | জা গে ০ তো | মা র মূ ০ | র তি ০ ০

গা হ্মা -া হ্মা | ধা -া হ্মধা ধনা | -না -া হ্মধা -না | হ্মধা -ধনা -র্সধা -নর্সা } I
চো খে ০ দে | খা ০ কি০ গো০ | ০ ০ পাব ০ | না০ ০০ ০০ ০০

গা গা গা -গা | গা -গা -া হ্মা | -হ্মধা না না -া | ধনর্সধা নর্সা -নর্সা -র্সা I
নি রা শা র্ | ব্য থা ০ অ | ০ন্ ত রে ০ | বা ০০ জে০ ০ ০

গা গা -না -া | ধা -হ্মা -গা -া | গা মগা -মগা গা | ঋা -ঋা সা -া II
কে ন দা ০ | ও ০ ০ ০ | এ ত০ ০ বে | দ ০ না ০

অন্তরা

+ ৩ ০ ১
II সা -না সা -পা | পা -া পা পা | হ্মা পা হ্মা -া | গা মা গা -া I
সা রা টী ০ | জী ০ ব ন | তো মা র ০ | লা গি য়া ০

গা হ্মা ধা ধা | -না না না হ্মধা | -নর্সা -র্ঋা র্সা -া | না র্সা র্সা -নর্সা I
যা বে কি হে | ০ স খা ভা০ | ০বি ০ য়া ০ | ভা বি য়া ০

ছাড়া নিজের প্রাণের একটি কথা আছে, নৃত্যেরও সেরূপ। সে ভাষা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অগোচর হোয়েই দর্শকের প্রাণের সহিত কথা কয়। নৃত্যের সাবলীল গতির পলকে পলকে সে ভাষা ভাবের আলোকে রূপায়িত হোয়ে ওঠে, ভাবাসিক্ত অজানিত সে ভাষা মানুষের প্রাণে অফুরন্ত আনন্দের ফোয়ারা খুলে দেয়, নৃত্যের সজীব মূর্ত্তি চোখের ওপর ভাসিয়ে দিয়ে তাতে তন্ময় কোরে ফেলে।

বিশ্ববিখ্যাত নৃত্য-শিল্পী উদয়শঙ্করের নৃত্যনৈপুণ্য দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হোয়ে ওঠে নি নানা কারণে, কিন্তু শিল্পী মণিবাবুর নৃত্য-চাতুর্য্য বাস্তবিকই বিমুগ্ধ কোরেছে আমাদের। তিনি একে একে ঝড়ের নৃত্য, রূপকুমার নৃত্য, অসি-নৃত্য, নাগা-নৃত্য, বৃহন্নলা-নৃত্য ও শিব-নৃত্য দেখিয়ে যথার্থ আপ্‌নার প্রতিভার পরিচয়ই দিয়েছেন। নৃত্যের মাঝে বাস্তবরূপ যে তার ভাব ও রসের উদ্দীপনা নিয়ে ফুটতে পারে যথার্থ, শিল্পী মণিবাবুর নৃত্য তা প্রমাণ কোরে দিয়েছে। শাস্ত্রোক্ত প্রাচ্য নৃত্যের রূপ প্রকৃত অনুশীলনের অভাবে অগোচরেই ছিল আমাদের এতদিন, এখন আলোকসম্পাত হোতে সুরু হওয়ায় আমরা আশ্বস্ত হোয়েছি।

মণিবাবুর প্রতি অঙ্গবিক্ষেপের মাঝেই বেশ একটি জীবনের পরিচয় ছিল। ঝড়ের নৃত্য সুর ও বাদ্যের তালে তালে যখন সুরু হোল, বাস্তবিকই ভীতিপ্রদ প্রলয়ের কল্পনা ছবি একটা জেগে উঠেছিল সবার মানস-পটে তখন। শিল্পীর সচঞ্চল সাবলীল গতি প্রতি নৃত্যটীকেই ভাব ও রসের অনুপ্রেরণায় সার্থক কোরেছিল যথার্থ রূপ দিয়ে।

তবে মণিবাবুর বৃহন্নলা ও শিব-নৃত্যটী আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। যে প্রতিভা ও কলা-নৈপুণ্য প্রকাশ কোরেছেন তিনি শিব-নৃত্যের মাঝে, বাস্তবিকই তা অতুলনীয়! শিব-নৃত্য দেখে সৃষ্টি-রহস্যের কথাই স্বতঃ মনে উঠেছিল তখন। প্রথমেই স্থির, ধীর ধ্যানমগ্ন শিবের প্রসন্নমূর্ত্তি সে নির্গুণ ব্রহ্মের রূপ মনে করিয়ে দিয়েছিল। সে অবস্থা ক্রিয়াহীন অচঞ্চল! পরক্ষণেই উদ্বেলিত হৃদয়ে বৈষম্যের মাঝে আবার সৃষ্টির ইচ্ছা তাঁতে জাগরিত হোল—"স তপোঽতপ্যত", তখন সগুণ ব্রহ্মের অবস্থা। তারপর ধীরে ধীরে সৃষ্টির ঘনীভূত অবস্থা প্রকটিত হোয়ে সৃজন-লীলা তাণ্ডবের প্রতি ছন্দে রূপায়িত হোয়ে উঠ্‌ল! তারপর আবার প্রলয়, গড়ার পর ভাঙা; সকল সৃষ্টি ধীরে ধীরে আবার বিলুপ্ত হোতে চল্‌ল নটরাজের রুদ্র নৃত্য-ছন্দের তালে তালে। প্রলয়াবশেষে আবার স্থির, ধীর, সুন্দর ও ধ্যানমগ্ন! যা হোতে উৎপত্তি, তাতেই লয়।

শিল্পী মণিবাবুর শিব নৃত্যের প্রতি ছন্দে এ ছবিটী প্রাণবান্‌ হোয়ে ফুটে উঠেছিল! নৃত্যে অশেষ সাধনা না থাকলে এত নিখুঁৎ ও সুন্দরভাবে আঁকা যায় না এ ছবি। নৃত্যটীর মাঝে ভয়, ভক্তি ও আনন্দ একাধারে ফুটে উঠে সকলকে অভিভূত কোরেছিল! আমরা তাঁর নৈপুণ্য ও প্রতিভার প্রশংসা না কোরে থাক্‌তে পাচ্ছি না। যথেষ্ট কষ্ট ও পরিশ্রম তাঁকে স্বীকার কর্‌তে হোয়েছে এ নৃত্য শিক্ষার জন্য! সুদূর মণিপুর, নাগা পর্ব্বত, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে চেষ্টা কোরেছেন তিনি শিক্ষার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন কোরেও। অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টা তাঁর বাস্তবিকই প্রশংসার্হ ও অনুকরণীয়। আমরা মণিবাবুর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। যতটুকু সফলতা ও বিজয়মাল্য স্বীয় প্রতিভাবলে অর্জ্জন কোরেছেন তিনি বর্ত্তমানে, তার জন্য সানন্দে অভিনন্দন করছি তাঁকে আমরা। যাত্রা তাঁর জয়যুক্ত হোক্‌ চিরদিন!

স্বরলিপি

সোহিনী মিশ্র—কাওয়ালী

পরাণে জাগে তোমার মূরতি
চোখে দেখা কিগো পাব না।
নিরাশার ব্যথা অন্তরে বাজে
কেন দাও এত বেদনা॥

সারাটী জীবন তোমার লাগিয়া
যাবে কি হে সখা ভাবিয়া ভাবিয়া,
বিফল জীবনে কি ফল বলনা
যদি জানো দেখা দেবে না॥

কথা—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চৌধুরী

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমিলনময় মুখোপাধ্যায়

আস্থায়ী

+ ৩ ০ ১
II { সা র্সা র্সা -র্সা | র্সা র্সা -র্সা ধা | না নধা -জ্ঞা -ধা | জ্ঞা গা -া -া I
প রা ণে ০ | জা গে ০ তো | মা র মূ ০ | র তি ০ ০

গা জ্ঞা -া জ্ঞা | ধা -া জ্ঞধা ধনা | -না -া জ্ঞধা -না | জ্ঞধা -ধনা -র্সঋা -নর্সা } I
চো খে ০ দে | খা ০ কি০ গো০ | ০ ০ পাব ০ | না০ ০০ ০০ ০০

গা গা গা -গা | গা গা -া জ্ঞা | -জ্ঞধা না না -া | ধনর্সঋা নর্সা -নর্সা -র্সা I
নি রা শা র্ | ব্য থা ০ অ | ০ন্ ত রে ০ | বা ০০ জে০ ০ ০

গা গা -না -া | ধা -জ্ঞা -গা -া | গা মগা -মগা গা | ঋা -ঋা সা -া II
কে ন দা ০ | ও ০ ০ ০ | এ ত০ ০ বে | দ ০ না ০

অন্তরা

+ ৩ ০ ১
II সা -ন্া সা -পা | পা -া পা পা | জ্ঞা পা জ্ঞা -া | গা মা গা -া I
সা রা টী ০ | জী ০ ব ন | তো মা র ০ | লা গি য়া ০

গা জ্ঞা ধা ধা | -না না না জ্ঞধা | -নর্সা -ঋা র্সা -া | না র্সা র্সা -নর্সা I
যা বে কি হে | ০ স খা ভা০ | ০বি ০ য়া ০ | ভা বি য়া ০

র্সা র্গা র্গা র্গা | -া -া র্গা র্গা | র্গা -র্ঋা র্গা র্ঋা | র্ঋা নর্সা -া -া I
বি হ ল জী | ০ ০ ব নে | কি হ ল ব | ল মা ০ ০

গা -া ঋধনা না | না ধা না -ধা | ঋা গা -ঋগা গা | ঋা -ঋা সা -া II II
য ০ দি০০ আ | নো দে খা ০ | ০ দে ০ বে | না ০ ০ ০

স্বরলিপি

মালকোশ—একতালা

(সদা) কালী কালী বল মন
কালভয়হরা কাল কামিনি ভাবরে অনুক্ষণ।
কাল ভয় হ'তে এড়াইবে যদি, অভয়ার নাম জপ নিরবধি,
ও দুটী চরণ করিলে স্মরণ ঘুচিবে ভব বন্ধন ॥
কালী কল্পতরু লইলে আশ্রয় চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ সুনিশ্চয়,
এ মহতী বাণী না করি প্রত্যয়, বৃথা মোহে ভুলি যাপিছ জীবন,
দারা সুতা সুত আদি পরিবার, এ ভবের মাঝে সকলি অসার,
ভবানী চরণ এক মাত্র সার বুঝিয়াছে দীন শৈলেন।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র
সঙ্গীত শিক্ষক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দত্ত

আস্থায়ী

০ | ১ | + | ৩ | +২য় বারে | ৩
II সা জ্ঞা সা | ণ্‌া দ্‌া ণ্‌া | সা -সমা মা | -মজ্ঞা সা সা I (সা -সমা মা | মা -া -া) |
কা লী কা | লী ব ল | ম ০০ ন | ০০ স দা | ম ০০ ন | ০ ০ ০ |

মা মা মা | মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | মা -দা মদা | -নর্সা র্সা র্সা I
কা ল ভ | য় ০ হ রা | কা ০ ল০ | ০কা মি নি

ণা র্সা ণা | -দা মা মা | জ্ঞমা -মদা মা | -জ্ঞা সা সা II
ভা ব রে | ০ অ নু | ক্ষ০ ০০ ণ | ০ স দা

অন্তরা

০			১			+			৩			
মা	মা	মা	মজ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	দা	ণা	র্সা	র্সা	র্সা	I
কা	ন	ড	র ০	হ	তে	এ	ড়া	ই	বে	ব	ধি	
ণা	র্সা	ণা	ণদা	দা	দা	দা	ণা	ণা	দা	মা	মা	I
অ	ভ	মা	র	না	ম	অ	প	নি	র	ব	ধি	
মা	মা	মা	মজ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	দা	ণা	র্সা	র্সা	র্সা	I
ও	হু	টী	চ ০	র	ণ	ক	রি	লে	স্ম	র	ণ	
ণা	র্সা	ণা	-দা	মা	মা	জ্ঞমা	-দদা	মা	জ্ঞা	সা	সা	II
ঘু	চি	বে	০	ভ	ব	ব ০	০ ০	ন্ধ	ন	স	দা	

সঞ্চারী

	০			১			+			৩			
II	সা	সা	সমা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	I
	কা	লী	ক ০	ল	ভ	রু	ল	ই	লে	আ	শ্র	য়	
	জ্ঞা	মা	দা	দা	মা	মা	মজ্ঞা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	সা	সা	I
	চ	তু	র্ব	র্গ	ফ	ল	লা ০	ভ	হু	নি	শ্চ	য়	
	সা	সা	সা	ণ্	দ্	ণ্	সা	মা	মা	মা	মা	মা	I
	এ	য	হ	শ্রী	বা	ণী	না	ক	রি	প্র	ত্য	য়	
	জ্ঞা	মা	দা	দা	মা	মা	জ্ঞা	মা	মা	জ্ঞসা	-সা	সা	II
	স্ব	ধা	যো	হে	তু	লি	বা	পি	হ	জী০	ব	ন	

আভোগ

	০			১			+			৩			
II	মা	মা	মা |	মা	জ্ঞা	জ্ঞা |	মা	দা	ণা |	র্সা	র্সা	র্সা	I
	দা	রা	সু |	তা	সু	ত |	আ	দি	প |	রি	বা	র	
	ণা	র্সা	র্সা |	ণা	দা	দা |	মা	দা	ণা |	দা	মা	মা	I
	এ	ভ	বে |	র	মা	ঝে |	স	ক	লি |	অ	সা	র	
	মা	মা	মা |	মজ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা |	মা	দা	ণা |	দণা	র্সা	র্সা	I
	ভ	বা	নী |	চ০	র	ণ |	এ	ক	মা |	এ০	সা	র	
	ণা	র্সা	ণা |	দা	মা	মা |	-জ্ঞমা	-দদা	মা |	জ্ঞা	সা	সা	II
	বু	ঝি	য়া |	ছে	দী	ন |	শৈ ০	০০	লে |	ন	স	দা	

সংবাদ

সঙ্গীত-সভা

কলিকাতার সঙ্গীতপীঠের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়ক প্রফেসর শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য সঙ্গীতাচার্য্য মহাশয় আর্য্য সঙ্গীতের গবেষণা ও প্রচার উদ্দেশ্যে ভারত ভ্রমণে বাহির হইয়া কিছুদিন হইল গয়ায় আসিয়াছিলেন। স্থানীয় টাউন হলে তিনি সর্ব্বসাধারণকে সঙ্গীত রস পরিবেশনে কৃতার্থ করেন। তাঁহার উচ্চাঙ্গের গান শ্রবণে সকলেই অত্যন্ত মুগ্ধ হ'ন। বিষ্ণুপদ মন্দিরে ঝুলনোৎসবেও তিনি কয়েকদিন সঙ্গীতারাধনা দ্বারা সকলকে আনন্দ দান করেন। 'তীর্থবৃত্তি সুধারিণী গয়াপাল সভা' তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্ত বিষ্ণুপদ মন্দিরে ৪ তারিখে একটী সাধারণ সভার আয়োজন করিয়া তাঁহাকে প্রভূত সম্মান দান করেন; ঐ সভায় রায় বাহাদুর শ্রীকাশীনাথ সিং জমিদার মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভাটী গৌরবান্বিত ও সাফল্যমণ্ডিত করেন। পণ্ডিত শ্রীবাচ্চানলাল পাঠক গয়ালী মহাশয়ের গৃহে কালীবাবু সঙ্গীতপীঠের একটী শাখা প্রতিষ্ঠা করেন— ইহার উদ্দেশ্য হইবে সঙ্গীতে উৎসাহদান ও লুপ্তোদ্ধার এবং গয়ায় নবাগত সঙ্গীতবিদকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দান। আমরা গয়াবাসীরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে এই শাখাটীর মহৎ উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধ হয় এবং কালীবাবু যে মহতী ইচ্ছা লইয়া ভারত ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন তাহা যেন পূর্ণ ও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যান্য খ্যাতিমান্ ছাত্রদিগের মধ্যে পাইকপাড়ার রাজকুমার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয় অন্যতম। তিনি আজ কয়েক বৎসর যাবৎ গোপেশ্বর বাবুর নিকট উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ, খ্যাল প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞানার্জ্জন করিতেছেন। বিমলবাবু প্রাচীন

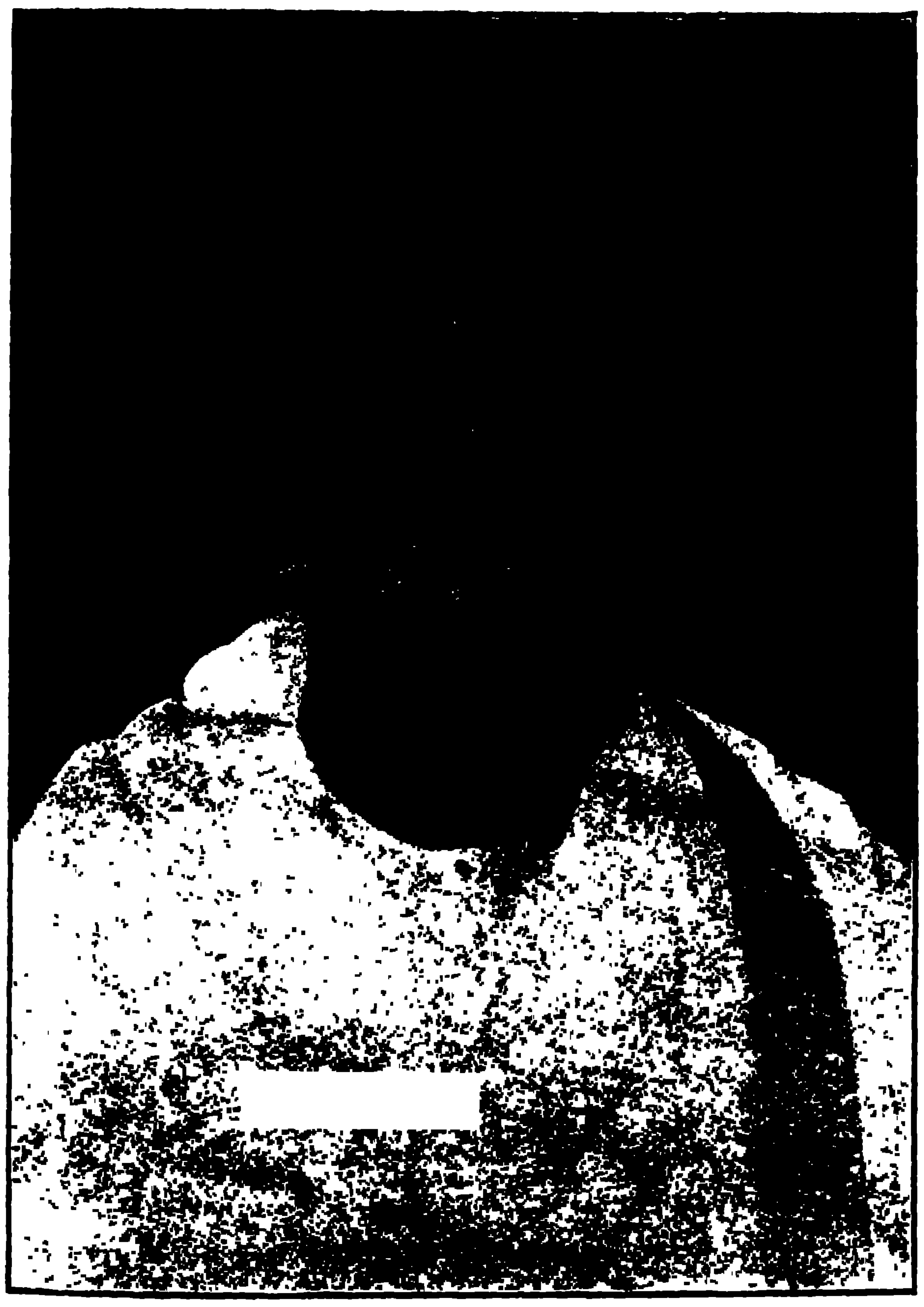

রীতিনীতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। এজন্যই তিনি ভারতের লুপ্তপ্রায় ধ্রুপদ গান সমূহ শিক্ষালাভ করিয়া যাহাতে সাধারণের মধ্যে ইহার প্রচলন পুনরায় করিতে পারেন তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টিত। বিমলবাবু যেমন সঙ্গীতোৎসাহী তেমনি প্রজাহিতৈষী। প্রজাহিতৈষণার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহার রচিত "বাংলার চাষী" নামক পুস্তকেই পাওয়া যায়। আমরা এই সদাশয় তরুণের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

স্মৃতি-সভা

বিগত ৩১শে শ্রাবণ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ৭৭ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটে শ্রীইন্দ্রচাঁদ দত্ত মহাশয়ের আবাসে স্বর্গত দৌলতরাম রাওয়ের স্মৃতিপূজা উপলক্ষে একটী সঙ্গীত জলসার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে পুরোহিতের কাজ করিয়াছিলেন—গফুর খাঁ সাহেব। সভায় প্রথমে নাগিরুদ্দিনের ২ খানি সানাই বাজনা হয়। সানাইয়ের সঙ্গত করিয়াছিলেন সুবাদক শ্রীরাধাশ্যাম দত্ত মহাশয়। পরে সতীশবাবু ও তাঁহার শিষ্যবর্গের মিলিত কণ্ঠে স্বর্গত সঙ্গীতাচার্য্যের আরাধনা হয়। ইহার পর শ্রীদীননাথ ধর (অন্ধগায়ক), গফুর খাঁ, রামকিষণ মিশ্র প্রভৃতি গুণীগণ নানা সুরে সঙ্গীতালাপ করেন। মৃদঙ্গবাদক শ্রীপতিতপাবন আচার্য্য মৃদঙ্গে এবং শ্রীরাধাশ্যাম দত্ত ও শ্রীরামপ্রসাদ মিশ্র তবলায় যথাক্রমে সঙ্গত করিয়াছিলেন। সভায় জলযোগের বন্দোবস্ত ছিল। দীর্ঘ রাত্রে সভা ভঙ্গ হয়।

৺দিনেন্দ্রনাথের সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধ

গত ২১শে জুলাই জোড়াসাঁকোস্থ ঠাকুর বাটীতে গুণী ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্য্যের উপাসনা এবং কুমারী অমিতা সেনের ব্রহ্মসঙ্গীত এক পবিত্রভাবের সঞ্চার করিয়াছিল। কলিকাতার বিখ্যাত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ এবং দিনেন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজন এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে আমরা তাঁহাদের সহিত তাঁর পারলৌকিক আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

তরুণ তবলা বাদক

কলিকাতার গীত রসিক সমাজে তরুণ তবলা বাদক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের নাম সুপরিচিত। তিনি তবলা বাদ্যে কিরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা প্রকাশ করিতেছি। পঞ্চাননবাবু

অতি অল্প বয়সেই তবলা বাজনায় নিজ প্রতিভা প্রকাশ করেন। এই প্রতিভা দৃষ্টে সুপ্রসিদ্ধ তবলা বাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহাকে তবলা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, অতঃপর তিনি ভারতশ্রেষ্ঠ তবলা-বাদক স্বর্গীয় আবেদ হুসেন খাঁ সাহেবের নিকট কয়েক

বৎসর যাবৎ তবলা শিক্ষা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তবলার সুকঠিন বোল, তেহাই, রেলা প্রভৃতি পঞ্চানন বাবু অতি সুন্দররূপে বাজাইয়া থাকেন। ভারতের বহু বিখ্যাত ওস্তাদের সহিত সঙ্গত করিয়া তিনি প্রভূত প্রশংসা পাইয়াছেন। বেতার-প্রিয়দিগের নিকটও তাঁহার নাম সুবিদিত। প্রতি মাসে একটি করিয়া বেতার-অনুষ্ঠান তাঁহার পরিচালনায় হইয়া থাকে। আনন্দের বিষয় গত ১৯৩৫ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় পঞ্চানন বাবু তবলা-বাদ্যে ২য় স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা এই তরুণ বাদকের দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি।

কলিকাতা মিউজিক এসোসিয়েসন

কলিকাতা মিউজিক এসোসিয়েসনের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং সঙ্গীত জলসা ১৭ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত দামোদর দাস খান্না মহাশয়ের বাটীতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ময়মনসিংহ গৌরীপুরের কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়। ১৯৩৬-৩৭ ইং সালের জন্য নিম্নলিখিত মাননীয় ভদ্র মহোদয়গণ বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হইয়াছেন :—

মহারাজা বাহাদুর নাটোর	সভাপতি।
কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	সহঃ সভাপতি
বাবু দামোদর দাস খান্না	ঐ
„ ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ	ঐ
„ সৌরেন্দ্রমোহন সেন	কোষাধ্যক্ষ
„ গিরিজাকিশোর ঘোষ	সাধারণ সম্পাদক
মিঃ সৌকত আলি	সহঃ ঐ
বাবু নিরঞ্জন রায়চৌধুরী	হিসাব রক্ষক

নিম্নলিখিত গুণীগণ কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন :—

বাবু গোপেশ্বর ব্যানার্জ্জী	কণ্ঠ-সঙ্গীত
পণ্ডিত মহাদেওপ্রসাদ	ঐ
মিঃ সুধীন্দ্রকুমার মজুমদার	ঐ
কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	বীণা
প্রোঃ সৌকত আলি	সুর-শৃঙ্গার
মিঃ মতিলাল ধর	স্বরোদ
মাষ্টার কৃষ্ণবিহারী বোস	ঐ
মিস্ শোভা কুণ্ডু	সেতার
মিঃ জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	ঐ
„ খুসি মহম্মদ	হারমোনিয়ম
„ এ, পি, অধিকারী	মৃদঙ্গ
„ যামিনীকান্ত ধর	তবলা

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিখ্যাত গায়ক ও বাদকগণ সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন, রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

প্রবীণ মৃদঙ্গ-বাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

সঙ্গীত-বিজ্ঞান
প্রবেশিকা

১৩শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৪৩ সাল { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মৃদঙ্গ-বাদক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

শ্রীজীবনভূষণ কাব্যালঙ্কার

জগতে এমন অনেক সাধক দেখা যায়, যাঁরা চির-জীবনটাকে সাধনার আনন্দেই মাতিয়ে রেখে দেন এবং নিজের আনন্দেই ভরপুর থাকেন। আমি আজ যাঁর জীবনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, তিনিও পূর্ব্বোক্ত সাধকগণের অন্ততম। দেবেন্দ্রবাবু আমার বিশেষ পরিচিত। এ পরিচয় অল্পদিনের নয় বহুদিনের। তিনি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের ছাত্র। সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার পাঠকবর্গের সহিতও দেবেন্দ্রবাবু বর্ত্তমানে সুপরিচিত; তাঁহার সুচিন্তিত মৃদঙ্গ-বাদন কৌশল কলা সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধাবলীই এই পরিচয়ের কারণ। হয়ত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা তাঁহার মৃদঙ্গ-বাদন নৈপুণ্যেরও পরিচয় পাইয়াছেন। উপক্রমণিকা আর না বাড়াইয়া সংক্ষেপে আমার বক্তব্য বিষয়ের বিবৃতি প্রদান করিতেছি।

বাঙ্গালা ১২৭৬ সালের কার্ত্তিক মাসে, কলিকাতাস্থ চাষাধোপা পাড়া নামক পল্লীতে সুবর্ণবণিক বংশে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺গৌরমোহন দে। তিনি সরকারী অফিসে একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ শৈশবেই পিতৃহীন হন্ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় বৈষ্ণবচরণ দের নিকট পুত্রাধিক স্নেহে লালিত পালিত হইতে থাকেন। বৈষ্ণবচরণ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল অফিসের Warrent Department এর বড়বাবু ছিলেন। চরিত্র, দয়া, দাক্ষিণ্য এবং বন্ধু বাৎসল্য প্রভৃতি গুণে তিনি তাঁহার উর্দ্ধতন ও অধস্তন

সকল সহকর্মীরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার অফিসের পুরাতন রেকর্ড তাঁহার এই সমস্ত সংগুণের পরিচায়ক। পিতার মৃত্যুকালে, দেবেন্দ্রনাথের জননী জীবিতা ছিলেন। মাতার স্নেহময় ক্রোড়ে এবং জ্যেষ্ঠতাতের পরম আদরে দেবেন্দ্রকে প্রতিপালিত হইতে দেখিয়া জানিনা কোন দুষ্ট গ্রহ তাঁহার প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন! অল্পদিনের মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের মাতা স্বামীর অনুগমন করিলে দেবেন্দ্রনাথ চিরতরে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইলেন।

পিতৃমাতৃহীন বালক দেবেন্দ্রের এখন একমাত্র আশ্রয় স্থল তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত। বাল্যে দেবেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ ছিল। বৈষ্ণববাবু তাঁহার এইরূপ স্বাস্থ্যহীনতার জন্ত বড়ই উদ্বিগ্ন থাকিতেন এবং দেবেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ত যথাসম্ভব যত্ন লইতেন। হীন-স্বাস্থ্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দৈহিক অবস্থার এই প্রকার হীনতার জন্ত সর্ব্বদাই মানসিক অশান্তিতে কালযাপন করিতেন। এবং ভগবানের চরণে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ত একান্তভাবে প্রার্থনা করিতেন। করুণানিধান ভগবান বালকের এইরূপ কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন। তদানীন্তন ব্যায়াম শিক্ষক ৺গোকুলচন্দ্র বসাক মহাশয় তাঁহাকে গোপনে নিজ ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম শিখাইতে আরম্ভ করাইলেন। ব্যায়ামচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে লাগিল। জ্যেষ্ঠতাত কিম্বা পরিবারস্থ অপর কেহই এ বিষয়ের কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরে একদিন ঘটনাক্রমে দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাত বৈষ্ণব বাবুর কোন একটী গুরুভার দ্রব্য ছাদের উপর লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হয়, এবং তিনি সেই কার্য্যের জন্ত কুলীর অনুসন্ধানে বাহির হন্। এই অবসরে দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং উহা ছাদে উঠাইয়া লইয়া যান। তিনি ফিরিয়া আসিয়া যখন শুনিলেন যে সুবোধের দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তাহার স্বাস্থ্যোন্নতিতে পরম প্রীত হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের গৃহে প্রায়ই সঙ্গীতের মজলিস হইত। ৺মদন বর্ম্মণ, ৺কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু গায়ক ও যন্ত্রী প্রায়ই মজলিসে যোগদান করিতেন। ইহা সুবোধচন্দ্রের জীবনের বাল্যকালীন ঘটনা। দেবেন্দ্রনাথ বাল্যে যখন কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তখন বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ছাত্রদের মধ্যে প্রতিদিন একঘণ্টা কালের জন্ত Drawing Class বা বিদ্যালয়েরই অন্তর্ভুক্ত বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ে সঙ্গীতশ্রেণীতে যোগদান করিতে হইত। দেবেন্দ্রনাথ শেষোক্ত শ্রেণীতেই যোগদান করিতেন। স্বর্গীয় মদন বর্ম্মণ, কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সঙ্গীতবিশেষজ্ঞগণ তথায় বালকগণকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন।

বাল্যকাল হইতেই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গীত বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তাঁহার সেই বাল্যকালীন সঙ্গীতানুরক্তিই কালে তাঁহাকে একজন উপযুক্ত মৃদঙ্গবাদক করিয়া তুলিয়াছে। কোনও স্থানে সঙ্গীতের মজলিস্ হইতেছে শুনিলেই দেবেন্দ্রনাথ আগ্রহের সহিত সেথায় শ্রবণার্থ গমন করিতেন। তাঁহার পিতা তবলা বাজাইতে পারিতেন, এবং সেই পিতৃগুণ দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

অনেক সময় পাড়ার মুরুব্বীপক্ষ কোথাও তবলায় ঠেকা দিবার আবশুক হইলে সুবোধকে ডাকিয়া পাঠাইতেন এবং সঙ্গত করিবার জন্ত অনুরোধ করিতেন। মেধাবী সুবোধচন্দ্র তবলা শিক্ষা না করিয়াও গানের সহিত বেশ সুন্দররূপে ঠেকা দিতেন। প্রথমে তিনি বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের বেহালা শিক্ষক স্বর্গীয় বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য ৺নীলকণ্ঠ দত্তের নিকট বেহালা শিখিবার জন্ত চেষ্টা করেন। তৎকালে বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী জীবিত থাকিলেও তাঁহার নিকট শিক্ষা করিবার সুযোগ দেবেন্দ্রনাথের ঘটিয়া উঠে নাই। নীলকণ্ঠ দত্ত মহাশয়ও একদিন

পাঠ দেখাইয়া দিয়া দুই তিন মাস আমলই দিতেন না, এইরূপ নানা অসুবিধায় পড়িয়া দেবেন্দ্রনাথকে বেহালা শিক্ষার আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। তিনি ইহাতে অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। তিনি সদ্‌গুরুর সন্ধান পাইলেন। একজন প্রতিবেশী তাঁহাকে জানাইলেন যে যদি দেবেন্দ্রনাথ পাখোয়াজ শিখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি একজন সুদক্ষ পাখোয়াজ শিক্ষকের কাছে তাঁহাকে লইয়া গিয়া তাঁহার শিখিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহার প্রস্তাবে আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁহার উক্ত প্রতিবেশী তাঁহাকে ৺কৈলাশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মারফতে বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি, মৃদঙ্গবাদক স্বর্গীয় মুরারি মোহন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট লইয়া যান এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয় গুপ্ত মহাশয়কে যুবক সুবোধচন্দ্রকে মৃদঙ্গ শিক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। মুরারি বাবুর গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না, যদিও আমি তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত নহি, তথাপি আমার বহু বন্ধু বান্ধবের নিকট তাঁহার গুণের কথা ও তাঁহার মৃদঙ্গাদি শিক্ষা দান পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছি। বাঙ্গলাদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না এমন কেহ সঙ্গীতজ্ঞ তৎকালে ছিলেন না যিনি মুরারি মোহনের নাম এবং তাঁহার মৃদঙ্গবাদন কৌশল সম্বন্ধে না জানিতেন।

মুরারি বাবুর নিকট যাঁহারা মৃদঙ্গাদি বাদ্য শিক্ষার জন্য আসিতেন তাঁহারা যে কেবল বাদ্যসঙ্গীতই শিক্ষা করিতেন এমন নহে, সামাজিক ও নৈতিক বহুবিধ শিক্ষা মুরারি বাবুর সাহায্যে ছাত্রবৃন্দ শিক্ষা করিতেন। সুবোধ বাবুর নিকট শুনিয়াছি যে :—

"একদিন মুরারি বাবু গৃহে ছাত্র পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন তন্মধ্যে মৈমনসিংহের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, অখিলচন্দ্র পাকড়াসী (স্থলপদ্মপুর জমিদার), নিবারণচন্দ্র দত্ত (গড়পার) প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণও উপস্থিত আছেন, ঠিক সেই সময় দ্বার-প্রান্তে মলিন বসন পরিধায়ী, ভগ্নছত্রদণ্ডাবস্থিত কক্ষ, ধূলিপূর্ণ নগ্নপদ, একটী যুবকও দাঁড়াইয়াছিল। কথোপকথনে নিবিষ্ট থাকায় মুরারি বাবুর দৃষ্টি তাহার প্রতি পতিত হয় নাই, পরে হঠাৎ যখন তাহার দৃষ্টি বহির্দ্বারের দিকে পড়িল, তখন তিনি সেই যুবকটিকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবা মাত্র তিনি যুবককে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে দর্শক দাঁড়িয়ে আছ! (মুরারি বাবুর দূরের বস্তু দেখার শক্তি কিছু কম ছিল) বাইরে দাঁড়িয়ে কেন বাপ! ভেতরে এসে বস।" যুবক ভিতরে আসিবামাত্র তিনি উহার সঙ্কোচ দূর করিবার জন্য আদর করিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। ধূলিপূর্ণ পদে শুভ্র বিছানার উপর উঠিলে উহা যে মলিন হইয়া যাইবে এ বিষয় অবগত হইয়াও শিষ্য বৎসল গুরু শিষ্যের প্রতি যেরূপ স্নেহ ব্যবহার দেখাইলেন বাস্তবিকই ঐরূপ শিষ্যপ্রীতি বর্ত্তমানে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যুবকটী চলিয়া যাইবার পর আমরা গুরুদেবের মুখে তাহার পরিচয় অবগত হইলাম যে সে স্বর্গীয় রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীর পাচক ব্রাহ্মণ, নিবাস কটক জিলায়। সে গুরুদেবের নিকট তবলা শিক্ষা করে। সেই দিবসের ঘটনায় গুরুদেবের হৃদয়ের মহত্বের যে পরিচয় পাইয়াছিলাম তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।"

সপ্তদশবর্ষ বয়সে দেবেন্দ্রনাথ পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাত প্রভৃতিকে হারাইয়া সংসারের গুরুভার মাথায় করিতে বাধ্য হইলেন। সেই বৎসর তাঁহার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার কথা কিন্তু ভাগ্য তাঁহাকে অন্যপথে টানিয়া লইয়া গেল। তিনি শিক্ষানবীশরূপে Naylor, Son, Grims & Co. আফিসে প্রবেশ করিলেন। পরিশেষে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানটির Head clerkএর পদে উন্নীত হন: কিন্তু বিশেষ কোনও কার্য্যবশতঃ উক্ত কোম্পানী তাঁহাদের

এখানকার কার্য্যালয় তুলিয়া দিতে বাধ্য হন। দেবেন্দ্রনাথ আবার বেকার অবস্থায় পড়িলেন।

দুই বৎসর যাবৎ বেকার অবস্থায় থাকার পর ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ-এ সামান্য বেতনে দেবেন্দ্রনাথ একটী চাকুরী যোগাড় করেন এবং নিজ পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেন। ঐ আফিসের একটী শাখা যখন চট্টগ্রামে প্রথম খোলা হয়, তখন ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ বিশ্বস্ত ও যোগ্যজ্ঞানে সুবোধবাবুকে তথায় বড়বাবু করিয়া পাঠাইবার জন্য মনোনীত করেন। কিন্তু চট্টগ্রামে গিয়া তাঁহার মৃদঙ্গ-সাধনায় পাছে বাধা পড়ে সেইজন্য তিনি অন্য কারণ দেখাইয়া ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অন্য লোকের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। খুব দক্ষতা ও সততার সহিত উক্ত ব্যাঙ্কে ৩৭ বৎসর কার্য্য করিয়া ১৩৩৬ সালে তিনি পেন্‌সন্ লইয়া অবসর গ্রহণ করিলেন।

মুরারি বাবুর বাটীতে প্রায়ই বহু গায়ক বাদকের সমাগম হইত এবং সঙ্গীতালাপে তাঁহারা তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। সুবোধবাবু মুরারি বাবুর কৃপায় সেই সমস্ত গুণী ব্যক্তিদের সহিত মেলা-মেশার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদের সহিত মৃদঙ্গ-সঙ্গতের সৌভাগ্য লাভও করিয়াছিলেন।

জীবনের অপরাহ্নে সুবোধবাবু তাঁহার সাধ্বী পত্নীকে হারাইয়াছেন বটে কিন্তু পত্নী-শোকে তাঁহাকে মুহ্যমান করিতে পারে নাই। সঙ্গীতালোচনার ভিতর দিয়া তিনি যে রসবস্তুকে পাইয়াছেন, (রসোহবৈসঃ) সেই আনন্দ-রসেই তিনি মগ্ন হইয়া আছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার অবশিষ্ট জীবন যেন এইরূপ আনন্দেই অতিবাহিত হয় এবং প্রবেশিকার পাঠকবর্গকে তাঁহার অমূল্য "বোল্"-গুলি উপহার দিয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। মানুষের বাসনা সব সময় পূর্ণ হয় না, কে জানে যে সুবোধবাবুর পত্নী বিয়োগ দুঃখের কথা উল্লেখের পর আবার একটী ভীষণ শোকাক্রমণের বার্ত্তা পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিতে হইবে। ১৯৩৩ সালের ১১ই মার্চ্চ তারিখে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ ভোলানাথ দে, প্রায় বৎসরাধিক-কাল মুত্রকৃচ্ছ্রতা রোগ ভোগ করিয়া বৃদ্ধ পিতা, পত্নী ও কন্যাগণকে শোকসাগরে নিমগ্ন করতঃ মহাপ্রস্থান করেন। পুত্র-শোকানল নির্ব্বাপিত হয় না একথা সত্য কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হয়। কোনরূপে বিধবা পুত্রবধূ, পৌত্রী দুইটীর মুখ চাহিয়া পুত্র-শোকানলের কথঞ্চিৎ প্রশমন করিয়া আনিতেছিলেন কিন্তু বিধাতার নিয়ম অলঙ্ঘ্য। প্রেমসিন্ধু ভগবান না জানি ভবিষ্যতে হয়তো তাঁহাকে শান্তি-সাগরের সুধারসে মগ্ন করিবেন বলিয়াই পুত্র বিয়োগের দুই বৎসর পরেই তাঁহার কনিষ্ঠা পৌত্রীটীকে স্বচরণে টানিয়া লইলেন। পৌত্রীটীর বিয়োগ ব্যথা দেবেন্দ্রবাবুকে বড়ই মুহ্যমান করিয়া ফেলিয়াছে, তথাপি ব্রহ্মসাধনার গুণ কোথায় যাইবে এত শোক বিষাদের মধ্যেও তিনি মাঝে মাঝে যে আনন্দ উপভোগ করেন তাহার প্রমাণ সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার প্রবন্ধগুলি। দেবেন্দ্রনাথের জীবনীর প্রারম্ভ লিখিতে দুঃখের কথায় আলোচনা করিয়াছি, মধ্যে একটু সুখের কথা এবং পরিসমাপ্তিতে পুনরায় দুঃখ কাহিনী বিবৃত করিলাম। ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি আপাত-প্রতীয়মান এই দুঃখের মেঘ কাটিয়া গিয়া ভগবৎ সেবায় সুখসূর্য্যের উদয়ে তাঁহার ভাগ্যাকাশ আলোকিত করুক।

স্বরলিপি

কী বেদনা সে কি জানো
ওগো মিতা, সুদূরের মিতা,
বর্ষণ-নিবিড় তিমিরে
যামিনী বিজুলি-সচকিতা ॥
বাদল বাতাস ব্যেপে
হৃদয় উঠিছে কেঁপে'
সে কি জানো?
উৎসুক এই দুখ-জাগরণ
একি হবে বৃথা ॥

ওগো মিতা, সুদূরের মিতা,
আমার ভবন দ্বারে
রোপিলে যারে,
সেই মালতী আজি বিকশিতা,
সে কি জানো?
যারে তুমি দিয়েছ বাঁধি'
আমার কোলে সে উঠিছে কাঁদি
সে কি জানো?
সেই তোমার বীণা বিস্মৃতা ॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

II না -র্সা র্সা | -র্সা র্সা -া I র্সা -া -া | র্সা র্রর্সা না I
কী ০ বে | ০ দ ০ না ০ ০ | সে কি ০

ধা -নর্সা -ধনা | ধপা -া -া I -া -া -া | না র্সা -না I
জা ০০ ০০ | নো ০ ০ ০ ০ ০ | ও গো ০

ধা -নর্সা -ধনা | ধপা -া -া I -া -া পা | -দা দা -দা I
মি ০০ ০০ | তা০ ০ ০ ০ ০ সু | ০ দূ ০

দা -া -া | পা -া -দা I মা -পদা -মপা | মগা -া -া I
রে ০ ০ | র ০ ০ মি ০০ ০০ | তা ০ ০

-া -া -া | পা গা -মা I মা -পা -া | পা -া -া I
০ ০ ০ | ও গো ০ মি ০ ০ | তা ০ ০

-া -া -া | না না না I নর্সা -া র্সা | -া র্সা -া I
০ ০ ০ | আ মা র কী০ ০ বে | ০ য ০

র্সা -া -া | র্সা র্রা র্সা I না -া -া | র্সা -া -া I
না ০ ০ | সে কি ০ জা ০ ০ | নো ০ ০

-া -া -া | র্সা র্রা -র্সা I না -া র্সা | -া র্সা -া I
০ ০ ০ | ও গো ০ মি ০ তা | ০ ছু ০

র্সা -া র্সা | -া না -া I ধনা -র্সনা -ধনা | ধপা -া -া I
ছু ০ রে | ০ র ০ মি০ ০০ ০০ | তা ০ ০

-া -া -া | ধা পা -ধা I মা -া -া | পা -া -া I
০ ০ ০ | ও গো ০ মি ০ ০ | তা ০ ০

-া -া -া | না না না I না -র্সা -া | র্সা -া -না I
০ ০ ০ | আ মা র্ কী ০ ০ | বে ০ ০

ধনা -র্সনা -ধনা | ধপা -া -া I -া -া -া | না র্সা -না I
য০ ০০ ০০ | না৷ ০ ০ ০ ০ ০ | সে কি ০

ধা -নর্সা -ধনা | ধপা -া -া I -া -া -া | ধা পা -ধা I
জা ০০ ০০ | নো০ ০ ০ ০ ০ ০ | ও গো ০

মা -া পা | -া পা -দা I দা -া দা | -া -পা -া I
মি ০ তা | ০ ছু ০ ছু ০ রে | ০ র ০

মপা -দপা -মপা | মগা -া -া I -া -া -া | গা গা -মা I
মি০ ০০ তা০ | তা ০ ০ ০ ০ ০ | ও গো ০

মা -া -পা | -পা -া -া I পদা দা দা | -া দা -া I
মি ০ ০ | তা ০ ০ ব০ ন্ ধ | ০ ন ০

দা -া দা | -া পা -া I মা -া -া | পা -া -দা I
নি ০ বি | ০ ড় ০ তি ০ ০ | মি ০ ০

মপা -া মা | গা -া -া I গা -া গা | মা মা -া I
রে০ ০ ০ | ০ ০ ০ যা ০ মি | ০ নী ০

মা -া মা | পা পা -া I পা ধা না | -া ধনা -র্সনা I
বি ০ জু | ০ লি ০ স ০ চ | ০ কি০ ০০

ধপা -া -া | পধা পা -ধা I মা -া পা | -া পা -দা I
তা ০ ০ | ও গো ০ মি ০ তা | ০ দু ০

দা -া দা | -া পা -া I মপা -দপা -মপা | মগা -া -া I
দু ০ রে | ০ র ০ মি০ ০০ ০০ | তা ০ ০

গা গা -মা | মা -া -পা I পা -া -া | -া -া -া II
ও গো ০ | মি ০ ০ তা ০ ০ | ০ ০ ০

II র্সা -না র্সা | -র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞা -া -া | র্রা -া -র্জ্ঞা I
বা ০ দ | ল্ বা ০ তা ০ ০ | স ০ ০

র্সা -া -া | র্রা -া -া I -া -া -া | না না -না I
ব্য ০ ০ | পে ০ ০ ০ ০ ০ | আ মা র্

না -া না | -া -র্সা -া I র্সা -া র্সা | -া র্রর্সা -না I
ব ০ দ | ০ ব ০ উ ০ ঠি | ০ ছে০ ০

না -া -া | র্সা -া -া I -া -া -া | র্সা র্রা -র্সা
কেঁ ০ ০ | পে ০ ০ ০ ০ ০ | সে কি ০

না -া -া | র্সা -া -া I -া -া -া | র্সা র্সা -না I
জা ০ ০ | নো ০ ০ ০ ০ ০ | তু মি ০

ধা -নর্সা -ধনা | ধপা -া -া I {পদা -া দা | -া দা -দা I
জা ০০ ০০ | নো ০ ০ উৎ ০ সু | ০ ক ০

পা দা দা | -া -পা -া I মা -া পা | -া পা -দা I
এ ই দু | ০ খ ০ জা ০ গ | ০ র ০

মা -পা -া | গা গা -মা I পা -ধা না | -া ধনা -র্সনা I
ন ০ ০ | এ কি ০ হ ০ বে | ০ বু০ ০০

ধপা -া -া | (-া -া -া)} I ধা পা -ধা | মা -া পা I
থা০ ০ ০ | ০ ০ ০ ও গো ০ | মি ০ তা

-া পা -দা | দা -া দা I -া পা -া | মপা -দপা -মপা I
০ সু ০ | দূ ০ রে ০ র ০ | মি০ ০০ ০০

মগা -া -া | -া -া -া I গা গা -মা | মা -া -া I
ত ০ ০ | ০ ০ ০ ও গো ০ | মি ০ ০

পা -া -া | {-া -া -া I সা সা -া | সা -া রা I
তা ০ ০ | ০ ০ ০ ও গো ০ | মি ০ তা

-া ঋা -া | ঋা -া ঋা I -া গা -া | ঋা -গা -মা I

০ হৃ ০ | হু ০ রে ০ ০ ০ | মি ০ ০

গা -া -া | -া -া -া I গা গা গা | গা -া গা I

তা ০ ০ | ০ ০ ০ আ মা র্ | ভ ০ ব

-মা মা -া | মা -া -া I মা -া -া | মা -া মপা I

০ ন ০ | ঘা ০ ০ রে ০ ০ | রো ০ পি০

-া পা -া | পা -া -া I পা -া -া | পা -দা দা I

০ লে ০ | যা ০ ০ রে ০ ০ | সে ই মা

-া দা -া | দা -া দা I -পা -া -া | মা -া পা I

০ ন ০ | ভী ০ আ জি ০ ০ | বি ০ ক

-া পা দা | মা -পা -া I গা গা -মা | মা -া -া I

০ শি ০ | তা ০ ০ সে কি ০ | আ ০ ০

-পা -া -া | -া -া -া I সা´ সা´ -না | সা´ -না সা´ I

নো ০ ০ | ০ ০ ০ যা রে ০ | তু ০ মি

ঋা´ ঋা´ -া | জ্ঞা´ -া -া I ঋা´ -া -া | সা´ -া -া I

ই দি ০ | বে ০ ০ ছ ০ ০ | বাঁ ০ ০

ঋা´ -া -া | ঋজ্ঞা´ ঋজ্ঞা´ -ঋা´ I না -া না | -া না -া I

ধি ০ ০ | আ মা র কো ০ লে | ০ সে ০

না -া না | -সা´ সা´ -ঋা´ I না -া -া | সা´ -া -া I

উ ০ ঠি ০ ছে ০ কাঁ ০ ০ | দি ০ ০

-া	-া	-া	|	র্সা	র্রা	-র্সনা	I	না	-া	-া	|	র্সা	-া	-া	I
০	০	০	|	সে	কি	০০		জা	০	০	|	নো	০	০	
-া	-া	-া	|	র্সা	র্সা	-না	I	ধনা	-র্সনা	-ধনা	|	ধপা	-া	-া	I
০	০	০	|	তু	মি	০		জা০	০০	০০	|	নো	০	০	
-া	-া	-া	|	-া	পা	পা	I	পদা	-া	দা	|	দা	দা	-া	I
০	০	০	|	০	সে	ই		তো০	০	মা	|	র্	বী	০	
দা	-া	-া	|	পা	-া	-া	I	মপা	-দপা	-মপা	|	মগা	-া	-া	I
গা	০	০	|	বি	০	০		স্থ০	০০	০০	|	তা	০	০	
-া	-া	-া	|	গা	গা	-মা	I	মা	-া	পা	|	-া	পা	-া	I
০	০	০	|	ও	গো	০		মি	০	তা	|	০	সু	০	
পা	-ধা	না	|	-া	-র্সা	-না	I	ধনা	-র্সনা	-ধনা	|	ধপা	-া	-া	I
দূ	০	রে	|	০	র্	০		মি০	০০	০০	|	তা	০	০	
-া	-া	-া	II II												
০	০	০													

সঙ্গীত-তত্ত্ব

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

সঙ্গীত-শাস্ত্রে সঙ্গীতের অধ্যাত্মিকতার গভীরার্থ গবেষণা পরিলক্ষিত হয় না। অধ্যাত্ম ভাবের প্রবন্ধ এই সঙ্গীত বিজ্ঞানে আমি এবং অন্য দুই একজন প্রকাশ করিয়াছিলাম। অধুনা ঐ বিষয়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সঙ্গীত তৎপর জনগণের নিকট প্রকাশ করিতেছি,—সঙ্গীত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বস্তুর ন্যায় ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে দুইপ্রকার। ব্যক্ত যাহা ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত, অব্যক্ত মানে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু প্রকাশিত হইলেও প্রকাশমান পদার্থ অবস্থা ভেদে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য মাত্র হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব সিদ্ধ হয়, উপলব্ধি মাত্র হয়। যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় প্রকাশিত হয়, তখনই অপরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা হইবার উপযুক্ততা

লাভ করে। আমার মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকাশিত বস্তু কিছু সুক্ষ্ম অবস্থায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাত্র থাকে। এবং তাহা অতি সুক্ষ্ম অবস্থায়, ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত স্বরূপে পরিণত হয়। পুনরায় ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত স্বরূপটি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাত্র স্বরূপে এবং ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকাশিত মতে পরিণত হয়। এইরূপে ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত বিশ্লেষণ করার নাম, অনুলোম ও বিলোম। ইহার বিস্তৃত বিবরণ তন্ত্র শাস্ত্রে আছে। সঙ্গীত শাস্ত্রেও কথঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। বাস্তব পক্ষে দেখা যায় এই অনুলোম বিলোম দ্বারা সমস্ত দৃশ্য বস্তু এবং অদৃশ্য বস্তু, এবং দৃশ্যাদৃশ্য বস্তু নির্ণয় করা হয়। বেদান্ত সাধনা কেন অন্যান্য দার্শনিক সাধনায় দেখা যায় জগতের দৃশ্য পদার্থ মাত্রকে বিশ্লেষণ করিয়া, ক্রমশঃ পরব্রহ্মস্বরূপে পরিণত করা এবং পরব্রহ্ম স্বরূপটিকে ক্রমশঃ বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণ পদার্থে পরিণত করা, এই সাধনার কৌশল ছয়টি দর্শনে বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত হইয়াছে। বেদান্ত সকল দর্শনের সার। তার মতে সমস্ত পদার্থ তৎস্বরূপ। যদিও কার্য্যের কারণ আছে, কারণেরও কারণ আছে। বেদান্ত মতে সকলেই এক কার্য্য কারণ স্বরূপ।

অর্থাৎ যিনি কার্য্য তিনিই কারণ স্বরূপ। এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইলে, সঙ্গীত জিনিষটি আর বাদ পড়িল না, সঙ্গীতকে পরব্রহ্ম স্বরূপের অতীত কিছু বলিলে মিথ্যা হইবে। সঙ্গীত ঝঙ্কারে তরলামোদে মাতিয়া উঠা, সঙ্গীত ব্যভিচারীর পক্ষে খাটে। অব্যাভচারি সঙ্গীত সেবকগণ, সঙ্গীতের যথার্থ রস উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হন, সঙ্গীতের যথার্থ রস পাওয়ার অধিকার সকলেরই আছে। সঙ্গীতের হাওয়ায় মিথ্যা যে আনন্দের ফোয়ারা ছোটে, তাহার সমাধানার্থক একটি গল্প স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের "ভক্তিযোগে", দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়।* সঙ্গীত দ্বারা সগুণ নিগুর্ণ এই উভয় প্রকারে উপাসনা করা যাইতে পারে, কারণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সৎ পদার্থই অস্তিত্ব মাত্র বুঝায়, সৎপদার্থই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। এই স্বরূপই অব্যক্ত এবং অক্ষর। তাহাতে চিৎ শক্তি (ঈষণ শক্তি) সংযুক্ত বলিয়া; তদ্দ্বারা তৎ আনন্দ স্বরূপকে অনুভব করেন বলিয়া সচ্চিদানন্দ হইল তাহার স্বরূপ। শ্রুতিতে আছে; আনন্দাদিমানি ভূতানি জাতানি? আনন্দস্বরূপ হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। তজ্জন্যই মানব আনন্দ চায়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ কোথায়? নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভের সাধনার পথগুলি বন্ধুর ও দুঃখময় একমাত্র সঙ্গীত রূপ পথটী সুখপ্রদ। অমৃতের পুত্র আমরা, আমাদিগের উদ্দেশ্যই আনন্দ লাভ অর্থ, সম্পত্তি, পুত্রকন্যা, বিদ্যা, রূপলাবণ্য, ইন্দ্রিয় ভোগ, দেশ ভ্রমণ, গ্রন্থপাঠ, যশঃলাভ, প্রতিষ্ঠা লাভের, উদ্দেশ্য আনন্দই ভগবৎ স্বরূপতার প্রধান উপাদান। সমাধিতেও আনন্দ। মহাভাবে আনন্দ, আনন্দময় এই সৃষ্টি। সঙ্গীতের চরম উদ্দেশ্যই যখন আনন্দ স্বরূপতা, তখন আনন্দপীযুষ ধারায় শ্রাবনীর মেঘ, সিন্ধু সদৃশ সঙ্গীত সর্ব্বদাই মানুষের উপাসনাই।

* "ভক্তিযোগ" একটী কুকুর, শুষ্ক হাড় চিবাইতেছিল, মুখের ভিতর কোথায় স্থানগুলিতে (শুখ্না হাড় জন্য) আঘাত লাগিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, ঐ রক্ত জিব্ দ্বারা স্বাদ প্রাপ্ত হইয়া সে অতিশয় আনন্দ সহকারে ঐ হাড়টীকে চিবাইতে লাগিল, কিন্তু সে জানিল না যে রক্তটী হাড়ের নয় নিজের রক্ত। তেমন সঙ্গীতের আনন্দ ব্যবসা শক্ত পাত্রের হাতে পড়িয়া পথভ্রষ্ট উদ্দাম ভ্রষ্ট হইলেও আনন্দ লাভ হয়, তাহা ঐ সঙ্গীতের মহিমা তরল আমোদে গা ঢালিয়া সঙ্গীত উপভোগ করিলে ঐহিক পারত্রিক উভয় আনন্দই বিধ্বস্ত হয়। (সুতরা খাঁটিভাবে সঙ্গীতের উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

হে বিশ্ববাসি অমৃতের পুত্র সকল শুন। যাহা আনন্দ তাহা লাভ কর।

সঙ্গীত পুত্রশোকবিহ্বলার চিত্তে কি প্রকার শান্তি ঢালিয়া দেয়। বিষয়সন্দ আনন্দ সঞ্চার করে। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ঈশ্বর সৃষ্টির আশ্চর্য্য কৌশল বটে ইহা। এই সঙ্গীতে ব্যক্ত[1] ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অব্যক্ত,[2] এবং অব্যক্ততা[3] বর্ত্তমান, সঙ্গীত আনন্দ লাভের কারণ এবং সঙ্গীত আনন্দস্বরূপ। সঙ্গীতের শাস্ত্র গ্রন্থ তেমন নাই। যেগুলি আছে, তাহাতে নাদ, শ্রুতি, স্বর ইত্যাদি বলিয়াছে, শব্দ ব্রহ্ম, অনাহত ধ্বনি নাদ উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত এই স্বরত্রয়ে প্রকাশ পাইয়া লোক ব্যবহারে আসিলে ব্যক্ত সংজ্ঞা লাভ করিল। অবস্থায় অব্যক্তই যে তার স্বরূপ, এতৎ সম্বন্ধে অধিক যুক্তি প্রদর্শন বাহুল্য। এই স্বরত্রয়ের অতিরিক্ত স্বরের সৃষ্টিই হইতে পারে না। যেহেতু অভ্রান্ত ঋষিগণ ইহার স্রষ্টা। এই স্বরত্রয় হইতে, সা রে গা মা পা ধা নি এই সাতটি স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। তদ্দ্বারাই লৌকিক সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে। স্বরত্রয়ের সাহায্যে বেদগণ হইতে, উচ্চৈঃ স্বর উচ্চারণকে উদাত্ত, নীচৈঃ স্বর উচ্চারণকে অনুদাত্ত, উভয়ে প্রকারের উচ্চারণকে স্বরিত বলা হইয়াছে। ইহাতে ব্যক্তাব্যক্ত ও অক্ষর অব্যক্ত পরিস্ফুট রহিয়াছে।

লৌকিক সপ্ত স্বরের অনাহত নাদ মূলীভূত কারণ। তাহা হইতে ইহা বাছিয়া নেওয়া হইয়াছে। ইহাও অভ্রান্ত। কারণ সাতটী স্বর না হইয়া ছয়টী বা আটটী না হইবার কারণ সুস্পষ্টরূপে আছে। সাতটী স্বর যে সকল স্থান হইতে উৎপন্ন। যে সকল স্থান স্পর্শ করিয়া যে স্থান ব্যাপ্ত হইয়া উচ্চারিত হয়। তদপেক্ষা এমন আর নাই যাহা হইতে আটটী বা ছয়টী স্বর উৎপন্ন হইতে পারে, ইত্যাদি স্বরবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান পাঠে জানা যায়। এই উভয় বিজ্ঞান সঙ্গীত শাস্ত্রেই আছে। নাদের এই সাতটী ধ্বনি যেমন আনন্দ ও আকর্ষক, তেমনটী আর হইতে পারে না।

একটী স্বর উচ্চারণ করিলে শরীরে উৎপাদক স্থান ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, একটা স্পন্দনের মত হইয়া উঠে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সা, স্থানে টা, রে স্থানে মে ইত্যাদি অস্বাভাবিক, স্বাভাবিকের সঙ্গে উচ্চারণ করিলে বেশ উপলব্ধি হইবে, ভালমন্দ লাগা, ও শরীরের বায়ুর ক্রিয়ার বৈষম্য ইত্যাদি বিশেষ প্রকারে লক্ষিত হইবে।

এই সা রে গা মা ঠিক রাখিয়া একটী কবিতা গাইলে তার অবস্থা সঙ্গীতের মত হইবে। কবিতাটী বাদ দিয়া সা রে গা মা গাইলে ব্যক্তা "ব্যক্ত" অবস্থা হইবে, এবং এই নিয়মটী বাদ দিয়া আ, আ, আ, আ, দ্বারা স্বর মণ্ডকের কার্য্য সুন্দররূপে এক করিয়া গাইলে অক্ষর অব্যক্তের সংজ্ঞায় সঙ্গীতকে উপনীত করিবে সন্দেহ নাই।

কবিতাটী কবিতা আকারের অর্থ প্রধানতা লাভ করিয়া রস সৃষ্টি করিবে, রাগের অনুগত রসাদি নীচে স্থান পাইবে। সা রে দ্বারা রাগের প্রকৃত মূর্ত্তিটাই রূপ বিকাশ করিবে।

সা রে গা মা বাদ দিয়া তদ্‌গত স্বর দিয়া রাগটী প্রকাশ করিলে মূর্ত্তিটী নীচে থাকিবে, রসটী প্রধান হইয়া যাইবে।

রস অনুযায়ী কবিতাটী সহযোগে সা রে গা মা সহায়তায় অধুনা গায়কগণ গান করেন, অবশ্য প্রকৃত তত্ত্ব অনেকে জানেন্ না। শাস্ত্রোক্ত যন্ত্রগুলি সংযোগে অনেকটা প্রকৃত রাজ্যের সংবাদ ঐ সঙ্গতিলাভ হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সেতার প্রভৃতি যন্ত্রে গানটী ঠিক্ ঠিক্ হইয়া থাকে, ইহার স্বর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অব্যক্ত বলিলে মিথ্যা হইবে না।

ক্রমশঃ

আড়াল

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল

দিলীপকুমার

উষর মরুভূমির তলে
রস উথলে,
তারি গহন মৌন দানে
ছড়ায় শ্যামলতা··
উপরে তার চিহ্ন নাই—
তবু সদাই
দৃষ্টিহারা ফল্গুধারা
বহায় সরসতা !

প্রাবৃটে যবে ঘনায় কালো···
অমল আলো
বদন ঝাঁপে ··ত্রাসে কাঁপে
নিখিল থর থরে ;
শরৎ তারি অন্তরালে
আরতি জ্বালে,
দ্যুমণি-দ্যুতি স্বরগাকৃতি
মরতে ভরভরে !

চলার পথে দখিণে বামে
যখন নামে
হরিতহরা করকাঝরা
শীতের হিম পাখা ;
কুসুমাকর তারি আড়ালে
মলয়-থালে
সাজায় চুপে গন্ধ ধূপে
পৌর্ণমাসী রাকা !

ধরার যবে নয়নপুটে
সন্ধ্যা লুটে···
রুদ্ধ-প্রায় হৃদয়ে ছায়
নিবিড় গতি-তৃষা ;
অন্তপারে রক্তাধরা
উন্মুখরা
উষসী গাহে—"কাটিবে নিশা,
মিলিবে পথ-দিশা।"

চিত্ত-ব্রজে বাজায় বেণু
পরাগ-রেণু
হাটের মাঝে নিরালে রাজে
একেলা গৌরবে :
লক্ষ ধূলি-সাক্ষ্য তারে
অস্বীকারে—
নিহিত রেণু একেলা ধূলি-
চমূরে পরাভবে !

বিজনে শুনি পাতিলে কান—
কে গাহে গান :
"নেপথ্যেরি বিবাগী পথে
চল্ রে পথহারা !
পায়না আঁখি আভাষ যার,—
যবনিকার
পারে লুকায়ে প্রাণে ফুটায়ে
তুলে সে ধ্রুবতারা।"

কথা, সুর ও স্বরলিপি—দিলীপকুমার —"অনামী"।

	+		৩			০		১			
II	গমা	গমপা	পা	পা	পা	মা	মধা	পা	মপা	গমা	I
	উ	ষ	র	ম	রু	ভূ	মি০	র	ঙ্গ০	লে০	
	ধ	রা	র	ব	বে	ন	ব০	ন	পু০	টে০	
	+		৩			০		১		II	
	মপা	পা	পা	পা	পধনা	পর্সা	-নর্সা	-না	-ধা	-পা	I
	র০	স	উ	থ	লে০১	গো০	০০	০	০	০	
	স ন্	০	ধ্যা	নু	টে০০	গো০	০০	০	০	০	
	+		৩			০		১			
	পা	পধা	ধা	ধা	ধনা	পা	-না	ধনা	ধা	পা	I
	তা	ব্রি০	গ	হ	ন০	মৌ	০	ন০	দা	নে	
	ক	০দ্	ধ	প্রা	০য়	হ্	দ	য়ে০	ছা	য়	
	+		৩			০		১			
	মা	ধপা	মগা	গা	গমা	মা	পা	-া	-া	-া	I
	হ	ড়া০	য়০	শ্যা	ম১	ল	তা	০	০	০	
	নি	বি০	ড়১	গ	ভি০	তৃ	ষা	০	০	০	
	+		৩			০		১			
	পা	ধা	ধর্সা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	ধর্সর্রগা	র্রা	র্সর্রা	I
	উ	প	রে০	তা	র	চি	ন্	হ০০০	না	হি০	
	অ	স্	ত০	পা	রে	র	ক	তা০০০	ধ	রা০	
	+		৩			০		১			
	না	র্সা	না	ধর্সনা	ধপা	গমা	-পধা	-নর্সা	-ধনা	-া	I
	ত	বু	স	দা০০	ই০	গো০	০০	০০	০	০	
	উ	ন্	মু	খ০০	রা০	গো০	০০	০০	০	০	
	+		৩			০		১			
	পা	ধা	ধা	ধা	ধনা	পা	না	ধনা	ধা	পা	I
	দৃ	ষ্	টি	হা	রা০	ফ	ল্	গু০	ধা	রা	
	উ	ষ	সী	গা	হে০	বা	টি	বে০	নি	শা	
	+		৩			০		১			
	মা	ধপা	মগা	গা	গমা	গা	গমা	-পধা	-নর্রা	-র্সর্সা	II
	ব	হা০	য়০	স	র০	স	তা১	০০	০০	০০	
	মি	লি০	বে১	প	থ০	দি	শা০	০০	০০	০০	

	+		৩			০		১			
II	সা	সা	ন্সা	ন্া	ধ্ন্া	প্া	ন্া	সরা	গা	রসা	I
	প্রা	বৃ	টে	ষ	বে	ঘ	না	র০	কা	লো	
	চি	ত্	ত	ব্র	জে	বা	জা	র০	বে	ণু	
	+		৩			০		১			
	রা	গা	রপা	মা	মা	গা	-রগা	-মগা	-রা	-সা	I
	অ	ম	ল০	আ	লো	গো	০	০০	০	০	
	প	রা	গ০	রে	ণু	গো	০	০০	০	০	
	+		৩			০		১			
	সা	রা	মরা	মা	মা	পা	পা	পা	পর্মা	ধপা	I
	ব	দ	ন০	ঝাঁ	পে	ত	রা	সে	কাঁ০	পে	
	হা	টে	র০	মা	ঝে	নি	রা	লে	রা০	ঝে	
	+		৩			০		১			
	রা	মা	মা	পা	পধা	মপা	-া	-া	-া	-া	I
	নি	খি	ল	থ	র০	থরে	০	০	০	০	
	এ	কে	লা	গো	০০	রবে	০	০	০	০	
	+		৩			০		১			
	পা	ধা	র্সনা	ধা	ধা	ধা	-া	ধা	ধা	ধা	I
	শ	র	ত	তা	রি	অ	ন্	ত	রা	লে	
	ল	০	ক	ধ্	লি	সা	০	ক্য	ছা	রে	
	+		৩			০		১			
	পা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সনধা	ধর্সা	-নর্সা	-না	-ধা	-পা	I
	আ	র	তি	আ	লে০০	গো০	০ ০	০	০	০	
	অ	০	বী	কা	রে০০	গো০	০ ০	০	০	০	
	+		৩			০		১			
	ধা	র্রা	র্সার্র	নার্স	ধা	পা	র্সা	নার্স	ধান	পা	I
	ছা	য়	পি	ছা	তি	স্ব	র	গা	কৃ	তি	
	নি	হি	ত	রে	ণু	এ	কে	লা	ধূ	লি	
	+		৩			০		১			
	মা	ধা	পাধ	মাপ	গা	গা	গমা	-পধা	-নর্রা	-র্সর্সা	II
	ম	র	তে	ত	র	ভ	রে০	০০	০০	০০	
	চ	র্	রে	প	রা	ভ	বে০	০০	০০	০০	

	+		৩			০		১			
II	পা	পা	পা	ধনা	র্সর্রা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সনা	র্রর্সা	I
	চ	লা	র	প০	থে০	দ	খি	সে	বা০	বে	
	বি	জ	নে	ভ০	নি০	পা	তি	লে	কা০	ন	
	+		৩			০		১			
	পা	র্সা	নর্সা	না	নর্সা	ধনা	-ধর্সা	-না	-ধা	-পা	I
	য	থ	ন	না	মে০	গো১	০ ০	০	০	০	
	কে	গা	হে	গা	ন ০	গো০	০ ০	০	০	০	
	+		৩			০		১			
	পা	র্সা	ধর্সণা	ধা	পা	পা	ধা	পধপা	রা	রা	I
	হ	রি	ত০০	হ	রা	ক	র	কা০০	ব	রা	
	নে	প	০ ১ থ্	থে	রি	বি	বা	গী০০	প	থে	
	+		৩			০		১			
	রা	গর্রা	গা	মা	পধা	মা	পা	-া	-া	-া	I
	শী	তে০	র	হি	ম০	পা	খা	০	০	০	
	চল্	০ ০	রে	প	থ০	হা	রা	০	০	০	
	+		৩			০		১			
	পা	পা	ধনর্সর্রা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সনা	র্রর্সা	I
	কু	হু	মা০০০	ক	র	ভা	রি	আ	ড়া০	লে	
	পা	য়	না০০০	আঁ	খি	আ	ভা	য	যা০	য়	
	+		৩			০		১			
	পা	র্সা	নর্সা	না	নর্সা	ধনা	-ধর্সা	-না	-ধা	-পা	I
	ম	ন	য	থা	লে০	গো০	০ ০	০	০	০	
	য	ব	নি	কা	র০	গো০	০ ০	০	০	০	
	+		৩			০		১			
	ধা	র্সা	না	র্সধা	মপা	পা	না	ধান	পাধ	মা	I
	সা	জা	য়	চু	পে	গ	ন্	ধ	ধূ	পে	
	পা	রে	লু	কা	রে	প্রা	ণে	ফু	টা	রে	
	+		৩			০		১			
	মা	ধা	পাধ	মাপ	গা	গা	গমা	-পধা	-নর্রা	-র্সর্সা	II
	পৌ	হু	ণ	মা	সী	রা	কা০	০ ০	০ ০	০ ০	
	ভু	বে	সে	ক	ব	ভা	রা০	০ ০	০ ০	০ ০	

স্বরলিপি

ঠুংরী

বারোয়াঁ-মিশ্র

কেন মায়ের পাগলিনী বেশ।
পাগলিনী বেশ মায়ের এলো থেলো কেশ ॥
নরশির করে ধরি, শ্মশানেতে দিগম্বরী,
কি হেরিলাম আহা মরি চরণে মহেশ ॥

কথা—অজ্ঞাত

সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের ছাত্রী—কুমারী শেফালিকা মুখার্জ্জী

(জ্ঞ, গ, দ, ধ, ণ, ন)

সা খরজ :— "[ ]"

```
        ০                  ১              ২´          ৩
II {ন্০ম্০ ন্ন্া | সরঃ জ্ঞঃ -া | -া রসন্া | সা -া | সঃ} I
    কে ন  মায়ের | পাগ ০ ০    | ০ লি০নী | বে ০  | শ্

 ০                ১            ২´                ৩
{ঃন্০স০ গমা | পপা পপা | মঃ গ০ গ০ গগা | ম'ঃ মঃ} I
 ০পা গ লিনী | বেশ্ মায়ের্ | ০ এ লো থেলো | কে শ্

 ০                    ১          ২´       ৩
জ্ঞজ্ঞা ঃর০.স০ | -া ন্ন্া | সা -া | সঃ II
পা গ ০ ০ ০ ০ | ০ লিনী | বে ০ | শ্

     ০                 ১          ২´          ৩
II {ঃন্০ ন্০ গমা | পপা পপা | ঃগগঃ গগা | গমা গমা} I
    ০ ন র শির | করে ধরি | ০ শ্মশা নেতে | দিগ ম্বরী

                                                   "[ ]"
 ০                 ১          ২´                ৩
ঃ ন্সঃ গমা | পপা দপা | মঃ গগঃ গপা | মাঃ মঃ II
০ কি হে রিলাম | আহা মরি | ০ চর ণে ম | হে শ্
```

গীত-সোপান *

(পরিশিষ্ট)

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৪১ সালে মাঘ মাসে দশম সংখ্যায় সঙ্গীত বিজ্ঞানে "গীত-সোপান" সমাপ্ত হইয়াছে। গায়কের সম্বন্ধে দুই একটি কথা আবশ্যকবোধে এই পরিশিষ্টে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি পাঠকবর্গের ইহা উপকারে আসিতে পারে।

প্রথমতঃ—গায়ক গুণানুসারে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা সেচ্ছাকার, অঙ্কার, রসিক, রঞ্জক ও ভাবক।

(১) **সেচ্ছাকার**—যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে গান করেন, তিলমাত্র শাস্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ করেন না।

(২) **অঙ্কার**—যিনি ন্যূনাধিক শাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘন করিয়া শ্রোতার মন হরণ করেন, অথচ গান করিবার সময় স্বরের খুব মাধুর্য্য থাকে।

(৩) **রসিক**—বোল, তাল ও সুর মিলাইয়া যিনি গান করেন।

(৪) **রঞ্জক**—যিনি সুরের সৌন্দর্য্য ও মিষ্টতা উত্তমরূপে প্রকাশ ক'রে শ্রোতাগণের মনোরঞ্জন করিতে পারেন।

(৫) **ভাবক**—যিনি সুরের সৌন্দর্য্য ও মিষ্টতা রক্ষা ক'রে শ্রোতৃবর্গের মন আকর্ষণ করেন এবং এধারে আবার তিনি কবি।

উল্লিখিত পঞ্চশ্রেণী গায়ক তিন ভাগে বিভক্ত:— যথা:—একল, যমল ও বরন্দল।

(১) **একল**—যিনি যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত একাকী গান করিয়া শ্রোতাদিগের চিত্ত হরণ করেন। এই শ্রেণীর গায়ককে **উত্তম** বলা হয়।

(২) **যমল**—যন্ত্র বা দোসরের সাহায্যে যিনি গান করেন। এই শ্রেণীর গায়ককে **মধ্যম** বলা হয়।

(৩) **বরন্দল**—যন্ত্র বা দোসর সত্ত্বেও যিনি গাহিতে না পারেন। এই শ্রেণীর গায়ককে **অধম** বলা হয়।

গায়কের স্বর আট ভাগে বিভক্ত, যথা:—পরস্বর, কোমল, স্বরাবক, মূল, সুগঙ্গ, গাঢ়, রথ্‌জগত ও সুলক্ষণ।

(১) **পরস্বর**—কোকিলের স্বরের ন্যায় যাঁহাদের স্বর মিষ্ট।

(২) **কোমল**—সূক্ষ্ম, মিষ্ট, কোমল অথচ নির্ম্মল।

(৩) **স্বরাবক**—উচ্চস্বর, কিন্তু মিষ্ট।

(৪) **মূল**—শ্বাস দীর্ঘ এবং স্বর উচ্চ স্থূল।

(৫) **সুগঙ্গ**—স্বর যদি তরল গম্ভীর হয়।

(৬) **গাঢ়**—যাঁহার স্বর নিজের বশীভূত, যে দিকে ফিরাইবে, সেই দিকেই যাইবে।

---

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

দ্রষ্টব্য:—এখানে দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে যে, গত শ্রাবণ সংখ্যা (১৩৪৩) "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকায়" (পৃষ্ঠা ১২৭) শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "সঙ্গীত" শীর্ষক যে প্রবন্ধটী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে "গীত-সোপান" মুখবন্ধ দিয়া আমারই লিখিত "গীত-সোপান" হইতে প্রায় ৩ পৃষ্ঠা নিছক কপি করিয়া দিয়াছেন, আমার নামেরও কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কোন লেখকের প্রবন্ধ বা লেখা হইতে Quotation দিতে হইলে যে লেখক ও প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করিতে হয়, ইহা লেখকের জানা উচিত ছিল। —লেখক।

(৭) **রথ্ জগত**—নির্দ্দোষ স্বর।

(৮) **সুলক্ষণ**—যাহাদের স্বরের সুরের সহিত খুব মিল থাকে।

সুগায়কের লক্ষণ:—যিনি প্রফুল্লচিত্তে লজ্জা না করিয়া, সুন্দররূপে আলাপ করত ছায়া বজায় করিয়া, রূপ প্রকাশ করেন, পূর্ণ না হইলে নিশ্বাস ত্যাগ করেন না কিন্তু এধারে আবার সঙ্গীত শাস্ত্রবিৎ।

এইবার গায়কের কতকগুলি দোষ দেখান যাইতেছে। যথা:—করণ, রুক্ষত, নিঃসার, কেৎ, ভগল, ওদেষ্ট, ভেষ্ট, শঙ্কট, কম্পিত, কপল, কাকী, অধর, বিতালা, অপকৃষ্ট, অনূঢ়া ও মিশ্রক।

(১) **করণ**—যাহার স্বর কর্কশ।

(২) **রুক্ষত**—যাহার স্বর নীরস ও কর্কশ।

(৩) **নিঃসার**—যাহার গানে ঐক্য বা একমিল থাকে না।

(৪) **কেৎ**—যাহার গ্রাম জ্ঞান নাই।

(৫) **ভগল**—যাহার স্বর গর্দ্দভের মত।

(৬) **ওদেষ্ট**—যাহার স্বর মিষ্ট নহে।

(৭) **ভেষ্ট**—যে ভীত হইয়া গায়।

(৮) **শঙ্কট**—গায় অথচ স্বর কাঁপে।

(৯) **কম্পিত**—আপনি কাঁপে ও স্বরও কম্পিত হয়।

(১০) **কপল**—যাহার স্বর স্ব স্ব স্থানে লাগে না।

(১১) **কাকী**—যাহার স্বর কাকের স্বরের মত।

(১২) **অধর**—প্রথমতঃ বেসুরা ও দ্বিতীয়তঃ নাকী।

(১৩) **বিতালা** যাহার সুর জ্ঞান বা তাল জ্ঞান নাই।

(১৪) **অপকৃষ্ট**—গানের বোল বুঝিতে পারা যায় না, মনে হয় যেন কাঁদে।

(১৫) **অনূঢ়া**—গান গায়, কিন্তু গানের বিধান জানে না।

(১৬) **মিশ্রক**—শুদ্ধ, সম্পূরণ আদি যার বোধ নাই।

এইবার গায়কের মুদ্রা দোষ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। সাধারণতঃ গায়কের নিম্নলিখিত গুণ বা দোষ থাকে। যথা:—মধুর, করালী, সত্তকারী, ছন্দেষ্ট, করবিয়া, জেকত, বেক্রি, ঝপ্পাল।

(১) **মধুর**—যাহার গানের সময় শরীরের কোন ভঙ্গি নাই।

(২) **করালী**—গানে মুখ বিস্তৃত ও দন্ত দেখা যায়।

(৩) **সত্তকারী**—গানের সময় ঘন ঘন শ্বাস বহে, দন্ত চাপিয়া স্বর এরূপ বাহির করে যে তাহা নাকী হয়।

(৪) **ছন্দেষ্ট**—যে গীতকে চর্ব্বণ ক'রে গায়।

(৫) **করবিয়া**—যাহার গলা বা শরীর গানের সময় উচ্চ হয়।

(৬) **জেকত**—গানের সময় যাহার গলা বা গাল ফোলে।

(৭) **বেক্রি**—গান গাহিবার সময় যাহার গ্রীবা বক্র হয়।

(৮) **ঝপ্পাল**—গানের সময়ে যাহার গলদেশে শিরা উঠে এবং দুর্ব্বল কারণে অত্যন্ত পরিশ্রম হয়।

এইস্থানে আর একটি বিষয় জ্ঞাতব্য যাঁহার গানের শক্তি নাই, কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ তাঁহাকেও সঙ্গীতজ্ঞ বলা যায়।

স্বরলিপি

সামন্ত সারং বা দুর্গা—ঝাঁপতাল

বম্ বম্ বম্ হর হর।
বৃষভ বাহন বিশাল বদন
ত্রিপুর নাশন ঈশ্বর ॥
পাদ কমল শোভে শতদলে
ত্রিনয়ন আছে শোভিত ভালে
গলে বিলম্বিত হাড় মাল
জয় জয় শিব শঙ্কর ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীভ্রমরকুমার চট্টোপাধ্যায়

	২			১			+			৩			
II	{দা	জ্ঞা	সা	ণ্‌া	দ্‌া	ণ্‌া	সা	মা	মা	জ্ঞমা	-া	-া}	I
	ব	ম্	ব	ম্	ব	ম্	হ	র	হ	র	০	০	

	০			১			+			৩			
	মা	মা	মা	মা	দমা	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	পদা	ণর্সা	দণর্সা	র্সা	I
	বৃ	ষ	ভ	বা	হ০	ন	বি	শা	ল	ব০	দ০০	ন	

	০			১			+			৩			
	না	র্সা	ণা	দা	মা	মা	জ্ঞমধণা	-র্সর্সর্সা	র্সর্সর্সা	ণর্সণদা	-মজ্ঞসসা	-সসসা	II
	ত্রি	পু	র	না	শ	ন	ঈ০০০	০০০০	শ্ব০০০	র০০০	০০০০	০০০০	

	০			১			+			৩			
II	পমা	-া	মা	মা	মদা	-জ্ঞা	মা	দা	ণা	র্সা	র্সা	র্সা	I
	পা	০	দ	ক	ম০	ল	শো	ভে	শ	ত	দ	লে	

	০			১			+			৩			
	না	র্সা	র্সা	র্সা	ণা	দা	জ্ঞা	মা	পদা	-পা	-া	-া	I
	ত্রি	ন	য়	ন	আ	ছে	শো	ভি	ত	০	০	০	

০ স́স́া ম́ম́া ম́ম́া | ১ ম́ম́া ম́ম́া ম́ম́া | + জ্ঞ́া ম́া ম́া | ৩ জ্ঞ́া স́া স́া I
গলে ০০ বি০ | নম্ বি০ ত০ | হা ০ ড় | মা ০ ল

০ মা স́া স́া | ১ ণা দা -া | + জ্ঞমদণা স́স́স́স́া স́স́স́স́া | ৩ ণস́ণদা মজ্ঞসসা সসসসা II
জ য় জ | য় শি ব | শ০০০ ০০০০ ঙ্ক০০০ | র০০০ ০০০০ ০০০০

তান (আস্থায়ী)

১। + দ্ণ্া -সজ্ঞা -মদা | ৩ -মজ্ঞা -সণ্া -দ্ণ্া I
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

২। ০ মজ্ঞা -মদা -ণস́া | ১ -ণস́া -স́ণা -দমা | + -মস́া -স́ণা -দমা | ৩ -জ্ঞমা -জ্ঞসা -দণ্া I
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

গান

শ্রীসন্তোষকুমার সেনগুপ্ত

সহসা মনে পড়িয়া গেলো
আসিবে তুমি আজ,
তাইতো আমি গাঁথিনু মালা
তাই করিনু সাজ।

হে প্রিয় তুমি আসিবে বলে,
চাহিয়া আছি পথেরি তলে ;
সাঁঝেরি আগে করিনু শেষ
রাতেরি যত কাজ।

আসিবে তুমি গোপনে চুপে
নীরব-নত চরণ-পাতে,
আমার দুটি সজল-চোখে
স্বপন-সম গভীর রাতে।

তোমারে প্রিয় বুকের নীড়ে
রাখিব মম আঁচলে ঘিরে,
ধরণী যদি চাহিয়া থাকে
মানিব নাকো লাজ।

স্বরলিপি

মিশ্র আশাবরী—দাদ্‌রা

নাও বেদনার অশ্রু মালা
বিদায় বেলা হে অতিথি।
সুর থেমে যায় কণ্ঠে এখন
মূর্চ্ছনা যায় কণ্ঠে গীতি॥

যাওয়ার পথে যে ফুল পথিক
বিছিয়ে আছে পথের 'পরে
ফুটেছিল এরাই অতিথ্
তোমার আশার থরে থরে।

ভাঙ্গন ধরা বালুর চরে
বালীর বাঁধ যে মানে নারে
অশ্রু যত থামাতে চাই
ততই বাড়ে অশ্রু প্রীতি॥

স্পর্শে তোমার হ'ল সোণা
পথের মাটী ধূলি কণা
মানস পটে রইল ফুটে
তোমার অমল কমল স্মৃতি॥

কথা—আর, সুল্‌তান বি, এ। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

আস্থায়ী

```
    +               o                    +               o
II {পা   -মা   মা | পদণা  র্সা  -র্সা  I  ণা   -ধা   ণা | দা   পা   -া  I
    নাও  বে    দ  | দ০০   না   র্      অ    ০    শ্রু | মা   লা   ০

    +               o                    +               o
    দা   -মা   -মা | পদা   -ণা   দা   I  পা   -মা   জ্ঞা | রা   সা   -সা} I
    বি   দা    য়্  | বে০   ০     লা      হে   ০     অ   | তি   থি   ০

    +               o                    +               o
    র্সা  -র্জ্ঞা -র্জ্ঞা | র্রা  র্সা  -র্সা  I  পণা  -র্সা  ণা | দা   পা   পা  I
    সু   র্    থে  | মে    যা   য়      ক০   ন্    ঠে | এ    খ    ন

    +               o                    +               o
    দা   -মা   মা | পদা   ণা   দা   I  পা   -মা   -জ্ঞা | রা   সা   সা  II
    মূ্   র্    ছ  | না০   যা   য়      ক    ০    ন্   | ঠে   গী   তি
```

অন্তরা ও আভোগ

	+				0				+				0			
II	মা	পা	পা	|	ণা	দা	ণা	I	র্সা	র্সা	র্সা	|	র্সা	র্সা	-র্সা	I
	ভা	জ	ন	|	ধ	রা	০		বা	লু	র	|	চ	রে	০	
	স্প	র্	শে	|	তো	মা	র		হ	ল	০	|	সো	ণা	০	
	+				0				+				0			
	পা	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	|	র্রা	র্সা	র্সা	I	ণা	দা	-ণা	|	র্সা	র্সা	-র্সা	I
	বা	লি	র	|	বাঁ	ধ	যে		মা	নে	০	|	না	রে	০	
	প	থে	র	|	মা	টী	০		ধূ	লি	০	|	ক	ণা	০	
	+				0				+				0			
	সা	রা	মা	|	পা	পা	-া	I	দা	দা	ণা	|	র্সা	র্সা	-র্সা	I
	অ	০	শ্রু	|	ঝ	ড	০		থা	মা	তে	|	চা	ই	০	
	মা	ন	স	|	প	টে	০		র	ই	ল	|	ফু	টে	০	
	+				0				+				0			
	মপণা	দা	দা	|	পা	মা	মা	I	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	|	রা	সা	-সা	II
	ভ০০	ভ	ই	|	বা	ড়ে	০		অ	০	শ্রু	|	প্রী	তি	০	
	তো০০	মা	র	|	অ	ম	ল		ক	ম	ল	|	স্মৃ	তি	০	

সঞ্চারী

	+				0				+				0			
II	সরা	জ্ঞা	জ্ঞা	|	রা	সা	-সা	I	রা	মা	মা	|	পা	পা	পা	I
	যাও	য়া	র	|	প	থে	০		যে	স্থ	ল	|	প	থি	ক	
	+				0				+				0			
	র্সা	র্সা	র্সা	|	সা	রা	-রা	I	মা	জ্ঞা	মা	|	পা	পা	-পা	I
	বি	ছি	য়ে	|	আ	ছে	০		প	থে	র	|	প	রে	০	
	+				0				+				0			
	পা	র্জ্ঞা	-া	|	র্রা	র্সা	-র্সা	I	পণা	র্সা	ণা	|	দা	পা	পা	I
	ফু	টে	০	|	ছি	ল	০		এ০	রা	ই	|	অ	তি	থ	
	+				0				+				0			
	মপণা	দা	-া	|	পা	-মা	মা	I	জ্ঞা	জ্ঞা	-জ্ঞা	|	রা	সা	-সা	II
	তো০০	মা	র	|	আ	শা	র		ধ	রে	০	|	ধ	রে	০	

সঙ্গীত-পারিজাতঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

গাম্নাং মানাং তথা ধানাং নিষাদানাঞ্চ মেলনে।
শূন্তং বস্বরসচন্দ্র ইতি ভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪৩

পাঁচটি বিকৃত গান্ধার, তিনটি বিকৃত মধ্যম, চারিটি বিকৃত ধৈবত ও চারিটি বিকৃত নিষাদ, অবশিষ্ট তিনটি শুদ্ধ স্বরের সহিত ক্রমে মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৭×৫=৩৫×৩=১০৫×৪=৪২০×৪=১৬৮০) এক হাজার ছয় শত আশী প্রকার ॥ ১৪৪

রীণাং গানাং তথা মানাং ধানাং নীনাঞ্চ মেলনে।
ষট্ সহস্রঞ্চ বিংশত্যা শতং সপ্ত চ সংযুতাঃ ॥ ১৪৫

চারিটি বিকৃত ঋষভ, ঐ প্রকার পাঁচটি গান্ধার, তিনটি মধ্যম, চারিটি ধৈবত ও চারিটি নিষাদ অবশিষ্ট দুইটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৭×৪=২৮×৫=১৪০×৩=৪২০×৪=১৬৮০×৪=৬৭২০) ছয় হাজার সাত শত কুড়ি প্রকার ॥ ১৪৫

ইতি ভেদান্ মুনীন্দ্রাস্ত প্রাহুঃ শাস্ত্রেণ বোধিতান্।
মূর্চ্ছনানাং প্রভেদানাং সম্পূর্ণানিচ সর্ব্বশঃ ॥ ১৪৬
বস্বরব্ধী রসোহষ্টৌচ চন্দ্রশ্চেতিমিতির্ভবেৎ।
ভবন্তি মূর্চ্ছনা এতা গ্রামেঽস্মিন্ ষড়্জ সংজ্ঞকে ॥১৪৭

মুনীন্দ্রগণ এইরূপে শাস্ত্র-প্রতিপাদিত সম্পূর্ণমূর্চ্ছনার ভেদ সমষ্টিরূপে আঠার হাজার ছয় শত আট চল্লিশ প্রকার বলিয়াছেন, এই মূর্চ্ছনাগুলি ষড়্জ গ্রামের ॥১৪৬-১৪৭

গ্রাময়োর্গময়োরেবং সম্পূর্ণা মূর্চ্ছনা মতাঃ।
মধ্যমে মধ্যমস্তাপি গান্ধারে গস্বরস্তচ ॥ ১৪৮
বিকৃতত্বং ন বক্তব্যং তয়োর্ষ্মাৎ প্রধানতা।
গম-গ্রামে গলৌ ত্যক্ত্বা মূর্চ্ছনা নাস্তিসম্মতা ॥ ১৪৯

গান্ধার গ্রামে ও মধ্যম গ্রামে সম্পূর্ণ মূর্চ্ছনা ষড়্জ গ্রামের অনুরূপ। মধ্যম গ্রামে মধ্যম ও গান্ধার গ্রামে গান্ধারস্বর প্রধান, এইজন্য এই দুইটি স্বরের বিকৃতি হয় না এবং গান্ধার গ্রামে গান্ধার ও মধ্যম গ্রামে মধ্যম বর্জ্জন করিয়া মূর্চ্ছনা রচনা শাস্ত্র-সম্মত নহে ॥ ১৪৮-১৪৯

আদ্যান্ত মূর্চ্ছনা তানাঃ সম্পূর্ণাঃ কথিতা বুধৈঃ।
তানাঃ পঞ্চসহস্রাণি চত্বারিংশদ্ যুতানি চ ॥ ৫০
তাবৎ সংখ্যা বিশিষ্টানাং তানানাং গণনা কৃতা।
ধরসেষুরসা নেত্রমব্ধির্বহ্নিঃ শশীতি চ ॥ ১৫১

প্রথমোক্ত মূর্চ্ছনা ও তানগুলিকে সম্পূর্ণ মূর্চ্ছনা ও সম্পূর্ণ তান বলে। এইরূপ সম্পূর্ণ কূটতান পাঁচ হাজার চল্লিশ প্রকার। পূর্ব্বে যে ১৮৬৪০ প্রকার (ষড়্জ গ্রামের) সম্পূর্ণ মূর্চ্ছনার সমষ্টি সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, উহা ৭ দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যাহা হইবে উহাই এক একটি সম্পূর্ণ মূর্চ্ছনার সংখ্যা। এই নিয়মে এক স্বরের সম্পূর্ণ মূর্চ্ছনা ২৬৬৪ হইবে, ইহা দ্বারা ৫০৪০ এই কূটতান সংখ্যা গুণ করিলে গুণফল হইবে—১৩৪২৬৫৬০। ইহাই হইল এক একটি সম্পূর্ণ মূর্চ্ছনার কূটতান সংখ্যা, সুতরাং সাত স্বরের কূটতান সংখ্যা ৯৩৯৮৫৯২০ ॥ ১৫০-১৫১

নিধপমগরীণাস্ত লোপাদথচ ষাড়বাঃ।
ক্রমাদেকৈক সত্যাগাৎ ষট্ত্রিংশন্মূর্চ্ছনা মতাঃ ॥১৫২

নি, ধ, প, ম, গ ও রি, এই ছয়টি স্বর ক্রমে বর্জ্জন করিয়া ষাড়ব মূর্চ্ছনা নিষ্পাদন করিতে হয়। ক্রমে এক এক স্বরের বর্জ্জনে শুদ্ধ ষাড়ব মূর্চ্ছনা (৬×৬=৩৬) ছত্রিশ প্রকার ॥ ১৫২

এবং ষাড়ব শুদ্ধাঃ স্যু বিকৃতা অপি চক্ষহে।
অয়োদশ সিতেভাঃ স্যুর্ভেদা তৎসংখ্যা মতাঃ ॥ ১৫৩

ইহা শুদ্ধ ষাড়ব মূর্চ্ছনার সংখ্যা। এখন বিকৃত ষাড়ব মূর্চ্ছনা বলা যাইতেছে। নিষাদ-স্বর বর্জ্জন করিলে ঋষভ প্রভৃতি পাঁচটি স্বরের বিকৃত-ভেদ থাকে (রি ৩+গ ৪+ম ৩+ধ ৩—১৩) তের প্রকার।

টিপ্পনী—'রি গ ম প ধ নি স—স নি ধ প ম গ রি' ইহাই ঋষভের সম্পূর্ণ মূর্চ্ছনা। ইহাদের মধ্যে 'স' স্বরটি অবিলোপী। অবশিষ্ট ছয়টি স্বরের মধ্যে ক্রমে এক একটি স্বর বর্জ্জন করিয়া ষাড়ব মূর্চ্ছনা রচনা করিতে হইবে। অতএব নি বর্জ্জনে ঋষভের ষাড়ব মূর্চ্ছনা—রি গ ম প ধ স—স ধ প ম গ রি। ইহা ঋষভের শুদ্ধ ষাড়ব মূর্চ্ছনা। বিকৃত অবস্থায় নি বর্জ্জন করিলে ধ প ম গ রি এই পাঁচটি স্বরের বিকৃতি মোট তের প্রকার; ইহার প্রত্যেকটি বিকৃত স্বরের যোগে ৬ প্রকার করিয়া ষাড়ব মূর্চ্ছনা হইয়া থাকে। ১৫৩

ইতি ভেদা নিহীনানামষ্টসপ্ততি রীরিতাঃ।

এবং ভেদা ধহীনানা মশীতিশ্চতুরুত্তরা॥ ১৫৪

নি-বর্জ্জন করিলে আর চারিটি স্বরের মোট তেরটি (পূর্ব্বোক্ত) বিকৃত ভেদের মোট মূর্চ্ছনা (১৩×৬—৭৮) আটাত্তর প্রকার। ধ বর্জ্জন করিলে আর পাঁচটি স্বরের যে (নি ৪+রি ৩+গ ৪+ম ৩+প ০—১৪) চৌদ্দটি বিকৃত ভেদ থাকে, তাহাদের ষাড়ব বিকৃত মূর্চ্ছনা (১৪×৬—৮৪) চৌরাশী প্রকার॥ ১৫৪

তথা ভেদাঃ পহীনানাং স্যুঃ শতং লোচনোত্তরম্।

মহীনানাস্ত ভেদাঃ স্যু রশীতিশ্চতুরুত্তরা॥ ১৫৫

প-বর্জ্জিত আর পাঁচটি স্বরের বিকৃতি (রি ৩+গ ৭+ম ৩+ধ ৩+নি ৪—১৭) সতর প্রকার। ইহাদের মোট মূর্চ্ছনা (১৭×৬—১০২) একশত দুই প্রকার। ম-বর্জ্জিত আর চারিটি স্বরের বিকৃতি (রি ৩+গ ৪+ধ ৩+নি ৪—১৪) চৌদ্দ প্রকার। ইহাদের মোট মূর্চ্ছনা (১৪×৬—৮৪) চৌরাশী প্রকার॥ ১৫৫

তথা গান্ধার হীনানা মষ্ট সপ্ততি রীরিতাঃ।

রি-হীনানামপিজ্ঞেয়া অশীতিশ্চতুরুত্তরা॥ ১৫৬

গান্ধার বর্জ্জিত আর চারিটি স্বরের বিকৃত ভেদ মোট তেরটি; সুতরাং ইহাদের মূর্চ্ছনা সংখ্যা মোট (১৩×৬—৭৮) আটাত্তর। ঋষভ বর্জ্জিত আর চারিটি স্বরের বিকৃত ভেদ মোট চৌদ্দটি, ইহাদের মূর্চ্ছনা মোট (১৪×৬—৮৪) চৌরাশী প্রকার॥ ১৫৬

চতুর্ভিশ্চ রিভিস্তত্র গান্ধারৈঃ পঞ্চভিঃ (ততিভিঃ?) স্বরৈঃ।

যন্নবত্তির্নি-হীনাঃ স্যুর্ভেদা উক্তা মনীষিভিঃ॥ ১৫৭

চারিটি ঋষভ ও চারিটি গান্ধার অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বরেব সহিত মিলিত হইয়া ষাড়ব মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে নি বর্জ্জিত এইরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ মোট (৪×৪—১৬×৬—৯৬) ছিয়ানব্বই প্রকার॥

টিপ্পনী—ইতঃপূর্ব্বে একটি করিয়া বিকৃতস্বর বর্জ্জনপূর্ব্বক অবশিষ্ট বিকৃত-স্বরযোগে মূর্চ্ছনা রচনা করিবার প্রণালী ও তাহাব ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন গ্রন্থকার দুইটি করিয়া বিকৃত স্বর এবং অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বরের যোগে ষাড়ব মূর্চ্ছনা রচনা করিবার কথা বলিতেছেন। এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে 'পঞ্চভিঃ' এই পদটি লিপিকর-প্রমাদমূলক বলিয়া মনে হয়; কারণ অতি তীব্রতম গান্ধার গান্ধারের পঞ্চম বিকৃতি, ইহা শুদ্ধ মধ্যমেরই নামান্তর। ইহার যোগে মূর্চ্ছনা রচনা করিতে যাইয়া দেখা যায় নি বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনায় শুদ্ধ মধ্যম বাদ পড়িলে ষাড়ব মূর্চ্ছনা রচনা অসম্ভব হইয়া পড়ে। মূর্চ্ছনার গ্রন্থকারোক্ত মোট সংখ্যা ছিয়ানব্বইও মিলে না। এইজন্য আমরা 'পঞ্চভিঃ' স্থলে 'ততিভিঃ' অথবা 'গান্ধারৈশ্চ চতুঃস্বরৈঃ' এইরূপ পাঠ কল্পনা করিয়া অনুবাদ করিলাম। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত দুইটি দোষই থাকে না। পারিজাতের মহারাষ্ট্রীয় অনুবাদকও এইরূপ পাঠই কল্পনা করিয়াছেন, অথবা তাঁহার মূল গ্রন্থে ঐরূপ পাঠই তিনি পাইয়াছিলেন।

রিভিস্ত্রিভি স্তথাধৈশ্চ ভেদাঃ স্যুরষ্টি রাগগাঃ।

এবং রিভিস্তথাধৈশ্চ ভেদা তাবন্ত এবহি॥ ১৫৮

তিন প্রকার বিকৃত ঋষভ ও তিন প্রকার বিকৃত মধ্যম অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ মোট (৩×৩=৯×৬=৫৪) চুয়ান্ন প্রকার। তিন প্রকার বিকৃত ঋষভ ও তিন প্রকার বিকৃত ধৈবত ঐরূপ শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে তাহারও মোট সংখ্যা (৩×৩=৯×৬=৫৪) পূর্ব্ববৎ। ১৫৮

পঞ্চভির্গৈস্ত্রিভির্মৈশ্চ ভেদা নবতি রীরিতাঃ।
গান্ধার ধৈবতানাঞ্চ দ্বিসপ্ততি ভিদা মতাঃ ॥ ১৫৯

পাঁচ প্রকার বিকৃত গান্ধার ও তিন প্রকার বিকৃত মধ্যম অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে এইরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৫×৩=১৫×৬=৯০) নব্বই প্রকার।

টিপ্পনী—অতি তীব্র গান্ধার ও শুদ্ধ মধ্যম যদিও একই স্বর তথাপি অতি তীব্রতম গান্ধার দ্বারা মূর্চ্ছনা রচনাকালে বিকৃত মধ্যম ও অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বর দ্বারা মূর্চ্ছনা রচনা করিতে হইবে।

৫ ১
যথা—সা রে গা মা পা ধা।

চারি প্রকার বিকৃত গান্ধার ও তিন প্রকার বিকৃত ধৈবত অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৪×৩=১২×৬=৭২) বাহাত্তর প্রকার। ১৫৯

মধ্যমানাং তথা ধানাং ভেদাঃ স্যু রব্ধিরাগুগাঃ।
ইতিভেদা নিহীনানাং সবিংশতি চতুঃশতী ॥১৬০

তিনটি বিকৃত মধ্যম ও তিনটি বিকৃত ধৈবত অবশিষ্ট চারিটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৩×৩=৯×৬=৫৪) চুয়ান্ন প্রকার। এইরূপে নি বর্জ্জিত মূর্চ্ছনার ভেদ মোট (৯৬+৫৪+৫৪+৯০+৭২+৫৪=৪২০) চারিশত কুড়ি প্রকার। ১৬০

এবং ভেদা ধ হীনানা মশীত্যা স্যুশ্চতুঃশতী।
ভেদা জ্ঞেয়াঃ প হীনানাং রসো বাণো মুনিঃ ক্রমাৎ ॥১৬১

এইরূপে ধ বর্জ্জিত মূর্চ্ছনার ভেদ (৯৬+৫৪+৭২+৯০+৯৬+৭২=৪৮০) চারিশত আশী প্রকার। পঞ্চম বর্জ্জিত মূর্চ্ছনার ভেদ ৭৫৬ প্রকার।

ম হীনানা মপি জ্ঞেয়াঃ ষড়শীত্যা চতুঃশতী।
তথা গান্ধার হীনানাং লোচনেন চতুঃশতী ॥ ১৬২

ম বর্জ্জিত মূর্চ্ছনার ভেদ চারিশত ছিয়াশী প্রকার এইরূপ গান্ধার বর্জ্জিত মূর্চ্ছনার ভেদ চারিশত দুই প্রকার। ১৬২

ঋষভেণাপি হীনানা মশীত্যা স্যুশ্চতুঃশতী।
রিভির্গৈর্মৈঃ ষড়্ভেদৈশ্চ জ্ঞেয়া ভেদা বিচক্ষণৈঃ ॥১৬৩

ঋষভ বর্জ্জিত মূর্চ্ছনার ভেদ চারিশত আশী প্রকার।

এখন গ্রন্থকার তিনটি বিকৃত স্বরযোগে মূর্চ্ছনা রচনা করিবার প্রণালী এবং এইরূপ মূর্চ্ছনার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়েছেন :—

মূর্চ্ছনাসু নিহীনাসু ষষ্ট্যা যুক্তং শতত্রয়ম্।
রিগধৈশ্চ ভিদা জ্ঞেয়া সাষ্টাশীতিশতদ্বয়ম্ ॥ ১৬৪

নিষাদ বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা যদি চারিটি বিকৃত রি, পাঁচটি বিকৃত গ ও তিনটি বিকৃত ম এবং অবশিষ্ট তিনটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া নিষ্পন্ন হয়, তবে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (রি ৪×গ ৫×ম ৩=৬০×৬=৩৬০) তিনশত ষাট প্রকার। নি বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা যদি চারিটি বিকৃত গান্ধার তিনটি বিকৃত ধৈবত অবশিষ্ট তিনটি শুদ্ধস্বরের সহিত মিলিত হইয়া নিষ্পন্ন হয়, তবে ঐরূপ মূর্চ্ছনার সমষ্টি সংখ্যা (রি ৪×গ ৪×ধ ৩=৪৮×৬=২৮৮) দুইশত অষ্টাশী। ১৬৫

রিমধৈশ্চাপি ভেদাঃ স্যু র্দ্বিষষ্ট্যাচ যুতং শতম্।
গমধৈশ্চ ভিদা জ্ঞেয়াঃ সপ্তত্যাচ শতদ্বয়ম্ ॥ ১৬৫

তিনটি বিকৃত রি, তিনটি বিকৃত ম ও তিনটি বিকৃত ধ অবশিষ্ট তিনটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া—

মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (রি ৩ × ম ৩ × ধ ৩ = ২৭ × ৬ = ১৬২) একশত বাষট্টি প্রকার। পাঁচটি বিকৃত গ, তিনটি বিকৃত ম ও তিনটি বিকৃত ধ অবশিষ্ট তিনটি শুদ্ধ স্বরের সহিত মিলিত হইয়া মূর্চ্ছনায় পরিণত হইলে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (গ ৫ × ম ৩ × ধ ৩ = ৪৫ × ৬ = ২৭০) দুইশত সত্তর প্রকার ॥ ১৬৫

ইতি ভেদা নিহীনানা মশীত্যাচ সহস্রকম্।

তথা ভেদা ধ-হীনানাং খলোচনায়য়ঃ শশী ॥ ১৬৬

নিষাদ বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা তিনটি বিকৃত স্বর লইয়া রচিত হইলে সেইরূপ মূর্চ্ছনার সমষ্টি সংখ্যা এইরূপে (১৬০ + ২৮৮ + ১৬২ + ২৭০ = ১০৮০) এক হাজার আশী প্রকার। এইরূপ ধৈবত বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা তিনটি বিকৃত স্বর যোগে রচিত হইলে সেইরূপ মূর্চ্ছনার সমষ্টি সংখ্যা ১৩২০ ॥ ১৬৬

এবং ভেদাঃ প হীনানাং সহস্রত্রয় সংখ্যকাঃ।

মহীনানামপি জ্ঞেয়া বেদৌ বহ্নিঃ শশী ক্রমাৎ ॥ ১৬৭

এইরূপ পঞ্চম বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা তিনটি বিকৃত স্বরযোগে রচিত হইলে তাহার ভেদ তিন হাজার প্রকার। মধ্যম বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা তিনটি বিকৃত স্বরযোগে রচিত হইলে তাহার ভেদ ১৩৪৪ প্রকার ॥ ১৬৭

তথা ভেদা গ হীনামা মব্ধিঃ শারোহথ রন্ধ্রকম্।

ইতি ভেদা রি হীনানাং নেত্রাকাশায়য়ঃ শশী ॥ ১৬৮

গ বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনার ভেদ ৯৫৪ প্রকার। রি বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনার ভেদ ১৩০২ প্রকার।

রিগমাণাং তথা ধানাং নি-হীনাস্থ বিভেদতঃ।

ইতি যোগে ভিদাজ্ঞেয়া শূন্যং বহ্নর্নভঃ শশী। ১৬৯

নিষাদ বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা যদি বিকৃত চারিটি রি, পাঁচটি গ, তিনটি ম ও তিনটি ধ অবশিষ্ট দুইটি শুদ্ধ স্বরের সহিত যোগে নিষ্পন্ন হয়, তবে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৪ × ৫ × ৩ × ৩ = ১৮০ × ৬ = ১০৮০) এক হাজার আশী প্রকার ॥ ১৬৯

রিগমাণাং তথা নীনাং ধ-হীনাস্থ বিভেদতঃ।

ইতিযোগে ভিদা জ্ঞেয়া শূন্যং বেদৌচ চন্দ্রমাঃ ॥ ১৭০

ধৈবত বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা যদি বিকৃত চারিটি রি, পাঁচটি বিকৃত গ, তিনটি বিকৃত ম, চারিটি বিকৃত নি অবশিষ্ট দুইটি শুদ্ধ স্বরের যোগে নিষ্পন্ন হয়, তবে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৪ × ৫ × ৩ × ৪ = ২৪০ × ৬ = ১৪৪০) একহাজার চারিশত চল্লিশ প্রকার ॥ ১৭০

রিগাণাঞ্চ মধানাঞ্চ মূর্চ্ছনাস্থ বিভেদতঃ।

যোগে ভেদাঃ প হীনাস্থ হ্য রশীত্যা সহস্রকম্ ॥ ১৭১

পঞ্চম বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা যদি বিকৃত চারিটি রি, পাঁচটি গ, তিনটি ম, তিনটি ধ ও অবশিষ্ট দুইটি শুদ্ধ স্বর যোগে রচিত হয়, তবে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৪ × ৫ × ৩ × ৩ = ১৮০ × ৬ = ১০৮০) একহাজার আশী প্রকার ॥ ১৭১

রিগাণাঞ্চ মনীনাঞ্চ প হীনাস্থ বিভেদতঃ।

মূর্চ্ছনাস্থ ভিদা যোগে খঞ্চ বেদৌ শশীপুনঃ ॥ ১৭২

পঞ্চম বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা যদি বিকৃত চারিটি রি, পাঁচটি গ, তিনটি ম, চারিটি নি ও অবশিষ্ট দুইটি শুদ্ধ স্বর যোগে রচিত হয়, তবে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৪ × ৫ × ৩ × ৪ = ২৪০ × ৬ = ১৪৪০) একহাজার চারিশত চল্লিশ প্রকার। ১৭২

রিগধানাং তথানীনাং প-হীনাস্থ বিভেদতঃ।

যোগে তত্র ভিদা জ্ঞেয়া রসো বহ্নিঃ শরঃ শশী। ১৭৩

পঞ্চম বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা যদি বিকৃত চারিটি রি, চারিটি গ, চারিটি ধ, চারিটি নি ও অবশিষ্ট দুইটি শুদ্ধ স্বরের যোগে রচিত হয়, তবে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৪ × ৪ × ৪ × ৪ = ২৫৬ × ৬ = ১৫৩৬) এক হাজার পাঁচ শত ছত্রিশ প্রকার ॥ ১৭৩

রিমধানাং তথা নীনাং প-হীনাস্থ বিভেদতঃ।

যোগে ভেদাস্তথা জ্ঞেয়াঃ সাগরশ্চ রসোবহ্নঃ ॥ ১৭৪

পঞ্চম বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা যদি বিকৃত চারিটি রি, তিনটি ম, তিনটি ধ, চারিটি নি ও অবশিষ্ট দুইটি শুদ্ধস্বর

দ্বারা রচিত হয়, তবে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৪×৩×৩×৪=১৪৪×৬=৮৬৪) আট শত চৌষট্টি প্রকার। ১৭৪

গ ম ধানাং তথা নীনাং প-হীনায় বিভেদতঃ।
যোগে তত্রা ভিদা জ্ঞেয়াঃ শূন্যং বেদৌ শশী পুনঃ। ১৭৫

পঞ্চম বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা যদি বিকৃত পাঁচটি গ, তিনটি ম, চারিটি ধ, চারিটি নি ও অবশিষ্ট দুইটি শুদ্ধ স্বরযোগে রচিত হয়, তবে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৫×৩×৪×৪=২৪০×৬=১৪৪০) এক হাজার চারিশত চল্লিশ প্রকার। ১৭৫

ইতি ভেদাঃ প-হীনানাং খ রসৌ পাবকোরসঃ। ১৭৬

পঞ্চম বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনার ভেদ মোট (১০৮০+১৪৪০+১৫৩৬+৮৬৪+১৪৪০=৬৩৬০) ছয় হাজার তিন শত ষাট প্রকার। ১৭৬

রিগাধানাং ধনীনাঞ্চ মহীনায় বিভেদতঃ।
ইতি যোগে ভিদা জ্ঞেয়া রসো বহ্নিঃ শরঃ শশী। ১৭৭

মধ্যম বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা যদি বিকৃত চারিটি রি, চারিটি গ, চারিটি ধ, চারিটি নি ও অবশিষ্ট দুইটি শুদ্ধ স্বরের যোগে রচিত হয়, তবে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৪×৪×৪×৪=২৫৬×৬=১৫৩৬) এক হাজার পাঁচ শত ছত্রিশ প্রকার। ১৭৭

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

মল্লার—ত্রিতাল

নিশ দিন বরষত নয়ন হমারে
সদা রহত পাবস ঋতু হমপর
যবসোঁ শ্যাম সিধারে।

অঞ্জন থির ন রহত আঁখিয়ন মেঁ
কর কপোল ভয়ে কারে,
কঞ্চুকী পট সুখত নহি কবহুঁ
উর বিচ বহত পনারে।

আঁসু সলিল ভয়ে পগ থাকে
বহে জাত সিত তারে,
সুরদাস অব ডুবত হৈ ব্রজ
কাহে ন লেত উবারে॥

কথা—সুরদাস

সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীত-রত্নাকর শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

```
     ০             ১              ২´             ৩                      ৩
II {রা মা মা মা | পা পা মা পা | ধা র্সা ধা পা | (মা -পা মগা -রগা)}I মা -পা মা -গা I
    নি  শ  দি  ন  |  ব  র  ষ  ত  |  ন  য়  ন  হ  |  মা  ০  রে০  ০০       মা  ০  রে  ০

    রা  মা  -া  রা | রা  রা  সা  -া | রা  মা  মা  মা | পা  পা  পা  পা I
    স   দা   ০  র  | হ   ত   পা   ০ | ব   স   ঋ   তু | হ   ম   প   র

    রা  পা  ধা  -র্সা | র্সা  ধা  ধা  পা | মপা -ধপা -মা -পা | মগা -রপা -মগা -রগা II
    য   ব   সোঁ   ০   | শ্যা   ০   ম   সি | ধা০  ০০   ০   ০  | রে০  ০০   ০০   ০০
```

০ ১ ২´ ৩
II মা -পা ধা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা | সা র্সা র্রা র্রা | র্সা র্সা র্সা -া I
অ ০ ধ ন | খি র ন র | হ ত ধঁ খি | র ন মে ০

০ ১ ২´ ৩
র্রা র্মা র্মা র্গা | -র্রা র্রা র্সা র্সা | র্সা -র্সা -র্রা -র্রা | র্সা -না -ধা -পা} I
ক র ক পো | ০ ল ভ রে | কা ০ ০ ০ | রে ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
মা -রা রা রা | মা মা মা -া | পা পা পা পা | ধা মা পা -া I
ক ০ ষু কী | প ট স্থ ০ | খ ত ন হি | ক ব হঁ ০

০ ১ ২´ ৩
মা পা ধা র্সা | র্সা না ধা পা | মপা -ধপা -মা -পা | মপা -রপা -মপা -রসা II
উ র বি চ | ব হ ত প | না০ ০০ ০ ০ | রে০ ০০ ০০ ০০

০ ১ ২´ ৩
II {মা -পা ধা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্রা -া | -র্সা -া র্সা -া I
আঁ ০ হ্ স | লি ল ভ রে | প গ থা ০ | ০ ০ কে ০

০ ১ ২´ ৩
র্রা র্মা -র্গা র্রা | -া র্রা র্সা র্সা | র্সা -র্সা -র্রা -র্রা | র্সা -না -ধা -পা} I
ব হে ০ জা | ০ ভ সি ত | তা ০ ০ ০ | রে ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
মা -পা মা মা | -া মা মা মা | পা -া পা পা | ধা -মা পা পা I
হ্ ০ র দা | ০ স অ ব | ছু ০ ব ত | হৈ ০ ব্র জ

০ ১ ২´ ৩
মা -পা ধা র্সা | র্সা -না ধা পা | মপা -ধপা -মা -পা | -মপা -রপা -মপা -রসা II
কা ০ হে ন | লে ০ ত উ | বা০ ০০ ০ ০ | রে০ ০০ ০০ ০০

তান

২ˊ   ৩
১। সরা -মপা -সˊসˊা -ধপা | -মপা -ধপা -মগা -রসা I
আ০ ০০ ০০ ০০   ০০ ০০ ০০ ০০

২ˊ   ৩
২। রˊরˊা -সˊনা -ধপা -মপা | -সˊসˊা -ধপা -মগা -রসা I
আ০ ০০ ০০ ০০   ০০ ০০ ০০ ০০

০   ১   ২ˊ
৩। সরা -মমা -রপা -পমা | -ধধা -পমা -গরা -সসা | -সরা -মমা -রপা -পমা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

৩
-মগা -রপা মগা -রসা I
০০ ০০ ০০ ০০

মল্লার ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতি।

ইহার আরোহীতে ধা ও নি বর্জ্জিত, অবরোহীতে গ ও নি বিবাদীরূপে ব্যবহার হয়। ম—বাদী, স—সংবাদী। ঠাট—স র ম প ধ সˊ সˊ ন ধ প ম গ র স। মতান্তরে মিশ্র-সম্পূর্ণ, শুধু—গ বিবাদী।

গান

শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী

বন্ধু তুমি, প্রিয় তুমি সুন্দর তুমি হে হরি।
অনাথ আমি হে অনাথ-নাথ তোমায় স্মরণ করি।
দাও ব্যর্থ-বুকে আশা
প্রেমানন্দ ভালোবাসা—
তোমার অভয় পরশিলে হৃদয়ে দুঃখেরে নাহি ডরি!
দু-পথে আমি যাই হে পাছে
তাই তুমি আছ কাছে ;
এতো দয়া যদি, এ' অন্ধে দয়াল! নাওগো হস্তে ধরি'॥

মেঘ

রাগ-পরিচয়—মেঘ রাগ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ অত্যন্ত প্রবল; ইহার রূপ লইয়া কত লোকে যে কত ব্যাখ্যাই করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই, অথচ কাহারটা ঠিক তাহা লইয়াই বিবাদ। এই ব্যাখ্যা করিতে যাঁহারা কেহ দোহাই দিয়াছেন তাঁহার গুরুর, আবার কেহ সঙ্গীতশাস্ত্রের; শেষোক্তদলের কেহ আবার মানেন সঙ্গীতরত্নাকরকে, কেহ সঙ্গীত দামোদরকে, কেহ বা সঙ্গীত পারিজাতকে এবং কেহ ভাতখণ্ডে লিখিত সংস্কৃতগ্রন্থকে (শাস্ত্র বলিয়া ধরিয়া লইয়া অবশ্য)। ভুল কাহার জানিনা, তবে এইটুকু বুঝি যে ইহা অপেক্ষা প্রত্যেক বিভিন্ন মতকে বিভিন্ন নাম দিলে অনেক নূতন রাগ নামকরণও হইতে পারিত আবার এদিকে শাস্ত্র ও গুরুর দোহাই দিয়া ঝগড়াও হইত কম।

অবশ্য এ মতভেদ হইতে সেনী ঘরানাও পরিত্রাণ পায় নাই;

এই ঘরের মেঘ "কাফি ঠাটের" কিন্তু ইহার আবার তিন প্রকার রূপ প্রচলন আছে।

প্রথম প্রকার—"গা" কোমল "নি" কোমল "ধা" বর্জ্জিত।

দ্বিতীয় প্রকার—"নি" কোমল "গা" ও "ধা" বর্জ্জিত।

তৃতীয় প্রকার—দুই "নি" "গা" ও "ধা" বর্জ্জিত।

কোনও কোনও ঘরে গান্ধার তীব্ররূপে ব্যবহার করা হয়; কখনও বা গান্ধার কোমল হইতে একশ্রুতি চড়া ভাবে ব্যবহৃত হয়; কোন্ মত যে প্রকৃত তাহা আমি বলিতে অপারগ। যাহা হউক, ওস্তাদজীর শিক্ষামত এখন আমি "প্রথম প্রকার" মেঘই প্রকাশ করিলাম; পরে প্রয়োজন হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার সম্বন্ধে লিখিয়া পাঠাইব।

মেঘরাগ সোজা চলিলে কান্‌ড়া ও সারংএর হাত হইতে বাঁচান দুষ্কর হয় বলিয়া ইহার গতি একটু টেরা (বক্র) কাজেই ইহার আরোহী—ণ্‌া ণ্‌া সা রা পা ণা র্সা

অবরোহী—ণা পা জ্ঞা মা রা সা হইলেও উত্থানের সময় ণ্‌া সা জ্ঞা মা রা পা অথবা নামিবার সময় পা মা রা সা, এইরূপ স্বরচালনা এই রাগের রূপ প্রকাশক। ইহার বাদী—সা। সমবাদী—পা।

মেঘ—ত্রিতাল

ম্যয় কাসে না কইও সজনী আপ্‌নে মন্‌কী বাত।
বরখা রুত আয়িরি সজনী পিয়ু নাহি আয়ে,
দরশ বিনা যোবন ইউহি জাত॥

সংগ্রহ—ওস্তাদ মেহেদী হুসেন খাঁ — স্বরলিপি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

আস্থায়ী

	০				১				+				৩				
ণ্‌সা	জ্ঞা	-মা	রা	সা	সণ্‌া	-া	পা	-া	ণ্‌া	সা	মরা	-মা	-রা	-পা	-া	-া	I
ম্যয়	কা	০	সে	না	ক	ই	ও	০	স	জ	নী	০	০	০	০	০	
	পা	ণা	-া	পা	-মপা	-ণণা	ণা	পা	মা	-রা	-সা	সা	ণ্‌সা	-ররা	সা		II
	আ	প	০	নে	০০	০০	ম	ন	কী	০	০	বা	০০	০০	ত		

৫

অন্তরা

০   ১   +   ৩

II ন্‌্‌া সা জ্ঞা -মা | ঋা পা ণপা ণা | -ণা র্সা র্সা র্সা | ঋর্সা র্সা র্সা র্সা I

ব র ধা   ক ণ্ঠ আ০ রি   ০ রী স জ   নী ০ পি য়্‌

০   ১   +   ৩

র্সা র্সা র্সঋা -র্সণা | -পা -মা -ঋা সা | ণ্‌া সা জ্ঞা -মা | ঋা পা -া -া I

না হি আ০ ০০   ০ ০ ০ রে   ব র খ   বি না ০ ০

০   ১   +   ৩

মা -পা . ণপা -ণা | -ণা -র্সা -র্সা র্সা | ণা ণা পা জ্ঞা | -জ্ঞা -মা -ঋা সা II II

বো ০ ব ০   ০ ০   ইউ ০ হি য়   ০ ০ ০ ত

তান

\+   ৩

১। ণ্‌সা ঋপা ণর্সা ঋর্সা | ণপা জ্ঞমা ঋসা

০   ১   +   ৩

২। প্‌ণ্‌া সঋা ণ্‌সা জ্ঞমা | ঋসা ণ্‌সা ঋপা ণপা | ণর্সা ঋর্সা ণপা মপা | জ্ঞমা ঋসা ণ্‌প্‌া

দ্রষ্টব্য ঃ— জ্ঞা—গমকযুক্ত জ্ঞা

মৃদঙ্গাচার্য্য ৺দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটী বোল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকানাইলাল হাজরা

তাল পোস্তা

ইহা পাঁচ মাত্রার তাল। একটী তাল ও একটী ফাঁক। দুইটী পদ, প্রথমটী ২ মাত্রা ও দ্বিতীয়টী ৩ মাত্রা। যথা— ২+৩=৫।

ঠেকা :—

\+   ০ ১ ৺

১। তিন তাকে ধিন ধা গে

\+   ৺ ০ ৺

২। তা কেটে তাক ধিন ধা ধা

কেহ কেহ দুটী পদে ৩টী তাল ও একটী ফাঁক দিয়া থাকেন ইহা ঝাঁপতালের অর্দ্ধেক, এজন্ত ইহাতে ঝাঁপতালের বোল সঙ্গত হইয়া থাকে। ১ম তিন ইহার সম।

পরন যথা :—

+ ১
১। দেনতা কেটেতাক তেরে কেটে তাক

+
তেরে কেটে তিন্

+ ১
২। ক্রান্ কতা কেড়ে নাগ তেকে কেটে

+
নাগ দেৎ তিন

একতালা

ইহা ১২ মাত্রার তাল। ইহাকে আড়িলয় বলা যায়। এদেশে প্রায় ৩টী তাল ও একটী ফাঁক দিয়া ব্যবহৃত হয়, যথা—৩×৪=১২। পদ বিভাগ যথা—১ ২ ৩ | ১ ২ ৩ | ১ ২ ৩ | ১ ২ ৩ | অন্ত দেশীয় প্রথা মতে ইহার ফাঁক নাই, কেবল ৩টী তাল। মাত্রা যথা—৪×৩=১২ পদ বিভাগ—১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | মোটের উপর ১২ মাত্রাই আছে।

(পদ বিভাগের উপরে চিহ্ন: + ৩ ০ ১ ; ২ ৩ ১)

ঠেকা

২ ৩ ০
১। ধা ধিন ধাধা ধেনে ধেনে তা কেটে ধা

১
কেটে ধা কেটে |

০ ১ ২
২। কত্তে ধাগে তেরেকেটে ধেনে ধেনে ধাধিন

৩
ধা নাতিন তা |

১ ২ ৩
৩। ধেন্ ধেন্ ধাধা দেন্তা কৎ দেৎ ধাধা দেন্তা |

১ ২ ৩
৪। ধিন্ ধিন্ ধাধা তিন না কত্তি ধাগে ত্রেকে ধিন্না |

মহড়া

০ ১
১। তেটে তেটে কেটে তাক তেরে কেটে তাক দেৎ

+ ২
তেরে কেটে | ধা

০ +
২। তেটে তেটে ক্রেধে নাক ধিনা তেরে কেটে | ধা

১ ২
৩। গ্রানেনে ঘেড়ে নাগ, তাকে ঘেড়ে নাক, তাকে

৩
ঘেড়ে নাক ঘেড়ে নাক |

+ ৩ ০
৪। ঘেতেটে তাগিনে ঘেতেটে তাগিনে ধাগে তেটে

১ +
ধাগে তেটে ধাগে তেটে তাগিনে ধেৎ ধেরে

৩ ০
ধেরে কেটে তাক ধাতেরে কেটে ঘেড়ে

১
নাক তেরে কেটে তাক ধেরে কেটে তাক

ধা কতা ধা |

স্বরলিপি

কলিঙ্গড়া—কাহারবা

কাটিয়ে দে মা মনের ময়লা,
বাঁধন্ আলা সারদে।
আমার যত তোমার কর,
ব্রহ্মময়ী বরদে॥
সকলি হাত আছে তোমার,
তবে কেন এ হাহাকার;
মুছিয়ে করে এ আঁধিয়ার,
তুলে নে মা শ্রীপদে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ব্যবহার—ঋ, দ, বাদী—প, সংবাদী—গ, জাতি—সম্পূর্ণ।

আস্থায়ী

| + | o | + | o |
II পদদা র্সা র্সা | দা র্সনা দা পা I -দপমা গমা দা পা | মা পপা মা -গা I
কাটিয়ে দে মা | ম নের্ ময়্ লা ০০০ বাঁধন্ আ লা | সা র ০ দে ০

| + | o | + | o | + |
-া মমা মা গা | মা দদা না র্সা I -নর্সা পদা ঋা র্সা | না র্সা র্সা নদপা II গমা
০ আমার্ য ত | তো মার্ ক র ০০ ব্রহ্ম ম য়ী | ব র দে ০০০ ০০

অন্তরা

| + | o | + | o |
{ দদা না না | র্সা র্সঋা না র্সা I নর্সা নর্সা ঋা র্সা | না র্সনা দা পা } I
সক লি হাত | আ ছে০ তো মার্ ০০ তবে কে ন | এ হা০ হা কার্

| + | o | + | o | + |
-া মমমা মা গা | মা দদা না র্সা I -নর্সা পধা ঋা র্সা | না র্সা র্সা নদপা II গমা
০ মুছিয়ে ক রে | এ আঁ০ ধি য়ার্ ০০ তুলে নে মা | শ্রী প দে ০০০ ০০

তান :—

	+				০					+
১ম।	গমা	দদা	স́না	দপা |	গমা	দগা	মগা	ঋসা	I	গমা
	আ০	০০	০০	০০ |	০০	০০	০০	০০		০০
	+				০					+
২য়।	সঋা	মগা	দপা	মপা |	স́স́া	দপা	মপা	ঋসা	I	গমা
	আ০	০০	০০	০০ |	০০	০০	০০	০০		০০
	+				০					+
৩য়।	সর্গা	ঋ́স́া	নস́া	দপা |	গমা	দপা	মপা	গা	I	মমা
	আ০	০০	০০	০০ |	০০	০০	০০	০		০০
	+				০					+
৪র্থ।	গমপা	মপদা	পদনা	দনস́া |	ঋ́স́না	দপমা	গমপা	গা	I	মা
	আ০০	০০০	০০০	০০০ |	০০০	০০০	০০০	০		০

মৃদঙ্গ বাদন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

ঝাঁপতাল

	+		১			০
৪০৫।	থুন	থুন	গেড়ে	গেড়ে	থুন	ঘেটেতানে

২	+	১		০	
কতা	থুন	৺তাখেনে	গদিঘেনে	ঘেড়ে	নেনে

	২		+			১
ঘেঘে	দেএন্	তা	আগে	ধা :	ঘেড়ে	নেনে

		০				২
ঘেঘে	নেন্	তাগে	ধা	ঘেড়ে	নেনে	ঘেঘে

		+
নেন্	তাগে	ধা

+ ১ ০ ২
৪০৬। নাগ ঘড়াআন নাগ নাগে দিন্ নান্ তা

+ ১
ঘে নাক নি ধা আ ৺তা আনে ধাগে

০ ২ +
ধেন্তা কড়ান তা কড়ান তা কড়ান ধা

+ ১ ০
৪০৭। তেরেকেটে ধেরে ঘেটে নাতেতা কতা

২ + ১
ঘেঘে থুউন ধা আনে ধা আনে কতা

০ ২ +
দিঘেনাক ত্রেগেদ্দে ধা ধা কড়ান ধা ঃ

১ ০ ২ +
তাক না ধা ত্রেগেদ্দে ধা ধা কড়ান ধা

১ ০ ২ +
তাক না ধা ত্রেগে দ্দে ধা ধা কড়ান ধা

+ ১ ০ ২
৪০৮। ধাকড়্ ধা আনে কতা ধা ধেরা ধা তা

+ ১ ০
ধা ধাদী ঘেনে নাগ তেরেকেটে ঘে ঘে

২
ঘেটে ঘ্রাণ ঘ্রাণ ঘেড়ে নাক ধেৎ ধেৎ

+ ১ ০ ২
ধা ঃ কড়ানে কতা গদি ঘেনে ঘ্রাণ তাগ

+ ১ ০
ধা তাগ ধা কড়েনে কতা গদি ঘেনে ঘ্রাণ

২ +
তাগ ধা তাগ ধা

+ ১ ০ ২
৪০৯। কতা ক্রান কৎ ধেৎ কঘেনে থুঊন্না কতা

+ ১
কে কত্রেকেটে তাগ ৺তেরেকেটে তাগ

০ ২ +
কেনেন্না ঘেঘে দি ক্রেধেৎ থুন থুন ধাঃ

১ ০ ২
কড় ধানা ক্রেধেৎ থুন থুন ক্রেধেৎ থুন

+ ১
থুন ক্রেধেৎ থুন থুন ধা কড় ধানা

০ ২
ক্রেধেৎ থুন থুন ক্রেধেৎ থুন থুন ক্রেধেৎ

+
থুন থুন ধা

আড়ি

+ ১ ০
৪১০। নি ধানক ঘেগেনে দেতা কতা গদিঘেনে

২ +
কড়া আন ধা কতা ধেৎ ধা কতা ধেৎ

১ ০ ২
থুন্না তাগেনে ধা থুন্না তাগেনে ধা থুন্না

+
তাগেনে ধা

গত মাসে "আড়ি" বোল দিই নাই ছাপিবার ভুল আছে সংশোধন করিয়া লইবেন।

স্বরলিপি

(খেয়াল)

ভূপালী—কাওয়ালী

সাঁঝ ভয়ি অব ছাড়ো দে ম্যায়
অব না রোকো পিয়রবা মোরা।
গারী দেত নিত, নিত ননদীয়া
মন্‌মে খিক বড়ী লাগে পিয়রবা ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদেবব্রত চট্টরাজ

আস্থায়ী

	০				১				২´				৩				
II	র্সধা	-া	র্রা	র্সা	র্সধা	-া	-পা	পপা	গা	-া	-গধা	পা	গা	-া	রা	সা	I
	সাঁ	০	ঝ	ভ	য়ি০	০	০	অব	ছা	০	০০	ড়ো	দে	০	ম্যা	য়	

	০				১				২´				৩				
	-া	ধ্সা	রা	গা	পপা	-গগা	-রগা	-পনা	র্সর্সা	-া	র্সধা	পপা	ধা	-পা	গা	-া	II
	০	অব	না	রো	কো০	০০	০০	০০	পি০	০	০	য়র	বা	০	মো	রা	

অন্তরা

	০				১				২´				৩				
II	গা	-া	পা	পা	-ধা	পা	-র্সা	ধর্সা	র্সা	-া	র্সা	ধা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	I
	গা	০	রী	দে	০	ত	০	নিত	নি	০	ত	ন	ন	দী	য়া	০	

	০				১				২´				৩				
	-া	র্সধা	র্সা	র্সা	র্গর্গা	র্গর্রা	র্সা	র্সা	র্সধা	র্রর্রা	-র্সা	ধপা	ধা	পা	গা	-পা	II
	০	মন্‌	মে	খি	০০	ক০	ব	ড়ী	লা০	০০	গে	পি০	য়	র	বা	০	

তান

১। + সরা গপা ধর্সা র্রর্গা | ৩ র্রর্সা ধপা গরা সসা I

২। + সরা গপা রগা পধা | ৩ র্সা ধপা গরা সসা I

৩। ৩ গপা ধপা গরা সরা | ০ সরা গপা ধর্সা র্রর্গা | ১ র্রর্সা ধপা গরা সরা I

স্বরলিপি

চন্দ্রকোশ—তেতালা

শুদ্ধ ঔড়ব—জাতি, বিকৃত—ঠাট, গান্ধার ও নিখাদ—কোমল, মধ্যম—বাদী, ষড়জ—সংবাদী, ঋষভ ও পঞ্চম—বর্জিত। সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

ক্যায়্‌সে রহো ম্যয়্‌ পিয়া বিন মে,
চয়্‌ন আরত নাহি রৈন দিনন মে।
কৌন দেশ গয়ে ম্যয়্‌ তো ন জানত,
কাহে নাহি আরত মোরা ভবনমে॥

কথা ও সুর—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায় (অন্ধগায়ক)   স্বরলিপি—তদীয় ছাত্র শ্রীসত্যগোপাল ভৌমিক

আস্থায়ী

		১	২´	৩	০
II {	র্ণা র্সজ্ঞা র্সা	ণা -ধা মধা -ণর্সা	ণা ধা -মা মা	-জ্ঞমা জ্ঞা সা -া	-া } I
	ক্যায়্‌ সে ০ র	হো ০ ম্যৈ ০ ০	পি য়া ০ বি	০ ০ ন মে ০	০
	ণ্সা ণ্া ধ্া	ম্া ধ্া ণ্া সা	সমা মা -মা জ্ঞা	মা ধা মমা -ধনা	র্সা II
	চয়্‌ ন আ	র ত না হি	রৈ০ ন ০ দি	ন ন মে০ ০০	০

অন্তরা

		১	২´	৩	০
II {	জ্ঞমা ধা ণা	-র্সা র্সা র্সা র্সা	-া র্সা র্জ্ঞা র্সা	ণর্সা -ণর্সা ণা ধা	মা } I
	কৌ০ ন দে	০ শ গ য়ে	০ মৈ ত ন	জা০ ০০ ন ত	০
	ধনা র্সা র্সা	র্জ্ঞর্সা -র্জ্ঞর্সা র্জ্ঞা র্সা	-া ণর্সা ণা ধা	মা ধা মমা -ধণা	র্সা II
	কাহে না হি	আ০ ০০ র ত	০ মো০ রা ভ	ব ন মে০ ০০	০

তান

২ ৩ ০
১। পসা জমা ধণ সপা | সপা ধমা জমা জসা | পসা I
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

২ ৩ ০
২। জজা সজা জসা পসা | পধা মজা মমা জমা | জসা I
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

২ ৩ ০
৩। ধণা সমা জমা জসা | জমা ধণা সসা পসা | জজা সজা সণা সসা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

১ ২ ৩ ০
পসা পধা পণা ধমা I জমা ধণা সা জমা | ধণা সা জমা ধণা | সা I
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ ০০ ০ ০০ ০০ ০

২ ৩ ০
৪। সসা পসা পসা পধা | পণা ধণা ধণা ধমা | ধধা মধা মধা মজা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

১ ২ ৩ ০
মমা জমা জমা জসা I পসা জজা সজা মমা | জমা ধধা মধা পণা | সা I
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

ভৈরবী—ত্রিতাল

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

	১				+				৩				০				
II	ণ্া	সসা	জ্ঞা	মা	পা	-া	ণা	দা	-া	পা	দা	পা	পা	দদা	পা	দা	I
	ডা	ডেরে	ডা	রা	ডা	০	রা	ডা	০	রা	ডা	রা	ডা	ডারা	ডা	রা	

	১				+				৩				০				
	মা	পপা	জ্ঞা	মা	মা	ণণা	দা	পা	মা	জ্ঞা	দা	পা	মা	জ্ঞা	ঋা	সা	I
	ডা	ডেরে	ডা	রা	ডা	ডেরে	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	

	১				+				৩				০				
	সা	জ্ঞা	ঋঋা	সসা	সা	দ্া	দ্া	ণ্া	সা	˚সা	সা	ঋা	জ্ঞা	মা	জ্ঞা	মা	I
	ডা	রা	ডেরে	ডেরে	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	

	১				+				৩				০				
	জ্ঞা	মা	পা	মা	পা	ণা	দা	পা	মা	জ্ঞা	পপা	মমা	জ্ঞা	ঋসা	সা	সঋা	II
	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডেরে	ডেরে	ডা	রাডা	রা	ডেরে	

অন্তরা

১ + ৩ ০

II পা -া স´া স´া | -া স´া জ্ঞ´া ঋ´া | স´া ঋ´ঋ´া ণা স´া | দা ণণা দা পা I

ডা র্ ডা ডা | র্ ডা ডা রা | ডা ডেরে ডা রা | ডা ডেরে ডা রা

১ + ৩ ০

পা স´স´া ণা স´া | পা ণণা দা পা | মা জ্ঞা দা পা | মা জ্ঞা ঋা সা II

ডা ডেরে ডা রা | ডা ডেরে ডা রা | ডা রা ডা রা | ডা রা ডা রা

তান

১। (১) ণদপমা জ্ঞঋাসঋা ণ্সসা জ্ঞমা | (+) পা

ডারাডারা ডারাডারা ডা ডেরে ডারা ডা

২। পদণস´া | (১) ণদপমা জ্ঞঋাসঋা ণ্সসা জ্ঞমা | (+) পা

ডার ডারা ডারাডারা ডারা ডেরে ডা ডের ডারা ডা

৩। পদণস´া ঋ´জ্ঞ´ঋ´স´া | (১) ণদপমা জ্ঞঋাসঋা ণ্সসা জ্ঞমা | (+) পা

ডারাডারা ডারাডারা ডারাডারা ডারাডারা ডা ডেরে ডারা

৪। দ্ণ্া সঋজ্ঞমা সপমা | (০) জ্ঞঋসা সঋজ্ঞমা পদণস´া জ্ঞ´ঋ´স´া |

ডা রা ডারাডারা ডা ডারা ডারা ডা ডারাডারা ডারাডারা ডা ডারা

(১) ণদপা পদপা পদমা পপগমা | (+) পা

ডারা ডা ডেরেডা ডেরে ডা ডেরে ডারা ডা

স্বরলিপি

মিশ্র—দাদ্‌রা

মহুল বনে সঙ্গোপনে
এস বাসন্তিকা
বনের বীণায় বাজাও তব
ফাগুন-গীতিকা।
দখিনার পরশনে
মুকুলিত বনে বনে,
এস এস উজল ছন্দে
জ্বালি রূপ-শিখা॥

আকাশ বাতাস মাতিয়ে তোলে
রঙীন গানে গানে,
বাজাও তোমার ব্যাকুল বাঁশী,
করুণ কুহুতানে;
মধুর মলয় বায়ে
এস বনের ছায়ে,
মুঞ্জরিয়া উঠুক আবার
কানন-বীথিকা॥

কথা—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার সুর ও স্বরলিপি—কুমারী নীহারকণা চ্যাটার্জ্জী

আস্থায়ী

	+				o				+				o			
II	{পা	পা	পদা	|	পা	মা	-পা	I	মজ্ঞা	-রা	মা	|	জ্ঞরা	সা	-সা	I
	ম	হু	ল	|	ব	নে	০		স	০	গো	|	প০	নে	০	
	+				o				+				o			
	প্‌া	ন্‌া	-া	|	সা	রা	-ন্‌া	I	সা	-পা	-মা	|	পা	-া	-া}	I
	এ	স	০	|	বা	স	ন্‌		তি	০	০	|	কা	০	০	
	+				o				+				o			
	{পা	পা	পধা	|	পধা	-মা	-া	I	পা	ধা	পা	|	পর্সা	পর্সা	-া	I
	ব	নে	০র	|	বী০	ণা	র		বা	জা	ও	|	ত	ব	০	
	+				o				+				o			
	সা	রা	জ্ঞা	|	সা	রা	জ্ঞা	I	পা	-া	-া	|	-া	-া	-া}	II
	ফা	গু	ন	|	গী	০	তি		কা	০	০	|	০	০	০	

অন্তরা ও আভোগ

	+				o				+				o		
{	-া	-া	পা	|	পা	মগা	মা	I	পা	না	না	|	র্সা	-া	-া I
	০	০	দ	|	খি	না	র		প	র	শ	|	নে	০	০
	০	০	ম	|	ধু	র	ম		ল	য়	বা	|	য়ে	০	০

	+				o				+				o		
	-া	-া	পা	|	না	র্সা	-র্রা	I	র্সণা	ণা	-া	|	ধণা	র্সণা	ধপা I
	০	০	মু	|	কু	লি	ত		ব	নে	০	|	ব০	নে১	০০
	০	০	এ	|	০	স	০		ব	নে	র	|	ছা০	য়ে০	০০

	+				o				+				o		
{	-া	-া	পা	|	পা	মগা	মা	I	পা	ধা	র্সা	|	র্রর্গা	র্রর্সা	র্সা I
	০	০	এ	|	স	এ	স		উ	জ	ল	|	ছ০	০	ন্দে
	০	০	মু	|	ঞ্জ	রি	য়া		উ	ঠু	ক্	|	আ০	বা	র

	+				o				+				o		
	সা	রা	জ্ঞা	|	সা	রা	জ্ঞা	I	-পা	-া	-া	|	-া	-া	-া} II
	আ	লি	০	|	রূ	প	শি		খা	০	০	|	০	০	০
	কা	ন	ন	|	বী	০	থি		কা	০	০	|	০	০	০

সঞ্চারী

	+				o				+				o		
II	-া	-া	জ্ঞা	|	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	I	রা	মা	জ্ঞা	|	রা	সরা	-সন্‌া I
	০	০	আ	|	কাশ্	বা	তাস্		মা	তি	য়ে	|	তো	লে০	০০

	+				o				+				o		
	-া	-া	প্‌া	|	দ্‌া	ণ্‌া	সা	I	জ্ঞঋা	সা	-া	|	-া	-া	-া I
	০	০	র	|	হীন্	গা	নে		গা	নে	০	|	০	০	০

	+				o				+				o		
	-গা	-া	গমা	|	গা	ঋসা	ধ্‌ণ্‌া	I	সা	গা	-া	|	গমা	ঋমা	জ্ঞরা I
	০	০	বা০	|	আও	তো	মারি		ব্যা	কু	ল্	|	বাঁ১	শী০	০০

	+				o				+				o		
	সা	-ঋজ্ঞা	-পা	|	জ্ঞা	জ্ঞা	ঋা	I	সন্‌া	সা	-া	|	-া	-া	-া} II
	ফু	ফু০	০	|	প	ছু	ছ		তা	নে	০	|	ফু	০	০

সংবাদ

শোক-সংবাদ

বাণীর একনিষ্ঠ সাধক, পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব, ঢাকার স্বনামখ্যাত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ তবলিয়া প্রসন্নকুমার বণিক্য মহাশয় আর ইহলোকে নাই। ২৫শে ভাদ্র তিনি প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তবলা ও পাখোয়াজ বাদন নৈপুণ্য অতুলনীয় ছিল। যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গতেও তিনি আদর্শ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। তিনি বাঙ্গালাদেশে সুপরিচিত। কলিকাতা রাজধানীতে দীর্ঘ কাল তিনি ভারত সঙ্গীত সমাজের তবলা ও পাখোয়াজের সঙ্গত নৈপুণ্যে যথেষ্ট সম্মান এবং অর্থ অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। ময়মনসিংহ সহরেও তিনি অনেককাল থাকিয়া বহুলোকের মন আকর্ষণে সঙ্গীতপ্রিয়তা ভাবের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছাত্র, দেশ দেশান্তরে সংখ্যায় অনেক আছেন জানি, তন্মধ্যে রামগোপালপুরের শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুর হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী জমিদার মহাশয়, ঢাকা মুড়াপাড়ার জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এবং বর্ত্তমান রাজসাহী নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কর্ম্মকার মহাশয় এবং ৺ইন্দ্র [illegible] প্রভৃতি বাঙ্গালা দেশ প্রথিত যশস্বী হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুর বাঙ্গালার বাহিরেও অনেক সুনাম [illegible] করিয়া সুখ্যাতিভাজন হইয়াছেন। স্থানে স্থানে [illegible] সঙ্গতের কৌশলে প্রসন্ন বণিক্যের প্রশংসিত [illegible] গবেষণা হইয়াছে।

তাঁহার জীবনী অতি মধুর। শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুর [illegible] "মিউজিসিয়ান অব ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে ফটো সহ জীবনী সন্নিবেশ করিয়াছেন। এবং তিনি নিজ ওস্তাদগণের মধ্যে ভারত বিশ্রুত ৺আবেদ হোসেন খাঁ, মৌলবী রাম মিশ্র এবং নানু মিশ্র প্রভৃতি ওস্তাদগণ অপেক্ষা বণিক্য মহাশয়কে শ্রুতিমধুর বাদন সঙ্গতে সতর্ক মস্তিষ্ক দেখিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন।

তৎপ্রণীত তবলা তরঙ্গিণী দুই খণ্ড, এবং মৃদঙ্গ প্রবেশিকা সঙ্গীত জগতের উপকার করিয়াছে। বণিক্য মহাশয় খাঁটি বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার সরলতা ও স্বভাবজাত নম্রতা ও দীনতা প্রভৃতি গুণ সকল সম্মিলিত ছিল।

তাঁহার সম্পূর্ণ জীবন সঙ্গীত সেবায় কাটাইয়াছেন। অন্য কোনও বৈষয়িক ব্যাপার অথবা সামাজিক ব্যাপারে কোনওদিন তিনি যোগদান করেন নাই। তাঁহার কোনও মুদ্রা দোষ ছিল না এবং তিনি ব্যসনাসক্ত ছিলেন না।

ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুণ, এই আমাদের সমবেত জনমণ্ডলীর প্রার্থনা।

—শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

—

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলন

আগামী ৪ঠা নভেম্বর হইতে ৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত মজঃফরপুরে নিখিল ভারত অষ্টম বার্ষিক সঙ্গীত মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইবে। প্রথম দুইদিন ছাত্রছাত্রী-গণের সঙ্গীত প্রতিযোগীতা হইবে এবং অবশিষ্ট তিনদিন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞগণের সঙ্গীতাদি হইবে। ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞগণ এই সভায় যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন। যাঁহারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্তাদ ফৈয়জ খাঁ সাহেব, মুজঃফর খান, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ রাও ব্যাস, সতীশচন্দ্র দত্ত, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, এন্ কৃষ্ণমূর্ত্তি, এন্ এল, গুণি, এন, আর সাহানি, গোকুলচন্দ্র নাগ, সুনীল বোস, নারায়ণ রাও, পণ্ডিত, টি, আর, মহালিঙ্গাম, খুদা বক্স, আমেদ বক্স, গোস্বামী ব্রহ্মানন্দ, সারযুগ প্রসাদ পাঠক, টি, আর, বিশ্বনাথ শাস্ত্রী, জলথরঙ্গ রামানিয়া চেটি, গান্ধারী সুভ রাও, ভি, এন, পটবর্দ্ধন, শম্ভুপ্রসাদ, ভি, ভি, নরসিংহ চারী, গোপাল রাও গাণি, মহাদেব প্রসাদ মালভিয়, চন্দ্রিকাপ্রসাদ দুবে, পণ্ডিত মোহনলাল, অযোধ্যা পাঠক, শ্রীমতী বালা সরস্বতী, কুমারী আশা ওঝা. সুষমা দে, বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়, মুস্তাক আলি খান।

—

মাষ্টার শিবশঙ্কর নন্দী

চন্দননগরের বিখ্যাত ধনী ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ নন্দী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শিবশঙ্কর নন্দী অতি অল্প বয়সে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বিশেষ কৃতিত্ব

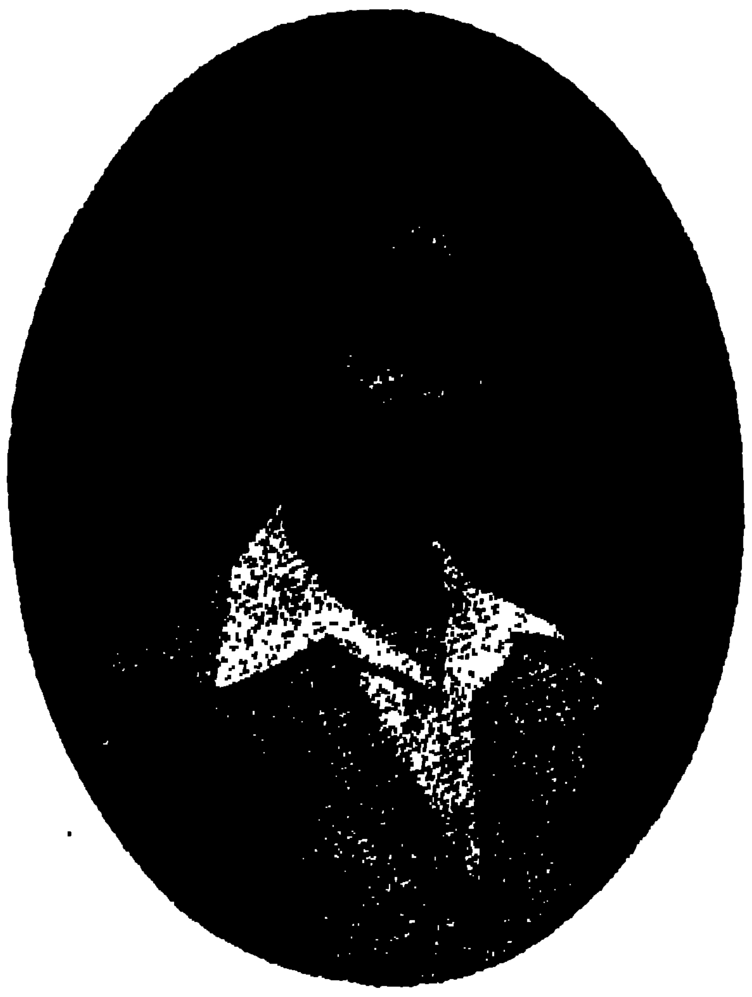

প্রদর্শন করিয়াছে। ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি সঙ্গীতে শ্রীমানের দক্ষতা দৃষ্টে আমরা বিস্মিত হইয়াছি! খেয়ালের সুকঠিন তান, বোলতান প্রভৃতি অতি নিপুণতার সহিত আয়ত্ব করিয়াছে। তাহার কণ্ঠ মার্জ্জিত এবং সুরের প্রকাশভঙ্গী অতি সুন্দর। বয়স মাত্র ১০ বৎসর। চুঁচুড়ার বিখ্যাত অন্ধগায়ক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র রায় মহাশয় তাহার সঙ্গীত-শিক্ষক। কার্ত্তিকবাবুর শিক্ষানৈপুণ্য সত্যই প্রশংসনীয়। আমরা এই বালকের ক্রমোন্নতি কামনা করি।

—

পরলোকে প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ-বাদক

বাংলার স্বনামখ্যাত মৃদঙ্গবাদক স্বর্গীয় দীননাথ হাজরা মহাশয়ের দৌহিত্র বিপিনবিহারী ঘোষ (গুহুবাবু) মহাশয়ের আজ কিছুদিন হইল লোকান্তর ঘটিয়াছে।

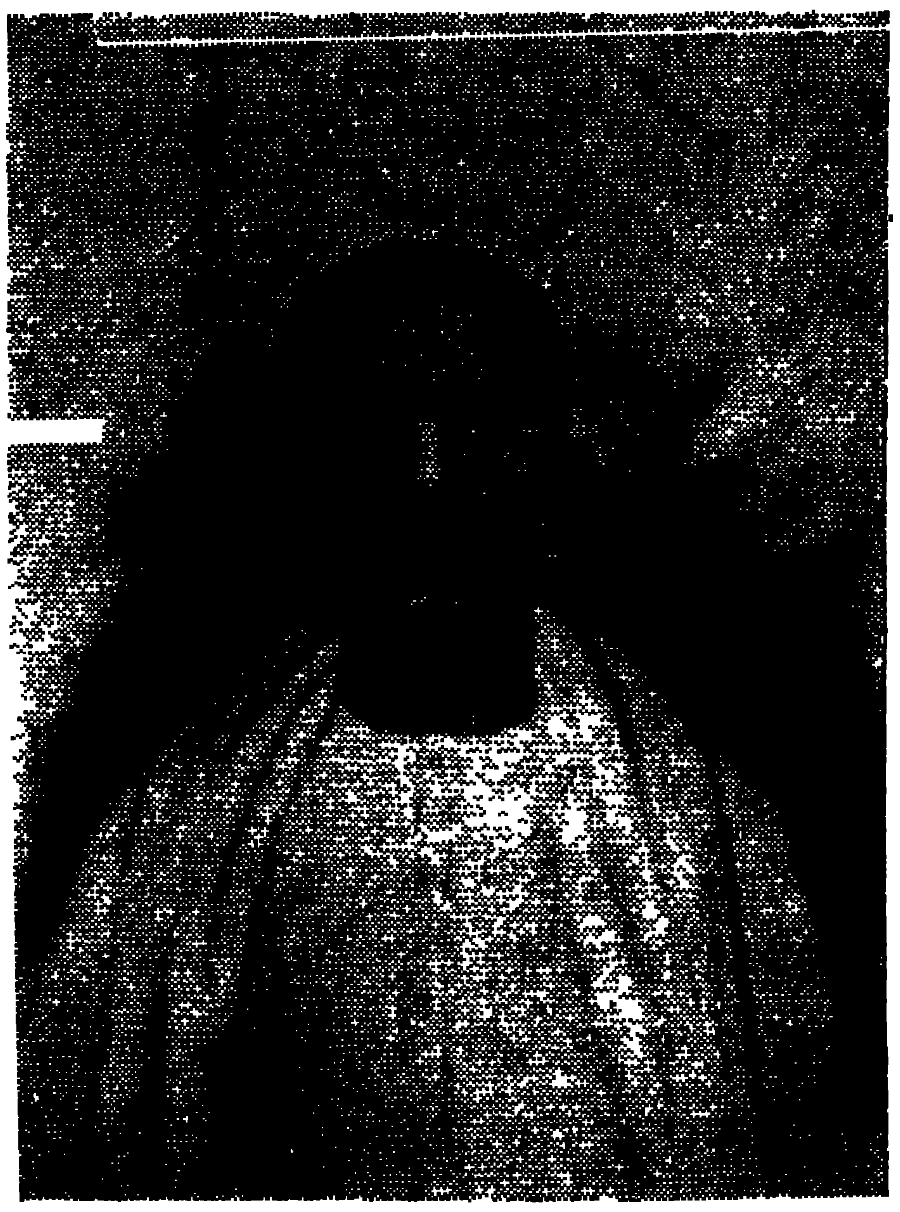

৺বিপিনবাবু একজন প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ-বাদক ছিলেন। তবলা বাদ্যেও তাঁহার দক্ষতা যথেষ্ট ছিল। তাঁহার নিবাস চন্দননগর। আমরা এইরূপ একজন বিশিষ্ট মৃদঙ্গীর মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে করি। পরমেশ্বরের নিকট তাঁহার অমরাত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

—

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির শ্রেষ্ঠ অবদান

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক স্বনামধন্য সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বহু বৎসর পরে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি ২ খানি আগমনী (এফ ৪০১) গান প্রকাশ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোং আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। গান দুইটীর ভাব, ভাষা এবং সর্ব্বোপরি গায়কের অপূর্ব্ব স্বরলহরী, রেকর্ড জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। গান দুইটী বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইবে ইহা আমাদের বিশ্বাস।

ভারতবিখ্যাত গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হিন্দুস্থান কোম্পানীতে আর একখানি নূতন খ্যাল এবং ভজনের রেকর্ড (এফ ৪০২) প্রকাশিত হইয়াছে। খ্যাল গানটীর স্বরমাধুর্য্য, বিস্তার এবং গাহিবার রীতি এত সুন্দর হইয়াছে যে তাহা রমেশ বাবুর মত শিল্পীর দ্বারাই সম্ভব। ভক্ত কবি তুলসীদাস কৃত ভজনটী অতি ভাবের সহিত গীত। সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই এই রেকর্ড শুনিয়া মোহিত হইবেন সন্দেহ নাই।

সঙ্গীত সভা

গত শুক্রবার ১১ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউট হলে, নাটোরাধিপতি মহারাজ যোগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিরাট সঙ্গীত সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে নিখিল বঙ্গীয় সঙ্গীতপ্রতিযোগীতার বার্ষিক অধিবেশনে যে সকল শ্রেষ্ঠ গুণী পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গীত শুনাইবার জন্য এই সভার আয়োজন হইয়াছিল। প্রথমে সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুমধুর ধ্রুপদ ও আলাপ এবং নাটোরের মহারাজ বাহাদুরের ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্তের মৃদঙ্গ সঙ্গত শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্তের ধ্রুপদ গানও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। অতঃপর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্চাঙ্গ খ্যাল গানের সহিত শ্রীযুক্ত জ্ঞান ঘোষের হারমোনিয়ম এবং শ্রীযুক্ত বিনোদ লাল গাঙ্গুলীর তবলা সঙ্গত শুনিয়া সকলে বিমোহিত হন। রাত্রি ৮ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।

তরুণ কবি নিবারণ চক্রবর্ত্তী

একজন তরুণ কবি হিসাবে নিবারণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাধারণ্যে সুপরিচিত। বর্ত্তমানে সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়াও সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন। রেডিও এবং রেকর্ড-জগতে ইঁহার গান অল্পদিনেই বিশেষ সমাদর লাভ

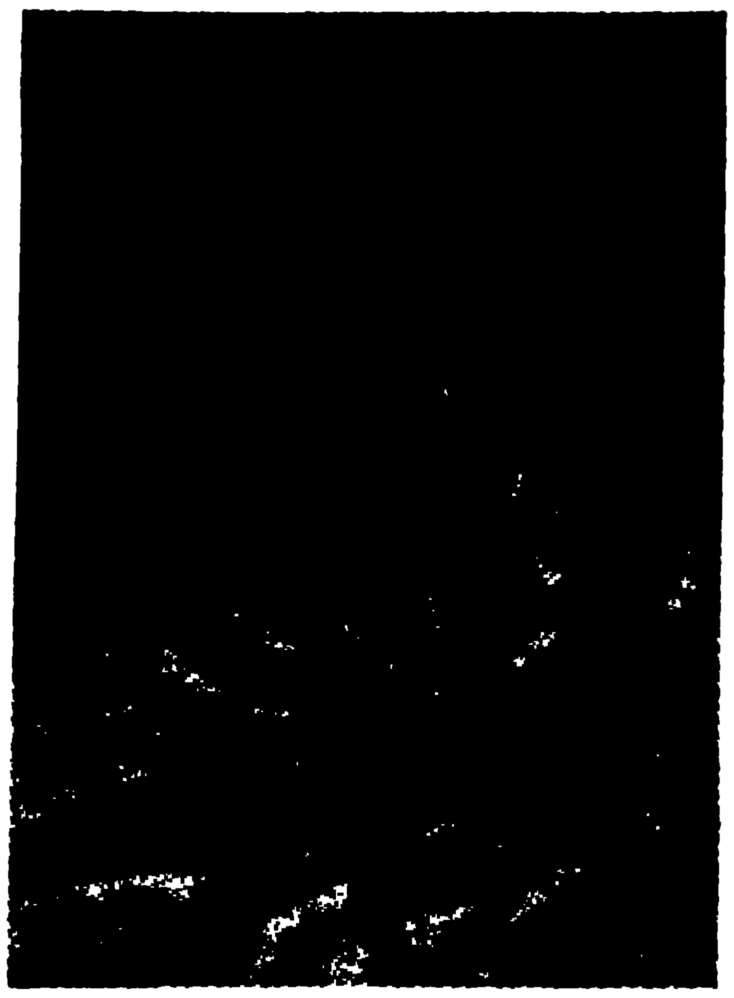

করিয়াছে। একাধারে কবি ও গায়ক হিসাবে নিবারণ বাবু যে অদূর ভবিষ্যতেই সবিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। সঙ্গীত সাধনায় ইঁহার প্রতিভা আশা করি উত্তরোত্তর সুপরিচালিত ও সমাদৃত হইবে।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

শিব-দুর্গা

শিল্পী—শ্রীপ্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়।

POPULAR PRESS—CAL.

সঙ্গীত-বিজ্ঞান
প্রবেশিকা

১৩শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৪৩ সাল { ৭ম সংখ্যা

শারদীয়া বন্দনা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

১

দুর্গতি নাশ করেন বোলে জগজ্জননীর এক নাম 'দুর্গা'। জন্ম জন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত সংস্কাররাশি যাঁর করুণা-স্পর্শে দূরীভূত হোয়ে জ্ঞানের অরুণালোক হৃদয় উদ্ভাসিত কোরে তোলে, তিনিই 'মহিষমর্দ্দিনী'। ত্রেতায় রঘুরাজ শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধনে আবির্ভূতা হোয়ে শরতের পুণ্যাকাশকে মহিমান্বিত কোরেছিলেন দেবী, সেই হোতে মহামায়াকে শরতের ঐ শুভক্ষণেই হৃদয়ের থালে ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা কোরে আসছে জগদ্বাসী নরনারীগণ।

মা একাধারে সিদ্ধি, ঋদ্ধি, বিদ্যা ও ওজঃ সমন্বিতা হোয়ে সন্তানের মুক্তির দ্বারে উপস্থিত হন দশভুজারূপে। মা যে সর্ব্বব্যাপিনী জগন্ময়ী, দশভুজই তার প্রতীক্। ঋদ্ধিরূপিণী কমলা, বিদ্যা সরস্বতী, গণেশাদি সবই মার অভিন্নরূপ! ব্যষ্টি বা ভিন্নরূপে প্রকাশ—যে সমষ্টি অদ্বিতীয় তত্ত্বকেই বোঝাবার জন্য। দেবী একরূপে সগুণা—জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছারূপিণী ও অন্যরূপে নির্গুণ চৈতন্যরূপিণী 'সত্যং শিবং সুন্দরং' মহাদেব হোয়ে বসে আছেন সগুণের মস্তকে। বিদ্যা, ঋদ্ধি, সিদ্ধি ও তেজে পরিপূর্ণ হোয়ে তৃপ্তকাম সাধক যখন মহামায়ার শরণাপন্ন হন। তখনই মা আপন ভুবনমোহিনী রূপের পাশে নিষ্ক্রিয় সে পরমশিবে তার লক্ষ্য স্থির করিয়ে দেন, পঞ্চাকার একে মিশে অনন্ত ব্রহ্ম সমুদ্রের উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়।

দুর্গতিনাশিনী 'দুর্গা' নামের এতেই সার্থকতা। নির্বীজ সমাধি বা মুক্তি না হোলে দুর্গতি মানুষের জন্ম-জন্মান্তরেও কাটবার নয়, তাই মা স্বয়ং সর্ব্ববীজরূপিণী হোয়ে আদর্শ ঐ নির্বীজ সদাশিবের পাদপীঠে সিংহবাহনা। মঙ্গলময় শিবের চতুর্দ্দিকে দেবতা ও দেবীগণের মূর্ত্তি ঐ সৃষ্টির বৈচিত্র্যেরই জ্ঞাপক। বৈচিত্র্যের মাঝে তিনি নির্ব্বিকার স্বামীরূপে বসে আছেন দ্রষ্টা হোয়ে। তিনি সর্ব্বকারণস্বরূপ, তবে স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় বোলে সৃষ্টি তিনি করেন না। স্বীয় শক্তি মহামায়াকে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত রোয়েছেন। সৃষ্টির প্রজা আমরা এজন্য মায়েরই সন্তান, মাকেই প্রথমে বন্দনা মা প্রসন্না হোলে ষড়রিপুরূপী শুম্ভ নিশুম্ভাদি অ- তিনিই বিনাশ করেন কালী ও রণচণ্ডিকারূপে। ' তিনিই সন্তানের সর্ব্বপাশ মুক্ত কোরে শিব-পাদমূলে উপস্থিত করেন প্রণতপালিনী হোয়ে! শিবের প্রসন্নতা লাভ করতে মা শিবা আমরা বন্দনা ও প্রণাম করি প্রথমে ভক্তি ' দিয়ে—

'সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

২

রাগমালা

দেবি দুখ-দারিদ্র-দুর্গতি দারিণী দুর্গে।
মহিষাসুরমর্দ্দিনী ভবানী ভববন্দিনী॥
দশভুজা মহামায়া নগনৃপতিনন্দিনী।
চণ্ডিকে মহেশজায়া অভয়া জগপালিনী॥
কমলদলবাসিনী কমলা নারায়ণী।
কনক-জ্যোতিঃ কান্তি তব ঋদ্ধি-সুখদায়িনী॥

মরাল শ্বেতবাহিনী ভারতী বীণাধারিণী।
শুভ্র জ্ঞানরূপিণী মা বিদ্যা প্রদায়িনী॥
লম্বোদর সুন্দর সিন্দুর শোভাকর।
শৈলসুতাসুত গণেশ সিদ্ধিদ পরমজ্ঞানী॥
সুরসৈন্যনায়ক শৌর্য্য জ্ঞান দায়ক।
রুদ্রকুমার কার্ত্তিকেয় প্রণতি চরণে দানি।

দুর্গা—ঝাঁপতাল

(ওড়ব—গ, ন, বর্জ্জিত)

আস্থায়ী

+ ৩ ০ ১ + ৩
II {র্সধা পমা | পা ধা ধা | পমা -া | রা -া সা I ধ্া সা | ধ্া সা র
দে ০০ | বি দু খ | দা০ ০ | রি ০ দ্র দু ০ | র্গ তি দ

০ ১ + ৩ ০ ১
মা পা | ধা -া ধা} I র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্রা -া | র্রা র্সা র্সা
রি ণী | দু ০ র্গে ম হি | ষা সু র | ম ০ | র্দ্দি নী ভ

+ ৩ ০ ১
ধা পমা | পা ধা ধা | পমা -া | রা সা -া II
বা ০০ | নী ভ ব | ব০ ০ | ন্দি নী ০

অন্তরা

```
   +          ৩              ০           ১               +          ৩
I {পা   ধা | র্সা র্সা  র্সা | র্রা‿ধা | র্সা র্সা  -া  I র্রা  র্রা | র্মা  র্রা  র্সা |
   দ    শ  | ভু   জা   ম    | হা   ০  | মা   য়া  ০    ন    গ    | নৃ   প    তি  |

 ০          ১              +          ৩             ০          ১
র্সা   ধা | ধা  পমা  -া} I পা   -া | ধা  ধা  ধা | পা   মা | রা   -া   সা I
 ন     ০  | ন্দি নী০  ০     চ    ০  | ণ্ডি কে  ম  | হে   শ  | জা   ০    য়া

 +         ৩            ০          ১
ধ্‌া   সা | রা  মা  মা | ধা‿র্সা | ধা  পমা  -া II
 অ    ভ  | য়া  জ   গ  | পা   ০  | লি  নী০  ০
```

নারায়ণী—ঝাঁপতাল

(ব্যবহার ণ, ন ; সম্পূর্ণ)

সঞ্চারী

```
    +          ৩            ০          ১             +          ৩
II ন্‌া   সা | গা  মা  রা | গা   মা | পা  পা  পা I ধা  পমা | গা   -া   মা |
    ক    ম  | ল   দ   ল  | বা   ০  | সি  নী  ক     ম   ০০  | লা   ০    না |

 ০         ১            +          ৩               ০            ১
রা   গা | মা  পা  -া I রা   গা | রা  পা   মা  | গা  ঋসা | রা   গা   সা I
রা   ০  | য়  ণী  ০    ক    ন  | ক  জ্যো  তিঃ | কা   ০   | স্তি  ভ    ব

 +          ৩            ০          ১
ন্‌া   সা | গা  মা  পা | ণা‿মা | পা  পা  -া II
 ঋ    ০  | দ্ধি সু  খ  | দা   ০  | য়ি  নী  ০
```

সরস্বতী—ঝাঁপতাল

(ব্যবহার—জ্ঞ, ণ ; পা বর্জ্জিত)

আভোগ

\+ ৩ ০ ১ + ৩
II {ধা মা | ধা ণা র্সা | র্রা ণা | র্সা র্সা র্সা I র্মা -া | র্রা র্সা ণর্সা |
ম রা | ল খে ত | বা ০ | হি নী ভা র ০ | তী বী ণা০ |

০ ১ + ৩ ০ ১
ধা ণা | ধা মা -া} I জ্ঞা মা | জ্ঞা রা সা | রণা -া | সা রজ্ঞা মা I
ধা ০ | রি ণী ০ শু ০ | ভ্র জ্ঞা ন | রূ০ ০ | পি ণী মা

\+ ৩ ০ ১
ধা র্সা | ণা ধা মা | জ্ঞা মা | জ্ঞ রা সা II
বি ০ | দ্যা ০ প্র | দা ০ | য়ি নী ০

মঙ্গল—ঝাঁপতাল

(ব্যবহার—ঋ, সম্পূর্ণ)

২য় সঞ্চারী

\+ ৩ ০ ১ + ৩
II সা ঋা | মা মা মা | পা পা | মা গা -া I মা ধপা | ধা ধা পা |
ল ০ | ষো দ র | স্থূ ০ | ন্দ র ০ সি ০০ | ন্দু র শো |

০ ১ + ৩ ০ ১
ধা র্সা | র্সা র্সা -া I র্সা -া | না না না | ধা ধা | ধা পা পা I
ভা ০ | ক র ০ শৈ ০ | ল সু তা | সু ত | গ ণে শ

\+ ৩ ০ ১
মা -া | ধা পা ধা | মা গা | ঋা -া সা II
সি ০ | দ্ধি দ প | র ম | জ্ঞা ০ নী

দীপক বা পঞ্চম*—ঝাঁপতাল

(ব্যবহার—ঋ, সম্পূর্ণ)

২য় আভোগ

+ ৩ ০ ১ + ৩
II {ধা মধা | না র্সা র্সা | ঋ্ণা না | র্সা র্সা -া I র্সা না | ধা র্সা র্সা |
স্থ র০ | দৈ ০ ত্ব | না ০ | হ্ব ক ০ শৌ ০ | র্য্য জ্ঞা ন |

০ ১ + ৩ ০ ১
ঋ্ণা না | ধা মা -া} I মা মা | পা গা গা | মা ধা | র্সা র্সা র্সা I
সা ০ | ধ ক ০ ক ত্র | কু মা র | কা ০ | র্ত্তি কে য়

+ ৩ ০ ১
ঋ্ণা না | ধা মা না | মা পগা | ঋা -া সা II
প্র ণ | তি চ র | ণে ০০ | দা ০ নি

গান

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

ধীরে—ধীরে—ধীরে—
আঁখির আধরে গাঁথিয়া রেখেছি
আমার কবিতাটিরে!

যে কানন ফুল ফুটিতে ফুটিতে—
অসময়ে হয় ধুলায় লুটিতে,
সেথা মোর মন ভ্রমর হইয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে।

বনের কোণেতে অজানা যে ফুল
নিরালায় একা ফোটে—
উড়িয়া উড়িয়া সেথা এ পরাণ
ব্যথায় কাঁপিয়া ওঠে,

যেখানে যতেক ঘৃণা অবহেলা,
শিহরি' শিহরি' নিশ্বাস ফেলা,
শিশির হইয়া সেথা আমি রই
ভিজিয়া অশ্রুনীরে!

---

* অনেকের মতে 'দীপক-রাগ' অধুনা লুপ্ত এবং তৎস্থানে 'পঞ্চম' প্রচলিত। পঞ্চম বা দীপক পুনরায় কারও মতে ষাড়ব, পঞ্চম বর্জ্জিত। এখানে সম্পূর্ণই দেওয়া হোয়েছে। —লেখক

স্বরলিপি

* লাচারী তোড়ী—ত্রিতাল

(খ্যাল)

সুন্দর বদন ভিহারী রে
নিরখত সারস লাজত ব্যোম গয়ে
হঁসত দশন অনার বিরছন মরি।
মুরলী ধুন জব তান মান ধর
থম্বিত পবন যমুনা উজান বহে
গান বিসর গঈ শুকসারী ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

০				১				২´				৩			
{ পদা	-া	পা	পা	মা	জ্ঞা	সা	জ্ঞা	মা	-া	পা	মা	পা	-া	-া	-া}
সু	০	ন্দ	র	ব	দ	ন	ভি	হা	০	০	রী	রে	০	০	০

০				১				২´				৩			
জ্ঞা	পা	পা	পা	মা	-দা	দা	দা	পা	মা	পা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	সা	সা
নি	র	খ	ত	সা	০	র	স	লা	জ	ত	ব্যো	০	ম	গ	য়ে

০				১				২´				৩			
সণ্‌া	সা	মজ্ঞা	মা	মা	দা	মা	পা	-র্সা	র্সা	ণা	র্সা	র্সণা	ণা	দা	পা ‖
হঁ	স	ত	দ	শ	ন	অ	না	০	র	বি	র	ছ০	ন	ম	রি ‖

* লাচারী তোড়ী—ষাড়ব জাতি, র-বর্জ্জিত। জ্ঞ, দ, ণ, কোমল। জ্ঞ—বাদী, দ—সংবাদী। ঠাট—সা জ্ঞা মা পা দা ণা র্সা, ইহা মালকোশ ও গুর্জ্জরী এই দুই এর মিশ্রণ।

০ ১ ২´ ৩
||{মা পা পা দা | ণদা -া র্সা র্সা | র্সা -া র্সা র্জ্ঞা | ণা র্সা র্সা র্সা |
মু র লী ধু | ন ০ জ ব | তা ০ ন মা | ০ ন ধ র |

০ ১ ২´ ৩
পা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্সা র্সা র্সা র্সা | ণা -র্সা ণা দা | -ণা দা পা পা} |
খ গি ভ প | ব ন য মু | ন ০ উ জা | ০ ন ব হে |

০ ১ ২´ ৩
পর্জ্ঞা -া র্সা র্সা | ণা দা পা মা | মজ্ঞা মা পদা -ণর্সা | ণর্সা -ণদা -পমা -পা ||
গা ০ ন বি | স র গ য়ে | শু ক সা০ ০০ | রী০ ০০ ০০ ০ ||

তান

২´ ৩
১। জ্ঞমা -পদা -ণর্সা -র্জ্ঞর্জ্ঞা | -র্সণা -দপা -মজ্ঞা -মপা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

০ ১ ২´
২। ণ্সা -জ্ঞজ্ঞা -সজ্ঞা -মমা | -জ্ঞমা -দদা -মপা -দণা | -র্সর্জ্ঞা -র্জ্ঞর্সা -র্জ্ঞর্জ্ঞা র্সণা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

৩
-র্জ্ঞর্জ্ঞা -র্সণা -দপা -মপা |
০০ ০০ ০০ ০০

রূপক তাল

শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ইতঃপূর্ব্বে তেওরা তালের যথাসংগৃহীত বিবরণ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি। তেওরার সহিত অধিক সদৃশসম্পন্ন "রূপক তাল" বিষয়ে আমার অভিধান-ধৃত কতিপয় বিবরণ আপনাদের নিকট এখন ব্যক্ত করিতেছি। আমার মীমাংসার ত্রুটী থাকা অসম্ভব নহে মনে করিয়া আপনাদের সহায়তার আশায় রহিলাম।

'রূপকের' সহিত তেওরার পার্থক্য নিরূপণ এবং রূপকের শাস্ত্রীয় পরিচয় প্রদান বিষয়ে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কে কি প্রকার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন প্রথমে তাহারই আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি, কারণ তদ্দ্বারা অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হইব।

হিন্দুস্থান ও বঙ্গে প্রচলিত বর্ত্তমান 'রূপকের' রূপ—

```
+
০           ২           ৩
|    |    |    |    |    |    |
তা  দেন্  তা  তেটে  কতা  গেদি  গেনে
```

মদীয় তবলা-গুরু ৺প্রসন্নকুমার বণিক মহাশয় তাঁহার "মৃদঙ্গ-প্রবেশিকা" গ্রন্থে এই অবিসম্বাদিত ঠেকা দিয়াছেন। আমি ইহাকে আশ্রয় করিয়াই বিচার পথে অগ্রসর হইব।

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত "সহজ তবলা ও মৃদঙ্গ শিক্ষা" গ্রন্থে রূপক পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে, যথা—রূপক সাতটি দীর্ঘমাত্রার তাল; তন্মধ্যে তিনটিই তাল, ফাঁক নাই। আবার তেওরা পরিচয়ে বলিয়াছেন, যথা—"তেওরা সাতটি হ্রস্ব মাত্রার তাল; তন্মধ্যে তিনটিই তাল, ফাঁক নাই। গ্রন্থকার উভয় তালের পার্থক্য মাত্রার হ্রস্বত্ব এবং দীর্ঘত্ব দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থে হ্রস্ব বা দীর্ঘমাত্রার তাৎপর্য্যের কোন পরিচয় প্রকাশ করেন নাই, পরন্তু উভয় তাল পরিচয়ে একপ্রকার চিহ্নদ্বারা অবয়ব প্রকাশ করিয়াছেন। এবম্প্রকার উক্তি কোন্ মতানুসৃত তাহাও গ্রন্থে দেখিতেছি না। গ্রন্থকার প্রচলিত ফাঁকযুক্ত রূপক হইতে ভিন্ন মত স্থাপন করিতে গিয়া যে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সমর্থনের কোন প্রবোধযোগ্য হেতু প্রাপ্ত হইলাম না।

২। রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন তাঁহার "মৃদঙ্গ-মঞ্জরী" গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন যে 'সঙ্গীত-রত্নাবলী' মতে 'রূপক' তাল ছই মাত্রাযুক্ত। পুনরায় অপরস্থানে উহা সপ্তমাত্রা, তিন তাল ও এক ফাঁকযুক্ত বলিয়াছেন। 'সঙ্গীত রত্নাবলীর' রূপকের সহিত বর্ত্তমানকালের রূপকের সাদৃশ্য নাই। অপর মতটি কোন্ যুক্তির উপর স্থাপিত তাহার উল্লেখ না থাকা হেতু এবং বর্ত্তমান রীতির অসদৃশ হওয়ায় সমর্থনযোগ্য মনে করিতে পারি না। ৺রাজা 'সঙ্গীত রত্নাবলীধৃত' ত্রিভিন্ন তালের সহিত সাড়ে তিন মাত্রাগত রূপকের সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ঐ গ্রন্থের তালাঘাতের লক্ষণ দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায় গ্রহণীয় হয় নাই। সোমরাজ দেবকৃত 'সঙ্গীত রত্নাবলী' আমার নিকট না থাকায় সমর্থনের চেষ্টা করিতে পারিতেছি না।

৩। ঢাকার অনৈক গ্রন্থকার ৺লালা দুর্গাপ্রসাদ তাঁহার 'তবলা-শিক্ষা' গ্রন্থে 'রূপককে' তিন মাত্রাযুক্ত বলিয়াছেন। ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীও তাঁহার 'সঙ্গীত-সার' গ্রন্থে তদ্রূপই বলিয়াছেন। মাত্রাসংখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই সাত।

৪। ৺রাধামোহন সেন তাঁহার 'সঙ্গীত-তরঙ্গে' বলিতেছেন :—

"রূপক তালের পিণ্ড তিন মাত্রা বটে।
এক লঘু, এক গুরু পরে কাল বটে॥
কালের উপরে মান বুঝিবে সুধীর।
কিন্তু লেখামতে মাত্রাপক্ষে নাহি স্থির॥"

গ্রন্থকার কাল-পরিচয়ে বলিয়াছেন:—"বিরাম যাহার নাম তারি নাম কাল।" বিরামের প্রমাণ বলিতেছেন—

"চারি বিরামে এক মন হয়।
চারি মনে এক মাত্রা নির্ণয়॥"

অর্থাৎ মাত্রার $\frac{১}{৮}$ অংশকে বিরাম বলিতেছেন। মান শব্দদ্বারা আধুনিক সম্ বোধ্যব্য। সুতরাং 'সঙ্গীত-তরঙ্গ' অনুযায়ী "রূপক" ৩$\frac{১}{৮}$ মাত্রাগত এবং সম শেষ বিরামের উপর স্থাপিত হয়। গ্রন্থকার বলিয়াছেন:—

"লঘু নাম খ্যাত আছে যাহার।
মাত্রা আর এক নাম তাহার॥"

গ্রন্থকার মাত্রা বিষয়ে মতান্তর আছে স্বীকার করিতেছেন, অর্থাৎ তিন মাত্রার অধিক একটি পূর্ণ মাত্রাপেক্ষা কম থাকা সম্ভব বলিতেছেন। অতএব আমরা মনে করিতে পারি যে "রূপক" সাড়ে তিন মাত্রাগত হইলেও গ্রন্থকারের আপত্তি নাই। প্রচলিত রূপের সহিত সামঞ্জস্য বিধানোদ্দেশ্যে ৩$\frac{১}{৮}$ না করিয়া ৩$\frac{১}{২}$ ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। ঘাতের পরিচয় না থাকিলেও মীমাংসা ন্যায়-বিগর্হিত হইবে না যে লঘুতে ঘাত, গুরুতে ঘাত ও বিরামে শূন্য।

৫। বক্তাবর সিং তাঁহার "সরতাল সমূহ" গ্রন্থে বলিতেছেন:—"ইস্‌কো দোতালাভী কহতে হৈঁ। বিরামোক্রুত ২, দ্রুত ১, মাত্রা ২, কলা ৩২। ঠেকেকে বে ল ৮, তাদাদ অর্ব দো, সম্ দুস্‌রী পর। ঠেকা—

			+	
তিক্	ধিনা	গেদিগেন	ধা	ধিনিনিক।

এই মত হিন্দুস্থানে প্রচলিত বলিয়া বিলক্ষণ সন্দেহ আছে কারণ হিন্দুস্থানী গায়ক বাদক যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে সকলেই প্রচলিত মতাশ্রিত দেখিতে পাই।

৬। "সাহিত্য-পরিষদ"—পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র-মোহন বসু "বড় চণ্ডিদাসের নবাবিষ্কৃত পুঁথি" প্রবন্ধে "রূপক" তাল ৮৫ কলাবিশিষ্ট বলিয়াছেন—এতদতিরিক্ত আর কোন প্রমাণ বলেন নাই।

৭। সুবিজ্ঞ খোল-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মজুমদার বি-এ (স'অ') মহাশয়ের নিকট রাঢ়দেশীয় কীর্ত্তন সঙ্গীতে প্রচলিত রূপকের যে রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী। প্রভেদ মাত্র এই যে, কীর্ত্তনীয়াগণ দুই আবর্ত্তনে ঠেকা বা লয়ের কলেবর প্রদান করিয়া থাকেন।

৮। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ৺কাশীনাথ অপাতুলসী তাঁহার "অভিনব তাল মঞ্জরী" গ্রন্থে যাহা লিখিতেছেন তাহা দেখুন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য আধুনিক তাল সমূহের সহিত রত্নাকর-ধৃত তালের সাদৃশ্য স্থাপন করা। উদ্দেশ্য সাহায্যকারী বটে।

"তালঃ সপ্তকলোত্র রূপক ইতি খ্যাতোভি লোকেষু যঃ,
শাস্ত্রেসৌ কথিত তৃতীয় ইতি নিঃশঙ্কেন রত্নাকরে।
নিঃশব্দ দ্রুততো দ্রুতো দ্রুতবিরামস্তীহ ঘাতদ্বয়ং,
গীতেষু প্রবিলম্বিতদ্রুতলয়ৈঃ পাটৈ কলং বাদ্যতে।
তালাঙ্ক—১ ০ ০', মাত্রা ৭, ঘাত ২॥"

অস্যার্থ যথা—জনসমাজে সপ্তমাত্রাযুক্ত যে রূপক তাল খ্যাত আছে তাহা রত্নাকর নামক শাস্ত্রগ্রন্থে তৃতীয় তাল নামে কথিত হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহাতে প্রথমতঃ নিঃশব্দ দ্রুতমাত্রা, তারপর দ্রুত এবং তারপর বিরামযুক্ত দ্রুতমাত্রা। ঘাত ২ দুটি। গীতে প্রবিলম্বিত দ্রুত লয়যুক্ত বর্ণদ্বারা সুমধুর বাদিত হয়। তালাঙ্ক যথা:— ০ ০ ০', মাত্রা ৭, ঘাত ২।

উক্ত প্রমাণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে মাত্রাসংখ্যা—দ্রুত = অর্দ্ধ + দ্রুত = অর্দ্ধ + দ্রুত = অর্দ্ধ + বিরাম = $\frac{১}{৮}$। এই সকলের গুণিতক ফল ৭ হইতে পারে কিন্তু গ্রন্থকার বিরামকে তালাঙ্কের শেষ দ্রুতমাত্রার উপর স্থাপন করায় উহা পৃথকভাবে গৃহীত হইবে কিনা বলা যায় না।

শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত-রত্নাকরে' তৃতীয় তালের লক্ষণে পাই—"দ্রুতাদ্দ্রুতৌ বিরামান্তৌ তৃতীয় স্যাৎ।" তালাঙ্ক ০ ০ ০.৭

পণ্ডিত কাশীনাথ বোধ হয় তালাঙ্কের তুল্যতাদৃষ্টে শেষের দ্রুত মাত্রাকে বিরামযুক্ত ধরিয়া লইয়াছেন, নচেৎ দ্রুতোবিরাম শব্দ দ্বারা দ্রুতের পর বিরাম চিহ্ন দিতে পারিতেন। স্থাপন যে প্রকারেই করা হউক মাত্রা-সংখ্যাকে ৭ করায় বিরামকে পৃথক ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই প্রকার 'সঙ্গীত-রত্নাকরের' সহিত সাদৃশ্য স্থাপন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তৃতীয় তালের ঘাতের পরিচয় রত্নাকরে প্রকৃষ্ট ভাবে দেখান হয় নাই সুতরাং তালাঘাতের সামঞ্জস্য কি ভাবে স্থাপিত হইবে তাহা বুঝাইতেছি না।

বক্তাবরসিং তৃতীয় তালকে তিন তাল, এক ফাঁকযুক্ত বলিয়াছেন।

৯। শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত-রত্নাকরে' "রূপক" নামে কোন তাল ধৃত হয় নাই কিন্তু অন্য শাস্ত্রগ্রন্থে 'রূপক' তাল প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা:—'সঙ্গীত-রত্নাবলীর' প্রমাণে পাই—"রূপকেতু বিরামান্তং দ্রুতদ্বন্দ্বমুদাগর্হিতমিতি।" "সংস্কৃত সঙ্গীতসার সংগ্রহের" প্রমাণ—লঘুযুগ্মাভিঘাতেন রূপক তাল ঈরিতঃ।" অপর এক গ্রন্থের প্রমাণ—"বিরামান্তঃ দ্রুতদ্বন্দ্বং রূপকং স্যাদ্ বিলক্ষণঃ।" শুভঙ্কর-কৃত "সঙ্গীত দামোদর" গ্রন্থে প্রমাণ—"যুগলং প্রথমং তালং তৎপরন্ত্বেক শূন্যকম্। শেষে চ যুগলং তালং রূপকং পরিকীর্তিতম্।" উক্ত গ্রন্থে পুনরায় সপ্তপ্রকার রূপকের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা:—

"দৃঢ়প্রোচোঽথ খচরো বিভব শ্চতুরক্রমঃ।
মিশ্রাকঃ প্রতি তালঃ কথিতা সপ্তরূপকাঃ॥"

ঐ গ্রন্থে আবার রূপক এক প্রকার বাদ্য বিশেষ বলিয়াছেন, যথা:—"তকৃধিক তকধিক থবিতকি থবিতকি ধিক দং দাতঃ ইতি রূপকবাদ্যম্।"

যতগুলি প্রমাণ উপরে দেখান হইল তাহাতে পরস্পর বিরোধ দেখা যায় না।

১০। কোন গ্রন্থপাঠে জানিতে পারি যে রাঢ়দেশীয় কীর্তন সম্বন্ধে 'সঙ্গীত রত্নাকর নামে এক গ্রন্থ আছে, তাহাতে রূপক তাল তিনপ্রকার উক্ত হইয়াছে:—বড়; মধ্যম ও ছোট। কিন্তু তাহাদের অবয়ব জানিতে পারি নাই। কেহ গ্রন্থের প্রাপ্তিস্থানের ঠিকানা দিলে সুখী হইব।

১১। ৺পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর তাঁহার 'সঙ্গীত তত্ত্বদর্শক" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে হিন্দুস্থানের 'রূপক' দাক্ষিণাত্যে 'চাই' নামে আখ্যাত। সুতরাং "রূপক" ও "চাই" তাল এক।

১২। তেওরা ও রূপকের পার্থক্য শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য। ব্যবহার ক্ষেত্রে একটির সম্ বা মানে ঘাত অপরটিতে ফকতাল বা ফাঁক এবং তদনুযায়ী ঐ স্থানে একটিতে খোলা বাণী ও অপরটিতে মুদবাণী প্রযুক্ত হয়। সঙ্গত-ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাধারণতঃ তেওরার চাল্ মধ্য বা দ্রুতগতিকে আশ্রয় করে কিন্তু রূপক "ধীমা" লয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে।

আধুনিক যুগের গ্রন্থাদিতে যদিও দুই তাল, এক ফাঁকের পরিচয় অধিক তথাপি তিন তালের রূপকের পরিচয়ও বিরল নহে। ইহা অযৌক্তিক নহে যে 'তেওরা' ও 'রূপক' দুইটি পৃথক সংজ্ঞা হওয়ায় রূপ পরিচয়ে উভয়ে পার্থক্য অবলম্বন করিবে।

পরিশোধ—নাট্যগীতি

১

গৃহদ্বারে—পথপার্শ্বে

(শ্যামা)

এখনো কেন সময় নাহি হোলো
নাম-না-জানা অতিথি,
আঘাত হানিলে না দুয়ারে
কহিলে না, দ্বার খোলো।

হাজার লোকের মাঝে
রয়েছি একেলা যে,
এসো আমার হঠাৎ আলো
পরাণ চমকি' তোলো॥

আঁধার বাঁধা আমার ঘরে
জানি না কাঁদি কাহার তরে॥
চরণ সেবার সাধনা আনো
সকল দেবার বেদনা আনো
নবীন প্রাণের জাগর মন্ত্র
কানে কানে বোলো॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

II মা -া -পা | পা -র্সা | -ণা -র্সা I ণা -দা -পা | ণদা -া | পা -দা I
এ ০ ০ | খ ০ | ০ ০ নো ০ ০ | কে ০ | ন ০

মা পা দা | মা -ণা | দা -পা I মা -জ্ঞা -মা | জ্ঞা -ঋা | -সা -া I
স ম য় | না ০ | হি ০ হো ০ ০ | লো ০ | ০ ০

সা -সা ঋা | জ্ঞা -া | মা -পমা I জ্ঞা -মা -জ্ঞা | ঋা -া | সা -া I
না ম্ না | জা o | না oo অ o o | তি o | থি o

সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞরা | জ্ঞা -া I সজ্ঞা -া জ্ঞা | জ্ঞা -রা | জ্ঞা -মা I
আo সা ত | হা সিo | লে o না o ছুঁ | য়া o | রে o

মা মপা মা | মজ্ঞা -ঋা | সা -সা I সা -া -ঋা | ঋা -জ্ঞা | -া -ঋসা I
ক হি লে | না o | যা ব্ খো o o | লো o | o oo

সা -সা ঋা | জ্ঞা -া | মা -পমা I জ্ঞা -মা -জ্ঞা | ঋা -া | সা -া II
না ম্ না | জা o | না oo অ o o | তি o | থি o

II মদা দা দা | পা -া | র্সা -র্সা I র্সা -র্ঋা -পা | র্সা -া | -দা -া I
হা জা র | লো o | কে র্ মা o o | ঝে o | o o

দা দা পা | র্সা -র্ঋা | র্জ্ঞা -র্সা I র্সা -র্ঋা -পা | র্সা -া | -দা -া I
র য়ে ছি | এ o | কে o লা o o | যে o | o o

[illegible] -দা -পা | -র্সা -র্ঋা | র্ঋর্জ্ঞা -া I সর্ঋা -া -পা | -র্সা -া | -া -া I
হা o o | o o | o o o o o | য় o | o o

র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা -া | র্সা -র্সা I র্ঋা র্ঋা র্সা | র্ঋা -া | র্সা -পা I
এ o লো | আ o | মা য় হ ঠা ৎ | আ o | লো o

ণা ণর্সা ণা | ণদা দা | পা -া I পা -া দা | ণা -া | -া -া I
প রা০ ণ | চ ম | কি ০ ভো ০ ০ | লো ০ | ০ ০

সা -সা ঋা | জ্ঞা -া | মা -পমা I II
না ম্ না | জা ০ | না ০ ০

অতিথি

II {সা সা সা | সা -া | সা -ঋা I জ্ঞা জ্ঞমা মা | মা -া | মা -া I
আঁ ধা র | বাঁ ০ | ধা ০ আ মা র | ঘ ০ | রে ০

জ্ঞমা মা পা | মা -পা | -দা -পা I মজ্ঞা -া -া | -া -া | -া -া I
জা নি না | কাঁ ০ | ০ ০ দি ০ ০ | ০ ০ | ০ ০

জ্ঞমা মা মা | জ্ঞা -ঋা | -সা -ঋা I জ্ঞা জ্ঞমা মা | জ্ঞা -া | সা -া} I
কা হা র | ত ০ | রে ০ জা নি না | কাঁ ০ | দি ০

পদা দা -মা | দা -দা | দা -পা I পা র্সা র্সা | র্সঋা -ণা | র্সা -া I
চ র ণ | সে ০ | বা র সা ধ না | আ০ ০ | নো ০

র্সা র্সজ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা -র্ঋা | র্সা -র্ঋা I ণা র্সা র্সঋা | ণর্সা -া | ণা -দা I
স ক ল | দে ০ | বা র্ বে দ না | আ ০ | নো ০

মা -দা -ণা | -র্সা -র্ঋা | -র্জ্ঞা -ণা I র্সা -া -া | -া -া | -া -া I
আ ০ ০ | ০ ০ | ০ ০ নো ০ ০ | ০ ০ | ০ ০

র্সজ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা	র্ঋা -র্ঋা	র্সা র্সা I র্সা র্সর্ঋা র্সা	ণা -দা	দা -পা I	
ন বী ন	প্রা ০	ণে র আ গ র	ম ন্	থ ০	
পা -দা ণা	ণা -দা	পা -া I পা -া -দা	দা -ণা	-া -া I	
কা ০ নে	কা ০	নে ০ বো ০ ০	লো ০	০ ০	
সা -সা ঋা	জ্ঞা -া	মা -পমা I জ্ঞা -মা -জ্ঞা	ঋা -া	সা -া II II*	
না য্ না	জা ০	না ০০ অ ০ ০	ভি ০	থি ০	

মধ্যলয়ে গাহিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীবিজনকুমার চট্টোপাধ্যায়

কাজ্‌লা রাতের শেষ স্বপনে তোমার দেখা পাই,
ভাঙ্‌লে স্বপন গোপন ব্যথায় উদাস চোখে চাই!
কোন্ সে দেশে পালিয়ে গেলে
বসে' থাকি নয়ন মেলে,
আকাশকে হায় জানাই ব্যথা, দুখের গীতি গাই!
বল্‌তে কথা ছিল যাহা—
রইলো বাকী আজো তাহা,
কেমন ক'রে আজ তোমারে সে কথা জানাই! †

---

* পরিশোধ গীতিনাট্যের গানগুলির স্বরলিপি ধারাবাহিক এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক—সঃ বিঃ প্রঃ

† গানখানি শ্রীযুক্ত ভবতোষ ভট্টাচার্য্য কলম্বিয়ায় রেকর্ডিং করেছেন। (রেকর্ড নং জি, ই ২০৩৮)

স্বরলিপি

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজ বিহারি।
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হরি॥
গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গ ভূষা।
রাধা কান্ত নিতান্ত তব ভরসা॥
সম শৈল কুল মান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥
আমি কুরূপা গুণহীনা গোপনারী।
তুমি জগজন রঞ্জন বংশীধারী॥
আমি কুশীলা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনি।
তুমি রস পণ্ডিত রস চূড়ামণি॥
গোবিন্দ দাস কহে শুন শ্যামরায়।
তুমি বিনে মোর আন নাহি ভায়॥

কথা—গোবিন্দদাস সুর—শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল, বাণীকণ্ঠ

স্বরলিপি—নীলিমা ঘোষ

```
          ১´                 ০           ১´                ০
{র্সা র্সা II ণা -ধা পা পা | মজ্ঞা -রা সা রা I ণ্ -সা রা জ্ঞা | রা -া রা রা I
 শু  ন      সু  ০  ন্দ  র | শ্যা০  ০  ম ব্র    জ  ০  বি হা | রী  ০ হৃ দি

 ১´                  ০                  ১´               ০
 রজ্ঞা -মপা পা পা | মা -জ্ঞরা সা সা I রা -মা জ্ঞা রা | সা -া} {পা ধা I
 ম০   ০ন্  দি রে | রা  ০০  খি তো   মা  ০  রে হ | রি  ০   গু রু

 ১´              ০               ১´              ০
 মা -পা না না | মা -পা না না I র্সা -া র্রা না | র্সা -া -া -া I
 গ  ০  ঞ্জ ন  | চ  ০  ন্দ ন   অ  ০  ঙ্গ ভূ | ষা  ০  ০  ০

 ১´              ০               ১´              ০
 -া -া ণা ণা | ণা -ণা ণা ণা I পা -ধা ধা ধা | পধা -ণর্সা ণা ধা I
 ০  ০ রা ধা | কা ন্  ত  নি   তা ন্  ত  ত | ব০  ০০   ভ  র
```

১´ ০ ১´ ০

পা -া -া -া | -া -া} মা গা I ঋা -ধা ধা ধা | ধা -া ধা ণা I

গা ০ ০ ০ | ০ ০ স ম শৈ ০ ল ভূ | ল ০ মা ন

১´ ০ ১´ ০

ধণা -র্সা ণা ধা | পা -া পা পা I মা গা মা -া | মা গা মা -পা I

দূ০ ০ র ক | রি ০ ত ব চ র ণে ০ | শ র ণা ০

১´ ০

পা পা মা জ্ঞা | পা -া র্সা র্সা II

গ ত কি শো | রী ০ "জ ন"

১´ ০ ১´ ০

সা সা II ন্‌া ন্‌া ন্‌া প্‌া | ন্‌া -া ন্‌া সা I সা -া ঋা ন্‌া | সা -া সা সান্‌ I

আ মি দু র পা প | প ০ হী না গো ০ প না | রী ০ তু মি

১´ ০ ১´ ০

সা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা -া জ্ঞা মা I জ্ঞমা -পা পা পা | পা -া ণা ণা I

জ গ জ ন | র ০ ঞ ন ব০ ং শী ধা | রী ০ তু মি

১´ ০ ১´ ০

পা পা পা পা | মজ্ঞা -ঋা সা ঋা I ঋা -মা জ্ঞা ঋা | সা -া} পা ধা I

জ গ জ ন | র০ ন্‌ জ ন ব ং শী ধা | রি ০ আ মি

১´ ০ ১´ ০

{ঋা পা না না | না -া না র্সা I র্সা -া র্ঋা না | র্সা -া -া -ণা I

দু খী আ ক | ল ০ হী সৌ ভা ০ গা হী | নি ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০
ণা ণা ণা ধা | পা -ধা ধা ধা I ধা র্সা ণা ণা | ণধা -পধা পা -া I
তু মি র স | প ০ ণ্ডি ত র স চূ ড়া | ম০ ০০ ণি ০

১´ ০ ১´ ০
মা মা -ধা ধা | ধা ধা ধা র্সা I ণা ণা ধপা ধা | পা -া -া -র্সা I
গো বি ০ ন্দ | দা স ক হে শু ন শ্যা০ ম | রা ০ ০ র্

১´ ০ ১´ ০
র্সা ণা -া ধা | ধা ধা ধা র্সা I ণা ণা ধপা ধা | পা -া -া -া I
গো বি ০ ন্দ | দা স ক হে শু ন শ্যা০ ম | রা ০ ০ র্

১´ ০ ১´ ০
মা গা মা গা | মা -া -া -ণা I পা পা মা জ্ঞা | রা -া র্সা র্সা II
তু মি বি নে | মো ০ ০ র্ আ ন না হি | তা র "শু ন"

আগমনী

শ্রীমতিলাল ধর

তুমি, দাঁড়ায়ে রয়েছ জননী আমার
নিখিল ভুবন ভরিয়া।
পারিনা বুঝিতে তাইমা পূজিতে
চাহিগো প্রতিমা গড়িয়া॥

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ তারা যত
দীপ্ জ্বালে মা তারা অবিরত,
বরষা-বাদল তব পদতলে
পড়িছে ঝরিয়া ঝরিয়া॥

শারদ প্রভাতে ভাতিছে তোমার
কনক-কিরীট গরিমা।
কুসুম প্রকাশে আকাশে বাতাসে
তোমারি' মধুর মহিমা।

মোরা প্রকৃতির্ চির ফোটা ফুল্
ভেঙেছে মোদের্ মরমের্ ভুল্—
গড়িবনা আর মূরতি তোমার—
রহিব চরণে পড়িয়া॥

ধ্রুপদ

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বর্ত্তমানে প্রচলিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আমরা প্রধানতঃ চারি প্রকারের গীত-রীতি দেখিতে পাই। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী। গজল, রেক্তা, গজাই ও রুবাই আদি প্রাদেশিক গীত টপ্পা ঠুংরীর অঙ্গীয় বলা যাইতে পারে। ইহারা বিদেশ হইতে এদেশে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার গীতের নিয়েই নিজেদের কিঞ্চিৎ স্থান করিয়া লইয়াছে। আজ আমরা শেষোক্ত কয়েক প্রকার গীত-রীতির আলোচনা করিব না। কেবল মাত্র ধ্রুপদের পরিচয় সম্বন্ধেই কয়েকটি কথা বলিব।

প্রাচীন গ্রন্থে বর্ত্তমান প্রণালীর ধ্রুপদ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ তো দূরের কথা ধ্রুপদ নামটিরও উল্লেখ নাই। ধ্রুবপদ বলিয়া একটি শব্দের উল্লেখ কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় কিন্তু তাহা গাহিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। ইহার প্রমাণ অহোবল প্রণীত সঙ্গীত পারিজাতে এইরূপ রহিয়াছে—'উত্তরা দিক ভাষাভির্বতু ধ্রুবপদম্ স্মৃতম্' অর্থাৎ উত্তরাখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষায় নিবদ্ধ গীতকে ধ্রুবপদ বলে। কেবল বুঝা যায় ভগবদ্ আরাধনা উদ্দেশ্যেই ঐরূপ গীতি সেকালে প্রচলিত ছিল। যেমন আজকাল উত্তর পশ্চিম বোম্বাই প্রদেশে ও বাংলা দেশেও হিন্দী ভজন গান করা হইয়া থাকে। সুধী পাঠকগণ অবগত আছেন বিগত চারি পাঁচ শতাব্দীর সঙ্গীতের সুস্পষ্ট ইতিহাস সম্বলিত কোন গ্রন্থই অদ্যাপি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই এই সকল বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমাদিগকে জনপরম্পরা প্রচলিত অল্পাধিক প্রমাণ সম্বলিত কিম্বদন্তী ও বর্ত্তমান পদ্ধতির উপরই নির্ভর করিয়া চলিতে হয়।

ধ্রুপদ গানের প্রথম প্রচলন আমরা দেখিতে পাই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩১৬ অব্দ পর্য্যন্ত পাঠান বংশীয় বাদশাহ আলাউদ্দিন রাজত্ব করেন। এই সময়ে তাঁহার দরবারে বৈজু বাওরা নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ গায়ক এবং গোপাল নায়ক নামক সঙ্গীতবিশারদ জনৈক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান ছিলেন। সেই সময়ে আমীর খসরু নামক জনৈক পারস্য দেশীয় সঙ্গীতকলাবিদ্‌ও মন্ত্রিরূপে ঐ সভায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবের ভারত ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে গায়সউদ্দিন তোগলকের পুত্র মহম্মদ তোগ্‌লগ্ ওমরাও আমীর খসরুকে পারস্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আনিয়াছিলেন। এই দুই প্রকার মতভেদের যাহাই সত্য হউক না কেন, এই ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই যে সংসার বিরাগী বৈজু বাওরা এবং গোপাল নায়ক এই উভয়ের মধ্যে কাহারও কৃতিত্বে ধ্রুপদ রচিত ও প্রচলিত হইয়াছিল, বৈজুবাওরা ও গোপাল নায়ক রচিত (অদ্যাপি সুপ্রচলিত) বহু ধ্রুপদ সঙ্গীত হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং অন্য প্রমাণ অভাবে ধ্রুপদের জন্মদাতা ও জন্মকাল পূর্ব্বকথিত রূপেই আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে। বৈজু বাওরা সন্ন্যাসী ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, বনে জঙ্গলে বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীতে বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। প্রবাদ আছে বৈজুর গানে মোহিত হইয়া বনের শ্বাপদ জন্তু পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে আসিত। আরও প্রবাদ আছে যে, বৈজুর সাধনার জন্য তানপুরা প্রভৃতি কোনরূপ যন্ত্র ছিল না। একদিন ভিক্ষা করিতে যাইতেছেন, পথে জনৈক ভুনাওয়ালা চাল-চানা

প্রভৃতি ভুনিতেছিল। সেই সময়ে তাহার উনুনের ভিতরে অগ্নিশিখার এরূপ শব্দ হইতেছিল যে তাহা শুনিয়া বৈজু শুধু বিস্মিত হইলেন না, বুঝিলেন যে তিনি যদি এই অগ্নির শব্দকে ষড়্জ করিয়া কণ্ঠ সাধনা করেন তাহা হইলে তাঁহার কণ্ঠস্বর আরও উৎকৃষ্ট হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৈজু সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল সেই ভুনা ওয়ালার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে বৈজুর কণ্ঠস্বর এতই মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল যে সম্রাট আলাউদ্দিনের কর্ণেও তাহার প্রশংসার সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। তাহার ফলে সম্রাট্ বৈজুকে দরবারে গান গাহিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। বৈজু ফকির হইলেও সম্রাটের আহ্বান উপেক্ষা করিলেন না। কারণ সঙ্গীতের মর্য্যাদা ও ক্রমোন্নতি রাজকীয় সাহায্যেই একমাত্র সম্ভবপর। কিন্তু দরবারে যাইবার পূর্ব্বে বৈজু স্থির করিলেন যে সেই সভাস্থলে তিনি এমন কোন নূতন কারুকলা প্রদর্শন করিবেন, যাহা দরবারের প্রসিদ্ধ গায়ক দক্ষিণী গোপাল নায়কও অবগত নহেন। তদনুসারে প্রাচীন ছন্দ প্রবন্ধাদি পদ্ধতি বর্জ্জন করিয়া স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারি পাদ বা তুকবিশিষ্ট কতকগুলি ধ্রুপদ রচনা করিয়া সভায় গাহিলেন। বৈজুর প্রথম গান ;—

ধানেশ্রী—চৌতাল।

প্রথম মণি ওঙ্কার, দেবান মণি মহাদেব,
জ্ঞানমণি গোরখ, নদিনা মণি গঙ্গা,
গীত কি সঙ্গীত মণি, সঙ্গীত কি সুরমণি,
তালমণি মৃদঙ্গ, নৃত্য কি মণি রম্ভা, ইত্যাদি—

আমাদের মনে হয় এই সময় হইতেই ধ্রুপদের প্রথম প্রচলন। অহোবল পণ্ডিত তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সঙ্গীত পারিজাত' ইহার প্রায় চারিশত বৎসর পরে লিখিয়াছিলেন।

ইহার পরবর্ত্তী প্রায় আড়াইশত বৎসরে ধ্রুপদের কি অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহার ইতিবৃত্ত আমরা খুঁজিয়া পাই না। অতঃপর আমরা ষোড়শ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে গোয়ালিয়রের অধিপতি মহারাজ মানসিংহের সংবাদ পাই। মহারাজ মান ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি সঙ্গীত সাধনায় অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার পত্নী গুর্জ্জর রাজের কন্যা—মৃগনয়নী। ইনিও স্বামীর যোগ্যা স্ত্রী ছিলেন—সঙ্গীত বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিনী। 'দি মিউজিক অব্ ইণ্ডিয়া' নামক ইংরাজি গ্রন্থকর্ত্তা এইচ, এ, পপলি সাহেব এই মানসিংহকে অম্বরাধিপতি মানসিংহের সহিত বোধ হয় ভ্রম করিয়াছেন। কারণ তিনি তাঁহার পুস্তকে গোয়ালিয়রের মানসিংহকে আকবরের একজন শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ আকবর শাহের জন্মকালেও গোয়ালিয়র পতি মানসিংহ জীবিত ছিলেন না। কর্ণেল এ, ক্যানিংহাম্ সাহেবের 'আর্কিওলজিকেল্ রিপোর্টস্ অব্ গোয়ালিয়রের সাতার আটায় পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে গোয়ালিয়রের মহারাজ মানসিংহ অতি বিচক্ষণ পণ্ডিত ও সঙ্গীত বিদ্যায় অশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি মঙ্গল-গুর্জ্জরী, মালব-গুর্জ্জরী ও বাহাল-গুর্জ্জরী নামক তিনটি মিশ্র গুর্জ্জরী রাগিণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তিনি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব ছিলেন। আমরা জানি অম্বরাধিপতি মানসিংহ ছিলেন রাজপুত, অসাধারণ যোদ্ধা এবং আকবর শাহের অতি প্রীতিভাজন অমাত্য ও সেনাপতি। আকবর শাহা ইঁহার পিতৃস্বসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ধ্রুপদের 'ধ্রুবক' নামক আর একটি নামের উল্লেখ আমরা তদানীন্তন বঙ্গীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক সঙ্গীত বিশারদ স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের 'সঙ্গীত সার' নামক পুস্তকে দেখিতে পাই। আর কোন স্থলেই এই নামের উল্লেখ দেখিতে বা শুনিতে পাই নাই। এই নামটির কোথা হইতে উদ্ভব হইল গোস্বামী মহাশয়ও তাহার কোন বিবৃতি দেন নাই। সুতরাং আমরাও

এই অপ্রচলিত নামটি প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক নই। আমরা এই রীতির গীতকে ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ বলাই সঙ্গত মনে করি। ধ্রুপদ সাধারণতঃ চারিটি পাদ বা তুকে বিভক্ত—স্থায়ী বা আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। এই নামগুলি যৎসামান্য রূপান্তরিত ভাবে আমরা ন্যূনাধিক সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্ব্বের প্রামাণ্য প্রাচীন গ্রন্থ সঙ্গীত রত্নাকরে (শার্ঙ্গদেব প্রণীত) ও দেখিতে পাই।

প্রবন্ধাবয়বো ধাতুঃ স চতুর্দ্ধা নিরূপিতঃ।
উদ্গ্রাহঃ প্রথম স্তত্র ততো মেলাপক-ধ্রুবৌ।
আভোগশ্চেতি তেষাঞ্চ ক্রমাল্লক্ষাণি দশ্মহে।
ধ্রুবা ভোগান্তরে জাতো ধাতুরন্তোহন্তরা ভিধঃ।
সতু সলাগ সূড়স্থ রূপকেষেব দৃশ্যতে।

অর্থাৎ গীতের (প্রবন্ধ—গীত) প্রারম্ভিক অংশের নাম উদ্গ্রাহ, উদ্গ্রাহ ও তৃতীয় অংশ ধ্রুবের সহিত সম্মেলক দ্বিতীয় অংশকে বলে মেলাপক। এই তৃতীয় অংশটি প্রতি গীতেই নিত্য ব্যবহার্য্য, এই জন্য ইহার নাম ধ্রুব। চতুর্থ অংশের নাম আভোগ। আভোগ শব্দের অর্থ পরিপূর্ণতা। গীতির পরিপূর্ণতা হয় এই অংশে এই জন্য ইহার নাম আভোগ। ধ্রুব ও আভোগের মধ্যে অন্তর নামে গীতের আরও একটি অবয়ব রহিয়াছে। কিন্তু উহা ধ্রুব মঠ প্রভৃতি সালগ সূড় জাতীয় গীতিতেই ব্যবহৃত হয়।

অহোবল প্রণীত পারিজাত মতেও প্রবন্ধের অবয়ব বা অংশ পাঁচটি যথা—

আদ্য উদ্গ্রাহকো জ্ঞেয়ো মেলাপক স্বতুত্তরঃ।
তৃতীয়ো ধ্রুব সংজ্ঞঃ স্যাদন্তরঃ স্যাচ্চতুর্থকঃ।
আভোগঃ পঞ্চমো ভাগঃ পঞ্চানাং লক্ষণম্ ব্রুবে।
৫০৬—৫০৭।

আমাদের মনে হয় যে সকল গুণী ধ্রুপদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রাচীন গ্রন্থের চারিটি পাদ অনুসারেই ধ্রুপদকে চারিটি পাদ বিশিষ্ট করিয়া পূর্ণাঙ্গ করিয়াছিলেন এবং এইরূপ গঠনই শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে।

রত্নাকরে ও পারিজাতে প্রবন্ধ বা গীতের ছয়টি অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শার্ঙ্গদেব (সঙ্গীত রত্নাকরে) বলেন—

প্রবন্ধোহঙ্গানি ষট্তস্য স্বরশ্চ বিরুদংপদম্।
তেনকঃ পাট তালৌচ প্রবন্ধ পুরুষস্য তে।

অর্থাৎ প্রবন্ধরূপ পুরুষের ছয়টি অঙ্গ—১। স্বর, ২। বিরুদ, ৩। পদ, ৪। তেনক, ৫। পাট ও ৬। তাল।

অহোবল পণ্ডিত সঙ্গীত পারিজাতেও এই ছয়টি অঙ্গ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

পদতলে স্বরাঃ পাটস্তেনো বিরুদ এব চ।
প্রবন্ধস্য ষড়ঙ্গানি কথিতানি মনিষিভিঃ।

এইরূপ ছয়টি অঙ্গ স্বীকৃত হইলেও প্রত্যেক গীতই ছয় অঙ্গ বিশিষ্ট নহে। প্রাচীন কালে দুই অঙ্গ হইতে ছয় অঙ্গ পর্য্যন্ত লইয়া বিভিন্ন জাতীয় গীত রচিত হইত। বর্ত্তমান প্রচলিত ত্রিবট ও চতুরঙ্গ—তিন অঙ্গ ও চারি অঙ্গ যুক্ত প্রাচীন গীতিরই নামান্তর মাত্র। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান প্রচলিত তেলেনা বা তাড়ানা শাস্ত্রীয় তেনক ও পাট (বাদ্যের বোল) এই দুই অঙ্গ লইয়া গঠিত; সুতরাং ইহাও শাস্ত্রীয় অঙ্গদ্বয় রচিত গীতিরই রূপান্তর মাত্র। এইরূপ বর্ত্তমান প্রচলিত ধুয়া, মাঠা ও পরমাঠা শব্দগুলি শাস্ত্রীয় ধ্রুব, মঠ ও প্রতিমঠ শব্দেরই অপভ্রংশ।

সঙ্গীত রত্নাকরে ছন্দ, গণ, বর্ণ ইত্যাদি সহযোগে বহু প্রকারের গীত রচনার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। কাল প্রভাবে উহা আজ লুপ্ত। বাংলার দুই, তিনখানি সঙ্গীত গ্রন্থে ছন্দ, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ, ধারু ইত্যাদি নামে আরও কয়েক প্রকার ধ্রুপদের উল্লেখ দেখিতে পাই। শাস্ত্রে ইহাদের মূল খুঁজিয়া পাই না। প্রাচীন প্রসিদ্ধ কলাবিদ্-গণের মুখে এই জাতীয় গীতের বিশিষ্ট উদাহরণ কোথায়ও শুনিতে পাই নাই। তবে প্রতিষ্ঠা স্থাপন প্রয়াসী দুই চারিজন ধ্রুপদ গায়কের মুখে এই সকল গান শুনিয়াছি

বটে। স্বর্গীয় বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে মহোদয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বিধিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে নানা দেশ পর্য্যটন-পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রসিদ্ধ কলাবিদ্‌গণের উপদেশ সঙ্কলন করিয়া অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী প্রয়াসের ফলে যে গ্রন্থ সমূহ রচনা করিয়াছেন তাহাতে সামান্ত প্রয়োজনীয় অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও পরিত্যক্ত হয় নাই। কিন্তু এই শ্রেণীর ধ্রুপদের কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন গ্রন্থে দেখি নাই। যাহা হউক ছন্দ, প্রবন্ধ ইত্যাদির পরিচয় প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—যে ধ্রুপদের মধ্যে মধ্যে 'ছন্দ' এই শব্দটির উল্লেখ থাকে তাহার নাম 'ছন্দ'। যে ধ্রুপদে নানা প্রকার তাল পরিবর্ত্তন হয় তাহার নাম "প্রবন্ধ"। যে ধ্রুপদ দুই ব্যক্তি একত্রে গান করেন, তন্মধ্যে একজন ধাতু, মাত্রা ও রাগ সহযোগে কোন বিষয় বর্ণনা করিবেন, অপর ব্যক্তি যে রাগের গান হইতেছে, সেই রাগোপযোগী অর্থাৎ সেই রাগে যে স্থলে যে ধাতুগুলি লাগে, কেবল সেই ধাতু সেই গানের তাল লয় যোগে সঙ্গে সঙ্গে দিয়া যাইবেন, এই প্রকার ধ্রুপদের নাম যুগল বন্ধ। যে ধ্রুপদে 'ধারু' এই শব্দটি মধ্যে মধ্যে উল্লিখিত থাকে, তাহার নাম 'ধারু'।"

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে ধ্রুব, মণ্ঠ ও প্রতিমণ্ঠ শব্দের উল্লেখ করিলাম তাহা প্রাচীন কালের তিন শ্রেণীর গীতের নাম বাচক। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ধ্রুবের অপভ্রংশ ধুয়া শব্দটি গীতের প্রথমাংশ বা ধর্ত্তা অর্থাৎ আস্থায়ী বুঝায় এবং মণ্ঠ শব্দের অপভ্রংশ মাঠা শব্দটি মধ্যগতি অথবা মধ্যলয় বিশিষ্ট গীত বুঝাইয়া থাকে। তদ্রূপ প্রতিমণ্ঠ শব্দের অপভ্রংশ পরমাঠা বিলম্বিত গতি বা বিলম্বিত লয় বিশিষ্ট গীত বুঝায়। আজকাল এই সব শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। এমন কি ধ্রুপদের প্রচলনও যথেষ্ট হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, গম্ভীর ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতের রস আস্বাদনে আমাদের কর্ণ মস্তিষ্ক দিন দিন হীনবল ও অপারগ হইয়া আসিতেছে। এই কথাটির যথার্থ সুধী সজ্জনমণ্ডলী বিচার করিবেন কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমরা যে ধ্রুপদ এমন কি খেয়াল ও টপ্পাকেও এক পার্শ্বে অনাদরে উপেক্ষায় ফেলিয়া রাখিয়া ঠুংরী ও গজলের চটুল মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছি তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ধ্রুপদের চারি প্রকার বাণী বা গতি ছন্দ কিছুদিন পূর্ব্বেও সুস্পষ্টরূপে ও বহুলভাবে ব্যবহৃত হইত। ইহাদের নাম—গৌড়হার, ডাগুর, খাণ্ডার ও নওহার। বর্ত্তমান কালেও কোন কোন 'খানদানী' কলাবিদ্ এই চারি বাণীর পার্থক্য প্রদর্শন করিতে পারেন। রামপুর দরবারে ভারত প্রসিদ্ধ বীণকার স্বর্গীয় উজীর খাঁ সাহেবের পৌত্র শ্রীমান্ দবীর খাঁ আমাকে মাস খানেক পূর্ব্বেও গৌড়হার, ডাগুর ও খাণ্ডার বাণীর ধ্রুপদ শুনাইয়া ইহাদের ভেদগুলি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস তিনি নওহার বাণীও অবগত আছেন। পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বিশিষ্ট ধ্রুপদ গায়কদের মুখে এই সকল বাণীর ভেদ যেরূপ শুনিয়াছি, শ্রীমান দবীরের গীতেও তাহার বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না। কিন্তু হায় কালস্রোতে ইহাও হয়তো শীঘ্রই ভাসিয়া যাইবে। এই সকল সূক্ষ্ম কারু-কলার কদর করিবার আর কেহ রহিবে না।

এইবার আমরা চারিটি বাণী কোথা হইতে কিরূপে উদ্ভূত হইল তাহা বলিতেছি। ভারত সম্রাট বাদশাহ আকবর অসাধারণ সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন তাহা শিক্ষিত মাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহার দরবারে অসংখ্য সঙ্গীতকলাবিদের সমাবেশ হইয়াছিল। এই সকল গুণীগণের শ্রেষ্ঠতম নয়জন গুণী লইয়া তিনি একটি নবরত্ন সভা করিয়াছিলেন। এই নবরত্নের এক একজন সভ্য গীত বাতাদি এক এক প্রকার সঙ্গীতকলায় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ছিলেন। চারিটি সর্ব্বপ্রধান ধ্রুপদ গায়ক চারি রীতিতে ধ্রুপদ গান করিতেন। গায়কদিগের বাসভূমির নামানুযায়ী ধ্রুপদের চারিটি বাণীর নামকরণ করা

হইয়াছে। উক্ত চারিজন গায়কের নাম এবং বাসভূমির পরিচয় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। তানসেন—পিতার নাম মকরন্দ, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনের স্বামী হরিদাসের শিষ্য। ইনি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া ইঁহার বাণীর নাম গৌড়ী, গৌড়হারি বা গোবরহারি বলা হয়। আমরা এই গৌড়হারি বাণীর ধ্রুপদ তানসেনের প্রত্যক্ষ নিজ বংশধর ৺মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবের (রবাবিয়া) মুখে শুনিয়াছি এবং তিনি ইহাই তাঁহাদের বংশ পরম্পরা প্রচলিত বাণী বলিয়া গৌরবানুভব অন্যান্য বাণীর গায়কদিগকে কিঞ্চিৎ উপহাসও করিতেন।

২। ব্রিজ্‌চান্দ—জাতিতে ব্রাহ্মণ, দিল্লীর নিকটস্থ ডাগুর নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার প্রবর্ত্তিত বাণীর নাম ডাগুর বাণী।

৩। রাজা সম্মুখন সিংহ—ইঁহার অপর নাম মিশ্রী সিংহ, ইনি পরে তানসেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া নৌবাদ খাঁ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি জাতিতে রাজপুত, ইঁহার বাসভূমির নাম খাণ্ডার। তাঁহার বাসভূমির নামানুযায়ী তাঁহার প্রবর্ত্তিত বাণীর নাম খাণ্ডার বা খাণ্ডার বাণী হইয়াছে। ইনি অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বীণাবাদক ছিলেন। স্বর্গীয় উজির খাঁ সাহেব ইঁহারই বংশধর এবং উজীর খাঁ সাহেবের পৌত্র শ্রীমান দবীর খাঁ তাঁহার গীতে ও বীণাবাদনে প্রধানতঃ খাণ্ডার বাণীই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৪। শ্রীচান্দ—জাতিতে ইনি ছিলেন রাজপুত, বাসভূমির নাম নওহার বা নাহোর। ইঁহার প্রবর্ত্তিত বাণীর নাম নওহার বাণী। এই বাণীটি সম্প্রতি একপ্রকার অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

ধ্রুপদ অঙ্গের গীত সাধারণতঃ মৃদঙ্গ (খোল নহে) বা পাখোয়াজ সহযোগে চৌতাল, সুরফাক্তা, আড়া চৌতাল, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, শক্তিতাল, গীতঙ্গী বা তেওরা, রূপক, টিমেতেতালা, সওয়ারী প্রভৃতি উচ্চতালে গীত হইয়া থাকে। ধামার তালেও ধ্রুপদ গীত হইয়া থাকে এবং সেই শ্রেণীর গীতকে সাধারণতঃ ধ্রুপদ বলা হয় না ধামারই বলা হয়। এই শ্রেণীর গীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দোল লীলার বর্ণনাই করা হইয়া থাকে এবং এই শ্রেণীর গীতকে 'হোরি'ও বলা হয়। আরও একশ্রেণীর ধ্রুপদ আছে যাহা ঝাঁপতাল বা ঝম্পতালে গীত হয়। ইঁহাদিগকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সাদ্‌রা বা সাধ্‌রা বলা হয়। সাধ্‌রা শব্দের অর্থ সহজ। ধ্রুপদের প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে এই সাধ্‌রাই প্রথমে শিক্ষা করিতে দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত চতুরঙ্গ ও তেলেনা বা তারানা শ্রেণীর ধ্রুপদও প্রচলিত রহিয়াছে। চতুরঙ্গ চারিটি পাদবিশিষ্ট হইয়া থাকে। একপাদে ভাষা, দ্বিতীয়ে তেলেনার বোল, তৃতীয়ে স্বরগম ও চতুর্থে মৃদঙ্গের বোল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তেলেনা—তে লে না না, ত্রিম্ তা না, দের্ দের্ প্রভৃতি শব্দ সহযোগে রচিত হইয়া থাকে।

উপসংহারে ইহাও বলা একান্ত আবশ্যক যে ধ্রুপদে বিশুদ্ধ গমক ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অলঙ্কার (তান গিট্‌কারি প্রভৃতি) ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ উহা ব্যবহার করিলে রাগের বিশুদ্ধি রক্ষা সম্ভবপর হয় না।

বারান্তরে খেয়াল প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সমাপ্ত।

স্বরোদের গৎ*

কুকুভ—তেতালা

রচনা—ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব — প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

আস্থায়ী

II	রা	সা	রা	গা	রা	গা	মা	গা	মা	পপা	মা	পা	-া	মগা	রা	গা	I
	ডা	র্	ডা	ডা	র্	ডা	ডা	রা	ডা	ডিরি	ডা	রা	০	০০	০	ডা	
	+				৩				০				১	•			
	মা	পা	-া	গা	-া	মা	রা	গা	মা	পা	গগা	মমা	গা	ররা	রা	সা	I
	ডা	রা	০	ডার্	০	ডা	ডা	রা	ডা	রা	ডিরি	ডিরি	ডা	র্ডা	র্	ডা	
	+				৩				০				১				
	পা	র্সর্সা	না	র্সা	-া	পমা	গা	মা	পা	ধা	গগা	মমা	গা	রসা	ন়া	সা	II
	ডা	ডিরি	ডা	রা	০	ডার্	০	ডা	ডা	রা	ডিরি	ডিরি	ডার্	ডার্	০	ডা	

অন্তরা

	+				৩				০				১				
II	পা	পপা	র্সা	না	-া	র্রা	না	র্সা	র্রা	র্গা	র্মর্মা	র্গর্গা	র্রা	না	-া	সা	
	ডা	ডিরি	ডা	ডা	র্	ডা	ডা	রা	ডা	রা	ডিরি	ডিরি	ডা	ডা	র্	ডা	
	+				৩				০				১				
	র্সা	-া	না	ধা	পা	মগা	রা	গা	মা	পা	গগা	মমা	গা	ররা	রা	সা	II
	ডা	০	ডা	রা	ডা	ডার্	০	ডা	ডা	রা	ডিরি	ডিরি	ডা	র্ডা	র্	ডা	

* উক্ত স্বরোদের গৎখানি মদীয় সঙ্গীতগুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব ভেভনসায়ার, লণ্ডন হইতে পাঠাইয়াছেন। গৎখানি তাঁহার নব রচিত।

তোড়া

	+				৩				০				১				
১।	গা	মমা	ররা	গগা	মা	পা	-া	পা	র্সা	-া	ণা	ধা	পা	গা	-া	মা	I
	ডা	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডা	ডা	র্	ডা	ডা	০	ডা	রা	ডা	ডা	র্	ডা	

	+				৩				০				১				
	পা	র্সর্সা	না	র্সা	-া	গা	-া	মা	র্সা	-া	ণধা	পা	পা	গা	-া	মা	I
	ডা	ডিরি	ডা	রা	০	ডা	র্	ডা	ডা	০	রা০	০	ডা	ডা	র্	ডা	

	+				৩				০				১				
২।	সা	ন্ন্	সা	রা	-া	রা	গা	ররা	গা	মা	-া	পা	গা	পমা	গমা	-া	I
	ডা	ডিরি	ডা	ডার্	০	ডা	ডা	ডিরি	ডা	ডা	র্	ডা	ডা	ডার্	০০	০	

	+				৩				০				১				
	পধা	ণা	ধা	পা	পা	মগা	রা	গা	র্সণা	ধা	পধা	ণধা	পমা	গরা	সন্া	সা	II
	ডা০	০	ডা	রা	০	ডার্	০	ডা	ডাডা	রা	ডারা	ডারা	ডারা	ডারা	ডারা	ডা	

	+				৩				
৩।	পা	র্সা	ণধা	পধা	ণধা	পমা	গরা	সন্	II
	ডা	ডা	ডারা	ডারা	ডারা	ডারা	ডারা	ডারা	

	০				১				
৪।	গমা	পধা	র্সা	গমা	গা	ধপা	মগা	রসা	II
	ডারা	ডারা	ডা	ডারা	ডা	ডারা	ডারা	ডারা	

	০				১				
৫।	র্সা	র্সা	পধা	ণধা	পমা	গরা	সন্	সা	II
	ডা	ডা	ডারা	ডারা	ডারা	ডারা	ডারা	ডা	

	০				১				
৬।	র্সা	র্সা	ধণা	র্সণা	ধপা	মগা	রসা	ন্সা	II
	ডা	ডা	ডারা	ডারা	ডারা	ডারা	ডারা	ডারা	

শ্যামল

শ্রীমতী সাহানা দেবী

(লঘুগুরু ছন্দ)

তাল—দাদ্‌রা

শ্যামল! চিরজীবন ঘিরি'
মরমে রহ পাশে, ঘিরি পাশে;
সুখ শীতল ঘন করুণানিল
স্নিগ্ধ মলয়বাসে, ঘিরি' পাশে।

ঢালো—
তুমি ঢালো
তব অবিরল-মধু প্রেম কিরণ
নিখিল করি' কালো—সব কালো।

শ্যামল! তব আসন ফুল
বন্দন-রতি-ভারে, মণি-হারে
হৃদে পাতিনু প্রিয়, এস মৃদুল
নূপুর-ঝঙ্কারে—কল-ধারে।

আলো—
আজি আলো
নতি-নীরব মম কুঞ্জন বন
উছলি' নীল আলো, তব আলো।

শ্যামল! তনু সিঞ্চিত করি'
রাঙি' রক্ত ফাগে, অনুরাগে
বেণু সুন্দর তব বাজুক—জিনি'
কঙ্কর রসরাগে—নব রাগে।

সাজে—
নব সাজে
এস চিত্ত-আগল খুলিয়া মম
স্বপ্ন-নিভৃতি মাঝে, কম সাজে।

শ্যামল! সিত অন্তর তট
চুম্বনি' মম দোলে জয়দোলে
একী কেতন নব-চেতন, মরি!
প্রাণ রভসি' ভোলে, তট ভোলে।

তানে—
বাঁশি তানে
নিতি মুরলী-সুর লহর গাঁথি'
এস গহন প্রাণে, গতি-গানে।

সুর ও স্বরলিপি—দিলীপকুমার

	+				o				+				o		
II {	পা	-া	পা	¦	র্সা	র্সা	র্সা	I	পা	-া	মপা	|	মা	জ্ঞা	রা	I
	শ্যা	o	ম		ল	চি	র		জী	o	ব	|	ন	ঘি	রি'	
	শ্যা	o	ম		ল	ত	নু		সি	ন্	চি	|	ত	ক	রি	
	+				o				+				o		
	জ্ঞা	দা	পা		-া	রা	মা	I	পা	মপা	-মপা	|	জ্ঞা	পা	র্সা	I
	ম	র	মে		o	র	হ		পা	o	o	|	শে	ঘি	রি'	
	রা	o	ঙি'		র	ক্	ত		ফা	o	o		গে	অ	নু	

+			০					+			০			
র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	র্সর্রা	নর্সা (-া -া) }		না	র্সা	I	র্সা	-া	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	I
পা	০	০	শে ০ ০		দু	খ		শী	০	ত	দ	ষ	ন	
রা	০	০	গে ০ ০		বে	ণু		ছ	ন্	দ	র	ত	ব	

+			০				+			০			
র্সা	র্রা	র্সধা	র্সা	পা	ধা	I	পধা	র্সপা	পর্সর্রা	র্সা	পা	দা	I
ক	ঙ্ক	ণা	০	নি	দ		শিং০	০গ্	ধ০০	ম	ন	হ	
বা	০	জু	ক	জি	নি'		কং০	০০	ক১০	র	ব	স	

+			০				+			০			
পা	মা	জ্ঞা	সা	মা	র্মা	I	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	র্সর্রা	নর্সা	-া	-া	II
বা	০	০	সে	র	হ		পা	০	০	শে	০	০	
রা	০	০	গে	ন	ব		রা	০	০	গে	০	০	

	+			০				+			০			
II	র্সা	-া	-পা	পণা	দা	পা	I	মপা	জ্ঞমা	রজ্ঞা	নপা	পা	দা	I
	ঢা	০	০	লো	তু	মি		ঢা	০	০	লো	ত	ব	
	সা	০	০	জে	ন	ব		সা	০	০	জে	এ	স	

+			০				+			০			
র্সা	ণা	র্সা	পা	র্রা	র্সা	I	পর্সা	র্রর্মা	র্জ্ঞা	র্রর্জ্ঞা	র্সর্রা	র্সণা	I
অ	বি	র	ল	ম	ধু		প্রে০	০০	ম	বি০	র০	ণ	
চি	ত	আ	০	গ	ন		খু০	শি০	রা	০০	ম০	ম	

+			০				+			০			
পা	-া	র্ধা	র্সা	পা	দা	I	পা	-মপা	-জ্ঞমা	সা	রজ্ঞা	মপা	I
নি	ব্	জি	ত	ক	রি'		কা	০০	০০	লো	স০	ব০	
স্ব	প্	ন	নি	তু	ভি		মা	০০	০০	বো	ক০	র০	

+			০			
ধণা	-র্সর্রা	-র্মজ্ঞা	র্সা	-া	-া	II
কা০	০০	০০	লো	০	০	
মা০	০০	০০	জে	০	০	

```
      +                                  +                        o
II  {র্সা   -া    ণা  |  ধণা   মা    মা  I  পা    মপা    মা  |  পমা   জ্ঞা   জ্ঞা  I
     শ্যা   ০    ম   |  ল    ভ    ব_     আ    ০     স   |  ন    হূ    ন
     শ্যা   ০    ম   |  ল    সি    ত     অ    ম্     ত   |  র    ভ    ট

      +               o                  +                        o
     রা    মা    পা  |  ধা   র্সা   ণা  I  ণা    ণা     মপা  |  জ্ঞা (-া -া)} মা পা  I
     ব    ন্    দ   |  ম    র    ন্তি     ভা    ০      ০   |  রে  ০_০  ম  পি
     চু    ম্    ব   |  নি'   ম    ম     দো    ০      ০   |  লে  ০ ০  অ  র

      +               o                  +                        o
     ধা   -র্সা  -র্রা  |  র্সণা  ধণা   র্সা  I  ণর্সা  -ণণা   ধণা  |  পণা   দা   পা  I
     হা    ০    ০   |  রে    হ০   দে     পা০   ০০    তি   |  হূ    প্রি   য়
     দো    ০    ০   |  লে    এ০   কী     কে০   ০০    ত   |  ন    ন    ব

      +               o                  +                        o
     মণা  -দদা   দা  |  পদা   পা    মা  I  জ্ঞা   -া    র্রা  |  র্সা   ণা   -া  I
     এ০   ০০    স   |  মৃ০   হূ    ল     মৃ    ০     পু   |  র    ব    ং
     চে০   ০০    ত   |  ন০   ম    ন্ত্রি     প্রা    ০     ণ   |  র    ত    সি'

      +               o                  +                        o
     দদা  -মমা  -জ্ঞজ্ঞা |  সসা   মা    পা  I  মপা  -ধর্সা  -র্রজ্ঞা |  নর্সা   -া   -া  I
     কা০  ০০   ০০   |  রে০   ক    ল     ধা০   ০০    ০০   |  রে    ০    ০
     ভো০  ০০   ০০   |  লে০   ভ    ট     ভো০   ০০    ০০   |  লে    ০    ০

      +               o                  +                        o
     ণা   -ণধা   র্সণা  |  ধণা   দা    দা  I  দা   -দপা    পদা  |  পদা   মা   মা  I
     আ    ০০    লো  |  ০    আ    জি     আ    ০০     লো  |  ০    ম    তি
     ভা    ০০    নে  |  ০    বা    শি     ভা    ০০     নে  |  ০    নি    ত্তি
```

+			০				+			০			
রা	মা	পা |	ধা	র্সা	র্রা	I	র্সধা	র্সা	র্সা |	ণা	ণা	দা	I
নী	০	র |	ব	ম	ম		হৃ	ন্	দ |	ন	ব	ন	
মূ	র	লী |	০	মু	র		ল	হ	র |	গাঁ	০	থি'	

+			০				+			০			
পণা	র্সর্রা	র্সণা |	দা	পা	র্সা	I	ণণা	পপা	মমা |	সা	সা	র্মা	I
উ০	ছ০	লি |	নী	০	ল		আ০	০০	০০ |	লো	ভ	ব	
এ০	০০	স |	গ	হ	ন		প্রা০	০০	০০ |	শে	গ	তি	

+			০			
র্জ্ঞর্মা	র্রর্জ্ঞা	র্সর্রা |	র্সা	-া	-া	II
আ০	০০	০০ |	লো	০	০	
গা০	০০	০০ |	নে	০	০	

একটি প্রাচীন আগমনী গান*

৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী

গিরিপুরে গৌরী আইল।
নূপুর কিঙ্কিনী সুমধুর ধ্বনি,
শুনি গিরি রাণী অমনি চলিল।
পুরবাসী নারী সঙ্গে ল'য়ে রাণী,
এলোকেশে ধায় যেন পাগলিনী,
এলে কি আমার প্রাণ-নন্দিনী,
ব'লে প্রেমানন্দে ভাসিল।

নাগর নাগরী, চলে সারি সারি
উমা এলো ব'লে করে কর ধরি'
কেহবা লইল সুবর্ণের বারি
জলধারা দিয়া আনিল।

কঙ্কণের ধ্বনি মঙ্গল বাজন
রাম রম্ভা তরু উরূর গঠন
নারীগণ কুচ কলস স্থাপন
যদু সঙ্গে গৃহে প্রবেশিল।

* রাগিণী—বিভাষ, তাল—একতালা। একশত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে বিরচিত। যদুনাথের পৌত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সৌজন্যে প্রকাশিত।

সঙ্গীত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

ছোট বেলায় শিখিয়াছিলাম, বিন্তাশাস্ত্রঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ। যে বিদ্যে প্রতিপত্তয়ে। আদ্যা হাস্যায় বৃদ্ধযে। দ্বিতীয়া-ত্রিয়তে সদা। ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতি বৃদ্ধ বয়সে হাস্যাস্পদের কারণ হয়। কিন্তু শাস্ত্র সাধনায় বালক বৃদ্ধ সকলেরই সমান অধিকার। তাহাতে জ্ঞানার্জ্জন হইয়া থাকে বলিয়া সর্ব্বদাই সম্মান, যশ, প্রতিপত্তি এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইয়া থাকে (এই হইল ভাবার্থ)। সংসারে এই শ্লোকটীর প্রভাব দেখা যায় সর্ব্বত্র। বৃদ্ধ মানুষ, শস্ত্রবিদ্যা পারদর্শী হইয়াও শক্তির অল্পতা প্রযুক্ত হাস্যাস্পদ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিও শাস্ত্র আলোচনায় অমরত্ব লাভ করেন।

এই শাস্ত্র নানা শ্রেণীর বটে, বেদ বিভাগ কর্ত্তা বেদ-চতুষ্টয়ের বিষয় বিচিত্রতাকে লক্ষ্য করিয়া পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ তৈয়ারী করিয়াছেন, ঐ সকল গ্রন্থও বেদ সমান শাস্ত্ররূপে আখ্যা প্রাপ্ত। ঐ শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া মানুষ চলে।

মানুষের কল্যাণের জন্যই শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। নানা প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ নানা রকম শাস্ত্রের শাসন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ।

সকল শাস্ত্রের চরম ফল মোক্ষ। মোক্ষের প্রতি শাস্ত্র সকল মুখ্য ও গৌণভাবে কারণ হইয়া থাকে। মুখ্য কারণক শাস্ত্রগুলিই ষড় দর্শন, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা ইত্যাদি নামে অভিহিত। আর ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, শিক্ষা কল্প নিরুক্তি প্রভৃতি গৌণ কারণ বলিয়া কথিত।

আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে মানুষের লৌকিক ব্যবহার নিবদ্ধ আছে। তাহা থাকিলেও গৌণ ভাবে মোক্ষের কারণ বলিতে বাধা দেখিনা।

গান্ধর্ব্ববেদ, সঙ্গীতশাস্ত্রের মৌলিক হিসাবে প্রসিদ্ধি আছে। সাম বেদ হইতে গানের মূলতত্ত্ব পাওয়া যায়, এবং উপবেদ (গন্ধর্ব্ববেদ) তাহারই শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া আছে।

ভরত, হনুমন্ত, নারদ, প্রভৃতি লৌকিক সঙ্গীত প্রকাশক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ রচিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত রত্নাকর, মকরন্দ, পারিজাত, দর্পণ, সার প্রভৃতি বহু সংগ্রহ শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়া ললিতকলার খুব উন্নতি হইয়াছিল। ঐ সকল গ্রন্থ অবলম্বনে আমাদের মত লেখক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এইদিকে বৈদেশিক মহাজ্ঞানী পণ্ডিতগণ, আমাদের নিজস্ব মৌলিক গ্রন্থাদি অবলম্বনে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন।

আমরা ভারতবাসী তমসাচ্ছন্ন আলস্যপরায়ণ। নিজের যে কি কি সম্পদ্ আছে তদ্বিষয়ে ধারণা মোটেই রাখিনা। প্রাচ্য পণ্ডিতগণ এই সব লুপ্ত শাস্ত্রের প্রতি দীর্ঘকাল যাবতই উদাসীন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জড়-বিজ্ঞান উন্নতি তৎপর বলিয়া সঙ্গীত বিভাগের দিকেও লক্ষ্য কেহ কেহ করিয়াছেন। তাহাতে যদিও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, তথাপি প্রাচ্য-সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রতি সর্ব্বদাই উপেক্ষা প্রদর্শন অথবা মর্ম্মার্থ গ্রহণে অপটুতা প্রযুক্ত তাহার আলোচনা করিতে এক রকম ক্ষান্ত রহিয়াছেন। অন্যান্য শাস্ত্র তুলনায় এই শাস্ত্রের অত্যন্ত অপ্রচলন। তজ্জন্যই সঙ্গীত কলা ভারত হইতে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। দেশের আরাধ্য জিনিষ লুপ্ত দেখিয়া ভগবান, ৺মহারাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ভিতরে প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিলেন। তিনি

৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রমুখ সাঙ্গপাঙ্গসহ সঙ্গীতের উন্নতি যথেষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আজ সঙ্গীতের এত পরিপুষ্টভাব দেখা যায়, ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও কতিপয় তৎসদৃশ ব্যক্তি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যথাসম্ভব আলোচনা করিয়া গীতসূত্রসার প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া সাধারণ সঙ্গীতের হিত করিয়া গিয়াছেন।

এখানে আমাদের বক্তব্য এই—যে শাস্ত্র যাহারা অনুশীলন করেন তাহাদিগকে ঔপপত্তিক, এবং যাহারা গান-বাজনা করেন, তাহাদিগকে ক্রিয়াসিদ্ধ, শাস্ত্রে বলে, ভারতে ক্রিয়াসিদ্ধের অভাব নাই। ইতিহাস পর্য্যালোচনায়ও দেখা যায় সঙ্গীত শাস্ত্রের পণ্ডিত খুব বিরল। মানুষের লৌকিক হিসাবও সঙ্গীতের তুলনায় আনন্দপ্রদ জগতে কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একশত বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মনিষীগণ ব্যতীত কতক-কাল পূর্ব্ব হইতে "ভাতখণ্ডে" মহাশয় সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিলেন; তজ্জন্য তাহার নিকটস্থ বন্ধু-বান্ধব ২।৪ জনও উক্ত কার্য্যের সহায়তা করিতে গিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনায় জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়; গত সপ্তাহে তিনি দেহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থসকল সঙ্গীত জগতে তাঁহাকে শ্রদ্ধাস্পদ এবং অমর করিয়া রাখিবে।

অপিচ বর্ত্তমান "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা" পত্রিকাটী সঙ্গীতের অনেক উন্নতি করিয়াছে। ইহা যদি পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় সৃষ্টি না করিতেন; তবে আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতাম। লেখকগণ এবং সঙ্গীতকলায় অভিজ্ঞগণের পরস্পর সম্বন্ধভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে এই পত্রিকা।

দুঃখের বিষয় সঙ্গীতশাস্ত্রপারদর্শী মুষ্টিমেয় মাত্র দেশে আছেন বলিয়া আমার ধারণা। প্রাচীন উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় বৎসরাধিক হইল ইহ জগত ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতশাস্ত্রে বেশ দখল ছিল। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটীবাবু, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রবাবু, শ্রীযুক্ত কিরণবাবু প্রভৃতি কয়েকজন ব্যতীত প্রাচ্য সঙ্গীতশাস্ত্র অবলম্বনে লেখকগণ মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষতঃ ময়মনসিংহের কয়েকজন মনীষি অধ্যাপকগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি। তন্মধ্যে গৌরীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী জমিদার মহাশয়, বহু সঙ্গীতশাস্ত্র গ্রন্থ ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। এবং সুবিজ্ঞ কতিপয় পারিপার্শ্বিক জনগণকে আশ্রয়ে রাখিয়া সর্ব্বদাই এই শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেছেন। তাঁহার প্রবন্ধাদিতে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রেরই সাক্ষ্য দিতেছে।

রামগোপালপুরাধিপতি কুমার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় বহু সঙ্গীতশাস্ত্র গ্রন্থ ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন এবং উহার ধারাবাহিক অধ্যয়ন করিয়া সঙ্গীতের অভিধান, এবং সঙ্গীত পত্রিকায় তাঁহার সুবিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন।

কালীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী মহাশয় গৌরীপুরে সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া খুব কৃতবিদ্য হইয়াছেন। তাঁহার শরীর সর্ব্বদাই অসুস্থ থাকে বলিয়া তেমন ভাবে তাঁহার জ্ঞানগরিমা ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছেন না, তাঁহার নিরাময়তা ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি।

অপিচ শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মজুমদার বি, এ মহাশয় "খোলবাদ্য প্রণালী" প্রবন্ধ লেখকরূপে কিছুকাল যাবত জনসমক্ষে প্রকাশ পাইয়াছেন, তিনি তৎসংক্রান্ত শাস্ত্রজ্ঞান যথেষ্ট অর্জ্জন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

আমি পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত কুমারবাহাদুরের অনুগ্রহে যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গীতশাস্ত্রালোচনার অবসর পাইয়াছিলাম। সঙ্গীত পারিজাতের বঙ্গানুবাদ কালীন তিনি আমাকে ঐ শাস্ত্রে একাগ্র হইতে উপদেশ দেন, এবং শ্রুতি বিচার প্রভৃতি সঙ্গীতে সাঙ্কেতিক বিষয় সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করাইতে প্রযত্নবান হয়েন। ক্রমশঃ পত্রিকায় আমি

প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেই ৺উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুরও আমার প্রতি সশ্রদ্ধ হইয়া পরিচিত হন এবং এই পত্রিকায় কিছুকাল সঙ্গীতশাস্ত্রের বিচার করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর লাইব্রেরী একটা ছোট বড় আছে। তাহাতে সঙ্গীতশাস্ত্রের গ্রন্থ উপগ্রন্থ কিছুই নাই। কিন্তু আরব্য উপন্যাসে ও অনেক অলীক গ্রন্থ রাজিতে আলমারি পূর্ণ থাকে। ইহা পরিতাপের বিষয় নয় কি? বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃত ভাষাবিজ্ঞ লোকের অভাব নাই। সামান্ত কিছুদিন শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য প্রবীনদের নিকট শ্রুত হইলে উক্ত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা দেশে ঢাকা নগর এক সময় সর্ব্বপ্রধান ছিল,' তখন তাহাতে সঙ্গীত ক্রিয়াসিদ্ধ লোকের অভাব ছিল না। ঔপপত্তিকাংশেরও অনেক জ্ঞানগভীর লোক ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাই।

বর্ত্তমানে কলিকাতা রাজধানীতে বহু ক্রিয়াসিদ্ধের জ্ঞান গরিমার কথা শুনিতে পাই। সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শীও অনেক আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লোকাপরিচিত জীবন কাটাইতেছেন, উপসংহারে নিবেদন এই শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় একযোগে চেষ্টা করিলে সঙ্গীত শাস্ত্রালোচনা বিস্তার করিয়া অনেক পণ্ডিত তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইবেন। কিছুকাল পূর্ব্বে এই বিষয়ে এত বড় জ্ঞানী এঁদের মত কেহ ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাই না।

এক, এক বিষয়ে এক, একজন, দেশপ্রসিদ্ধ হইয়া অমর হইয়াছেন। এই উল্লিখিত যশস্বী মহানুভব সঙ্গীত অধ্যাপকগণ এই জাগতিক নিয়মে দেহ-লীলা সম্বরণ করিলে ললিতকলার চর্চ্চা এই দেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে।

এই সমস্ত দুর্লভ গ্রন্থসকল দেশ দেশান্তর হইতে বহুমূল্য বিনিময়ে উঁহারা আনিয়াছেন। সাধারণে তাহা অসম্ভব। আহারাদির চিন্তা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া এই ললিতকলা শাস্ত্রের সাধনা করিতে হয়, নচেৎ এই বিদ্যা আয়ত্বাধীনে থাকিতে চায় না।

উল্লিখিত মহাজ্ঞানী মহাপুরুষদ্বয় ৺স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহারাজা মহোদয়ের কার্য্যানুসরণে তদপেক্ষায় কর্ম্মের প্রসারতা বৃদ্ধি করিতেছেন সন্দেহ নাই। বয়সাধিক্যে তাঁহাদেরও কার্য্য শিথিলতা আসিবে। কিন্তু ভাবিলেই পরিতাপ আসে যে এঁদের নিকট উক্ত শাস্ত্র শিক্ষা কেহ করিয়া রাখিলেও প্রাচীন ভারতের গৌরব-ধ্বজা উড্ডিত। সঙ্গীতশাস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থেও ললিতকলার উল্লেখ আছে। আমি নানা শাস্ত্র হইতেও সঙ্গীত প্রতিপাদক সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিতে ত্রুটী করি নাই। সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ঔপপত্তিকাংশের চর্চ্চা যাহাতে হইতে পারে তজ্জন্য ভারতীয় সঙ্গীতবিশারদগণের নিকট আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন জানাইলাম।

স্বরলিপি

দেশ মিশ্র—দাদ্‌রা

চল্‌রে ছুটে চল্
মায়ের-পায়ে ঢাল্‌বি এবার
ব্যথার আঁখিজল।

বছর পরে এলো যে মা
বুকের ব্যথা যতেক্ জমা
উজাড় ক'রে মা'র পায়ে রাখ্
দুখের শতদল।

মা যে তোদের দশভূজা
কী দিয়ে তাঁর ক'র্‌বি পূজা
দশহাতে তাঁর দেবার মত
আছে কি সম্বল?

দুখের থালায় সাজিয়ে ডালি
দুঃখ দিয়েই পূজ্‌বি খালি?
দুঃখ-ভরা অশ্রু-ধারায়
পূজ্‌বি চরণ তল?

কথা সুর ও স্বরলিপি—শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আস্থায়ী

	+				o				+				o			
II	{সা	রা	মা	|	-পা	না	না	I	র্সা	-া	-া	|	-া	-া	-া}	I
	চ	ল্	রে	|	০	ছু	টে		চ	০	০	|	ল্	০	০	
	নর্সা	নর্সা	-র্সা	|	-া	ণা	ধা	I	পা	ধা	মা	|	পা	রা	রা	I
	মা০	য়ে০	০	|	র্	পা	য়ে		ঢা	ল্	বি	|	এ	বা	র	
	রা	পা	-পা	|	-া	ধা	পা	I	মপা	-রজ্ঞা	-া	|	-া	রসা	-া	II
	ব্যা	থা	০	|	র্	আঁ	খি		জ০	০০	০	|	০	ল্০	০	

অন্তরা

\+ ০ + ০

II {মা পা পা | না না -া I না র্সা -া | না র্সা -া I

ব হু য | প রে ০ এ লো ০ | যে মা ০

র্সর্রা র্সা র্রা | ণা -ধা পা I পা ধা ণা | পধা ণা -া} I

বু০ কে র | ব্য ০ থা ব ক্ষে র্ | জ০ মা ০

মা পা -া | পা পা ধা I মা -পা ণা | ধা পা -া I

উ জা ০ | ড় ক রে মা র্ পা | রে কা থ্

রা ণা -া | -া ধা পা I মগা -রজ্ঞা -া | -া -রগা -া II

দু খে ০ | র্ শ ত দ০ ০০ ০ | ০ ল্০ ০

সঞ্চারী

\+ ০ + ০

II {সা -রা রা | রগা রগা মপা I পা মা -গমা | গা রা -া I

মা ০ বে | তো০ মে০ ০র য শ ০০ | ভূ জা ০

মা -রা রা | জ্ঞা জ্ঞা পা I জ্ঞা গা গা | রা সা -া} I

কী ০ দি | য়ে তাঁ র ক র বি | পূ জা ০

পা ধা ধা | ধা ধা ধা I মা ধা ধা | পা ধর্সা -পধা I

ন শ হা | তে তাঁ র দে বা র | ম ন্ত০ ০০

-পা -া পধা | পা মগা রগা I মা -া -া | -া -া -া II

০ ০ খাঁ০ | ছে বি০ নব্ ব ০ ০ | দ্ ০ ০

আভোগ

\+ ০ + ০
II {মা : :পা পা | {না না না I র্সা র্সা র্সা | না র্সা -া I
দু খে র | পা লা য় সা জি য়ে | ডা লি ০

র্সা -র্রা ণা | ধা পা পা I পা ধা ণা পধা পা -া} I
দু ০ খ্য | দি য়ে ই পূ জ্ বি খা০ লি ০

মা -া -পা | -া পা ধা I মা -পা ণা ধা পা -া I
দুঃ ০ খ | ০ ভ রা অ ০ শ্র ধা রা য়্

রা পা পা | ধা পা পা I মগা -রজ্ঞা -া -া রসা -া II
প ল বি | চ র ণ ত০ ০০ ০ ০ ন্০ ০

স্বরলিপি

নাট—তেতালা

* নতিজা ভরণে গাগরি।
নাগরি সব হার গঁই॥
পানি নাহি রহে, ফুটল গাগরি।
মৈ ক্যায়সে ভরউঁ তুঁ ভরসা হামারি॥

ঔড়ব জাতি, বাদী—পঞ্চম, সম্বাদী—মধ্যম, বিবাদী—ঋষভ ও ধৈবত। ব্যবহার দুই গান্ধার, দুই নিখাদ।
আরোহাবরোহস্বরূপ—সা জ্ঞা গা মা পা ণা পা না র্সা; র্সা ণা পা গা মা পা গপা মজ্ঞা সা।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীগোবর্দ্ধন চন্দ্র

আস্থায়ী

০ ১ + ৩
II ণা র্সা পণা -পা | মপা -জ্ঞা মা পা | র্সা -র্সা -ণপা -পা | জ্ঞমপা মা -জ্ঞা -সা I
ন তি জা ০ | ভ০ ০ র ণে | গা ০ ০০ ০ | গ০০ রি ০ ০

০ ১ + ৩
ণ্সা -জ্ঞজ্ঞা -সা পা | মজ্ঞা -জ্ঞমপা পা পা | গমা -পণা পর্সা পর্জ্ঞা | -র্সণা -পমা -জ্ঞমা -পা I
না০ ০০ ০ গ | রি০ ০০০ স ব | হা০ ০০ ০র গঁই | ০০ ০০ ০০ ০

* নতিজা—কন্যাকল।

অন্তরা

০ | ১ | + | ৩
II মা পা না র্সা | নর্সা -া -জ্ঞর্জ্ঞা -র্সা | জ্ঞা জ্ঞা মর্জ্ঞা -র্সা | নর্সা -র্সা -জ্ঞর্সা ণপা I
পা নি না হি | রহে ০ ০ ০ ০ | হৃ ট ল০ ০ | পা০ ০ ০ ০ রি০

০ | ১ | + | ৩
মা -পা র্সা ণা | জ্ঞা না ণা -পা | মজ্ঞা মা পা ণা | র্সর্জ্ঞা জ্ঞর্সা ণপা -মজ্ঞা II
মৈ ০ ব্যাব সে | ভ র উ ০ | ছু০ ভ র সা | হা০ ০প রি০ ০০

তান

\+ | ৩
১। র্সণা -পমা -জ্ঞমা -পণা | পর্সা ণর্জ্ঞা -র্সণা -পমা II
পা০ ০০ ০০ ০০ | ০প ০রি ০০ ০০

\+ | ৩
২। পমা -পা -পা ণপমা | -পমপা -ণমপা -নর্সা -া II
পা১ ০ ০ ০পরি | ০০০ ০০০ ০০ ০

১ | + | ৩
৩। জ্ঞর্সা -নপা -মজ্ঞা -মপা | -ণপা -মজ্ঞা মপা -ণপা | -র্সণা -পমা -জ্ঞমা -পা II
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০

\+ | ৩
৪। পমপা -ণপমা -পপা -ণপর্সা | -ণর্জ্ঞর্সা -ণর্জ্ঞর্সা -ণপমা -জ্ঞমপা II
আ০০ ০০০ ০০ ০০০ | ০০০ ০০০ ০০০ ০০০

বাঁট

০ | ১ | +
৫। পমা পণা র্সর্জ্ঞা ণপা | মজ্ঞা মপণা -পমা -জ্ঞসা | ণপা ণসা জ্ঞসা পজ্ঞা |
ন০ ভিজা ভ০ রণে | পা০ পরি০ ০০ ০০ | না০ পরি সব হার |

৩ | ০ | ১ | +
মপা ণমা পা ননা I র্সা নর্সা জ্ঞর্সা ণপা | সণা পা মজ্ঞা মা | র্সা ইত্যাদি
নাই মতি জা ভয় | শে মতি আভ রণে | নতি জা ভ০ রণে | গা

স্বরলিপি

লক্ষ্মী মিশ্র—কাহারবা ও দাদ্‌রা

প্যারিয়ে তেরি নয়না ঝুলুম করে
নয়না ঝুলুম করে আঁখিয়া গজাব করে।
ম্যাসি গজাবওয়া মুখসে হুরমে লাগায়েনা করো,
মুকৎসে জানকতি আপনা জালায়েনা করো,
হামারি সামনে ঠারো রোক বেলায়েনা করো॥

কথা—অজ্ঞাত

স্বরলিপি—শ্রীহৃষিকেশ বাগচী

কাহারবা

\+ ২ + ২
II {-া পা -া পা | র্মা -া গার গা I সা রা -া মা | গার পা ন্‌া সা I
০ প্যা ০ রি | য়ে ০ তে রি ন য় না ঝু | লু ম ক রে

\+ ২ + ২
-া পা মা মা | পা -া পা পা I -া মা ধা ধা | পধপা -া ধা পা} II
০ নয় না ঝু | লু ম ক রে ০ আঁখি য়া গ | জাব ০ ক রে

দাদ্‌রা

\+ ২ + ২
II সা গা গগপা | ম্মা মা মমা I গপা পা মগা | রা গা মগা I
ম্যা সি গজব | ওয়া মু খসে হুর মে লাগা | য়ে না করো

\+ ২ + ২
-া সন্‌া সসসা | ন্‌া ম্মা রগা I ন্‌া সা রগা | রা পা মগা I
০ মু ০ কৎসে | জা ন কতি আপ্‌ না জালা | য়ে না করো

\+ ২ + ২
-া গা গগপা | র্মা পা পপা I মা ধা পমা | গা রা মগা II
০ হা মারি০ | সাম নে ঠারো রো কো বেলা | য়ে না করো

স্বরলিপি

—আগমনী—

দুর্গা—ঝাঁপতাল

এসো মা আনন্দময়ী
নিরানন্দ ধরা মাঝে,
বরষ বিদায় শেষে
তব আগমনী বাজে।

মঙ্গল কলস ভরা
এসো মাগো দুঃখ-হরা,
শ্যামল-শারদ প্রাতে
এসো চির-চেনা সাজে।

পূজার বেদীতে দিনু
ভকতির ফুলমালা
নয়ন সলিলে মাগো
আরতি প্রদীপ জ্বালা।

এসো মা করুণাময়ী,
বরাভয় করে বহি'
ব্যথা ও বেদনা দুঃখ
নত হোক আজি লাজে।

কথা—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

সুর—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—কুমারী রেখা চট্টোপাধ্যায়

II {ধা ধপা | মপা -ধর্সা ধা | পা মা | রা -া -সা I
এ স০ | মা০ ০০ আ | ন ন্দ | ম ০ য়ী

সা .রা | পা -া মা | মপা পধা | ধা -া ধা I
নি রা | ন ন্ দ | ধ০ রা০ | মা ০ ঝে

রা রপা | মা -পা মা | রা রা | মা -া সা I
ব র০ | -ষ ০ বি | দা য় | শে ০ ষে

ধা ধসা | সা -া সা | রা রপা | পা -া পা} II
ত ব০ | আ ০ গ | ম নী০ | বা ০ জে

II মা	পা	ধা	-া	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	র্সা I
ম	ধু	ন	০	ক	ন	ন	ভ	০	রা
এ	স	মা	০	ক	ক	পা	ম	০	রী

র্রা	র্মা	র্রা	-া	-র্সা	ধা	ধা	পা	-া	মা I
এ	স	মা	০	গো	দু	খ	দূ	০	রা
ব	রা	ভ	০	য়	ক	রে	ব	০	হি

ধা	ধপা	মপা	-ধা	ধা	পা	মা	রা	-া	-সা
ভা	ব০	ন০	০	শা	র	দ	প্রা	০	ন্তে
ব্য	থা০	ও০	০	বে	দ	না	দু	০	খ

সা	রা	পা	-া	-মা	মপা	পধা	ধা	-া	ধা II
এ	স	চি	০	র	চে০	না০	সা	০	জে
ন	ত	হো	০	ক	আ০	জি০	লা	০	জে

II মা	মা	রা	-পা	মা	রা	রা	সা	-া	সা I
পূ	জা	র	০	বে	দী	তে	দি	০	নু

ধ্‌া	ধ্‌সা	সা	-া	সা	ধ্‌া	ধ্‌া	প্‌া	-া	প্‌া I
ভ	ক্ত০	ভি	০	র	হৃ	দ	মা	০	লা

প্‌া	প্‌সা	সা	-া	সা	মা	রা	মা	-া	-পা I
ন	য়০	ন	০	ন	মি	লে	মা	০	গো

মা	রা	রা	-পা	মা	রা	রা	সা	-া	সা II II
জা	র	তি	০	প্র	দী	প	জ্বা	০	লা

শারদীয়া

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

মার কৃপায় জীবনের আর একটা বছর ঘুরে গেল। আবার শরতে, মার চরণে এক মুঠো ফুল বেলপাতা দেবার সৌভাগ্য লাভ করলাম। জীবন ভোর লোকসানই খেয়ে আস্‌ছি, লাভের মুখ একবার, একদিন, জীবনে দেখ্‌তে পাই। সেই দিনটা হচ্ছে আজকের এই দিন, যে দিন নিরানন্দ ধরা আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠে। দীনা প্রকৃতি কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি কুসুমের ডালা সাজিয়ে আজ আনন্দময়ীর চরণ পূজার জন্ত অভিনব সাজ সজ্জিত হয়েছে। মার আগমন পথে রাশি রাশি শেফালিকা ছড়িয়ে রেখে দিয়েছে, পাছে তাঁর কোমল চরণে ব্যথা লাগে। বৎসরের এই চারটে দিন, যেমন অতীতের পুঞ্জীভূত ব্যথাকে জাগিয়ে তুলে মর্ম্মে একটা আঘাত দেয়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সর্ব্বদুর্গতিহরা দুর্গা নামের শান্তিময় প্রলেপ সেই ক্ষত স্থান জুড়িয়ে দেয়, ব্যথা ভুলিয়ে দেয়, আর মা ভোলা জীবকে জানিয়ে দেয় তাঁর সেই নামের মাহাত্ম্য। নশ্বর জগতের জড় নিয়েই চিরদিন আমরা খেলে আস্‌ছি কিনা তাই চিত্তের খবর একেবারেই ভুলে গেছি। তবুও এই দিনে মৃন্ময়ী মাতৃপ্রতিমার ভেতর চিন্ময়ী মাকে দেখবার চেষ্টা করি। শুধু চেষ্টায় তো হয় না দেখবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই দেখবার মতন সাধন পরিশ্রম। নামে সুদৃঢ় বিশ্বাস। যে বিশ্বাস ও সাধন বলে, সাধক রামপ্রসাদ তার চির-উপাস্তা জননীকে একদিন তাঁর কন্যারূপ ধারণ করে ঘরের বেড়া বাঁধতে দেখেছেন। ভাই! আমাদের নামে সে বিশ্বাস নেই, মার উপর সে ভক্তি বা ভালবাসা নেই, তাই চক্ষু থাকতেও অন্ধ হয়ে বসে আছি। জগতের বাহ্-শোভায় মুগ্ধ নয়ন মার সেই করুণামাখা, আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখেও দেখতে পায় না। মাকে দেখবার আগে মার নাম ধরে দুর্গা, দুর্গা বলে আকুল হয়ে কাঁদ, তবে মা তোমায় দেখা দেবে। শুধু কপট চোখের জলে তাঁকে পাওয়া যায় না; চাই প্রাণের টান। তোমার প্রিয় বিরহে তাকে পাবার জন্ত যেমন করে প্রাণের টানে কাঁদ, সেই রকম করে কাঁদ দেখি তোমার চির মমতাময়ী দুর্গতিহারিণী দুর্গার জন্তে। তাহলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে 'মা'কে। তার আলো করা রূপে তোমার হৃদয় কন্দরের সব আঁধার ঘুচে যাবে। তোমার আঁখিতারা তখন তারাময় হয়ে গিয়ে তারায় মিশিয়ে যাবে।

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার পাঠকগণ! আজ এই আনন্দের দিনে মার মধুর নাম সর্ব্বত্র গীত হচ্ছে। সেই ভুবন মঙ্গল নাম গানে সারা জগতের আকাশ বাতাস পর্য্যন্তেরও সব অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে। এই শুভদিনে আমিও মা জগদম্বার নাম স্মরণ করে জানাচ্ছি যে, নামে দুঃখ দূর হয়ে পরমানন্দ পাওয়া যায়। এবং দুঃখ না পেলে মাকে আমরা ডাকতে ভুলে যাই। তাই সাধক, ম:-মনে-পড়া দুঃখই আমাদের যে বরণীয় তৎসম্বন্ধে যে গান গেয়েছেন আমি ছন্দোবন্ধে সেইটার বোল এই শারদীয়া মহাপূজায় আপনাদের করকমলে প্রদান করলুম। মার নামে বিশ্বাস রেখে ধুধু-কুট-ধুমড-ধুমড-খিখি মিতি ধনি-ধীর মৃদঙ্গ নিনাদ যুক্তা অম্বর হরী চামুণ্ডার দৈত্যনাশিনী নৃত্যর হরণ লীলা মানস নয়নে দর্শন করুন, আর আমিও আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপ দেখে জীবন জনম সার্থক করি। দরিদ্র আমি, আমার এই ক্ষুদ্র দান সামান্ত হলেও এটা স্নেহের দান বলে আমি অসঙ্কোচে আপনাদের উপহার দিতে সাহসী হলাম।

খাম্বাজ

মুশ্‌কিলাৎ সব পিরে তুমে তব উঁহারি নাম,

মেহিক্ত খেয়ালমে পূরা দম এইসি তোরে বেহান,

যো কই দুঃখমে রহে ভালা হোনে কো ওহি রাহা,

এইসি হালমে মুজ্‌কা পিয়াও জিমে তোমারি

নাম করে সদা

পড়াল

\+ ১
ধড়ান তাধানে কতা দিই ৮ধা আতা কান

২ + ১
ধেকন ধে, নান্‌তা কতা তেটে ধাধেনে কান

২ + ১
তা আতা কতা দি দি দি ধেতা ধাকন কেটেতাগ

২ +
ধেৎ তাধানে কতা ধেৎ ধেরে না ধেধেরে

১ ২
তাৎ তাধানে কতা থুন তেটে দিধেরে, তানে

\+
তা আতা কড়ান ধা

গান

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘটক

শেফালী কাননে
শেফালি সাথী আমি
শারদ প্রাতে;
চাঁদেরি আননে
রূপালী হাসি আমি
জোছনা রাতে।

দেবতা দেউলে উজল দীপ শিখা,
বধূর গলেতে প্রেম মালিকা,
কুহেলি জড়তি বিতরি ধীরে আমি
পবন সাথে।

মুকুলেরি কাননে দুলেছে ফুল রেণু,
ভাবেরি কণ্ঠে মোহন বাজি বেণু,
নিশীথ শয়নে স্বপন আমি আমি
নয়ন পাতে।

অপ্রকাশিত

স্বরলিপি

বিভাষ—দাদ্‌রা

ছিলি উমা অনুপমা
তুই রাজার ঘরের মেয়ে
শিবের শিবাণী হয়ে
আসিস্ অসুরনাশে ধেয়ে।

সিংহপৃষ্ঠে রণরঙ্গে তুই দশভুজা হলি
সর্ব্বার্থ সাধন করিস্ পদে দানবেরে দলি।
দশভুজা শক্তি ধরি তুই শিবাণী শুভদা
নমি মা চরণে তোর ওমা অন্নদা, বরদা॥

কথা—শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র, বি-এ

কথা ও স্বরলিপি—কুমারী এবারাণী মিত্র

	১´				০				১				০			
II	সা	সা	-রা	|	গা	গা	-া	I	ধা	পা	না	|	ধা	পা	-া	I
	ছি	লি	০	|	উ	মা	০		অ	নু	প	|	মা	তু	ই	
	গা	গা	-রা	|	সা	সরা	-গা	I	রা	সা	-া	|	রসা	ন্	-ধ্	I
	রা	জা	র	|	ঘ	রে০	র		মে	য়ে	০	|	শি০	বে	র্	
	ন্	প্ধ্	ন্ধ্	|	সা	সা	-া	I	সগা	রা	-সা	|	গা	গা	-পা	I
	শি	বা০	ণী০	|	হ	য়ে	০		আ০	সি	স্	|	অ	সু	র্	
	ধা	পা	-পা	|	রা	সা	-া	II								
	না	শে	০	|	ধে	য়ে	০									

১´ ০ ১´ ০
II গা -া গা | পা -া ধ্রা I ধা না -ধা | র্সা -া র্সা I
সি ং হ | পৃ ০ ষ্ঠে র ণ ০ | র ০ ঙ্গে

-া র্সা -া | র্সা র্সর্রা -র্গা I র্রা র্সা -া | না ধা -া I
০ তু ই | দ শ০ ০ ভু জা ০ | হ লি ০

গা -া গা | -পা পা পা I পা ধনা -া | ধা পা -া I
স ০ র্বা | ০ র্ব সা ধ ন০ ০ | ক রি স্

পা গা গা | -া গা রা I সা সরা -গা | রা সা -া II
প ০ দে | ০ দা ন বে রে০ ০ | হ লি ০

১´ ০ ১´ ০
II গা গা -া | পা -া ধা I র্সা -া ধা | না র্সা -া I
হ র্ষ ০ | ভু ০ জে শ ০ ক্তি | ধ রি ০

র্সা -া র্সা | র্সা র্সর্রা -র্গা I র্রা র্সা না | ধা -া -া I
তু ই শি | বা শী০ ০ ভ ভ দা | ০ ০ ০

পা পা -ধা | ধা ধা -া I পা পধা -না | ধা -পা পা I
ন মি ০ | মা চ ০ ধ পে০ ০ | তো ০ হ্

গা গা -পা | পা নধা ধা I গা রা -গা | রা সা -া II
ও মা ০ | অ ন্ন০ দা ব র ০ | দা ০ ০

স্বরলিপি

ঝিলং—ত্রেতালা

শ্যাম মুরলী বাজারে সখিরি
আজ মধুর রাত।
মোর মকুট শির, বন্শী মুখপর,
মধুর বন্শী ধুন মন হর লেত ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস (নটু)

আস্থায়ী

০ ১ + ৩
I {-া পা মা পা | মগা মা ণা মপা | -র্সা -া -া -া | ণা পা মা -া} I
০ শ্যা ম মু | র লী বা জা০ রে ০ ০ ০ | স খি রি ০

০ ১ + ৩
-া গমা -পণা পা | -র্সা না ণা পা | মগা -মা গা -া | -গমা -পমা -গমা -গপা II
০ আ০ ০০ জ ০ ম ধু র | রা ০ ত ০ | ০০ ০০ ০০ ০০

অন্তরা

০ ১ + ৩
I {পা -া মগা মা | পা না র্সনা র্সা | না -র্সা র্সা র্সা | র্রসা র্সা ণা পা} I
মো ০ র ম | কু ট শি র | ব ন্ শী মু ০ খ প র

০ ১ + ৩
{পা পা মগা মা | -পা না র্সা র্সা | র্রসা না ণা পা | -গমা -পমা -গমা সা} II II
ম ধু র ব | ন্ শী ধু ন | ম ন হ র | লে০ ০০ ০০ ত

তান

\+ ৩
১। গমা -পণা -পনা -সর্রা | -র্সণা -পমা -গমা -সা I
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

\+ ৩
২। পনা -সর্রা -নর্সা -র্গর্সা | -পণা -পমা -গমা -সা I
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

০ ৩ +
৩। ন্সা -গমা -পমা -গমা | -পণা -পণা -পমা -গমা | -পনা -সর্রা নর্সা -র্গর্রা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

৩
-র্সণা -পমা -গমা -সা I
০০ ০০ ০০ ০

৩ ০ ১
৪। গমা -পণা -পণা -পমা I -গমা -গসা -া -া | গমা -পণা -পণা -পমা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ আ০ ০০ ০০ ০০

\+ ৩ ০
-গমা -পণা -পণা -পমা | গমা -পনা -নণা -পমা I -গমা -পনা -সর্রা -নর্সা |
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

১ + ৩
-র্রর্গা -সর্রা -নর্সা -পনা | -মপা -গমা -মগা -ঋসা | -মগা -পণা -র্সনা -র্রর্সা I
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

০ ১ +
-নর্সা -র্রর্সা -পণা -পমা | -গমা -গমা পণা পমা | র্সা | আস্থায়ীর 'সম্'এ এসে পড়লো
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ আ০ আ০ রে

সংগীতের উৎপত্তি

শ্রীঅজিত ঘোষ মজুমদার

কাব্য, চিত্র ও সংগীত এই তিনটী কলা কল্পনাদ্যোতক মনোবৃত্তির চরিতার্থ সাধন করিয়া থাকে। কাব্য ও চিত্র স্বাভাবিক বা কৃত্রিম কোমলতায় সৌন্দর্যানুভূতির পরাকাষ্ঠায় মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, আর সংগীত মনকে বশীভূত করে স্বরসঙ্গতির শক্তিতে, যে স্বর মানবমনে স্নেহ ও প্রীতিরসের সঞ্চার করে। অবশ্য এ তিনটী কলার প্রীতি-উৎসের গতি একই দিকে, কিন্তু প্রত্যেকটী বিভিন্ন ভাবে প্রকটিত। কাব্যের অভিব্যক্তি বর্ণনায়—রূপ ও ভাবের সমন্বয় চিত্রের অভিব্যঞ্জনা—সংগীতের ভাষা স্বর ও সুরে। নিখিল বিশ্বের জীব ও জীবনের—অণুপরমাণুর আবর্তনে যে নিরবচ্ছিন্ন ধ্বনির ঝঙ্কার মর্মরিত, মানবের নিত্যদিনের যে হাসিকান্নার মূর্ছনা, সেই ধ্বনিসংহতির সমন্বয়ে সংগীতের বিকাশ এবং স্বর ও সুরের সমাবেশেই তাহার পরিণতি। স্বর বিশ্বের আদি শব্দ; 'আদৌ শব্দ স শব্দঃ পরমপুরুষাশ্রিতঃ পরমপুরুষো বৈ সঃ'—একথা উপনিষদেও স্বীকৃত হইয়াছে।

উপরিউক্ত কলাত্রয় হইতে উৎসারিত আনন্দের দুইটী স্বতন্ত্র ধারা আছে; একটী অসীম ও অন্তর্নিহিত আনন্দ, অপরটী অনুবর্তী আনন্দ। অসীম ও অন্তর্নিহিত আনন্দে পরমপুরুষের অদৃশ্য শক্তি বর্তমান, যিনি জীব ও জগতের সৃষ্টিবৈচিত্র্যে আপন লীলা ও মানবের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সম্বন্ধের সূচনা করিয়াছেন। অনুবর্তী আনন্দ মানবমনের সত্যানুরাগের দ্যোতক মাত্র। অসীম ও অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যানুভূতি কাব্য ও চিত্রের অভিব্যঞ্জনা, কিন্তু সংগীতের অভিব্যক্তি ধ্বনির প্রত্যুত্তরে।

সংগীত একটী প্রাণধর্মী জিনিস এবং তাহার মধ্যে প্রাণের প্রকাশ বর্তমান। প্রাণের যে ধর্ম সংগীতের ধর্ম তাহাই। নিখিল বিশ্বের ক্রমবিবর্তনের কল্লোলে যে সংগীতের প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে তারই অনুভূতি মানব-মনে রেখাপাত করিয়া প্রত্যুত্তরের সূচনা করে। এই প্রত্যুত্তরই সংগীতের ভাষা। জগতের সমস্ত দেশেই এই সংগীতের ক্রমবিকাশ চলিয়াছে নানা ভাবে, নানা ছন্দে, বিভিন্ন সুরবৈচিত্র্যে। সকল দেশেই সংগীত-সাধনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতের যে সাধনা তাহার তুলনা নাই। ভারতীয়েরাই প্রথম সংগীতকলাকে সঙ্গতি ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করেন। অতি প্রাচীন বৈদিক যুগেও ভারতীয় সংগীতে সুনিয়ন্ত্রণ ঘটিয়াছিল।

মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর-সংকলিত 'সংগীত-সারে'র মতে 'মার্গদেশী'র ব্যুৎপত্তি-অনুসারে সংগীত দুই ভাগে বিভক্ত—একটী 'মার্গ', অপরটী 'দেশী'। উহাতে 'সংগীতদর্পণে'র ও 'সংগীতরত্নাকরে'র উদ্ধৃত মতানুযায়ী 'মার্গ' শ্রেণীর সংগীত দ্রুহিণ বা বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) মহাদেবের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন; এই সংগীতে শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারা যায়। ভরত এই শ্রেণীর সংগীতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। 'দেশী' শ্রেণীর সংগীত মানবমনের প্রীতিসাধন করে এবং বিভিন্ন দেশে ইহার বিভিন্ন স্বাতন্ত্র্যও লক্ষিত হয়। বিভিন্ন দেশের রুচির অনুকূলে যে কণ্ঠসংগীত, নৃত্য ও বাদ্যের প্রচলন তাহাই দেশী সংগীত। 'সংগীতভাষ্যে'র উদ্ধৃত মতে একই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। উহাতে বলা হইয়াছে, 'মার্গ' শ্রেণীর সংগীত স্বর্গকে অর্থাৎ পরমপুরুষকে এবং 'দেশী' শ্রেণীর সংগীত পৃথিবীকে অর্থাৎ মানবসমাজকে প্রীতিদান করে। 'মার্গ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সূক্ষ্মানুসন্ধান এবং 'দেশী' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্বদেশজ, লৌকিক।

অবশ্য সংগীতদর্পণ, সংগীতরত্নাকর ও সংগীতভাষ্যের রচয়িতাগণ 'মার্গদেশী'র যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা সংগীতের উৎপত্তির মূল সত্য অবগত ছিলেন না। বিশ্ব-প্রকৃতির ধ্বনিবৈচিত্র্য হইতে যে স্বরের উৎপত্তি, আর সেই স্বর হইতে যে সংগীতের বিকাশ—সে কথা তাঁহারা কল্পনা করেন নাই। স্বরোৎপত্তির যে সত্যতা তাহার প্রকাশ যে তাঁহাদের পরবর্তী যুগে ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মূল সত্য উদ্ভাবিত হইলেও ধ্বনিশাস্ত্রে মার্গদেশীর পদ্ধতিই চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ মার্গদেশী সংগীতের ভিত্তি সৌন্দর্য-সংবেদ-বিদ্যা-সম্বন্ধী বিষয়ে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত ধারায়। উক্ত গ্রন্থত্রয়ের সময় অধুনা-প্রচলিত সপ্তস্বরেরই প্রচলন ছিল। 'সংগীত-রত্নাকর'ই বলিয়াছেন—

ষড়জর্ষভ-গান্ধারো মধ্যমপঞ্চমস্তথা।
ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্ত প্রকীর্তিতা।

অর্থাৎ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তস্বর।

'অমরকোষে'ও আছে—

নিষাদর্ষভ-গান্ধার-ষড়্জ-মধ্যম-ধৈবতাঃ।
পঞ্চমশ্চেত্যমী সপ্ততন্ত্রীকণ্ঠোত্থিতা।

এখানে কিন্তু সপ্তস্বরকে 'তন্ত্রীকণ্ঠ' হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কিন্তু এই তন্ত্রীকণ্ঠ কি? আমার মনে হয়, উহা মার্গদেশীর মতই ব্যর্থক শব্দ।

কিন্তু ভারতীয় সংগীতপ্রগতির আদিম অবস্থায় অর্থাৎ বৈদিক যুগে সপ্তস্বরের প্রচলন ছিল না, সপ্তস্বরের উৎপত্তিও তখন হয় নাই। তখন স্বর ছিল চারিটি—গা, নি, সা, ধ। সামবেদে গান গাহিবার জন্য যে ছোট ছোট ঋক্ রচিত হইয়াছিল সেগুলিতে এই চারিটি স্বরেরই প্রয়োজন হইত। 'নি'র মাত্রা ছিল দুই, 'ধ'র মাত্রা এক। 'নি'র যোজনা ছিল অবরোহণ মুখে। 'ধ'—'গা' হইতে কথঞ্চিৎ উচ্চস্বরে; গান গাহিবার সময় যখন স্বরগ্রামের অধিক উচ্চে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন হইত না তখন 'ধ'ই ছিল প্রশস্ত স্বর।

ধ্বনিশাস্ত্রে দেখা যায়, ময়ূরের শব্দ হইতে ষড়্জের, গাভী, ছাগ, অশ্ব ও হস্তীর নাদ হইতে যথাক্রমে ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদের এবং ক্রৌঞ্চ ও পিকের ডাক হইতে যথাক্রমে মধ্যম ও পঞ্চমের উৎপত্তি। অনেকের মতে প্রাচীন ভারতের সংগীততত্ত্ববিদ্গণ স্বরগ্রাম-সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণার বশবর্তী হইয়াছিলেন। কিন্তু উহা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করা যায় না। এরূপ দৃষ্টান্তপ্রয়োগের উদ্দেশ্য ছিল কঠিন স্থানসমূহ সহজবোধ্য করা। সমগ্র জগতের কোথাও এই সমুদয় পশু ও পক্ষীর ধ্বনি সংগীতজ্ঞের, বিশেষতঃ শিক্ষার্থিগণের জন্য প্রয়োজনানুরূপ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। অধিকন্তু উহাদের ডাকের সহিত সপ্তস্বরের ধ্বনির কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না। ময়ূরের ডাকে ষড়্জের উৎপত্তি ধরিতে হইলে বলিতে হইবে ময়ূর তাহার স্বর পরিবর্তন করিয়াছে। ময়ূরের স্বর অতি তীক্ষ্ণ ও শ্রুতিকটু। গাভী, ছাগ, অশ্ব ও হস্তী সকলেরই স্বর নির্দিষ্ট স্বরগ্রাম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ক্রৌঞ্চ পক্ষী খুবই বিরল। কোকিলের স্বর খুবই মিষ্ট হইলেও নির্দিষ্ট গ্রাম হইতে উহার স্বাতন্ত্র্য আছে। গাভীর ডাক মন্দ্র এবং ছাগের ডাক মধ্য। এক্ষেত্রে এই প্রাচীন প্রবাদের বিশ্বাসে সায় দেওয়ার মত বিশেষ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সংগীত ভাবতরঙ্গের ভাষা। মনোচ্ছ্বাসের অনুপ্রেরণায় সপ্তস্বরের সৃষ্টি হইয়াছে। তামিল-সাহিত্যে দেখা যায়, 'সা' বিস্ময়ের দ্যোতক, 'ঋ' আশ্চর্যের, 'গা' স্নেহের, 'মা' পরিহাসের, 'পা' ভালবাসার, 'ধা' বিরক্তির এবং 'নি' 'নি' দয়ার দ্যোতক। এই রীতির উপায়ে সমুদয় রাগ-রাগিণীর ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর। প্রাচীন ভারতীয় সংগীতজ্ঞগণ সম্ভবতঃ বর্ষনিঃসৃত সংগীতধ্বনি এবং বংশী, বেণু ও মুরলী যন্ত্রে স্বরগ্রামের প্রথম নির্ণয় করেন;

'অমরকোষে'র টীকাকার ভরতমল্লিকের মতে মানবদেহে নাভি, অঙ্গ, হৃদয় ও মস্তকের দুই পার্শ্বের সঙ্কলিত বায়ুর সম্মেলনে ষড়্জের উৎপত্তি। ষড়্জ হইতে অন্যান্য স্বরের উৎপত্তি—'ষট্ জায়তে যস্মাৎ'।

সপ্তস্বরের মধ্যে ঋষভ, গান্ধার, পঞ্চম ও নিষাদ এই চারিটীর স্বর সৌরজগতে গ্রহাদির নামের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। গো হইতে ঋষভের উৎপত্তি এবং এই গো শব্দ চন্দ্রের নামান্তর। গান্ধার অর্থে মঙ্গল, কারণ মঙ্গল পৃথিবীর পুত্র বলিয়া কথিত; পৃথিবী গন্ধ-বাহিনী—গন্ধবাহিনী হইতে জাত ইহাই গান্ধারের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। বৃহস্পতি পঞ্চমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এজন্য পঞ্চম অর্থে বৃহস্পতি এবং শনি নিষাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এজন্য নিষাদ অর্থে শনি। ধৈবতকেও গ্রহাদির অন্যতম নামে সংশ্লিষ্ট দেখা অসম্ভব নয়। সম্ভবতঃ উহা শুক্র হইবে। কিন্তু শুক্রের সহিত ধৈবতের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

স্বরলিপি

এস শারদীয়া,
শেফালিকার পত্র-শাখা
আন্দোলিয়া॥
ধূপ-ছাওয়া মোর আঙিনাতে
এসো মৃদুল চরণ পাতে,
সুরে সুরে কমলবনে
চঞ্চলিয়া॥

সাজায় ধরা আলিম্পনে
পুলক-ঝরা শেফালিকা,
বনানীর বরণ-ডালায়
জ্বলছে জবার রক্তশিখা।
শুভ্র কাশের বনপথে
এসো তব কনক রথে
নিবিড় সুখে নিখিল হৃদি
বিমোহিয়া॥

কথা—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজগৎ ঘটক

II	সা	ঋা	মা	|	পা	-দা	মা	I	পা	-র্সা	-া	|	-র্পর্সণা	-দা	-া	I
	এ	স	শা	|	র	০	দী		য়া	০	০	|	০০০	০	০	
	পা	পা	-পা	|	দা	পা	-া	I	পা	-া	দা	|	পা	মা	-া	I
	শে	কা	০	|	লি	কা	র্		প	০	ত্র	|	শা	খা	০	
	ঋা	-সা	-ঋা	|	মঋা	-দদা	মা	I	মঋা	-া	-া	|	-সা	-া	-া	II
	আ	০	ন্	|	দো	০০	লি		য়া	০	০	|	০	০	০	

আগমনী

মন্দিরে মোর শঙ্খ বাজিছে
নিখিল জননী আসিছে।
চরণের রাগে রাঙিয়া ধরণী
স্বপন সায়রে ভাসিছে॥

ভরি আরতির থালি
শেফালি এনেছে ডালি
সৌরভ সুধা ঢালি
কেতকী কাননে হাসিছে॥

মঙ্গল ঘট ভরিয়া রেখেছি
আমার চোখের জলে
মথিত হিয়ার বেদনার ধূপ
মিলাইবে পরিমলে

নভোতলে নব আলো
নয়নে লেগেছে ভালো
মলিন আঁধার কালো
অরুণ উদয়ে নাশিছে।

কথা—শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় সুর ও স্বরলিপি—শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু

II	পা	-া	জ্ঞা	|	পা	জ্ঞা	-পা	|	জ্ঞা	-ধা	পা	|	মা	গা	গা	I
	মন্	০	দি	|	রে	মো	র্	|	শ	০	খ	|	বা	জি	ছে	
	গা	মা	পা	|	ধা	না	নর্সা	|	না	ধা	পা	|	-া	-া	-া	I
	নি	খি	ল	|	জ	ন	নী০	|	আ	সি	ছে	|	০	০	০	
	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	|	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	|	র্রা	র্মা	র্জ্ঞা	|	র্রা	র্সা	র্সা	I
	চ	র	ণে	|	র	রা	গে	|	রা	ঙি	য়া	|	ধ	র	ণী	
	না	র্সা	ণা	|	ধা	পমা	গমা	|	পা	ধা	না	|	-া	-া	-া	II
	স্ব	প	ন	|	সা	র০	রে০	|	ভা	সি	ছে	|	০	০	০	

II	সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা	র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্জ্ঞা	র্জ্ঞা -র্রা র্জ্ঞা	-া -া -া	I
	ভ রি আ	র তি র্	থা ০ লি	০ ০ ০	
	র্জ্ঞা র্রা র্সা	না না র্সা	র্সর্রা -র্জ্ঞর্রা র্সা	-া -া -া	I
	শে ফা লি	এ নে ছে	ডা০ ০০ লি	০ ০ ০	
	পর্সা -র্সা র্সা	র্সা র্সা র্সর্রা	নর্সা -নধা পা	-া -া -া	I
	সৌ০ ০ র	ভ সু ধা০	ঢা০ ০০ লি	০ ০ ০	
	গা মা পা	ধা না র্সা	না ধা পা	-া -া -া	I
	কে ত কী	কা ন নে	হা সি ছে	০ ০ ০	
	মা মা মা	মা মা মা	মা পা মপা	-ধপা -মগা -া	I
	কে ত কী	কা ন নে	হা সি ছে০	০০ ০০০ ০	
	গা মা পা	ধা না নর্সা	না ধা পা	-া -া -া	II
	নি খি ল	জ ন নী০	আ সি ছে	০ ০ ০	
II	সা রা রা	রা রা গা	মা পা ধপা	মপা গা মা	I
	ম ঙ্গ ল	ল ঘ ট	ভ রি য়া০	রে০ খে ছি	
	পা পা -দা	দা পদা ণা	দা পা -া	-া -া -া	I
	আ মা র্	চো খে০ র	জ লে ০	০ ০ ০	

র্সা র্সা র্সা	র্সা র্রর্সা না	না র্সা না	-ধা নধা পা	I
ম থি ত	হি য়া০ র্	বে দ না	র্ ধূ০ প	
পা ধণা ধা	পা মা মপা	পা পা -	-া -া -া	I
মি লা০ ই	বে প রি০	ম লে ০	০ ০ ০	
র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা	র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা	র্জ্ঞা -র্রা -র্জ্ঞা	-া -া -া	I
ম তো ত	লে ন ব	আ ০ লো	০ ০ ০	
-র্জ্ঞা র্রা র্সা	না না র্সা	র্সর্রা -র্জ্ঞর্রা র্সা	-া -া -া	I
ম ম নে	লে গে ছে	তা০ ০০ লো	০ ০ ০	
পর্সা র্সা র্সা	র্সা র্সা -র্সা	নর্সা -নধা পা	-া -া -া	I
ম০ লি ন	আঁ ধা র্	কা০ ০০ লো	০ ০ ০	
গা মা পা	ধা না র্সা	না ধা পা	-া -া -া	I
অ রু ণ	উ দ য়ে	না শি ছে	০ ০ ০	
মা মা মা	মা মা মা	মা পা মা	-া -া -া	I
অ রু ণ	উ দ য়ে	না শি ছে	০ ০ ০	
গা মা পা	ধা না নর্সা	না ধা পা	-া -া -া	II II*
নি খি ল	ভু ব ন নী০	আ সি ছে	০ ০ ০	

* এই গানটি স্বরলিপিকার কর্তৃক হিন্দুস্থান রেকর্ডে পূজার সংখ্যায় গীত হইয়াছে।

শরতের গান*

মিশ্র—দাদ্‌রা

আকাশে উজল চাঁদের প্রদীপ
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
খনে খনে মোর চঞ্চল মনে
জাগায় নূতন ছন্দ।

নদী-কল্লোলে কল কল গান
গগনে মেঘের ভেলা,
সঙ্গীতে মোর মধুর নিশীথে
শরৎ-রাণীর খেলা।

কে যেন এসেছে এ মনের কোণে
ভরিতে চিত্ত মধুর স্বপনে,
তার চরণের নূপুরের ধ্বনি
আনিছে পবন মন্দ।

উৎসবে আজি শুনি কলরোল,
হৃদয়ে হৃদয়ে লাগিয়াছে দোল,
নূতন স্বপনে ভরেছে ভুবন
টুটিতে বেদনা বন্ধ।

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজীবনচন্দ্র উপাধ্যায়

II সা পা জ্ঞা | গা গা -গা I ধ্‌া ন্‌া -সা | গা গা -গা I
আ কা শে | উ জ ল্ চাঁ দে র্ | প্র দী প্

পা জ্ঞা মা | গা গা -গা I না -ধা র্সা | -না -া -া I
বা তা সে | ফু লে র্ গ ন্ ধ | ০ ০ ০

-র্সা র্রা র্সা | না ধা -দা I ধা -না র্সা | -পা পা পা I
খ নে খ | নে মো র্ চ ন্ চ | ল ম নে

জ্ঞা গা -না | না ধা পা I গা -জ্ঞা -গা | সা -া -া II
জা গা য় | নূ ত ন ছ ন্ ০ | দ ০ ০

* উক্ত গানখানি কুমারী বেলা চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মেগাফোন রেকর্ডে গীত হইয়াছে।
——স্বরলিপিকার।

II গা গা গা | পা পা ধা I পধা পধনা না | -না ধা পা I
কে যে ন | এ সে ছে | এ০ ম০০ নে | র্ কো ণে

গা পা ধা | না -া -না I না ধা না | র্সা র্সা র্সা I
ভ রি তে | চি ০ ত | ম ধু র | স্ব প নে

র্সা -র্রা -র্রা | ধর্সা ধর্সা -ধা I পা ধা গা | -পা পা পা I
তা র্ চ | র০ ণে০ র্ | নূ পু রে | র্ ধ্ব নি

পা জ্ঞা গা | মা গা গা I ন্‌া -রা -গা | সা -া -া II
আ নি ছে | প ব ন | ম ন্ ০ | দ ০ ০

II ন্‌া সা গা | -া গা গা I জ্ঞা গা পা | পা পা -া I
ন দী ক | ল্ লো লে | ক ল ক | ল গা ন

জ্ঞা পা না | না না না I না -া ; -র্সা | পা -া -া I
গ গ নে | মে ঘে র | ভে ০ ০ | লা ০ ০

না -র্রা না | ধা না -ধা I পা ধা গা | -পা পা পা I
স ঙ্ গী | ত মো র্ | ম ধু র | নি শী থে

পা জ্ঞা রা | গা গা -গা I ন্‌া -রা -গা | সা -া -া I
ব য় ত | রা ই র্ | খে ০ ০ | লা ০ ০

পা -া গা | ধা র্সা ধা I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I
উ ৎ স | বে আ জি ত নি ক | ল রো ল্

র্রা র্সা না | ধা দা ধা I না পা ধা | পা পা -া I
হ দ য়ে | হ দ য়ে লা গি য়া | ছে দো ল্

না ধা দা | পা পদা ·ধনা I ধা পা পা | রা সা -সা I
নূ ত ন | স্ব প০ ০নে ভ রে ছে | ভু ব ন্

সা রা পা | পা ধা র্সা I র্পা -া -ধা | র্সা -া -া II
টু টি তে | বে দ না ব ন্ ০ | ধ ০ ০

স্বরলিপি

বাগেশ্রী—কাওয়ালী

দুঃখ যখন সইতে হবে
সুখের আভাষ কেন দাও ;
দুঃখটারে বরণ ক'রে
নিতে মাগো শিক্ষা দাও ।

আমার এ যে কোমল প্রাণে
দুখের কুঠার নিতুই হানে
ভবের দুঃখ ঠেলে ফেলে
কালের কোলে (মা) টেনে নাও ।

কথা—শ্রীঅজিতকুমার বসু

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমিলনময় মুখোপাধ্যায়

\+ ৩ ০ ১
II র্সা র্সা -া ণা | ধা -া মা মা | মপধা ·ধা মজ্ঞা -া | -া -রা সা -া I
দুঃ খ ০ য | খন ০ স ই | তে০০ ০ হ ০ | ০ ০ বে ০

সা রা -সা -সা | ণ্‌া ধ্‌া -ধ্‌া সা | -পা -া -সগমা -পমা | পমা -া মা -া I
সু খে ০ র্ | আ ভা ষ কে | ন ০ ০০০ ০ | দা ০ ও ০

মা ধা -া ধা | -পা ধা -া -া | ধা -া -া ধণর্সা | -র্সা পধা -ধা -া I
দুঃ খ ০ টা | ০ রে ০ ০ | ব ০ ০ র০০ | ণ ক'রে ০ ০

ধা -া মধা -পর্সা | -র্সা পা ধা -া | মা -পজ্ঞা -া রা | রজ্ঞা -রসা -া -া II
নি ০ তে০ ০০ | ০ মা গো ০ | শি ০ ০ ক্ষা | দা০ ও০ ০ ০

	+	৩	০	১
II	র্মা ধা -া ধা	ধা -ধণধণা -ণর্সা র্সা	-র্সা -া -া র্সর্রণর্সা	র্সা -া -া -া I
	আ মা র্ এ	যে ০০০০ কো ম	ল ০ ০ প্রা০০০	ণে ০ ০ ০
	র্সা র্রর্সা -র্সণা ণা	ণা -ণা ধা ধা	-া -া মধা -ণর্সা	র্সা -া -া -া I
	দু খে র্ দু	ঠা র্ নি তুই	০ ০ হা০ ০০	নে ০ ০ ০
	র্সা -র্মা র্মা -া	র্জ্ঞা -া -া র্রা	র্রা র্জ্ঞর্রা -া র্রা	-া -র্সা -া -া I
	ভ বের দুঃ ০	খ ০ ০ ঠে	লে ০ ০ ফে	০ লে ০ ০
	সা -মা -া -া	-মা ধা -া ধা	জ্ঞা মধা -ধণধণা মধা	-ণর্সা র্সা -া -া II II
	কা লে ০ ০	র্ কো ০ লে	(মা) টে০ ০০০০ নে০	০০ নাও ০ ০

সংবাদ

ব্যোমকালী বালিকা সঙ্ঘের অভিনয়

গত ৬ই অক্টোবর মঙ্গলবার, বেতারের সান্ধ্যানুষ্ঠানে সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যোমকালী বালিকা সঙ্ঘের সভ্যাগণ কর্ত্তৃক, শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রযোজিত "চন্দ্রহাস" নাটকের অভিনয় হয়। চন্দ্রহাসের ভূমিকায় কুমারী শিবানী চট্টোপাধ্যায় ও মৃত্যুদূতের ভূমিকায় কুমারী সবিতা মুখোপাধ্যায়ের (চাঁপা) অভিনয় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাহাদের অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া বাদুড়বাগান রো নিবাসী শ্রীযুক্ত পতাকীচরণ মুখোপাধ্যায় 'মাতৃস্মৃতি' রৌপ্য কাপ বালিকা-সঙ্ঘের সেক্রেটারিকে প্রদান করেন। অধিকন্তু চুনিলাল স্মৃতিমন্দিরের পক্ষ হইতে শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়—কুমারী শিবানী চট্টোপাধ্যায়কে একটি রৌপ্যকাপ, এবং হাওড়া নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কুমারী সবিতা মুখোপাধ্যায় (চাঁপা) কে একটি রৌপ্য নির্ম্মিত সুদৃশ্য কাপ প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত বালিকাগণ তাহাদের অভিনয়-সাফল্যের পুরস্কার স্বরূপ বিভিন্ন ভদ্রমহোদয়ের নিকট হইতে প্রত্যেকে এক একখানি রৌপ্য পদক লাভ করে। যথা—কুমারী জ্যোৎস্না চক্রবর্ত্তী, কুমারী প্রীতিকণা রায়, কুমারী আরতি সেন, কুমারী বীণা বসু, প্রতিমা সেনগুপ্তা, পূর্ণিমা সেন, মণিকা রায় ও লতিকা মুখোপাধ্যায়। বেতারের পরিচালক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় কাপ ও পদকগুলি বালিকাগণকে প্রদান করেন। আমরা এই বালিকাসঙ্ঘের উত্তোরত্তর সাফল্য কামনা করি।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত হারাধন চক্রবর্ত্তী (দেবঘরিয়া)

সঙ্গীত-বিজ্ঞান
প্রবেশিকা

১৩শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ সাল { ৮ম সং

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত হারাধন চক্রবর্ত্তী (দেবঘরিয়া)

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী, বি-এ

বঙ্গদেশে বিষ্ণুপুর সঙ্গীতালোচনার জন্য চির প্রসিদ্ধ। সমগ্র ভারতে সঙ্গীতালোচনায় যেমন দিল্লী শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে বিষ্ণুপুরও সেইরূপ শির্ষস্থানীয় বলিয়া ইহাকে সঙ্গীতরসপিপাসুদের দ্বারা 'ছোট দিল্লী' নামে অভিহিত করা হয়। এই বিষ্ণুপুরেরই একজন অধিবাসী সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত হারাধন চক্রবর্ত্তী। ইনি একজন প্রসিদ্ধ গায়ক, মহারাজ গোপাল সিংহ দেব-বাহাদুরের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র দেবঘরিয়ার তৃতীয় পুত্র। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র। প্রথম ৺উদ্ধবচন্দ্র, দ্বিতীয় বিপিনচন্দ্র, তৃতীয় হারাধন। উদ্ধবচন্দ্র ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কথক। বিপিনচন্দ্র গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও রাজা স্তর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে সঙ্গীত-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হারাধনও অগ্রজের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সঙ্গীতারাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া বাঙ্গালার সঙ্গীত-আসরে স্বীয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। হারাধনবাবু যৌবন অবস্থায় মহারাজ স্তর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে প্রায় দশ বৎসরকাল গায়ক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে বিষ্ণুপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়ে বহুদিন কার্য্য করিয়া তথায় পেন্‌সন লইয়াছেন।

হারাধন বাবুর সঙ্গীত শিক্ষালাভ উপযুক্ত গুরুর নিকটেই সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমে তিনি অগ্রজ সঙ্গীতাচার্য্য

বিপিনচন্দ্রের নিকটে সঙ্গীত-শিক্ষা লাভ করেন; পরে সঙ্গীতাচার্য্য ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষাভ্যাস করেন। পরিশেষে তিনি সঙ্গীতকেশরী ৺অনন্তলালকে সঙ্গীতগুরু মনোনীত করিয়া তাঁহার নিকটে সঙ্গীত শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

হারাধনবাবু সঙ্গীতের অন্যান্য বিভাগে পারদর্শী হইলেও ধ্রুপদ গানেই তাঁর বিশেষরূপ দক্ষতা এবং এই বিভাগেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক ও মিষ্টভাষী লোকের সংস্পর্শে যিনিই আসিয়াছেন তিনিই তাঁহার সদালাপ ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন।

শকাব্দা ১৭৮১।৭।২০।৫৩।০ সন ১২৭৪ সাল, ৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে ইনি উনসত্তর বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন।

হারাধনবাবু যে 'দেবঘরিয়া' উপাধি ব্যবহার করেন, ইহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত। বিষ্ণুপুরের মহারাজ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে "দেবঘরিয়া" উপাধিভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজপৌরোহিত্যের কার্য্য করিতেন বলিয়াই রাজা কর্ত্তৃক এই সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন (দেব—দেবতা, ঘরিয়া—ঘরে থাকা অর্থাৎ দেব মন্দিরের পূজারী)।

হারাধনবাবুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিন্মাত্র পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করা হইল। তাঁহার সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিলেও এইস্থানে তাহার আলোচনা করিলাম না। আমরা শুধু সঙ্গীত-রসপিপাসু পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ ও আগ্রহ উদ্রেক করিবার জন্য এইস্থানে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম। হারাধনবাবু আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া সঙ্গীত বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করুন, ইহাই প্রার্থনা।

গান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

দেবতা হে, রইল খোলা হৃদয় দুয়ারখানি,
তুমি যখন আস্‌বে তখন দিও তারে টানি'।
আমার সকল গানের শেষে
তুমি আস্‌বে নূতন বেশে
অশ্রু তখন হবে উতল জানি গো তা জানি।

রিক্ত শাখায় যেমন ফোটে বাসন্তিকার ফুল
আমার প্রাণে তুমি হবে তারি সমতুল।
আমার মানস-প্রদীপ জেলে
আমি সকল অবহেলে
তোমার লাগি' গাঁথি যে হায় মৌন ধ্যানের বাণী।

স্বরলিপি

পরজ-বসন্ত—একতালা

রঙ্গ রঙ্গ ঢঙ্গ ঢঙ্গ মিলত সব নারী।
মধুবনমেঁ কৃষ্ণ কুয়র খেলত আজ বসন্ত,
রঙ্গ বিরঙ্গ ফুলরারী।
পহর কৃষ্ণ মোর মকুট, চন্দ্রমাল, পগ পৈঞ্জনি,
ছনন ননন কৈসে বাজে, সকল মনমে চমক ভারী॥

সুর—অচপল কৃত খেয়াল গীতানুকরণে

কথা ও স্বরলিপি—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

২´			৩			০			১		
{ দর্সা	-া	না	দা	-া	পা	ক্ষপা	-া	ক্ষা	গক্ষা	-া	গা
র	০	ঙ্গ	র	০	ঙ্গ	ঢ	০	ঙ্গ	ঢ	০	ঙ্গ
ক্ষা	-দা	না	না	র্সা	র্সা	র্ঋা	-া	-র্সা	-না	-র্সা	র্সা }
মি	০	ল	ত	স	ব	না	০	০	০	০	রী
দক্ষা	ক্ষা	দা	না	-া	না	র্সা	-না	র্সা	না	দক্ষা	ক্ষা
ম	ধু	বঁ	ন	০	মেঁ	কৃ	০	ষ্ণ	কু	য়	র
দা	না	না	দক্ষা	-া	দা	ক্ষা	গা	-া	-ঋা	-া	সা
খে	ল	ত	আ	০	জ	ব	স	০	০	০	ন্ত
ন্ৰা	সা	সা	মা	-া	মগা	দা	ক্ষা	-দা	না	-র্সা	র্সা ‖
র	ঙ্গ	বি	র	০	ঙ্গ	ফু	ল	০	রা	০	রী

২´ ৩ ০ ১
{দা জ্ঞা দা | না -া না | র্সা -া র্সা | র্সা র্সা র্সা |
প হ র | ক ০ ক | ঘো ০ র | ম কু ট |

না -র্সা র্সা | র্ঋা -া র্সা | না র্সা না | -দা না দা} |
চ ০ ন্দ্র | মা ০ ল | প গ পৈ | ০ জ নি |

দজ্ঞা দা না | দজ্ঞা দা দা | জ্ঞা -গা গা | ঋা -সা সা |
ছ ন ন | ন ন ন | কৈ ০ সে | বা ০ জে |

সা মা গা | গা দজ্ঞা দা | না র্সা না | দজ্ঞা -া দা ||
স ক ল | ম ন মেঁ | চ ম ক | ভা ০ রী ||

তান

০ ১
১। র্সর্সা দনা র্সর্গা | র্ঋর্সা নদা না |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

২´ ৩ ০ ১
২। ন্সা গজ্ঞা দনা | র্সর্গা র্ঋর্সা নর্সা | দনা র্সদা নর্সা | র্ঋর্সা নদা জ্ঞদা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

২´ ৩ ০ ১
৩। সগা জ্ঞদা না | -া -া -া | জ্ঞদা র্ঋা র্গর্সা | -া -া -া |
আ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
দনা র্সর্গা র্ঋর্সা | নর্ঋা র্সনা র্সনা | দনা দজ্ঞা দনা | র্ঋর্সা র্সা জ্ঞদা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০

সঙ্গীত পারিজাত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

রিমধানাং তথা নীনাং গ-হীনা স্থ বিভেদতঃ।
ইতি যোগে ভিদা জ্ঞেয়া সাগরশ্চ রসোবসুঃ ॥ ১৭৮

গান্ধার বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা যদি বিকৃত তিনটি রি, তিনটি ম, চারিটি ধ, চারিটি নি, অবশিষ্ট দুইটি শুদ্ধ স্বরের যোগে রচিত হয়, তবে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৩×৩×৪×৪=১৪৪×৬=৮৬৪) আটশত চৌষট্টি প্রকার।

গমধানাং তথা নীনাং রি-হীনাস্থ বিভেদতঃ।
ইতি যোগে ভিদা জ্ঞেয়া খক বেদৌ শর্শ্মী পুনঃ ॥ ১৭৯

ঋষভ বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা যদি বিকৃত পাঁচটি গান্ধার, তিনটি মধ্যম, চারিটি ধৈবত, চারিটি নিষাদ, অবশিষ্ট দুইটি শুদ্ধ স্বরের সহিত রচিত হয়, তবে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৫×৩×৪×৪=২৪০×৬=১৪৪০) একহাজার চারিশত চল্লিশ প্রকার ॥ ১৭৯

রিগমধনিষাদানাং যোগে ভেদা উদীরিতাঃ।
খরসমুনিবাণাশ্চ প-হীনাস্থ মুনীশ্বরৈঃ ॥ ১৮০

মুনীশ্বরগণ বলেন—প বর্জ্জিত ষাড়ব মূর্চ্ছনা যদি বিকৃত চারিটি রি, পাঁচটি গ, তিনটি ম, চারিটি ধ, চারিটি নি, অবশিষ্ট একটি শুদ্ধ স্বরের সহিত যোগে নিষ্পন্ন হয়, তবে ঐরূপ মূর্চ্ছনার ভেদ (৪×৫×৩×৪×৪=৯৬০×৬=৫৭৬০) পাঁচ হাজার সাত শত ষাট প্রকার ॥ ১৮০

মূর্চ্ছনানাং প্রভেদানাং ষাড়বানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
খবাণশূন্য চন্দ্রেশ্চ পাবকেন মিতি র্ভবেৎ ॥ ১৮১

বিকৃত স্বরসমূহের ষাড়ব মূর্চ্ছনার সমষ্টি সংখ্যা (৩৬+৭৮+৮৪+১০২+৮৪+৭৮+৮৪+৯৬+৫৪+৫৪+৯০+৭২+৫৪+৪৮০+৭৫৬+৪৮৬+৪০২+৪৮০+৬৬০+২৮৮+১৬২+২৭০+১৬২০+৩০০০+১০৪৪+৯৫৪+১৬০২+১০৮০+১৪৪০+১০৮০+১৪৪০+১০৮০+১৪০+১৫৩৬+৮৬৪+১৪৪০+১৫৬৬+৮৬৪+১৪৪০+৫৭৬০=৩১,০৫০) এইরূপে একত্রিশ হাজার পঞ্চাশ ॥ ১৮১

যৎস্বরেণ বিহীনায়াং মূর্চ্ছনায়াং পৃথক্ পৃথক্।
তৎ স্বরেণৈব হীনাঃ স্যুঃ প্রস্তারাঃ ষাড়বাঃ ক্রমাৎ ॥ ১৮২

ভিন্ন ভিন্ন এক একটি মূর্চ্ছনা যখন যে স্বরের বর্জ্জনে ষাড়ব মূর্চ্ছনায় পরিণত হইবে, তখন তাহার ষাড়ব প্রস্তার সমূহও সেই স্বর বর্জ্জন করিয়াই রচিত হইবে। ১৮২

সপ্তশত্যা সবিংশত্যা গুণিতানাং মিতির্ভবেৎ।
শূন্যত্রয়ং রসোনেত্রং সপ্তবহ্নিরিতিক্রমাৎ ॥ ১৮৩

এইরূপ এক একটি ষাড়ব প্রস্তারকে সাতশত কুড়ি দ্বারা গুণ করিলে গুণফল হইবে (৫১৭৫×৭২০=৩৭,২৬,০০০) সাইত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার।

টিপ্পনী—পূর্ব্বে ১৮১ শ্লোকে ছয় স্বরের ষাড়ব মূর্চ্ছনার সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে—৩১,০৫০; ইহাকে ছয় দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল হয় ৫১৭৫। ইহাই এক একটি স্বরের ষাড়ব মূর্চ্ছনার সংখ্যা, ইহাকে ষাড়ব কূটতান ৭২০ সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে গুণফল যাহা হয় অর্থাৎ ৩৭,২৬,০০০, ইহাই হইল ষাড়ব কূটতান সংখ্যা। ১৮৩

ঔড়ুবা অথ কথ্যন্তে শুদ্ধেষু বিকৃতেষ্বপি। ১৮৪

অনন্তর শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা বলা যাইতেছে। ১৮৪

দ্বয়োর্দ্বয়োঃ পরিত্যাগাৎ ক্রমাদ্ ভেদা মনীষিণঃ।
ঔড়ুবানাং বিশুদ্ধানামবদন্ পঞ্চবিংশতিম্ ॥ ১৮৫

মনীষিগণ বলিয়াছেন—ক্রমে দুইটি দুইটি করিয়া স্বর বর্জ্জন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা প্রস্তুত করিতে হয়, শুদ্ধ স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা পঁচাত্তর প্রকার।

টিপ্পনী—'স রি গ ম প ধ নি' এই সাতটি স্বরের মধ্যে 'স' স্বরটির লোপ কখনও হয় না, ইহা অবিলোপী স্বর। 'রি গ ম প ধ নি' এই ছয়টি স্বরের দুইটি করিয়া স্বর বর্জ্জন করিলে এইরূপ বর্জ্জন তিন বার হইতে পারে, যথা—রিগ, মপ, ধনি। সকল প্রকার ঔড়ুব মূর্চ্ছনায়ই এইরূপ দুই স্বরের বর্জ্জন তিন প্রকার হইতে পারে। সুতরাং শুদ্ধ স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা—(৫×৫=২৫×৩=৭৫) পঁচাত্তর প্রকার॥ ১৮৫

রিভেদাং স্তত্র সংগৃহ্য স্বাভ্যাং স্বাভ্যাং বিবর্জ্জনাৎ।
ভেদানপি বিজানীয়াৎ পঞ্চাশদুত্তরং শতম্॥ ১৮৬

এখন বিকৃত স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা প্রদর্শিত হইতেছে। দুইটি করিয়া স্বর (পূর্ব্বোক্ত নিয়মে) বর্জ্জন পূর্ব্বক ঋষভের তিনটি বিকৃতি অন্য তিনটি স্বরের (গ৪+ম৩+ধ৩=১০) বিকৃতি সংখ্যা দশ দ্বারা গুণ করিতে হইবে। তৎপর গুণফল (৩×১০=৩০) ত্রিশ সংখ্যাকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পাঁচ দ্বারা গুণ করিতে হইবে, ফলে বিকৃত ঋষভের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (৩০×৫=১৫০) একশত পঞ্চাশ প্রকার।

টিপ্পনী—পাঁচ স্বরের মূর্চ্ছনাকে ঔড়ুব মূর্চ্ছনা বলে। দুইটি করিয়া স্বর বর্জ্জন পূর্ব্বক অবশিষ্ট পাঁচটি স্বর দ্বারা এইরূপ মূর্চ্ছনা রচনা করিতে হয়। বিকৃত পাঁচটি (রি গ ম ধ নি) স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা রচনা করিতে হইলে যে বিকৃত স্বরের মূর্চ্ছনা প্রস্তুত করিতে হইবে উহার প্রত্যেকটি বিকৃতি অন্য চারিটি বিকৃত স্বরের মধ্যে তিনটি বিকৃত স্বরের যত প্রকার বিকৃতি আছে, তাহার সহিত পর্য্যায় ক্রমে মিলাইয়া মূর্চ্ছনা প্রস্তুত করিতে হইবে। অবিলোপী 'স' স্বরটি প্রতি মূর্চ্ছনায় প্রথম স্থানে বসিবে। আমরা উদাহরণ দ্বারা এই জটিল বিষয়টি সরল করিতেছি; ঋষভের বিকৃতি তিন প্রকার—১। পূর্ব্ব রি, ২। কোমল রি, ৩। তীব্র রি। (তীব্রতর রি শুদ্ধ গান্ধারেরই নামান্তর মাত্র; শুদ্ধ গান্ধারের মূর্চ্ছনা ও তীব্রতর ঋষভের মূর্চ্ছনা একই) যাহা হউক, বিকৃত ঋষভের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা রচনা কালে 'স' স্বরটি সর্ব্বদা এবং অন্য তিনটি বিকৃত স্বরের এক একটি করিয়া দশটি বিকৃতি পর্য্যায় ক্রমে বিকৃত ঋষভের এক একটি ভেদের সহিত মিলিত হইবে। সহায়ক স্বর হইবে স গ ম ধ; মূর্চ্ছনা হইবে ঋষভের। গ ম ও ধ বিকৃতি সংখ্যা মোট দশটি; যথা—কোমল গ, তীব্র গ, তীব্রতর গ, তীব্রতম গ। তীব্র ম, তীব্রতর ম, তীব্রতম ম। পূর্ব্ব ধ, কোমল ধ, তীব্র ধ। আমরা নিম্নে বিকৃত ঋষভের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা প্রদর্শন করিতেছি—

বিকৃত ঋষভের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা

১।	স রি[১] গ[১] ম ধ।	১২।	স রি[২] গ[২] ম ধ।
২।	স রি[১] গ[২] ম ধ।	১৩।	স রি[২] গ[৩] ম ধ।
৩।	স রি[১] গ[৩] ম ধ।	১৪।	স রি[২] গ[৪] ম ধ।
৪।	স রি[১] গ[৪] ম ধ।	১৫।	স রি[২] গ ম[১] ধ।
৫।	স রি[১] গ ম[১] ধ।	১৬।	স রি[২] গ ম[২] ধ।
৬।	স রি[১] গ ম[২] ধ।	১৭।	স রি[২] গ ম[৩] ধ।
৭।	স রি[১] গ ম[৩] ধ।	১৮।	স রি[২] গ ম ধ[১]।
৮।	স রি[১] গ ম ধ[১]।	১৯।	স রি গ ম ধ[২]।
৯।	স রি[১] গ ম ধ[২]।	২০।	স রি গ ম ধ[৩]।
১০।	স রি[১] গ ম ধ।	২১।	স রি[৩] গ[১] ম ধ।
১১।	স রি[২] গ[১] ম ধ।	২২।	স রি[৩] গ[২] ম ধ।

৬ ৩ ২৩। স রি গ ম ধ।	৬ ৩ ২৭। স রি গ ম ধ।
৬ ৪ ২৪। স রি গ ম ধ।	৩ ১ ২৮। স রি গ ম ধ।
৩ ১ ২৫। স রি গ ম ধ।	৩ ২ ২৯। স রি গ ম ধ।
৩ ২ ২৬। স রি গ ম ধ।	৬ ৩ ৩০। স রি গ ম ধ।

উপরিলিখিত উদাহরণে পাঠক দেখিতে পাইবেন, ঋষভের (১, ২, ৩ চিহ্নিত) তিনটি বিকৃতির প্রত্যেকটি বিকৃতিই গ ম ও ধ স্বরের দশপ্রকার বিকৃতির সহিত ক্রমিক যুক্ত হইয়া ত্রিশ প্রকার মূর্চ্ছনা রচনা করিয়াছে। এই ত্রিশ প্রকার মূর্চ্ছনার প্রত্যেকটি আবার পাঁচ প্রকারে পরিণত হইতে পারে; যথা—১। স রি গ ম ধ; ২। রি গ ম ধ স; ৩। গ ম ধ স রি; ৪। ম ধ স রি গ; ৫। ধ স রি গ ম ইত্যাদি। সুতরাং উদাহৃত ত্রিশ প্রকার মূর্চ্ছনার প্রত্যেকটি এই নিয়মে পাঁচ প্রকার হইলে বিকৃত ঋষভের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা মোট (৩০ × ৫ = ১৫০) একশত পঞ্চাশ প্রকার। ১৮৬

পরবর্তী ঔড়ুব মূর্চ্ছনাসমূহের প্রকৃতি ও সংখ্যা এইরূপেই বুঝিতে হইবে।

গ-ভেদা দ্বিশতী জ্ঞেয়া ম-ভেদা রি-সমা মতাঃ।

ধ-ভেদা তৎ সমা জ্ঞেয়া নি-ভেদা গ-সমা মতাঃ। ১৮৭

বিকৃত গান্ধারের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা দুইশত প্রকার। বিকৃত মধ্যমের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা ঋষভের পূর্বোক্ত মূর্চ্ছনার তুল্য সংখ্যক অর্থাৎ একশত পঞ্চাশ প্রকার। বিকৃত ধৈবতের ঔড়ুব মূর্চ্ছনারও সংখ্যা ঐরূপ। বিকৃত নিষাদের ঔড়ুব মূর্চ্ছনার সংখ্যা গান্ধারের মূর্চ্ছনার সংখ্যার অনুরূপ অর্থাৎ দুইশত প্রকার।

টিপ্পনী—গান্ধারের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা:—গান্ধারের বিকৃতি চারি প্রকার, মধ্যম ৩; ধৈবত ৩; ও নিষাদ ৪, এই তিনটি স্বরের বিকৃতি দশ প্রকার। উদাহরণের প্রদর্শিত নিয়মে দশ সংখ্যা দ্বারা চারি সংখ্যাকে গুণ করিলে মোট সংখ্যা হয় (৪ × ১০ = ৪০) চল্লিশ। এই চল্লিশকে উদাহৃত নিয়মে পাঁচ দ্বারা গুণ করিলে বিকৃত গান্ধারের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা হয় মোট (৪০ × ৫ = ২০০) দুইশত প্রকার।

বিকৃত মধ্যমের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা:—মধ্যম৩ কে (রি৩ + ধা৩ + নি৪ =) ১০ দ্বারা গুণ করিবার ফল ৩০; ইহাকে পূর্বোক্ত নিয়মে ৫ দ্বারা গুণ করিলে বিকৃত মধ্যমের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা হয় মোট (৩০ × ৫ = ১৫০) একশত পঞ্চাশ প্রকার।

বিকৃত ধৈবতের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা:—ধ৩ × (রি৩ + গ৪ + ম৩) ১০ = ৩০ × ৫ = ১৫০ একশত পঞ্চাশ প্রকার।

বিকৃত নিষাদের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা:—নি৪ × (গ৪ + ম৩ + ধ৩ =) ১০ = ৪০ × ৫ = ২০০ দুইশত প্রকার। ১৮৭

রীণাং গানাং প্রভেদাঃ স্যু রশীত্যাচ চতুঃশতী।

রীণাং মানাঞ্চ ভেদাঃ স্যুঃ সপ্তত্যাচ শতদ্বয়ম্। ১৮৮

সম্প্রতি দুইটি বিকৃত স্বরের মূর্চ্ছনা প্রদর্শিত হইতেছে—

বিকৃত চারিটি ঋষভ ও বিকৃত চারিটি গান্ধারের মিলিত অবস্থায় মূর্চ্ছনার ভেদ চারিশত আশি প্রকার। এইরূপ বিকৃত তিনটি ঋষভ ও তিনটি মধ্যমের মিলিত অবস্থায় মূর্চ্ছনা প্রস্তুত করিলে ঐরূপ মূর্চ্ছনা দুইশত সত্তর প্রকার।

টিপ্পনী—দুইটি বিকৃত স্বর দ্বারা যেখানে মূর্চ্ছনা প্রস্তুত করিতে হয়, সেখানে ঐ দুইটি স্বরের মধ্যে একটি স্বরের বিকৃতি সংখ্যাকে অপর স্বরের বিকৃতি সংখ্যা দ্বারা গুণ করিতে হইবে, কারণ একযোগে দুইটি বিকৃত স্বরের মূর্চ্ছনার সংখ্যাগুলি গুণের নিয়মে বাড়িয়া যায়; যথা—রি১ গ১, রি১ গ২, রি১ গ৩, রি১ গ৪। রি২ গ১, রি২ গ২, রি২ গ৩, রি২ গ৪। রি৩ গ১, রি৩ গ২, রি৩ গ৩, রি৩ গ৪। সুতরাং এখানে রি স্বরের বিকৃতি সংখ্যা ৩ কে গ স্বরের বিকৃতি সংখ্যা ৪ দ্বারা গুণ (৩ × ৪ = ১২) করিয়া

গুণফল হইল ১২। তৎপর এই রি ও গ স্বর স স্বরের সহিত মিলিত হইবার পরে যে দুইটি স্বরের সহিত মিলিত হইয়া ঔড়ুব মূর্চ্ছনায় পরিণত হইবে, সেই দুইটি স্বরের বিকৃতি সংখ্যা দুইটি যোগ করিয়া যোগলব্ধ সংখ্যা দ্বারা ঐ ১২ সংখ্যাকে পূর্ব্ববৎ পূরণ করিয়া ঐ গুণলব্ধ সংখ্যাকে পুনরায় ৫ সংখ্যা দ্বারা পূরণ করিলে গুণফলরূপে যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে উহাই বিকৃত রি৩ ও গ৪ এর মিলিত অবস্থায় ঔড়ুব মূর্চ্ছনার সংখ্যা। এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার যে কারণে পূরণ করিতে হইয়াছে, তাহা আমরা ১৮৬ শ্লোকের টিপ্পনীতে বিস্তৃতরূপে বলিয়াছি। অতএব রি ও গ স্বরের বিকৃত অবস্থায় মূর্চ্ছনা (রি৩ × গ৪ = ১২ × ধ৪ + নি৪ = ৮ = ৯৬ × ৫ = ৪৮০) চারিশত আশী প্রকার। এইরূপ রি ও ম স্বরের বিকৃত মূর্চ্ছনা (রি৩ × ম৩ = ৯ × ধ৩ + নি৩ = ৬ = ৫৪ × ৫ = ২৭০) দুইশত সত্তর প্রকার। এখানে রি ও ম দুইটি স্বরেরই বিকৃতি তিনটি করিয়া। এই নিমিত্ত নি স্বরের বিকৃতি চারিটি হইলেও রি ও ম স্বরের মূর্চ্ছনায় নি স্বরের তিনটি বিকৃতি মাত্র গৃহীত হইয়াছে; নি স্বরের চতুর্থ বিকৃতিটি গ্রহণ করিবার সুযোগ হয় নাই। অতঃপর আমরা কেবল পূরণ ও যোগচিহ্ন দ্বারাই মূর্চ্ছনার সমষ্টি সংখ্যা প্রদর্শন করিব। ১৮৮

রীগাং ধানাং তথা ভেদা তাবন্তোঽত্রাপি সম্মতাঃ।

রীগাং নীনাং প্রভেদাঃ স্যুঃ ষষ্ট্যাযুক্তং শতত্রয়ম্। ১৮৯

বিকৃত রি ও ধ স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনাও (রি × ৩ = ৯ × ম৩ + গ৩ = ৬ = ৫৪ × ৫ = ২৭০) দুই শত সত্তর প্রকার।

এইরূপ বিকৃত রি ও নি স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (রি৩ × নি৪ = ১২ × ধ৩ + ম৩ = ৬ = ৭২ × ৫ = ৩৬০) তিনশত ষাট প্রকার। ১৮৯

গমানাঞ্চ ভিদাজ্ঞেয়া স পঞ্চাশচ্চতুঃশতী।

তথা ভেদা গধানাঞ্চ ষষ্ট্যাযুক্তং শতত্রয়ম্। ১৯০

বিকৃত গ ও ম স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (গ৬ × ম৩ = ১৮ × প০ × নি৫ = ৯০ × ৫ = ৪৫০) চারি শত পঞ্চাশ প্রকার।

এইরূপ বিকৃত গ ও ধ স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (গ৪ × ধ৩ = ১২ × রি৩ + ম৩ = ৬ = ৭২ × ৫ = ৩৬০) তিন শত ষাট প্রকার। ১৯০

গনীনাঞ্চ ভিদা জ্ঞেয়া অশীত্যাচ চতুঃশতী।

মধানাঞ্চ প্রভেদাঃ স্যু সপ্তত্যাচ শতদ্বয়ম্। ১৯১

বিকৃত গ ও নি স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (গ৪ × নি৪ = ১৬ × ম৩ + ধ৩ = ৬ = ৯৬ × ৫ = ৪৮০) চারি শত আশী প্রকার।

বিকৃত ম ও ধ স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (৩ × ৩ = ৯ × রি৩ + নি৩ = ৬ = ৫৪ × ৫ = ২৭০) দুইশত সত্তর প্রকার। ১৯১

মনীনাঞ্চ ভিদা জ্ঞেয়া ষষ্ট্যাযুক্তং শত ত্রয়ম্।

ধনীনাঞ্চ প্রভেদাঃ স্যুঃ রশীত্যাচ চতুঃশতী। ১৯২

বিকৃত ম ও নি স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (ম৩ × নি৪ = ১২ × রি৩ + ধ৩ = ৬ = ৭২ × ৫ = ৩৬০) তিনশত ষাট প্রকার। বিকৃত ধ ও নি স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (ধ৩ × নি৪ = ১২ × রি৪ + গ৪ = ৮ = ৯৬ × ৫ = ৪৮০) চারিশত আশী প্রকার। ১৯২

রিগমাণাং ভিদাস্তত্র শূন্য যুগ্মক বহ্নয়ঃ।

রিগধানাং প্রভেদাঃ স্যুঃ শূন্যং নেত্রং মুনিস্তথা। ১৯৩

এখন বিকৃত তিনটি স্বরের মূর্চ্ছনা প্রদর্শিত হইতেছে। বিকৃত রি, গ ও ম স্বরের মূর্চ্ছনা (রি৩ × গ৪ × ম৩ = ৩৬ × নি৫ = ১৮০ × ৫ = ৯০০) নয়শত প্রকার। বিকৃত রি, গ ও ধ স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (রি৩ × গ৪ × ধ৩ = ৩৬ × গ৪ = ১৪৪ × ৫ = ৭২০) সাত শত কুড়ি প্রকার। ১৯৩

রিগনীনাং ভিদা জ্ঞেয়া খরসাবধ্ব বহ্নয়ঃ।

রিমধানাং তথা ভেদা পঞ্চোত্তর-চতুঃশতী। ১৯৪

বিকৃত রি, গ ও নি স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (রি৩ × গ৪ × নি৪ = ৪৮ × ধ৪ = ১৯২ × ৫ = ৯৬০) নয় শত ষাট

প্রকার। বিকৃত রি, ম ও ধ স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (রি৩ × ম৩ × ধ৩ = ২৭ × নি৩ = ৮১ × ৫ = ৪০৫) চারি শত পাঁচ প্রকার। ১৯৪

রিমনীনাং প্রভেদাঃ স্যুঃ খঞ্চ বেদাঃ শরস্তথা।

রিধনীনাং ভিদা জ্ঞেয়াঃ শূন্যং নেত্রং তথা মুনিঃ। ১৯৫

বিকৃত রি, ম ও নি স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (রি৩ × ম৩ × নি৪ = ৩৬ × ধ৩ = ১০৮ × ৫ = ৫৪০) পাঁচ শত চল্লিশ প্রকার। বিকৃত রি, ধ ও নি স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (রি৩ × ধ৩ × নি৪ = ৩৬ × নি৪ = ১৪৪ × ৫ = ৭২০) সাত শত কুড়ি প্রকার। ১৯৫

গমধানাং তথা ভেদাঃ শরো মুনিস্তথা রসঃ।

গমনীনাং প্রভেদাঃ স্যুঃ শূন্যদ্বন্দ্ব রন্ধ্রকম্। ১৯৬

বিকৃত গ, ম ও ধ স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (গ৫ × ম৩ × ধ৩ = ৪৫ × রি৩ = ১৩৫ × ৫ = ৬৭৫) ছয় শত পঁচাত্তর প্রকার। বিকৃত গ, ম ও নি স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (গ৫ × ম৩ × নি৪ = ৬০ × ধ৩ = ১৮০ × ৫ = ৯০০) নয় শত প্রকার। ১৯৬

গধনীনাং ভিদা জ্ঞেয়া খরসাকৈর্বিচক্ষণৈঃ।

মধনীনাং তথা ভেদাঃ শূন্যং নেত্রং তথা মুনিঃ। ১৯৭

বিকৃত গ, ধ ও নি স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (গ৪ × ধ৩ × নি৪ = ৪৮ × রি৪ = ১৯২ × ৫ = ৯৬০) নয় শত ষাট প্রকার। বিকৃত ম, ধ ও নি স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (ম৩ × ধ৩ × নি৪ = ৩৬ × গ৪ = ১৪৪ × ৫ = ৭২০ সাতশত কুড়ি প্রকার। ১৯৭

রিগাণাঞ্চ মধানাঞ্চ ভেদা নবশতানিচ।

রিগমাণাং ভিদা নীনাং খখং লোচনং শশী। ১৯৮

সম্প্রতি চারিটি বিকৃত স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা প্রদর্শিত হইতেছে;—বিকৃত রি, গ, ম ও ধ স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (রি৩ × গ৫ × ম৩ × ধ৪ = ১৮০ × ৫ = ৯০০) নয়শত প্রকার। বিকৃত রি, গ, ম ও নি স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (রি৪ × গ৫ × ম৩ × নি৪ = ২৪০ × ৫ = ১২০০) বারশত প্রকার। ১৯৮

রিগধানাঞ্চ নীনাং স্যুঃ খং বহ্ লোচনং শশী।

রিমধানাং ভিদা নীনাং শূন্যং নেত্রং তথা মুনিঃ। ১৯৯

বিকৃত রি, গ, ধ ও নি স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (রি৪ × গ৪ × ধ৪ × নি৪ = ২৫৬ × ৫ = ১২৮০) একহাজার দুইশত আশী প্রকার। বিকৃত রি, ম, ধ ও নি স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (রি৪ × ম৩ × ধ৩ × নি৪ = ১৪৪ × ৫ = ৭২০) সাত শত কুড়ি প্রকার। ১৯৯

গমানাঞ্চ ধনীনাং স্যুঃ খখং লোচনং শশী। ২০০

বিকৃত গ, ম, ধ ও নি স্বরের ঔড়ুব মূর্চ্ছনা (গ৫ × ম৩ × ধ৪ × নি৪ = ২৪০ × ৫ = ১২০০) বার শত প্রকার। ২০০

ঔড়ুবানাঞ্চ সর্ব্বাসাং মূর্চ্ছনানাং মিতি র্ভবেৎ।

সপ্তদশ সহস্রাণি পঞ্চ পঞ্চ শতানি চ। ২০১

সকল ঔড়ুব মূর্চ্ছনার সমষ্টির পরিমাণ (৭৫ + ১৫০ + ২০০ + ১৫০ + ১৫০ + ২০০ + ৪৮০ + ২৭০ + ২৭০ + ৩৬০ + ৪৫০ + ৩৬০ + ৪৮০ + ২৭০ + ৩৬০ + ৪৮০ + ৯০০ + ৭২০ + ৯৬০ + ৪০৫ + ৫৪০ + ৭২০ + ৬৭৫ + ৯০০ + ৯৬০ + ৭২০ + ৯০০ + ১২০০ + ১২৮০ + ৭২০ + ১২০০ = ১৭,৫০৫ সতর হাজার পাঁচশত পাঁচ। ২০১

স্বাভ্যাং স্বাভ্যাং বিহীনানাং মূর্চ্ছনানাং পৃথক্ পৃথক্।

তাভ্যামেব বিহীনাঃ স্যুঃ প্রস্তারা ঔড়ুবাঃ ক্রমাৎ। ২০২

সবিংশত্যা শতেনাত্র গুণিতানাং মিতির্ভবেৎ।

শূন্যং নেত্রং শশী শূন্যং নেত্রোদধীতি সংখ্যয়া। ২০৩

প্রত্যেকটি ঔড়ুব মূর্চ্ছনায় দুইটি করিয়া স্বর বর্জ্জন করিলে প্রত্যেকটি স্বরের ঔড়ুব প্রস্তারের সংখ্যা (১৭,৫০৫ ÷ ৫ =) ৩৫০১ হইবে। এই সংখ্যাকে ঔড়ুব কূটতানের সংখ্যা ১২০ দ্বারা গুণ করিলে (৩৫০১ × ১২০ = ৪,২০,১২০) যে চারি লক্ষ কুড়িহাজার একশত কুড়ি সংখ্যা হয়, ইহাই ঔড়ুব কূটতানের সংখ্যা। ২০৩ ক্রমশঃ

পরিশোধ-নাট্যগীতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাজপথ—(প্রহরীগণ)

রাজার আদেশ, ভাই,
চোর ধরা চাই, চোর ধরা চাই,
কোথা তারে পাই ?
যারে পাও তারে ধরো
কোন ভয় নাই ॥

(বজ্রসেনের প্রবেশ)
(প্রহরী)

ধর ধর ঐ চোর ঐ চোর।

(বজ্রসেন)

নই আমি, নই চোর নই চোর।
অন্যায় অপবাদে
আমারে ফেলনা ফাঁদে।

(প্রহরী)

ঐ বটে ঐ চোর ঐ চোর।

(বজ্রসেন)

এ কথা মিথ্যা অতি ঘোর।
আমি পরদেশী
হেথা নেই স্বজন বন্ধু কেহ মোর
নই চোর, নই আমি, নই চোর।

সকলের প্রস্থান

(শ্যামার প্রবেশ)

আহা মরি মরি
মহেন্দ্র-নিন্দিত কান্তি উন্নত দর্শন
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে। শীঘ্র যালো সহচরী,
বলগে নগরপালে মোর নাম করি',
শ্যামা ডাকিতেছে তারে। বন্দীসাথে ল'য়ে
একবার আসে যেন আমার আলয়ে দয়া করি'।

(সহচরী)

সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে
ঘুচাবে কে ;
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে
মুছাবে কে।

আর্ত্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জ্জরা,
প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্ব্বলেরে,
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে।

প্রস্থান

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

II	দা	দা	-দা	|	না	না	-না	I	র্সা	র্সা	-া	|	-া -া -া	I
	রা	জা	র্	|	আ	দে	শ্		ভা	ই	০	|	০ ০ ০	
	র্জ্ঞা	-র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	|	র্রা	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	I	র্জ্ঞর্রা	-র্রা	র্রা	|	র্রজ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা	I
	চো	র্	ধ	|	রা	চা	ই		চো	র্	ধ	|	রা চা ই	

জর্মা´ -জ্ঞা´ জ্ঞা´ | ঋা´ সা´ সা´ I দা দা দা | দা দা দা I
চোঁ র্ ধ | রা চা ই কো থা তা | রে পা ই

দা -ণা ণা | ণা ণা ণা I ণা -সা´ সা´ | সা´ সা´ সা´ I
কো থা তা | রে পা ই কো থা তা | রে পা ই

সজ্ঞা´ জ্ঞা´ জ্ঞা´ | জ্ঞা´ জ্ঞা´ জ্ঞা´ I ঋা´ জ্ঞা´ -া | -া -ঋা´ -সা´
যা রে পা | ও তা রে ধ রো ০ | ০ ০ ০

সা´ ঋা´ ঋা´ | ঋা´ ঋা´ ঋা´ I ঋা´ ঋা´ -া | -া -সা´ -ণা I
যা রে পা | ও তা রে ধ রো ০ | ০ ০ ০

ণা ণজ্ঞা´ জ্ঞা´ | জ্ঞা´ ঋা´ ঋজ্ঞা´ I ঋা´ সা´ -া | -া -া -া I
যা রে পা | ও তা রে ধ রো ০ | ০ ০ ০

সজ্ঞা´ জ্ঞা´ ঋা´ | ঋা´ সা´ সা´ I সজ্ঞা´ -জ্ঞা´ জ্ঞা´ | ঋা´ সা´ সা´ II
কো ন ভ | য় না ই চো র্ ধ | রা চা ই

দ্রুতলয়ে গাহিতে হইবে

II জ্ঞা´ -জ্ঞা´ জ্ঞা´ -জ্ঞা´ জর্মা´ -র্মা র্মা -র্মা I জ্ঞা´ -া সা´ -সা´ -া -া -া -া I
ধ র্ ধ র্ ঐ ০ চো র্ ঐ ০ চো র্ ০ ০ ০ ০

সজ্ঞা´ জ্ঞা´ সা´ সা´ সজ্ঞা´ জ্ঞা´ সা´ -সা´ I সজ্ঞা´ জ্ঞা´ সা´ -সা´ নসা´ সা´ ণা -দা I
ন ই আ মি ন ই চো র্ ন ই চো র্ ন ই চো র্

র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া -র্জ্ঞা | র্সা র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সর্জ্ঞা র্ঋর্সা র্সা | ণর্সা র্সা ণা দা I
অ জ্ঞা ০ ন্ | অ প বা দে আ মা রে কে | জ না ঝাঁ দে

মা -দা দা দা | মা -দা দা দা I মা -দা দা দা | মা -দা দা দা I
ঐ ০ ব টে | ঐ ০ চো র্ ঐ ০ চো র্ | ঐ ০ চো র্

দা ণা র্সা র্সা | -া র্সা র্সা ণা I দা -া -া -া | -া -া -া -া I
এ ক থা মি | ০ থ্যা অ তি ঘো ০ ০ র্ | ০ ০ ০ ০

র্সা র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা -র্ঋা র্ঋা -র্মা I -া -া -া -া | -া -া -া -া I
আ মি প র | দে ০ শী ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

র্জ্ঞা র্মা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্মা র্জ্ঞা র্ঋর্জ্ঞা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্সা র্সা -া -া I
হে থা নে ই | স জ ন ব ন্ ধু কে হ | মো র ০ ০

র্সা -র্জ্ঞা র্সা -র্সা | র্সা -র্জ্ঞা র্সা র্সা I ণর্সা র্সা ণা -দা | -া -া -া -া II
ন ই চো র্ | ন ই আ মি ন০ ই চো র্ | ০ ০ ০ ০

দ্রুতলয়ে

II সা -া | -র্সা -া -ধনা -া I ধপা -া | -া -া -ঋা -গা I
আ ০ ০ ০ ০ ০ হা ০ | ০ ০ ০ ০

গা -ঋা | গঋা -পা ঋা -া I গা -া | -া -া -া -া I
হ ০ | রি০ ০ ম ০ রি ০ | ০ ০ ০ ০

-গা	-পা	|	পা	-া	পা	-া	I	পা	-পা	|	পা	-া	পা	-জ্ঞা	I
ম	০	|	হে	ন্	ত্র	০		নি	ন্	|	দি	০	ত	০	
গা	-মা	|	গা	-া	-া	-া	I	গা	জ্ঞা	|	জ্ঞপা	-া	পা	-া	I
কা	ন্	|	ভি	০	০	০		উ	ন্	|	ন	০	ত	০	
জ্ঞা	-া	|	জ্ঞা	-া	গা	-া	I	না	-া	|	না	-া	না	না	I
দ	ব্	|	শ	০	ন	০		কা	০	|	রে	০	ব	ন্	
ধা	-া	|	পা	-া	পা	জ্ঞা	I	গা	-মা	|	গা	-া	-া	-া	I
দী	০	|	ক	০	রে	০		আ	০	|	নে	০	০	০	
সা	-রা	|	গা	গা	গা	-রা	I	রা	-সা		-া	-া	-া	-া	I
চো	০	|	রে	র্	ম	০		ভ	ন্		০	০	০	০	
সা	রা	|	-গা	-গা	গা	মা	I	রগা	-া	|	রসা	-া	-া	-া	I
ক	ঠি	|	ন	০	শৃ	ং		খ	০	|	লে	০	০	০	
পর্সা	-া	|	র্সা	-া	র্সা	-া	I	নর্সা	-া		র্সা	-া	র্সা	-া	I
শী	০	|	র	০	বা	০		লো	০		স	০	হ	০	
ধা	-না	|	ধা	-র্সা	-া	-া	I	ধা	-না		না	-া	-া	-া	I
চ	০	|	রী	০	০	০		বা	০		লো	০	০	০	

পা -ধা | ধা -া -া -া I পনা না না -া না -া I
বা ০ | লো ০ ০ ০ ব ন্ গে ০ ন ০

ধা ধা | পা -া পা -া I ঝা -ধা পা -পা ঝা -া I
গ ন্ | পা ০ লে ০ মো র্ না ম্ ক ০

গা -া | -া -া -া -া I সা রা গা -া গা -মা I
রি ০ | ০ ০ ০ ০ শ্যা মা ভা ০ কি ০

রগা -া | গা -া রা -া I রসা -া -া -া -া -া I
তে ০ | ছে ০ তা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

সা -পা পা -া পা -া I পা -া পা -া পা -ঝা I
ব ন্ দী ০ সা ০ থে ০ স ০ রে ০

পা -ঝা গা -ঝা -পা -া I পা পা ঝা -া গা -া I
এ ক্ রা ০ ব্ ০ আ সে রে ০ ন ০

সা -রা | গা -পা গা -মা I রগা গা | গা -া গা -া I
আ ০ | যা ব্ আ ০ ল রে | দূ ০ রা ০

রা -া | সা -া -া -া II
ক ০ | বি ০ ০ ০

বিলম্বিত লয়ে

II র্সা -র্গা র্গা র্রা -া -র্রা I র্সা -র্সা -া রা -া -গা I
স্ব ন্ দ রে ০ র ব ন্ ০ ধ ০ ন

মা -ধা পা পা -া -পা I মা -া -গা রা -গা সা I
নি ব্ ড় রে ০ র্ হা ০ ০ তে ০ ষু

রা -া -া গা -া -মগা I গা -মা -া -া -া -া I
চা ০ ০ বে ০ ০ কে ০ ০ ০ ০ ০

সা -মা -া -গা -মা -গা I -গা -পা -া -া -া -া I
কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা -া সা মা গা -মা I পা -পা পা ধা -া না I
নিঃ ০ স হা রে র্ অ শ্ রু বা ০ রি

র্সা -া র্গা র্রা -া -র্সা I র্সা -া -না ধা -ণা পা I
পী ০ ড়ি তে ০ র্ চ ০ ০ কে ০ মু

ধা -া -ণা ধা -পা -মা I ধপা -া -া | -মা -া -া I
ছা ০ ০ বে ০ ০ কে ০ ০ ০ ০ ০

সা -মা -া | -গা -মা -গা I -গা -পা -া | -া -া -া II
কে ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০

II পা -পা পা | -না ধা -না I র্সা র্সা -া | না ধা -না I
আ বৃ ত্তে | য ক ন্ | য নে ০ | হে য ০

র্সা র্সর্গা -র্গা | র্রা র্সনা -ধা I না র্সা -া | -া -া -া I
ব্য থি ত | ব ক্ষ০ ন্ | ধ রা ০ | ০ ০ ০

র্সা র্গা -া | র্রা -া -র্রা I র্সা র্সা র্সা | না ধা -না I
অ ভা ০ | বে ০ র্ | আ কু ল | ম নে ০

র্সা র্সর্গা র্গা | র্রা র্সনা র্সা I ধা পা -া | -মা -া -া I
বি ব রা | নে অ০ র্ | জ রা ০ | ০ ০ ০

সমা মা মা | মা মা -া I গমা মা মা | মা -া -া I
প্র ব লে | র উৎ ০ | পী ড় নে | কে ০ ০

সমা মা মা | মা -মা মা I মগা গা -পা | -া -া -া I
বাঁ০ চা বে | ছ বৃ ব | লে০ রে ০ | ০ ০ ০

ধা না র্সা | না না না I ধনা -না -া | ধা পা -া I
অ প মা | নি ত্তে রে | কা বৃ ০ | দ রা ০

সা -া সা | রা রা রা I সরা -া -া | -রা -গা -রা I
ব ০ কে | ল বে ত্তে | কে ০ ০ | ০ ০ ০

-গা -রা -গা | -গা -পা -া II II
০ ০ ০ | ০ ০ ০

ক্রমশঃ

অবতীর্ণ

নিশিকান্ত

(বাউল)

আঁধারের এই ধরণী আলোর লীলায় তুলব ভরি'।
আকাশের উদয়-চাঁদের স্বপন সুধায় পড়ব ঝরি'।
কে আমার মনের মাঝে
খোলে দ্বার মিলন সাঁঝে!
এ-সোনার শশীর পরশ দিলো আমায় উজল করি'।
সাজাবো ধূলার গলে পারিজাতের মালা গাঁথি',
বাজাবো বাঁশের বাঁশি সুদূর তারার সুরে সাধি'।
তোমাদের ক্ষণিক সুখে
বেদনের মলিন বুকে
এ-মনের অসীম পুলক-মাধুরী মোর দেব ধরি'।
দুধারের পথের কাঁটায় ফুল ফোটাবো বারে বারে।
হৃদয়ের সুরের সুবাস বাজবে ভুবন-বীণার তারে।
ভেঙেছি পাষাণ-কারা,
এনেছি প্লাবন-ধারা,
জ্বেলেছি জীবন দিয়ে মরণ-কালো বিভাবরী॥

সুর ও স্বরলিপি—দিলীপকুমার

বাউল—দাদ্‌রা

II পা | পা পা -া | ম্মা পা ধা I ধপা মগা -া | মা -া পা I
আঁ | ধা রে র | এ ই ধ র ণী ০ | ০ ০ আ

পা পা পা | পা -মধা না I র্সনা ধপা -া | -া -া II পা |
[illegible] | [illegible] I [illegible] | ০ ০ II আঁ |

+ 0 + 0
পা ধনা র্সর্রা | র্সা র্সা না I র্রা র্সা -া | র্গা র্রা -া I
কা শেo রo | উ দ য় চাঁ দে র | স প ন

+ 0 + 0
না র্সা -া | {না র্রা র্সা I র্সা র্রর্সা -না} | না র্সা না I
দু খা র | প ড় ব বি রিo o | প ড় ব

+ 0 + 0
ধা পা -া | ঝা -পা -ধা I -না -ধা -না | র্সা -া II
ব রি o | গো o o o o o | o o

[পা পা মগা]
II মা | গা মগা -া | মা পা -া I ধা মপা -া | -া -া ধা I
কে | আ মা র | ম নে র মা ঝে o | o o খো

[র্রা] [র্সপা ধপা]
র্সা র্সা -া | না র্সনা ধা I ধা পধা -পা | -া -া} {পা I
লে ছা র | মি ল ন্ গাঁ থেo o | o o এ

[ধপা র্রর্সা নর্সা পা ধা -া]
ধা ধা -া | ধা র্সপা র্সপা I ধা পা পা | পা পা -ধা I
লো মা র | শ রী র প র শ | দি লো o

[পা পা]
গমা মা পা | পা পা মা I মা পা -া | -া -া II
আ মা র | উ জ ল ভু বি o | o o

```
                    [মপা  |  মা  গমা  গমা ]   [মগা ]
{ সা  |  সা  রগা  -মা  |  গা  মগা  রা  I  গা  রা  -া  |  -া  -া  মা  I
  সা] |  জা  বো০   ০   |  ধূ  লা০  র     গ  লে  ০   |  ০   ০   পা
  ছু  |  ধা  রে০   ০   |  প  থে০   র     কাঁ  টা  র  |  ০   ০   ফুল্

                                        [জরা  জা ]
মা  মা  মা  |  গা  মগা  -রা  I  রা  রগা  -রগা  |  সা  -া } { সা  I
রি  জা  তের |  মা  লা০   ০      গাঁ  থি০   ০০   |  ০   ০      বা
কো  টা  বো  |  বা  রে০   ০      বা  রে০   ০০   |  ০   ০      ছ

   [মরা  মা  |  পা  ধপা  ধা ]       [পা  -া  |  র্সর্রা  র্গা ]
রা  মা  -া  |  পা  ধা  -া  I  র্সা  র্রা  -া  |  -র্গা  -া  র্রা  I
জা  বো  ০   |  বাঁ  শে  র     বাঁ   শি   ০   |  ০    ০   ছু
দ   রের্  ০  |  ছ   রে  র্     ছ    বা   ০   |  ০    স্  বাজ

র্সা  ণা  ধা  |  পা  মা  -গা  I  মা  পা  -া  |  -া  -া } { পা  I
দূর  তা  রার  |  ছ   রে  ০      সা  ধি  ০   |  ০   ০      তো
বে   সু  বন   |  বী  ণা  র      তা  রে  ০   |  ০   ০      তে

      [র্সর্রা   র্সা ]            [ণা ]
পা  ধনা  র্সা  |  না  র্সনা  ধা  I  না  ধা  -া  |  -া  -া  র্সা  I
মা  দে০   র   |  ক   পি০    ক     দু  খে  ০   |  ০   ০   বে
তে  ছি০   ০   |  পা  ষা০    ণ     কা  রা  ০   |  ০   ০   এ

[র্রা  র্সর্রা  র্গা  র্রা ]
র্রর্সা  র্গর্রা  -া  |  র্সা  র্সা  -া  I  ( না  ধনা  র্সনা  |  -ধপা  -া ) }  I
দ০   নে   র   |  দ   নি   ন      বু  কে০  ০০   |  ০০   ০
সে০  ছি   ০   |  প্রা  ব   ন      ধা  রা০  ০০   |  ০০   ০
```

না	ধা	-া	| পা	-ধা	-না I	ধা	-না	-র্সা	| -না	-র্সা	র্রা I
বু	কে	০	| গো	০	০	০	০	০	| ০	০	০
ধা	রা	০	| গো	০	০	০	০	০	| ০	০	০

-র্সা	র্রা	-র্গা	| -র্সা	-া	{র্সা I	র্সা	র্গা	র্মা	| র্গা	র্রা	র্সা I
০	০	০০	| ০	০	এ	ম	নে০	র	| অ	সী	ম
০	০	০০	| ০	০	জে	লে	ছি০	০	| জী	ব	ন

র্সা	না	-া	| পা	-া	ধা I	পা	মা	-া	| গা	গা	-মা I
পু	ষ্প	হ	| মা	০	ধু	রী	মো	০	| দে	বো	০
দি	নে	০	| ম	র	ণ	কা	লো	০	| দি	তা	০

[ধা}			[-া	-া]	
মা	পা	-া	| -পধা	-নর্সা	II II
থ	রি	০	| ০০	০০	
ব	রী	০	| ০০	০০	

গান

শ্রীমণীগোপাল চৌধুরী

রাত্রি যেমন গোপন পথে
আসে দিনের শেষে,
তেমনি তুমি এসো প্রিয়
এসো সুরের বেশে।

গানের প্রদীপ উঠবে জ্বলে,
আমার সকল পূজার ছলে,
আপনি হৃদয় উঠবে ফুটে
সুরের ফুলের বেশে।

দুঃখ অভাব ফুরাবে মোর
ফুরাবে মোর চাওয়া,
তোমার পূজার হোমানলে
ফুরাবে সব পাওয়া।

ডুবিয়ে দিয়ে আমার এখন,
তোমার মাঝে রইব মগন,
তোমার লীলায় ফুটব হ'য়ে
রইব পূজার বেশে।

সুর ও কথা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীতকে যদিও নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সংমিশ্রণরূপ "তৌর্য্যত্রিক" বলা হয়, তথাপি কণ্ঠ-সঙ্গীতই প্রধানতঃ "সঙ্গীত" নামে কথিত। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীনতার দিক দিয়ে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বৈদিক যুগে ঋক্ ছন্দে ও সাম-গানে এর প্রথম বিকাশ। বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ, সুতরাং সঙ্গীতের প্রাচীনতার আসনও অনেক উচ্চে। সঙ্গীত-শাস্ত্রকারগণ শব্দব্রহ্ম প্রণবকে সঙ্গীতের মূল বা ভিত্তি (foundation) বোলে নির্দ্দেশ কোরে থাকেন। নাদকে তাঁরা ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে দু'ভাগে বিভক্ত কোরেছেন। অব্যক্ত বা অনাহত নাদ, যা সঙ্গীতের আসল রূপ, তাকে সূক্ষ্ম কারণরূপে নির্দ্দেশ কোরে ব্যক্ত আহতকে স্থূলরূপে মানবের শ্রুতিগোচর 'সঙ্গীত' বোলে থাকেন।

পুরাণ ও গন্ধর্ব্ব শাস্ত্র মতে এ সঙ্গীত প্রথমে দেবাদিদেব মহাদেবের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট তা শিক্ষা কোরে ভরত, নারদ, রম্ভা, তুম্বুরু ও হুহু এ ছয় শিষ্যকে পুনরায় শিক্ষা দেন। মহর্ষি ভরত তারপর স্বর্গে দেবতা ও অপ্সরাগণের নিকট ও মর্ত্ত্যে গন্ধর্ব্ব সমাজে প্রচার করেন। মার্গ ও দেশী—এ দু'রকমে সঙ্গীত বিভক্ত এজন্য।

এ ছাড়া সঙ্গীত শাস্ত্রে পাই, তত্ত্ববিদ্ ঋষিগণ প্রকৃতির সহচর পশু পক্ষীর অভিন্ন স্বর হোতে ষড়জাদি সপ্তস্বর আবিষ্কার কোরেছেন। এ সপ্তস্বর আবার আদি গুরু মহাদেবের পঞ্চ মুখ দিয়ে পঞ্চরূপে নিঃসৃত হোয়ে পঞ্চ রাগ—শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম ও মেঘরূপে আবির্ভূত হয় ও দেবী পার্ব্বতী নটনারায়ণ রাগ প্রকাশ করেন। মহাদেব ও দেবীই এ আদি ছ' রাগের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা, … । ব্রহ্মা ও ভরতাদি শিষ্যগণ আবার পরে বিস্তার, রূপ ও ধ্যান ভেদে ছত্রিশটী রাগিণী সৃষ্টি করেন বোলে মনে হয়। পরবর্ত্তী কালে শাস্ত্রীয় ও দেশী ভেদে রাগ-রাগিণীর সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হোয়েছিল।

* * * *

এখন স্বতঃই মনে হয়, এ সঙ্গীত স্বর বা সুর মাত্রেই পর্য্যবসিত ছিল তখন, অথবা ভাষাও সংযোজিত হোয়েছিল এতে। শাস্ত্র মতে ছ' রাগের উৎপত্তি-রহস্যের আলোচনায় ভৈরবাদি রাগ মাত্র স্বর মূর্ত্তিতেই বর্ত্তমান ছিল বোলে অনুমান করা যায়; কারণ আজিও ভৈরবাদির পরিচয় পেয়ে থাকি আমরা এই স্বরাবলীর মধ্য দিয়েই। ঠাটই রাগের যথার্থ মূর্ত্তি, বিস্তারে তা রূপায়িত ও লীলায়িত হোয়ে ওঠে মাত্র। ভাষার সেখানে প্রয়োজন নাই, স্বর বা সুরই রাগের প্রাণের পরিচয় বোলে দেয় রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তিকে সাধকের মানস-পটে প্রকটিত কোরে। তাই ভাষার কোন চিহ্নই ছিল না বোলে মনে হয় আদি কালে।

কিন্তু তারপরই মহর্ষি ভরত যখন দেবতা, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব সমাজে নাদ-বিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেন বাদ্য ও নৃত্যের সংমিশ্রণে, তখনই মনে হয়, মাত্র স্বর সঙ্গীতকে সুন্দর কোরে ফুটিয়ে তুলেনি সেখানে, ভাষাও ছিল তার সঙ্গে। দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার অন্যতম ছাত্র, নানাবিধ রাগ-রাগিণীতে হরিগুণানুগান কর্ত্তেন তিনি বীণার সুরে, পুরাণ তা সাক্ষ্য দেয়; কাজেই গুণ-কীর্ত্তনে ভাষার আভাস বেশ ভাল ভাবেই অনুমান কর্ত্তে পারি আমরা। সুতরাং রাগ-রাগিণীর সৃষ্টির আদিকালে ভাষার মিশ্রণ না থাকিলেও সুরে, পরবর্ত্তীকালে ভরত নারদাদি শিষ্যগণের সমাজে যে রাগ-রাগিণীতে ভাষা সংযোজিত হোয়েছিল, তা

ছাড়া ঋষি কণ্ঠে 'উদ্গান' ধ্বনিত হোত যখন বৈদিক যুগে; ঋক্ ও সাম ছন্দ গীত হোত সুরের সাহায্যে।

আরও একটু ভেবে দেখলে দেখা যায়, ভাষা ব্যতীত কোন জিনিষেরই মর্ম্মটুকু যখন নিতে পারিনি আমরা সহজে, তখন ভাষার উপকারিতা অবশ্যই আছে বোঝা-ধরার জন্যে। শুদ্ধ সঙ্গীতের আসল উপকরণ স্বরসমষ্টি হোলেও, সর্ব্বসাধারণের অন্তঃস্থলে তা ঠিক আঘাত দিতে পারে না। মাত্র সুরের মাঝে সঙ্গীতকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না শ্রোতা, এজন্য ভাবটুকু ধরা ও বোঝার জন্য সুরের সঙ্গে ভাষার মিশ্রণ অবশ্যই করতে হবে। বঙ্গদেশের কাণে উৎকল-সঙ্গীত ধ্বনিত হোলেও আদরণীয় হয় না তা যেমন, উৎকলবাসীদের পক্ষে বাংলা সঙ্গীত তাই এবং কারণও তার অনুমেয় সহজে। ধরিতার আমরা ভাষার; উচ্চারণের একটু এধার ওধার হোলেই হয় সব গণ্ডগোল, ভাব ধরা অসম্ভব হোয়ে ওঠে। তাই সুপরিচিত ভাষাকে সংযুক্ত করলেই সুরে, আকৃষ্ট করে তা শ্রোতার চিত্তকে সহজে। সুর তার কাণে ভাল লাগলেও, ভাষা দিয়ে সুরকে আরও ভাল কোরে ধরতে যা চিনতে পারে সে।

কিন্তু এ কথা কতটুকু সত্য, এবার তা দেখতে চেষ্টা করব আমরা। ভাষাহীন সঙ্গীত মানুষের চিত্তকে হরণ করতে পারে না—একথা যদি সত্য হয়, তবে মানুষের চেয়ে হীন স্তরের জন্তু হরিণকে বাঁশীর স্বর পাগল করে কেন? শুধু পাগল নয়, প্রাণকেও বিসর্জ্জন করে সুরের জন্যে। বাঁশীর স্বরে ত হরিণের ভাষা থাকে না, কিন্তু হরিণ তাতে আত্মভোলা হয় কোন্ যাদু-মন্ত্রের অনুপ্রেরণায়? সুদূর পল্লব ছায়ার অন্তরালে কোকিল যখন গান করে, মর্ম্মের অন্তরে তা শেল বিদ্ধ করে, কবি আত্মহারা হয় তাতে, প্রোষিতভর্ত্তৃকা চোখের জল মোছে বিষাদে। কোকিলের গানে ত মানুষের ভাষা থাকে না, তবে কোন্ অলক্ষ্য প্রেরণা নিহিত থাকে তাতে? মনে হয় তাই, সুরে অন্ত

ভাষার প্রয়োজন মোটেই নাই, নিজেরই এক গোপন ভাষা আছে সুরের, সেটা অন্তরের, কথা কয় তা পশু-পক্ষী-মানবের অন্তরে অন্তরেই! হিংস্র সর্প মোহিত হয় যে যাদু মন্ত্রে খলতা তার সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে, সে যাদুমন্ত্র জাল বোনা থাকে সুরের মাঝেই! সুর স্বর্গীয়—স্বাধীন, সে কারো অপেক্ষা রাখে না তাকে বিমোহনরূপে সাজিয়ে তোলবার জন্যে। আপন মোহিনী মূর্ত্তি নিয়ে যখনি উপস্থিত হয় সে শ্রোতার দরবারে, তখন স্বতই মোহিত হোয়ে পড়ে শ্রোতা তাতে আপনাকে ভুলে, ভাষার স্থান কোথা সেখানে? যদি বল আছে ভাষা সেখানে অজানিত গোপনে, তবে বলব তা বাহিরের নয়, অন্তরের!

তাই বলি, যথার্থ সঙ্গীতে কথা বা ভাষার প্রয়োজন আদৌ নাই তাকে পরিচিত করাবার জন্যে। সঙ্গীত অর্থেই 'সুর'। এ সুরকে সঙ্গীত-শাস্ত্র অব্যক্ত নাদ বোলেছেন। সুররূপী ভগবান সঙ্গীত-মার্গের সগুণ ব্রহ্ম, মানুষ ক্রমে মুক্তির দ্বারেই উপস্থিত হয় তার উপাসনায়। কাজেই সুরের স্থান অনেক উচ্চে।

সঙ্গীত-শাস্ত্রে 'সঙ্গীত' বলতে রাগ-রাগিণী ও তাদের বিস্তার বা আলাপকে লক্ষ্য করা হোয়েছে। সুরকে সর্ব্বসাধারণের বোঝা-ধরার জন্যে ভাষা সংযোজিত হয় মাত্র। প্রতি রাগ-রাগিণীর ঠাটই তার মূর্ত্তি; সাধকের কণ্ঠে ঠিক ঠিক ধ্বনিত হোলে তা প্রকটিত হয় স্বরূপে, বাতাসের অনু-পরমাণুতে তাদের প্রেরণা তার কম্পিত হয় ও সে কম্পন পরে মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত কোরে রাগ-রাগিণীর ভাব-মূর্ত্তি গঠন করে। এ মূর্ত্তি সম্পূর্ণ হোলেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ এক বিচ্ছুরিত হয় তা হোতে যা সাধক ও শ্রোতাকে আত্মহারা করে নিবিড় কোরে।

ঋতু, যাম ও কাল হিসাবে রাগ-রাগিণীগুলির ঠাট বা মূর্ত্তি আমার গঠিত। সমস্ত রাগ-রাগিণীই মূর্ত্তিতে ও বিভিন্ন ভাবধারী এজন্য, কিন্তু একই আনন্দধারার

জনক। এ আনন্দ পেতে হোলে রাগ-রাগিণীকে চিন্‌তে হবে সাধককে, বিনা সাধনায় স্বরের মর্মস্থল ভেদ কোরে সে আনন্দের সন্ধানলাভ অসম্ভব, প্রচেষ্টাও বাতুলতা মাত্র। এই যে স্বর শুনে তার রস উপলব্ধি করতে পারিনি আমরা, তার কারণ আর কিছুই নয়, স্বরের সঙ্গে ঠিক ঠিক পরিচিত হোতে পারি না বোলে। সাধারণ আমরা—স্বরের পরিচয় নিই আনন্দ পাবার জন্তে ভাষার মধ্য দিয়ে, কিন্তু বোঝা উচিত, যথার্থ স্বরের প্রাণের পরিচয় পায় না শ্রোতা তাতে মুগ্ধ হোয়ে আনন্দ পায় প্রধানতঃ সুললিত ভাষা বা কথার জন্তেই, স্বর হোতে নয়। কথার মারফতে স্বর চিন্‌তে গেলেই স্বর হয় সেখানে সহকারী ও পরাধীন, ছন্দের লালিত্যকেই সে ফুটিয়ে তোলে তখন শ্রোতাকে আনন্দের অধিকারী করতে, আপনার রূপকে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি—স্বর স্বাধীন। সে ভাব, প্রেরণা বা আনন্দের উদ্বোধনার জন্যে অন্ত কারো সাহায্য নেয় না; নিলে বুঝতে হবে তা সঙ্গীত নয় অথবা সঙ্গীতের রূপ ও মাধুর্য্য সেখানে বিকৃত সম্পূর্ণ!

এই সেদিনের কথা, মুসলমানদের রাজত্বকালেও রচয়িতাগণ গান রচনা করতেন স্বরের স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ রক্ষা কোরে। তাতে কথা হোত কম, কিন্তু স্বরে থাকত ভরপুর। সদারঙ, অদারঙ অচপল, কদর ও সনদাদির গান রচনা কৌশল লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান্ হয়। আজকালকার রচনা-প্রণালী কিন্ত অন্ত রকমের। আজকাল গান রচিত হোল প্রথমে, সংযোজিত হোল ছন্দ ও ভাবের অনুযায়ী তাতে পরে। এ রচনা যেমন ভাল এক দিক দিয়ে, মন্দও তেমন অপর দিক দিয়ে। কবিতা বা গানের রচনা হয়ত হোল ভাল, কিন্তু স্বর হোল অচল, অসুন্দর ও অঙ্গহীন। তা' ছাড়া স্বর হয় সেখানে পরাধীন—রচনার খাতিরে কথার অনুযায়ী দিতে হয় জোড়ে। . প্রকৃত কিন্তু স্বরকে প্রধান ও স্বাধীন রাখাই সঙ্গীতের লক্ষ্য এবং তাতেই তার সার্থকতা, অন্যথা স্বরকে কথার দাসত্ব কোরে মরণোন্মুখীই হোতে হয় চিরদিন!

তারপর স্বরের ব্যবধানে যে শ্রুতি, গমক, মীড় ও অলঙ্কারাদি আছে, সেগুলিকেও অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে হবে স্বরের বা রাগ-রাগিণীর পূর্ণ মূর্ত্তিটীকে ফুটিয়ে তোলার জন্তে। কথার আবশ্যকতা স্বরের মাঝে আছে এজন্ত যে, স্বরের মধ্য হোতে ভাব সংগ্রহ কোরে আনন্দের আস্বাদন লাভ করতে সক্ষম হয় না শ্রোতা, তাই তাকে আরও পরিষ্কার কোরে দেয় কথা স্বরের গ্রহণ শক্তিটীর সাহায্যকারীরূপে। চর্চ্চাহীনতা অবশ্য এ জন্তে দায়ী অনেকাংশে। তারপর এও খুব সত্য যে, স্বরের যথার্থ ভাষা দেবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বর-সাধকের। সাধকের হৃদয়ে ভাব ও অনুপ্রেরণা যদি না থাকে, তবে স্বর স্বয়ং জীবন্ত হোলেও তা মৃতবৎ প্রতীয়মান হয় অনুপ্রেরণার অভাবে। বর্ত্তমানে সত্য কোরে বল্‌তে গেলে কি, এ দোষেই দোষী আমরা অনেকে। ধ্রুপদ, খেয়ালাদি সঙ্গীত তান ও বাঁটের চাপে আমরা এমনিভাবে গাইতে অভ্যস্ত যে, শ্রোতার রুচিকর না হোয়ে বরং অরুচিরই তা কারণ হোয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের রুচিও অনেকটা ওদিক হোতে সরে এসেছে একজে। রাগ-রাগিণী আলাপ করলেই ত্রস্ত হোয়ে ওঠেন তাঁরা। তবে রুচির ধারা অবশ্য আজকাল অনেকটা ফিরতে সুরু হোয়েছে বোলে মনে হয়।

পরিশেষে আমরা এই বোলেই প্রবন্ধ শেষ করব যে, কাব্য ও সঙ্গীত একই অনাবিল আনন্দের আকর হোলেও, বস্তুতঃ দুটী আলাদা। কাব্য ছন্দ ও ভাবময়, পাগল করা প্রেরণা তার পশ্চাতে, কল্পনার সুখময় স্মৃতিজালে বিজড়িত, আর সঙ্গীত হোচ্ছে ভাব ও স্বরময়, অফুরন্ত আনন্দ ও শান্তির প্রস্রবণ। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য যথেষ্ট, কিন্তু পার্থক্যও অনেক, একই স্রোতস্বিনীর উভয় কূল হোলেও প্রভেদ উভয়ে বিস্তর। একের ভূষণ করা ও

ছন্দ, অথবার পূর্ণ হয়। সঙ্গীতে ছন্দ থাকলেও তা কথা ও ছন্দের পরিবেশ নিয়ে, আসল সুরে নয়। আসল সুরই 'সঙ্গীত', তাতে কথা সংযোজন বাহুল্য মাত্র। তার নিজের ভাষা ও ভাবেই সে নিজে ভরপুর, কথা না দিলেও সে অটুটই থাকে! প্রকৃতির শ্যামল সজ্জা ও উদ্বেলিত বারিধিবক্ষে উত্তাল তরঙ্গরাশি দর্শনে আনন্দ যতই মানুষকে যেমন অভিভূত করে, কারণ তার নির্দেশ করতে লোকে দিলে না, স্বভাবই সেখানে প্রবল। সুর শ্রবণেও যেরূপ পশু-পক্ষী ও মানব তাতে স্বতঃ বিমুগ্ধ হয় কেন? তার উত্তর মিলে না। সুর বা সঙ্গীতের সম্পদ, তাতে তার নিজেকে পরিচয় দেবার জন্যে কথা বা ছন্দের প্রয়োজন নাই, তবে প্রয়োজন হয় সেখানে, যেখানে মানুষ তাকে ঠিক ঠিক ধরতে পারে না। কিন্তু তা হোলেও সে না ধরার জন্য কী সুর বা সঙ্গীত দায়ী? তা কেন? দৃষ্টিশক্তি-হীনতার জন্য সুরেখিত নক্ষত্রমালার অস্তিত্ব কোন কালেই অস্বীকার করা হয় না। সুন্দরকে অসুন্দর বোলে দাবী করতে গেলেই বুঝতে হবে সেখানে ত্রুটী আছে এবং সে ত্রুটী করার জন্য দায়ী কর্ত্তাই, সৌন্দর্য্য নয়। তাই বলি, সুর বা সঙ্গীতকে যথার্থ যে চিনে বা চিনতে চেষ্টা করে, সুর তারি কাছে আপন রহস্য প্রকটিত করে মাত্র, অন্যের কাছে বেদান্তের মায়ার মত চিরদিন রহস্যাবৃত ও অনির্ব্বচনীয়ই থেকে যায়।

ঐক্যতানিক গৎ

মিশ্র হিন্দোল বেহাগ—ত্রিতালা

রচনা—শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ

II {র্সা না ধা পা | -া (ক্সা পা) ক্সা গা -া | ক্সা ধা -া না | র্সা -া (ধা ক্সা) I -া -া I

ক্সা ধা না ধা | ক্সা গা ক্সা ধা | না ধা র্সা না | র্গা র্সা না ধা I

পা ক্সা গা মা | গা রা সা ন্‌া | প্‌া ন্‌া সা গা | ক্সা ধা না ধা II

II {গা -া ক্সা ধা | না ধা র্সা না I র্গা র্সা না ধা | র্সা -া -া -া}|

র্ক্সা র্সা র্গা র্ক্সা | র্পা র্ক্সা র্গা র্ক্সা I র্গা -া -া -া | ধা র্সা না ধা|

পা ক্সা গা মা | গা -া -া -া I সা গা ক্সা ধা | না ধা র্সা না|

[illegible] ধা | ক্সা গা -া ধা II II

স্বরলিপি

মালগুঞ্জ—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

এ কি মোর অবহেলা সুন্দর হে ?	এ কি তব পরাজয় সুন্দর হে ?
নহে গো নহে, নহে গো নহে ।	নহে গো নহে, নহে গো নহে ।
যখনি ফিরানু মুখ	তোমার বিদায় সনে
ভাঙিয়া গিয়াছে বুক	ফুলশেষ মোর বনে
মিনতি চু আঁখি প্লাবি' গেল যে ব'হে ।	ফিরে এস নাথ প্রাণ কাঁদিয়া কহে ॥

কথা—শ্রীসুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ | সুর—শ্রীঅনিলভূষণ বাগচী

স্বরলিপি—শ্রীনলিনীকান্ত লাহিড়ী

আস্থায়ী

[জ্ঞা রসা]

II {সা সা ধ্‌সরমা -জ্ঞরসা	সরা রজ্ঞরসা ণ্‌ধ্‌া ণ্‌া	সা -গা গা মা	গমা -পমা -গা -মা}	I
এ কি মো০০০. ০০র্‌	অ০ ব০০০হে০ লা	সু ন্‌ দ র	হে০ ০০ ০ ০	

মা -ধা ধা ধা	ধর্সা -ণর্সা -ধণা -ধমা	মা জ্ঞা রা রমজ্ঞা	সা -া -া -া	II
ন হে গো ন	হে০ ০০ ০০ ০০	ন হে গো ন০০	হে ০ ০ ০	

অন্তরা

II {মা মা ণধা ণা	র্সা র্সা র্সা -র্সা	র্রা -র্জ্ঞা র্রা -র্সা	না র্রর্সা ণা -ধা}	I
য খ নি০ ফি	রা নু মু খ	ভা ঙি য়া গি	য়া ছে০ বু ক্‌	

র্সা র্সা র্সা র্সা	ণা ণা ধা ণধপমা	গা মা পা ধপা	মা -গপমা -জ্ঞরা -সা	II
মি ন তি চু	আঁ খি প্লা বি০০০	গে ল যে ব০	হে ০০০ ০০ ০	

সঞ্চারী

II সা সা ধ্পরমা জ্ঞরসা | সরা রজ্ঞরনা ণ্ধা ণ্ | ধ্ -ণ্ সা ন্ | সা -া -া -া I
এ কি ভ০০০ ব০০ | প০রা০০০ অ০ র | সু ন্ দ র | হে ০ ০ ০

মা -ধা ধা ধা | ধর্সা -ণর্সা -ধণা -ধমা | মা -জ্ঞা রা রমজ্ঞা | সা -া -া -া II
ন হে গো ন | হে০ ০০ ০০ ০০ | ন হে গো ন০০ | হে ০ ০ ০

আভোগ

II {মা মা ণধা ণা | র্সা র্সা র্সা -র্সা | র্রা র্জ্ঞা র্রা -র্সা | না -র্রর্সা ণা ধা I
তো মা র০ বি | দা য় স নে | ফু ল শে ষ্ | মো ০র্ ব নে

র্সা র্সা র্সা র্সা | ণা ণা ধা -ণধপমা | গা মা পা ধপা | মা -গপমা -জ্ঞরা -সা II
কি রে এ স | না থ প্রা ০০০ণ্ | কাঁ দি য়া ক০ | হে ০০০ ০০ ০

গান

শ্রীঅমরজিৎ মৌলিক, এম-এ

সীমার সীমা অসীম হোলো বাঁধন টুটে
ফুল কুঁড়ি যে উঠ্‌লে ফুটে ফোটার পানে,
যে চোখে হায় ছড়িয়ে ছিলো ঘুমের নেশা
সে চেয়ে রয় উল্লাসে ওই আকাশ পানে।

অরূপ তুমি রূপের মাঝে পড়লে ধরা
গন্ধে সে যে পাগল হোলো বসুন্ধরা,
জীবন লাগি মরণ কাঁদে চরণ তলে
নিখিল খুশি পূর্ণ হোলো তোমার দানে।

তোমায় ঘিরে মৌমাছিদের গুঞ্জরণ
কারণে অকারণে দিয়ে যায় শিহরণ
কী বেদনায় সজল দুটী নয়ন তারা
নীড় হারা এ বনের পাখীর কেবা জানে।

স্বরলিপি

ভীমপলশ্রী—ত্রিতাল

চোলন মাণ্ডে গয়ে আঁইবে।
ম্যায় তো তাণ্ডি সাতারি যাউঁ॥
ম্যায় তো তাণ্ডি রহত কাঁন্দি,
কভি তো দরশ দেখাইবে॥

প্রাপ্ত—ওস্তাদ খলিফা বাদল খাঁ

স্বরলিপি—শ্রীজীবনচন্দ্র উপাধ্যায়

আস্থায়ী

০ | ১ | + | ৩
ণ্সা -জ্ঞমপা II মা জ্ঞা মা -জ্ঞা | রা -সা রা ণ্। | সা -া মা -া | জ্ঞরা -সা
চো০ ০০০ ল ন মা ০ | ণ্ডে ০ গ য়ে | আ০ ইঁ ০ | বে০ ০

০ | ১ | + | ৩
পা -মা -জ্ঞা মা | পা -ণা র্সা -া | ণা ধা পা পণা | -মপা মা
ম্যা ০ য্ ভো | তাঁ ০ ণ্ডি ০ | সা তা রি যা০ | ০০ উঁ

অন্তরা

০ | ১ | + | ৩
II পা -মা -জ্ঞা মা | পা -ণা র্সা -া | ণা র্সা র্জ্ঞা -া | র্রা -া র্সা -া I
ম্যা ০ য্ তে | তাঁ ০ ণ্ডি ০ | র হ ত ০ | কাঁন্ ০ দি ০

০ | ১ | + | ৩
পা ণা -া ণা | পা ণা র্সা র্সা | পণা -পম! -পণা -র্সরা | র্সণা ধপা মজ্ঞা I পা...
ক ভি ০ তো | দ র শ দে | খা০ ০০ ০০ ০০ | ই০ ০০ বে০ ০...

তান

+ | ৩
১। ণ্সা -জ্ঞমা -পণা -র্সরা | -র্সণা -ধপা -মজ্ঞা -রসা II
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০

০ | ১ | + | ৩
২। ণ্সা -জ্ঞমা -জ্ঞরা -জ্ঞমা | -পণা -ধপা -মপা -ণর্সা | -র্রসা -র্জ্ঞরা -র্সণা -ধপা | -মজ্ঞা -রসা
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০

বোলতান

	০	১	+	৩
১।	র্সর্রা -র্সর্রা র্সণা ধপা	মপা -ণণা ধপা -মপা	জ্ঞমা পমা -জ্ঞমা জ্ঞরা	সরা ণ্সা
	চো০ ০০ দ০ ন০	মা০ ০০ শে০ ০০	গ০ রে০ ০০ আ০	ই০ বে০

	০	১	+
২।	ণ্সা -জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা রসা	মপা ণা ণণা -ধপা	ণর্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞর্জ্ঞা -র্রর্সা
	চো৴ ০ দ০ ন০	মা০ ণ্ ছে৴ ০০	গ০ ০ রে০ ০০

৩	০	১
মপা ণা -ণণা -ধপা	জ্ঞা -পা -মা -জ্ঞরা	-সরা -ণ্সা
আ০ ই ০০ ০০	বে ০ ০ ০০	০০ ০০

অথ রাগ লক্ষণম্

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

১৩৪১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় উল্লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া পুনরায় অগ্রহায়ণের সংখ্যায় নানা শাস্ত্রের মত উল্লেখপূর্ব্বক নানা রকম রাগ-রাগিণীর সংজ্ঞা এবং তৎপ্রতি হেতুবাদও প্রদর্শন করিয়াছি। কোন কোন রাগ, মুসলমান বাদশাহদের আমলে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল কিন্তু কেন যে বর্ত্তমানে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া রাগের পরিবারবর্গ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে অসম্পূর্ণ মনে হইতেছে সুতরাং বিস্তৃতভাবে তাহা এই সংখ্যায় নির্দ্দেশ করিতেছি।

ব্রহ্মার মত অনুসারে রাগ

শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, মেঘ ও বৃহন্নট বা নটনারায়ণ।

শ্রীরাগের ভার্য্যা—মালব, শ্রী, ত্রিবণী, কেদারী, মধু-মাধবী ও পাহাড়ী।

বসন্ত রাগের ভার্য্যা—দেশী, দেবগিরী, বৈরাটী, টোরিকা, ললিতা ও হিন্দোলী।

পঞ্চম রাগের ভার্য্যা—বিভাষা, ভূপালী, কর্ণাটী, পাট হংসিকা, মালবী ও পটমঞ্জরী।

ভৈরব রাগের ভার্য্যা—ভৈরবী, বাঙ্গালী, সৈন্ধবী, রামকেলী, গুর্জ্জরী ও গুণকিরী।

মেঘ রাগের ভার্য্যা—মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিক, গান্ধারী ও হরশৃঙ্গার।

নটনারায়ণের ভার্য্যা—কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী ও হাম্বীর।

ভরত মতে ছয় রাগ ও প্রত্যেকের ছয়টি করিয়া ভার্য্যা—

ভৈরব রাগের ভার্য্যা—বাঙ্গালী, ভৈরবী, মধ্যমা, সিন্ধুরী, মধু-মাধবী ও বিরারী।

মালকোষের ভার্য্যা—টোড়ী, মাম, খাম্বাবতী, গুণ-কেলী, গৌরী ও ককুভা।

হিন্দোল রাগের ভার্য্যা—রামকেলী, বেহাগড়া, বেলা-বলী, পটমঞ্জরী, ললিতা ও দেশাখ।

দীপক রাগের ভার্য্যা—দেশী, কামোদী, কেদারা, কাহ্নী, নট ও কানাড়া।

মেঘ রাগের ভার্য্যা—দেশকার, গুর্জ্জরী, ভূপালী, সুরট, মল্লার ও টঙ্ক।

শ্রী রাগের ভার্য্যা—দেবগান্ধার, বসন্ত, আসোয়ারী, মালবী, ধানশ্রী ও মালশ্রী।

হনুমন্ত মতানুসারে ছয় রাগের প্রত্যেকের পাঁচ পাঁচটি ভার্য্যার নাম।

ভৈরব রাগের ভার্য্যা—বরাটী, মধ্যমাদী, ভৈরবী, সৈন্ধবী ও বাঙ্গালী।

মালব রাগের ভার্য্যা—টোরী, গৌরী, গন্ডাক্রী, খাম্বাবতী ও কুকুভা।

শ্রীরাগের ভার্য্যা—মলয়াশ্রী, মারভী, ধানশ্রী, বাসন্তী ও আসোয়ারী।

হিন্দোল রাগের ভার্য্যা—রামক্রী, দেশাক্ষী, ললিত, বেলাবলী ও পটমঞ্জরী।

দীপক রাগের ভার্য্যা—দেশী, কাম্বোদী, নেত্রা, কেদারী ও কর্ণাটী।

মেঘ রাগের ভার্য্যা—টৈকা, মল্লারী, গুর্জ্জরী, ভূপালী ও দেশাক্রী।

কল্পিত রাগিণী সকল তৎ তৎ রাগকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ যে রাগের যে পত্নী সেই রাগের কিয়দ্ভাগ ছায়া সেই রাগিণীর কোন স্থানে না কোন স্থানে পাওয়া যায়।

ভৈরব রাগের পুত্র—দেওসাক, নট, বিভাস, শ্যাম, টোল ও অজয় পাল।

ভৈরব রাগ পুত্রের সখা—কালাংড়া।

ভৈরব রাগের পুত্রবধূ—যোগিয়া, রিখত, আশিনী, রেওয়া, বহুলা, ভোটিয়াল।

ভৈরব রাগ পুত্রবধূর সখী—সুহা।

মালকোষ রাগের পুত্র—গান্ধার, ছায়ানট, শুদ্ধনট, কেদার নট, সাবন্দ নট, গৌরনট।

মালকোষ রাগ-পুত্রের সখা—খাম্বাজ।

মালকোষের পুত্রবধূ—কোশক, মাঝ, লীলাবতী, শ্যাম পুরবী, বাগেশ্রী, বেলাবলী।

মালকোষ রাগের-পুত্রবধূর সখী—দেশকেলী।

হিন্দোল রাগের পুত্র—সাহানা, মনোখ্যান, মালোয়া, কাণর গৌড়, কল্যাণ ও শুদ্ধ।

হিন্দোল রাগ-পুত্রের সখা—বেহাগড়া।

হিন্দোল রাগের পুত্রবধূ—বাসন্তী, বাহার, জয়ন্তী, ললিত, ইমন, পরমানন্দ।

হিন্দোল রাগ-পুত্রবধূর সখী—রূপশ্রী।

দীপক রাগের পুত্র—নট, কানাড়া, বারোঁয়া, গারা, খাম্বাজ, ইমন, কেদারা।

দীপক রাগ-পুত্রের সখা—শ্যামকল্যাণ।

দীপক রাগের পুত্রবধূ—মিয়ামল্লার, পরদীপকী, মাম্বারী, মালীগৌরা, মালাবতী, পলাশ।

দীপক রাগপুত্রবধূর সখী—ঠুংরী।

শ্রীরাগের পুত্র—তিলক, কামোদ, পূরিয়া, কানাড়া, শ্যামরাম, কামোদ নট, পঞ্চম, জয়েন্ত-কল্যাণ।

শ্রীরাগ পুত্রের সখা—কামোদ কল্যাণ।

শ্রীরাগের পুত্রবধূ—ভরোটি, ললিত, গৌরী, পূরিয়া, আসোয়ারী, শ্যামবরারী, পূরিয়া, টোড়ি, হাম্বির, কল্যাণ।

শ্রীরাগ পুত্রবধূর সখী—নটনারায়ণ।

মেঘ রাগের পুত্র—গৌড়, গৌড়-মল্লার, সিন্ধুরা, বড়হংস, শঙ্করাভরণ, জয়েত।

এই রাগ পুত্রের সখা—সম্পত।

মেঘ রাগের পুত্রবধূ—দেশী, টোড়ি, নটমল্লার, আড়ানা, সামন্ত, ছায়া ও নাগধ্বনি।

মেঘরাগের পুত্রবধূর সখী—গৌরা।

মতান্তরে

ভৈরব রাগের পুত্র—কোষক, অজয় পাল, শ্যাম, খরতাপ, শুদ্ধ, ঢোল।

ভৈরব রাগ পুত্রের সখা—বসন্ত।

ভৈরব রাগের পুত্রবধূ—অঙ্গী, রেওয়া, রহলা, মোহিনী, রাজলী ও সূহা।

ভৈরব রাগ পুত্রের সখা—গান্ধার।

মালকোষ রাগের পুত্রবধূ—শ্যাম, পূরবী, লীলাবতী, গৌরসারঙ্গ, পুরিয়া, বেলাবলী, সুঘরাই।

মালকোষ রাগ-পুত্রবধূর সখী—সারঙ্গ।

হিন্দোল রাগের পুত্র—মালোয়া, সাহানা, মনোধ্যান, কল্যাণ, কানর, গৌর, ইমন-কল্যাণ।

হিন্দোল রাগ পুত্রের সখা—পঞ্চম।

হিন্দোল রাগের পুত্রবধূ—দেওগিরি, জয়েন্তী, ত্রিবণ, পরদীপকী, পূরবী, মারুর।

হিন্দোল পুত্রবধূর সখী—বাসন্তী।

দীপকরাগের পুত্র—ইমন-কেদারা, কেদার-কল্যাণ, জয়েত-কল্যাণ, কামোদ-কল্যাণ, হাম্বির-কল্যাণ, শ্যাম-কল্যাণ।

দীপক রাগ পুত্রের সখা—বহু।

দীপক রাগের পুত্রবধূ—পুরিয়া, ধানশ্রী, চৌরাষ্টকী, ভাখারী, মলয়েহা, কানড়া, আভীরী, অঙ্গী।

দীপক রাগ পুত্রবধূর সখী—ভীমপলশ্রী।

মেঘরাগের পুত্র—নট, সিন্ধোরা, সামন্ত, ছায়া, আড়ানা, ও সম্পত।

ঐ রাগপুত্রের সখা—গৌর।

মেঘরাগের পুত্রবধূ—পুরিয়া, আসোয়ারী, শ্যামবরারী, জয়েতশ্রী, দেশী টোরী, বাহার, পুরিয়া টোরী।

মেঘরাগ পুত্রবধূর সখী—নটপলশ্রী।

শ্রীরাগের পুত্র—শ্যামরাগ, পুরিয়া, কানাড়া, বাগেশ্রী, গোড়, কামোদ-নট, তিলক-কামোদ।

শ্রীরাগ পুত্রের সখা—শঙ্করাভরণ।

শ্রীরাগের পুত্রবধূ—বিজয়া, জয়জয়ন্তী, সরস্বতী, নট-মল্লারী, পরজ, বিখারা।

শ্রীরাগ পুত্রবধূর সখী—কোলাহল।

কল্লিনাথের মতে ভৈরবরাগের পুত্র—রাম, বট, মধু, গান্ধার, হর্ষ, বাঙ্গালী, দেশাখ্যা, সুভা।

মালকোষ রাগের পুত্র—মাধব, শোভন, সিন্ধু, মারু-মোবাড়, কুন্তল, কুলিঙ্গ, সোম।

হিন্দোল রাগের পুত্র—আভীর, শুভ্র, ধবল, চন্দ্রকোশ, বিমোহক, চন্দ্রকান্ত, স্নেহ, বেদ।

দীপকরাগের পুত্র—মাচা, নায়ক, আড়ানা, শঙ্করা, কানড়া, বিহাগড়া, নট, কেদার।

শ্রীরাগের পুত্র—মালোয়া, পূরবী, শ্যাম, হেম, সোম, হাম্বির, ভূপালী, জয়েত।

মেঘরাগের পুত্র—মল্লার, গৌড়, কর্ণাট, জলধর, মালোয়া, তৈলঙ্গ, কমল, কুসুম।

মতান্তরে বসন্তরাগের পুত্র—বাসন্তী, পঞ্চম, চম্পক, বিহারী, ভ্রমর, পঞ্চাল, অঙ্গ, বঙ্গ।

বৃহন্নট রাগের পুত্র—ছায়ানট, দেশনট, কেদারনট, সৌরব, রাজহংস, রক্তহংস, রেওয়া, কুম্ভ।

দীপকরাগের পুত্র—কোলাহল, বিজয়, আভু, কোকন, ভিবারিক, বৈরাট, বর্দ্ধন, ভীম।

শ্রীরাগের পুত্র—গান্ধার, বিজয়, কান্তবদন, বহুল, বরুণ, হার, গম্ভীর।

মেঘরাগের পুত্র—হিমাল, বসন্ত, বীর, জলদ, কালিন্দরা, পুলিন্দ, শঙ্খ, সাগর।

ক্রমশঃ

দেখা দাও

ললিত-ভৈরবী—একতালা

দেখা দাও দেখা দাও।
করুণা নয়নে ফিরে ওগো চাও ॥

নত জানু জোড় করে
আকুলিত অন্তরে
ডাকিতেছি সকাতরে,
শুনিতে কি নাহি পাও ?

সুদূর প্রবাসে আমি
কাঁদিতেছি দিন যামী ;
এস হে জীবন স্বামী,
আঁখি বারি মুছাও।

সকল গরব করিয়াছ দূর,
সব অভিমান হইয়াছে দূর ;
বাজিতেছে ওই বিদায়ের সুর,
এবার কাছে ডেকে নাও।

কথা—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

সুর—স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য্য চন্দ্রমোহন ঘোষ

স্বরলিপি—কুমারী তৃপ্তিসুধা (গৌরী) সর্ব্বাধিকারী

আস্থায়ী

	০			১			+			৩			
II	সা	ঋা	-মা	মা	-া	-া	পা	-পা	-দা	পা	-পা	-া	I
	দে	খা	০	দা	০	ও	দে	খা	০	দা	০	ও	
	মা	গা	ঋা	গা	মা	মা	পা	ঋা	পা	ঋা	সা	-া	II
	ক	রু	ণা	ন	য়	নে	ফি	রে	ও	গো	চা	ও	

অন্তরা ও আভোগ

	০			১			+			৩			
II	দা	-া	মা	দা	-দা	না	না	-র্সা	র্সা	না	-র্সা	র্সা	I
	ন	০	ত	জা	০	নু	জো	০	ড়	ক	০	রে	
	স	ক	ল	গ	র	ব	ক	রি	য়া	ছ	দূ	র	
	র্সা	র্ঋা	র্গা	র্ঋা	-র্সা	-র্সা	না	-র্সা	না	দা	-পা	-া	I
	আ	কু	লি	ত	০	০	অ	ন্	ত	রে	০	০	
	স	ব	অ	ভি	মা	ন	হ	ই	য়া	ছে	দূ	র	
	পা	দা	না	র্সা	-র্সা	-র্সা	না	র্সা	না	দা	-পা	-পা	I
	ডা	কি	তে	ছি	০	০	স	কা	ত	রে	০	০	
	বা	জি	তে	ছে	ও	ই	বি	না	রে	র	সু	র	
	পা	পা‿	-পা	দা	পা	মা	গা	-মা	-গা	ঋা	-সা	-া	II
	শু	নি	তে	কি	না	হি	পা	০	০	ও	০	০	
	এ	বা	র	কা	ছে	০	ডে	কে	না	ও	০	০	

সঞ্চারী

	০			১			+			৩			
II	সা	গা	গা	ঋা	সা	সা	ন্‌া	সা	-ন্‌া	ধ্‌া	-ন্‌া	-া	I
	ছ	দূ	র	প্র	বা	সে	আ	মি	০	ই	০	০	
	সা	ঋা	গা	মা	-া	-া	গা	মা	গা	ঋা	-সা	-া	I
	কাঁ	দি	তে	ছি	০	০	দি	ন	যা	মী	০	০	
	সা	ঋা‿	-মা	মা	মা	গা	মা‿	-গা	-মা	পা	-া	-া	I
	এ	ন	হে	জী	ব	ন	যা	মী	০	ই	০	০	
	পা‿	-পা	দা	পা	-মা	-পা	গা	মা	-গা	ঋা	-সা	-া	II II
	আ	খি	যা	মি	০	০	খু	ছা	০	ও	০	০	

স্বরলিপি

পিলু মিশ্র—কাহারবা

আজি মাধবী রাতে, তব জীবন পাতে
কে এলো ধীরে।
বুঝি মিলন সাকী এলো বাঁধিতে রাখি
প্রেমের নীড়ে॥

কত নীরব রাতি হোল বিরহে বিলীন
কত বাসনা কুসুম হোল শুষ্ক মলিন
এলো সুন্দর, বাঞ্ছিত, অতিথি তব
মরম তীরে॥

হেন মধুর রাতে গাঁথ মিলন মালা
আনো ফুলডালি অঞ্জলি বরণ ডালা।
আজি এ শুভক্ষণে যদি মিলন হলে
এলো বিদেশী বঁধু তব আঙিনা তলে
রাখি মালিকা সম গলে জড়ায়ে তারে
পরাণে ঘিরি॥

কথা ও সুর—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—কুমারী রেখা চট্টোপাধ্যায়

সা র্সা II ন্‌া সা গা মা পা -া পা পদা I মা পা দা মপা -া -র্সা -সা I
আ জি মা ধ বী রা তে ০ ত ব০ জী ব ন পা০ তে ০ ০ ০

সর্সা র্সা -মজ্ঞা র্সা | -সা -া পা মা I পা ধা ণা ধা পা -ধপা গা মা I
কে০ এ লো ধী রে ০ বু ঝি মি ল ন সা কী ০০ এ লো

মা পা মা জ্ঞর্সা -া -র্সা -সা I সর্সা র্সা জ্ঞা র্সা সা -া সা র্সা II
বাঁ ধি তে রা০ খি ০ ০ ০ প্রে০ মে র নী ড়ে ০ (আ জি)

পা পা II না -না না না র্সা -া র্সা পা I পা পনা না না র্সা -া -ণা ণা I
ক ত নী র ব রা তি ০ হো ল বি র০ হে বি নী ন্ ক ত
আ জি এ ত ত ক ণে ০ ব দি মি ল০ ন ছ লে ০ এ লো

ণা ণা ণা ণা ধা -পা পা ধা I ণা -র্সা ণা ধা -পা -া পা মা I
বা স না হু হু ব্ হো ল শু ০ ক ম লি ন্ এ লো
বি দে শী বঁ ধু ০ ত ব আ জি না ত লে ১ রা খ

পা -ধা ণা ধা পা -ধা ণা ধা I পা ধা পা মপা মা -া -পা -দা I
হৃ ০ দ র বা ০ হি ত অ তি থি ত০ ব ০ ০ ০
মা লি কা স ম ০ প নে জ ড়া য়ে তা০ রে ০ ০ ০

মপা পা মা জ্ঞরা জ্ঞা -া -রা -সা I সরা রমা জ্ঞা রা সা -া সা রা II
ম০ র ম তী০ রে ০ ০ ০ ম০ র০ ম তী রে ০ (আ জি)
প০ রা ণে ষি০ রে ০ ০ ০ প০ রা০ ণে ষি রে ০ (আ জি)

সা সা II {ন্া সা -রা রা রা -া রা গা I মা পা ধা -ণা ধা -া পা মা I
হে ন ম ধু র রা তে ০ গাঁ থ মি ল ন মা লা ০ আ ন

পা ধা ণা ধা পা -ধপা গা মা I গা গা গা পা মা -া সা সা} II II
হৃ দ ডা লি অ ০ন্ জ লি ব র ণ ডা লা ০ (হে ন)

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ছোট দশকোষীর জমাট

(ত্রিপদী ছন্দের গৌরচন্দ্রের শেষ পদে এই ছন্দে গীত হয়)

প্রথম চৌদ্দমাত্রায় চলিবে পরে ক্রমে দ্রুত হইয়া সপ্তমাত্রিক হইবে।

১ ০ ০ ০ ২ ০
১। । ।
তাগুর্‌র্ ধিনা তাগুর্‌র্ ধিনা তাগুর্‌র্ ধিনা

০ ০ ৩ ০ ৪ ০
। ।
তা (আ) গুর্‌র্ জা জা জাঝি নাধি (ইন্)

০ ০
ধিন্ খেটা তাথে টাতা খেটা

১ ০ ০ ০
২। ।
ঝা ঝা তা তা খেটা খেটাদাঘি না তা খেটা

২ ০ ০ ০
।
তা ঝা তা তা খেটা খেটা দাঘি নাতা খেটা

৩ ০ ৪ ০
। ।
খেটা দাঘি নাতা খেটা খেটা দাঘিনাও গুর্‌গুর্

০ ০
ঝা (আ) তি ঝা (আ) তি ঝা (আ)

১ ০ ০ ০
।
৩। খেই খেটা তাকতিনি ধিতা (আ) তা ঝা (আ)

২ ০ ০
।
গুর্‌গুর্ তেই খেটা তাকতিনি ধি তা (আ)

০ ৩ ০ ৪
। ।
তা ঝা ধি তা (আ) তা ঝা ধি তা (আ) তা

০ ০ ০
ঝা (আ) গুর্‌গুর্ তাক্ ঝা ধিতা (আ) তা

১ ০ ০ ০
।
৪। (ই) ধে (ই) না তিনি খেটা দাঘিনাতা খেটা

১ ০ ০ ০
।
(ই) তে (ই) না তিনি খেটা দাঘি নাতা খেটা

৩ ০ ৪ ০
। ।
খেই না ধে (ই) না তিনি খেটা দাঘি নাতা

০ ০ ১
।
খেটা তিং তাখ্ তেরে খেটা ঝেকেটু ঝেকেটু

০ ০ ০
ঝেকেট্ ঝেকেট তা তা (আ) ঘি নিতা খেটা

২ ০ ০
।
ঝেগেত্ ঝেগেত্ ঝেগেত্ ঝেগেত্ ধৈয়া (আ)

০ ৩ ০ ৪
ধি নি তা খেটা খেটা দাধি নিতা খেটা তিং

০ ০ ০
তাথ্ তেরে খেটা ঘেনের্ ঘেনা গিধিনাও

১ ০ ০ ০ ২
৫। দাধিনি দাধিনি তিনিতা খেটা (আ) তা গুর্গুর্

০ ০ ০ ৩ ০
দাধিনি তিনিতা (আ) ধি(ই) দিগিদি গিতা (আ)

৪ ০ ০ ০
খেটা তা (আ) খেটা তা (আ) খে টাতা (আ)

১ ০ ০ ০ ২
তাকাতা কাতাকা তাতিনি নিতা (আ) গিগিদা

০ ০ ৩ ০
ঘেনা (আ) খেটাতা খেটা (আ) ধেইতা তা খেটা

৪ ০ ০ ০
দাঘেনা তাখেটা তা গুর্গুর্ দাধিনি

১ ০ ০ ০ ২
৬। দাধিনি দাধিনি তিনিতা খেটা (আ) খেটাতি

০ ০ ০ ৩ ০
নিখেটা তিনিতা খেটা (আ) খেটা খে (ই) খেটা

৪ ০ ০ ০
ধেই খে টা ধেই তাগুর্গুর্ জাধিনি

১ ০ ০ ০
ঝাঁ (আ) তা কাতেই তাগুর্ গুর্ জাধিনি

২ ০ ০ ০
ঝাঁ (আ) তা কাতেই তাগুর্গুর্ জাধিনি

৩ ০ ৪ ০ ০ ০
ঝাঁ তাগুর্গুর্ জাধিনি ঝাঁ তাগুর্গুর্ জাধিনি

২ নং হইতে ৬ নং বোলগুলি প্রত্যেকবার বাজাইয়াই নিম্নলিখিত মাথটের বোল বাজাইতে হইবে।

১ ০ ০ ০ ০ ০
ঝাঁ ধিধি তেৎ তা গুর্গুর্ ধেই তেৎ

০ ৩ ০ ৪ ০ ০ ০
তা গুর্র দাধি নাতা খেটা দাধি নাতা খেটা

অতঃপর সপ্তমাত্রিক বোলসমূহ বাজিবে।

১ ০ ২ ০
১। (আ) গুর্ ধি না তাধি (আ) গুর্ ধি না

৩ ৪ ০
তাধি (আ) গুর্ ধি না তাধি তা তেই

১ ০ ২ ০
২। ধিগুর্গুর্ নাতেই (ই) হুর্হুর্ নাতেই

৩ ৪ ০
(ই) হুর্হুর্ নাতেই নাতেই

মূর্চ্ছনা

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
ধি না (আ) ধি নাধি (ই) না তা তা

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

মিশ্র—একতালা

বিদায় তবে লওগো এবার
অঝোর নয়ন জলে ;
শোকের ধারা পড়বে ঝরে
ধরার শ্যামল কোলে।

বিধুর কানন উঠুক কাঁপি,
আকুল হয়ে ভরুক বাণী ;
অধীর হয়ে ছুটুক বায়ু
গহন কানন তলে।

শরত রাণীর মিলন ক্ষণে
তোমার বিদায় বেলা,
সাঙ্গ করে যাওগো এবার
ক্ষণিক তোমার খেলা ;

ভোরের শিশির তবুও নিতি
আনবে বয়ে তোমার স্মৃতি ;
সবুজ পাতার ব্যথার রূপে
পড়বে নিতুই ঝরে।

কথা—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বর্দ্ধন

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্যতীর্থ

	০				১				+				৩				
II	পা	পধণা	-র্সা	|	ণা	-পা	-া	|	মা	পা	জ্ঞা	|	সরা	সা	-সা	I
	বি	দা০০	য়	|	ত	বে	০	|	ল	ও	গো	|	এ০	বা	র্	
	সা	গা	-া	|	মা	মপদা	পা	|	মা	পা	-া	|	-া	-া	-া	I
	অ	ঝো	র্	|	ন	য়০০	ন	|	জ	লে	০	|	০	০	০	
	পা	-পা	-মা	|	জ্ঞা	-া	মা	|	পা	-না	র্সা	|	না	র্সা	-া	I
	শো	কে	র্	|	ধা	০	রা	|	প	ড়	বে	|	ঝ	রে	০	
	র্সর্রা	র্জ্ঞা	-র্জ্ঞা	|	র্রা	র্সা	র্সা	|	ণা	না	-া	|	-পধা	-পা	-া	II
	ধ০	রা	র	|	শ্যা	ম	ল	|	কো	লে	০	|	০০	০	০	

				১			+						
II	পা	পা	-া	মপা	জ্ঞা	-মা	পা	না	র্সা	না	র্সা	-া	I
	বি	ধু	র্	কা০	ন	ন	উ	ঠু	ক	কাঁ	পি	০	
	তো	রে		শি০	শি	র	ত	রু	ও	নি	ভি	০	

	র্সর্রা	জ্ঞা	জ্ঞা	র্সর্রা	র্সা	-া	র্সর্রা	ণা	ণা	পধা	পা	-া	I
	আ০	কু	ল	হ০	য়ে	০	ভ০	রু	ক	বা০	পী	০	
	আ০	ন	বে	ব০	য়ে	০	তো০	মা	র	স্মৃ০	তি	০	

	পা	ṗা	র্সা	ধা	না	-া	পা	পা	-ণা	ধা	পা	-া	I
	অ	ধী	র	হ	য়ে	০	ছু	টু	ক	বা	যু	০	
	স	বু	জ	পা	তা	র	ব্য	থা	য়	ক	পে	০	

	রা	রা	জ্ঞা	মা	পা	পা	জ্ঞা	-রা	-জ্ঞা	সা	-া	-া	II
	গ	হ	ন	কা	ন	ন	ত	০	০	লে	০	০	
	প	ড়	বে	নি	চু	ই	গ	০	০	লে	০	০	

	০				১				+				৩				
II	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	|	রা	জ্ঞা	জ্ঞা	|	রা	রা	জ্ঞা		মা	পা	-পা		I
	শ	র	ত	|	রা	গী	র	|	মি	ল	ন		ক্ষ	ণে	০		

	মপা	মা	-জ্ঞা	|	রা	সা	-রা	|	ন্‌া	সা	-সা	|	-া	-া	-া		I
	তো০	মা	র্	|	বি	দা	য়	|	বে	লা	০	|	০	০	০		

গমা -া পা । পা পা -মা । মপধা না না । ধা না -না I
সাঁ০ ং গ । ক রে ০ । বা০০ ও গো । এ বা র্

পা পদনা -দা । মা পা -মা । গা -মা -পা । মা -া -া II II
ক পি০০ র্ । তো মা র্ । খে ০ ০ । লা ০ ০

স্বরলিপি

মিঞাকিটোরী—তেতালা (মধ্যলয়)

হুঁ তো বারি বারি গেঁই তুম্‌রে কো সেঁইয়া
হাম্‌রে বাত্‌ না মান্‌লে, প্যারে মোরে (ম্যয়)।
যো কোই আরে মোরে ঢিকবা
কর্‌ না বাতিয়া প্রেম কি প্যারে মোরে (ম্যয়) ॥

রচনা—অজ্ঞাত। স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আস্থায়ী

৩
II -া ঋা -জ্ঞা ঋা দা -না -দা পা -া পা পা ঋা দা -মা দা পা I
০ হুঁ ০ তো বা ০ রি বা ০ রি গেঁ ই তু ম্ রে কো

ঋপা-দপা ঋা -ঋা ঋা -জ্ঞা ঋা সা -া ঋা -জ্ঞা -া । া -া জ্ঞা ঋা I
সেঁ০ ০ই য়া ০ । হা ম্ রে বা । ত্‌ না ০ ০ । ০ ০ মা ন্

১ + ৩ ০
ধা সা -া ঋা জ্ঞা -ম্মা -জ্ঞা -ঋা । -জ্ঞা -ঋা -সা -া । সঋা -জ্ঞম্মা -দনা -দপা I
নে প্যা ০ রে যো ০ ০ ০ য়া ০ ০ ০ য্যয় ০০ ০০ ০০

১
:: -দপা ম্মা -জ্ঞা ম্মা
০০ "হ ০ তো"

অন্তরা

\+ ৩ ০ ১
II ম্মা -া জ্ঞা -া । ম্মা -া দা -া । নর্সা -া র্সা -না । র্সা ঋর্া র্সা -া I
যো ০ কো ই । আ ০ বে ০ । যো ০ রে ০ । চি র বা ০

\+ ৩ ০ ১
দা নর্সা -ঋর্জ্ঞর্া ঋর্সা । না র্সা নদা -া । -া ম্মা -া জ্ঞা । ঋা -সা সা ঋা II
ক র০ ০০ না০ । বা ত্তি য়া ০ । ০ প্রে ০ য় । কি ০ প্যা রে

ইত্যাদি "স্থায়ী প্রমাণে"

গান

কুমারী পারুলপ্রভা দাশগুপ্তা

দুঃখ যদি দাও গো আমায়
সইতে দিও হরি
দুঃখ যেন হাসি মুখে
নিত্য বরণ করি।

দুঃখ যখন ধীরে ধীরে
আস্‌বে আমার জীবন ঘিরে
তখন যেন তোমারি নাম
হৃদয়ে মোর স্মরি।

দুখের তরী বাইব যখন
অকুল সাগর পরে
তখন যেন তোমার লাগি
অশ্রু আমার ঝরে।

আমার সকল দুখের মাঝে
যেন তোমার আসন রাজে
তখন তুমি থেক আমার
নয়ন দুটী ভরি'।

স্বরলিপি

রাগেশ্রী মিশ্র—দাদ্‌রা

তোমারি স্মৃতি কেমনে ভুলি
সদা যে জাগে আমার প্রাণে।
(ওগো) চাঁদিনী রাতি মধুর মলয়
তোমারি কথা কয় কাণে কাণে ॥

যেদিকে হেরি রহি'নু ঘেরি'
বনকুসুমে অঞ্চল ভরি'
তোমারি রূপ তোমারি ভাব।
প্রকৃতিতে আর কোকিল গানে।

জীবন মোর তোমারি তরে
চরণ তলে লুটায়ে পড়ে
তুমিই দাও মরণ সুধা
তোমারি প্রেম বেদনা হানে ॥

কথা—শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

	+				০				+				০			
II	মা	জ্ঞরা	সা	|	রা	প্‌ধ্‌া	-প্‌া	I	সা	সরা	সা	|	সা	ররা	-মা	I
	তো	মা ০	রি	|	স্ম	তি ০	০		কে	ম ০	নে	|	ভু	লি ০	০	
	মা	ধা	ধা	|	না	র্সর্া	-র্া	I	মা	জ্ঞা	মা	|	রা	সা	-া	I
	স	দা	যে	|	জা	গে	০		আ	মা	র	|	প্রা	ণে	০	
(সা সা)	জ্ঞা	ররা	সা	|	রা	প্‌ধ্‌া	-ন্‌া	I	ধ্‌া	প্‌া	রা	|	ন্‌া	সা	সা	I
(ও গো)	চাঁ	দি০	নী	|	রা	তি০	০		ম	ধু	র	|	ম	ল	য়	
	মা	মপা	মা	|	মপধা	ধা	-া	I	মজ্ঞা	জ্ঞা	মা	|	রা	ন্‌া	সা	II
	তো	মা ০	রি	|	ক০০	থা	০		ক০	য়	কা	|	ণে	কা	ণে	

\+ ০ + ০
II মা জ্ঞা মা | ধা ধা -ণা I র্সা নর্সা র্রা | না র্সা -া I
যে দি কে | হে রি ০ র হি০ হ | যে রি ০

ধা ণা র্রা র্রা র্রা -র্জ্ঞা I র্সা র্রা র্মজ্ঞা না র্সা -া I
ব ন ভূ ম যে ০ অ ক ল ভ রি ০

র্সর্রা র্সর্রা র্রা ণা -ধা ধা I মপা মপা পা মজ্ঞা মা -া I
তো০ মা০ রি রূ ০ প তো০ মা০ রি ভা০ বা ০

ণ্‌া সা মজ্ঞা | মা ধা ণা I র্রর্সা ণা ধা | মা জ্ঞরা -সা I
প্র কৃ তি | তে আ র কো কি ল | গা নে০ ০

\+ ০ + ০
II মা ধা ণা | র্সা -র্সা র্সা I ধা ণা র্রা | -র্রা -র্জ্ঞা না I
জী ব ন | মো ০ র তো মা রি | ০ ০ ভ

র্সা -র্সা র্সা | র্রা র্পা -র্মা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্জ্ঞা | র্মজ্ঞা র্মা র্রা I
রে ০ চ | র ণ ০ ত লে ০ | লু০ টা রে

না র্সা -র্সা | -ণা -ণা -ধা I র্সা র্সা -র্সা | র্রা র্রা -র্রা I
প ড়ে ০ | ০ ০ ০ ভু লি ই | যা ও ০

পধা পধা ধা | ণা ণা -ধা I মা ধা ধা | ণা -ণা ণা I
ঘ০ র০ গ | হ বা ০ তো মা রি | প্রে ০ ম

মজ্ঞা জ্ঞা মা রা রা -সা II
বে হ [illegible] নে ০

মৃদঙ্গ-বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

ঝাঁপতাল

+ ১
৪১১। দেৎ কড়ানে কতা দে দেয়ে থুন্না তা
০ ২
কড়ানক দিদি তাগ্‌ দে তাগ্‌ দিঘেন্নাক্রে
+ ১
দিগ্‌ তাগ্‌ দিগ্‌ ধা : ধা দিঘেন্নাক্রে
০ ২
দিগ ধা দিঘেন্নাক্রে দিগ্‌ ধা দিঘেন্নাক্রে
+
দিগ ধা

+ ১
৪১২। ঘেএনা ঘেনাক তাগেনে দী দী ক ক
০ ২
ঘেদেতা ঘেনাক ঘেদি কেত্রেকেটে তাগ
+
তেরেকেটে গদিঘেনে ন্নান ধা : ধা
১ ০
কড়ানক তা তাগ ধা কড়ানক তা তাগ
২ +
ধা কড়ানক তা তাগ ধা

+ ১ ০
৪১৩। নাগেনে নানক নান্‌ তা নে তা নিক গেড়ে
২
গেড়ে ঘড়ান ৺তাঘেনে নাগ ঘড়ান নাগ
+ ১ ০
নানক ধা : ধা ধা তা তা কড়ানক ধা তা
২ +
তা কড়ানক ধা তা তা কড়ানক ধা

+ ১
৪১৪। তাগেনে কতা ঘেঘেতেটে তাগেনে ঘেনে
০ ২
দি দি কত্তেটে ঘেঘে দিন তেটে কতাগ
+
দিঘেনে কতা ঘেঘে ধা গেদ্দি ঘেনে ধাগে
১
ধা তেরেকেটে তাগ দেৎ কত্রেকেটে তাগ
০ ২
থুন্না দে দে তেটে কদে কতা দেৎ দিঘেনে
+
তা ধা

+ ১
৪১৫। ধেৎ ধেরেকেটে গদি ঘেনে ধা ত্রেকেটে
০
তাগ দেৎ ধানা ৺তা তেটে ঘেটে গ্রেদেন
২ +
ধা তেটে ধা না কতা ঘেঘেদি ৺তা আনে
১ ০
কতা গ্রেদেন্‌ থুন্না ধা তাগ ধা গ্রেদেন্‌
২ +
থুন্না ধীতাগ ধা গ্রেদেন্‌ থুন্না ধীতাগ ধা

+ ১
৪১৬। ধাগে ধাগে ধাগে ধাগেনে কতা কতা
০
ত্রেগে কত্রেকেটে তাগ দিঘেনে দিইনা
২
তেটে ধানা তা ক্লান তা ক্লান দেৎ
+ ১
দেৎ ধা : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ;তা ক্লান তা
০ ২
ক্লান দেৎ দেৎ ধা ১ ২ ৩ ৪ ৫ তা ক্লান
+
*তা ক্লান দেৎ দেৎ ধা

সমালোচনা

সেনী-গীতিমালা—ওস্তাদ সওকৎ আলী খাঁ প্রণীত ও ৬নং ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা হইতে রচয়িতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

সেনী গীতিমালা অর্থাৎ তানসেনের ঘরওয়ানার গানগুলিকে আমরা সেনী সঙ্গীত বলিয়াই জানি। গ্রন্থকার কয়েকটি প্রচলিত রাগ রাগিণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ কয়েকটি গান এই পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। রচয়িতা তানসেনের পৌত্র বংশসম্ভূত স্বর্গীয় মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের পৌত্র, সুতরাং বিষয় বস্তু সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। বিষয় বস্তুর তুলনায় ইহার মূল্য খুবই কম হইয়াছে। আশা করি বাংলার গীতরসিক সমাজে ইহা সমাদৃত হইবে।

সাধন-সঙ্গীত—সঙ্কলিত স্বামী অপূর্ব্বানন্দ। প্রকাশক—স্বামী অভয়ানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া। ডবল ক্রাউন, আট পেজি পৃঃ ২৪৩, মূল্য ২॥০ টাকা, শতবার্ষিকী কমিটীর সদস্য ও উদ্বোধন গ্রাহকগণের পক্ষে ২৲ টাকা (১৩৩৭ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত)।

ধর্ম্মমূলক 'সাধন-সঙ্গীত' স্বরলিপি পুস্তকখানি শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী স্মৃতি-গ্রন্থরূপে প্রকাশিত। এতে ৫০টী শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক গীত, ৭টী স্বামী বিবেকানন্দ রচিত, ১৫টী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক ও অন্যান্য ভজনাত্মক ২৯টী দেবদেবী বিষয়ক ও ও নিরাকার খেয়াল ও ধ্রুপদাঙ্গ ভজন দেওয়া হোয়েছে। গুরু নানক, কবীর, সুরদাস, তুলসীদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, তানসেন, রবীন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তকবিগণের রচিত গান, সুর ও স্বরলিপির মাঝে বাস্তবিকই আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখ্‌তে সক্ষম হোয়েছে। তাছাড়া বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-আরত্রিক, রামনাম-সংকীর্ত্তন, কালী-কীর্ত্তন প্রভৃতিও স্বরলিপি কোরে দেওয়া হোয়েছে এবং মুখবন্ধে আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দজীর সঙ্গীত সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামতটী সন্নিবিষ্ট হোয়ে বই-খানির সৌন্দর্য্য ও উপকারিতা আরও বর্দ্ধিত হোয়েছে। এরূপ ধর্ম্মমূলক সঙ্গীত পুস্তকের একটী বাস্তবিকই অভাব ছিল এতদিন, 'সাধন-সঙ্গীত' সে অভাব পূরণ কর্‌তে সক্ষম হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কর্‌তে সঙ্কলনকারী অবশ্য কম পরিশ্রম করেন নি। সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয় (দানিবাবু) স্বরলিপিকে বিশুদ্ধ কর্‌তে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন ও স্থানে স্থানে আবশ্যকমত সংশোধন ও প্রণয়ন কোরে দিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় দানিবাবুর দান অবশ্য এতে উল্লেখযোগ্য। সকলের সুবিধার জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থে প্রায় ৪৪ প্রকার রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধ আলাপ পরিশেষে সন্নিবিষ্ট হোয়ে বইখানিকে আরও শ্রীবৃদ্ধ কোরেছে।

পরিশেষে বলাবাহুল্য, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সঙ্গীতপুস্তক যতই প্রকাশিত হয়, ততই সমাজের কল্যাণ। সঙ্গীত যদি সাধনাই হয়, সঙ্গীতের মাঝে মুক্তি যদি অনিবার্য্যই হয়, তবে 'সাধন-সঙ্গীতের' ন্যায় দেব-দেবী বিষয়ক বা নিরাকার ভজনাত্মক পুস্তকই সাধকের সাধনায় সম্যক পরিপন্থী হবে আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষায় তানসেন, বৈজুবাওরা, বিলাসসেন প্রভৃতি সিদ্ধসাধকগণের রচিত ভজন (ধ্রুপদ) সঙ্গীত বর্ত্তমান থাকলেও, বাঙ্গলা ভাষায় একত্রিত ভজনাত্মক ধর্ম্মমূলক সঙ্গীত স্বরলিপির রূপ দিয়ে প্রকাশ বোধ হয় এই প্রথম। কারণ নিরাকার ভজন গান বাঙ্গালা ভাষায় স্বরলিপির আকারে থাকলেও সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের রুচি ও ভাবের অনুযায়ী সমন্বয় সঙ্গীতের রূপ সাধন-সঙ্গীতেই দিয়েছে বোলে মনে হয়। স্বরলিপির রূপ প্রাঞ্জল ও শুদ্ধ, সঙ্গীতামোদীদের, বিশেষতঃ প্রথম শিক্ষার্থী, যাঁরা রাগ-রাগিণী সহজ ও সরলভাবে শিক্ষা কোরে গানের মাঝে যথার্থ শান্তি ও আনন্দ লাভ কর্‌তে ইচ্ছুক, তাদের পথ-প্রদর্শকস্বরূপ পুস্তকখানি খুবই উপযোগী হবে। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই খুবই সুন্দর। আয়তনের তুলনায় মূল্য অতি সুলভ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা পুস্তকখানি বাঙলার ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করবে বোলে আশা করি।

—প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীত সম্মিলনী অর্কেষ্ট্রা

(১৯৩৬ আজমীঢ় নিখিল.ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্কেষ্ট্রা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে)

[ভারতবর্ষের সৌজন্যে]

১ম সারি—(১) বি এম গর্গ, (২) মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য, (৩) রাখাল মজুমদার। ২য় সারি—(১) অসীমা দাস, (২) অরুণা সেন, (৩) অনিমা বোস, (৪) বুলবুল রায়। ৩য় সারি—(১) অন্নপূর্ণা সেন, (২) বেলা দাস, (৩) মন্দিরা গুপ্তা। ৪র্থ সারি—(১) গীতশ্রী গীতা দাস, (২) গীতশ্রী ইভা গুহ। ৫ম সারি—(১) আরতি দাস, (২) রেণুকা মোদক। ৬ষ্ঠ সারি—(১) কণিকা মিত্র, (২) মাধবী দাস, (৩) অরুন্ধতী সেন। সম্মুখ সারি—অমিয় ভট্টাচার্য্য, সুধীর চক্রবর্ত্তী, জ্যোতিপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী।

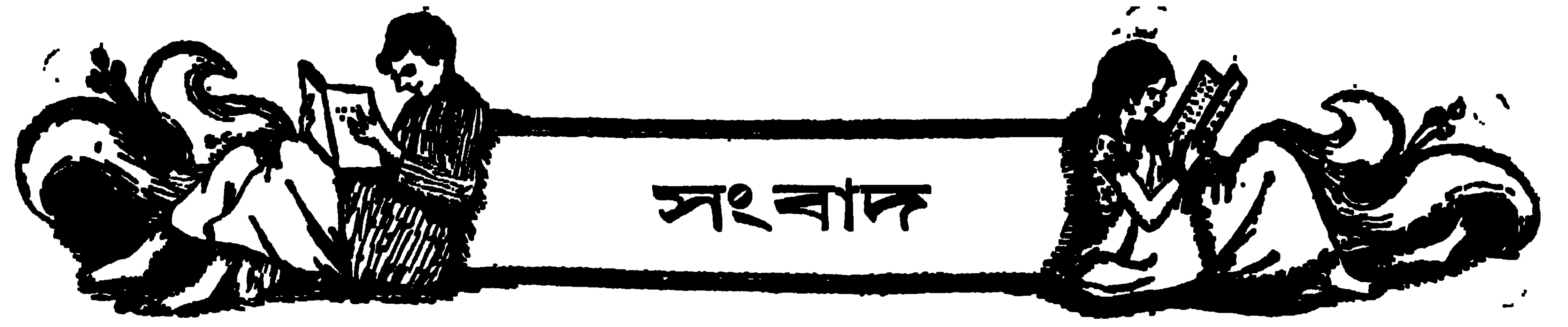

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন

আজমীঢ় অধিবেশনের সংবাদ

আজমীঢ় সঙ্গীত সম্মেলন গত ৬ষ্ঠা অক্টোবর হইতে ৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের পর আর এইরূপ সাফল্যমণ্ডিত অধিবেশন হয় নাই। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাসে ইহা একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হইবার একটী প্রধান কারণ এই যে, ইহার সভাপতি ছিলেন ভারতীয় সঙ্গীত প্রেমিক ঢোলপুরের মহারাজ রাণা। তিনি তিন দিন অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি যেভাবে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে সঙ্গীতে তাঁহার গভীর জ্ঞান আছে। সম্মেলনে রাজপুতানা এবং সেণ্ট্রাল এডুকেশান বোর্ডের সেক্রেটারী রায় সাহেব এম, এম, বর্ম্মা, জয়পুরের মহারাজা, প্রতাপগড়ের মহারাওয়াৎ এবং এই সমস্ত রাজ্যের সভা সঙ্গীতজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল, বৈকাল এবং সন্ধ্যার অধিবেশনসমূহের কার্য্যসূচী বিভিন্নরূপ ছিল। বিস্তৃত সভামণ্ডপ শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ ছিল। এত শ্রোতার আগমন হইয়াছিল যে, সন্ধ্যা বেলা টিকিট বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল। ইহাতে বহু লোককে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। একমাত্র আজমীঢ় সম্মিলনী ব্যতীত আর কোন সঙ্গীত সম্মেলনীতে লাউড স্পীকার বসান হয় নাই। সঙ্গীত সাম্মলনীর সঙ্গীত বেতারযোগে এইবারই প্রথম দিল্লী বেতার ষ্টেশন হইতে প্রচার করা হইয়াছে।

এই সম্মিলনীতে প্রায় দশ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, আজমীঢ় অধিবেশনের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনসমূহে এত অধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি আর কখনও উপস্থিত হন নাই। অধিবেশনে বহু রাজা, মহারাজা, বহু বিশিষ্ট সরকারী এবং বে-সরকারী কর্ম্মচারী ব্যতীত আমেরিকার কন্সাল জেনারেল এবং তাঁহার পত্নী এবং মদিনার পবিত্র মসজিদের রক্ষক হজরৎ সৈয়দ আহম্মদ আব্বাস আল্ হুসেনী উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে বহু সংখ্যক সঙ্গীতজ্ঞ এবং রামপুর, জয়পুর এবং গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থান হইতে বহু গায়িকা আসিয়াছিলেন। কলিকাতা সঙ্গীত সম্মিলনীর ৩০জন সভ্য বাঙ্গলা সঙ্গীত এবং কুমারী অমলা নন্দী এবং মহারাজা বসুর দল প্রাচ্য নৃত্য প্রদর্শন করেন।

নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছে :—

আজমীঢ়ের বাবা গোপালনাথ "বৈদিক সঙ্গীত" সঙ্গীতভূষণ ওস্তাদ রিয়াজুদ্দিন "ভারতীয় সঙ্গীত" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। মিস্ মন্ত ম্যককার্থী (তন্দ্রা দেবী) কর্ত্তৃক এতদুপলক্ষে রচিত ও প্রেরিত একটী কবিতা পঠিত হইয়াছে। তানসেন, হরিদাস এবং বাইজুর জীবনী সম্বন্ধে নাগপুরের পণ্ডিত লালজী রঘুনাথ ভট্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত "ভারতায় নৃত্যের পুনরত্থ্যান্" সম্পর্কে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এলাহাবাদ ডাঃ ডি, আর, ভট্টাচাৰ্য্য "ভারতায় সঙ্গীতযন্ত্রের সংস্কারসাধন" এবং অধ্যাপক ওঝা কথক নৃত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। রায় সাহেব পি, বি, যোশী "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতযন্ত্রের সংস্কারসাধন" এবং অধ্যাপক ওঝা কথক নৃত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। রায় সাহেব পি, বি, যোশী "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ইতিহাসের শূন্য স্থান" এবং "কুনোয়ার শ্যামের ঠুংরী" সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

"আধুনিক নৃত্য" সম্বন্ধে কলিকাতার মহারাজা বসু এবং "সঙ্গীতের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপকারিতা" সম্বন্ধে আজমীঢ়ের মিঃ রাধেলালা বক্তৃতা করেন।

সম্মেলনে বহু সংখ্যক কাপ এবং স্বর্ণ ও রূপার মেডেল প্রদত্ত হইয়াছে।

ওস্তাদ ফৈয়জ খান, প্রিন্সিপ্যাল রতনজঙ্কার, অধ্যাপক এন, আর, ব্যাস, কলিকাতা সঙ্গীত সম্মিলনী, লক্ষ্ণৌর মরিস কলেজ, বোম্বের ভারতীয় সঙ্গীত স্কুল এবং গোয়ালিয়রের মাধব সঙ্গীত বিদ্যালয় কাপ পাইয়াছেন।

সঙ্গীতভূষণ রিয়াজুদ্দিন (ধ্রুপদ); ওস্তাদ ফৈয়জ খাঁ (খেয়াল); ওস্তাদ রাজব আলী খাঁ (খেয়াল); কুমারী ইভা গুহ (ঠুংরী); ওস্তাদ বুন্দু খাঁ (সারেঙ্গী); ওস্তাদ

ফিদা হুসেন (সেতার); কাশীর নন্দলাল এবং কুমারী অমলা নন্দী সোণার মেডেল পাইয়াছেন।

প্রতাপগড়ের মহারাওরাৎ পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। তিনি সম্মেলনের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন এবং উদ্যোক্তাদিগকে সর্ব্বদা সুপরামর্শ দিয়াছেন। তিনি সম্মেলনের সমস্ত অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন এবং মহারাজ রাণার অনুপস্থিতিতে বিচারক কমিটির সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া গঠিত কমিটি প্রতিযোগীদিগের যোগ্যতার বিচার করিয়াছেন :—ঢোলপুরের মহারাজ রাণা এবং প্রতাপগড়ের মহারাওরাৎ (সভাপতিগণ), রায় উমানাথ বালি, রাও হিম্মৎ সিং, রায় সাহেব কৃপানারায়ণ, এলাহাবাদের ডাঃ ভট্টাচার্য্য এবং অধ্যক্ষ এস, কে, রতনজঙ্কার।

কুমার গন্ধর্ব্ব, কুমারী বন্দ্যাসিয়া, কুমারী অমলা নন্দী এবং কুমারী আশা ওঝা প্রভৃতিকে কতিপয় ভদ্রলোক সোণা ও রূপার মেডেল দিয়াছেন।

—আঃ বাঃ পঃ ১১ই কার্ত্তিক।

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন

গত ৪ঠা হইতে ৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত মজঃফরপুরে নিখিল ভারত সঙ্গীত মহাসম্মিলনের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিহার শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সৈয়দ আব্দুল আজিজ মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই শ্রেষ্ঠ গুণীগণ যোগদান করেন। সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়ালি মহম্মদ (কর্পূরতলা ষ্টেট), বি, কে, দেওধর (বোম্বে), আগা সামসুদ্দিন হাইদার (লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজ) ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগীতার বিচারক মনোনীত হন। ৭ই নভেম্বর অপরাহ্নে সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা ও প্রবন্ধাদি পাঠ হয়। শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর প্রমুখ ভারতশ্রেষ্ঠ গুণীগণ ঐ সভায় যোগদান করেন এবং ঐ সভার সভ্য মনোনীত হন। সমাগত সঙ্গীতবিৎগণের মধ্যে সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মজঃফর খাঁ, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনায়ৎ খাঁ, আব্দুল আজিজ খাঁ, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ রাও ব্যাস, দিলীপ চাঁদ বেদী, ব্রহ্মানন্দ গোস্বামী, ডি, এন, পটবর্দ্ধন, গণপৎ রাও, নাসির খাঁ, ওয়ালি মহম্মদ, শম্ভুপ্রসাদ মিশ্র, কুমার গন্ধর্ব্ব, বি, কে, দেওধর, আগা হাইদার, মিসেস বালা সরস্বতী, ছোটে খাঁ, মুস্তাক আলি, আশা ওঝা, শান্তা অমলাদি, এন কৃষ্ণমূর্ত্তি, বীণাপাণি মুখার্জ্জি, সুষমা দে, অমলা নন্দী, মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অনাথনাথ বোস, সতীশচন্দ্র দত্ত, সুনীল বোস, তারাপদ চক্রবর্ত্তী, রথিন চট্টোপাধ্যায়, রামকিশন মিশ্র, সুধীর ঘোষ দস্তিদার, মুরারি মিশ্র, প্রতাপ মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ৮ই নভেম্বর রাত্রিতে প্রতিযোগীতায় কৃতী ছাত্রছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর প্রসাদ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই সম্মিলন এতাদৃশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ভারত প্রত্যাবর্ত্তন

বৎসরাধিক পূর্ব্বে ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব প্রাচ্যনৃত্যবিদ্ উদয়শঙ্করের সঙ্গীতপরিচালকরূপে বিলাত গিয়াছিলেন। আনন্দের বিষয় তিনি গত ২৭শে

কার্ত্তিক মাইহার আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি যে সুস্থ শরীরে ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন, ইহাতে ভারতবাসী মাত্রেরই গর্ব্বের বিষয়! ঈশ্বর-সমীপে তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

সঙ্গীত শিক্ষাশ্রমে ৺বিজয়া সম্মিলন

৯ই কার্ত্তিক সোমবার ২৭।এ, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-শিক্ষাশ্রমের ছাত্র, ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দের ৺বিজয়া সম্মিলন উপলক্ষে সঙ্গীতের বিরাট আসর হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। আসরের প্রারম্ভে শ্রীমান অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৯ বৎসর) ধ্রুপদ ও খ্যাল গান, তৎপরে কুমারী মিহিকা মিত্রের সেতার, কুমারী অচুকা মিত্রের খ্যাল, কুমারী আইতি ব্যানার্জ্জী ও কুমারী অনিমার (৬ বৎসর) ধ্রুপদ ও খ্যাল, কুমারী মণিকা মিত্রের (৭ বৎসর) সেতার, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এসরার, শ্রীযুক্তা সুধাময় চট্টোপাধ্যায়ের খ্যাল, কুমারী জ্যোৎস্না শেঠের খ্যাল গানে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দেবীর উচ্চাঙ্গের সেতার ও এস্রার, শ্রীমান, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার ও বেহালা বাদন বড়ই উপভোগ্য হইয়াছিল। তৎপরে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অতি উচ্চাঙ্গের নটনারায়ণ,নাগধ্বনি ও সুঘরাই কানড়ার আলাপ ও খ্যাল, প্রোঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুদ্রাকী কানড়া, বিহড়ো ও শঙ্করাভরণের সুবিন্যাস পূর্ব্বক উচ্চাঙ্গের খ্যাল ও প্রোঃ শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগের সেতার বাদন সমবেত মন্ত্রাবিষ্ট করিয়াছিল। সকলের বিশেষ শ্রোতৃবর্গকে অনুরোধে কুমারী মিহিকা মিত্র আরো দুইখানি সেতারে গৎ বাজাইয়া সকলের অজস্র প্রশংসা অর্জ্জন করেন।

শিক্ষাশ্রমের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপোধ্যায়ের বিনয় ও সৌজন্যে সকলে তুষ্ট হন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় আরম্ভ হইয়া রাত্রি ১০॥ ঘটিকায় জলযোগান্তে সভাভঙ্গ হয়।

কুমারী রেণুকণা সুর

বাঙালী মেয়েদের মধ্যে অল্পবয়সে যাঁহারা সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কুমারী রেণুকণা সুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতি অল্প বয়স হইতেই ইনি সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী এবং বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত-শিক্ষা করিতেছেন। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত প্রভাত ঘোষের ইনি ছাত্রী এবং গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ্‌স্‌-এর প্রধান ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ সুরের কন্যা। বিশেষতঃ পিতার উৎসাহেই ইনি সঙ্গীত-শিক্ষায় তৎপর হইয়াছেন। বর্ত্তমানে বিশেষতঃ খেয়াল ও ঠুংরীতে ইনি কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন।

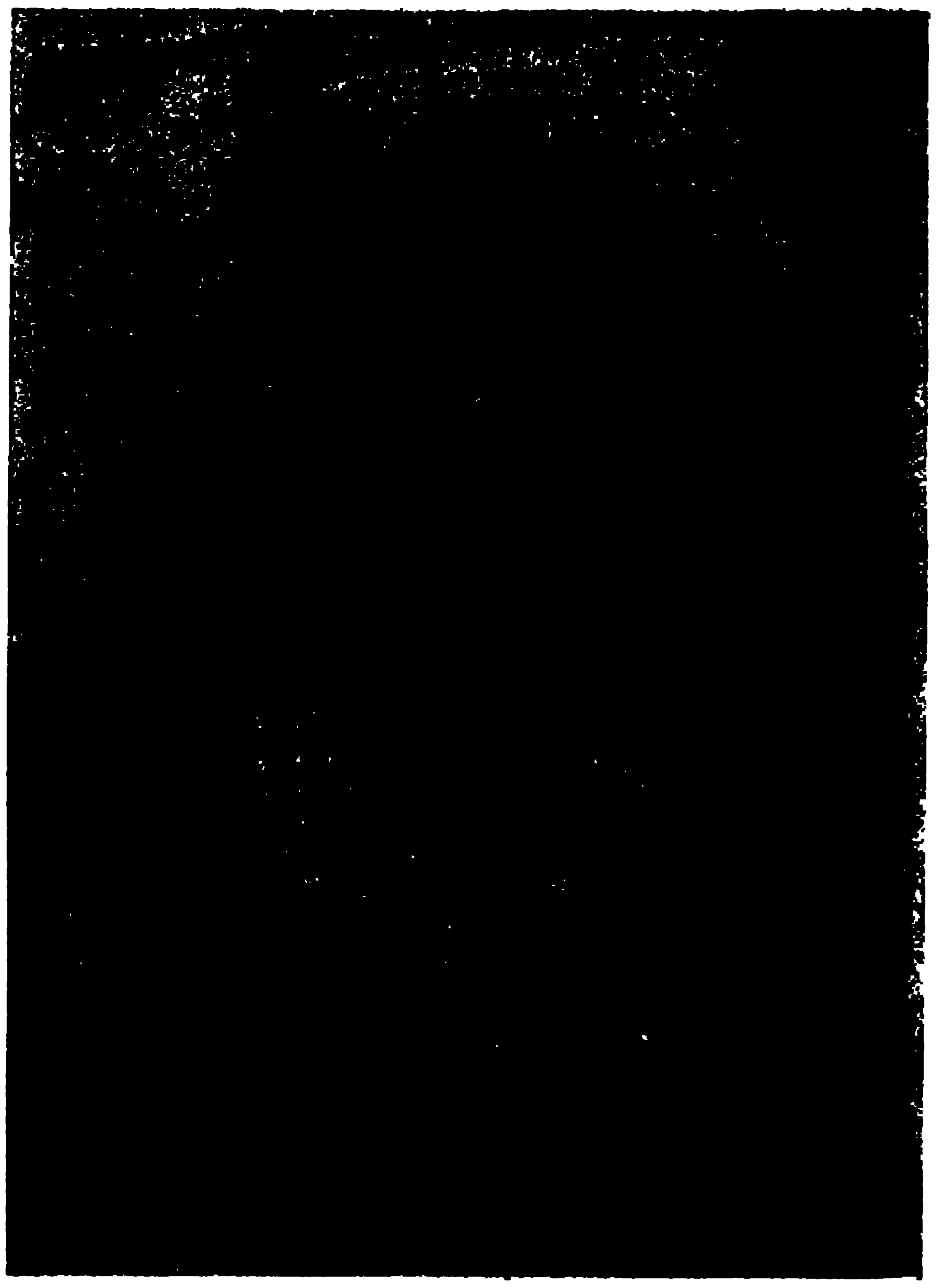

কিছুদিন পূর্ব্বে 'বালীগঞ্জ সঙ্গীত-সংসদে' সঙ্গীতকলা প্রদর্শন করিয়া ইহার কৃতিত্বের জন্য ইনি বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের পরিচালনায় 'কেয়াফুল' নাটকে অন্যতম প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়া ইনি সাধারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত ভূমিকায় সঙ্গীতই প্রধান বিষয় ছিল।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

বিষ্ণুপুরাধিপতি মহারাজ
শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ দেব বাহাদুর

সঙ্গীত-বিজ্ঞান
প্রবেশিকা

১৩শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৪৩ সাল { ৯ম সংখ্যা

বিষ্ণুপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ দেব বাহাদুর

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী বি-এ

বিষ্ণুপুরাধিপতি এক সময়ে স্বাধীন নৃপতি ছিলেন। বিষ্ণুপুরের প্রথম মহারাজ আদিত্য বাহাদুর ও পরে বহু মহারাজ পর পর রাজা হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের জন্য যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। বঙ্গদেশের মধ্যে বিষ্ণুপুরের মহারাজগণ যেরূপ সঙ্গীতের উৎকর্ষ লাভের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে বড় বড় গায়ক এবং বাদক আনাইয়া নিজ রাজপ্রাসাদে রাখিয়া সঙ্গীতের উন্নতি-সাধন করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গদেশের আর কোথাও তদ্রূপ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। সেই-জন্য বিষ্ণুপুর "ছোট দিল্লী" নামে খ্যাত। দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহদেব বাহাদুর কর্ত্তৃক বিষ্ণুপুরের ঘরে ঘরে সঙ্গীত চর্চ্চা হয়। ইনি সেই সময় তানসেনের বংশধর বাহাদুর সেনকে দিল্লী হইতে আনাইয়া মাসিক পাঁচশত টাকা বেতন দিয়া রাজধানীতে রাখিয়া এইরূপ প্রচার করিয়াছিলেন যে, যাঁহার কণ্ঠস্বর ভাল হইবে, তিনি রাজগৃহে খোরাক পোষাক পাইবেন এবং সঙ্গীত শিক্ষা করিতে পারিবেন। বিষ্ণুপুরেই প্রথম সঙ্গীত বিদ্যালয়

স্থাপিত হয় স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়। তাঁহার মৃত্যুর পর বিদ্যালয়টী উঠিয়া যায়। তৎপরে ৺রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গভর্ণমেন্টের সাহায্যে বিদ্যালয়টি পুনরায় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী রাজগ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র রাহা মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা উক্ত বিদ্যালয়টী অদ্যাবধি জীবিত রাখিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরের মহারাজ নীলমণি সিংহ দেবের সহধর্ম্মিণী, মহারাজ রামকৃষ্ণ সিংহ দেবের ভগিনী ৺আনন্দ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ ঠাকুরকে পোষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্পদিন হইল ইনি বিষ্ণুপুরের রাজা হইয়াছেন। সন ১৩১২ সালের মাঘ মাসে ইঁহার জন্ম হয়। বর্ত্তমানে ইঁহার বয়স একুশ বৎসর। মহারাজ কালীপদ সিংহ বাহাদুর অতি অমায়িক ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরাধিপতিগণ কিরূপ প্রতাপশালী ছিলেন হলওয়েল্ সাহেবের "Interesting historical events" নামক গ্রন্থে বিশেষ বর্ণিত আছে।

মহারাজ শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ দেব বাহাদুর এত অল্প বয়সে স্বীয় বংশগৌরব পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রের উৎকর্ষের জন্য যেরূপ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সঙ্গীতরসপিপাসু মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। বিষ্ণুপুর চিরদিনই সঙ্গীত চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ; সেই প্রসিদ্ধি তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যত্নে এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

তিনি স্বয়ং সঙ্গীতরসপিপাসু ও সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছায় সাধারণও সঙ্গীতের দিকে আকৃষ্ট হইয়া ইহার উৎকর্ষের জন্য যত্নবান হন। তিনি সঙ্গীতের প্রসার ও উৎকর্ষের জন্য বড় বড় সঙ্গীতবিদ্ ও বিখ্যাত বাদকদিগকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহদানে আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করেন।

মহারাজ শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ দেব বাহাদুর ব্যক্তি হিসাবেও একজন আদর্শ ও ন্যায়পরায়ণ। তাঁহার ন্যায় বিনয়ী, সদালাপী, মিষ্টভাষী ব্যক্তি বাঙ্গালার রাজাদিগের মধ্যে বিরল। এই আদর্শ নরপতি সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধনে যেরূপ যত্নবান্, প্রজার মঙ্গল সাধনেও সেইরূপ আগ্রহশীল। এইরূপ আদর্শ নৃপতি লাভ করিয়া বিষ্ণুপুর ধন্য। বিষ্ণুপুরের এই মহাপ্রাণ মহারাজ দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া সঙ্গীতের উৎকর্ষ ও প্রজাসাধারণের মঙ্গল সাধন করুন, ইহাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা।

পরিশোধ-নাট্যগীতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বজ্রসেন ও প্রহরীসহ সহচরীর প্রবেশ।
প্রহরীদের প্রতি। (শ্যামা)

তোমাদের একী ভ্রান্তি,
কে ঐ পুরুষ দেবকান্তি
প্রহরী মরি মরি,
এমন করে কি ওকে বাঁধে ?
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে।
বন্দী করেছ কোন্ দোষে ?

(প্রহরী)

চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে
চোর চাই যে করেই হোক্।
হোক না সে যেই কোন লোক ;
নহিলে মোদের যা'বে মান।

(শ্যামা)

নির্দ্দোষী বিদেশীর রাখ প্রাণ
দুই দিন মাগিনু সময়।

(প্রহরী)

রাখিব তোমার অনুনয়।
দুই দিন কারাগারে র'বে
তারপর যা হয় তা হবে।

প্রস্থান

(বজ্রসেন)

একী খেলা, হে সুন্দরী,
কিসের এ কৌতুক।
কেন দাও অপমান দুখ,
মোরে নিয়ে কেন
কেন এ কৌতুক ?

(শ্যামা)

নহে নহে এ নহে কৌতুক।
মোর অঙ্গের স্বর্ণ অলঙ্কার
স'পি' দিয়া, শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।

(বজ্রসেন)

কোন্ অযাচিত আশার আলো
দেখা দিল রে তিমির রাত্রি ভেদি'
দুর্দ্দিন দুর্য্যোগে,
কাহার মাধুরী বাজাইল করুণ বাঁশি।
অচেনা নির্ম্মম ভুবনে
দেখিনু একী সহসা
কোন্ অজানার সুন্দর মুখে সান্ত্বনা॥

কারাঘর—শ্যামার প্রবেশ।

(বজ্রসেন)

এ কী আনন্দ
হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ।
দুঃখ আমার আজি হোলো যে ধন্য,
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃত সুগন্ধ।
এলে কারাগারে
রজনীর পারে উষা সম,
মুক্তিরূপা অয়ি, লক্ষ্মী দয়াময়ী।

(শ্যামা)

বোলোনা বোলো না আমি দয়াময়ী।
মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা।
এ কারা-প্রাচীরে শিলা আছে যত
নহে তা কঠিন আমার মতো।
আমি দয়াময়ী
মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা।

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

মধ্যলয়ে গাহিতে হইবে

II সা সগা গা -মা | পা না না -না I র্সা -া -া -া | র্সর্গা র্গা -র্গা র্গা I
তো মা দে র্ | এ কি ভ্রা ন্ তি ০ ০ ০ | কে ও ই পু

র্রা র্রা র্সা না | ধনা -না ধপা -া I ক্ষা পা ক্ষপা -ধা | পা পা মপা -মা I
রু ষ দে ব | কা ন্ তি ০ প্র হ রী০ ০ | ম রি ম ০

গা -া -া -া | সগা গা -া সা I গা গা গা গা | গা -রা গা -মা I
রি ০ ০ ০ | এ ম ন্ ক রে কি ও কে | বাঁ ০ ধে ০

গা মপা পা পা | পা -া পা -া I পা -ক্ষা ধপা -া | গমা -া মা মা I
দে খে যে আ | মা র্ প্রা ণ্ কাঁ ০ দে ০ | ব ন্ দী ক

মা মা মা -গা | রা -গমা গা -া II
রে ছো কো ন্ | দো ০ ০ ষে ০

মধ্যলয়ে

II পা পর্সা ণা ধা | পা মা গমগা -রগা I মা -া পা -া | -া -া -া -া I
চু রি হ য়ে | গে ছে রা০০ ০জ্ কো ০ ষে ০ | ০ ০ ০ ০

না -না র্সা র্সা | -া -া -া -া I না না না না | নর্সা -া -পা -া I
চো র্ চা ই | ০ ০ ০ ০ যে ক রে ই | হো ০ ক ০

না -না র্সা র্সা | -া -া -া -া I নর্সা -র্সা ণা ধা | পা ণপা মা গা I
চো র্ চা ই | ০ ০ ০ ০ হো কৃ না সে | যে ০ কো ন

মা -া -পা -ধা | না -া র্সা র্সা I -া -া -া -া | র্সা র্সা ণা ধা I
লো ০ ০ ক | চো র্ চা ই ০ ০ ০ ০ | ন হি লে মো

পা -ধপা মা গা | মা -া -পা -ধা I পা পর্সা ণা ধা | পা মা পমগা -রগা I
দে র্ যা বে | মা ০ ০ ন্ চু রি হ য়ে | গে ছে রা০০ জ্ ০

মা -া পা -া | -া -া -া -া II
কো ০ বে ০ | ০ ০ ০ ০

দ্রুতলয়ে

II সা সা সা | গা গা -া I গা গা -গা | গা রা -গা I
নি র দো | ষী বি ০ দে শী র্ | রা খ ০

মা -া -মা | -া -া -া I মা -পা -া | পা -পা -পা I
প্রা ০ ণ্ | ০ ০ ০ ছু ই ০ | দি ন্ ০

পা ধা -া | ধা পা -ধা I পা -ধা -পা | -মা -গা -া II
মা গি ০ | হু স ০ ম ০ ০ | ০ র্ ০

বিলম্বিত লয়ে

II সা সা সা সা | গা -গা গা গা I মা -মা -া -া | মা -পা পা -পা I
রা খি বো তো | মা র্ অ ন্ত ন র্ ০ ০ | ছু ই দি ন্

পা ধা ধা ণধা | পা ধা -া -া I ধর্সা -র্সা ণা -ধা | পা মা -গা গা I
কা রা গা রে০ | র বে ০ ০ তা র্ প র্ | যা হ র্ তা

গা মা -া -া | -া -া -া -া II
হ রে ০ ০ | ০ ০ ০ ০

মধ্যলয়ে

র্সা II র্সর্ঋা -া র্সা | র্সা -দা -পা I পা -ঋা -পা | পদা -ঋা -গা I
এ কি ০ খে | লা ০ হে সু ন্ দ | রী০ ০ ০

গা গমা -মজ্ঞা | গা মজ্ঞা -া I সা -া -া | -া -া -া I
কি সে০ র্ | এ কৌ ০ তু ০ ক্ | ০ ০ ০

সা -মা মা | মা মা -মা I মা -পা -পা | পা পা -া I
দা ও অ | প মা ন্ দু ০ খ্ | কে ন ০

মা -দা দা | না র্সা -র্ঋা I না -া -র্সা | -া -া -া I
দা ও অ | প মা ন্ দু ০ খ্ | ০ ০ ০

র্সা র্সর্গা র্গা | র্ঋা র্সা -র্ঋা I না -র্সা -দা | না র্সা -র্ঋা I
মো রে নি | য়ে কে ০ ন ০ ০ | কে ন ০

না র্সা না | না -দা -া I পা -পা -া | -া -া র্সা II
কে ন এ | কৌ ০ ০ তু ক্ ০ | ০ ০ "এ"

মধ্যলয়ে

II {মা মণা দা দা | পা -া দা পা I মা -া পা -া | (দা -পা -মা -পা I
ন হে ন হে | এ ০ ন হে কৌ ০ তু ক্ | আ ০ ০ ০

-মা -পা -মা -পা)} | -া -া মা -পা I মা -পা দা পা | পা -া দা দা I
০ ০ ০ ০ | ০ ০ মো র্ অ ঙ্ গে র | দ র্ প ণ

মা -া পা -পা | পা পদা দা পা I মা -া পা মা | গা -া মা -পা I
ঝ ং কা র্ | সঁ পি দি য়া শৃ ং খ ল | তো ০ মা র্

গা মা গা গঋা | গা মা গা -ঋা I সা -া -া -া | না র্সা র্ঋা র্সা I
নি তে পা রি | নি জ দে ০ হে ০ ০ ০ | ভ ব অ প

না -া র্সা -া | -নর্সা -া দা -া I দা -র্সা র্সা র্সা | -া দা দা পা I
মা ০ নে ০ | ০ ০ মো র্ অ ন্ ত রা | ০ আ আ জি

মা পা দা -পা | মপা -দপা মা -গা I গা -মা -পা -দা | -মা -পা -গমা -গমা I
অ প মা ন | মা০ ০০ নে ০ আ ০ ০ ০ | ০ ০ ০০ ০০

মা মণা দা দা | পা -া দা পা I মা -া পা -া | -া -া -া -া II
ন হে ন হে | এ ০ ন হে কৌ ০ তু ক্ | ০ ০ ০ ০

দ্রুতলয়ে

II পর্সা -া -া -া | -া -া -া -া ¦ পর্সা র্সা র্সা র্গা | না না -ধা -পা I
কোন্ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ¦ অ যা চি ত | আ শা ০ র্

পা -ধা ধা -না | র্সা -া -া -া র্সা -া -া র্সা | র্গা না ধা -না I
আ ০ ০ ০ | লো ০ ০ ০ দে ০ ০ খা | দি ল রে ০

র্সা র্রা র্সা নর্সা | -া পা পা মা I গা -গা গা মা | গা -া রা সা I
তি মি র রা ০ ত্রি ভে দি দু র্ দি ন | দু র্ যো গে

সা মা -গা মা | পা পা ধা না I ধা ণা র্সা র্সর্রা | র্সা র্সা -না ধা I
কা হা র্ মা | ধু রী বা জা ই ল ক রু | ণ বী ০ ণা

II মপা পা পা -া | না -া না নর্সা I র্সা -া র্সা -না | ধর্সা -া -া -া I
অ চে না ০ | নি র্ ম ম ঝু ০ ব ০ | নে ০ ০ ০

র্সা র্গা র্গা -র্রা | র্গা -র্মা র্পা র্মা I র্রর্গা র্গা র্রর্সা | -া -া -া -া I
দে খি নু ০ | এ ০ কী ০ স হ সা | ০ ০ ০ ০

ধা -ণা ণা ণা | ধা -া পা -ধা I মা -পা ধা পা | পা -মা মা -া I
কো ০ ন্ অ | জা ০ না র্ সু ন্ দ র | মু ০ খে ০

গমা -মা মা গা | মপা -া ধা -না II II
মান্ ০ ম না | হা ০ সি ০

মধ্যলয়ে

[মা -া | গমা]
II রা -মা | মা -পা মা I পা -পা | পা সা সা I রা -মা | মা -পা মা I
এ ০ | কী ০ আ ন ন্ | দ আ হা এ ০ | কী ০ আ

পা -পা | পা -া -া I ণা নর্সা | র্সা র্ঋা র্সা I র্সণা র্সা | ণা ধা পা I
ন ন্ | দ ০ ০ হ দ | য়ে দে হে ঘু চা | লে ম ম

পা দা | ণদা ণদা -দা I পা -া | পা -মা মা I মা -া | গমা -পা মা I
স ক | ল০ ব০ ন ধ ০ | আ ০ হা এ ০ | কী০ ০ আ

পা -পা | পা সা সা I রা -মা | মা -পা মা I পা -পা | পা -া দা I
ন ন্ | দ আ হা এ ০ | কী ০ আ ন ন্ | দ ০ ০

দা -া | দা -র্সা -ণা I র্সা -া | র্সা -া র্সা I র্সা -র্ঋা | র্ঋা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা I
দুঃ ০ | খ ০ আ মা র্ | আ ০ জি হো ০ | লো ০ হে

র্ঋা -া | র্সা -া দা I দর্সা -া | র্সর্ঋা -া র্সা I র্ঋা র্সা | ণা -া দপা I
খ ০ | সু ০ ০ সু ০ | ত্র ০ গ হ নে | লা ০ গে০

পা দা | ণা -া দা I ণদা -া | পা পা পা II
অ মৃ | ত ০ সু ০গ ন্ | ধ আ হা

দা দা | না -া র্সা I র্ঋা -র্সনা | র্সা -া -া I দা দা | না -া র্সা I
এ লে | কা ০ রা গা ০০ | রে ০ ০ র জ | নী ০ র

র্ঋা -র্সনা | র্সা -া -ণা I ণা -া | দপা -ণা দা I পা -া | -া -া -া I
গা ০০ | রে ০ ০ উ ০ | বা০ ০ স ম ০ | ০ ০ ০

র্জ্ঞা -া | র্জ্ঞা -া র্জ্ঞর্ঋা I র্জ্ঞা -া | র্ঋা -া র্সা I র্ঋা -া | র্ঋা -া র্সা I
মৃ দ্ | তি ০ ম০ পা ০ | অ ০ ই ল দ্ | মী ০ দ

র্সা -া | ণা -দা পা I মা -মা | গমা -পা মা II II
মা ০ | :য ০ মী এ ০ | কী০ ০ আ

২

মধ্যলয়ে

II র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া I র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | -া -া -দা -ণা I
বো লো না ০ | বো লো না ০ বো লো না ০ ০ ০ ০ ০

ণর্সা র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা -া র্সা -া I র্ঋা -া র্সা -া | র্ঋা -া র্সা -া I
আ মি দ রা | ম ০ রী ০ মি ০ থ্যা ০ | মি ০ থ্যা ০

র্ঋা -া ণা -দা | -া -া -ণা -র্সা I র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋা র্সা -া | -া -া -া -া I
মি ০ থ্যা ০ | ০ ০ ০ ০ বো লো না ০ | ০ ০ ০ ০

দা দা দা দা | না -া র্সা -া I র্ঋা র্ঋা র্ঋা র্সা | র্সা -না র্সা -া I
এ কা রা প্রা | চী ০ রে ০ শি লা আ ছে | য ০ ত ০

র্সর্মা র্মা র্মা র্জ্ঞর্রা | র্জ্ঞা -া -া -র্জ্ঞা I দা -ণা র্সা -র্ঋা | র্সা -না র্সা -া I
ন হে তা ক০ | ঠি ০ ০ ন্ আ ০ মা র্ | ম ০ ত ০

র্সা র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা -া র্সা -া I র্ঋা -া র্সা -া | র্ঋা -া র্সা -া I
আ মি দ রা | ম ০ রী ০ মি ০ থ্যা ০ | মি ০ থ্যা ০

র্ঋা -া ণা -দা | -া -া -ণা -র্সা I র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞর্সা র্সা -া | -া -া -া -া II
মি ত্ থ্যা ০ | ০ ০ ০ ০ বো লো না ০ | ০ ০ ০ ০

ক্রমশঃ

সঙ্গীত পারিজাতঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

অতঃপর গ্রন্থকার কূটতানের প্রস্তার ও সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া নষ্টতান ও তানের উদ্দিষ্ট সংখ্যা নির্ণয়ের জন্ত খণ্ডমেরু রচনার প্রণালী উল্লেখ করিবেন। তৎপূর্ব্বে ক্রম ও তান সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা আবশুক। প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ মূর্চ্ছনা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ক্রমে বিভক্ত; যেমন ষড়জ গ্রামের প্রথম মূর্চ্ছনা—স রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি স। ইহার আরোহে স রি গ ম প ধ নি এই সাতটি স্বর যে ক্রমে উচ্চারিত হইয়াছে তদ্‌ভিন্ন অন্যরূপ ক্রমেও উচ্চারিত হইতে পারে—যেমন রি গ ম প ধ নি স, গ ম প ধ নি স রি, ম প ধ নি স রি গ ইত্যাদি। স্বরসমূহের এই প্রকার বিভিন্ন রূপ পৌর্ব্বাপর্য্যকেই ক্রম বলে। তৎপর দ্বিতীয় বক্তব্য—তান। শুদ্ধতান ও কূটতান ভেদে তান দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শুদ্ধতান—শুদ্ধ মূর্চ্ছনা যদি ষাড়ব ও ঔড়ুবে পরিণত হয়, তবে তাহাকেই শুদ্ধতান বলে (তানাঃ স্যু মূর্চ্ছনাঃ শুদ্ধাঃ ষাড়বৌড়ুবিতী কৃতাঃ—সঙ্গীত রত্নাকর); আর অসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ মূর্চ্ছনার স্বরগুলি যদি অযথা ক্রমে উচ্চারিত হয়, তবে তাহাকেই কূটতান বলে। (অসম্পূর্ণাশ্চ সম্পূর্ণা ব্যুৎক্রমোচ্চারিতস্বরাঃ। মূর্চ্ছনাঃ কূটতানাঃ স্যুঃ।—সং রং) সা রে গা এই তিন স্বরের অসম্পূর্ণ মূর্চ্ছনা—ছয় প্রকার কূটতানে পরিণত হইতে পারে, যথা—(১) স রি গ (২) রি গ স (৩) গ স রি (৪) রি স গ (৫) স গ রি (৬) গ রি স।

প্রথমস্ত দ্বিতীয়স্তাবৃত্তিরেকা স্বরস্ত তু।
তৃতীয়স্ত দ্বিরাবৃত্তিঃ স্বরস্তাত্র সুনিশ্চিতা ॥ ২০৪
চতুর্থস্ত দ্বিরাবৃত্তিঃ পঞ্চমস্তচ্চতুর্গুণঃ।
তস্মাৎ পঞ্চগুণঃ ষষ্ঠঃ সপ্তমঃ ষড়্‌গুণস্ততঃ ॥ ২০৫

প্রথম ও দ্বিতীয় স্বরের কূটতানে একবার করিয়া আবৃত্তি হয় (যথা—স। (১) স রি (২) রি স) তৃতীয় স্বরের আবৃত্তি দুইবারে (পূর্ব্বোক্ত স রি গ ইত্যাদি) ছয়টি কূটতান প্রস্তুত হইয়া থাকে। চতুর্থ স্বরযুক্ত (স্বরান্তর) মূর্চ্ছনায় আবৃত্তি ছয় বার। পঞ্চম স্বরযুক্ত (ঔড়ুব) মূর্চ্ছনায় চব্বিশবার আবৃত্তি হয়। ষষ্ঠ স্বরযুক্ত (ষাড়ব) মূর্চ্ছনায় পূর্ব্বোক্ত চব্বিশের পাঁচ গুণ অর্থাৎ ১২০ বার আবৃত্তি হয়। আর সপ্তম স্বরযুক্ত (সম্পূর্ণ) মূর্চ্ছনায় ঐ ১২০ সংখ্যার ছয়গুণ বা ৭২০ বার আবৃত্তি হয়। (৭ × ৭২০ = ৫০৪০) ॥ ২০৪ — ২০৫

চলিতানাং স্বরাণান্ত যথোচিত ক্রমো ভবেৎ।
ইতি পঞ্চ সহস্রাণি চত্বারিংশদ্‌ যুতানিচ ॥ ২০৬
পূর্ণানাং ষাড়বানান্ত সপ্তশতানি বিংশতিঃ।
ঔড়ুবানান্ত বিংশত্যা শতং ভেদান্‌ বুধা জগুঃ ॥ ২০৭
চতুর্ব্বিংশতি ভেদাঃ স্যু শ্চতুর্ণাং তত্র নিশ্চিতাঃ।
ষড়্‌ ভেদাঃ স্যু স্ত্রয়াণান্ত দ্বয়োর্দ্বাবেব নিশ্চিতৌ ॥ ২০৮
একস্তৈকো ভবেদ্‌ ভেদঃ প্রস্তারা ঈদৃশা মতাঃ।

চলিত স্বরসমূহের (পূর্ব্বোক্ত রূপে) যথোচিত ক্রম হইয়া থাকে। এইরূপে সম্পূর্ণ মূর্চ্ছনার কূটতান (৬ × ১২০ = ৫০৪০) পাঁচ হাজার চল্লিশ প্রকার; ষাড়ব মূর্চ্ছনার কূটতান (৬ × ১২০ = ৭২০) সাত শত কুড়ি প্রকার; ঔড়ুব মূর্চ্ছনার কূটতান (৫ × ২৪ = ১২০) একশত কুড়ি প্রকার; চারি স্বরের স্বরান্তর মূর্চ্ছনার কূটতান (৪ × ৬ = ২৪) চব্বিশ প্রকার; তিন স্বরের সামিক মূর্চ্ছনার কূটতান (৩ × ২ = ৬) ছয় প্রকার; দুই স্বরের গাথিক মূর্চ্ছনার কূটতান (২ × ১ = ২) দুই প্রকার; এক স্বরযুক্ত

আর্চ্চিক মূর্চ্ছনার কূটতান এক প্রকার মাত্র। ইহাই মূর্চ্ছনার প্রস্তার।

নষ্টোদ্দিষ্ট প্রবোধার্থং খণ্ডমেরু র্যথোচ্যতে ॥ ২০৯
সপ্তাদ্যেকান্ত কোষ্ঠঃ স্যাদ্ বামে হীনাস্ততো ভবেৎ ॥
আদ্য-পঙ্ক্ত্যাদ্য কোষ্ঠেষু লিখেদেকং পরেষু্খম্ ॥২১০
আদ্য কোষ্ঠে দ্বিতীয়স্ত পঙ্ক্তাবেকং লিখেদপি।
পঙ্ক্তিষুর্দ্ধাসু তির্য্যক্ষু কোষ্ঠস্থাঙ্ক গুণং ন্যসেৎ ॥ ২১১
শূন্যেষু লোষ্টকান্ দত্বা মূলক্রমং ততো লিখেৎ।
উদ্দিষ্টং তদধঃ কৃত্বা ততো লোষ্টস্য চালনম্ ॥ ২১২
উদ্দিষ্টান্ত্য স্বরো মূল ক্রমস্থান্ত্যাৎ কিয়ত্তমঃ।
তাবৎ সংখ্যা বিশিষ্টে চ কোষ্ঠে লোষ্টকমাক্ষিপেৎ ॥ ২১৩
লোষ্ট চালন মন্ত্যাৎ স্যাদ্রকং ত্যক্ত্বা ক্রমোভবেৎ।
অন্তয়ো রুভয়োরেকো লোষ্টস্য চালনং নহি ॥ ২১৪
মূলৈকাঙ্কং গৃহীত্বৈব লোষ্টাক্রান্তাঙ্ক মেলনে।
উদ্দিষ্টস্তমিতিজ্ঞেয়া তস্যামুদ্দিষ্টতা স্মৃতা ॥ ২১৫
রূপাভাবেন নষ্টং স্যাৎ সংখ্যা মাত্র পুরঃসরম্।
বৈরঙ্কৈ র্নষ্ট সংখ্যায়াম্ নৈ কাঙ্ক-সমন্বিতৈঃ ॥ ২১৬
ভেদেবাত্র ক্ষিপেল্লোষ্টং লোষ্টস্থানমিতি স্বরঃ।
অবরোহ ক্রমেণৈব মূলং ত্যক্ত্বা ক্রমোভবেৎ ॥ ২১৭
অথবা লোষ্ট সংখ্যাস্ত্যো লোষ্ট স্থানং স্বরস্ত চ ॥ ২১৮

অতঃপর পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নষ্ট ও উদ্দিষ্ট কূটতান নির্ণায়ক 'খণ্ডমেরু' বলা যাইতেছে :—

নষ্ট ও উদ্দিষ্ট শব্দের অর্থ এই—যেখানে তানের স্বরূপটি মনে নাই শুধু সংখ্যা মনে আছে তাহাই নষ্ট; যথা—প্রশ্ন হইল, চাতুস্বরিক তানের অষ্টাদশ তানটি কি? প্রশ্নকর্ত্তা জানেন, চাতুস্বরিক তান চব্বিশটি, কিন্তু অষ্টাদশ তানটি চারিটি স্বরের কিরূপ সন্নিবেশে তাহা তাঁহার মনে নাই। এখানে জিজ্ঞাস্য ঐ কূটতানের স্বরূপটি,—ইহাকেই নষ্ট বলে। আর যেখানে তানের স্বরূপটি (যেমন—ম গ রি স) জানা আছে কিন্তু উহা কত সংখ্যক তান তাহা জানা নাই, এখানে ঐ সংখ্যা জানিবার নিমিত্ত যে প্রশ্ন, ইহাকেই উদ্দিষ্ট বলে।

স	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
১	০	০	০	০	০	০
	১	২	৬	২৪	১২০	৭২০
		৪	১২	৪৮	২৪০	১৪৪০
			১৮	৭২	৩৬০	২১৬০
				৯৬	৪৮০	২৮৮০
					৬০০	৩৬০০
						৪৩২০

এই খণ্ডমেরুতে আদ্য পঙ্ক্তি সপ্ত কোষ্ঠযুক্ত, দ্বিতীয় পঙ্ক্তির কোষ্ঠ ছয়টি, তৃতীয় পঙ্ক্তির পাঁচটি, চতুর্থ পঙ্ক্তির চারিটি, পঞ্চম পঙ্ক্তির তিনটি, ষষ্ঠ পঙ্ক্তির দুইটি, সপ্তম পঙ্ক্তির একটি মাত্র কোষ্ঠ হইবে। দ্বিতীয় পঙ্ক্তি হইতে এক এক কোষ্ঠ কমিয়া সপ্তম পঙ্ক্তি একমাত্র কোষ্ঠে পরিণত হইয়াছে।

ইহার আদি পঙ্ক্তির প্রথম কোষ্ঠে এক অঙ্ক লিখিবে আদি পঙ্ক্তির অবশিষ্ট ছয়টি কোষ্ঠে ছয়টি শূন্য বসাইবে। দ্বিতীয় পঙ্ক্তির আদি কোষ্ঠেও এক বসাইবে, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্‌ভাবে যে পঙ্ক্তিগুলি রহিয়াছে, উহাতে কোষ্ঠ সংখ্যা দ্বারা ঐ এককে গুণ করিলে যে ২ সংখ্যা হয় উহা দ্বিতীয় পঙ্ক্তির দ্বিতীয় কোষ্ঠে বসাইবে। তৎপর দ্বিতীয় পঙ্ক্তির তৃতীয় কোষ্ঠের সংখ্যা ৩ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফল ৬ বসাইবে। এইরূপ চতুর্থ কোষ্ঠে ৪ দ্বারা ৬কে গুণ করিয়া ২৪ বসাইবে। পঞ্চম কোষ্ঠে ৫ দ্বারা ঐ ২৪কে গুণ করিয়া গুণফল ১২০ বসাইবে। ষষ্ঠ কোষ্ঠে ৬ দ্বারা ঐ

১২০ কে গুণ করিয়া গুণফল ৭২০ বসাইবে। তৎপর তৃতীয় ঊর্দ্ধপঙ্‌ক্তির তৃতীয় কোঠে কোষ্ঠ সংখ্যা দুই দ্বারা উপরিতন দুই সংখ্যাকে গুণ করিয়া ৪ অঙ্ক বসাইবে। তৎপর ৬ অঙ্কযুক্ত কোঠের নিম্ন কোঠে (কোষ্ঠ সংখ্যা ২ দ্বারা ঐ ৬কে গুণ করিয়া) ১২ অঙ্ক এবং তন্নিম্ন কোঠে (কোষ্ঠ সংখ্যা ৩ দ্বারা ৬কে গুণ করিয়া) ১৮ অঙ্ক বসাইবে। তৎপর ২৪ অঙ্কযুক্ত কোঠের নিম্ন কোঠে (কোষ্ঠ সংখ্যা দ্বারা ঐ ২৪কে গুণ করিয়া) ৪৮, তন্নিম্ন কোঠে (কোষ্ঠ সংখ্যা ৩ দ্বারা ঐ ২৪কে গুণ করিয়া ২৪×৩) ৭২, তদপেক্ষা নিম্ন কোঠে (কোষ্ঠ সংখ্যা ৪ দ্বারা ঐ ২৪কে গুণ করিয়া ২৪×৪) ৯৬ সংখ্যা বসাইবে। অতঃপর ১২০ অঙ্কযুক্ত কোঠের নিম্ন কোঠে (কোষ্ঠ সংখ্যা ২ দ্বারা ঐ ১২০কে গুণ করিয়া) ২৪০ বসাইবে, তৎপর তন্নিম্নবর্ত্তী ক্রমিক তিনটি কোঠে (ঐ ১২০কে ক্রমিক কোষ্ঠ সংখ্যা ৩, ৪ ও ৫ দ্বারা গুণ করিয়া গুণ ফল) ৩৬০, ৪৮০ ও ৬০০ যথাক্রমে বসাইবে। তৎপর ৭২০ অঙ্কযুক্ত কোঠের নিম্ন ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ কোঠে (কোষ্ঠ সংখ্যা ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ দ্বারা ৭২০ সংখ্যাকে গুণ করিয়া গুণ ফল) ১৪৪০, ২১৬০, ২৮৮০, ৩৬০০ ও ৪৩২০ এই সংখ্যাগুলি যথাক্রমে বসাইবে। ইহাই খণ্ডমেরু রচনার প্রণালী।

অতঃপর উদ্দিষ্ট ও নষ্ট বুঝিবার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইতেছে :—

শূন্যযুক্ত কোষ্ঠগুলিতে লোষ্ট বা ঘুটি বসাইবে। তারপর জিজ্ঞাসিত তানের মূলক্রমটি লিখিবে, উদ্দিষ্ট তানের স্বরূপটি মূল ক্রমের নীচে লিখিবে। তৎপর লোষ্ট (বা ঘুটি) চালনা করিবে। উদাহরণ দ্বারা কথাটি স্পষ্ট করা যাইতেছে—প্রশ্ন হইল 'ম গ স রি' এই কূটতানটি চাতুঃস্বরিক কূটতানের কত সংখ্যক তান? প্রশ্নের উদ্দেশ্য 'ম গ স রি' এই তানের সংখ্যা নির্ণয়। সুতরাং ইহা নষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন নহে, উদ্দিষ্ট সংখ্যা বিষয়ক প্রশ্ন। এই সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য প্রথম চাতুঃস্বরিক কূটতানের মূলক্রম লিখিত হইতেছে। মূলক্রম—স রি গ ম। যাহার সংখ্যা বিষয়ে প্রশ্ন সে উদ্দিষ্ট তানটি হইল—ম গ স রি। এখন দেখিতে হইবে—উদ্দিষ্টের অন্ত্যস্বর মূলক্রমের কত সংখ্যক স্বর। এখানে উদ্দিষ্টের অন্ত্যস্বর রি মূলক্রমের অন্ত্যস্বর ম হইতে তৃতীয়, সুতরাং চাতুঃস্বরিক তানের তৃতীয় (১২ অঙ্কযুক্ত) কোঠে লোষ্ট বসাইবে। তৎপর 'নষ্টং ত্যক্ত্বা ক্রমো ভবেৎ'—নষ্ট স্বরটি ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট স্বরগুলি লইয়া ক্রম রচনা করিতে হইবে। নিয়মানুসারে পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে নষ্ট 'রি' স্বরটি বাদ দিয়া ক্রম রচিত হইল (মূল ক্রমের) স গ ম। উদ্দিষ্ট তানের ক্রম হইল ম গ স। এবারে উদ্দিষ্টের অন্ত্যস্বর স মূলক্রমের অন্ত্যস্বর ম হইতে তৃতীয় স্থানে বলিয়া লোষ্ট খণ্ডমেরুর ত্রৈস্বরিক তানের (৪ অঙ্কযুক্ত) তৃতীয় কোঠে বসাইবে। এবারে উদ্দিষ্টের অন্ত্যস্বর (স স্বর বর্জ্জন করিবার পর) হইল গ; এই গ, 'গ ম' এই মূলক্রমের অন্ত্যস্বর ম হইতে দ্বিতীয় স্থানে বলিয়া লোষ্ট দ্বৈস্বরিক তানের (এক অঙ্কযুক্ত) দ্বিতীয় স্থানে বসাইবে। আর চালনার সুবিধা নাই। সুতরাং লোষ্ট যুক্ত অঙ্ক ১২, ৪, ১ যোগ করিয়া উহা মূলক্রমের এক অঙ্কের সহিত যোগ করিলে (১২+৪+১+১=১৮) যে অষ্টাদশ সংখ্যা পাওয়া যাইবে, উহাই উদ্দিষ্ট তানের সংখ্যা অর্থাৎ 'ম গ স রি' এই তানটি চাতুঃস্বরিক কূটতানের অষ্টাদশ তান। এই নিয়মে অন্যান্য তানেরও উদ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝিতে পারা যায়। উদ্দিষ্ট ক্রম ও মূলক্রমের অন্ত্যস্বর এক হইলে লোষ্ট চালনা করিতে হইবে না।

অতঃপর নষ্ট বোধের উপায় বলা যাইতেছে :—

প্রশ্ন হইল—চাতুঃস্বরিক কূটতানসমূহের অষ্টাদশ তানটির স্বরূপ কি? ইহার উত্তরে প্রথম দেখিতে হইবে, মূলক্রমের এক অঙ্কের সহিত যে যে কোঠের অঙ্ক যোগ করিলে অষ্টাদশ হয় সেই সেই কোঠে লোষ্ট বসাইবে। অর্থাৎ ১২, ৪ ও ১ অঙ্কযুক্ত কোঠে লোষ্ট বসাইতে হইবে। তৎপর প্রথম

লোষ্টযুক্ত ১২ সংখ্যাটি চাতুঃস্বরিক তান-কোষ্ঠের তৃতীয় স্থানে আছে দেখিয়া বুঝিতে হইবে 'স রি গ ম' এই মূল ক্রমের তৃতীয় স্বর নষ্টতানের অন্ত্যস্বর হইবে। এইরূপে পাওয়া গেল নষ্টের শেষ স্বর 'রি'। তৎপর মূলক্রমের বাকী রহিল 'স গ ম'। অতঃপর ত্রৈস্বরিক তানের তৃতীয় ঘরে লোষ্ট আছে বলিয়া মূলক্রমের তৃতীয় স্বর 'স' হইবে পূর্ব্বোক্ত 'রি'র পূর্ব্ব স্বর। সুতরাং নষ্ট স্বরের মধ্যে পাওয়া গেল 'স রি'। এখন মূলক্রমের বাকী রহিল 'গ ম'। তৎপর দ্বৈস্বরিক কোষ্ঠের দ্বিতীয় স্থানে লোষ্ট দেখিয়া বুঝিতে হইবে—'গ ম' এই মূলক্রমের (অন্ত্যস্বর অপেক্ষা) দ্বিতীয় স্বর 'গ' নষ্ট স্বরের ('স রি'র) পূর্ব্বে বসিবে। সুতরাং পাওয়া গেল 'গ স রি'। তৎপর চাতুঃস্বরিক তানের পূরকরূপে 'ম' যোগ করিয়া উত্তর করিতে হইবে—অষ্টাদশ তান 'ম গ স রি'।

অথ বর্ণঃ

গান-ক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্দ্ধা নিরূপিতঃ।
স্থায্যারোহ্যবরোহীচ সঞ্চারীত্যথ লক্ষণম্ ॥ ২১৯
স্থিত্বা স্থিত্বা প্রয়োগঃ স্যাদেকৈকস্মিন্ স্বরে পুনঃ।
স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবন্বর্থ-নামকৌ।
এতৎ সংমিশ্রণাদ্বর্ণঃ সঞ্চারী পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২২০

গান-ক্রিয়াকে বর্ণ বলে। এই বর্ণ চারি প্রকার—(১) স্থায়ী (২) আরোহী (৩) অবরোহী (৪) সঞ্চারী।

থাকিয়া থাকিয়া একটি স্বরের প্রয়োগকে স্থায়ী বর্ণ বলে। আরোহী ও অবরোহী এই দুইটি বর্ণের নামেই ইহাদের লক্ষণ নিহিত আছে। এই দুইটি বর্ণের মিশ্রণে সঞ্চারী বর্ণ প্রস্তুত হয়। ২২০

অলঙ্কার প্রকরণম্

ক্রমেণ স্বর সন্দর্ভমলঙ্কারং প্রচক্ষতে।
তস্য ভেদাস্তু ভূয়াংসস্তত্র স্থায়িগতান্ ব্রুবে ॥ ২২১

ক্রম অনুসারে স্বর-রচনাকে অলঙ্কার বলে। এই অলঙ্কার ভেদ বহু। তন্মধ্যে স্থায়ীগত অলঙ্কার বলা যাইতেছে। ১২১

যেষামাদ্যন্তয়োরেক স্বরাস্তে স্থায়ি-বর্ণগাঃ।
প্রসন্নাদিঃ প্রসন্নান্তঃ প্রসন্নাদ্যন্ত সংজ্ঞকঃ ॥ ২২২
ততঃ প্রসন্ন-মধ্যঃ স্যাৎ পঞ্চমঃ ক্রম-রেচিতঃ।
প্রস্তারোঽথ প্রসাদঃ স্যাৎ সপ্তৈতে স্থায়িবর্ণগাঃ ॥ ২২৩

যে সকল অলঙ্কারের আদি ও অন্তে এক স্বর, তৎসমুদয়কে স্থায়িবর্ণগত অলঙ্কার বলে। এই অলঙ্কার সাতটি—(১) প্রসন্নাদি (২) প্রসন্নান্ত (৩) প্রসন্নাদ্যন্ত (৪) প্রসন্ন-মধ্য (৫) ক্রম-রেচিত (৬) প্রস্তার ও (৭) প্রসাদ ॥ ২২২-২২৩

প্রসন্নো মন্দ্র-পর্য্যায়ঃ প্রসন্নাদি স্তদাদ্যকঃ।
প্রসন্নান্তস্তদন্তঃ স্যান্মন্দ্রাদ্যন্তস্তৃতীয়কঃ ॥
চতুর্থো মন্দ্র-মধ্যঃ স্যাৎ ক্রমাচ্চ ক্রম-রেচিতঃ ॥ ২২৪

মন্দ্র স্বরকে প্রসন্ন বলে। যে অলঙ্কারের আদি স্বর মন্দ্র তাহাকে প্রসন্নাদি অলঙ্কার বলে। যাহার অন্তে মন্দ্র স্বর তাহাকে প্রসন্নান্ত অলঙ্কার বলে। যাহার আদি ও অন্ত দুই স্থানেই মন্দ্রস্বর তাহাকে প্রসন্নাদ্যন্ত অলঙ্কার বলে। প্রসন্ন বা মন্দ্রস্বর যাহার মধ্যস্থলে তাহাকে প্রসন্ন-মধ্য অলঙ্কার বলে। গ্রন্থকারের নির্দ্দিষ্ট ক্রমে স্বর সন্নিবেশিত হইলে তাহাকে ক্রম-রেচিত অলঙ্কার বলে ॥ ২২৪

টিপ্পনী—পারিজাতকার মন্দ্র শব্দের কোন অর্থ বলেন নাই; কেবল বলিয়াছেন—'প্রসন্নো মন্দ্র পর্য্যায়ঃ।' প্রসন্নাদি, প্রসন্নান্ত ইত্যাদি অলঙ্কারে প্রসন্ন শব্দের অর্থ মন্দ্র, কিন্তু মন্দ্র শব্দের অর্থ কি তাহা তিনি বলেন নাই। সঙ্গীত রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন—মন্দ্রঃ প্রকরণেঽত্র স্যাৎ মূর্চ্ছনা প্রথমঃ স্বরঃ। স এব দ্বিগুণ তারঃ। এই অলঙ্কার প্রকরণে মূর্চ্ছনার প্রথম স্বরটি মন্দ্র স্বরে উচ্চারিত হইবে। সেই স্বরটিই দ্বিগুণ প্রযত্নে উচ্চারিত হইলে তাহাকে তার বলা হয়।

প্রস্তারোহস্বর্থ নামাস্যাৎ প্রসাদস্ত প্রসন্নতা।

উর্দ্ধরেখা শিরাস্তারো মন্দ্রো বিন্দুশিরাভবেৎ॥ ২২৫

প্রস্তার নামক অলঙ্কারের লক্ষণ নামের অর্থেই প্রকটিত রহিয়াছে। প্রসাদ শব্দের অর্থ প্রসন্নতা। তার স্বরের উর্দ্ধে একটি উর্দ্ধরেখা তাহার পরিচায়ক-রূপে থাকে; আর মন্দ্র স্বরের উপরে একটি বিন্দু ব্যবহৃত হয়॥ ২২৫

ভদ্রো নন্দোজিতঃ সোমো গ্রীবোভালঃ প্রকাশকঃ।

ইত্যন্যান্যপি নামানি মুনয়ঃ সাজিরন্তি হি॥ ২২৬

পূর্ব্বোক্ত সাতটি অলঙ্কারের অপর আরও সাতটি নাম মুনিগণ স্বীকার করিয়া থাকেন; যথা,—(১) ভদ্র (২) নন্দ (৩) জিত (৪) সোম (৫) গ্রীব (৬) ভাল ও (৭) প্রকাশক॥ ২২৬

যমারভ্যাগ্রিমং গত্বা পুনঃ পূর্ব্বস্বরং বদেৎ।

ভদ্র-সংজ্ঞমলঙ্কারমাঞ্জনেয়োহবদৎ সুধীঃ॥ ২২৭

প্রথম স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় স্বর পর্য্যন্ত যাইয়া পুনরায় পূর্ব্ব স্বর বলিবে। ইহাকেই ভদ্র নামক অলঙ্কার বলে। ইহা সুধী আঞ্জনেয় বা হনুমানের মত॥২২৭

একৈকস্ত স্বরস্যাত্র নানাদেব ক্রমোভবেৎ।

এই অলঙ্কারে এক একটি স্বরপরিত্যাগ করিয়া ক্রম রচিত হয়। যথা—স রি স, রি গ রি, গ ম গ, ম প ম, প ধ প, ধ নি ধ, নি স নি, স নি স। ইতি ভদ্র। প্রসন্নাদিঃ। ১

নন্দঃ স্যাদ্ রূপকেনাত্র স্বরবন্ধেন পূর্ব্ববৎ॥ ২২৮

দ্বিতীয় 'নন্দ' বা 'প্রসন্নান্ত' নামক অলঙ্কার পূর্ব্বোক্ত অলঙ্কারের ন্যায়, কিন্তু স্বরগুলি সবই দ্বিগুণিত; যথা—সস রিরি সস। রিরি গগ রিরি। গগ মম গগ। মম পপ মম। পপ ধধ পপ। ধধ নিনি ধধ। নিনি সস নিনি। সস নিনি সস। ইতি নন্দঃ। প্রসন্নান্তঃ॥ ২

জিতঃস্যাল্লঘুকালেন সগরি সেত্যয়ং ক্রমঃ।

'স গ রি স' ইত্যাদি ক্রমগুলি অল্পকালে উচ্চারিত হইলে (অল্পকালে উচ্চারণের কারণ ইহার আদ্যন্ত দুইটি স্বরই মন্দ্র) তাহাকে জিত বা প্রসন্নাদ্যন্ত অলঙ্কার বলে। যথা—সগরিস। রিমগরি। গপমগ। মধপম। পনিধপ। ধসনিধ। ইতি জিতঃ। প্রসন্নাদ্যন্তঃ॥ ৩

গুরুকালেন সোমঃ স্যাৎ স্বরবন্ধেন পূর্ব্ববৎ॥ ২২৯

'স গ রি স' ইত্যাদি প্রসন্নাদ্যন্ত অলঙ্কারের স্বরগুলি দ্বিগুণিত ও দীর্ঘকালে উচ্চারণীয় হইলে তাহাকে সোম বা প্রসন্ন-মধ্য অলঙ্কার বলে। সস গগ রিরি সস। রিরি মম গগ রিরি। গগ পপ মম গগ। মম ধধ পপ মম। পপ নিনি ধধ পপ। ধধ সস নিনি ধধ। ইতি সোমঃ। প্রসন্ন-মধ্যঃ॥ ৪

সগৌ রিগৌ সমুচ্চার্য্য মগৌ রিসৌ তথৈবচ।

গ্রীবং লঘুস্বরেনাত্র হনুমানবদৎ সুধীঃ॥ ২৩০

যে অলঙ্কারে 'সগরিগ' 'মগরিস' এই নিয়মে ক্রমে এক একটি স্বর রেচিত বা পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ লঘুস্বর বিশিষ্ট অলঙ্কারকেই গ্রীব বা ক্রম-রেচিত অলঙ্কার বলে। যথা—

সগ রিগ মগ রিস। রিম গম পম গরি

গম মপ ধপ মগ। মধ পধ নিধ পম।

পনি ধান সনি সপ।

টিপ্পনী—'সগরিগ মগরিস' এই ক্রমে 'স' পরে 'রি' এই স্বরটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। তৎপর ৩য়, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৩য়, ২য় স্বর উচ্চারণ করিয়া পুনরায় (স্থায়ি বর্ণগত অলঙ্কারের নিয়মে) স স্বরটি উচ্চারিত হইয়াছে। অন্যান্য ক্রমগুলিও এই নিয়মেই রচিত॥২৩০

(ক্রমশঃ)

মীরাবাঈ

এস প্রিয়ের ঘরে :
কত বা আর থাকব বলো
চেয়ে পথের পরে ?
শঙ্কা কিছু নেই গো তোমার,
রেখো না ভয় মনে,
তুমি এলে ভ'র্‌বে হৃদয়
সুখের শিহরণে।
এ দেহ মন দেব ডালি
তোমার রাঙা পায়ে,
কাট্‌বে জীবন মোহন শ্যামের
কমল-চরণ-ছায়ে,
(ও তার) কোমল প্রেমের ছায়ে।

কাতর অশ্রু ঝরে :
তুমি এলে উঠ্‌বে গো ঢেউ
পুলক সরোবরে।
বিলম্ব মোর সহে না যে—
কাটে না দিন আর,
তোমার লাগি' ছেড়েছি সব—
কাজল, তিলক, হার।
অনন্ত এই সময় যেন
নেইক' তুমি ব'লে,
জন্ম-জন্ম-দাসী মীরা
হিয়ার আগল খোলে,
(আজি) বন্ধ আগল খোলে।

অনুবাদ—কুমারী মমতা মিত্র

সুর ও স্বরলিপি—দিলীপকুমার

ভৈরবী—একতালা

	০				১				+				৩		!		
II	সা	ঋা	-জ্ঞা	|	মা	পা	দা	|	ণা	-র্সা	-দণা	|	র্সা	-া	-া	I
	এ	সো	০	|	প্রি	য়ে	র	|	ঘ	০	০	|	রে	০	০	
	র্সা	-র্ঋা	র্জ্ঞা	|	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	-দা	|	দা	-ণা	র্সা	|	দা	পা	-া	I
	আ	র্	ক	|	ত	বা	০	|	থা	ক্	ব	|	ব	লো	০	
	ণা	-দা	-া	|	মা	মা	-জ্ঞা	|	রজ্ঞা	-মা	-ঋা	|	সা	ঋা	সণ্‌া	II
	চে	য়ে	০	|	প	থে	র্	|	'প০	০	০	|	রে	তু	মি০	

০ | ১ | + | ৩

র্সা -া র্ঋা | র্সা ণা -া | ধণা র্সা ধণা | দা পা -া I
শ ং কা | কি ছু ০ | সে০ ই গো | তো মা ০

পা দা -জ্ঞা | মা পা মপা | ধা ণা -া | -া -া -া I
রে খো ০ | না ভ য় | ম নে ০ | ০ ০ ০

পা দা -ণা | র্সা র্ঋা -র্জ্ঞা | র্ঋজ্ঞা র্মা র্ঋজ্ঞা | র্ঋা র্সা -া I
তু মি ০ | এ লে ০ | ভ০ র বে | হৃ দ ০

সা সা ঋা | জ্ঞমা জ্ঞঋা -জ্ঞা | ঋা সা -া | -া -া -া I
সু খে র | শি০ হ০ ০ | র ণে ০ | ০ ০ ০

০
সা -মা মা | মা মা পা | জ্ঞা জ্ঞা -ণা | ণা ণা -া I
এ ০ দে | হ ম ন | দে ব ০ | ডা কি ০

পা পা র্সা | র্সা র্সা -া | র্মজ্ঞা র্ঋজ্ঞা র্সঋা | র্সা -া -র্ঋা I
তো মা র | রা ঙা ০ | পা ০ ০ | য়ে ০ ০

র্সা -া র্সা | ণা ণা -া | দা দা -া | পা পা -া I
কা টুঁ বে | জী ব ন | মো হ ন | শ্যা মে র

মা মা -া | জ্ঞা জ্ঞা -া | জ্ঞঋা -জ্ঞঋা -জ্ঞঋা | সা সা ঋা I
ক ম ল | চ র ণ | আ ০ ০ | রে ও তার

ণ্া সা -া | দা পা -া | র্ঋা -া -া | র্সা -া -া II
কো ম ল | প্রে মে ০ | ছা ০ ০ | য়ে ০ ০

(দ্বিতীয় স্তবকটি প্রথমের সুরে গেয়)

শ্রীরাগ

শ্রী—সেতারখানি

উধোজী হামারি গত্ ফের বিন কানূহাইয়া
ব্যাকুল ভঁয়ি আজ।
দরশ বিন মোহে কল্ না পড়ত হ্যায়্
শ্যাম সুধ লেরে আজ।

সংগ্রহ—ওস্তাদ মেহেদী হুসেন খাঁ — স্বরলিপি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

পরিচয় :—"শ্রী" পূর্‌বী ঠাটের রাগ ; ইহার রেখাব, ধৈবত কোমল ও মধ্যম তীব্র (ঋ হ্ম দা)।

আরোহী—(গা দা বর্জ্জিত)—সা ঋা হ্মা পা না র্সা। অবরোহী—(সম্পূর্ণ)—র্সা না দা পা হ্মা গা ঋা সা।

বাদী—ঋা সমবাদী—পা

আস্থায়ী

	+	৩	০	১	
পা দপা II	নর্সা -া র্ঋা -না	দা -পা দা -হ্মা	গা ঋা গা -ঋা	সা সা ঋা ন্‌া	I
উ ধো০	জী ০ হা ০	মা ০ রী ০	গ ত্ ফে ০	র বি ন কা	

+	৩	০	১
সঋগা -ঋা সা -সা	পা দপা র্সা র্ঋনা	দা -পা পঋা -গা	-ঋা সা
নূহাই ০ য়া ০	ব্যা কু০ ল ভঁ০	য়ি ০ আ ০	০ জ

অন্তরা

	+	৩	০	১	
II	হ্মপা নর্সা -র্ঋর্গা র্ঋা	র্ঋর্সা র্সা না নার্স	র্ঋা র্গা -র্ঋা -র্সা	র্ঋা না দা পা	I
	দর শবি ০ ০ ন	মো হে ক ল	না প ০ ০	ড় ত হা য়	

+	৩	০	১
হ্মা পা না -র্সর্ঋা	-র্সা র্সা র্ঋা -না	-দা পা পঋা -গা	-ঋা সা
শ্যা ম সু ০	০ ধ লে ০	০ রে আ ০	০ জ

বিস্তার—(বিলম্বিৎ, মধ্ ও জলদ্ তিনপ্রকার বিস্তারই একটী বা দুইটী করিয়া দিলাম। সর্ব্বদা গানের কথা দিয়া বিস্তার করিবেন; কথা যার যেরূপ ভাল লাগে সেইরূপ প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে যেন তাহা সুষ্ঠু হয় ও অর্দ্ধেক কাটা কাটা কথার প্রয়োগ না থাকে)।

+ ৩ ০ ১
১। উধো II জী স´া স´া, নঋ´া | ঋ´া স´া, ঋ´া না, | দা পা, হ্মপা দা | হ্মা, পা না স´া, I

+ ৩ ০ ১
না ঋ´া ঋ´া গ´া | ঋ´া ঋ´া স´া স´া, | ঋ´া ঋ´া, স´া না | দা পা

+ ৩ ০ ১
২। উধো II জী না দা পা, | হ্মা গা ঋা সা, | দা হ্মা, গা ঋা | ঋ´া ঋ´া, গ´া ঋ´া I

+ ৩ ০ ১
স´া ঋ´া ঋ´া স´া, | ঋ´া না দা পা, | পা, দা হ্মা গা | ঋা সা

+ ৩ ০ ১
৩। উধো II জী ঋ´া নদা পা, | নদা হ্মা গঋা সা | প্া ন্া সা ন্া | দ্া প্া ন্া ন্া I

+ ৩ ০ ১
সা, ঋা হ্মা পা, | দা হ্মা, না দঃ | পা, দা হ্মা গা | ঋা সা

তান:—

০ ১
১। সঋা হ্মপা | নস´া ঋ´স´া নদা পহ্মা | গঋা সা

৩ ০ ১
২। ঋ´স´া নদা পনা | স´ঋ´া গ´ঋ´া স´না দপা | হ্মগা ঋসা সনা দপা | হ্মগা ঋসা

সঙ্গীতের ঠাট

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা সাধারণতঃ সে সকল সুরগুলি গাহিয়া থাকি, তাহার ভিতর ঠাটের অবস্থা ও সংযোগ প্রণালী হিসাবে সুরের শ্রুতি ভাগ আপনা আপনিই হইয়া যায়। তবে নানা মুনির নানা মত, সেই হিসাবে কোন মতটী যে সঠিক তাহা ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিবার যো' নাই। যাহা হউক, যাহাতে ছাত্রগণ যথা শাস্ত্রানুযায়ী সঙ্গীত শিক্ষা করিতে পারে তৎপ্রতি বর্ত্তমান শিক্ষকের দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আমি বক্ষ্যমান প্রবন্ধে দ্বাদশটি ঠাটের পরিচয় দিলাম। ইহা কেহ সংশোধন বা পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিলে বাধিত থাকিব।

হনুমন্তের মত

১। ভৈরব, ২। মালকোষ, ৩। হিণ্ডোল, ৪। দীপক, ৫। মেঘ, ৬। শ্রীরাগ, ৭। :৮ কানেড়া, ৮। ১৩ মল্লার, ৯। ১২ টোড়ী, ১০। ৯ নট, ১১। ৭ সারং, ১২। বেলাবল।

১। ভৈরব—রামকেলী, যোগিয়া, ভাটিয়ালী, বাঙ্গালী, কলিঙ্গড়া, খট।

২। মালকোষ—চন্দ্রকোষ, রবিকোষ।

৩। হিণ্ডোল—পূরিয়া, মারবা, জয়ন্ত, সাজগিরি, কুমারী, মালশ্রী, মালবী।

৪। দীপক—ইহা বসন্তের অন্তর্গত কিন্তু হনুমন্তের মতে আদি চতুর্থ রাগ। এই হিসাবে ইহার স্থান সুতরাং আমি বসন্তের ঠাটের ব্যবহার দেখাইলেই দীপক প্রকাশ পাইবে। পঞ্চম, সোহিনী, দীপক, পরজ, ললিত।

মল্লার—মিঞামল্লার, জয়জয়ন্তী, অরুণমল্লার, গৌড়-মল্লার, দেশ, সোরট, মেঘ।

৫। মেঘ—দ্বাদশ মল্লারের দ্রষ্টব্য সুতরাং এই দুই রাগ যথা দীপক ও মেঘ জয়ন্ত ও মল্লারের অন্তর্গত হওয়ায় ইহা দ্বাদশ ঠাটে পরিণত হইল।

৬। শ্রীরাগ—পূরবী, ধানশ্রী, মিশ্র, পুরিয়া ধানশ্রী, ত্রিবেণী, বৈরাগী, গৌরী, চিত্রাগৌরী।

৭। ভৈরবী—আশা ভৈরবী, গারা ভৈরবী, আনন্দ ভৈরবী।

৮। * বেলাবল—বিভাস, দেশকার, নিশাসাগ, আলাহিয়া কুকুভা, দেবগিরি, বেহাগ, শঙ্করা, শঙ্করাভরণ বিহঙ্গড়া (কুকুভা,) সিন্ধু, ঝিঁঝিট, লুম, ভীমপলশ্রী, দেওশাক, তিলক কামোদ, পাহাড়ী, রামকিরি, বরবা, সিন্ধুড়া পিলু, খাম্বাজ, কল্যাণ, কেদারা, হাম্বীর, ইমন, শ্যাম, ছায়া, কামোদ, ভূপালী।

৯। সারং—মধুমাধব, বৃন্দাবনী, গৌড় সারঙ্গ, মিঞা-সারঙ্গ, বড়হংস সারঙ্গ।

১০। টোড়ী—দরবারী, জৌনপুরী, সুঘরাই, গুর্জ্জরী, গান্ধারী, সুহা, মুলতান, নাচারী, লছমী, বিলাসখানি।

১১। নট :—ছায়ানট, নটনারায়ণ, কামোদ, মল্লার।

১২। কানেড়া—সুঘরাই, দরবারী, আড়ানা, বাগেশ্রী, সাহানা, বাহার, নায়কী ইত্যাদি।

* বেলাবল সুর প্রায় সকল সুরে ব্যবহার হয়। এই বেলাবল সুরটি আবার হিণ্ডোলের অন্তর্গত হইয়া আছে।

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

কেদারা—ত্রিতাল

রচনা—ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেব

স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
(রামগোপালপুর)

আস্থায়ী

১ + ৩ ০
পপা II ক্ষা পপা গা মা | ধা ধা পা পপা | রা মমা পধা পা | গমা রা সা
ড়েরে ডা ড়েরে ডা রা ডা ডা রা ড়েরে ডা ড়েরে ড়েরে ডা ড়েরে ডা রা

অন্তরা

৩ ০ ১ +
পপা II ক্ষা ক্ষক্ষা পা ধা | র্সা র্সা র্সা র্রপা I র্মর্গা র্রর্রা র্সা না | ধা পপা মা মা
ড়েরে ডা ড়েরে ডা রা ডা ডা রা ড়েরে ডা ড়েরে ডা রা ডা ড়েরে ডা রা

সা মমা পধা পা | গমা রা সা
ডা ড়েরে ড়েরে ডা ডারা ডা রা

তান

১ +
১। ধনর্সর্রা গর্মর্গর্রা র্সনধপা মগরসা | ধা

৩ ০
২। সমগা পক্ষধপা নধর্সনা র্রর্সর্গর্রা | র্সনধা পা র্সনধা পা I

১ +
র্সনধা পপক্ষা ধপমগা পক্ষপা | ধা

+ ৩
৩। র্সনধপা ধপমগা মগরসা ন্রসা | ন্সগমা পক্ষধপা মগরসা ন্রসা |

০ ১ +
ন্সগমা পনর্সা র্সা ন্সগমা I পনর্সা র্সা ন্সগমা পনর্সা | র্সা

১ +
৪। ন্সগমা পনর্সর্রা র্সনধপা মগপক্ষা | ধা

+ ৩
৫। সা মগা পক্ষধপা ধক্ষপক্ষা | পপক্ষপা ধধপপা ধনধনা ধধপক্ষা |

০ ১ +
ধধমা গমধপা ধগমা ধধপা | সন্ররা সপপা ক্ষপপা গমা I ধা

মৃদঙ্গ-বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

ঝাঁপতাল

+ ১ ০
৪১৭। কত্রেকেটে তাগ ঘে ঘে থুন্না দেৎ ক্রান

২
ক্রান কেটে তাগ দেৎ দেৎ তেরেকেটে

+ ১
তেরেকেটে দিগ দাগ তেরেকেটে ধেৎ কতা

০ ২ + ১
৵তা ধেটে ধা কতান ক্রেধা তাগ থুদি ঘেনে

০ ২ +
ঘেড়েনাগ দেৎ কদেৎ কদেৎ তাআনে

১ ০
ধেএনে কতা গ্রেদেন্ তাগ নান তেরে

২ +
ঘেন্ তেরে কেটে তাগ থুন থুন ধা

+ ১
৪১৮। ঘেড়েনাগ তেরেকেটে তাগে তেটে ঘড়ান

০ ২ +
ক্রান তাগ দিকতা ঘেনে দেৎ দেৎ ক্রান

১ ০ ২
ত্রেগে তাগ থুন থুন থুন ধাগে ত্রেকেটে কড়ান

+ ১ ০ ২
দিঘেনে না আন কতা দেৎ কতা দেৎ ত্রেগে

\+ ১
ত্রেগে ত্রেগে ঘে তেরেকে তাগ কত্রে ঘে

০ ২
ঘে দি ঘড়া আন নান তেরেকেটে তাগ

\+
ক্রান ক্রেধেৎ ধা

\+ ১ ০
৪১৯। ঘেদেদ্দি ঘেনে কতা ধা আনে ধাআনে

২ + ১ ০
ঘেঘেদি থুদেন্না ঘেঘে তাগ ধাকড় ধাআনে

২ + ১ ০
কতা তন্ধা তেরেকেটে ধাআ ৺থুগেনা ক্রানক

২ + ১ ০ ২
ক্রানক ক্রানক ধা ১ ২ ৩ ক্রানক ক্রানক

\+
ক্রানক ধা

\+ ১ ০ ২
৪২০। ধে তা কতা ত্রেগেনে দি ৺তাঘেনে ত্রেগে

\+ ১ ০
তা ধা ৺ঘড়ানে কতা দিঘে তে:টে দি

২ + ১ ০
৺কড়াআনে থুন ৺থুউঙ্গা তেটে দেঘেনে দেদে

২ + ১
ঘেনে না আ ধেরেকেটে কৎ দেৎ ধাগেনান্

০ ২
৺তেরে কেটে তাগ ৺তা তেটে ধে ধে থুন

\+
থুন ধা

\+ ১ ০ ২
৪২১। ঘেদেত্তা ৺তা আতা কতা কঅৎ দিঘেনে

\+ ১ ০
কড়ান ঘেঘেনে থুউন্না ক্রেধেৎ ধাধা কেটে

২ + ১
তাগ ধেএ তা আনে ধাআ কৎ কৎ ত্রান গদি

২ +
ঘে ঘে তেটে ৺তা ঘেন ধাআ ঘে ঘে তেটে

১ ০ ২ +
৺তা ঘেনে ধা — ঘে ঘে তেটে ৺তা ঘেনে ধা

\+ ১ ০ ২
৪২২। ৺ধেকেটে ঘেনে ধাতিধা ৺তাগেন্নে ক্রান্না

\+ ১ ০ ২
দেৎ ৺থুঙ্গা তাতা ৺দিঘেনে ধেৎ তাকে

\+ ১
কদেক কড়ান কদেক কড়ান তা আতা

০ ২
তাগ ধা তা আতা তাগ ধা তা আতা

\+
তাগ ধা

গান

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত

তোমায়, ডাক্ দিনু হায় কত
দাঁড়িয়েছিনু চরণ পানে
নয়ন করি নত।
নিঠুর তুমি চাইলে না মোর পানে,
শুন্‌লে না মোর কি ছিল সেই গানে,
অবহেলায় করলে আশাহত।

গাইল পাখী, ফুটল কত ফুল,
নিভল আমার আশার বাতি
ঝর্‌ল এ মুকুল।
ভোরের বেলা পথের পথিক আমি,
চলার পথে যাত্রা গেল থামি,
পথের কাঁটায় পরাণ হল ক্ষত।

স্বরলিপি

মিশ্র—দাদ্‌রা

ওগো গুণী তুমি আমায়
শুনিয়েছিলে গান
তারি ছোঁয়ায় বেদন দোলায়
উঠ্‌লো দুলে প্রাণ।

উদাস করা করুণ সুরে
জাগলো ব্যথা হৃদয় পুরে,
প্রাণের্ কূলে এলো সেদিন
কোন্ বিরহের বান।

বাতাস গেল নিশ্বাস ফেলি'
তোমার গানের 'পরে
ক্লান্ত সুরের পরশনে
শিউলি গেল ঝ'রে।

ভেবেছিনু গানের শেষে
হয়ত ধরা দিবে এসে,
তোমার সুরে তোমায় খুঁজে
পাইনা যে সন্ধান॥

কথা—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য সুর—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

II সা গা -মা পা পধা -না I না র্সনা -র্সনা ধনা ধা -পা I
ও গো ০ গু ণী০ ০ তু মি০ ০ ০ আ০ মা য়্

পা পনা নর্সা -নর্সা -ধপা -পধা I ক্ষা -পা -মা | -গা গা মা I
শু নি০ য়ে০ ০০ ছি০ লে০ গা ০ ০ ন্ আ মায়

পা পনা নর্সা -নর্সা -ধপা -পধা ক্ষা -পা -া -া -া -মা I
শু নি০ য়ে০ ০০ ছি০ লে০ গা ০ ০ ন

মা মা -া মা মা -া I মা রমা -পধা ধপা পা -মা I
তা রি ০ ছোঁ য়া য়্ বে দ০ ন্০ দো০ লা য়্ -

গা -া মগা | -রসা রা গা I গমা -গমা -গরা | -সা পা মা I
উ ঠ্ লো০ | ০০ ছু লে প্রা০ ০০ ·০০ ণ আ মায়

পা পনা নর্সা | -নর্সা -ধপা -পধা I জ্ঞা -া -া | -া -া -া II
গু নি০ য়ে০ | ০০ ছি০ লে০ গা ০ ০ ০ ০ ন্

II পা পা -া | পা না -ধা I না -র্সা -া | র্সনা র্রর্সা -নধা I
উ দা স্ | ক রা ০ ক রু ণ | সু০ রে ০০
ভে বে ০ | ছি নু ০ গা নে র্ | শে০ ষে ০০

ধা -র্রা র্রা | -র্রজ্ঞা র্রা -র্সা I না ধনা -র্সা | না -ধা -ধণা I
জা গ্ লো | ০ ব্য থা হৃ দ০ য় | পু রে ০০
হ য় ত | ০ ধ রা দি বে০ ০ | এ সে ০০

-ধা -পা -া | -া -া -া I পা পর্সা -র্সনা | ধা -পা -া I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ প্রা ণে০ র্০ | কূ লে ০
০ ০ ০ | ০ ০ ০ তো মা০ র্০ | সু রে ০

পা জ্ঞপা -ধপা পধা পা -মা I সা -মা গা | পা পা -া I
এ লো০ ০০ সে০ দি ন্ কো ন্ বি | র হে র্
তো মা০ ০য়্ খুঁ০ জে ০ পা ই না | বে ০ শ

জ্ঞা -পা -ধা -না -র্সা -র্রা I র্সা না ধা | -পা ধা পা I
বা ০ ০ ০ ০ ন্ গু নি য়ে | ০ ছি লে
ঝা ০ ০ ০ ০ ন্

পা -া -মা | -গা গা মা I পা পনা নর্সা | র্নর্সা -ধপা -পধা I
গা ০ ০ ন্ আ মা৷ র শু নি০ য়ে০ | ছি০ ০০ লে০

জ্ঞা -পা -া | -া -া -া II
গা ০ ০ ০ ০ ন্

II {পা পা -ধা | পা -মা -া I গা গা -পমা | গা -রা -া I
বা তা স্ | গে ল ০ নি শা স্ | ফে লি ০

রা সরা -মজ্ঞা | -মজ্ঞা রা -সরা I ন্া সা -া | -া -া -া I
তো মা০ ০০ | ০র্ গা নের্ প রে ০ | ০ ০ ০

রা -া গা | মা পা -া I ধা ধপা মা | গা -রা -া I
ক্লা ন্ ত | স্থ রে র্ প র০ শ | নে ০ ০

পা মা গা | রা সা সধ্া I সা -া -া | -া -া -া} II
শি উ লি | গে ল ঝঁ রে ০ ০ | ০ ০ ০

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার বি-এ

মধ্যম দশ কোষী

ইহা একটি চতুর্দ্দশ মাত্রিক ছন্দ, দুই আবর্ত্তনে ইহার লয়ের বোল সম্পূর্ণ। ইহাতে চারিটি তালাঘাত, তন্মধ্যে দুইটি ছুটা ও দুইটিতে একটি জোড়া। ইহার প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ তালের পর তিনটি করিয়া ফাঁক বা কোষী এবং তৃতীয় তালের পর একটি ফাঁক। ঐ তৃতীয় তাল এবং চতুর্থ তাল মিলিয়াই জোড়া হইয়াছে। সাধারণতঃ দ্বিতীয় তালের দুই মাত্রা পূর্ব্ব হইতেই মধ্যম দশকোষীর গান আরম্ভ হয়। তবে আমরা প্রথম তালের দুইমাত্রা পূর্ব্ব হইতে এবং জোড়া অর্থাৎ তৃতীয় তাল হইতেও মধ্যম দশকোষীর গান আরম্ভ হইতে শুনিয়াছি। অনেক কীর্ত্তন গায়ক ও খোল বাদক জোড়ায় আরম্ভ হইলে ঐ দশকোষীকে শুধু (বিশেষণ শূন্য) দশকোষী বলেন। কিন্তু মদীয় মৃদঙ্গাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয় ইহাকে মধ্যম দশকোষীই বলেন। এবং আমরাও এইরূপ নাম প্রভেদের কোন কারণ দেখিনা। এই ছন্দে চতুর্থ তালে মূর্চ্ছনের শেষ হয়। কিন্তু তেহাই যুক্ত ঘাঁত, পরণ প্রভৃতির তেহাই প্রথম তালেই শেষ হয়। প্রথম তালের দুই মাত্রা পূর্ব্ব হইতে যে মধ্যম দশকোষীর গানের আরম্ভ হয় তাহাকে অনেকে ছোট সমতাল বলেন। তাহার মূর্চ্ছন প্রথম তালে শেষ হয়।

লয়

১ ০ ০ ০

১। তা (আ) ত্রেকেটে তাখি নিতা খেটা

২ ০ ০

তা (আ) ত্রেকেটে তাখি তা (আ) খেটে

০ ৩ ০

খেটাতেটে তাখি খিখি কুর্ কুর্ কুর্ কুর্

৪ ০ ০ ০ ২

তা তা খিখি গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ ধা খি

০ ০ ০ ২ ০

দাখি গিদা খি (ই) ত্রেগেচ্ ধাখি গিদাখিখি

০ ০ ৩ ০

তাগ দাধে (ই) দাধেই ঝাখি খিখি গুর্ গুর্ গুর্

৪ ০ ০ ০

গুর্ ঝাখি না তেটে খেটা।

১ ০ ০ ০ ২ ০ ০

২। তা খেনা খেনা খেনা তা খেনা খেনা

০ ৩ ০ ৪ ০ ০ ০

খেনা তা কুর্ কুর্ তা তা খে টা

১ ০ ০ ০ ২ ০ ০

খেনা কখে নাক খেনা ধা কখে নাক

০ ৩ ০ ৪ ০ ০ ০

খেনা ধা গুর্ গুর্ ঝাখি নাও তেটে খেটা

কাটা দশকোষী

মধ্যম দশকোষী এবং কাটা দশ কোষীও হাত, ঘাত, লহর, মূর্চ্ছন প্রভৃতি একই রূপ বলিয়া উভয়ের লয় একত্র সন্নিবেশিত হইল। ইহার লয় এক আবর্ত্তনে সম্পূর্ণ

গানের আরম্ভ হয় প্রথম তালের দুই মাত্রা পূর্ব্ব হইতে। মূর্চ্ছন্ চতুর্থ তালে শেষ। তবে কেহ কেহ প্রথম তালেও ইহার মূর্চ্ছন শেষ করেন।

লয়

১ ০ ০
১। তা গুর্ গুর্ ধি নাক তেটে নাক তেটে

০ ২ ০
নাক তেটে ধা গুর্ গুর্ ধি নাক তেটে

০ ০ ৩
নাক দাধে (ই) দাধেই ঝা খিখিখি

০ ৪ ০
গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ ঝা(আ) ঘিঘি নাক তেটে

০ ০
তেটে তেই তেটে তেই

১ ০ ০ ০
২। ঘিঘি গিতা ঘিগিতেই ঘিঘিতেই ঘিগি তেই

২ ০ ০
ঘিঘিগিতা ঘি(ই) ঘি(ই) তেটে তেটে তাক দাধে

০ ৩ ০
(ই) দাধেই ঝাখি খিখি গুর্ গুর্ গুর্ গুর্

৪ ০ ০
ঝা (আ) ঘিঘি নাক তেই গেদা গেদা

০
গেদা .গেদা

কাটা দশকোষী এবং মধ্যম দশকোষীর ধরণ মূর্চ্ছন প্রভৃতি এক।

লহর

১ ০ ০
১। ঝা গুর্ দিদ্দা দা গুর্ দিদ্দা দা গুর্ দিদ্দা

০ ২ ০ ০
তা ঝা গুর্ দিদ্দা দাগুর্ দিদ্দা দাগুর্ দিদ্দা

০ ৩ ০ ৪
তা ঝাগুর্ তিত্তা তাগুর্ দিদ্দা ঝাগুর তিত্তা

০ ০ ০
তাকুর্ তিত্তা তাকুর্ তিত্তা তা

১ ০
২। ঝা (আ) ঘে না ধিনি ঝা (আ) ঘে না ধিনি

০ ০
ঝা (আ) ঘে নাধিনি দা গুর্গুর্ দাধিনি

২ ০
ঝা (আ) ঘে না ধিনি ঝা (আ) ঘে না ধিনি

০ ০
ঝা (আ) ঘে নাধিনি দা গুর্ গুর্ দা গুর্ গুর্

৩ ০ ৪ ০
দাধিনি ধিনিদা গেদা ধিনিতেই ধিনিতেই

০ ০
ধিনিতাধি তা

[এই লহর এবং এইরূপ ত্রিমাত্রিক এবং চতুর্মাত্রিক ছন্দের মিশ্রণে গঠিত বোল সকলকে বৈঠকীতে কু আড়ির বোল বলে। এই বোলের তৃতীয় তালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতি মাত্রায় ছয়টি করিয়া বাণী এবং তৃতীয় তাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতি মাত্রায় চারিটি করিয়া বাণী]।

১ ০ ০

৩। তা গেদা দাধিনি দাধিনি ধেনাও (ই)কতা

০ ০

(আ) ধিনি (ই)তা (আ) থিনি তাতিনি

৩ ০ ৪

তেনাও দা ধি নি ধি নিনা গেদা ধিনি তেই

০ ০ ০

থিনি তেই থিনিতাথি তা।

১ ০ ০ ০

৪। ধিনি তাক্ তিনি তাক তিনি তাক তিনি তাক

১ ০ ০ ০

ধিনি তাক তিনি তাক তিনি তাক তিনি তাক

৩ ০ ৪

তেটেতা দাধিনি দাধিনি না ত্রেকেট্ ধেটেতা

০ ০

তাথিনি তেটেতা তাথিনি তেটেতা তাথিনি

০

তাথিনি তাগুর্গুর্

হাত

১ ০ ০ ০

১। জা জা জাঝি না জা ঝেনা জা জা ঝেনা ঝা(আ)

২ ০ ০

গুর্গুর্ জা জা জাঝি নাজা ঝেনা জাজা ঝেনা

০ ২ ০ ৪

ঝা (আ) গুর্গুর্ জাঝি নাঝি না জা ঝেনা ঝেনা

০ ০ ০

তা তা খেনা তাতা খেনা তাথি নাও গুর্গুর্

১ ০ ০ ০

২। জাঝি নাঝি নাগ ঝিনি তাগ ঝিনি ঝেনা গুর্গুর্

২ ০ ০ ০

জাঝি নাঝি নাগ ঝিনি তাগ ঝিনি ঝেনা গুর্গুর্

(পরবর্ত্তী অংশ পূর্ব্ব বোলের অনুরূপ)।

১ ০ ০ ০

৩। দা গুর্গুর্ ধে (এ) না ধেনা ঘেনা ধেনা ঘেনা ধেনা

২ ০ ০ ০

দা গুর্গুর্ ধে (এ) না ধেনা ঘেনা ধেনা ঘেনা ধেনা

৩ ০

দা গুর্ গুর্দা গুর্গুর্ দাগুর্

(পরবর্ত্তী অংশ পূর্ব্ব বোলের অনুরূপ)

১ ০ ০ ০

৪। জা জা ঝি নি ঝি নি জাঝিনি ঝা গুর্ গুর্

১ ০ ০ ০

জা জা ঝি নি ঝি নি জাঝিনি ঝা গুর গুর

৩ ০ ৪ ০ ০

ঝিনাক তা গুরগুর থিনাক তাকুর্কুর্ থিনাক

০

তাকুর্কুর্ (ইহাকে মাতনের বোল বলে)

ঘাঁত

১ ০ ০ ০

১। তাগুরগুর ধি নাগধিনি ধেইনাক তেরে খেটা

২ ০ ০ ০

তাগুরগুর ধি নাগধিনি ধেইনাক তেরে খেটা

৩ ০ ৪

জাঝি নাঝি নাগঝিনি ঝা (অ:) তেরে তেরে খেটা

০ ০
নাকি তাখি তেরে খেটা ঝা (আ) ঝা (আ)

০
তেরে খেটা তাঘি নিভা খেটা

১ ০ ০
২। ধেরে তাধে রেতা ধেরে ধেরে তের্ তের্

০ ২ ০
খেটা তাখি তেরে খেটা তেরে তাতে রেতা

০ ০
তেরে তেরে তের্ তের্ খেটা তাখি তেরে খেটা

৩ ০
তেরে খেটা তেরে তেরে খেটা তাখি তেরে খেটা

৪ ০
দাখিন্ দেড়্গেড়্ (—দেরে গেডে) ধেই দাখিন্

০
দেড়্গেড় ধেই দাখিন্ দেড়্গেড়্।

১ ০ ০ ০
৩। ধেই খেটা ধেই নাও গুর্গুর্ ধেনা ধেই নাও

২ ০ ০ ০
তেই খেটা নাগ খিনি ধেই নাও তেই খেটা

৩ ০ ৪ ০
নাগ খিনি ধেই নাও গুর্গুর্ ধেনা ধেই গুর্গুর্

০ ০ ১ ০
তেই ধেই তেই ধেই গুর্গুর্ ধেনা ধেই গুর্গুর্

০ ০ ২ ০
ধেনা ধেই গুর্গুর্ ধেনা ধেই গুর্গুর্ ধেনা

০ ০ ৩ ০
ধেই গুর্গুর্ ধেনা ধেই গুর্গুর্ ধেনা ধেই

৪ ০ ০ ০
গুর্গুর্ ধেনা ধেই গুর্গুর্ ধেনা ধেই গুর্গুর্ ধেনা

১ ০ ০ ০
৪। ধেনে ধেনে নাগধেনে ধেনেনাগ ধেনে ধেনে

২ ০ ০ ০
দাখি নাখি নাগধেনে ধেরেতাধে দ(ই)না খেটা

৩ ০
দাঘি তের্ তের্ খেটা তাখি তেরে খেটা

৪ ০ ০
দাখিন্ দের্ গেড়্ ধেই দাখিন্ দের্ গেড়্ ধেই

০
দাখিন্ দের্ গেড়্

মূর্চ্ছন

ইহার মূর্চ্ছন বিরাম দশকোষীর অনুরূপ। কাটা দশকোষীতে প্রথম তালে মূর্চ্ছন শেষ করিবার জন্য নিম্নলিখিত বোল প্রযুক্ত হয়। যথা:—

৩ ০ ৪ ০
১। তাখি তাখি তাতা খেটা খেটা দাঘি নাতা

০ ০ ১
খেটা তা ঝাখি—তা

৩ ০ ৪ ০
২। দাগ দাঘি নাতা খেটা ঘেনাতেই খেটাতেই

০ ০ ১
তা তা (আ)তা খেটা তাখি—তা

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

কামোদ—কাওয়ালী

নিরখি ব্যাকুল বুক ভান ললিকোঁ।
শ্যামম নাহি মন পাছতাইও ॥
চন্দ্রমুখী রুদত তাঁহা আয়ে ঝপটে
গর লাগায়ে আতে সুখ পাইও ॥*

সুর-শিক্ষক—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস। স্বরলিপি—কুমারী অসীমা মুখার্জ্জী, বি, এস্‌সি।

জাতি—সম্পূর্ণ। ব্যবহার—গ, হ্ম, ণ, ন।

আস্থায়ী

০ | ১ | ২´ | ৩
II {হ্মা পা ধা পা | মা রা ন্‌া সা | মা -রা হ্মা হ্মা | পা -া হ্মপা -ধা} I
নি র খি ব্যা | কু ল বু ক | ভা ০ ন ল | লি ০ কোঁ০ ০

০ | ১ | ২´ | ৩
পা -র্সা ধা র্রা | না র্সা ণা পা | মা রা সা মরা | -পহ্মা -ধপা পা -া II
শ্যা ০ ম ম | না হি ম ন | পা ছ তা ০০ | ০০ ০০ ইও ০

অন্তরা

৩ | ০ | ১ | ২´
II গা -মা পা না | র্সা -া র্সা র্সা | র্সা র্রা র্সা ধনা | র্সর্রা র্সর্সা র্সা ধা I
চ ০ ন্দ্র . মু | খি ০ রু দ | ত তাঁ হা আ০ | ০০ য়ে০ ঝ প

৩ | ০ | ১ | ২´
ণা পা ধনা -র্সর্রা | না র্সর্রা -র্সর্সা ধা | হ্মা পধা -পহ্মা -পা | মা রা সা -মরা I
টে গ র০ ০০ | লা গা০ ০০ য়ে | আ তে০ ০০ ০ | সু খ পা ০০

৩
-পহ্মা -ধপা পা -া |
০০ ০০ ইও ০ |

* সঙ্গীতাচার্য্য পণ্ডিত ৺শিবসেবক মিশ্র মহাশয়ের ঘরোয়ানা।

তান

তৃতীয় তাল হইতে চৌহুন :—

৩
১। -গমপনা -স´র´স´না -ধপমগা -রসন্সা I
আ০০০ ০০০০ ০০০০ ০০০০

৩
২। গ´র´স´র´া -স´নধনা -স´নধপা -মগরসা I
আ০০০ ০০০০ ০০০০ ০০০০

৩
৩। গমপনা -স´র´গ´র´া -স´নধপা মগরসা I
আ০০০ ০০০০ ০০০০ ০০০০

আস্থায়ীর বাট। প্রথম তাল হইতে হুন :—

১ ২´ ৩
৪। মাপা ধপা মরা ন্সা | মরা মামা পা মা০প০ধঃ | পস´া ধর´া নস´া গপা I
নির খি ব্যা কুল বুক ভা১ ন ন লি কোঁ ০ ০ শা০ ম ম নাহি ম ন

০ ১
মরা সঃম০র০ -পমাধপা পা | মাপা ধপা মরা ন্সঃ |
পাছ ভা০ ০ ০১০০ ইও নির খি ব্যা কুল বুক এখান হইতে আস্থায়ীর সমে গেল।

সমের দুই মাত্রা পরে চৌহুন :—

২´ ৩
৫। (মা রা) গমপনা -পনস´র´া | নস´র´গ´া ম´গ´র´স´া নধপমা -গরসগা I
ভা ০ ভা০০০ ০০০০ ন০ল০ ০০লি০ ০কোঁ০০ ০০০০

অন্তরার বাট। ফাঁকের দুই মাত্রা পরে হুন।

০ ১ ২´
৬। (মা পা) গমা পনা | স´া স´স´া স´র´া স´ঃধ০ন০ | স´র´স´স´া স´ধা গপা ধনর্সরা |
নি র চ০ প্রমু থী ক দ ত তা হা আ০ ০০০রে রূপ টেগ র০০০

৩ ০
ন:স´০র্র০ স´০স´০ধঃ মাঃপ০ধ০ প০মা০পঃ I মরা সঃম০র০ -পমাধপা পা |
গাগা০ ০ ০রে আজে০ ০ ০ ০ দুখ পা০ ০ ০০০০ ইও

১ ২´
মাপা ধপা মরা ন্সা | মা
নির খি ব্যা কুল বুক ভা

স্বরলিপি

মালগুঞ্জ—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

সুদূর কাননে বাজে ব্যাকুল বাঁশী
অলস পবনে আসে সে সুর ভাসি।
কে তুমি উদাস হিয়া,
সুরের মদির পিয়া
বাঁশীর বাণীতে ঢালো বেদন রাশি।
শুনি তোমার বাঁশী নয়নে ঘনায় জল,
কি যেন অজানা প্রীতি করে হৃদি চঞ্চল।
মনের গোপন কোণে
নিতি দেখা তব সনে,
সুরের মূরতি ধরি' দাঁড়াও আসি॥

কথা ও সুর—শ্রীপ্রসাদ বসু

স্বরলিপি—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী

	৩	০	১	+ [মা -া -া -া]	
I।	{জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞরসা	রা রা সণ্‌ধ্‌া ণ্‌া	সগা গরা গা -পা	মা -া -জ্ঞা -রসা}	I
	সু দূ র কা০	ন নে বা০০ জে	ব্যা০ কু ল বাঁ	শী ০ ০ ০০	
	মা মা ধা ণা	র্সা সণা ধা ধা	মা পা গা মা	জ্ঞা -রা -জ্ঞা -মা	II
	অ ল স প	ব নে আ সে	সে সু র ভা	সি ০ ০ ০	
II	মা মা পধা ণা	নর্সা র্সা র্সা র্সা	র্সনা না র্সা র্সা	পধা র্সণা ধা ধা	I
	কে তু মি উ	দা স হি য়া	সু রে র ম	দি র পি য়া	
	মা মা পা ধা	পা র্সণা ধা ধা	মা গা মা পা	মজ্ঞা -রা -গা -মা	II
	বাঁ শী র বা	ণী তে০ ঢা লো	বে দ ন রা	শি০ ০ ০ ০	

II	সরা রা সণ্‌া ধ্‌ণ্‌া	ণ্‌সা সা সা সা	জ্ঞা জ্ঞা রসা রা	গা -মা মা -া	I
	গু নি য়া০ তো০	মা র বাঁ শী	ন য় নে০ ষ	না য়্‌ ক ল্‌	
	মগা মা ধা ণা	র্সা র্সণা ধা ধা	মা গা মা পা	মজ্ঞা -রা সা -া	II
	কি০ যে ন অ	জা না০ প্রী তি	ক রে হৃ দি	চ০ ন্‌ চ ল্‌	
II	মা মা ধা ণা	ণর্সা র্সা র্সা র্সা	র্সর্গা র্গা র্মা র্জ্ঞর্রর্সা	র্সর্রা ধর্সা ণা ধা	I
	ম নে র গো	প ন কো ণে	নি ভি দে খা০০	ভ ব স নে	
	ধা ধা -া ণা	ধণা ধণর্সা ণা ধা	পমা গা মা পা	মজ্ঞা -রা -গা -মা	II II
	সু রে র্‌ মূ	র০ তি০০ ধ রি	দাঁ ড়া ও আ	সি০ ০ ০ ০	

স্বরলিপি

দুর্গা—তেতালা

জয়তি জয় জয় কৃষ্ণ মুরারী।
মুরলী অধর ধর কুঞ্জ বিহারী॥
শীষ মুকুট অরু কানন কুণ্ডল।
সুন্দর পীতাম্বর অত মাধুরী॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়

আস্থায়ী

	+	৩	০	১	
II	পা পা পমা পমা	মপধা -পধা মা মা	পমা -রমপধা পধা মা	মা -রা সা -া	I
	জ য় তি জ০	য়০০ ০০ জ য়	কৃ০ ০০০০ ষ০ মু	রা ০ রী ০	
	+	৩	০	১	
	ধ্‌া ধ্‌া সা সা	মরা পা পা পা	মপধা -পধর্সা র্রা র্সা	ধা -মপধা মমরা -সসরসা	I
	মু র লী অ	ধ০ র ধ র	কু০০ ০০০ ঞ্জ বি	হা ০০০ রী০০ ০০০০	

অন্তরা

\+ ৩ ০ ১

II পমা -মা ধা মা | ধা র্সা র্সধা র্সা | র্সধা -র্সা র্সা র্সা | র্সর্রর্সর্রা -র্সা ধর্সধপা মা I

শী ০ ০ ষ মূ | হূ ট অ০ ক | কা০ ০ ন ন | হূ০০০ ন্ ভ ০০০ ল

\+ ৩ ০ ১

মরা পা পা পা | পধা -রমপপা পধা মা | সধ্া রসা মরা পমা | ধপা ধপধা র্সর্সধপা মমরসা II

হূ০ ন্দ র পী | তা০ ০০০ র্ ব ০ র | অ০ ত০ মা০ ধু০ | রী০ ০০০ ০০০০ ০০০০

তান

\+ ৩ ০ ১

১। জ য় তি০ অ০ | য়০০ ০০ জ য় | ধ্সা রমা পধা র্সর্রা | র্সধা পধা মমা রসা I

২। „ „ „ „ | „ „ „ „ | ধ্ধ্া রসা মরা পমা | ধপা র্সধা মমা রসা I

৩। „ „ „ „ | রসা ধ্সা রমা পধা | মরা সরা মপা ধর্সা | র্রর্সা ধপা ধমা রসা I

৪। „ „ „ „ | র্মর্রা র্মর্রা র্সধা পধা | র্রর্সা র্রর্সা ধপা ধর্সা | র্রর্সা ধপা ধমা রসা I

\+ ৩ ০ ১

৫। ধ্সা রমা পধা র্মর্রা | র্সধা পধা রমা পধা | র্মর্রা র্সধা পধা র্সর্রা | র্সধা পধা মমা রসা I

\+ ৩ ০

৬। সধ্সা রসরা মরমা পমপা | ধপধা র্সধর্সা র্রর্সর্রা র্মর্রর্মা | র্মর্মর্রা র্মর্রর্সা র্রর্রর্সা র্রর্সধা |

১

র্সর্সধা র্সধপা পমমা রমপপা II

—

সুর বা সঙ্গীত

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকায়' 'কথা ও সুর' শীর্ষক প্রবন্ধে—সুরই যে সঙ্গীত, তার কথঞ্চিৎ আভাস দিতে প্রয়াস পেয়েছি। এবারেও দু'একটা কথা সে সম্বন্ধে বোলে আমাদের বক্তব্য শেষ করতে চাই।

নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রের এ সম্বন্ধে একটা বেশ মূল্যবান অভিমত আমরা পাই।* তিনি বলেছেন—"* * গান—গান, আর কবিতা—কবিতা। দুটি জিনিষের বেশ পার্থক্য আছে। গান কি জান? একটা সুরের তরঙ্গ প্রাণের ভিতর উথলে ওঠে। কোনও রসের আবেগ যখন এত গভীর হয় যে, কথায় তা বলা যায় না, ছন্দে কবিতায় তা প্রকাশ করতে পারে না, তখন মানুষ সুরে সেই অব্যক্ত ভাবকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করে। সেই সুর যখন জাগে, তখন ছন্দে তার রূপ ফুটে ওঠে, কণ্ঠে তখন গান হোয়ে ব্যক্ত হয়। যারা গান বাঁধে, প্রথমে একটা সুর তার অন্তরের ভিতর ঢেউ তুলে চলে, সেই ঢেউয়ের তালে তালে ছন্দ নাচতে থাকে, তাইতে তার ভাবের—তার রসের একটা রূপ ঝলক মেরে যায়, সেই ছবি ধরে কবি গান বেঁধে যায়, গায়ক সেই সুর-লহরীর হিল্লোলে ভেসে ভেসে চলে। তোমার ভিতরের অন্তস্থলে—অন্তর্জগতে সেই সুর প্রতিনিয়ত বাজছে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করবার প্রয়াস পাচ্ছে, সেই সুরই শ্যামের বাঁশী। যে শুনতে পায়, সে বিহ্বল হোয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকে। যোগী একেই বলে অনাহত ধ্বনি। * * মানুষ কাঁদছে, হাসছে, কথা কইছে সুরে গানে। তাই ছন্দোবদ্ধ হলে কবিতা হয়, কিন্তু গান তা নয়। বিশেষ একটা ভাবের রসের অব্যক্ত প্রকাশ গান।" তারপর তিনি আরও বলেছেন—"* * এই বিশ্ব জুড়ে পাহাড়ের বুকে, নদীর কোলে, ঝরণার ঝর ঝরে, হাওয়ার শন্ শনে, পাখীর কণ্ঠে—জীব জগতে—জড় প্রকৃতিতে যে নিয়ত গানের ঝঙ্কার চলেছে, মানুষ প্রথমে তারই অনুকরণ কোরে তার কণ্ঠে সুর তুলতে প্রয়াস পায়। * * তারপর এল সুরের বিভাগ—উচু, নীচু, কোমল। বেদের উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরিত সুরে ধ্বনি উচ্চারিত হল ইত্যাদি।"

বাস্তবিক অব্যক্ত অনাহত নাদ বা সঙ্গীত হোতে এই ব্যক্ত রাগ-রাগিণীর উদ্ভব। রাগ-রাগিণীগুলি বিভিন্নরূপ বা ঠাট নিয়ে পরস্পর স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হোলেও মূলতঃ তাদের স্বরূপ সুরই। Standard সুরকে অবলম্বন কোরে নানা ছন্দে রাগ-রাগিণীগুলি ফুলের পাপড়ির মত ফুটে ওঠে মাত্র। রাগ-রাগিণীকে বুঝতে গেলে তাই এই সুরের gate-way দিয়েই প্রবেশ করতে হয়, সুরের মাঝেই রস ও ভাবের আস্বাদন কোরে শ্রোতাকে আনন্দ-সাগরে ডুব দিতে হয়। সুর অজানা রহস্যের জাল বুনে অজানা ভাবেই শ্রোতাকে আপন অন্তস্থলের কথা প্রকাশ করে। ছন্দ, বাণী বা তালের সেখানে এলাকা নয়, তারা অতদূর যেতে পারে না, তবে পূর্ব্বেই বোলেছি, তারা সহচরীর মত তাকে সাহায্য বা সাজিয়ে তোলে মাত্র।

* * *

সুরে স্বরে অনুস্যূত। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই তিন স্বরের ছায়ায় আমরা সাতটা স্বরেরই পরিচয় পেয়ে থাকি। অনেকের মতে বৈদিক যুগে সাম-গান মাত্র উচ্চ, নীচ ও মধ্য—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন সুরেই গীত হোত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সপ্ত

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় রচিত—"গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য" হইতে উদ্ধৃত—পৃঃ ১৯০

স্বরের প্রবর্ত্তন প্রথম হোতেই ছিল। "পানিনীয় শিক্ষায়" আমরা পাই—

"উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরত্রয়ঃ।
উদাত্তে নিষাদগান্ধারাবনুদাত্ত—ঋষভ ধৈবতৌ।
স্বরিতপ্রভবাহ্যেতে ষড়্‌জমধ্যমপঞ্চমাঃ॥"

অর্থাৎ—উদাত্তে—নিষাদ, গান্ধার
অনুদাত্তে—ঋষভ, ধৈবত,
স্বরিতে—ষড়্‌জ, মধ্যম, পঞ্চম।

এই সপ্ত স্বরের (ও কোমল পাঁচটী স্বরের) মধ্য দিয়েই অসংখ্য রাগ-রাগিণী তাদের মূর্ত্তি তৈরী কোরে ছুটে চলে সাধক ও শ্রোতাকে আনন্দ-রসে আপ্লুত কোরে। রাগ-রাগিণীর মাঝে কত তান, বিস্তার আবার অঙ্গীভূত হোয়ে তাদের পূর্ণ কোরে তোলায় সার্থকতাই নানা ভাব ও রসের অবতারণা করে। ঐ ভাব ও রসেই রাগ-রাগিণী, সুর বা সঙ্গীতের নিজস্ব সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধানেই সাধক ও শ্রোতার সাধনা ও শ্রবণ পূর্ণতা লাভ করে, আর এ পূর্ণতা লাভই সঙ্গীতের চরম লক্ষ্য।

কিন্তু অনেকে তা নাকি স্বীকার করেন না। মাত্র স্বর বা সুরের বিশ্লেষণ ও বিস্তারে তানের উচ্ছ্বাসে শ্রোতা অনেক সময় সন্তুষ্ট নন, তাঁরা সুর-বিস্তারের উপরেও কথা ও ছন্দের মাধুর্য্য দেখ্‌তে অধীর হন। গানে সন্তুষ্ট হোলেও তানে সন্তুষ্টি কিছুতেই আন্‌তে চান না, কারণ অবশ্য আছেই ও পূর্ব্বে 'কথা ও সুরে' তা প্রকাশ পেয়েছে। আমরা এই তান সম্বন্ধে একটী মনোজ্ঞ অংশ না তুলে থাক্‌তে পাচ্ছি না। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে' 'কাদম্বরী চিত্র' হোতে সেটী অবিকল তুলে পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দেওয়া গেল। তিনি লিখেছেন—"কল্পনা করিয়া দেখো—গায়ক গান গাহিতেছে—"চ—ল—ত—রা—আ-আ-আ," ফিরিয়া পুনরায় "চ—ল—তরা—আ-আ-আ" সুদীর্ঘ তান, শ্রোতারা সেই তানের খেলায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; এদিকে গানের কথায় আছে—"চলত রাজকুমারী," কিন্তু তানের উপদ্রবে বেলা বহিয়া যায়, রাজকুমারীর আর চলাই হয় না; সমজদার শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, রাজকুমারী না চলে তো না—ই চলুক, কিন্তু তানটা চলিতে থাক্। অবশ্য, রাজকুমারী কোন্ পথে চলিতেছেন, সে সংবাদের জন্য যাহার বিশেষ উদ্বেগ আছে, তাহার পক্ষে তানটা দুঃসহ, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে যদি রস উপভোগ করিতে চাও, তবে রাজকুমারীর গম্যস্থান নির্ণয়ের জন্য নিরতিশয় অধীর না হইয়া তানটা শুনিয়া লও। কারণ, যে জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছ, সেখানে কৌতূহলে অধীর হইয়া ফল নাই, ইহা মাতোয়ারা হইবার স্থান।"

কথাটা অবশ্য সব দিক দিয়েই যথেষ্ট মূল্যবান। যাঁরা সুরের মাঝে রসের আস্বাদন না কোরে কথাটুকুর অন্তরে মর্ম্ম নিতে অধীর, তাদের পক্ষে সুর ও তানের রেশ দুঃসহ হবারই কথা, কিন্তু যাঁরা যথার্থ গানের প্রাণের পরিচয় নিতে পাগল, তাঁদের কাছে রসে ও ভাবে মাতোয়ারা হওয়ার মূল্যটাই ষোল আনা।

* * *

মূল ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ছাড়াও বহু রাগ ও রাগিণী আছে, অবশ্য যদিও তারা প্রধান রাগ ও রাগিণীগুলিকে অবলম্বন কোরেই উৎপন্ন। সঙ্গীত-কলাবিৎ দেখ্‌বেন, এই অসংখ্য রাগিণী যেমন নাম ও সংখ্যায় বিভিন্ন, রূপ ও ঠাটেও সেরূপ পরস্পর স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হোতে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, রাত্র, নিশান্ত প্রভৃতি কোরে এই চব্বিশ ঘণ্টায় ভিন্ন ভিন্ন রাগ-রাগিণী পৃথক পৃথক রূপ ও স্বরমূর্ত্তি নিয়ে বিরাজিত, কারও সঙ্গে কারও বিশেষ মিল নাই, আর মিল থাক্‌লেও স্বাতন্ত্র্য সকলের মধ্যে বেশ পরিস্ফূট। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের ভৈরব (ভৈরোঁ) যে রস, যে ভাব ও স্বর নিয়ে প্রকাশিত হয়, বাঙ্গালী, রামকেলী, যোগিয়াদি প্রায় সে স্বরমূর্ত্তিতে প্রকাশ পেলেও ভাব রসের

পার্থক্য তাদের মধ্যে যথেষ্ট, রূপমূর্ত্তিও কলাবিদের কাছে অনেক পৃথক বোলে অনুভূত হয়। কিন্তু রূপে বা মূর্ত্তিতে স্বাতন্ত্র্য যতই থাকুক, ভাব ও রস আলোছায়ায় হর্ষ-বিষাদাদি নিয়ে সাধক ও শ্রোতার হৃদয়ে যে গভীর ছাপ অঙ্কিত করে, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কোন সুর বা রাগ আনন্দের ঘনমূর্ত্তি, কোনটী বিষাদের উদাস ছবি; কোনটীতে প্রাণের সমস্ত চাঞ্চল্য ধুয়ে দিয়ে শান্তির উচ্ছ্বাস খুলে দেয়, কোনটীতে ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে চঞ্চল বৃত্তির উদ্বোধনা করে; কোনটী হাস্যভরা প্রসন্নতার জাগ্রত প্রতিমূর্ত্তি, কোনটী বা তেজব্যঞ্জক রুদ্র করাল ছবিতুল্য; কাজেই মূর্ত্তি ও রূপতুলনায় প্রেরণা ও ভাবের তারতম্য অবশ্যই আছে, সাধক ও শ্রোতা ঐ ভাবতরঙ্গে ডুবে সকল রকম রসের আস্বাদন কর্‌তেই উন্মুখ আর এতেই তাদের আনন্দ। সাধক যখন ঐ রাগ-রাগিণীর কোটানর মাঝে ভাব ও রসের যথার্থ মূর্ত্তিটুকু গঠন কোরে শ্রোতাকে অভিভূত কর্‌তে পারেন, তখনই তার নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, আর শ্রোতা যখন সকল ফেলে ঐ ভাব ও রসের ঠিক ঠিক আস্বাদন কর্‌তে সক্ষম হয়, তখনই তার শ্রবণের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, সঙ্গীত বা গান তখনই তার কাছে আপন আসল রূপটী নিয়ে রহস্য প্রকাশ করে। নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র যথার্থই বোলেছেন—"এই যে পর্দায় পর্দায় সুরের ধ্বনি সাজান হল, মানুষ তাতে দেখ্‌তে পেলে যে, তার অব্যক্ত ভাব—মনের পরিচয় এতে যেন ফুটে উঠ্‌ছে। হাসি-কান্না, প্রেম-অভিমান, নিরাশা-আশা সব ফুটে ফুটে প্রকাশ পাচ্ছে।" তিনি এ কথাও বলেছেন—"হৃদয়ের যত ভাবের উচ্ছ্বাস, emotionsএর যত রকম স্তর বা বিভাগ আছে, সবগুলিকে প্রকাশ করে মানুষ তার রসাস্বাদন কর্‌তে ব্যস্ত হল। মূলতঃ ছয় রাগকে আশ্রয় করে ছত্রিশ রাগিণী নানা ভাবের মূল মিশ্রণরূপে emotional expressionএর different and separate types ধরে সুরের সৃষ্টি হল। * * সঙ্গীত-বিদ্যার মত আর বিদ্যা নাই, সুরের ভিতর expressionsএর analytical বিভাগ রয়েছে।*

সাধকাগ্রণ্য অমর নাট্য-কবির এই মূল্যবান্ কথাগুলি আমাদের সঙ্গীতের মাঝে যথেষ্ট আলোকসম্পাত করে। তিনি যে "নানা ভাবের" ও "emotional expression-এর different and separate types" ইত্যাদি বোলে সঙ্গীত বা সুরের অন্তঃস্থল অথবা মূল যে ভাব ও রসেরই প্রস্রবণ, তা স্পষ্ট ভাবেই দেখিয়েছেন, তিনি যথার্থ রসজ্ঞ ও ভাবুক ছিলেন বোলেই সঙ্গীতের গোপন রহস্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হয়েছেন। তাই এখানে এই বলেই আমরা প্রবন্ধ শেষ কর্‌ব যে, শ্রোতা ও সাধক যেন কথা ও ছন্দকে সঙ্গীতের মাঝে দেখ্‌তে ব্যর্থ চেষ্টা না করেন, তার অন্তঃস্থলে যে ভাব ও রসের মন্দাকিনী ধারা স্বতঃই তরতর বেগে প্রবহমান, তারই সন্ধানে অতৃপ্ত মন যেন উন্মুখ থাকেন, রাজকুমারীর চলার জন্য উদ্‌গ্রীব না হয়ে, তাঁরা যেন সুরের অনন্ত গতির প্রবাহে মাতোয়ারা হতেই পাগল হন। সাগরের উত্তাল জলরাশি ভীতিপ্রদ, কিন্তু ফেনময় জল-কল্লোলের সুর-লহরী মনোমুগ্ধকারী ও তন্দ্রাদায়ী, ভীষণতার মাঝে কোমলতা ঐ সুরের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব, শ্রোতা করাল দৃষ্টিতে অভিভূত হলেও সুরের বুকে ভাব ও রসের আস্বাদনে আত্মহারা হয়। নিজেকে হারিয়ে সুররূপী ভগবানে তন্ময় করাই সঙ্গীতের স্বধর্ম—এ কথা বোধ হয় যথার্থ রসিক ও ভাবুকের কাছে নূতন নয়, 'নাদাৎ পরতরং নহি'—এ জন্যই শাস্ত্রকার ইঙ্গিত করেছেন। শ্রোতা ও সাধক ঠিক এই দিক দিয়ে দৃষ্টি করেই যেন সুর বা সঙ্গীতের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন, কারণ এ অক্ষুণ্ণতা-রক্ষণেই সঙ্গীতের স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত।

* "গিরিশচন্দ্র ও নাট্য-সাহিত্য।"

স্বরলিপি

মিশ্র—কাহার্‌বা

ওগো অচিন প্রিয়
অজানা সেই নদীর ধারে
অস্ত রবির ছায়া তলে
আমায় দেখা দিও
ওগো অচিন প্রিয়।

সন্ধ্যা বায়ু বইবে যখন
ক্ষণিক তরে এসে তখন ;
আঁধার মনে সাঁঝের প্রদীপ
একটু জেলে দিও।
ওগো অচিন্ প্রিয়॥

দিনের আলো নিভে এলো
নীল গগনের কোণে ;
সন্ধ্যারাণী বিছায় আঁচল
বেলা যূথীর বনে।

ব্যথার মালার কুসুমরাজি
নয়ন জলে সিক্ত আজি ;
তুমি এসে আপন হাতে,
বক্ষে তুলে নিও।
ওগো অচিন্ প্রিয়।

কথা—শ্রীরামপ্রসাদ পাত্র

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুধীরকুমার মণ্ডল

II ˙র্সা -র্রা র্রা -র্গা গা -মা রা -গা I সরা সা -া -া -া -া -া -া I
ও ০ গো ০ অ ০ চি ন্‌ প্রি০ য় ০ ০

প্‌া -ধ্‌া ধ্‌া -সা সা -রা রা রা I রা -গা গা -মা গা -রা সা -া I
অ ০ জা না ০ সে ই ন ০ দী র্‌ ধা ০ রে ০

রগা -পা -া ধা পা -ক্ষা গা -া I সগা -া রগা -মগরা -সা রা সসা -া I
অ০ ০ স ত র ০ বি র্‌ ছা০ ০ য়া০ ০০০ ০ ত লে০ ০

পা -া ক্ষপা -ধপা -া রা গা -া I পক্ষা পা -া -া -া -া -া -া I
আ ০ মা০ ০য়্‌ ০ দে খা ০ দি০ ও ০ ০

সা -রা রা -গা গা -মা রা -গা I সরা সা -া -া -া -া -া -া II
০ গো ০ | অ ০ চি ন্‌ প্রি০

+   ০   +   ০
II {গা -পা পধা -পক্ষা | -গা মা গা -া I পা ধর্সা র্সা -র্রা | র্গা -র্রা র্সা -া I
স ন্ ধ্যা০ ০০ | ০ বা য়ু ০ ব ই০ বে ০ | য ০ খ ন্
ব্য ০ থা০ ০০ | র্ মা লা য় হৃ০০ দ্ য় | রা ০ জ ০

(র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I -না -া -া -র্সা | -না -া ধা -ণা I
০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০
০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

ধা -া -পা -া | -া -া -া -া) I না -র্সা না ধা | ধা -ণা ধা -পা I
০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ক্ষ ০ ণি ক | ত ০ রে ০
০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ন ০ য় ন | জ ০ লে ০

পা -ধা পধা -নর্সা | না -া -ধা পা} I সা -রা রা গা | গা -পা পা -া I
এ ০ সে০ ০০ | ত ০ খ ন আঁ ০ ধা র | ম ০ নে ০
সি ক্ ত০ ০০ | আ ০ জি ০ তু ০ মি ০ | এ ০ সে ০

প্া -ধ্া ধ্া -ন্া | ন্া -ধ্া প্া প্া I সরা -গপা পা ধা | পা -া সা ন্া I
সাঁ ০ ঝে র্ | প্র ০ দী প এ০ ০০ ক টু | জ্বে ০ লে ০
আ ০ প ন্ | হা ০ তে ০ ব০ ০০ কে ০ | তু ০ লে ০

সগা -া গা -া | -া -া -া -া II
দি০ ০ ও ০ | ০ ০ ০ ০
নি০ ০ ও ০ | ০ ০ ০ ০

   +   ০   +   ০

II ন্‌া -সা গা -া | ধ্‌া -ন্‌া সা -সা I প্‌া -ধ্‌া ন্‌া -সা | ন্‌া -ধ্‌া প্‌া -া I

দি ০ নে র্‌ | আ ০ লো ০ নি ০ ভে ০ | এ ০ লো ০

ন্‌া -রা -া জ্ঞা | গা -জ্ঞা রা -গা I সা -রা রা -া | -া -া -রগা -জ্ঞপা I

নী ল্‌ ০ গ | গ ০ নে র্‌ কো ০ ণে ০ | ০ ০ ০০ ০০

পা -া -া পা | পা -জ্ঞা পা -সা I সা -রা রা গা | গা -া গা -প্‌া I

স ন্‌ ০ ধ্যা | রা ০ গী ০ বি ০ ছা য় | আঁ ০ চ ল্‌

প্‌া -ধ্‌া ধ্‌া -ন্‌া | ন্‌া -সা ন্‌া -ন্‌া I ধ্‌া -া -া -া | প্‌া -া -া -া II II

বে ০ লা ০ | যূ ০ থী র্‌ ব ০ ০ ০ মে ০ ০ ০

স্বরলিপি

বাগেশ্রী—চৌতাল

তেরো মহিমা অপার, ক্যায়সে কোউ কর বিচার ;
চার বেদ গয়ো হার, পরম পুরুষ নিরংকারণ।
ভারত য়হ রীতি সার, বাঢ়ত নিত দুরাচার ;
তাকো তুম লেউবার, বিনারত বার বার ॥

স্বরলিপি—শ্রীসুচারুভূষণ প্রামাণিক

আস্থায়ী*

   ১´   ০   ২   ০   ৩   ৪

II র্সা -র্রসা | ধণধণা -ধমা | মা ধা | মধণা -মধা | মা জ্ঞা | -রজ্ঞরজ্ঞা -রসা I

তে ০ | রো০০০ ০ | ম হি | মা০০ ০০ | অ পা | ০০০০ র্‌

   ১´   ০   ২   ০   ৩   ৪

সরা সরা | সা ধ্‌া | -প্‌া সা | মা মা | জ্ঞা রা | -রজ্ঞরজ্ঞা -রসা I

ক্যা০ য়্‌০ | সে কো | ০ উ | ক র | বি চা | ০০০০ র্‌

১   ০   ২   ০   ৩   ৪
সা -মা । -মা ধমা । -ধা ধা । মা ধা । ণা ণধা । -র্সা -র্সা I
চা ০ র বে০ ০ দ । গ য়ো । ০ হা০ ০ র্

১´   ০   ২   ০   ৩   ৪
র্সা র্রজ্ঞ র্রজ্ঞা । র্রা র্সা । -া মা । ধা ধণধণা । মা রা । রজ্ঞা সা II
প র০ ০ ০ । ম পূ । ০ ক্ষ । থ নি০০০ । রং কা । র ণ

অন্তরা

১´   ০   ২   ০   ৩   ৪
II সা -মা । মা মা । ধা ধা । মা -ধা । ণা ণা । -র্সা -র্সা I
ভা ০ । র ত । র হ । বী ০ । তি সা ০ র্

১´   ০   ২   ০   ৩   ৪
র্রা -র্জ্ঞা । র্রা র্সা । ধণা ধা । মধণা ধা । মা -জ্ঞা । রা -সা I
বা ০ । চ্ ত । নি ০ ত । তু০০ রা । চা ০ । র ০

১´   ০   ২   ০   ৩   ৪
সা -রা । সা ধ্া । -ণ্া সা । মা -ধা । ণা ণধা । -র্সা র্সা I
ভা ০ । কো তু । ০ ম । লে ০ । উ বা০ ০ র

১´   ০   ২   ০   ৩   ৪
র্মা র্জ্ঞা । র্রা র্সা । -মা ধা । মপা -মপধা । জ্ঞা রা । -জ্ঞরজ্ঞা রসা II II
বি না । ব ত হা ম । বা০ ০০০ র বা । ০০০ র্

স্বরলিপি

তারার টানে আকাশ পানে
প্রাণ যে যেতে চায়
কেমন করে রাখবো তারে
বুঝতে নারি হায়।

তারার সুরে সুর মিলিয়ে
নীরব প্রাণে সুর বিলিয়ে
উদাস ভরা মন দুলিয়ে
কোথায় যেতে চায়।

হৃদয় বীণার তারে তারে,
আঘাত ক'রে বারে বারে
আকাশ শুধু ডাক্‌ছে তারে,
আয়রে চলে আয়॥

করুণতায় ডাকার সুরে,
হৃদয় মম বেড়ায় ঘুরে
কল্পলোকের স্বপন পুরে,
নিশার মৃদু বায়॥

ওগো তারা তোমায় আমি
বিনয় ক'রে বারণ করি
সুদূর তব অচিন দেশে
ডাক্ দিয়ো না তায়॥

কথা—শ্রীঅমল ভট্টাচার্য্য সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমিলনময় মুখোপাধ্যায়

II পা র্সা ণা ধা পা -া I পা মপা ধা পমা -গরা -রা I
তা রা র টা নে ০ আ কা০ শ পানে ০০ ০

রা গা -া | রগা -মপা -পমা I মগরা -রা গা | রা -া -া I
প্রা ণ ০ যে০ ০০ ০ তে০ ০ চা য় ০ ০

সা রগমা .মা মা মা মগরা I গা -া গা রা -সা সা I
কে ম০০ ন ক •রে ০০০ রাখ ০ বো তা ০ রে

সা রা মা রা মা -মা I মপা -ধণা -পধপা পা -া -া II
বু ঝ তে | না রি ০ হা০ ০০ ০০০ | য় ০ ০

II মা পা না | না -না -া I র্স র্সা র্সা | নর্স নধা -নর্সা -র্সা I
তা রায় স্থ | রে ০ ০ সু র মি লি | রে০ ০০ ০ ০

ধণা ণা ণা | ধণা ধা র্সা I ণা ধা পা | -া -া -া I
নী র ব | প্রাণে সু র বি লি য়ে | ০ ০ ০

র্রা র্রা র্রা | র্রা র্রা র্রা I র্রা র্রা র্সজ্ঞা | জ্ঞর্রর্স না -না -া I
উ দা স | ভ রা ম ন ছু লিয়ে | ০০০ ০ ০

না না ধনা | না ধর্সর্সা -া I -া র্সা -নর্সনধা | -ধনর্সা -া -া I
কো থায় বে | তে চা০ ০ ০ ০ য় ০০০০ | ০০০ ০ ০

মা পা পা | পা পধা ধণা I পা র্সণা ণা | ধপা -পা -া I
ব হ য় | বী ণা০ র০ তা রে তা | ০ রে ০ ০

ধা ণা -া | ধা ণা -া I ধা র্সণা -া | ধা পা -া I
আ ঘাত ০ | ক' রে ০ বা ০রে ০ | বা রে ০

পা র্রা র্রা | র্রা -া র্রা I র্রা র্রা র্সজ্ঞা | -া -র্রজ্ঞর্রর্সা -না I
আ কাশ ভ | ধু ০ ডাক্ ছে তা রে | ০ ০০০০ ০

না না না | ধনা ধনা র্সা I নর্সা র্সর্সা নর্সনধা | ধনর্সা -া -া II
আ য় রে | চ লে আ য় রে ০০০০ | ০০০ ০ ০

II সা ঋা মা | পা -া পা I গমপা পা পা | পা -া -া I
ক রু ণ | তা ০ র ঝংকা০ র হু | রে ০ ০

পা দা র্রা | র্রা না র্সদা I পা পজ্ঞা -গজ্ঞা | গঃ -া -া I
হৃ দয় ম | ম বে ড়ায় ঘু ঘু০ ০০ | রে ০ ০

পা পা পা | পা গজ্ঞা গা I ঋা ঋা সা | সা -া -া I
ক রু লো | কের স্ব০ প ন পু রে | ০ ০ ০

সা রা মা | রা মা -া I মপা -ধণা পধপা | -মা -গরা -রা I
নি শা র | মৃ দু ০ বা০ ০০ ০০য় | ০ ০০ ০

মা পা না | না -া না I নর্সা না র্সা | -া -া -া I
ও গো তা | রা ০ তো মায় আ মি | ০ ০ ০

র্রা র্সা ণা | ণধপা -পা পর্রা I র্রা -া র্রা | র্রা -া -া I
বি নয় ক | রে০০ ০ বা রণ ০ ক | রি ০ ০

র্রা র্রা র্রা | র্রা র্রা র্রা I র্রা র্সজ্ঞা -া | -া -র্জ্ঞর্রর্সনা -না I
সু দূ ত | ব অ চিন দে শে ০ | ০ ০০০০ ০

না ধনা ধনা | না নর্সা -র্রর্সা I -পধা -পমা -গরা | -রা -া -া II II
তা হ দি | বোনা তার ০০ ০০ ০০ ০০ | ০ ০ ০

সমালোচনা

রাগ ভূপালী—প্রকাশক ও গ্রন্থকার—পণ্ডিত কেশব গণেশ ঢেকনে ১১২ নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, (ভবানীপুর), কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৮, মূল্য এক টাকা।

'শ্রীলালজী গোবিন্দ সঙ্গীত-মালা' সিরিজের প্রথম অর্ঘ্যরূপ 'রাগ-ভূপালী' সঙ্গীত পুস্তকখানি আমাদের হস্তগত হ'ল। শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতাচার্য্য পণ্ডিত কেশব গণেশ ঢেকনে মহাশয় ঐ পুস্তকখানি রচনা করেছেন। ইতিপূর্ব্বে 'স্বরসাধনা', 'রাগভিন্ন ষড়জ' ও 'ঠুমরী তরঙ্গিণী' নামক আরও তিনখানি পুস্তক তাঁর লেখনীতে রূপ পেয়েছে।

প্রফেসর ঢেকনে একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকলাবিদ্। বর্ত্তমানে ভবানীপুর 'সঙ্গীত সম্মিলন' অধ্যাপকরূপে তিনি ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীতের (classical music) শিক্ষাদানে ব্রতী আছেন। ধার ষ্টেট 'শ্রীলালজী সঙ্গীত বিদ্যালয়' তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

পণ্ডিতজী অবতরণিকায় বলেছেন—"বর্ত্তমান যুগে যেমন গোয়ালিয়র 'গায়কী'র (Style of Singing) জন্য বিখ্যাত, তেমনি ধার রাজ্য 'নায়কী'র (original mode of Singing) জন্য সমধিক বিখ্যাত, যাহা সে বহুকাল হইতে সযত্নে ও সাধনার দ্বারা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই সঙ্গীতভাস্করগণের নিকট হইতে আমি যাহা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়া আসিতেছি, সেই সকল দুষ্প্রাপ্য সম্পদ—" ইত্যাদি। বাস্তবিক বাঙ্গলা ভাষায় 'নায়কী-পদ্ধতি'তে একটী মাত্র রাগের রূপ, পরিচয়, বিস্তার ও গান পাওয়া যায় না, শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজী সে অভাব দূর ক'রে সাধারণের সঙ্গীতের রাগমূর্ত্তি ও ধারা বোঝবার ও শিখবার সুবিধা ক'রে বিশেষ ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

বইখানিতে তিনি 'ভূপালী রাগে'র ছন্দোবদ্ধ লক্ষণ, বর্ণন, বিস্তৃতি, ঠাট, জাতি, বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী, গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক ভাবে লিপিবদ্ধ কোরেছেন ও একটী 'সারিগমে', সাতটী খেয়াল, বহু প্রকার প্রতিভাযুক্ত উৎকৃষ্ট তান, দু'টী তেলেনা, ধুন্, আড়ি ও তিন তিনটী 'ধা'র পরণের খেলা সহিত একটী ধ্রুপদ ও ধামার গান ও গ্রন্থের প্রথমে ভূপালীর আলাপের দশটী রূপ দেওয়ায় শিক্ষার্থীর বেশ সহজবোধ্য ও সাধন সহায়ক হয়েছে। গানগুলি প্রাচীন. স্বরলিপি চাতুর্য্যে তা সরল ও সুন্দর ভাবে যে ফুটে উঠেছে, তা স্বীকার্য্য। বাজনার ঠেকা ও মাত্রা সমষ্টির বিশ্লেষণে তা আরও সুখসাধ্য হয়েছে। আমরা বইখানি দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি।

বইখানি একটী রাগ নিয়ে ছোট ও সরল বলে প্রতীত হ'লেও গ্রন্থকারের যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় এতে ফুটে উঠেছে। প্রফেসর ঢেকনে একজন বিদ্যোৎসাহী ও উচ্চ সঙ্গীতের যথার্থ সাধক, তাই সকল সঙ্গীত-পিপাসুর দ্বারে এর প্রয়োজনীয়তার বার্ত্তা নিয়ে উপস্থিত হ'তে আমরা নিঃসন্দেহে সাহসী হচ্ছি। ভূপালীর রূপ দেখে আমরা সন্তুষ্ট হ'লেও উদ্গ্রীব—তার সুনিপুণ হস্ত প্রসূত আরও অন্যান্য রাগের রমণীয় মূর্ত্তি দেখ্‌তে। আশা করি বাঙ্গালার ভাণ্ডারে তাঁর দান আবার নিশ্চয়ই শীঘ্র বর্ষিত হবে।

পরিশেষে, সমালোচনার আসরে নেমে একটী কথা আমাদের মনে পড়ে, আজকাল সঙ্গীত-সমাজে একাধারে Theoritical ও Practical সঙ্গীত-বিদ্যায় জ্ঞানী ও গুণীলোক বোধ হয় খুব কম। সঙ্গীত-শাস্ত্র আমাদের চর্চ্চা ও আদরের একান্ত অভাবে একরূপ কালের মুখে লীন হ'তেই চলেছে, তার ওপর Practical শিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রানুযায়ী Grammer ও দর্শন (Philosophy) শিক্ষা দেবার রীতি একরূপ নেই বল্লেই চলে, এজন্য বহু রাগরাগিণী আয়ত্ত হ'লেও তৎসম্বন্ধে খুঁটিনাটি ও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের স্থানে বরং ভাসা ভাসা জ্ঞানই থেকে যায়, Particular একটী গান সম্বন্ধে ত কথাই নাই।

তবে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজীর সম্বন্ধে এ'দিক দিয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তিনি একাধারে কলাবিৎ ও শাস্ত্রজ্ঞ, কাজেই তাঁর হাত দিয়ে এ রকম রাগ-শ্রেণীর বিস্তৃত পরিচয় ও গান পেলে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌ব।

পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল। ভূপালী রাগের একখানি ত্রিবর্ণের ছবিও দেওয়া হ'য়েছে। বইখানির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

সংবাদ

উদীয়মান গীতশিল্পী

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

উদীয়মান তরুণ গীতশিল্পীদিগের মধ্যে যাঁহারা খ্যাতি অর্জন করিতেছেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। ইনি বিখ্যাত ওস্তাদ মন্নু খাঁ সাহেব এবং শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট বহু বৎসর যাবৎ

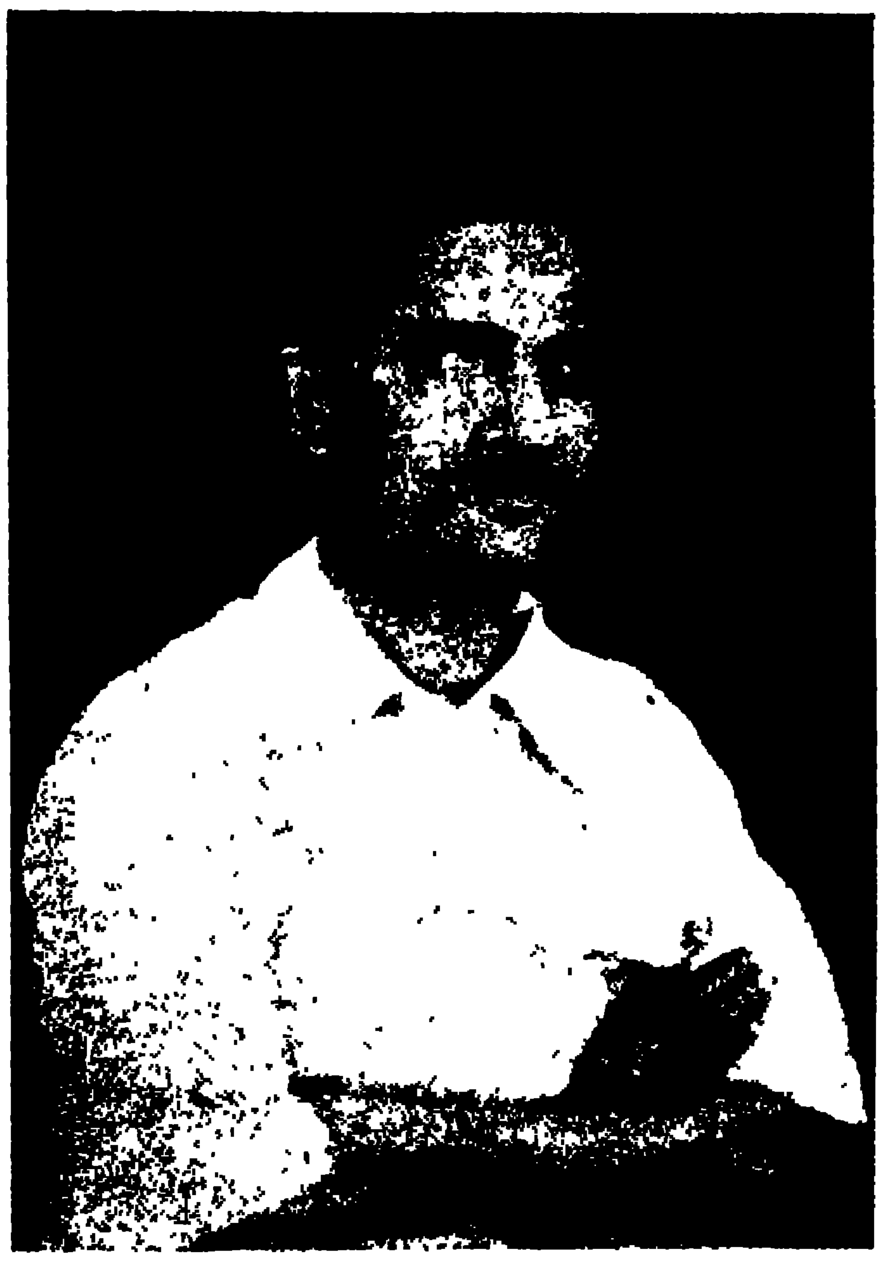

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছেন। আনন্দের বিষয় তিনি এ বৎসর এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ৪র্থ গ্রুপে ঠুংরীতে প্রথম এবং খেয়ালে ৩য় স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা এই তরুণ গীতশিল্পীর সঙ্গীত সাধনায় উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

স্মৃতি-সভা

গত ১৩ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় পাথুরিয়া ঘাটাস্থিত শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে স্বর্গীয় ওস্তাদ মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবের নবম বার্ষিক স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি রাণাডে, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত সুবল দাশগুপ্ত, কুমারী শোভা কুণ্ডু, কুমারী বিজন ঘোষ প্রভৃতি গায়ক গায়িকাগণ উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত দ্বারা স্বর্গীয় ওস্তাদজীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। সভায় বহু বিশিষ্ট শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল।

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলন

লক্ষ্ণৌ নগরীতে ৯ম অধিবেশন

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

গত ২৬শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের ৯ম অধিবেশন অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশের সরকার কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর সহযোগে ও সাহায্যে এই সম্মিলনের অধিবেশন হয়। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগের শ্রেষ্ঠ গুণীগণ এই সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করেন। রায় উমানাথ বালি, ডাঃ ডি, আর, ভট্টাচার্য্য, অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর প্রভৃতি সম্মিলনের সেক্রেটারীগণের আন্তরিক চেষ্টা ও উৎসাহে এই অধিবেশন বিশেষ সাফল্য লাভ করে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় রাজেশ্বর বালি মহোদয় 'টেহরী'র মহারাজ বাহাদুরকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং মহারাজ বাহাদুর সঙ্গীত এবং অন্যান্য শিল্পের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ এবং তাহাদের উন্নতির জন্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে কিছু বলেন। সমিতির পক্ষ হইতে তিনি সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং সঙ্গীতজ্ঞ-গণকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের বিভিন্ন অধিবেশন দ্বারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

প্রচার, শিক্ষা এবং সাধারণের রুচি পরিবর্ত্তনকল্পে যে কিরূপ সাহায্য করিয়াছে তাহাও উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন "জাতীয় জীবনে সঙ্গীত পুনরায় তাহার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গুণী যথা পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বিষ্ণু দিগম্বরজি, নবাব হামিদ আলি খাঁ, রাজা মহম্মদ আলি খাঁ, অতুলপ্রসাদ, উজির খাঁ, জাকিরুদ্দিন খাঁ, আলাবন্দে খাঁ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, নাসিরুদ্দিন, আবিদহোসেন, বীরু মিশ্র আর ইহলোকে নাই। তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি আমাদের এই সম্মিলনের শ্রদ্ধা জানাইতেছি। সঙ্গীত আমাদের সাংসারিক ও সামাজিক জীবনকে মধুর ও পবিত্র করে। প্রত্যেকেরই সঙ্গীত কিছু না কিছু শিক্ষা করা উচিত। শিক্ষা বিভাগেও একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত সকলকেই সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া উচিত। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শিক্ষার আরও অগ্রসর হইবার সুবিধা পাইবেন। এতদ্ব্যতীত আধুনিক বেকার সমস্যার যুগে সঙ্গীত অনেকেরই অন্নসংস্থান করিতেছে। আমার বিশ্বাস সঙ্গীত বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে কতখানি সাহায্য করিতে পারে তাহা প্রাদেশিক সরকার ও ভারতীয় রাজ্য সমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সাধারণ শিক্ষা যেমন মানুষের অন্তরের উৎকর্ষতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ভাব—বিকাশের জন্য সঙ্গীতও তদ্রূপ। অবশেষে তিনি কার্য্যকরী সভা এবং উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া মহারাজ বাহাদুরকে সম্মিলন উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করেন। অতঃপর বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞগণের গীতবাদ্য আরম্ভ হয়। ভারত শ্রেষ্ঠ গায়ক সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ছায়ানট' ও 'আড়ানা' রাগিণীর সুললিত আলাপ ও ধ্রুপদ গানে সভাস্থ সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হন। সুররাজ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ আসন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালার প্রতিনিধিরূপে তিনি সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয় আলোচনা করিয়া সভায় গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দুস্থানের অদ্বিতীয় খ্যাল গায়ক ওস্তাদ ফৈয়জ খাঁ সাহেবের 'বাহার' 'ভৈরবী' 'পুরিয়া' 'খাম্বাজ' প্রভৃতি রাগিণীর বৈচিত্র্যময় আলাপএর গান সকলকে মোহিত করিয়াছিল। গোপেশ্বর বাবুর তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কেদারা' রাগিণীর ধ্রুপদ ও আলাপ গাহিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং একটী সুবর্ণ পদক পাইয়াছেন। সুগায়িকা কুমারী বীণাপাণি মুখার্জ্জি ও কুমারী সুষমা দের গান বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। ইহারাও সুবর্ণ পদক পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বোস বিবিধ কণ্ঠে গান গাহিয়া সকলকে মোহিত করেন এবং কয়েকটী স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। কুমারী রেণুকা সাহার সেতার এবং কুমারী অমলা নন্দী, বীণা নন্দী, আশা ওঝা প্রভৃতির নৃত্য অতিশয় চমৎকার হইয়াছিল এবং সকলে স্বর্ণ পদক পাইয়াছেন। ৯ বৎসর বয়স্কা কুমারী পুষ্পরাণী অত্যাশ্চর্য্য নৃত্যনৈপুণ্য দেখাইয়া ৬টী স্বর্ণ পদক এবং ২টী কাপ পুরস্কার পাইয়াছেন। ডাঃ ডি, আর, ভট্টাচার্য্যের কন্যা মায়া ভট্টাচার্য্য এবং পুত্র আর, এন, ভট্টাচার্য্যের গান শুনিয়া সকলে প্রীত হন। অন্যান্য ভারত শ্রেষ্ঠ গুণীগণের মধ্যে হাফেজ আলি খাঁ, দিলীপচাঁদ বেদী, আলাউদ্দিন, নাসির খাঁ, মুজি খাঁ, প্রফেসর আগা খাঁ, বন্দে হোসেন, জি, এন, নাটু (মরিস কলেজ) মহাদেও প্রসাদ, চন্দ্রিকা প্রসাদ, সখারাম রাও, ওমরাও খাঁ, আত্মা প্রকাশ বর্ম্মা (মুখে ঘুঁঘুর বাদ্য) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ৩০শে রাত্রিতে সম্মিলন শেষ হয়।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

সঙ্গীত-বিজ্ঞান

প্রবেশিকা

১৩শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৪৩ সাল { ১০ম সংখ্যা

আবাহনা

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

এস   ব্রহ্মাণী বাণী, এস বীণাপাণি,
    এস   পঙ্কজ-বন-বিহারিণী মাতা ;
আজি মন্ত্রিয়া তোল তব বীণাখানি
    এস   উজ্জ্বল অরুণ আলোক-স্নাতা।

  এস   গীর্দেবী, গীতার গভীর ছন্দে,
    সম্বিতে শুভদা পরমানন্দে,
    পুষ্পিত কুসুম বিমল গন্ধে
      মম   হৃদয় মন্দিরে আসন পাতা ॥

এস   ছন্দ-বিধায়িনী সুর সুরঞ্জিতা
    জ্ঞানদ্যুতি-নন্দিতা প্রভাময়ী,
জগজন-মঙ্গলে মুক্তি-প্রদায়িনী
    সুর-নর-বন্দিতা ধ্যানময়ী।

  এস   বীণা-পুস্তক বিধৃত হস্তে,
    উজ্জ্বল চন্দন ভালে নমস্তে,
    অলক্ত-রঞ্জিত রাতুল চরণে
      এস   মঞ্জুল মানসে চিন্ময়ী মাতা ॥

স্বরলিপি

গান্ধারী—ঝাঁপতাল

সুরস্বতী বাকবাদিনী দয়ানী
চঁহচক জানি চঁহদেশ মন মানি।
শ্বেতবরণী বোলত অমৃত বাণী
ধনি ধনি বীণা পুস্তকধারিণি।
নিরখ বদন চন্দ্র লজত মনমে,
উপম ন পাবেরী কমলাসিনী।
তেরী ছব দেখত চরণ আশ,
আশক কর জোড় পাণি ॥

—আশক।

স্বরলিপি—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

		০			১				২´			৩			
পা	‖	ণদা	-া	।	পা	মা	-জ্ঞা	।	মা	-া	।	-পা	-মা	পা	।
স্ব	‖	র	০	।	স্ব	তী	০	।	বা	০	।	০	০	ক	।

০			১				২´			৩			
ণদা	-া	।	দা	পা	মা	।	ণদা	-া	।	র্সা	-া	-া	।
বা	০	।	দি	নী	দ	।	য়া	০	।	নী	০	০	।

০			১				২´			৩			
ণা	র্সা	।	ণা	দা	-পা	।	ণা	-দা	।	দা	পা	মা	।
চঁ	হ	।	চ	ক	০	।	জা	০	।	নি	চঁ	হ	।

০			১				২´			৩	
দা	-া	।	পা	মা	পা	।	মজ্ঞা	-া	।	মরা	-া
দে	০	।	শ	ম	ন	।	মা	০	।	নি	০

২´ | ৩ | ০ | ১
{ পা -মা | ণদা -া দা | র্সা র্সা | র্সা -র্রা ণা |
শে ০ | ভ ০ ব | র ণী | বো ০ ল |

২´ | ৩ | ০ | ১
র্সর্রা -র্জ্ঞা | র্রা র্সা র্রা | র্সনা -র্সা | -ণা -দা পা } |
ভ০ ০ | অ মৃ ত | বা০ ০ | ০ ০ ণী |

২´ | ৩ | ০ | ১
ণা ণা | দা দা পা | দা -মা | পা -া দা |
ধ নি | ধ নি বী | ণা ০ | পু ০ স্ত |

২´ | ৩ | ০ | ১
র্সা -া | সা -রা -মা | -পা -মা | -ণা -দা -পা |
ক ০ | ধা ০ ০ | ০ ০ | ০ ০ ০ |

২´ | ৩
মা জ্ঞা | -সরা -া ||
রি ণি | ০ ০ ||

২´ | ৩ | ০ | ১
{ সা সা | দা -া দা | ণা দা | পা -া পা |
নি র | খ ০ ব | দ ন | চ ০ ন্দ্র |

২´ | ৩ | ০ | ১
মা পা | দা পমা পা | মা -জ্ঞা | -মা -পা -া } |
ল জ | ভ য০ ন | মে ০ | ০ ০ ০ |

২´ | ৩ | ০ | ১
মা পা | ণদা -া দা | র্সা -া | র্সা র্সা -া |
উ প | ব ০ ন | পা ০ | বে রী ০ |

২´ | ৩ | ০ | ১
ণা দা | পা -মা -পা | -মা -জ্ঞা | রা সা -া ||
ক ব | লা ০ ০ | ০ ০ | সি নী ০ ||

২´		৩			০		১		
{ মা	-পা	পা	ণদা	দা	র্সা	-া	র্সা	র্সা	-া
তে	০	রী	হু	ব	দে	০	খ	ত	০

২´		৩			০		১		
পা	দা	র্সা	-র্রা	-র্জ্ঞা	র্রা	-র্সা	-ণা	-দা	পা }
চ	র	ণ	০	০	আ	০	০	০	প

২´		৩			০		১		
ণা	-া	দা	দা	পা	দা	-মা	পা	-া	পা
আ	০	শ	ক	ক	র	০	জো	০	ড়

২´		৩		
মজ্ঞা	-া	গরা	-া ‖
পা	০	ণি	০ ‖

বাণী বন্দনা

শ্রীবিমলাকান্ত লাহিড়ী, এম, এ, বি, এল ; বি, সি, এস

ওই দেখা যায় চরণ দুখানি কমল বনে
নীরব আজিকে কবি-মনোবীণা রয় কেমনে !
পরাণ প্রদীপ ও চরণ চায়,
চিত্ত ধূপ যে ও পদে লুটায়,
থরে থরে শত বাসনা-মুকুল মাতিছে মনে !
চরণে তাতিল শত নীহারিকা তপন তারা,
আলোক পথে জাগিল উদারা মুদারা তারা !
যে বাণী হইতে সৃজনের লীলা,
রূপ রস-বাস মধুরের খেলা,—
জাগো এ যেথানে সেই বাণী রূপ কমলাসনে !

ধামার তাল

শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

হিন্দুস্থান ও বঙ্গের সঙ্গীত সমাজে ধামার-তাল ভিন্ন আকার ধারণ করে নাই। সঙ্গীত বিষয়ে বঙ্গদেশ হিন্দুস্থানের অনুবর্ত্তী। পার্থক্যও তজ্জন্যই বোধহয় হয় নাই। ধামার তাল ১৪ মাত্রা, ৩ তাল ও ৩ ফাঁকযুক্ত। মাত্রাযুক্ত স্বীকৃত ঠেকা, যথা :—

```
+       ০   ১  ০        ১      ০
| | |   | |  || |  |  |  |  |  |  |
ক ধেটে  ধেটে  ধা  গে দিন্ তা তেটেকতা গেদিঘেনে।
```

হিন্দুস্থান ও বঙ্গে ফাঁক সম্বন্ধে দেখা যায় যে কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞ ফাঁকের ব্যবহার করেন, আবার কেহ কেহ করেন না। এতদ্ উভয় দেশের সাঙ্গীতিক ক্ষেত্রে ফাঁকের বিশেষ মূল্য না দিয়াও উভয়কে এক বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্গীতজ্ঞগণ কুণ্ঠাবোধ করেন না। সুতরাং ফাঁক আছে কি নাই—তাহার বিচার সাপক্ষে সঙ্গত বাধিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে শূণ্যের অর্থাৎ ফাঁকের কোন সার্থকতা আছে কিনা তাহা তাল ও ফাঁকের শাস্ত্রীয় পরিচয় প্রদান কালে আলোচনা করিতে আশা রাখি।

এক্ষণে ধামার তালের সহিত শাস্ত্রীয় তালের সাদৃশ্য নিরূপণার্থে আমার পূর্ব্ববর্ত্তীগণ কি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমার অভিধানাশ্রয়ে আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি। কিন্তু প্রসঙ্গাধীনে বলিতে হইতেছে যে বর্ত্তমানে দেখিতে পাই কেহ কেহ ধামার তালকে ধর্ম্মতাল আখ্যা প্রদান করিয়া সম্ভবতঃ শাস্ত্রীয় তাল বলিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ আমার দৃষ্টিপথে আসিয়াছে তাহার কোনটিতে 'ধর্ম্মতাল' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হই নাই। ধামার শব্দটি সংস্কৃত কিনা তাহা আমি জানিনা এবং ইহা যে কবে কি ভাবে সঙ্গীত সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহারও কোন হেতু নির্দ্দেশ অদ্যাপি করিতে পারি নাই। ধামারকে ধর্ম্ম শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াও মনে করিতে পারি না, কারণ তাহা হইলে ধর্ম্ম নামে কোন তালের অস্তিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইতাম।

দাক্ষিণাত্যে ধামার সংজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন তাল পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল বা বর্ত্তমান সময়ে আছে কিনা তাহা অবধারণ করিতে পারি নাই। দাক্ষিণাত্যের কোন সঙ্গীতজ্ঞ ইহার ব্যবহার করিয়া থাকিলে তাহা উত্তর ভারত হইতে ধারকরা জিনিষ। এরূপ দৃষ্টান্ত আছে।

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত—"সহজ তবলা ও মৃদঙ্গ শিক্ষা" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—"ধামার ১৪টি হ্রস্বমাত্রার তাল, তন্মধ্যে ৩টি তাল ও ৩টি ফাঁক।" কিন্তু গ্রন্থে হ্রস্ব শব্দের সার্থকতা বোধগম্য নহে।

২। শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত—"গীত ও বাদ্য শিক্ষা" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, যথা :—"ইহার তিনটি পদ। প্রথম ও দ্বিতীয় পদ প্রত্যেকে আড়াইটি করিয়া পাঁচ মাত্রায় পূর্ণ। প্রথম পদে ইহার সম্। যথা—

```
+   ৺  ১  ৺  ০
| |     | |    |
তা ধিন ধিনি তা দা দিন ধিনি তা ॥"
```

গ্রন্থের অবিকল নকল দেওয়া হইল। উক্তির সহিত ঠেকার পার্থক্য হইয়াছে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে তৃতীয় পদে দুইটি মাত্রা, তা'হলে "তা"তে একটি মাত্রা স্থাপন করা যায়। ইহাতে মাত্রার সমষ্টি ফল সাত হয়। কিন্তু 'তৃতীয় পদটি কিঞ্চিৎ হ্রস্ব ও দুইটি মাত্রায় পূর্ণ' কথাগুলি বিচার করিলে এই হ্রস্বটির স্থান কোথায় তাহা অনুমিতিগম্য হয় না। ফলে মাত্রা সংখ্যা সাড়ে সাত হইয়া পড়ে। তারপর তাল সংখ্যা দুইটি ও ফাঁক একটির

প্রথা ধামার তালে আছে বলিয়া জানিনা। ঠেকার বোলও অপ্রসিদ্ধ। ইত্যধিক বিচারের ভার আপনাদের হস্তে সমর্পিত হইল।

৩। শ্রীযুক্ত বক্তাবর সিং "স্বরতাল সমূহ" গ্রন্থে বলিতেছেন, যথা:—'লঘু শিখর ধমাল তাল—গুরু ১, মাত্রা ২, কলা ৩২, ঠেকেকে বোল ৮, তাদাদ জর্ব তীন, সম্ পহিলী পর। ঠেকা—

১স   ২   ৩   খ   স
"ধা   ধিদ্   ধিদ্   ধা   কড়ান্   ধা   তা   কে

             ২   ৩   খ
ধিদ্ ধিদ্ ধাগই দিন্ দিন্ তা।"—ইহার অর্থ এরূপ হইতে পারে যে প্রথম শব্দ 'ধা'র উপরে 'স' শব্দ থাকায় ইহা সম্ বাচক এবং ১, ২, ৩, এই চিহ্ন তিনটি তালের (আঘাতের) জ্ঞাপক এবং 'খ' শব্দ খালী (ফাঁক) জ্ঞাপক এবং 'খ'এর পরবর্ত্তী শব্দ 'কে' তে ঠেকার অর্দ্ধাংশ শেষ হইয়া পুনঃ উপরিলিখিত 'স' চিহ্নে সম্ স্থাপন করিয়া উত্তরার্দ্ধসহ মোট ঠেকার কলেবর গৃহীত হইয়াছে। ইহার প্রথমার্দ্ধে কথনানুযায়ী আটটি বোল হয় এবং জর্ব (আঘাত) তিনটি হয়। 'খ' শব্দে ফাঁক ধরিলে তালটি তিন আঘাত ও এক শূণ্য যুক্ত হয়। কিন্তু মাত্রা 'গুরু ১, মাত্রা ২, ও কলা ৩২' কথার অর্থ বোধগম্য হইতেছে না। আবার, সংজ্ঞাতে দেখিতে পাই 'লঘু শিখর ধমাল তাল'। ইহার অর্থ সম্ভবতঃ লঘু শিখর ও ধমাল (ধামার) তালকে এক বলা গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। আমার অভিধানে পাই যে ৺রাজা সৌরীন্দ্রমোহন প্রাচীন সংস্কৃত 'সঙ্গীত রত্নাবলী'র প্রমাণ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে লঘু শেখর দুই মাত্রা-গত তাল। আবার ৺রাজা ঐ প্রমাণ অবলম্বনে বলিতেছেন যে 'লঘুতাল' ।।।।উ-।।।।।।।-৭ মাত্রাযুক্ত; কিন্তু ইহার তাল ফাঁক নির্ণয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমি এখন পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় মাত্রা পরিচয়ে আঘাত ও ফাঁক স্থাপনে অসমর্থ। শ্রীযুক্ত বক্তাবর সিং মহাশয়ের 'লঘু শেখর' ও ধমারকে এক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা আমি সমর্থন করিতে পারিতেছি না। মাত্রা সম্বন্ধে 'গুরু এক' বলিলে লঘু দুই মাত্রা তুল্য হয় এবং 'মাত্রা দুই' অর্থে দুইটি লঘু মাত্রা বুঝিলে মোট চারিটি লঘু মাত্রা বা কেবল মাত্রা শব্দের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। '৩২ কলা' অর্থে উক্ত চারিটি মাত্রার প্রত্যেকটি ৮ কলা বিশিষ্ট বলিয়া অনুমান করিলে ৪×৮=৩২ কলা যায়। তাহা হইলে চারিটি মাত্রাকে ৩২ কলায় অন্তর্গত ধরিয়া লওয়া হইল; আর চারি মাত্রাকে চারি কলা ধরিয়া তৎসহ আরও ৩২ কলা যোগ করিলে ৩৬ কলা সম্পন্ন ধামার তাল হইয়া পড়ে। কিন্তু ধামার তাল সাত বা চৌদ্দমাত্রাগত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার সহিত ৩৬ সংখ্যার সম্বন্ধ কি ভাবে রক্ষিত হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সুতরাং বক্তাবর সিং মহাশয়ের প্রদত্ত লঘু শেখরের সহিত ধমালের এক-রূপতা স্থাপনে অসমর্থ হইলাম।

৪। ৺রাধামোহন সেন 'সঙ্গীত তরঙ্গ' গ্রন্থে ধামার তালের লক্ষণ বলিতেছেন, যথা:—

"ধামার তালের গতি, একতালা মত।
তালের পিণ্ডের মধ্যে সপ্তমাত্রা গত॥
দুই গুরু এক প্লুত তালের নিয়ম।
প্লুতচিহ্ন অঙ্কের উপরে হবে সম্॥
গ্রন্থে আছে যে প্রকার বোলের নিয়ম।
সে বোল প্রমাণেতে আড়াই মাত্রা হয়॥ ২২৩॥

বোল

ধে ধে ধেয়া ধা ধে ধে ধেয়া ধা।
অথবা—কত্তে তেত্তা কধে ধেন ধা।
এ বোল প্রমাণে দুই মাত্রা বোধ হয়।
শ্রীরাধামোহন সেন দাস বিরচয়।"

৺রাধামোহন সেন মহাশয়ের বক্তব্য বোধহয় এই:— যে গ্রন্থ অবলম্বনে 'ধে ধে ধেয়া ধা, ধে ধে ধেয়া ধা' বোল দিয়াছেন তাহার প্রত্যেক বোলে একটি করিয়া মাত্রা

স্থাপন করিলে ৫+৫=১০, অথবা তার্দ্ধ ৫, অথবা তর্দ্ধ ২½ হয়? আবার 'অথবা—কতে তেত্তা, কথে ধেৎ ধ্বা' বোলে খুলিমুদ হিসাবে দুই অংশ ধরিলে দুইটি মাত্রা বোধ হইবে। কিন্তু গ্রন্থকার বলিতেছেন তাহা নহে। দুই গুরু এক প্লুত—সাত মাত্রাযুক্ত হইয়া প্লুতের প্রথম মাত্রায় সম্ স্থাপিত হইবে। গ্রন্থকার ২, ২, ৩ চিহ্নদ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা করিতেছেন—

```
+            ১     ১
|   |   |.   |   |   |   |
কতে  তে  তা   ক   ধে  ধেৎ ধ্বা।
```

ইহার তালাঘাত প্রচলিত রূপের অনুরূপ, যদিও ঠেকা বর্ত্তমানে অপ্রসিদ্ধ।

৫। ৺পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পলুস্কর তাঁহার 'সঙ্গীত তত্ত্বদর্শক', প্রথম খণ্ড, গ্রন্থে বলিয়াছেন যে 'সরস্বতীকণ্ঠ' তাল ধামার, দীপচন্দী, অথবা আড়া চৌতালার কোন একটি হইবে। এই উক্তির যথার্থতা নিরূপণ করিতে গিয়া দেখিতে পাই 'সরস্বতীকণ্ঠ' নামে কোন তাল শাস্ত্রগ্রন্থে নাই। 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' নামে একটি তাল পাওয়া যায়। শুভঙ্কর 'সঙ্গীত দামোদর' গ্রন্থে ইহার লক্ষণ দিয়াছেন, যথা—

'সরস্বতী কণ্ঠাভরণে গৌলম্চ দ্রুতদ্বয়ম্।'

ইহার অর্থ দুই গুরু, দুই লঘু ও দুই দ্রুত—৭ মাত্রা। ৺রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন 'মৃদঙ্গ-মঞ্জরী' গ্রন্থে 'সংস্কৃত সঙ্গীত সার' অবলম্বনে ইহার মাত্রা চিহ্ন দিয়াছেন, যথা—ঙঙ।।০০ অর্থাৎ দুইগুরু, দুই লঘু ও দুই দ্রুত—।। ।। । । ০ ০—৭ মাত্রা। বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুযায়ী এই মাত্রা সংখ্যাতে তালাঘাত যোজনা দ্বারা ধামারের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিলে সম্ভবতঃ এরূপ হইয়া পড়ে, যথা—(সুবিধার্থে মাত্রা সংখ্যা দ্বিগুণিত করিয়া দেখিতেছি)

```
+     ০  ১ ০     ১  ০
|| || |||| | | | | | |
  ঙ    ঙ    ল   ল  দ দ
  ||   |    ||  |  ০ ০
```

এই মীমাংসা করিলে দেখিতে পাই যে, ফাঁকের মূল্য অস্বীকার করিলেও প্রথম গুরুতে আঘাত, দ্বিতীয় গুরুর আঘাতটি এমন স্থানে পড়ে যে গুরুর দুই মাত্রার মধ্যস্থানে আঘাত দিতে হয়। কিন্তু শাস্ত্রীয় নিদর্শনে এভাবে আঘাত হইতে পারে বলিয়া জানিনা। এই স্থানে শাস্ত্র বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় অবশিষ্টের আলোচনা বৃথা। সুতরাং 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ'কে ধামার বলা যুক্তিসিদ্ধ হইবে না। ইহার তালাঘাতের শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমি অদ্যাপি প ই নাই।

৬। পণ্ডিত কাশীনাথ অপাতুলসী তাঁহার অভিনব 'তালমঞ্জরী' গ্রন্থে বলিতেছেন, যথা—

"ভাষায়াং প্রথিতশ্চতুর্দ্দশকলস্তালো ধমারাভিধঃ
সোঽয়ং চণ্ড ইতি স্বয়ং নিগদিতঃ শ্রীশার্ঙ্গদেবেনহি।
সাণুদ্বন্দ্ব লঘু ততো লঘুরীতি প্রোক্তং নিঘাতত্রয়ং
বক্রশ্চিত্র বিচিত্র পাট গতিভির্মার্দঙ্গিকৈর্বাদ্যতে॥

তালাদ্দম্—। । ।—১৪ মাত্রা, ৩ আঘাত।"

অস্যার্থ:—"ভাষায় চতুর্দ্দশ মাত্রাযুক্ত যে ধামার সংজ্ঞক তাল প্রথিত আছে, তাহা শ্রীশার্ঙ্গদেব স্বয়ং তাঁহার 'সঙ্গীত রত্নাকরে' চণ্ড নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহাকে অণুমাত্রাযুক্ত দুইটি লঘুমাত্রা এবং তৎপর একটি লঘুমাত্রা এবং তিন আঘাতযুক্ত বলা হইয়াছে তাহা, বক্রশ্চিত্র বিচিত্র বোল যোগে মার্দঙ্গিকগণ বাজাইয়া থাকেন। তালাঙ্ক যথা:—। । ।—১৪ মাত্রা; ৩ আঘাত।" দুই অণু—এক অর্দ্ধ, এক অর্দ্ধ ও তিন লঘু—৩½ মাত্রা। চতুর্গুণিত হইলে ১৪ মাত্রা হয়। তালাঘাত তিনটি লঘুতে স্থাপন করিয়াছেন। চতুর্গুণিত মাত্রাতে তালাঘাত এই প্রকার হয়, যথা:—

```
+   ০        ১   ০        ১   ০
||||   |    ||||    |    ||||
 ল     অ     ল      অ     ল
```

শার্ঙ্গদেব বিরচিত 'সঙ্গীত রত্নাকরে' চণ্ড তালের প্রমাণ, যথা :—

"দ্রুতত্রয়ং লঘুদ্বন্দ্বং চণ্ডতালে বভাষিরে—০ ০ ০ । । ইতি চণ্ডতালঃ।" অর্থাৎ, চণ্ডতালে তিন দ্রুত ও দুই লঘু। তিন দ্রুত (১½ মাত্রা) ও দুই লঘুতে ৩½ মাত্রা হয়। ইহাও চতুর্গুণিত হইলে ১৪ হয়। পণ্ডিত কাশীনাথ, আমার মনে হয়, ধামারের তিনটি তালাঘাতের নিমিত্ত তিনটি লঘু মাত্রা রাখিয়া, উহার দুইটির সঙ্গে দুইটি অণু মাত্রা যোগ করিয়া মোট সংখ্যা ৩½ করিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডের প্রমাণে তিনটি দ্রুত ও দুইটি লঘু থাকায় ধামারকে চণ্ডতাল বলিয়াও মাত্রা চিহ্নে কি প্রয়োজনে পার্থক্য রাখিয়াছেন তাহা বুঝিতেছি না। এবং তাঁহার প্রদত্ত মাত্রাচিহ্ন লঘুতে আঘাতের স্থলে চণ্ডের দ্রুতে আঘাত পড়ায় পার্থক্য প্রতিপন্ন হয়। কারণ চণ্ডের শাস্ত্রীয় মাত্রা পরিচয়ে তিনটি আঘাত স্থাপন করিলে দ্রুতে না পড়িয়া উপায় নাই। সুতরাং ধামার ও চণ্ড যে কি ভাবে এক জিনিষ হইল তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। যুক্তিস্থলে ইহা বলা বোধহয় অসঙ্গত হইবে না যে এক লঘু, এক অণুদ্রুত, এক লঘু, এক অণুদ্রুত ও এক লঘু অবয়বাংশে এক দ্রুত, এক দ্রুত, এক দ্রুত, এক লঘু ও এক লঘুর অনুরূপ নহে। মাত্রার যোগফল দ্বারা অপরের সহিত একরূপতা স্থাপন যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। শাস্ত্র পাঠে বুঝা যায় যে কোন লক্ষণগত চিহ্নই অনর্থক নহে এবং উহার হ্রাস বা বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। তবে পণ্ডিত কাশীনাথের উক্তি বুঝার পক্ষে আমার ভ্রম থাকিলে, কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া দিলে সুখী হইব। আমি এখনো ঐ মত গ্রহণে অসমর্থ। ইহাপেক্ষা আরো সরল যুক্তি দেখুন।

৭। ৺রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন 'মৃদঙ্গ-মঞ্জরী' গ্রন্থে ধামার তালের পাদ টীকাতে বলিতেছেন যে ইহা 'পুণ্ডরীক বিঠল' প্রণীত নর্ত্তক নির্ণয় গ্রন্থের বৃহত্তালের অনুরূপ। নর্ত্তক নির্ণয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা :—"বৃহত্তালে লঘুর্দ্রূতো দ্বৌলঘূ দোলঘুদ্বয়মিতি।"=। ০ । । । ০ । । — ৭ মাত্রা। ইহাকে দ্বিগুণিত করিয়া ১৪ মাত্রিক ধামারের সহিত তুলনা করিতেছি।

+		০	১	০		১	০
। ।	।	। ।	। ।	। ।	।	। ।	। ।
ল	দ	ল	ল	ল	দ	ল	ল
।	০	।	।	।	০	।	।

যদিও ইহার আঘাতের শাস্ত্রীয় প্রমাণ এখনো পাই নাই তথাপি নায়ক ৺রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহনের মত উপেক্ষণীয় বোধ হইতেছে না অর্থাৎ আমার সাধারণ জ্ঞানে কোন স্থানে দোষারোপ করিতে পারিতেছি না। কারণ তাল চিহ্নগুলি শাস্ত্রানুযায়ী হইয়াছে, কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে না।

উপরিলিখিত আলোচনার ফলে দেখিতেছি যে বৃহত্তালকে ধামারের সদৃশ বলিতে কোন প্রকার দ্বিধা বোধ হইতেছে না। আমার অভিধান ধৃত অন্য বহু শাস্ত্রীয় তাল মধ্যে কোনটির সহিত বৃহত্তালের সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম না। ধামার শব্দটি হিন্দি বলিয়া ধারণা হয়। প্রকৃতত্ত্ব এখনো নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। তবলা সঙ্গতে ৭মাত্রার বৎ, যাহা হিন্দুস্থানে চাঁচড় নামে অভিহিত, যেমন ঢোলীর ঠেকা বলিয়া পরিচিত, পাখোয়াজ সঙ্গতে ধামার তেমনি ঢোলীর ঠেকারূপে পরিচিত হইতেছে বর্ত্তমান যুগে। ধামারের গতি মন্থর।

অবশেষে বলিতেছি যে পুণ্ডরীক বিঠল প্রণীত 'নর্ত্তক নির্ণয়' ধৃত বৃহত্তাল এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত ধামার তাল এক।

পরিশোধ-নাট্যগীতি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(বজ্রসেন)

জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে।
জেনো প্রিয়ে
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।
কলঙ্ক যাহা আছে
দূর হয় তার কাছে,
কালিমার পরে তার অমৃত সে বরষে।

(শ্যামা)

হে বিদেশী, এসো এসো। হে আমার প্রিয়,
এই কথা স্মরণে রাখিয়ো,
তোমা সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
হে হৃদয় স্বামী
জীবনে মরণে প্রভু ॥

(বজ্রসেন)

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে
বাঁধন খুলে দাও দাও দাও।
ভুলিব ভাবনা পিছনে চা'বনা
পাল তুলে দাও দাও দাও।
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল
হৃদয় দুলিল দুলিল
পাগল হে নাবিক
ভুলাও দিক্‌-বিদিক্‌ ॥

(শ্যামা)

চরণ ধরিতে দিয়োগো আমারে
নিয়োনা নিয়োনা সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে ॥
বিকায়ে বিকায়ে দিন আপনারে
পারিনা ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমার করিয়া নিয়গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে ॥ *

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর • স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

II {	না	র্সা	|	নর্সা	-র্রা	র্সা	I	ণা	ধা	|	পা	-ধা	-পা	I
	জে	নো	|	প্রে০	০	ম		চি	র	|	ঋ	০	ণী	
	মা	পা	|	মরা	-মা	জ্ঞা	I	রা	সা	|	সা	-রা	-না	I
	আ	প	|	না০	০	রি		হ	র	|	ষে	০	০	

* এই গানটি রবীন্দ্রনাথের অনেকদিনের পুরাতন গান, কিন্তু এই গীতিনাট্যের জন্যে নতুন করে সুরে ও মাপে তাঁকে বদল করতে হয়েছে।

সজ্ঞা -রা | সা -জ্ঞা রা I সা -া | -া -া -া I
ধে০ ০ | নো ০ প্রি য়ে ০ | ০ ০ ০

সজ্ঞা জ্ঞা | মজ্ঞা -া জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা -া ঋা I
স০ ব | পা ০ প ক্ষ মা | ক ০ রি

ঋা সা | সঋা -া ঋা I সা ন্া | সা -া -জ্ঞা I
ম ণ | শো০ ০ ধ ক রে | ০ ০ ০

জ্ঞা -রা | সা জ্ঞা -রা I সা -া | -া -া -া } II
ধে ০ | নো ০ প্রি য়ে ০ | ০ ০ ০

II { সমা -া | মা -পা পা I পা পা | পা -া ধা I
ক০ ০ | ল ঙ্ ক যা হা | আ ০ ছে

ণা -র্সা | র্সা -া -ণা I ণা -ধা | পধা -মপা মজ্ঞা I
দূ র্ | হ ০ র্ তা র্ | কা০ ০ ছে

গা -গা | গা -া -গা I গা মা | গমা -পধা -পা I
কা লি | মা ০ র্ প রে | তা০ ০০ র্

মা পা | মগা -মা জ্ঞা I রা সা | সা -রা -ণ্া I
অ ন্ | ত০ ০ সে ব র | বে ০ ০

সজ্ঞা -রা | সা -রজ্ঞা রা I সা -া | -া -া -া II
ধে০ ০ | নো ০০ প্রি য়ে ০ | ০ ০ ০

মধ্যলয়ে

II {রা -মা | রা -পা মা I পা -া | পা -পরা সা
হে ০ | বি ০ দে শী ০ | এ ০০ সো

ন্সা -রগা | রা -া -া I (রমা মা | মা -া -া I
এ০ ০০ | সো ০ ০ হে০ আ | মা ০ র্

মা -া | মা -া -পরা)} I মা -রা | মা -া পা I
প্রি ০ | য় ০ ০০ এ ই | ক ০ থা

পা না | র্সা -া র্রা I না -র্সা | পা -া -ধপা I
স্ম র | ণে ০ রা খি ০ | যো ০ ০০

পা -দা | পমা -া -পরা I রগমা -রগা | গমা -া -া II
এ ০ | সো ০ ০০ এ০০ ০ | সো ০ ০

II না না | না -া না I না -া | না -পা না I
তো মার্ | সা ০ থে এ ক্ | স্রো ০ তে

না র্সা | র্সা -া -র্সর্রা I র্সনা -া | র্সা -া -া I
ভা সি | লা ০ ম্ আ ০ | মি ০ ০

র্সা র্রা | র্সা -ণা -া ণা -ধা | ণা -া -া I
হে হৃ | দ ০ য় ষা ০ | মি ০ ০

ণা ণর্সা | র্সণা -া ধপা I পধা পা | মা -গা রা II
জী ব | নে ০ ম০ ম০ ণে | প্র ০ ভু

দ্রুতলয়ে

II সা সমা -া | মা -া মা I মা -া -া | -া -া -া I
প্রে মে০ র্ | জো ০ য়া রে ০ ০ | ০ ০ ০

মা মপা পা | পা -া পা I পা -া -া | -া -া -া I
ভা সা০ বে | দোঁ ০ হা রে ০ ০ | ০ ০ ০

মা -মধা -া | ধা -া ধা I ধা -া -া | -া -া -না I
বাঁ ০ধ ন্ | খু ০ লে দা ০ ০ | ০ ০ ও

ধনা -া না | র্সা -া র্রা I না -র্সা -া | -া -ধা -না I
দাও ০ ও | দা ০ ও দা ও ০ | ০ ০ ০

না র্সা র্সা | র্সা -র্রা না I র্সা -া -া | -া -া -া I
ভু লি ব | ভা ০ ব না ০ ০ | ০ ০ ০

না র্সা র্সর্রা | র্রা -র্সা র্সা I ণা -র্সা -া | -ণা -ধা -া I
পি ছ নে০ | চা ০ ব না ০ ০ | ০ ০ ০

ধা -া -া | ধা -পা পা I মা -পা -া | -জ্ঞা -া -া I
পা ০ ল্ | তু ০ লে দা ০ ০ | ও ০ ০

পা -ধা -া | না -া র্সা I র্সা -া র্সা | -া -া -া II
দা ও ০ | দা ০ ও দা ০ ও | ০ ০ ০

II ধা ধা ধা | ধা -া ধা I ধা -া -া | -া -া -না I
প্র ব ল | প ০ ব নে ০ ০ | ০ ০ ত

না -না সা´ | সরা´ -া না I সা´ -া -া | -া -া -া I
র ঙ্ গ | তু০ ০ লি ল ০ ০ | ০ ০ ০

ধসা´ সা´ সা´ | সা´ -না সা´ I সরা´ -া -া | -া -া -জ্ঞা´ I
হৃ দ য় | দু ০ লি ল০ ০ ০ | ০ ০ ০

রা´ রা´ সা´ | সা´ -রা´ না I সা´ -া -া | -া -া -া I
দু লি ল | দু ০ লি ল ০ ০ | ০ ০ ০

সা´ সমা´ মা´ | মা´ -া মা´ I মা´ -জ্ঞা´ -া | -া -া -জ্ঞা´ I
পা গ ল | হে ০ না বি ০ ০ | ০ ০ ক্

জ্ঞপা´ পমা´ মা´ | মজ্ঞা´ জ্ঞা´ জ্ঞা´ I রা´ সা´ -া | -া -া -া I
ভু লা ও | দি ক্ বি দি ক ০ | ০ ০ ০

না -া -সা´ | সা´ -রা´ সা´ I না -সা´ -া | -পা -ধা -া I
পা ০ ল্ | তু ০ লে দা ০ ০ | ও ০ ০

ধা -পা -া | পা -া মা I পা -া মা | -া -া -া II
দা ০ ও | দা ০ ও দা ০ ও | ০ ০ ০

মধ্যলয়ে

[ণ্‌া সা]

II {দ্‌া ণ্‌া সা | সা -া সা I সা -া -া | -সঋা -ণ্‌া -া I

চ র ণ | ধ ০ রি তে ০ ০ | ০০ ০ ০

সা সজ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা -া ঋা I জ্ঞা -া -া | -া -া -মা I

দি য়ো০ গো | আ ০ মা রে ০ ০ | ০ ০ ০

মা জ্ঞা ঋা | সা -া ণ্‌া I দ্‌া -া -া | ণ্‌া -সা -া I

নি য়ো না | নি ০ য়ো না ০ ০ | ০ ০ ০

সা -া -ঋা | মজ্ঞা -ঋসা -ঋণ্‌া I সা -া -া | (-া -দ্‌া -ণ্‌া)} | -া -া -া I

স ০ ০ | রা০ ০০ ০০ য়ে ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০

সা সদা দা | দা -া দা I পা -া -দা | -মপা -জ্ঞা -া I

জী ব০ ন | ম ০ র ণ ০ ০ | ০ ০ ০

পা পা দা | পা -ণা দপা I মজ্ঞা -া -া | -া -া -মা I

সু খ দু | খ ০ দি০ য়ে০ ০ ০ | ০ ০ ০

মা -া মণা | দা -া পা I মজ্ঞা -া -া | ঋা -া -মা I

ব ০ ক্ষে০ | ধ ০ রি ব০ ০ ০ | ০ ০ ০

সা -া -ঋা | মজ্ঞা -ঋসা -ঋণ্‌া I সা -া -া | -া -দ্‌া -ণ্‌া II

স ০ ০ | রা০ ০০ ০০ য়ে ০ ০ | ০ ০ ০

II মা মা দা | দা -া দা I দা -ণা -া | দা -ণা -া I
বি কা রে | বি ০ কা রে ০ ০ | ০ ০ ০

ণা র্সা র্সা | র্সা -র্ঋা ণা I র্সা -া -া | -া -া -া I
দী ন আ | প ০ না রে ০ ০ | ০ ০ ০

র্সা র্ঋা র্ঋা | র্ঋা -া র্ঋা I র্ঋা -া -া | -া -া -র্সা I
পা রি না | ফি ০ রি তে ০ ০ | ০ ০ ০

ণা র্সা র্সা | ণর্সা -র্ঋর্সা ণর্সা I ণদা -া -া | -ণা -া -া I
ছু য়া রে | ছু০ ০০ য়া০ রে০ ০ ০ | ০ ০ ০

দর্সা র্সা র্সা | র্সা -র্ঋা র্সা I র্সা -র্ঋা -া | -ণা -দা -পা I
তো০ মা রি | ক ০ রি য়া ০ ০ | ০ ০ ০

পা দা ণা | পা -ণা দা I পা -া -া | -া -া -া I
নি য়ো গো | আ ০ মা রে ০ ০ | ০ ০ ০

মপা পা পা | -া -া পদা I মা -পা -া | -জ্ঞা -া -ঋমা I
ব০ র ণে | র্ ০ মা০ লা ০ ০ | ০ ০ ০০

সা -া -ঋা | মজ্ঞা -ঋমা -ঋণ্া I সা -া -া | -া -দ্া -ণ্া II II
প ০ ০ | য়া০ ০০ ০০ রে ০ ০ | ০ ০ ০

ক্রমশঃ

অথ রাগ লক্ষণম্

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর মূলতত্ব ছিল পারিবারিক সম্বন্ধ নির্ণয় ও ঋতুরাগ ঠিক্ করিয়া দেওয়া। এই ধরণের মনোভাব এখনও আমরা মানি। নানাপ্রকার কানাড়া, তোড়ী সারঙ্গ ইত্যাদি বলিয়া থাকি। ঋতু রাগ যেমন বসন্ত, হিন্দোল, মল্লার ইত্যাদি। এই পারিবারিক সম্বন্ধ যেমন কানাড়া বা মল্লার, এদের চেহারা ও প্রকৃতির সুসাদৃশ্য যেমন এক পরিবার হইতে। এই প্রকৃতি গত সম্বন্ধ লেখার চেয়ে গানে বুঝান যায় ভাল। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর প্রতি ছায়া সম্ভূত তৎপুত্র কলত্রাদির পরিচয় দিলাম। নিয়ম মত বিচার করিলে কত কিছু সন্দেহ উত্থাপিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গেলে তার সিদ্ধান্ত অহুকূল যুক্তির আশ্রয় নিলে সম্ভবতঃ নিঃসন্দিহান হইতে পারে যাইবে। "অনুপ সঙ্গীতাংকুশ" নামক গ্রন্থে ষট্ পুরুষাঃ রাগাঃ ও তাদের বরাঙ্গনা বলে অনেকগুলি রাগের নাম দিয়াছেন। এই সব নামের বিভাগজনক শৃঙ্খলা দেখা যায় না।

সঙ্গীত বুঝিতে গানবাদ্য ও নৃত্যকে বুঝায়, এই হইল আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের ধারা। গান দ্বারাই "রাগ" জিনিষটাকে প্রকাশ করা হয়। গান মানে রাগ প্রকাশক স্বর ও সুর বিন্যাসের কৌশল বা ভঙ্গী। বাদ্যও নৃত্য গৌণ ভাবে রাগমূর্ত্তির খুঁটিনাটি প্রত্যঙ্গাদির সম্বন্ধ প্রকাশক মাত্র, তজ্জন্যই গানের আসন সর্ব্বোপরি দেওয়া আছে। বাদ্য-নৃত্যের সংযোগে রাগটী সম্পূর্ণ গীত অর্থাৎ কীর্ত্তিত হয় বলিয়া একটা আনন্দের বিশালতা আনিয়া দেয়। এখন আমরা সহজেই বুঝিয়া নিব যে, সঙ্গীতের মূলতত্ব নিয়া কিছু বলিতে গেলে গানের সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। সঙ্গীতের জ্ঞান উপলব্ধির মধ্য দিয়া হয়। উপলব্ধি জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। ঈশ্বর তত্বও উপলব্ধির গণ্ডীর বাহিরে নয়। তাই গীতায় আছে, "পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ।" রাগ জিনিষটাও পার্থিব নহে, সুতরাং এখানের জ্ঞানকে সহচর না রাখিলে সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সঙ্গীত-শিল্পী ছাড়া রাগ সম্বন্ধে বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধিটা আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত আছে। রাগনাম কেবল চিত্তরঞ্জন করে বলিয়াই যে শাস্ত্র বলিয়াছেন তাহা অতি সত্য।

উহা ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, পুত্রকলত্র, সাজাইয়া বেশ একটা সহজ লভ্য আমাদের ক্ষেত্র করিয়াছে। সৃষ্টির সেরা জিনিষের মধ্যে রাগ-জিনিষটাকে বাদ দিলে ভুল হইবে।

ভরত-হইতে কল্লিনাথ, সোমেশ্বর প্রভৃতি রাগের পর্য্যালোচনা বিভিন্ন প্রকারে করিয়াছেন। এদের মতামতের পার্থক্য নিয়া আজিকার আলোচনার বিষয় নহে। সমস্ত বিখ্যাত প্রাচীন-শাস্ত্র রাগরাগিণীর পরিচয় মেল হিসাবে দিয়াছেন। "অনুপ সঙ্গীত-বিলাস" ও "সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থ তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

মেলমানে পর পর সাজান কয়েকটা স্বর, স্বরগুলির পরিচয় নিতে হইলে প্রত্যেক গ্রন্থে শুদ্ধস্বর ও তাদের সমষ্টি অর্থাৎ শুদ্ধ মেলের অমুসন্ধান আগে নিতে হইবে। মেলঃস্বর সমূহস্যাৎ রাগ ব্যঞ্জন শক্তিমান্। সে স্বর সমষ্টি রাগ তৈয়ারী করিতে পারে। ঠাট ও মেল এক সংজ্ঞা-বাচক। অবশ্য প্রকৃতিগত সাদৃশ্য হইতে মেলের সৃষ্টি, এইরূপ একটি মতবাদ আছে, আমি তাহা ভাল মনে করি না।

প্রতি রাগের জন্ম দিতে পারে এমন মেল করিতে হইলে সাতটী স্বরের মেল করা দরকার। কারণ সম্পূর্ণ

রাগ সাতটী স্বরের ব্যবহার করে। পাঁচ বা ছয় স্বরের রাগও করা যায়। বর্ত্তমান রাগরাগিণীকে মেল বা ঠাট্ হিসাবে এবং অঙ্গ অথবা প্রকৃতি হিসাবে বিচার করা হয়। প্রথম নিয়মে কি কি স্বর লাগে তাহার বিচার করা হয়। দ্বিতীয় নিয়মে এই স্বর সকল কি ভাবে লাগে তার বিচার, এইখানেই রাগের অঙ্গগত সাদৃশ্য বা প্রকৃতিগত বিচার করা হইয়া থাকে। যেমন কাফীমেলের স্বরে কানড়াও হয়, আবার কানড়া ও মল্লার কিছু আশাবরী মেলেও আছে কিন্তু কাফীমেলের কানাড়ার সঙ্গে আশাবরী মেলের কানাড়ার প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে এইজন্য উভয়কেই কানড়া বলে।

সাধারণ মেলগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। (১) তীব্র (বা শুদ্ধ) "রে"যুক্ত মেল। প্রথম ভাগে কল্যাণ, বিলাবল, খাম্বাজ, কাফী ইত্যাদি। ২য় ভাগে, ভৈরবী ভোড়ী, ভৈরব, মারবা। এই মেলগুলি পর পর যে ভাবে সাজান রয়েছে, তাতে পর পর দুইটী মেলের মধ্যে সমপ্রকৃতিক অঙ্গের ব্যবহার দেখা যায়। এই সব অঙ্গের রাগকে মধ্যবর্ত্তী রাগ বলে। রাগ সম্বন্ধে কিছু জানিতে গেলে বাদী বিবাদীর ন্যায় আরোহী অবরোহীর আলোচনা করা খুব প্রয়োজন। আরও একটী প্রয়োজনীয় আলোচনা আছে, বর্ণ বা অলঙ্কার। প্রথমতঃ স্বর ও শ্রুতি জানার পর বর্ণের আলোচনা করা হয়। বর্ণ মানে স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী এবং সঞ্চারী। তার মধ্যে প্রথমটী স্থিতির পরিচায়ক স্থায়ী বর্ণ। অন্য তিনটী গতির পরিচায়ক, এই স্থিতিও গতির রাগের সৃষ্টির প্রধান উপাদান। এইজন্য বলা হয় রাগের "গতি", "চাল", "চলন" ইত্যাদি। ইহা হইতে অলঙ্কারের উৎপত্তি। বিশিষ্ট বর্ণ সন্দর্ভ মলব্বারম্ প্রচক্ষতে। এই অলঙ্কার এক সপ্তক ব্যাপী এবং স্থায়ী আরোহী ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের অলঙ্কার ব্যবহার হয়।

এখানে বক্তব্য এই দুই শতাব্দী ধরিয়া, সঙ্গীতের অনেক অদল বদল হইয়াছে। রাগরাগিণীর রূপের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তার উপর তাদের শ্রেণীবদ্ধ করার প্রয়োজন গায়কদের হয় নাই, কারণ তাঁহারা গান গাহিয়াই অব্যাহতি পান।

সাধারণতঃ ওস্তাদী মতে শিক্ষার কোনও নিয়ম নাই, সব খামখেয়ালী। ওস্তাদের যাহা ইচ্ছা হইল তিনি শিক্ষা দিলেন। রাগের সময় ইত্যাদি সব এলোমেলো। অথচ প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্র দেখিলে মনে হয়, সব নিয়মবদ্ধ ছিল। এলোমেলো বিদ্যা চল্‌ত না। (ক্রমশঃ)

শ্যামা-সঙ্গীত

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

আর কত দুখ দিবি শ্যামা
নাই কি দয়া তোর প্রাণে?
দয়াময়ী বলে লোকে
দেখি না দয়া কোন খানে।
জানি না কোন অপরাধে
নিশিদিন পরাণ কাঁদে
ঘুচাবি নাকি মা দুখের জ্বালা
তোর অভয় চরণ দানে?

জীবের দুখ ঘুচাতে তুই
ঘুরে বেড়াস্ ভবের দ্বারে,
তবে কেন মা যত দুখ
চাপালি তুই আমার ঘাড়ে?
শুনেছি তুই ব্যথা হারী
ব্যথার অস্ত্র খড়্গধারী
সকল ব্যথা দে মা কেটে
তোর এই খড়্গ টানে॥

স্বরলিপি

ভৈরব—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

তোরি বারি ফুল রহি।
বরণ বরণ কে ফুলুয়া হো বলে বলে জাঁউ
মিতুয়া তোরে সঙ্গে রহুঁ।
এক কলিয়া ছুবে যৌবন মাতি
ঔর নিমুহারি জাকে তুঁ রাখোয়ালে।

বাদী—ধা। সম্বাদী—ঋা।

গীত শিক্ষক—খলিফা বদল খাঁ সাহেব

স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

	৩	
সা II পদ্‌া -া ন্‌া সা | ঋা -া সা ন্‌া | সা -া ন্‌া সা | ঋা সা ন্‌া সা I
তো রি ০ বা রি | ফু ০ ল র | হি ০ ব র | ণ ব র ণ
ন্‌দ্‌া -া ন্‌া সা | ন্‌দ্‌া -ন্‌দ্‌া -প্‌া পমা | -পা মা পা পা | পদা -পা মা -পা I
কে ০ ফু লু | য়া০ ০০ ০ হো | ০ ব লে ব | লে ০ জাঁ ০
মা -পা ঋা পা | ঋা -পা দপা মা | ঋা -সা সঋা -গমপা | -গমা ঋা সা সা II
উ ০ মি তু | য়া ০ তো রে | স ং গে০ ০০০ | ০০ র হুঁ "তো"

০	১	+	৩
II পা পা পা পা | পদা -া না র্সা | নদা না র্সা র্ঋা | -র্সঋা -র্সনা দা -পা I
এ ক ক লি | য়া ০ ছু বে | যৌ ব ন মা | ০০ ০০ তি ০
গমপদা -না দা পা | গমা পপা মা -পা | পদা -া না -র্সা | না র্সা নদা -পা I
ঔ০০০ র নি মু | হা০ রি০ জা ০ | কে ০ তুঁ ০ | রা খো য়া ০
মা -ঋা সা সা II II
০ ০ লে "তো

আস্থায়ীর তান

১। (১°) সঋা গমা পদা নস´া | (+) নস´া নদা পণা দপা | (৩) মপা মগা মঋা গমা I
(০) পমা গমা ঋসা "তো"

২। (০) সঋা গমা পা, গমা | (১) পদা না, মপা দনা | (+) স´া, দনা স´ঋ´া গ´ঋ´া |
(৩) স´না দপা, দপা মপা I (০) মগা, মঋা সা "তো"

৩। (০) গগা -ঋসা দপা -মগা | (১) ননা -দপা গ´গ´া -ঋ´স´া | (+) গমা -দনা -স´ঋ´া -গ´ঋ´া |
তো০ ০০ রি০ ০০ বা০ ০০ রি০ ০০ হু০ ০০ ০০ ০০
(৩) -গ´ম´া -গ´ঋ´া -স´না -দপা I (০) -মগা, গমা -পমা -গমা | (১) -গঋা সা ন্া সা | (+)
০০ ০০ ০০ ০০ ০ন, র০ ০০ ০০ ০০ হি বা রি হু

অন্তরার তান

১। (১) গগা ঋসা ননা দপা | (+) গ´গ´া ঋ´স´া নদা পমা | (৩) গমা ঋা, গমা ঋসা I

২। (১) নস´া ঋ´ঋ´া স´ঋ´া, গমা | (+) দদা পপা, গমা পপা | (৩) মগা, সঋা গমা ঋসা I

৩। (০) স´না দ,স´া নদা, পা | (১) মগা, গমা পদা নস´া | (+) ঋ´ঋ´া নস´া নদা পা |
(৩) গঋা গমা পপা ঋসা I

স্বরলিপি

পুরিয়া মিশ্র—একতালা

তোমারি পথ চেয়ে কাটিল সারা বেলা,
গোধূলি ছায়ে প্রিয় ফুরালো আলো খেলা।

বন্ধু পথচারী, আঁধার বনতলে
দরশ চাহি তব জোনাকি শত জ্বলে,
আনত তরুশাখে বিবাগী পাখী ডাকে,
তুলসী তল ঘেরি, সাঁঝের দীপ জ্বালা।

তন্দ্রা যদি নামে অলস তনু ঘিরি
অতনু বঁধু মম যেওনা তুমি ফিরি।
স্বপন পরশনে জাগাও গানে গানে
কণ্ঠে তুলে দিও বকুল ফুলমালা।

কথা—শ্রীনিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় সুর—শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীসুবোধ রায়চৌধুরী

	০				১				+				৩			
II	পা	পা	পা	|	ঋা	গঋা	গা	|	পা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	তো	মা	রি	|	প	থ০	চে	|	য়ে	০	০	|	০	০	০	
	০				১				+				৩			
	পা	পা	পা	|	ঋা	গা	মা	|	গা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	কা	টি	ল	|	সা	রা	বে	|	লা	০	০	|	০	০	০	
	০				১				+				৩			
	গা	পনা	ধা	|	পা	ঋপা	মা	|	গা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	গো	ধূ০	লি	|	ছা	য়ে০	প্রি	|	য়	০	০	|	০	০	০	
	০				১				+				৩	(ন্ধা	গঋা	পধা)	
	ঋপা	ঋপা	গা	|	ধা	ধা	সধা	|	ন্সা	-সা	-সা	|	-া	-া	-া	II
	ফু০	রা০	লো	|	আ	লো	খে০	|	লা০	০	০	|	০	০	০	

	০			১			+			৩			
II {	র্সা	-র্সা	র্সা	না	ঋা	ধা	র্সা	-া	-া	-া	-া	-া	I
	ব	ন্	ধু	প	থ	চা	রী	০	০	০	০	০	
	০			১			+			৩			
	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	না	র্ঋা	র্সা	-া	-া	-া	-া	-া	I
	আঁ	ধা	র	ব	ন	ভ	মে	০	০	০	০	০	
	০			১			+			৩			
	না	না	না	ঋধা	ধনা	নর্সা	ধনা	-না	-া	-া	-া	-া	I
	দ	র	শ	চা০	হি০	ত০	ব০	০	০	০	০	০	
	০			১			+			৩ (গঋা -ধনা র্সর্ঋা)			
	ঋধা	ধনা	না	ধনা	ধঋা	ধা	ঋা	-গা	-া	-া	-া	-া }	I
	জো০	না০	কি	শ০	ভ০	ক্ষ	ণে	০	০	০	০	০	
	০			১			+			৩			
	র্সা	র্গা	র্গা	র্গা	র্ঋা	র্সর্ঋা	নর্সা	-র্সা	-া	-া	-া	-া	I
	আ	ন	ত	ত	রু	শা০	খে০	০	০	০	০	০	
	০			১			+			৩			
	না	নর্ঋা	না	ধনা	ধা	ঋধা	ঋা	-গা	-া	-া	-া	-া	I
	বি	বা০	গী	পা০	খী	ডা০	কে	০	০	০	০	০	
	০			১			+			৩			
	গঋা	ঋধা	ধা	ঋধা	ধনা	নর্সা	ধনা	-না	-া	-া	-া	-া	I
	তু০	ল০	সী	ত০	ল০	দে০	খি০	০	০	০	০	০	
	০			১			+			৩			
	গা	গঋধা	ঋা	গা	-ঋগা	ঋগা	ন্সা	-সা	-া	-া	-া	-া	II
	সাঁ	ঝে০০	র	দী	০প্	জ্বা০	লা০	০	০	০	০	০	

০			১			+			৩			
সা	-সা	সা	সা	ন্	ঋা	সা	-া	-া	-া	-া	-া	I
ত	ন্	দ্রা	য	দি	না	যে	০	০	০	০	০	

০			১			+			৩			
ন্ঋা	ঋগা	গা	ঋগা	-পমা	মা	মপা	-মপা	-মগা	গা	-া	-া	I
অ০	ল০	স	ভ০	জু০	ঘি	রি০	০০	০০	০	০	০	

০			১			+			৩			
গমা	মধা	ধা	মধা	ধনা	ধা	মা	-মগা	-গা	-া	-া	-া	I
অ০	ভ০	হ	বঁ০	ধু০	ম	ম	০০	০	০	০	০	

০			১			+			৩			
গা	মা	ধা	না	র্সা	র্সঋা	নর্সা	-র্সা	-া	-া	-া	-া	I
যে	ও	না	তু	মি	ফি০	রি০	০	০	০	০	০	

০			১			+			৩			
র্সা	র্গা	র্গা	র্গা	র্ঋা	র্সঋা	নর্সা	-র্সা	-া	-া	-া	-া	I
স্ব	প	ন	প	র	শ০	নে০	০	০	০	০	০	

০			১			+			৩			
না	না	-রা	না	ধা	না	ধমা	-পা	-া	-া	-া	-া	I
আ	গা	ও	গা	নে	গা	নে	০	০	০	০	০	

০			১			+			৩			
গা	-মা	ধা	মধা	ধনা	নর্সা	ধনা	-না	-া	-া	-া	-া	I
ক	ন্	ঠে	তু০	লে০	দি০	ও০	০	০	০	০	০	

০			১			+			৩			
গা	গমধা	মা	গা	গা	সঋা	ন্সা	-সা	-া	-া	-া	-া	II II
ব	হু০০	ল	হ	ল	যা০	লা০	০	০	০	০	০	

সঙ্গীত পারিজাতঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সগৌ রিমৌ সমুচ্চার্য মগৌ রিসৌ তথৈবচ।
ক্রতাভ্যাং লঘুকালেন তালং বদতি মারুতিঃ॥ ২৩১

'স গ রি ম ম গ রি স' এই ক্রমের আদি ও অন্তস্থিত ছুইটি 'স' স্বর দ্রুত, অল্প সময়ে বা লঘুকালে ইহা উচ্চারিত হয়। অন্যান্য ক্রমগুলিও (পূর্ব্বোক্ত ক্রম রেচিতের নিয়মে) রচনা করিতে হয়। হনুমান ইহাকেই তাল (মতান্তরে প্রস্তার) নামক অলঙ্কার বলিয়াছেন। যথা—সগরিম মগরিস। রিমগপ পমগরি। গপমধ ধপমগ। মধপনি নিধপম। পনিধস সনিধপ॥ ইতি তালঃ (প্রস্তারঃ)॥ ২৩১

সৌরী গৌমো গরীগশ্চ রিসাবিতি স্বরৈশ্চতৈঃ।
হনুমানস্ত তালেন প্রকাশাখ্যন্তমব্রবীৎ॥ ২৩২

'সস রিরি গগ মগ রিস' ইহাই প্রথম ক্রম; নিম্নলিখিত উদাহরণের নিয়মে পরবর্ত্তী ক্রমগুলি রচনা করিয়া উহা অন্তুতালে প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাই হনুমানের মতে প্রকাশ (বা প্রসাদ) নামক অলঙ্কার। যথা—সস রিরি গগ মগ রিগ রিস। রিরি গগ মম পম গম গরি। মম পপ ধধ নিধ পপ পম। পপ ধধ নিনি সনি ধনি ধপ। ইতি প্রকাশ বা প্রসাদ॥ ২৩২

যত্র চ নোচ্যতে কালঃ স্বরৈস্তত্রতু বোধ্যতে।
তাভ্যাং বিস্তীর্ণ নিকর্ষৌ বিন্দুরভ্যুচ্চয়ঃ পরঃ॥ ২৩৩
হসিতং প্রেঙ্খিতাক্ষিপ্তৌ সন্ধি প্রচ্ছাদন তথা।
উদ্গীতোদ্বাহিতৌ তদ্বৎ ত্রিবর্ণৌ বেণিরিত্যমী॥২৩৪

যেখানে কালের পরিমাণ বলা হয় নাই, সেখানে স্বর দ্বারাই কালের পরিমাণ বুঝান হইয়াছে। বিস্তীর্ণ, নিকর্ষ, বিন্দু, অভ্যুচ্চয়, হসিত, প্রেঙ্খিত, আক্ষিপ্ত, সন্ধি প্রচ্ছাদন, উদ্গীত, উদ্বাহিত, ত্রিবর্ণ ও বেণি এই বারশটি অলঙ্কারের লক্ষণ ক্রমে লিখিত হইতেছে॥ ২৩৩-৩৪

মূর্চ্ছনাদে স্বরাদ্ যত্র ক্রমেণারোহণং ভবেৎ।
দ্বিধা দ্বিধা স্বরৈর্দীর্ঘৈঃ সবিস্তীর্ণোঽভিধীয়তে॥ ২৩৫

মূর্চ্ছনার আদি স্বর প্রভৃতি দীর্ঘ স্বরনিচয় থাকিয়া থাকিয়া যথাক্রমে আরোহণ করিলে, বিস্তীর্ণ নামক অলঙ্কার হয়। সা রী গা মা পা ধা নী সা। ইতি বিস্তীর্ণঃ॥ ২৩৫

হ্রস্বৈঃ স্বরৈঃ স নিকর্ষো দ্বির্দ্বিরুক্তৈ র্নিরন্তরম্॥ ২৩৬

মূর্চ্ছনার আদি হইতে দ্বিগুণ হ্রস্বস্বর সমূহের ক্রমিক আরোহণ হইলে নিকর্ষ অলঙ্কার হয়; যথা—সস রিরি গগ মম পপ ধধ নিনি সস। ইতি নিকর্ষঃ॥ ২৩৬

ত্রিশ্চতুর্বা স্বরোচ্চারো গাত্রবর্ণ মিমং বিদুঃ।
নিকর্ষস্যৈব দ্বৌ ভেদৌ কেচিদেতৌ বভাষিরে॥ ২৩৭

পূর্ব্বোক্ত হ্রস্ব স্বরনিচয় ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ হইয়া তাহার ক্রমিক আরোহণ হইলে, গাত্রবর্ণ অলঙ্কার হয়। কেহ কেহ বলেন—এই ছুইটি পূর্ব্বোক্ত নিকর্ষ অলঙ্কারেরই ভেদমাত্র। যথা—ত্রিগুণ গাত্রবর্ণ—সসস রিরিরি গগগ মমম পপপ ধধধ নিনিনি। চতুর্গুণ গাত্রবর্ণ—সসসস রিরিরিরি গগগগ মমমম পপপপ ধধধধ নিনিনিনি॥ ইতি গাত্রবর্ণঃ॥ ২৩৭

আদ্যং দীর্ঘ ত্রয়ং প্রাহ দ্বিতীয়ং হ্রস্বমেবচ।
বিন্দু বিন্দু ত্রয়েণাপি হনুমান্ সার্দ্ধ বিন্দুনা॥ ২৩৮

প্রথম স্বরটি তিনবার দীর্ঘমাত্রায় উচ্চারণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় স্বরটি একবার হ্রস্বমাত্রায় উচ্চারণ করিবে, এইরূপে সাতটি স্বরেরই প্রয়োগকে হনুমান্ বিন্দু অলঙ্কার বলিয়াছেন। হনুমান আরও বলেন—অর্দ্ধবিন্দুর সহিত তিনটি বিন্দু দ্বারাও এই অলঙ্কার নিষ্পাদন করা যায়। যথা—সাসাসারি। রীরীরীগ। গাগাগাম। মামামাপ। পাপাপাধ ধাধাধানি। নীনীনীস। ইতি বিন্দুঃ॥ ২৩৮

একান্তর স্বরারোহ মাহুরত্যাচ্ছুরং বুধাঃ ॥ ২৩৯

একান্তরিত স্বরের সহিত পূর্ব্বস্বরের আরোহকে পণ্ডিতগণ অত্যাচ্ছুর অলঙ্কার বলেন; যথা—সগ। রিম। গপ। মধ। পনি। ধস। ইতি অত্যাচ্ছুরঃ। ২৩৯

দ্বৈকোত্তর বৃত্যাতি রাবৃত্তিভি র্যদীরিতাঃ।

আরোহন্তি স্বরাঃ প্রাহ হসিতং তং শিবপ্রিয়ঃ। ২৪০

যে অলঙ্কারে আরোহ-ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি আবৃত্তিতে স্বর এক একটি করিয়া বাড়িয়া যায়, তাহাকে শিবপ্রিয় (শার্ঙ্গদেব?) হসিত অলঙ্কার বলেন; যথা—স। সরি। সরিগ। সরিগম। সরিগমপ। সরিগমপধ। সরিগমপধনি। সরিগমপধনিস।

অথবা

স। রিরি। গগগ। মমমম। পপপপপ। ধধধধধধ। নিনিনিনিনিনিনি। সসসসসসসস। ইতি হসিতঃ। ২৪০

স্বরদ্বয়ং সমুচ্চার্য পূর্ব পূর্ব যুতং পরম্।

যদান্দোলিতমারোহে প্রেঙ্খিতস্ত ক্রমং জগুঃ। ২৪১

প্রথম দ্বিতীয়, দ্বিতীয় তৃতীয়, তৃতীয় চতুর্থ, চতুর্থ পঞ্চম, পঞ্চম ষষ্ঠ, ষষ্ঠ সপ্তম, এইরূপ ক্রমে স্বর সমূহের আন্দোলিত আরোহকে প্রেঙ্খিত অলঙ্কার বলে; যথা—সারী। রীগা। গামা। মাপা। পাধা। ধানী। নীসা॥ ইতি প্রেঙ্খিতঃ। ২৪১

একান্তর স্বরদ্বন্দ্বং ত্যক্ত পূর্ব যুতং পরম্।

ক্রমাদারোহণমং যত্র তদাক্ষিপ্তং প্রচক্ষতে। ২৪২

'সসগগ' এইরূপে প্রথম ও একান্তরিত এই দুইটি স্বর আরোহক্রমে দুইবার উচ্চারিত হইলে তাহাকে আক্ষিপ্ত অলঙ্কার বলে। যথা—সসগগ। রিরিমম। গগপপ। মমধধ। পপনিনি। ধধসস। ইতি আক্ষিপ্তঃ। ২৪২

দ্রুতবাদ্যদ্বয়ং কৃত্বা দীর্ঘং কৃত্বা তৃতীয়কম্।

হনূমানাহ সর্বজ্ঞঃ সন্ধিপ্রচ্ছাদনং পরম্। ২৪৩

প্রথম স্বরটি দ্রুতভাবে দুইবার উচ্চারণ করিয়া তৃতীয় স্বরটি দীর্ঘভাবে একবার উচ্চারণ করাকে সন্ধিপ্রচ্ছাদন অলঙ্কার বলে। যথা—সরিগা। রিগমা। গমপা। মপধা। পধনী। ধনিসা। ইতি সন্ধিপ্রচ্ছাদনঃ। ২৪৩

আদ্যং দ্বিবার মুচ্চার্য স্বরং দ্বিতীয়মেকদা।

তথা দীর্ঘং তৃতীয়ঞ্চ তদোদ্গীতঃ প্রকীর্তিতঃ। ২৪৪

আদিম স্বরটি দুইবার, দ্বিতীয় স্বর একবার, তৃতীয় স্বরটি দীর্ঘভাবে একবার উচ্চারিত হইলে তাহাকে উদ্গীত অলঙ্কার বলে; যথা—সসরিগা। রিরিগমা। গগমপা। মমপধা। পপধনী। ধধনিসা। ইতি উদ্গীতঃ। ২৪৪

আদ্যস্বরং চতুর্বারং দ্বিবারঞ্চ দ্বিতীয়কম্।

সকৃদ্ধক্তং তৃতীয়ঞ্চ তথা সকৃচ্চতুর্থকম্।

উদ্বাহিতমলঙ্কারো হনূমত্যা প্রকীর্তিতঃ। ২৪৫

আদি স্বর চারিবার, দ্বিতীয় স্বর দুইবার, তৃতীয় ও চতুর্থ স্বর একবার করিয়া উচ্চারিত হইলে তাহাকেই উদ্বাহিত অলঙ্কার বলে। যথা—সসসস রিরিগম। রিরিরিরি গগমপ। গগগগ মমপধ। মমমম পপধনি। পপপপ ধধনিস। ইতি উদ্বাহিতঃ। ২৪৫

তৃতীয়স্ত ত্রিরাবৃত্তৌ ত্রিবর্ণং বর্ণয়ন্ত্যমুম্।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্বরের এক আবৃত্তি ও তৃতীয় স্বরের তিনবার আবৃত্তি হইলে তাহাকে ত্রিবর্ণ অলঙ্কার বলে। যথা—সরিগগগ। রিগমমম। গমপপপ। মপধধধ। পধনিনিনি। ধনিসসস। ইতি ত্রিবর্ণঃ।

ত্রয়াণাস্ত ত্রিরাবৃত্তৌ পৃথগ্‌বেণিকদীরিতঃ। ২৪৬

তিনটি স্বরেরই তিনবার আবৃত্তি হইলে তাহাকে পৃথগ্‌বেণি অলঙ্কার বলে; যথা—সসস রিরিরি গগগ। রিরিরি গগগ মমম। গগগ মমম পপপ। মমম পপপ ধধধ। পপপ ধধধ নিনিনি। ধধধ নিনিনি সসস। ইতি পৃথগ্‌-বেণিঃ। ২৪৬।

ইতি আরোহলঙ্কারাঃ।

অবরোহ ক্রমাদেতে দ্বাদশাপ্যবরোহিণঃ।

গৌরবাদবরোহস্ত লেখনং ন কৃতং ময়া। ২৪৭

এই দ্বাদশটি অলঙ্কার অবরোহ ক্রমে নিষ্পাদিত হইলে তাহাকে পূর্ব্বোক্ত নামযুক্ত অবরোহী অলঙ্কার

বলে। গ্রন্থের কলেবর ভয়ে অবরোহী অলঙ্কার লিখিত হইল না। ২৪৭।

ইতি অবরোহালঙ্কারাঃ।

মন্দ্রাদির্মন্দ্রমধ্যশ্চ মন্দ্রান্তঃ স্যাত্ততঃ পরম্।
প্রস্তারশ্চ প্রসাদোঽথ ব্যাবৃত্তশ্চলিতস্তথা। ২৪৮
পরিবর্তাখ্য আক্ষেপো বিন্দু-সংজ্ঞস্ততঃ পরম্।
অথোদ্বাহিত ঊর্ম্মিস্তাৎ সমঃ প্রেঙ্খস্ততঃ পরম্। ২৪৯
ততো নিষ্কূজিতঃ শ্যেনঃ ক্রম উদ্ঘাটিতঃ পরম্।
রঞ্জিতঃ সন্নিবৃত্তশ্চ প্রবৃত্তো বেণু-সংজ্ঞকঃ। ২৫০
ললিতস্বর-হুঙ্কারৌ হ্লাদমানাবলোকিতৌ।
সঞ্চারিণোঽপ্যলঙ্কারাঃ পঞ্চবিংশতিরীরিতাঃ। ২৫১

সঞ্চারী অলঙ্কার পঁচিশ প্রকার; যথা—১। মন্দ্রাদি। ২। মন্দ্রমধ্য, ৩। মন্দ্রান্ত, ৪। প্রস্তার, ৫। প্রসাদ, ৬। ব্যাবৃত্ত, ৭। চলিত, ৮। পরিবর্ত্ত, ৯। আক্ষেপ, ১০। বিন্দু, ১১। উদ্বাহিত, ১২। ঊর্ম্মি, ১৩। সম, ১৪। প্রেঙ্খ, ১৫। নিষ্কূজিত, ১৬। শ্যেন, ১৭। ক্রম, ১৮। উদ্ঘাটিত, ১৯। রঞ্জিত, ২০। সন্নিবৃত্ত, ২১। প্রবৃত্ত, ২২। বেণু, ২৩। ললিত-স্বর, ২৪। হুঙ্কার, ২৫। হ্লাদমান, ২৬। অবলোকিত। ২৫১

সঞ্চারিতাশ্চ সর্বত্র সঞ্চারিণো যতস্ততঃ।
মন্দ্রোবিন্দুশিরা জ্ঞেয়স্তারো মস্তক-রেখকঃ। ২৫২

উল্লিখিত অলঙ্কার সমূহের স্বরগুলি মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থানে সঞ্চরণশীল, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে সঞ্চারী অলঙ্কার বলে। এখানেও মন্দ্রস্বরের মস্তকে বিন্দু ও তার স্বরের মস্তকে রেখা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২৫২

সরীগমৌ মগৌ যত্র রিগৌ সরী গরী সরী।
গমৌ তুকস্বরেণৈব সমন্দ্রাদি ভবাতবেৎ।
হ্রস্বত্ব-বিশিষ্টোঽয় যারম্ভে মন্দ্রপূর্বকঃ। ২৫৩

সরিগম মগরিস সরিগরি সরিগারা। রিগমপ পমগরি রিগমধ রিগমাপা। গমপধ ধপমপ গমপম গমপাধা। মপধনি নিধপম মপধপ মপধানী। পধনিস সনিধপ পধনিধ পধানীসা। ইতি মন্দ্রাদিঃ।

'সরিগম মগরিস সরিগরি সরিগারা'—যে অলঙ্কারের প্রথম ক্রম এইরূপ, অন্ত্য দুইটি স্বর গুরুবর্ণ যুক্ত, অবশিষ্ট চারিটি ক্রমে সরি ইত্যাদি স্বরসমূহের স্থানে পরবর্ত্তী স্বর সমূহের ব্যবহার হয়, যাহার আরম্ভে মন্দ্রস্বর, তিন স্থানেই যাহা সঞ্চরণশীল, তাহাকেই মন্দ্রাদি অলঙ্কার বলে। ২৫৩

এবং জ্ঞেয়োঽবরোহস্ত গীত-শাস্ত্র-বিচক্ষণৈঃ। ২৫৪

গীত-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ ইহার অবরোহও এইরূপেই হয় জানিবেন। ২৫৪

সগৌ রিগৌ মগৌ যত্র রিগৌ রিগৌ রিগৌ সরী।
গমৌ জ-গণ যুক্তোঽসৌ মন্দ্র-মধ্যঃ সুশোভিতঃ। ২৫৫

'স গ রি গ ম গ রি গ রি গ রি স স রি গ ম' এই স্বরগুলির জ-গণ-(তিনটি স্বরের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী স্বরটি গুরু, দুইদিকে দুইটি লঘুস্বর) যুক্ত সুশোভিত প্রয়োগকে মন্দ্রমধ্য অলঙ্কার বলে। এই অলঙ্কারেও দ্বিতীয়াদি ক্রমে পরবর্ত্তী স্বরসমূহ ব্যবহৃত হয়; যথা—সগারিগ মাগরিগা রিগরীস সরীগম। রিমাগম পামগমা গমগারি রিগামপ। গপামপ ধাপমপা মপমাগ গমাপধ। মধাপধ নীধপধা পধপাম মমপাধনি। পনীধনি সানিধনী ধনিধাপ পধানিস। ইতি মন্দ্রমধ্যঃ। ২৫৫

মন্দ্রান্তশ্চ সবিজ্ঞেয়ো ন-গণেন সুশোভিতঃ।
সস্বরং রিস্বরং গৌচ যস্মিন্ মগৌ রিগৌ রিগৌ।
মন্দ্রস্থানক যস্যান্তে মন্দ্রান্তং তং প্রচক্ষতে। ২৫৬

যে অলঙ্কারটি ন-গণের সমাবেশে সুশোভিত, যাহার অন্তে স্বর-সমূহ মন্দ্রভাবে উচ্চারিত হয়, তাহাকেই মন্দ্রান্ত অলঙ্কার বলে। 'স স রি রি গ গ ম গ রি গ রি স' এই স্বরগুলি প্রথম ক্রমে ব্যবহার করিয়া দ্বিতীয়াদি ক্রমে 'সস' স্থানে 'রিরি' ইত্যাদি এই ভাবে স্বর পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; যথা—সস রিরি গগ মগ রিগ রিস। রিরি গগ মম পম গম গরি। গগ মম পপ ধপ মপ মগ। মম পপ ধধ নিধ পধ পম। পপ ধধ নিনি সনি ধনি ধপ। ইতি মন্দ্রান্তঃ। ২৫৬

তদন্ত্যতমং স্বর-যুগ্মং ত্যক্তাদাবন্ত্যতে পুনঃ।
যুগ্মং তদন্তু সমাখ্যাতে তদা প্রস্তার উচ্যতে। ২৫৭

প্রথম স্বরটি উচ্চারণ করিয়া মধ্যবর্তী দুইটি স্বর বর্জন পূর্বক চতুর্থ স্বরটি উচ্চারণ করিলে যে স্বর-যুগল হয়, এইরূপে ত্যক্ত দ্বিতীয় স্বরটি উচ্চারণ করিয়া পূর্ববৎ মধ্যবর্তী দুইটি স্বর বর্জন পূর্বক চতুর্থ স্বর উচ্চারণে যে দ্বিতীয় যুগল প্রস্তুত হয়, এইরূপ পাঁচটা স্বর-যুগলের উচ্চারণকে প্রস্তার অলঙ্কার বলে; যথা—সম। রিপ। গধ। মনি। ধস। ইতি প্রস্তারঃ। ২৫৭

আদ্য স্বরং ত্রিরাবৃত্য। তৃতীয়ক-দ্বিতীয়কম্।
উক্তা তত্র প্রসাদং তমলঙ্কারং জগুর্বুধাঃ। ২৫৮

আদির দুইটি স্বর তিনবার আবৃত্তি করিয়া তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্বর উচ্চারণ করিবে, এইরূপে ষষ্ঠবারে 'সনি' পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিবে। ইহাকেই প্রসাদ অলঙ্কার বলে; যথা—সরি সরি সরি গরি। রিগ রিগ রিগ মগ। গম গম গম পম। মপ মপ মপ ধপ। পধ পধ পধ নিধ। ধনি ধনি ধনি সনি। ইতি প্রসাদঃ। ২৫৮

সগৌ রিমৌ সরী গোমো বগিরিতি ক্রমাদ্ভবেৎ।
ব্যাবৃত্তং তং বিজানীয়াদ্ গীতশাস্ত্র-বিশারদঃ। ২৫৯

'সগরিমসরিগম' এই আটটি স্বর দ্বারা প্রথম ক্রম রচনা করিয়া উচ্চারণ করিবার পর দ্বিতীয়াদি ক্রম ঐ স্বরগুলির পর পর স্বরদ্বারা রচনা করিয়া উচ্চারণ করিবে; ইহাকেই গীতশাস্ত্র-বিশারদগণ ব্যাবৃত্ত অলঙ্কার বলিয়া জানিবেন; যথা—সগরিম সরিগম। রিমগপ রিগমপ। গপমধ গমপধ। মধপনি মপধনি। পনিধস পধনিস। ইতি ব্যাবৃত্তঃ। ২৫৯

সগৌ রিগৌ মরীগঃ সঃ সরী গোম ইতি ক্রমঃ।
যত্র তথেব তদা জেয়োঽলঙ্কারশ্চলিতো বুধৈঃ। ২৬০

'সগরিগ মরিগস সরিগম' এই বারটি স্বরে যাহার প্রথম ক্রম রচিত হয় এবং দ্বিতীয়াদি ক্রমগুলি পর পর স্বর দ্বারা রচিত হয়, তাহাকেই পণ্ডিতগণ চলিত অলঙ্কার বলিয়া জানিবেন; যথা—সগরিগ মরিগস সরিগম। রিমগম পগমরি রিগমপ। গপমধ ধমপগ গমপধ। মধপনি নিপধম মপধনি। পনিধস সধনিপ পধনিস। ইতি চলিতঃ। ২৬০

আদ্যং তৃতীয়মুচ্চার্য তুর্যং দ্বিতীয়মেব চ।
পরিবর্ত্তস্তদাজ্ঞেয়ো যতি তালেন শোভিতঃ। ২৬১

যে অলঙ্কারের প্রথম ক্রম প্রথম তৃতীয় চতুর্থ ও দ্বিতীয় স্বরদ্বারা রচিত, দ্বিতীয়াদি অপর পাঁচটি ক্রম পর পর স্বরদ্বারা রচিত হয়, তাহাকেই পরিবর্ত্ত অলঙ্কার বলে। ইহা যতি তালের সহিত যুক্ত হইলে শোভন হয়; যথা—সগমরি। রিমপগ। গপধম। ইতি পরিবর্ত্তঃ। ২৬১

ক্রমাৎ স্বর-ত্রয়ং যত্র তত্রাক্ষেপকং বুধাঃ। ২৬২

যে অলঙ্কারে ক্রমিক তিনটি স্বরের উচ্চারণ হয়, তাহাকে আক্ষেপ অলঙ্কার বলে; যথা—সরিগ। রিগম। গমপ। মপধ। পধনি। ধনিস। ইত্যাক্ষেপঃ। ২৬২

আদ্যো দীর্ঘস্ত্রিরাবৃত্তঃ স্বরো হ্রস্ব স্তদুত্তরঃ।
পুনরাদ্যস্ত দীর্ঘোঽপি তথাদীর্ঘ তৃতীয়কঃ।
বিন্দু সংজ্ঞেঽলঙ্কারে প্রোক্তা গীতবিচক্ষণৈঃ। ২৬৩

বিন্দু নামক অলঙ্কারের প্রথম ক্রমে প্রথম স্বরটি দীর্ঘমাত্রায় তিনবার আবৃত্তি করিয়া তৎপর দ্বিতীয় স্বরটি হ্রস্বমাত্রায় উচ্চারণ পূর্ব্বক পুনরায় প্রথম স্বর ও তৃতীয় স্বর দীর্ঘমাত্রায় উচ্চারণ করিবে; যথা—সাসাসা রিসাগা। রীরীরী গরীমা। গাগাগা মগাপা। মামামা পমাধা। পাপাপা ধপানী। ধাধাধা নিধাসা। ইতি বিন্দুঃ। ২৬৩

স রি গ রীত্যলঙ্কার উদ্বাহিতে মতা ইমে। ২৬৪

যে অলঙ্কারের 'স রি গ রি' ইত্যাদিরূপে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্বরের যোগে এক একটি ক্রম রচিত হয়, তাহাকে উদ্বাহিত অলঙ্কার বলে; যথা—সরিগরি। রিগমগ। গমপম। মপধপ। পধনিধ। ধনিসনি। ইত্যুদ্বাহিতঃ। ২৬৪

আদ্যাত্ র্ধ্যস্থিরাবৃত্তঃ পুনরাদ্যশ্চতুর্থকঃ।
ইত্যেতে হ্যরলঙ্কারে উর্দ্মি-সংজ্ঞে সুখপ্রদে। ২৬৫

উর্দ্মি নামক সুখপ্রদ অলঙ্কারটিতে প্রথম স্বর উচ্চারণ করিয়া চতুর্থ স্বরটি তিনবার উচ্চারণ করিবে, তৎপরে পুনরায় প্রথম স্বর ও চতুর্থ স্বরের একবার করিয়া উচ্চারণ করিবে; যথা—সমমম সম। রিপপপ রিপ। গধধধ গধ। মনিনিনি মনি। পসসস পস। ইত্যুর্দ্মিঃ। ২৬৫

সরিগাণাং তথা মস্যারোহণঞ্চাবরোহণম্।
পুনরারোহণং যত্র সমং বদতি তং সুধীঃ। ২৬৬

প্রথমতঃ সরিগম এই চারিটি স্বরের আরোহণ করিবার পরে এই স্বরগুলির অবরোহণ ও তৎপর পুনরায় এই স্বরগুলির আরোহণ যে অলঙ্কারে হয়, তাহাকেই সুধীগণ সম অলঙ্কার বলেন; যথা—সরিগম মগরিস সরিগম। রিগমপ পমগরি রিগমপ। গমপধ ধপমগ গমপধ। পধনিস সনিধপ পধনিস। ইতি সমঃ। ২৬৬

বির্ব্যত্যয়ে স্বরদ্বন্দ্বে ত্যক্তাদ্যারন্ত ঊর্দ্ধঃ।
ক্রমাদেকৈক হানাচ্চ প্রেঙ্খ উক্তো মনীষিভিঃ। ২৬৭

প্রথম স্বর ও (তৎপর দুইটি স্বর বর্জ্জন পূর্ব্বক) চতুর্থ স্বর এই দুইটি স্বর ক্রমে দুইবার করিয়া (সস মম এইরূপে) উচ্চারণ করিবে, ইহাই প্রথম ক্রম। এই নিয়মে অন্যান্য ক্রমগুলি রচনা করিবে, ইহাকেই মনীষিগণ প্রেঙ্খ অলঙ্কার বলেন; যথা—সসমম। রিরিপপ। গগধধ। মমনিনি। পপসস। ইতি প্রেঙ্খঃ। ২৬৭

ক্রমশঃ

মৃদঙ্গ-বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

ঝাঁপতাল

৪২৩।
\+   ১   ০
কৎ তেটে তেটে ঘে ঘে দেতা কেটে

২   +   ১
তাগ স্রাস ধাগেস্রা কৎ ঘেঘেদী ধাগেনে

০   ২   +
ধাগেনে ক্রাণ তাগ স্রেঘেরে ক্রাণ তেরে

১
কেটে কেটে তাগ তেরে কেটে তাগ

০
তেরে কেটে তাগ ঘেরে কেটে তা স্রাণ

২   +   ১
তা স্রাণ স্রাণ ধাঃ তাগ স্রাণ তাগ স্রাণ

০   ২   +
স্রাণ ধা তাগ স্রাণ তাগ স্রাণ স্রাণ ধা

৪২৪।
\+   ১   ০
ঘেৎ ঘেৎ ঘেটে গেস্রা ঘে ঘে তেটে

২   +   ১
কেটে তাগে তেটে কতাগ ধা ঘেনে নানা

০   ২   +
কৎ ঘেঘে ঘেৎ তেটে কতা কতা ধাধাগ

১
ধাগে দেতা কেটে তাগ তেরেকেটে

২ +
কৎতেরে কেটে তাগ্ তাগ ঝাণ দেৎ ধাঃ

১ ০
কৎতেরে কেটেতাগ্ ঝাণ দেৎ ধা কৎ

২ +
তেরে কেটেতাগ্ তাগ ঝাণ দেৎ ধা

\+ ১ ০ ২
৪২৫। ঝাণ তেটে ধাগে তেটে ঝাণ ধাত্তি ধেত্তা

\+ ১
ধেধেত্তেটে কত্তা কৎ ত্রেগে তেটে ক্রাণ

০ ২ + ১
তাধেত্তা ঘেনে তাগেতেটে ধাত্রেকেটে ধাগেনে

০ ২
ধাগে থুন ধেটেত্তা থুন্না কেটেতাগ দেৎ

\+ ১
ত্রেকেটে দেৎ তেরেকেটে কত্রেকোট তাগ

০ ২ +
কত্তা ধাগেন্না তেরেকেটে তাগ ধা

\+ ১ ০
৪২৬। ধেরেকেটে কৎ তাধেত্তা কত্তা কত্তাঘেনে

২ + ১
ধাগেনে নাগেনে ঝাণ দেৎ ধা দেৎ

০ ২
তেরেকেটে দেত্তা কেটেতাগ তেরেকেটে

\+ ১ ০
দেএৎ তেটে ধা তেটে কত্তা গদিঘেনে ঘেন

২ + ১
তেরেকেটে তাগ দেৎ ত্রেঘেনে ধেরেকেটে

০ ২
কেটে তাগ তেরেকেটে ধা দেএৎ দেৎতা

\+
ঘেনে ধা

\+ ১ ০ ২
৪২৭। দিঘেনে ধাত্থান কৎ দেৎ দেৎ ক্রেগে তেটে

\+ ১
কত্তা ধা কেটেত্তা ধেৎ ধেৎ ধেরেকেটে

০ ২ + ১
ঘেঘে নাক ক্রেধেৎ থুন্না ক্রান থুন ধাগেদ্দি

০ ২
ঘেনে দেৎ ত্রেকেটে দেৎ ধা কৎ কৎ

\+ ২ ০
ধাগেনে ক্রাত্থান ধাগেনে কত্তা ধেরেকেটে

২ +
কৎ ধাগেনে ধাত্তি ধা

\+ ১ ০ ২
৪২৮। ধেকেটে ক্রাত্থান ঘেঘেদি ধাগেনে তাত্থান

\+ ১ ০
দেৎ দেৎ ত্রেঘেনে ঘেনে ক্রান ত্রেকেটে

২ + ১
দেত্তা কত্তা ঘেনে দেৎ তা তাত্থা দিঘেনে

০ ২ + ১
দেৎ দিঘেনে দেৎ ঘেত্তেত্তা ঘেনে ধাগে

০ ২ +
দেত্তা ঝাণ দিই ধাত্থান দেৎ ধা

ক্রমশঃ

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

ভৈরবী—ত্রিতাল (মধ্যগতি)

রচনা—ওস্তাদ শ্রীঅন্নদাচরণ অধিকারী স্বরলিপি—তদীয় ছাত্র কুমার শরদিন্দুনাথ রায়চৌধুরী

আস্থায়ী

			০					১					+					৩		
দদা	দপা	II	জ্ঞা	মা	পা	জ্ঞা	|	মা	পা	জ্ঞা	মা	|	জ্ঞা	মা	জ্ঞা	ঋা	|	সা	-া	|
ডিরি	ডিরি		ডা	রা	ডা	ডা	|	রা	ডা	ডা	রা	|	ডা	দ্রি	ডা	রা	|	ডা	০	|
			০					১					+					৩		
সা	ঋা	I	সা	ণ্া	দ্া	প্া	|	-া	ম্া	দ্া	ণ্ণা	|	জ্ঞজ্ঞা	ঋঋা	সা	ণ্া	|	সা	-া	|
ডা	দ্রি		ডা	রা	ডা	রা	|	০	ডা	ডা	ডিরি	|	ডিরি	ডিরি	ডা	রা	|	ডা	০	|

অন্তরা

			০					১					+					৩		
জ্ঞা	মা	I	দা	ণা	র্সা	র্ঋা	|	র্জ্ঞা	র্ঋা	র্সা	ণা	|	র্সা	-র্ঋা	র্সর্ঋর্জ্ঞা	র্ঋা	|	র্সা	-া	|
ডা	রা		ডা	রা	ডা	রা	|	ডা	দ্রি	ডা	রা	|	ডা	০	ডা০০	রা	|	ডা	০	|
			০					১					+					৩		
র্ঋা	সা	I	র্ঋা	র্সা	ণা	র্সা	|	ণা	দা	পা	মা	|	জ্ঞা	মা	পা	মা	|	জ্ঞা	ঋসা	|
ডা	দ্রি		ডা	ডা	রা	দ্রি	|	ডা	রা	ডা	রা	|	ডা	দ্রি	ডা	রা	|	ডা	রা০	|

তান

৩ ০ ১ +
১। ণ্ র্সা জ্ঞা মা | দা ণা র্সা র্ঋা | র্সা ণা দা পা | মা I
দা রা দা রা দা রা দা রা দা রা দা রা দা

৩ ০ ১ +
২। পা দা মা পা | জ্ঞা মা দা ণা | র্সা ণা দা পা | মা I
দা রা দা রা দা রা দা রা দা রা দা রা দা

তোড়া ও ঝঙ্কার

+ ৩ ০
৩। জ্ঞজ্ঞা মমা দদা ণণা | র্সর্সা র্জ্ঞর্জ্ঞা র্ঋর্ঋা র্সর্সা | ণণা দদা পপা মমা |
দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি

১ +
জ্ঞজ্ঞা ঋঋা ণ্ণ্া সসা | মা I
দিরি দিরি দিরি দিরি দা

+ ৩ ০
৪। মমা জ্ঞজ্ঞা ঋঋা সসা | ণ্ণ্া সসা জ্ঞজ্ঞা মমা | জ্ঞজ্ঞা মমা পপা দদা |
দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি

১ + ৩
ণণা র্সর্সা র্ঋর্ঋা র্সর্সা I ণণা র্সর্সা র্ঋর্ঋা র্ঋর্ঋা | র্সর্সা ণণা দদা পপা |
দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি

০ ১ +
মমা পপা দদা পপা | মমা জ্ঞজ্ঞা ঋঋা সসা I মা
দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দিরি দা

     +   ৩   ০   ১

*৫। র্সা ∘ ∘ ∘ | ণা ∘ ∘ ∘ | দা ∘ ∘ ∘ | পা ∘ ∘ ∘ I

ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

\+ ৩ ০ ১

পা ∘ ∘ ∘ | দা ∘ ∘ ∘ | পা ∘ ∘ ∘ | মা ∘ ∘ ∘ I

ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

\+ ৩ ০ ১

দা ∘ ∘ ∘ | পা ∘ ∘ ∘ | মা ∘ ∘ ∘ | জ্ঞা ∘ ∘ ∘ I

ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

\+ ৩ ০ ১ +

মা ∘ ∘ ∘ | জ্ঞা ∘ ∘ ∘ | ঋা ∘ ∘ ∘ | সা ∘ ∘ ∘ I মা

ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা

তেহাইযুক্ত ✦

\+ ৩

৬। স́ঃ ∘ ঋ́ঃ ∘ স́ঃ ∘ ∘ ∘ | জ্ঞ́ঃ ∘ ঋ́ঃ ∘ স́ঃ ∘ ∘ ∘ |

ডা রা ডা রা ডা রা রা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা রা

০ ১

পঃ ∘ দঃ ∘ স́ঃ ∘ ∘ ∘ | পঃ ∘ দঃ ∘ পঃ ∘ ∘ ∘ I

ডা রা ডা রা ডা রা রা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা রা

---

* প্রত্যেকটি বিন্দু (∘) একমাত্রা হিসাবে বরাবর তারে বাদিত হইবে।

✦ এই স্থানের বিন্দুগুলি প্রত্যেকটি অর্দ্ধমাত্রা হিসাবে বাদিত হইবে।

+ ৩
জ্ঞঃ ০ মঃ ০ পঃ ০ ০ ০ | জ্ঞমঃ ঋজ্ঞঃ সঃ ০ ০ ০ |
দা রা দা রা দা রা রা রা দা০ দা০ দা রা রা রা

০ ১
দ্ঃ ০ ণ্ঃ ০ সঃ ০ ০ ০ | জ্ঞঃ ০ ঋঃ ০ সঃ ০ ০ ০ I
দা রা দা রা দা রা রা রা দা রা দা রা দা রা রা রা

+ ৩
দ্ঃ ০ ণ্ঃ ০ সঃ ০ ০ ০ | জ্ঞঃ ০ ঋঃ ০ সঃ ০ ০ ০ |
দা রা দা রা দা রা রা রা দা রা দা রা দা রা রা রা

০ ১ +
ণ্ণ্া সসা জ্ঞজ্ঞা মমঃ পঃ | জ্ঞজ্ঞমমপা জ্ঞজ্ঞমমপা ঋঋা জ্ঞজ্ঞা II মা
দিরি দিরি দিরি দিরি দা দিরিদিরি দা দিরিদিরি দা দিরি দিরি দা

চিহ্ন ⌒ একঘাটে 'দা' মারিয়া অপর অঙ্গুলি দ্বারা উল্লিখিত ঘাট চাপিয়া ধরিতে হইবে, যথা :—সা ⌒ -ঋা ।
দা ০

গান

শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায়

ভুলিতে পারি না যারে
পেয়েছিনু কাছে কাছে,
নিদ্রাহারা নীল নভে
চাহিয়া জাগিয়া আছে।
তার মধু পরশন
ভুলেছিল সমীরণ,
ফুলবীথি তলে অলি
আর কি খুঁজিয়া যাচে!

স্মৃতির বাঁধন টুটে
শতধারা আঁখি বহে,
মিলনের মূক বাণী
ফুটিতে জাগিয়া রহে;
আঘাতে ওঠেনি বাজি'
সে বীণা মুখর আজি;
আলোর পরশ বিনা
কভু শতদল বাঁচে।

স্বরলিপি

আমার বকুল বনে
কে দিল রে দোল্
ও তার অঙ্গে অঙ্গে ফুল সুরভির
স্বপন হিল্লোল।

মানস-তপোবনে
প্রভাত সমীরণে,
গন্ধে গানে ছন্দে তানে
প্রাণের আগল খোল্।

বনে বনে জাগে যখন মঞ্জরী
ভোরের স্বপনে,
নন্দনে তার বীণা ওঠে গুঞ্জরি'
গভীর গোপনে।

কখন পথ ভুলে
প্রাণের কূলে কূলে,
ভিড়াল তার গানের তরী
কোন্ সে হিন্দোল।

কথা ও সুর—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার

স্বরলিপি—শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার বি-এ

পা পা -দা II {মা পা -দা | পা মগা -া I -া -া -া | পা পা -মা I
আ মা র্ ব কু ল্ | ব নে০ ০ ০ ০ ০ | আ মা র্

মা পা -া | পা পা -দা I পা -া দা | না -া দা I
ব কু ল্ | ব নে ০ কে ০ দি | ল ০ রে

পা -া -া | (পা পা -দা)} | পা পা -া I দা -া না | র্সা -া র্সা I
দো ল্ ০ | আ মা র্ | ও তা র্ অ ঙ্ গে | অ ঙ্ গে

না -র্সা না | দা পা -মা I পা পা -মা | মা দা -মা I
ফু ল্ সু | র ভি র্ স্ব প ০ | ন হি ল্

মপা -া -া | পা পা -দা II
লো ল্ ০ | আ মা র্

দ্বিতীয়বোল

১ ০ ০
জা জা (আ) জা   জাজা খেনা   জাজা (আ) জা

০ ২ ০
জাজা খেনা   জাজা (আ) জা   জাজা খেনা

০ ০ ৩
খেনা জাবি   নাও গুর্ গুর্   জাজা (আ) জা

০ ৪ ০
জাজা খেনা   জাজা (আ) জা   জাজা খেনা

০ ০
খেনা জাবি   নাও গুর্ গুর্।

ঘাঁত

১ ০ ০ ০
১। ধেই খেটা   ধেই নাও   দাধে (ই) না   খেটা তেই

২ ০ ০ ০
তেই খেটা   তেই নাও   তাধে (ই) না   খেটা তেই

৩ ০ ৪ ০
ঘেনের্ ঘেনা   তা তা   ঘেনের্ ঘেনা   তা তা

০ ০
ঘেনের্ ঘেনা   গিদি নাও।

১ ০ ০ ০
২। ধা   ধা (আ) গুর্ গুর্   তিনি তাধি   তা

২ ০ ০ ০
তা   ধা (আ) গুর্ গুর্   তিনি তাধি   তা

৩ ০ ৪ ০
তেৎ ধিন্   তেৎ ধিন্   তিনি তাধি   তেই গুর্ গুর্

০ ০
তেৎ ধিন্   তিনি তাধি।

১ ০ ০
৩। তা খেটা ধে   (ই) টি তাধি   তেরে খেটা

০ ২ ০ ০
তেরে খেটা   তা খেটা ধে   (ই) টি তাধি   তেরে খেটা

০ ৩ ০ ৪
তেরে খেটা   ধেই টি ধে   (ই) টি তাধি   তেরে খেটা

০ ০ ০ ১
তেরে খেটা   খেটা তাধে   টাতা খেটা   ঘে ঘে

০ ০ ০ ২
ঘে ঘে   তেটে তেটে   তেটে তেটে   খি খি

০ ০ ০ ৩
খি খি   তেটে তেটে   তেটে তেটে   খেটা দাধি

০ ৪ ০ ০
নাতা খেটা   তিং তাধ্   তেরে খেটা   ধেইটা ধে

০
(ই) টি ধেই।

১
I • ০ ০ ০
৪। ধো(ও) ধেটা ধেই নাও তেটে তেটে ধেই নাও

২ ৩
I ০ ০ ০ I
তাকতা তাকতা ধেইনা (আ)গুর্ গুর্ জাগনা

৪ ১
০ I ০ ০ ০ I
ধিনাও তাকতা ধিনাও ধেইতে টেতেটে ঝা

২
০ ০ ০ I
গুর্ গুর্ জাধিনা জাধিনা খোটাক তা হুর্

৩
০ ০ ০ I ০
হুর্ তাধিনা তিনিতা খেটাক জাধিনা খেটাক

৩
I ০ ০ ০
জাধিনা খেটাক জাধিনা জাধিনা।

[ইহা কু-আড়ির ছন্দ; প্রথম চারি মাত্রার প্রত্যেকটিতে চারিটি করিয়া বাণী। তাহার পর সবগুলি মাত্রাতেই তিনটি করিয়া বাণী।]

১
I ০ ০ ০
৫। ধেটে তেটে তেটে তেটে খেটাদাধি নাতাখেটা

২
I ০ ০ ০
তেটেতেটে তেটেতেটে খেটা দাধি নাতা খেটা

৩ ৪
I ০ I ০
খেটা দাধি নাতাখেটা খেটা দাধি নাও গুর্

১
০ ০ I ০ ০
গুর্ ধাক্কা (আন্) ধা কেটে তাক গদিঘেনে ধা

২
০ I ০ ০
ধি (ই) গুর্ গুর্ ধাক্কা (আন্) ধা কেটেতাক

৩ ৪
০ I ০ I ০
গদিঘেনে ধা ধি(ই) গুর্ গুর্ ধাক্কা (আন্) ধা

০ ০
কেটেতাক গদিঘেনে।

১
I ০ ০ ০
৬। ঝা গুর্ গুর্ ঝা গুর্ গুর্ ঝা গুর্ গুর্ ঝাথিটি

২
I ০ ০ ০
তাহুর্ হুর্ তাহুর্ হুর্ তাহুর্ হুর্ তাথিটি

৩ ৪
I ০ I ০ ০
খেটা খে (ই) খেটা ধেই খে টাধেই তাকাতে

১
০ I ০ ০ ০
(ই) তাকা তেইতা কাতেই তা গুর্গুর্ জাধিনি

২
I ০ ০ ০
ঝা (আ) তা কাতেই তা গুর্ গুর্ জাধিনি

৩ ৪
০ I ০
ঝা (আ) তা কাতেই তা গুর্ গুর্ জাধিনি

১
০ ০ I ০ ০ ০
ঝা (আ) তাকাতা কাতাকা তাকাতা তেইয়া

২ ৩
I ০ ০ ০ I ০
দিগিদি দিগিদি নগিদা ধেইয়া তাধেই নাতেই

৪ ১
। ০ ০ ০ ।
ধেইয়ে (ই) ষাও ঝা গুর্ গুর্ ঝাঘিনি তাকতা

২
০ ০ ০ । ০
কতাক তা গুর্গুর্ ঝাঘিনি ধেই-ধে (ই)ধেই

৩ ৪
০ ০ । ০ ।
তা গুর্ গুর্ ঝাঘিনি ঝা তা গুর্ গুর্ ঝাঘিনি

০ ০ ০
ঝা তা গুর্ গুর্ ঝাঘিনি।

[ইহাতে অসংখ্য ঘাঁত বাদকগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তবে এখানে মাত্র সর্ব্বদা প্রচলিত এবং অধিকাংশ বাদকের জ্ঞাত ঘাঁতগুলিই দেওয়া হইল।]

মাতন

১ ০ ০ ০ ২
। ।
১। (ই) গুর্ধি নাত্তেই নাত্তেই নাত্তেই (ই) গুর্ধি

০ ০ ০ ৩ ০ ৪
। ।
নাত্তেই নাত্তেই নাত্তেই (ই) গুর্ধি নাত্তেই (ই)

০ ০ ০
গুর্ধি নাত্তেই নাত্তেই নাত্তেই।

১ ০ ০ ০ ২
। ।
২। (ই) গুর্দা (আ) ধেই নাধেই নাধেই (ই) গুর্দা

০ ০ ০ ৩ ০
।
(আ) ধেই নাধেই নাধেই (ই) গুর্দা (আ) ধেই

৪ ০ ০ ০
।
(ই) গুর্দা (আ) ধেই নাধেই নাধেই।

মূর্চ্ছন

১ ০ ০ ০ ২ ০
। ।
১। ধেইয়া তাধেটা তেইয়া তাকুর্কুর্ তা তা (আ)

০ ০ ৩ ০ ৪
। ।
তা ঝা ঝা (আ) ঝা ঝা গুর্গুর্ ঝা ঝা—ঝা

প্রথম তালে শেষ করিবার মূর্চ্ছন।

১
। ০ ০ ০
ধেইয়া তা ধেটা তা গুর্ গুর্ তা (আ) তা

২ ৩
। ০ ০ ০ ।
তা ধেটা তা গুর্ গুর্ ঝাঝি নাঝি নাঝা

৪
০ । ০ ০
(আ) ঝা ঘেনের্ ঘেনা ঝা (আ) ঘেনের্ ঘেনা

১
০ ।
ঝা (আ) ঘেনের্ ঘেনা—ঝা

[দ্রষ্টব্য :—৬নং ঘাঁতে তাকাতেই, তাকা তাকা, দিগি দিগি কি ভাবে বাজাইতে হইবে তাহা পূর্ব্বে [illegible]তন প্রণালীতে দেখিয়া লইবেন]। (ক্রমশঃ)

হিম

রাগিণী পরিচয় :—রাগিণী হিম অত্যন্ত অপ্রচলিত। নবাব আলি খাঁ প্রণীত "মারফুল্ নগমাৎ" গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। ইহা বিলাওল ঠাটের রাগিণী। জাতি, ঔড়ব। বাদী, খরজ। পঞ্চম, সম্বাদী। আরোহীতে ধৈবৎ ও নিখাদ বর্জ্জিত। গাহিবার সময় সন্ধ্যা। মধ্যমকে স্থর করিয়া গাহিলে ভাল হয়। ইহাতে কল্যাণ এবং কামোদের ছায়া পাওয়া যায়।

আরোহণ :—প্‌া ধ্‌া প্‌া, সা রা সা, গা মা পা, ধা পা র্সা।

অবরোহণ :—র্সা ধা পা, গা মা পা, গা মা রা সা।

স্বর বিস্তার :—প্‌া ধ্‌া প্‌া, সা, সা রে সা, গা রে সা গা মা পা গা মা রে সা।

সা, প্‌া, ধ্‌া প্‌া, ধ্‌া ধ্‌া প্‌া, সা, পা গা মা রে সা।

সা রে সা, গা মা পা, ধা পা, র্সা ধা পা, গা মা পা, গা মা রে সা; ধ্‌া ধ্‌া পা, ধ্‌া পা,

সা রে সা, পা গা মা রে সা।

সা-সা রে সা, রে রে, পা ধা পা, মা গা মা রে, সা, গা মা পা, গা মা রে সা।

সা সা, মা গা, পা, পা ধা পা, প্‌া প্‌া সা, রে রে সা, গা মা পা, গা মা রে সা।

সা গা পা, ধা পা, পা ধা ধা পা, র্সা ধা পা, গা মা পা, গা মা রে, ধ্‌া ধ্‌া প্‌া,

ধ্‌া প্‌া প্‌া, সা, পা গা মা, সা রে সা।

স্বরলিপি

হিম—ত্রিতাল

মন মোহন মোরি নাহি আরে ঘর।
ক্যায়সে রহুঁ উন বিনা সজনি।
রজনী উন্হ লাগি, ভোর ভরি জাগি জাগি,
গুথ্ গরি পিয়া বিনা, ফুলকি মালা মোর॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকাশীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আস্থায়ী

০ | ১ | + | ৩
II পা -া গা -মা | ধা পা গমা -া | গরা -ধপা গা মা | রা রা সা সা I
ম ন মো ০ | হ ন মো০ ০ | রি০ ০০ না হি | আ বে ঘ র

০ | ১ | + | ৩
সা -সা রা সা | ধা -পা পা -সা | গা -মা পমা -ধপা | গা মরা সা -া II
ক্যা য় সে র | হঁ ০ উ ন | বি ০ না০ ০০ | স জ০ নী ০

অন্তরা

০ | ১ | + | ৩
II সা সা মা -পা | পা -পা পা পা | পা পা ধা পা | পা মপগমা রা সা I
র জ নী ০ | উ ন্‌হ লা গি | তো র ভ রি | জা গি০০০ জা গি

০ | ১ | + | ৩
সা -পা পা পা | পা র্সর্সা ধা পা | গমা গমা -পধা পা | গা মধা রা সা III
ভ খ গ রি | পি য়া০ বি না | ফু০ ল০ ০০ কী | মা লা০ মো র

তান

১। ০ গমা -পগা -মপা -র্সধা | ১ -পগা -মপা -গমা -রসা |

২। + পর্সা -র্সর্সা -ধপা -গমা | ৩ -পর্সা -ধপা -গমা -রসা |

৩। ০ সরা -সগা -রপা -র্সধা | ১ -পগা -মপা -গমা -রসা |

অভিভাষণ*

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সমবেত সজ্জনমণ্ডলী,

আপনারা আমার যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করুন, সঙ্গীতবিশারদ আচার্য্যপ্রবর স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিবাসরে পৌরোহিত্যের জন্য আহূত হয়ে আমি গৌরবান্বিত হয়েছি, কিন্তু এইজন্য পদের যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করতে আমি হয়ত পারব না মনে করে সঙ্কুচিতও হয়েছি। যাঁর কৃপায় পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করতে সমর্থ হয়, সেই পরম পিতা শ্রীভগবানের নাম স্মরণ ক'রে আমি আমার দুর্ব্বল শক্তি নিয়েই আপনাদের আদেশ পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা কোরবো—আপনারা দয়া করে আমার ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করলে আমি কৃতার্থ হ'ব।

সঙ্গীতবিশারদ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশের পরলোকগত শ্রেষ্ঠ কৃতী পুরুষগণের স্মৃতির স্মরণে ও আলোচনায় যে তাঁদের প্রতি কেবল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করা হয় তা নয়, তাঁদের উচ্চ আদর্শে আমাদের নিজ নিজ আত্মোৎকর্ষেরও যথেষ্ট সুযোগ ঘটে থাকে। সংসারের নানারূপ আবর্ত্তে পড়ে মানুষ যখন শ্রেয় আদর্শের পথ থেকে নিজের জ্ঞানের অগোচরে ও ক্রমে সরে পড়তে থাকে তখন তাকে আগ্রহ ও কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর কোরে দিতে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করে তোলে এই সকল মহাজনগণের স্মৃতি আলোচনা, কাজেই এইরূপ একটি কল্যাণকর অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হোতে পেরে আমি শুধু গৌরবান্বিতই হই নাই বিশেষরূপে

* সঙ্গীত-উপাধ্যায় সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিসভায় পঠিত সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ।

উপকৃত হয়েছি এবং তার জন্তে সবিনয়ে আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আজ আমরা পরলোকগত যে সুধী কারুকলাবিদের স্মৃতি-তর্পণোপলক্ষে এখানে সমবেত হয়েছি তাঁর জীবনেতিহাস বাঙ্গলার সঙ্গীতকলা-সেবীগণের এমন কি বাঙ্গলার সভ্যতা ও কৃষ্টির ইতিহাস যাঁরা অল্পাধিক পাঠ বা আলোচনা করেছেন তাঁদেরও অবিদিত নয় বলেই আমার বিশ্বাস, তবু সেই প্রসঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর বলে বিবেচিত হবে না। ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে যখন এদেশের সঙ্গীতকলার একটা তমসাচ্ছন্ন যুগ চলছিল, তখন স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, সঙ্গীত-উপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় বরেণ্য বিদ্বজ্জনের ঐকান্তিক চেষ্টায় বাঙ্গলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিলোপসাধন ঘটতে পারে নাই, বরং ইঁহাদের ন্যায় সুশিক্ষিত ও একনিষ্ঠ সঙ্গীত-সাধকগণের ঐকান্তিক যত্নে সুসংস্কৃত ও স্বরলিপিবদ্ধ হোয়ে অদ্যাপি বঙ্গের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ইঁহাদের যশঃ ঘোষণা করছে। স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত ধীশক্তিসম্পন্ন সঙ্গীত-প্রেমিক ও উর্ব্বর-মস্তিষ্ক কলাবিদ সে যুগে বাঙ্গলায় ক'জন বিদ্যমান ছিলেন তা আমরা জানি না—যদি কেউ থাকতেন তবে তাঁদের সংবাদ আমরা অল্পাধিক নিশ্চয়ই পেতাম। তাঁর যন্ত্রসঙ্গীতে প্রসিদ্ধি আজিও বাঙ্গলার সঙ্গীতকলারসিকগণের বিস্ময় উৎপাদন করে। তিনিই প্রথম এদেশে ন্যাসতরঙ্গ বাদ্যের প্রচলন করেছিলেন বলে আমরা বাল্যাবধি শুনে আসছি এবং সেতার, সুরবাহার, এসরার প্রভৃতি তারের যন্ত্রে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল তা'ও বোধ হয় সর্ব্বজনবিদিত। সঙ্গীত-উপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন বাঙ্গলাদেশে বিশুদ্ধ সঙ্গীত প্রচার ও সঙ্গীতের ব্যাকরণ স্থিরীকৃত ও লিপিবদ্ধ করবার পক্ষেও কম চেষ্টা করেন নাই। তাঁর উদ্দীপনা, শ্রম ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই "সঙ্গীতসার" "যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা" প্রভৃতি সুক্ষ্ম স্বরলিপিও তাল মাত্রায় বিভূষিত হয়ে প্রকাশিত হবার সুযোগ লাভ করেছিল, তা বোধ হয় আপনারা সকলেই অবগত। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করলে আপনারা তাঁর আরও গুণগ্রামের পরিচয় লাভ করবেন। যাহোক তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন না। বহু শ্রম ও ক্লেশ ভোগ করেই তাঁকে চতুঃষষ্ঠিকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠকলা সাধনাও আয়ত্ত করতে হয়েছিল। একটা কথা এদেশে প্রচলিত রয়েছে যে "যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" তাই আচার্য্য কালীপ্রসন্নের অন্তরের আবেগ লক্ষ্য ক'রে অলক্ষ্যে থেকে শ্রীভগবানই তাঁর সহায়তা করতে লাগলেন। প্রাচীন কবি বলেছেন—"বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বর্ণিতা লতা।" কথাটি অক্ষরে অক্ষরে অতি সত্য। দেশের বহু শিল্পকলাই উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষক আশ্রয়-দাতার অভাবে অঙ্কুরিত হয়েও অকালে কালের কবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে—কালীপ্রসন্নের সঙ্গীতপিপাসাও সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধনাকাঙ্ক্ষাও হয়তো অকালেই মলিন ও বিশুষ্ক হ'য়ে যেতো, যদি সঙ্গীতরসরসিক স্বনামধন্য স্বর্গীয় রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের সাহায্য লাভ তিনি না করতেন। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন স্বয়ং গুণী ছিলেন; সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহনের শিক্ষায় তিনি সুশিক্ষিত হয়েছিলেন—তাই তিনি গুণের যথাযোগ্য সমাদর করতেন। আচার্য্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য গুণগ্রামে মোহিত হয়ে তিনি সসম্মানে তাঁকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। এই সুযোগ লাভ ক'রে আচার্য্য কালীপ্রসন্ন আচার্য্য ক্ষেত্রমোহনের নেতৃত্বে ও অতুলিত দানবীর সৌরীন্দ্রমোহনের আনুকূল্যে "বঙ্গ সঙ্গীত-বিদ্যালয়" নামধেয় সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি এই কলিকাতা মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বর্গীয় মদনমোহন বর্ম্মণ প্রভৃতি বিখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষক ও কর্ম্মীর সহযোগে বিদ্যালয়টিকে কালক্রমে তিনি একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে সুক্ষ্ম

স্বরলিপি প্রণালী প্রবর্ত্তন করেছিলেন তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি আমি আজ পর্য্যন্ত দেখবার সৌভাগ্য লাভ করিনি। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে কোন কোন শ্রদ্ধেয় মহোদয় নব নব পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করেও সমগ্র বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন এবং তারও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে স্বরলিপি করবার পক্ষে তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতি যে শ্রেষ্ঠ তা একবাক্যে স্বীকার করতেই হবে। বস্তুতঃ স্বর্গীয় সঙ্গীত-বিশারদ কালীপ্রসন্নবাবুর প্রভাব বাঙ্গলার সঙ্গীতের কতখানি উপকার সাধন করেছে আজ দু'চার কথায় তার বিবৃতি প্রদান করা বা তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করা আমি সম্ভবপর মনে করি না। আর সে বিষয়ের সাহিত্যিক আলোচনায় অধিক সময় নষ্ট ক'রে আমি আপনাদের উত্যক্ত করতেই চাই না, তবে তাঁর এই স্মৃতিবাসরে তাঁর সম্বন্ধে একটী কথার উল্লেখ বিশেষ ভাবে না করে আমি থাকতে পারছি না। তিনি যে জলতরঙ্গ যন্ত্র বাজাতেন সে যন্ত্রটী নিপুণভাবে বাজান নেহাৎ সহজ নয়, শুধু অভ্যাসের সাহায্যে এই যন্ত্র আয়ত্ত করা যায় না—অভ্যাসের সঙ্গে চাই এমন আভ্যন্তরীন শক্তি যা শুধু ব্রহ্মচর্য্যে এবং নির্ম্মল জীবন যাপন দ্বারাই লাভ করা যায়। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্নের জীবন আমাদের যাবতীয় উদীয়মান যুবক সঙ্গীতশিল্পীগণের আদর্শ হউক ভগবানের কাছে এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা; কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কেবল জলতরঙ্গ বলে নয়, যে কোন ধরণের যন্ত্র এবং কণ্ঠসঙ্গীতেই মনের এবং দেহের সর্ব্বপ্রকার মিতাচার অত্যাবশ্যক। আমি এই সুযোগে সেই স্বর্গীয় আত্মার নিকট এ দেশের সঙ্গীতকলার সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি এবং শ্রীভগবানের চরণে সর্ব্বান্তকরণে পরলোকগত সেই মহাত্মার সর্ব্বপ্রকার শান্তি কামনা করে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করছি। আপনারা সকলে এক মুহূর্ত্তের জন্য একাগ্রচিত্তে ভগবৎসমীপে তাঁর আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করুন—আপনাদের নিকট এই আমার বিনীত নিবেদন।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

সমালোচনা

ঝঞ্ঝা :—(হস্তলিখিত পত্রিকা) সম্পাদক শ্রীনিখিলনাথ গুহরায় ও শ্রীননীগোপাল ঘোষ। উল্টাডাঙ্গা নিউ ইষ্ট বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব হইতে প্রকাশিত।

উল্টাডাঙ্গার কতিপয় উৎসাহী তরুণের উদ্যোগে এই হস্তলিখিত পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাখানির বিষয় [illegible] চিত্র ও গঠনসৌন্দর্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধুনা বাংলার অধিক ক্ষেত্রেই এরূপ পত্রিকার প্রচলন করিয়া তরুণগণ সাহিত্য সেবার একটা নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। এরূপ পন্থাদ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বাংলার তরুণগণ যদি সাহিত্যের কথঞ্চিৎ সেবা করিতে পারেন, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধই হইবে। কিন্তু যাঁহারা এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহাদের লক্ষ্য রাখা উচিত সাহিত্যের রম্যোদ্যানে যেন অ-পাদপের প্রাচুর্য্য না ঘটে।

প্রাপ্তি স্বীকার

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে ১৫৫ নং জুম্মা মসজিদ মার্কেট, বোম্বাই হইতে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল কোম্পানী আমাদিগকে দুইখানি সুদৃশ্য দেওয়াল পঞ্জিকা উপহার দিয়াছেন। আমরা এ উপহার ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছি।

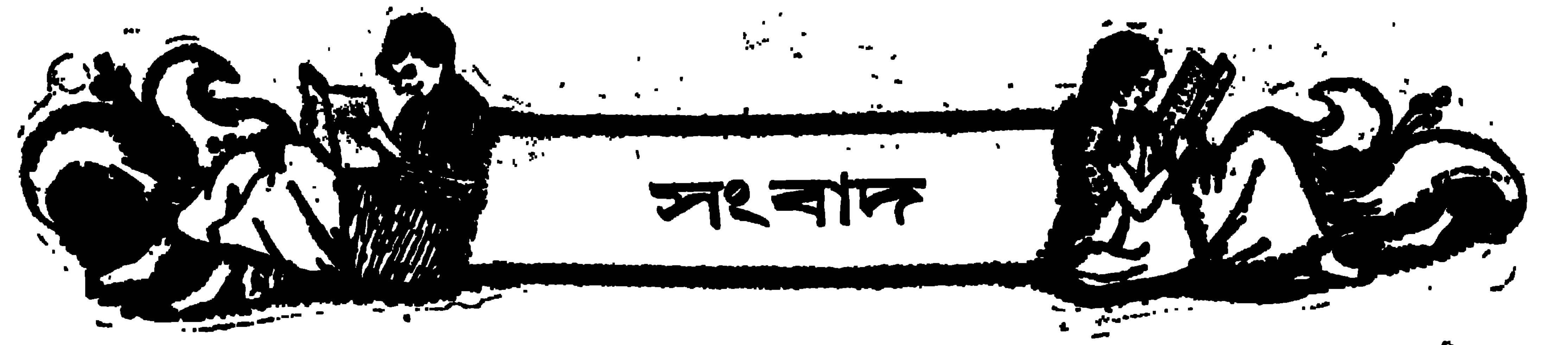

কো-অপারেটিভ
আগাপবাড়ীয়া পল্লী-উন্নয়ন শিল্প-প্রদর্শনীর সঙ্গীত সম্মিলনী

গত ৪ঠা এবং ৫ই জানুয়ারী শিল্প প্রদর্শনীর মণ্ডপে ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ গুণিগণ ও তাঁহাদের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে উস্তাদ আয়েত আলি খাঁ সাহেব (ভারত বিখ্যাত আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), তবলা-বিশারদ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য ও স্বরশিল্পী আহাম্মদ আলি খাঁ সাহেব, এস্রারবিশারদ নদীয়ার চাঁদ খাঁ সাহেব, বরিশালের উদীয়মান তবলাবাদক শ্রীমান্ যোগেন্দ্রচন্দ্র নট্ট এবং মিষ্টার মহম্মদ হুসেন (খসরু) বি, এ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিন খসরু সাহেব বসন্ত রাগের বিলম্বিত খেয়াল গাহিয়া জলসা আরম্ভ করেন, খেয়াল ও তেলেনা গাহিয়া তিনি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। আহাম্মদ আলি খাঁ সাহেবের আধ্যাত্মিক গানে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, নদীয়ার চাঁদ খাঁ সাহেব এস্রার বাজাইয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। শ্রীমান ফুলু মহম্মদ ও আলী হুসেন খাঁ খেয়াল গাহিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্র নট্ট তবলা বাজনায় তর্জ্জণীর কাজ দেখাইয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে খসরু সাহেব একখানা আধুনিক বাঙ্গালা গান গাহিয়া সকলকেই আনন্দিত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য, উস্তাদ আয়েত আলী খাঁ এবং খসরু সাহেব বিচারক ছিলেন। আয়েত আলী খাঁর মধ্যম পুত্র মাত্র ৪॥০ বৎসরের ছেলে বাহাদুর হুসেন, রাগ পরিচয় দিয়া সকলকে মোহিত ও আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন সে কালে জ্যেষ্ঠতাতের সমতুল্য হয় ও নামের মাহাত্ম্য রাখিতে পারে।

উস্তাদ আয়েত আলী খাঁর ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ

১। কুমারী দীপিকা নন্দীর গান—(বাগেশ্রী খেয়াল, আলাইয়া তেলেনা)
২। কুমারী সন্ধ্যারাণীর সেতার (ভৈরোঁ—গৎ)
৩। মহম্মদ ইয়াকুবের তবলা
৪। ইসদ আলীর তবলা
৫। সুরেন্দ্র সূত্রধরের তবলা
৬। রমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের গান (ইমন খেয়াল)
৭। মনমোহন কুণ্ডীর গান (দাদ্রা—তিলক কামোদ)
৮। কুমারী শেফালিকার এস্রার ও বেহালা— (ইমন ও মল্লার)
৯। খাদেম হুসেনের সেতার (খাম্বাজ—ঠিমা)
১০। মহম্মদ ইস্রাইলের এস্রার (ইমন—গৎ)
১১। মাণিক মিঞার সেতার (বিহারী—গৎ)

খসরু সাহেবের ছাত্রবৃন্দ

১। গজেন্দ্রলাল সাহার গান (মালকোষ—খেয়াল)
২। শিবধন ভট্টাচার্য্যের গান (মালগুঞ্জ—ধুন)
৩। হরিধন সাহার তবলা
৪। রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর হারমোনিয়াম (জিলা—গৎ)
৫। „ „ ছাত্র রাজ্যেশ্বর বণিকের গান (বৈরবাহার—খেয়াল)

সঙ্গীতবিৎ শৈলেশকুমার দত্তগুপ্তের ছাত্র

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দেবের গান—
(আধুনিক বাঙলা— রাগশ্রী)

ইহাদের মধ্যে সন্ধ্যারাণী, খাদেম হুসেন, মহম্মদ ইস্রাইল, গজেনবাবু, শিববাবু, রামেশ্বরবাবু, পরেশবাবু ও ইয়াকুবের নাম উল্লেখযোগ্য। অবশেষে শ্রোতৃবৃন্দের অনুরোধে খসরু সাহেব একটি উর্দ্দু গজল গাহিয়া সকলকে আনন্দ প্রদান করিয়া অনুষ্ঠান সাঙ্গ করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ নেত্রকোনা ব্রজেন্দ্রকিশোর সঙ্গীত সমাজ

(প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান)

কিছুদিন পূর্ব্বে নেত্রকোনা দত্ত হাইস্কুলে ব্রজেন্দ্রকিশোর সঙ্গীত সমাজের প্রথম বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস অপরাহ্ন সাড়ে চার ঘটিকায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যা সাড়ে বাৎসরিক সম্মেলন সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এচ, কোরেশী, আই, সি, এস মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ময়মনসিংহ গৌরীপুরের কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সভায় উপস্থিত হইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ও কৃতী ছাত্র ছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ করিয়া উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

নেত্রকোণা ৺শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর সভ্যগণ ৺শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ও ৺শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দের বহু পুস্তক, ছবি ও কয়েকটী পদক প্রদান করিয়া সমাজের পুরস্কার বিতরণ কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

সভায় প্রথম সম্পাদকের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করার পর গানবাজনা আরম্ভ হয়।

কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহার পিতৃদেবের আশীর্ব্বাণী সভাসদ্‌গণ সমক্ষে জ্ঞাপন করিয়া সঙ্গীত শিক্ষা ও সমাজগঠনের উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। অতঃপর তিনি সুরশৃঙ্গার ও সেতার বাদন দ্বারা সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলীদিগকে মুগ্ধ ও বিস্ময়াবিষ্ট করেন।

ময়মনসিংহ ও গৌরীপুরের কয়েকজন গায়ক ও বাদক আমাদের নিমন্ত্রণে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ময়মনসিংহের খসরু মিঞার হিন্দী, গজল ও বাংলা গান ও ঐ সঙ্গে সুরেন রায়ের তবলা সঙ্গত অতিশয় চিত্তাকর্ষক ও উপভোগ্য হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের হিন্দী ও বাংলা গান মধুর হইয়াছিল। ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ সাহেবের ছাত্র শ্রীমান বিপিনচন্দ্র দাসের সেতার-বাদন ঐ সঙ্গে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তবলা সঙ্গত অতি সুশ্রাব্য ও প্রশংসনীয় হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

আনন্দ-সংবাদ

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদিগকে সানন্দচিত্তে জানাইতেছি যে, "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা"র অন্যতম তত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় এবার হইতে "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা"র প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে নিয়মিত আলোচনা করিবেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ধারাবাহিক প্রবন্ধও নিয়মিত প্রকাশিত হইবে। সঙ্গীত-শাস্ত্রে তাঁহার ন্যায় কৃতী ব্যক্তির নিকট সঙ্গীতের বহু লুপ্তপ্রায় তথ্য আমরা পাইব, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি আমাদের কার্য্যালয়ে শুভ-পদার্পণ করিয়া এ বিষয় আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বদান্যতার জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

নৃত্যকুশলা কুমারী মমতা রায় (বেবি)

দার্জিলিং প্রবাসী Mr, H. S. Royএর ১২ বৎসরের কন্যা কুমারী মমতা রায় (বেবি) (কলা ভবনের ছাত্রী) গত ডিসেম্বর মাসে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের প্রতিযোগীতায় প্রাচ্য-নৃত্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। প্রতিযোগীতায়

এই মেয়েটী ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে, যদিও অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী এম-এ, পি-আর-এস মহাশয়ের মতে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণা বালিকাগণের মধ্যে মমতা রায়ের নৃত্য (স্বাভাবিকতার গুণে) সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। অতি অল্পবয়স হইতেই এই বালিকা সঙ্গীত ও নৃত্যে বিশেষ অনুরাগী এবং বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক এবং অন্যান্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

কণ্ঠ সঙ্গীতেও এই বালিকা প্রশংসা লাভ করিয়াছে। বিগত দার্জ্জিলিং জেলা বালিকাদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় খেয়াল, ঠুংরী ও ভজনে ১ম এবং আধুনিক বাঙলা গানে ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং সমস্ত Groupএর প্রতিযোগিদের মধ্যে প্রথম হওয়ায় Ohampionsip Silver cup পাইয়াছে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বর্দ্ধমানের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তাঁহার উপস্থিতিতে Darjeeling Branoh of Girl Guides Association of India দ্বারা একটী Variety Entertainment অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার একটী নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়া এই বালিকা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

বালিকা লেখাপড়ায়ও ভাল। বর্ত্তমানে Darjeeling Maharani School-এর Class IXএ পড়িতেছে। ঈশ্বর সমীপে আমরা এই বালিকাটীর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

—

অল-বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েসন

গত ২৭শে জানুয়ারী হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অল বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েসনের ১ম বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ১২ শত প্রতিযোগী যোগদান করিয়াছিল। প্রতিযোগীদিগের বয়সানুক্রমে তিনটী Group বা শ্রেণী করা হইয়াছিল। প্রতিযোগীগণ স্ব স্ব বিষয়ে বিশেষরূপে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরিশেষে আমরা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদিগকে তাঁহাদের সাফল্যের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

—

শ্রীহট্ট সম্মিলনী

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার বৈকাল চারি ঘটিকার সময় ২১নং ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ারস্থিত মোস্‌লেম ইন্‌ষ্টিটিউট হলে শ্রীহট্ট সম্মিলনীর বার্ষিক প্রীতি-সম্মিলন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে নানাবিধ আমোদায়োজন হইয়াছিল এবং বহু সম্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়া সম্মেলনের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পরিশেষে সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

—

কালীপ্রসন্ন স্মৃতি-সভা

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার, এলবার্ট হলে, স্বর্গীয় সঙ্গীত-বিশারদ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

বার্ষিক স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে মাননীয় কলিকাতার মেয়র স্যার হরিশঙ্কর পাল মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সভাপতি মহাশয়কে বরণ করেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই সভায় বিশিষ্ট গায়ক ও গায়িকাগণ, যথা—ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ (সেতার), মাষ্টার বুদ্ধদেব, কুমারী শান্তিলতা ব্যানার্জ্জী, কুমারী উমা মিত্র, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, রথীন চট্টোপাধ্যায়, যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দাস (হারমনিয়ম) প্রমথনাথ পাল (স্বরোদ) সুনীল বসু, দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (তবলা) প্রভৃতি কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত দ্বারা স্বর্গীয় মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ১০॥০ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হইয়াছিল।

এই সভায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখপ্রকাশ করিয়া মাইহার হইতে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ থাকায় তিনিও যোগদান করিতে না পারায় দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন।

ভোজসভায় নৃত্যশিল্পী মণিবর্দ্ধন ও বুলবুল

গত ডিসেম্বর মাসে মাননীয় বড়লাট লিন্‌লিথ্‌গো বাহাদুরের শুভাগমন উপলক্ষে বর্দ্ধমানাধিপতির বাটীতে এক ভোজ সভার আয়োজন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে যে বিচিত্র আমোদ অনুষ্ঠান হইয়াছিল তন্মধ্যে প্রাচ্যনৃত্য-বিশারদ মণিবর্দ্ধন ও বুলবুলের নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মণিবর্দ্ধন তাঁহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিবনৃত্যে ভারতীয় সভ্যতার কৃষ্টি ও কারুকলার গূঢ়তম পরিচয় দিয়া উপস্থিত মনীষি-বর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বুলবুলের ইন্দ্র ও অভিমন্যু নৃত্য সৌন্দর্য্যবোধের পরিচায়ক তিনি নৃত্যচর্চ্চায় সাফল্যলাভ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। অতঃপর শ্রীমান্ অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য্য সেতার বাজাইয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের ঐক্যতান বাদক সঙ্ঘের একটী গৎ অতীব সুন্দর হইয়াছিল। বুলবুলের সহিত তাঁহারাই সঙ্গীত প্রদান করিয়াছিলেন এবং মণিবর্দ্ধনের সহিত সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছিলেন সেনোলা কোম্পানীর সুদক্ষ সঙ্গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিত চৌধুরী। তাঁহার মোহন সম্প্রদায়ের সঙ্গীত-পরিচালনা

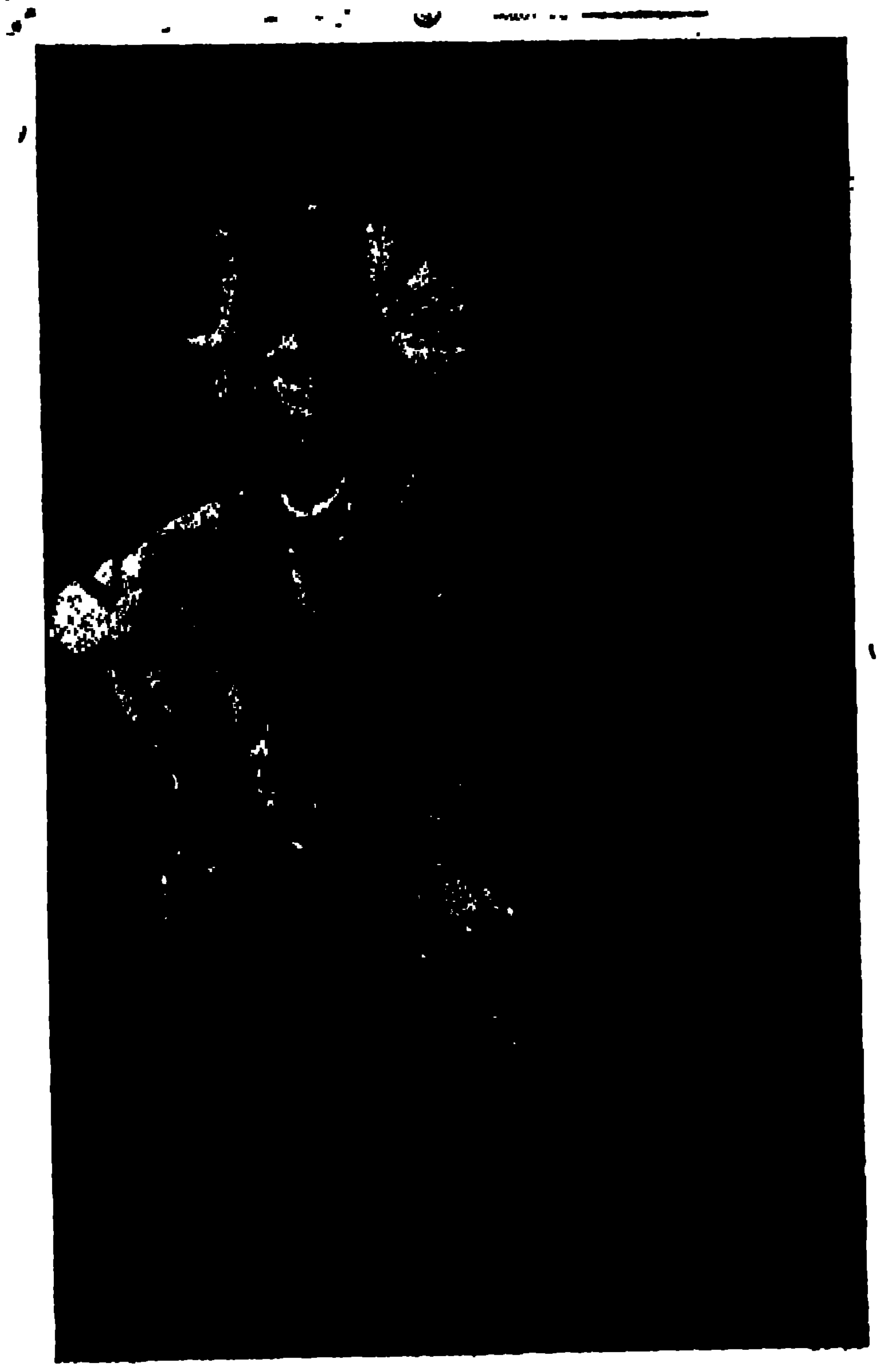

প্রেস্খোলিত মূর্ত্তি—শিবনৃত্যে মণিবর্দ্ধন

অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত মধু বসু মহাশয়। অনুষ্ঠানে ভারতের প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারীসহ মহামান্য বড়লাট বাহাদুর, হাইদ্রাবাদের নিজাম ও অন্যান্য কতিপয় রাজন্য উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

—

সঙ্গীতকুশলা শ্রীমতী জয়ন্তী দেবী

বঙ্গদেশে সঙ্গীত-চর্চ্চা করিয়া যে সব মহিলা সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, শ্রীমতী জয়ন্তী দেবী তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতমা। সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ইনি কয়েক বৎসর যাবৎ সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া প্রভূত জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন। আধুনিক বাংলা

গান ও খেয়াল গানেই সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন। আমরা ঈশ্বর সমীপে তাঁহার দীর্ঘজীবন ও সঙ্গীত সাধনায় সাফল্য কামনা করি।

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলন ও প্রতিযোগিতা

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় 'সন্তান-সঙ্ঘে'র উদ্যোগে চন্দননগরে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলন ও প্রতিযোগিতা' অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বহু সংখ্যক শ্রোতা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত কেশরী সিং নাহার, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রমোহন বসু, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, বিনোদলাল গাঙ্গুলী প্রতিযোগিতার বিচারকার্য্য সুসম্পন্ন করেন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় সম্মিলন আরম্ভ হয়। ১০ বৎসর বয়স্ক বালক শ্রীমান শিবশেখর নন্দী প্রথমে একটী সুমিষ্ট খ্যাল গান করেন। অতঃপর ভারত বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইমন ও ছায়ানট রাগিণীর খেয়াল গান গাহিয়া সভাস্থ সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন। সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন বসুর 'মীরার ভজন এবং আধুনিক কয়েকটী বাঙ্গালা গান অতিশয় মধুর ও উপভোগ্য হইয়াছিল। রমেশবাবুর সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র রায় একটী বেহাগের খ্যাল গাহিয়া যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করেন। শ্রীযুক্ত বিনোদলাল গাঙ্গুলীর তবলা সঙ্গীত অতিশয় সুশ্রাব্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়াছিল। সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে রাত্রি ১০টায় সভা ভঙ্গ হয়।

সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফলাফল

১০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কা বালিকাগণের বিভাগ—
(খ্যাল)

কুমারী লতিকা ঘোষ ১ম
" শোভা রক্ষিত ২য়

১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্কা বালিকাগণের বিভাগ
(খ্যাল)

কুমারী স্নেহলতা মজুমদার ১ম
" নীলিমা চক্রবর্ত্তী ২য়
" সবিতা সেন ৩য়

১০ বৎসর বয়স্কা বালিকাগণের বিভাগ
(আধুনিক বাঙ্গলা গান)

কুমারী বেলারাণী মজুমদার ১ম
" গীতা অধিকারী ২য়
" নির্ম্মলা ৩য়

১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্কা বালিকাগণের বিভাগ।
(আধুনিক বাঙ্গলা গান)

কুমারী নীলিমা চক্রবর্ত্তী—১ম
" স্নেহলতা মজুমদার—২য়
" সবিতা সেন—৩য়

(কীর্ত্তন)

কুমারী সবিতা সেন—১ম
" নীলিমা চক্রবর্ত্তী—২য়
" স্নেহলতা মজুমদার—৩য়

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

সঙ্গীত-বিজ্ঞান
প্রবেশিকা

১৩শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৪৩ সাল { ১১শ সংখ্যা

অভিভাষণ*

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

মাননীয় সুধী সজ্জনমণ্ডলী! আপনাদের আদেশ আমার শিরোধার্য্য, আপনারা আমার যথাযোগ্য সাদর ও সবিনয় সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করুন। আজ বাঙ্গলার বড়ই আনন্দের দিন, মহা গৌরবের দিন। আজ নব বসন্ত সমাগমে নবজীবনের উদ্যম উৎসাহ আশা উদ্দীপনা নিয়ে বাঙ্গালী তার বড় আদরের প্রাণভরা ভালবাসার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিক জন্মোৎসবে অসীম আগ্রহে সম্মিলিত, আনন্দ হবে না? আজ বাঙ্গলার একান্ত নিজস্ব অন্তরের দেবতা রামকৃষ্ণ বাঙ্গালীর দীর্ঘকাল সঞ্চিত "ভূতর্পণ্য ভেতো বাঙ্গালী" অভিধানের কালিমা ধৌত ক'রে বাঙ্গালীকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ মানবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, সে কি মহা আনন্দের কথা নয়? আজ রামকৃষ্ণ মহাপীঠ দর্শন অভিলাষে সুসভ্য জগতের নানা প্রান্ত হ'তে সাধুসন্তগণ বাঙ্গালায় সমবেত হচ্ছেন, সে কি বাঙলার মহা গৌরবের বিষয় নয়?

শত শত বৎসর পর পদানত হতভাগ্য বাঙলা দৈব-বলে, যন্ত্রবলে বলীয়ান না হ'লেও আধ্যাত্মিক বলে সে জগদ্বরেণ্য তা আজ আর সুসভ্য জগতে অবিদিত নেই। রামকৃষ্ণ সমগ্র বিশ্ব-সমাজকে সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

> "এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্র জন্মনঃ।
> স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর সঙ্গীত সম্মেলন উপলক্ষে সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ।

ভগবান মনুর এই মহাবাক্য উন্মাদের অর্থহীন প্রলাপ নয়—একান্ত যথার্থ, অক্ষরে অক্ষরে অতি সত্য। সনাতন ধর্ম্মের বিজয় দুন্দুভি রবে আজ সমগ্র ধর্ম্মজগত মুখরিত, নিনাদিত। এ বিশ্ববিজয় কার মহাশক্তি বলে সম্ভবপর হয়েছে? বঙ্গের এক ক্ষুদ্র পল্লীবাসী দরিদ্র কিন্তু অসীম শক্তিশালী ব্রাহ্মণ সন্তান ঠাকুর রামকৃষ্ণের অপ্রতিহত অলোকসামান্য তপস্যার প্রভাবেই নয় কি? বাল্যাবধি শুনে আসছি বঙ্গজননী আমাদের চিরদুখিনী কাঙ্গালিনী। কেন? এমন দিক্‌পাল তুল্য কৃতী মহাসাধক সন্তান যাঁর অমৃতময় জঠরে জন্মলাভ করেছে, কে বলে তাকে কাঙ্গালিনী, পরকৃপা ভিখারিণী? সে রত্নগর্ভা জননীর দৈন্য কিসের—দুঃখ কোথায়? আমরা আত্মদৃষ্টিহীন নির্ব্বোধ তাই রত্নপ্রসবিনী জননীকে পরোপজীবিনী মনে করি। দীর্ঘকাল সঞ্চিত পুঞ্জীভূত অকৃতির ফলে আমরা অধঃপতিত, আত্মবিস্মৃত পরমুখাপেক্ষী, তাই বলে আমরা যে সর্ব্বপ্রকারে নিঃস্ব কাঙাল নই, সেই কথাটি—সেই আশার বাণী আমাদের কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই এ যুগে প্রথম প্রচার করে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন—তিনি ত প্রাণে আশার আলোক সম্পাত করেছেন। তাঁরই জ্ঞানাঞ্জন শলাকার স্পর্শে বাঙ্গালী আবার চোখ মেলে নিজকে দেখতে পেয়েছে—জানতে পেরেছে সেও মানুষ—অমৃতের সন্তান জগতের সভামণ্ডপে তারও একটি বিশিষ্ট আসন রয়েছে। আরও বুঝতে পেরেছে কি বিরাট রত্ন ভাণ্ডার, কি বিপুল অর্থ সম্ভার, কিম্বা প্রচুর বিলাসোপচার কিছুতেই জগতে যথার্থ সুখ শান্তি আহরণ করতে পারে না—"ন জাতুঃ কামো কামানামুপভোগেন শাম্যতি—হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মে'ব ভূয়ো একভিবর্দ্ধতে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার খরস্রোতে একদিন এদেশ যখন অজানা কোন তমসাচ্ছন্ন মহাসমুদ্রের দিকে দ্রুতগতিতে ভেসে চলেছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ যখন এ-দেশের যা কিছু সবই নিন্দনীয় ও সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জনীয় এরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন আর অন্য এক শ্রেণীর প্রতীচ্য প্রভাবে বিপথ প্রস্থিত না হয়েও অতিমাত্র বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন—সেই উৎকট সন্ধিক্ষণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এ দেশে অবতীর্ণ হন। সমুদ্রগামী অর্ণবযানের পক্ষে দিক্‌নির্ণয়ের জন্য আলোক স্তম্ভ যেরূপ কল্যাণকর ও অত্যাবশ্যক, দিক্‌মূঢ় জাতির গতি নির্ণয়ের জন্য লোকোত্তর মহাপুরুষগণও তেমনি উপযোগী। তাই এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে বঙ্গভূমি নিদারুণ ধ্বংসের কবল হতে রক্ষা পেয়ে ধন্য কৃতকৃতার্থ হয়েছিল। এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ তাঁর অমৃতময় উপদেশ ব্যাখ্যায় বিশেষ ভাবে রসাল জীবন্ত দৃষ্টান্তে এ দেশের অন্তর্নিহিত শিক্ষা, এ দেশের সাধনা, এ দেশের আড়ম্বরহীন জীবন যাত্রার পদ্ধতি এমন সরল ভাবে সহজবোধ্য ভাষায় বিবৃত করিয়াছিলেন যে তাতে শুধু বাঙ্গলা নয়, ভারত নয়, সুদূরবর্ত্তী বিদেশ পর্য্যন্ত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অনন্যসাধারণতা উপলব্ধি করে মুগ্ধ হয়ে গেল। সহস্র বর্ষের পরাধীন তথাকথিত অসভ্য অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারত বিরাট বিশ্বের মহাসভায় জ্ঞান-গরিষ্ঠ আখ্যালাভে অধিকারী হ'ল। এ হেন বিশ্বপূজ্য মহামানবের জন্ম-শতবার্ষিকীতে বাঙ্গালীর আনন্দোৎসব অতি স্বাভাবিক, অসীম কল্যাণ বিধায়ক এবং বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন-গঠন ও বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

উৎসব মাত্রেই মঙ্গলাচরণ করা এ দেশের স্বভাবসিদ্ধ চিরন্তন রীতি। প্রাচীন যুগে উদাত্ত সামগানে এই রীতি আচরিত হোত। আজ আমাদের মহাদুর্ভাগ্যের ফলে সামগান তো দূরের কথা, সামবেদও লুপ্তপ্রায়। আর মার্গী সঙ্গীত পদ্ধতি অনুসারে সামগান যেমন হোত, সেই পদ্ধতিও অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত। সুতরাং দেশী সঙ্গীতের সাহায্যেই মঙ্গলাচার করেই এই অলোকসামান্য মহাপুরুষের স্মৃতিতর্পণে আমরা প্রবৃত্ত হব। আমরা জানি ঠাকুর

রামকৃষ্ণ বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ না হলেও অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। শান্তরসসিক্ত ভগবদ্‌ভাবের অভিব্যঞ্জক স্বরলহরী স্বভাবতঃ পবিত্র জীবহৃদয়কে নিগূঢ় কেন্দ্রস্থানে পৌছে দেয়—জনসমাজের বিষয় বাসনায় মলিন হৃদয়ে বাইরের আকর্ষণ প্রবলভাবে ক্রিয়া করে, তাই সেখানে সঙ্গীতের এই স্বাভাবিক শক্তি বাধা পায়। কিন্তু যাঁর চিত্ত সাধনা মার্জিত নির্মল তাঁর হৃদয় সঙ্গীত শ্রবণমাত্রই ভাবরসে আপ্লুত হয়। তাই আমরা দেখতে পাই, এই দেবোপম মহাপুরুষ ভাবশুদ্ধ সঙ্গীত শুন্‌তে শুন্‌তে সমাধি মগ্ন হয়ে পড়তেন—যেন পরম ব্রহ্মলীন হয়ে যেতেন, সুতরাং ঐ মহাযজ্ঞের উদ্বোধনে সঙ্গীত সাহায্যে মঙ্গলাচারের অনুমতি সভাস্থ সুধীবৃন্দের নিকট প্রার্থনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ কর্‌ছি। আমার দৃঢ়-বিশ্বাস এ সঙ্গীতের মন্ত্রধ্বনি অলক্ষ্য দেবলোকে পৌছে দেব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদনে ও করুণা আকর্ষণে সমর্থ হবে।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

পরিশোধ-নাট্যগীতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বজ্রসেন ও শ্যামা
(তরণীতে)
শ্যামা

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা মরি গো মরি॥
ফুল ফোটানো সারা করে
বসন্ত যে গেল সরে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা বলো কী করি॥
জল উঠেছে ছলছলিয়ে ঢেউ উঠেছে দুলে
মরমরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে,
শূন্যমনে কোথায় তাকাস্
সকল বাতাস সকল আকাশ
ঐ পারের ঐ বাঁশির সুরে উঠে শিহরি'॥*

(বজ্রসেন)

কহ কহ মোরে প্রিয়ে
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
অয়ি বিদেশিনি,
তোমার কাছে আমি কত ঋণে ঋণী।

(শ্যামা)

নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে।

(নেপথ্যে)

বাজে গুরু গুরু শঙ্কার ডঙ্কা
ঝঞ্ঝা ঘনায় দূরে
ভীষণ নীরবে।
আছ দোঁহে সুখ স্বপ্নের ঘোরে
মোহের ডোরে।
সহসা জাগিতে হবে॥

(শ্যামা)

ঐরে তরী দিল খুলে'।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে'॥
সামনে যখন যাবি ওরে,
থাক্‌না পিছন পিছে পড়ে,
পিঠে তা'রে বইতে গেলে,
একলা পড়ে রইবি কূলে॥

* এই গানটীর স্বরলিপি স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত "গীত-লেখা" পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখলি এনে
তাই যে তোরে বারে বারে
ফিরতে হোলো গেলি ভুলে।
ডাক্‌রে আবার মাঝিরে ডাক্
বোঝা তোমার যাক্ ভেসে যাক্
জীবনখানি উজাড় ক'রে
সঁপে দে তা'র চরণ-মূলে ॥*

(বজ্রসেন)

কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত
কহ বিবরিয়া;
জানি যদি প্রিয়ে
শোধ দিব এ জীবন দিয়ে
এই মোর পণ ॥

(সহচরী)

নীরবে থাকিস, সখি ও তুই,
নীরবে থাকিস।
তোর প্রেমেতে আছে যে কাঁটা
তারে আপন বুকে বিঁধিয়ে রাখিস ॥

দারিত্তেরে দিয়েছিলে সুধা
আজিও তাহার মেটেনি ক্ষুধা
এখনি তাহে মিশাবি কি বিষ?
যে জলনে তুই মরিবি মরমে
কেন তারে বাহিরে ডাকিস্ ॥

(শ্যামা)

তোমা লাগি' যা করেছি
কঠিন সে কাজ
আরো সুকঠিন আজ
তোমারে কথা বলা ॥
বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,
ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর।
মোর অনুনয়ে তব চুরি অপবাদ,
নিজ 'পরে লয়ে সঁপেছে আপন প্রাণ।
এ জীবনে মম ওগো সর্ব্বোত্তম
সর্ব্বাধিক মোর এই পাপ
তোমার লাগিয়া ॥

(বজ্রসেন)

কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,
জীবনে পাবি না শান্তি।
ভাঙিবে ভাঙিবে কলুষ নীড় বজ্র আঘাতে।
কোথা তুই লুকাবি মুখ মৃত্যু আঁধারে ॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

* এই গানটির স্বরলিপি শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "গীত-লিপি" ৪র্থ খণ্ডে পাওয়া যাইবে।

মধ্যলয়ে

II র্মা রা র্মা মা | মা -া পা -া I পধা -মা পা -া | -া -া -া -া I
ক হ ক হ | মো ০ রে ০ প্রি০ ০ য়ে ০ | ০ ০ ০ ০

ধা ধর্সা র্সা র্সা | ধা পা মা পা I পর্রা -া -া -া | র্সা -া ধা -পা I
আ মা রে ক | রে ছ মু ক্ ত ০ ০ ০ | কো ০ ন প্

মা পা রা -া | মা -া -া -া II
প থ দি ০ | য়ে ০ ০ ০

II না -া না না | না -র্সা র্সা -া I র্সা র্সর্রা র্রা র্সা | ণা -া ধা পা I
ঐ ০ বি দে | শি ০ নি ০ তো মা০ রি কা | ছে ০ আ মি

মা পা ধা পা | মা -পা রা -মা II
ক ত ধ নে | ধ ০ নী ০

II র্রা -া র্সা -া | ণা -া পা -া I মা -া মা -া | রা রপা পা পা I
ন ০ হে ০ | ন ০ হে ০ ন ০ হে ০ | সে ক০ থা এ

মা মা রা -া | সা -া -া -া II
খ ন ন ০ | হে ০ ০ ০

মধ্যলয়ে

II সা -া ন্সা -রা | রা রা রা রা I রা -সা রা পা | মা -পা পজ্ঞা -া I
যা ০ বে০ ০ | শু ক শু ক শ্প ং কা র | ভ ং কা ০

জ্ঞা -মা মা মা | রা -সা রা -জ্ঞা I রসা -া -া -া | -া -া -া -া I
ঝ ন্ ঝা ঘ | না র্ দূ ০ রে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

সণাঃ ধঃ পধা পধা | ধা -া পা পা II
তী ০ র০ প০ | নী ০ র বে

II মা পা ণা -পা | না -া র্সা র্সর্রা I র্ণর্সা -পা না না | না -র্সা র্সা -র্রা I
আ ছ দো ০ | হে ০ দু খ০ স্ব প নে র | ঘো ০ রে ০

মর্সা -পা না না | না -া র্সা -া I র্সা র্সর্রা র্রা র্রা | র্সা র্সা ণা -ধা I
মো ০ হে র | ভো ০ লে ০ স হ০ সা জা | গি তে হ ০

পা -া -া -া | -া -া -া -া II II
বে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

মধ্যলয়ে

II {পা -র্সা -া না | ধপমা -া পা -া I (পা পা পা পা | পা -া পা পমা I
কী ০ ০ ক | রি০০ ০ রা ০ সা ধি লে অ | সা ০ ধ্য ব্র০

ধপা -া -মা -া | গমা মা মা মা I মা -গা গপা -া | -া -া -া -া)} I
ত ০ ০ ০ | ক হ বি ব রি ০ রা০ ০ | ০ ০ ০ ০

পর্গা র্গা র্গা র্গা | র্রা -া র্সা -া I গমা -া মা মা | মা মা মা মা I
জা নি ব দি | প্রি ০ য়ে ০ শো ধ দি ব | এ জী ব ন

মা -া মা -া | মা মা মা গা I পা -া -া -া | -া -া -া -া II II
দি ০ য়ে ০ | এ ই মো র প ০ ০ ণ্ | ০ ০ ০ ০

II {সা রা সা | ণ্া ণ্া ণ্া I সা সা -া | রা রা -পা I
নী র বে | থা কি স স খি ০ | ও তু ই

মা মা মা | গা রগা -া I -া -া -া (-রা -জ্ঞা -রসা) I -সা মা -া I
নী র বে | থা কি০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ স স তো বু

মা পা পা | পা পা -ধা I ণা -া -া | ণধা -পধা -া I
প্রে মে তে | আ ছে ০ যে ০ ০ | কাঁ০ ০০ ০

ধপা -া -া | -া পা ধা I ধর্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা -র্রা I
টা ০ ০ | ০ ভা রে আ প ন | বু কে ০

নর্সা র্সা র্সা | না না -ধা I পা পধা ধা | পা পা -মা I
নি দি ন | না শি স নী র বে | পা কি য়

মা মা -া | মা মা -পা I রা রমা মা | পা রা -সা I
স খি ০ | ও তু ই র র০ বে | থা কি ০

-া -া -া | -রা -জ্ঞা -রসা II II
০ ০ ০ | ০ ০ ০স্

II গমা মা মা -া | মা -া -া -া I মা -পা -পা পা | পা -মা পা -া I
তো০ মা লা ০ | গি ০ ০ ০ যা ০ ০ ক | রে ০ ছি ০

ধা না র্সা না | ধপা -া -া -া I ধা না র্সা না | ধনা -া ধা -া I
ক ঠি ন সে | বা ০ ০ জ্ আ রো স্থ ক | ঠি০ ০ ন ০

পা -া -মা -া | -া -া -মা -া I সমা মা মা মা | মা -পা পমা -গমা I
আ ০ ০ ০ | ০ ০ জ্ ০ তো০ মা রে সে | ক ০ থা০ ০০

রা -া সা -া | -া -া -া -া I পা পা প পা | না -ধা না -র্সা I
র ০ না ০ | ০ ০ ০ ০ বা ন ক বি | গো র্ উ ত্

র্সা র্সা র্রা না | র্সা -া -া -া I পা -র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা -না I
তী র তা র | না য্ ০ ০ ব্য র্ থ প্রে | মে ০ মো র্

ধা -না র্সা না | ধপা -া -া পা I মা -া মা মা | মা -া মা -া I
ম ০ ত ন | ধী ০ ০ র মো র্ অ ন্তু | ন ০ রে. ০

মা মা মা মা | মা মা মা মা I সমা মা মা মা | মা -পা -পা -া I
ভ ব চু রি | অ প বা দ নি০ জ প রে | ন ০ রে ০

ধা না র্সা না | ধনা না ধা -পা I -মা -া -া -া | মর্গা র্গা র্গা র্গা I
স পে ছে আ | প ন প্রা ০ ০ ০ ণ্ ০ | এ জী ব নে

র্গা র্গা র্গা র্গা | র্গা র্গা র্গর্মা -া I র্রা র্রা র্সা -া | র্সা -র্গা র্গা -া I
ম ম ও গো | স র্ বোত্ ০ ত ম স র্ | বা ০ ধি ক্

র্রা -া র্সা না | ধা -পা -মা -া I -া -া -া -া | সমা মা মা মা I
মো র্ এ ই | পা ০ ০ ০ ০ ০ ণ্ ০ | ভো০ মা র না

মা -পা পা -া | -া -া -া -া II II
পি ০ য়া ০ | ০ ০ ০ ০

বিলম্বিত লয়ে

সন্‌া II {-র্সা না | ধপা -জ্ঞা | পনা -ধর্সা | না -া | পজ্ঞা -পজ্ঞা | -পা -গা |
কাঁ০ ০ দি | তে ০ | হ্‌০ ০০ | বে ০ | রে০ ০০ | ০ ০ |

গপা গা | -া রসা | (সা সন্‌া | সন্‌া মা | মা গা | সন্‌া রা |
রেপা পি | ০ ছা০ | জী ব০ | নে০ পা | বি না | শা০ ন্‌ |

সা -া | সা সন্‌া | সন্‌া সমা | মগা মগা | মপা পা | পা পা |
তি ০ | ভা জি০ | বে০ ভা০ | জি০ বে০ | ক০ লু | ০য় নী |

-া -া | র্সা -া | র্সর্রা র্সা | র্সা নজ্ঞা | -ধপা পসা)} I পা ধা |
০ ড়্‌ | ব ০ | হ্ন০ আ | ঘা তে০ | ০০ "কা"০ কো থা |

-পা পর্সা | র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা র্সা | -া -া | র্সা -া |
০ তু০ | ই লু | কা ০ | বি মু | ০ খ্‌ | মৃ ০ |

র্সর্রা র্সা | না নজ্ঞা | -ধপা পসা II
ত্যু০ আঁ | ধা রে০ | ০০ "কাঁ"০

ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষায় পাশ্চাত্য সঙ্গীত বিজ্ঞান

শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা

প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গীত মূলত এক হওয়াতে দেখতে পাই যে, এমন কতকগুলি সুকুমার স্বরবিন্যাস ও ধ্বনির সমাবেশ আছে যা প্রায় প্রত্যেক দেশের সঙ্গীতেই ব্যবহৃত হয়; তবে সেগুলির রূপের তারতম্য যা আছে তা শুধু প্রকাশ ভঙ্গীর পার্থক্য। আর এও দেখতে পাই যে, মনের কল্পনাকে সুরের সাহায্যে রূপ দেওয়া সঙ্গীতের উদ্দেশ্য হওয়াতে, এমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তি সঙ্গীতের ভাব প্রকাশে সাহায্য করে, যার প্রভাব প্রত্যেক দেশের সঙ্গীতে আছে। গম্ভীর ভাবে কথা বলা, হেসে কথা বলা, রেগে কথা বলা, শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় কথা বলা বা উল্লসিত হয়ে কথা বলার ভঙ্গি ও সুর যেমন প্রত্যেক দেশেই একরূপ, সঙ্গীতের বেলায়ও প্রত্যেক দেশে সেই সেই ভাব একই সুরে ব্যক্ত হয়। প্রত্যেক দেশের সঙ্গীতই এই সব মানসিক অবস্থাকেও সুরের সাহায্যে বিকাশ করে রূপ সৃষ্টি করে থাকে। আর এরূপ অন্তরের স্পর্শ ও যোগসূত্র রাখার চেষ্টা প্রত্যেক শ্রেণীর সুর রচয়িতাই করে থাকেন।

আমরা মনের ভাব ব্যক্ত করতে যখন কবিতা লিখি, তখন ভাষার সাহায্য নেই। প্রত্যেক দেশের কবিগণ সাধারণতঃ তাদের নিজেদের ভাষায়ই কবিতা রচনা করে থাকেন। হয়ত একই ভাবের কবিতা একই সময়ে বিভিন্নভাষী কবি লিখে গেছেন। আমরা এরূপ বিভিন্ন ভাষার কবিতাগুলির রস উপভোগ করতে পারি যদি ভাষাগুলি আমাদের জানা থাকে। সেইরূপ সঙ্গীতের ভাষাও প্রত্যেক দেশেরই পৃথক হওয়াতে, সে-সকল ভাষার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে আমরা বিভিন্ন সঙ্গীতের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি না।

সঙ্গীতের ভাষা শিখবার প্রয়োজন সে রস উপলব্ধি ও পরিবেশনের সুবিধার জন্য। সাহিত্যের ভাষায় যেমন কতকগুলি অক্ষর একত্র করে শব্দের সৃষ্টি এবং শব্দগুলি একটি বিশেষ নিয়মে সাজিয়ে ভাব ব্যক্ত হয়ে থাকে, তেমনই সঙ্গীতের ভাষায়ও দেখতে পাই কতকগুলি স্বর আর সেই স্বরগুলিকে একত্র করে এক একটি স্বর-বিন্যাসের জন্ম এবং সে স্বর-বিন্যাসের সাহায্যে এক একটি তুক্ বা কলির সৃষ্টি ও তুকের সংযোজনায় এক-একটি কাঠামো তৈরী হয়ে থাকে। এরূপ ভাবে কাঠামোর সৃষ্টি পর্য্যন্ত কতকগুলি নিয়ম মানতে হয় প্রত্যেক দেশেই সুর-রচনায়। সঙ্গীতের ভাষা শিখে সুরের ভাব বা শিল্পীর কল্পনার রসের স্বাদ গ্রহণ করি। সুর-রচয়িতাগণ তাদের রূপ-সৃষ্টির পথ খুঁজে নেয়।

সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে সঙ্গীতের ভাষার খুবই সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বাল্যকাল হতে সাহিত্যের ভাষা আমরা পড়ি ও সাহিত্য রচনা করার জ্ঞান আমাদের জন্মে। এরূপ জ্ঞান বাড়াবার জন্য যে-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, অন্যান্য দেশে সে পদ্ধতিতেই সঙ্গীতের ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কারণ, সে নিয়মেই সহজে সঙ্গীতের ভাষার জ্ঞান জন্মানো যায়। এটি তাদের এতকালের সাহিত্যের ভাষা শিক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা লব্ধ। সে পদ্ধতি গ্রহণ করেই আমাদের বাংলা ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরাজী গ্রামার পাশাপাশি রেখে আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, দুটিতেই একই ভাবে ভাষা গড়ে তোলবার প্রণালী শিক্ষা দিচ্ছে—যদিও দুটি ভাষাই পৃথক।

আমরা আরও দেখতে পাই, যে, আমাদের ভাষা সমৃদ্ধ করতে আমরা ইংরাজী, রুশ, ফরাসী প্রভৃতি দেশের ভাষা আলোচনা করি, তাদের সাহিত্য হতে অনেক কিছু আহরণও করছি। বাংলা উপন্যাস ও রুশ উপন্যাস পড়ে আমরা সমান আনন্দ পাই, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি উপলব্ধি করি বা

তুলনামূলক বিচার করি। তাতে আমাদের বাংলা ভাষা উন্নতির পথেই অগ্রসর হচ্ছে। এবং একথা সকলেই স্বীকার করছেন, যে, অন্যান্য দেশের যে কোন আর্টের চর্চা করা আমাদের আর্টের বিকাশের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। আমাদের সঙ্গীতের বেলায়ও একথা খাটে। ইহাকে সমৃদ্ধ করার জন্য ইহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য, বিশ্বের সঙ্গীতের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলার জন্য এবং মানসিক বৃত্তি বিকাশের জন্য আমাদের প্রত্যেক দেশের সঙ্গীতের জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। রসকলা এবং রসকলাবিদগণ একই শ্রেণীভুক্ত। তাদের ভাষা বিভিন্ন হলেও তারা একই সমাজের, তাদের কোন জাতিভেদ নাই এবং তা করাও উচিত নয়। আমাদের মধ্যেও সেজন্য এরূপ মনোভাব রাখা উচিত নয়, যে, ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশের সুর-রচয়িতাদের কলা জ্ঞান নেই, কাজেই তারা আমাদের স্পৃশ্য নয় বা অন্য দেশের সঙ্গীত সঙ্গীতপদবাচ্য নয় এবং সেজন্য তা বুঝবার জন্য জ্ঞান অর্জন করা পণ্ডশ্রম।

পাশ্চাত্য সঙ্গীত আলোচনায় দেখতে পাই, যে আমাদের সঙ্গীতের ভাষার সঙ্গে ঐ দেশীয় সঙ্গীতের খুবই সাদৃশ্য আছে—প্রথম দিকে প্রায় এক, পার্থক্য যা আসে তা অনেক পরে। এখানে বলা উচিত, যে, সে দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের এরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে সে সঙ্গীত আমাদের সঙ্গীত নষ্ট করবে—তাদের সঙ্গীতে melody নেই, আমাদের সঙ্গীতে harmony নেই, ইত্যাদি। যারা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের উপর বিশ্বাস রেখে শিখবার চেষ্টা করছেন তাদের কাছে একথা অজানা নেই। আমারও এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে নানারূপ ধারণা ছিল, কারণ তখন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের উপপত্তিক দিকটা বিশেষভাবে জানা ছিল না। কিন্তু এখন দেখতে পাই যে ওদের সঙ্গীতকে বুঝতে হলে যে জ্ঞান ও অনুভূতি থাকা উচিত, তা আমাদের নাই বলেই আমরা নানা গোলকধাঁধায় পড়ে যাই। সে দেশের সঙ্গীতেও আমাদের রাগ-রাগিণীর পকড়, আরোহাবরোহ প্রভৃতি পাওয়া যায়, তা আমরা ধরতে পারিনা বিশেষ করে সমবেত যন্ত্রধ্বনি হতে সে-সুর গ্রহণ করতে অভ্যস্ত নই বলে।

বর্ত্তমানে আমাদের স্বাভাবিক মেল বলতে যা বুঝি, অর্থাৎ, শ্রুতি হিসাবে স্বরগুলির স্থিতি আধুনিক স্বাভাবিক মেলে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, তা প্রত্যেক দেশেরই স্বাভাবিক স্বর-মেল। আমরা আরো দেখতে পাই যে, আমাদের আধুনিক কালে যে ভাবেই হোক জনক মেল বলে যে কয়টিকে রাগের প্রকৃতি ও অঙ্গ নির্দ্ধারণ করার সুবিধার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে, সে সব মেলের ব্যবহার প্রত্যেক দেশের সঙ্গীতেই পূরাপূরি রয়েছে। স্বর-উৎপত্তি হতে আরম্ভ করে মেল-উৎপত্তি পর্য্যন্ত যা যা আমাদের দরকার তা সব দেশের সঙ্গীতেই একই প্রকার।

এখানে একটি কথা বলা দরকার আছে যে, হারমোনিয়ম বা অর্গেনের কড়ি-কোমল স্বরগুলি আমাদের সঙ্গীতের কড়ি-কোমল স্বরের সঠিক সুর দিতে পারে না। তাদের দেশের সুরও হারমোনিয়ম প্রভৃতি চাবী-যুক্ত যন্ত্র দিতে পারে না। আমাদের দেশে কোমল বলতে বর্ত্তমানে একই সুর বুঝায়—কোমলতর, অতি কোমল প্রভৃতির অধ্যায় আধুনিক কালে লুপ্তপ্রায়। কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতে সা-কড়ি বলতে যে সুরকে বুঝায়—রে-কোমল বলতে সে সুরকে বুঝায় না, বরং সা ও রে স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সা-কড়ি ও রে-কোমল আলাদা আলাদা সুর এবং তাদের সঙ্গীতে সা-কড়ি ও রে-কোমল এ দুটি সুরেরই ব্যবহার আছে। সূক্ষ্ম সুর আমাদের একটি বিশেষত্ব বলে যে গর্ব্ব আমরা করি, সে-বিশেষত্ব বর্ত্তমানে লুপ্তপ্রায়; কিন্তু আমাদের অনুরূপ না হলেও, সূক্ষ্ম স্বরের ব্যবহার পাশ্চাত্য সঙ্গীতে হয়, কেবল প্রয়োগের ব্যবস্থা পৃথক মাত্র। আমরা পাশ্চাত্য সঙ্গীতকে নানাবিধ ভ্রান্তধারণার বশীভূত হয়ে যে ভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছি সেজন্য আমরা

তাদের সঙ্গীতের বিজ্ঞান পড়ে দেখবার কৌতূহলও পাই না।

ছন্দের দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায় কতকগুলি মাত্রা একত্রিত হয়ে তালপদ হয়েছে এবং সে পদগুলির সমষ্টি হতে তাল হয়েছে, আর সে তাল আবর্তন করে করে চলে। আমাদের সঙ্গীতে ব্যবহৃত তাল-মাত্রা-লয়ের সমাবেশ তাদের সঙ্গীতেও আছে, এমনকি আড়ি কুআড়ি লয়ও পাওয়া যায়। তবে আমরা যে ভাবে কাঠামো করে নিয়েছি তাদের সঙ্গীতে তা নেই—সেখানেই পার্থক্য বুঝা যায়।

পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বিকাশের এরূপ বাধার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। তাদের প্রাচীন, আধুনিক এবং নানাশ্রেণীর সঙ্গীত শুনবার সুযোগও আমাদের হয় নাই। কাজেই সে সঙ্গীতের শ্রুতিমধুর অংশ অর্থাৎ সার্বজনীন ভাবানুসারী ধ্বনি-বিন্যাসের জ্ঞান আমাদের নাই বললেও চলে। সে দেশে সঙ্গীত ছাড়া কেউ চলতে পারে না, তাদের সঙ্গীতের গণ্ডী অত্যন্ত বড়। সে দেশের লোক রুচি ও সাধ্য অনুযায়ী অপেরা, নাটক, চলচ্চিত্র, ক্যাবেরা, নৃত্য সঙ্গীত, গ্রাম্য সঙ্গীত, কনসার্ট প্রভৃতিতে সঙ্গীত উপভোগ করার জন্য পয়সা খরচ করে দলে দলে গিয়ে থাকে। তাছাড়া তাদের যুদ্ধকালে সঙ্গীত, আরাধনা কালে সঙ্গীত, খাওয়ার সময়ও সঙ্গীত শোনার দরকার হয়। আমাদের দেশেও সেরূপ যুগ ছিল যখন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সঙ্গীত ছাড়া চলত না। অবশ্য বর্তমানেও তা আছে কিন্তু ঢাক ঢোলের ধ্বনি কে ধ্বনি-তরঙ্গের সৃষ্টি করে তা কেবল সংস্কারে পরিণত হয়েছে বলেই ব্যবহার হয়, তা না হলে এতদিনে লোপ পেয়ে যেত।

ফরাসী দেশে সঙ্গীতের এত আদর যে তার আলোচনার জন্য সঙ্গীতের মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছাড়াও সাপ্তাহিক পত্রিকা পর্যন্ত ছাপা হচ্ছে। সেখানকার পাঠাগারগুলিতে নানা দেশের বিভিন্ন কালের সঙ্গীত ইতিহাসের বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ আছে। প্রায় প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সঙ্গীত বিভাগের common roomএ প্রত্যেক দেশের সঙ্গীতের বই, প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্র এবং গ্রামোফোন রেকর্ডের সংগ্রহ আছে—যাতে সঙ্গীত আলোচনার জন্য ছাত্রগণ সাহায্য পায় এবং নতুন আলোচনা ও নতুন সৃষ্টি করতে পারে।

যে দেশে এরূপ প্রসারশৃঙ্খলা ও সঙ্গীত-পিপাসুদের চেষ্টা আছে, তাদের দেশের সঙ্গীতের প্রাথমিক শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের গ্রহণ করায় আপত্তি হওয়া উচিত নয়। বিশেষতঃ যখন আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক দেশের সঙ্গীতের উপাদানই এক। সেজন্য কোমলমতি বালক-বালিকাগণকে সঙ্গীত শিখাবার জন্য সে দেশের শিক্ষকগণ তাদের এতকালের অভিজ্ঞতালব্ধ যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকে, সে-পদ্ধতি আমাদের গ্রহণযোগ্য। আমাদের দেশে বর্তমানে সঙ্গীত শিক্ষার কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ও পদ্ধতি নাই। বাংলা দেশে সঙ্গীত শিক্ষার যেরূপ প্রসার বাড়ছে তাতে ওরূপ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি করা অত্যন্ত দরকার, কারণ কম সময়ে অনেক বেশী জ্ঞান লাভ সে পদ্ধতির একটি বিশেষত্ব।

আমাদের রাগরাগিণীর হুবহু সুর অনুরণন পাশ্চাত্য সঙ্গীতে নাই। কিন্তু তার কাঠামো পাওয়া যায় এবং সঙ্গীতের ভাষা বলতে আমরা যা যা বুঝি, ভারতীয় সঙ্গীতকে যাচাই করার ও বুঝাবার মত ভাষার উপকরণ তাদের আছে। সেজন্য রাগরাগিণীর কঙ্কালকে বুঝাতে ভারতীয় সঙ্গীত বিজ্ঞান একেবারে ব্যবহার না করেও পাশ্চাত্য সঙ্গীত বিজ্ঞানের সাহায্যে অর্থাৎ intervals দিয়ে যেভাবে সঙ্গীতকে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে সেভাবে আমরা আমাদের রাগরাগিণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্যভাবে বুঝতে পারি—তাতে ভারতীয় সঙ্গীতের রূপ একটুও নষ্ট হবে না। ফরাসী সঙ্গীত, জার্মান সঙ্গীত, রুশ সঙ্গীত প্রভৃতির ভাষা

এক হলেও তাদের সঙ্গীতের সুর রচনা পদ্ধতি বা সুর অনুসরণ বিভিন্ন। আমেরিকার বা স্পেনের নৃত্যসঙ্গীত আলাদা—সূক্ষ্ম বিভাগ করে দেখতে গেলে তা ই দেখা যায়। আমরা যে সঙ্গীতকে পাশ্চাত্য সঙ্গীত বলে এক জাতিভুক্ত করি, তাদের দেশে তারা তাকে নানাবিধ জাতিতে বিভাগ করে থাকে। সঙ্গীত রচনার ভাষা এক হলেও সঙ্গীত শিক্ষার পদ্ধতি এক হলেও জাতিগত বৈশিষ্ট্য থাকবেই, তা নষ্ট হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যেও আমরা নানাবিধ শ্রেণী বিভাগ করে রেখেছি, কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞগণের কাছে সে সবই ভারতীয়।

আমরা, ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতকেই সকলে সম্মানের চক্ষে দেখুক, তা চাই। পাশ্চাত্যে কিন্তু এরূপ পক্ষপাতিত্ব কম। যার যে সঙ্গীত পছন্দ হয় সে সে-সঙ্গীতই শুনে, শিক্ষা করে। যারা অপেরা পছন্দ করে তারা প্রতি রাত্রে অপেরা শুনতেই যাচ্ছে, যারা concert পছন্দ করে তারা concert hall-এই যায়। তাদের আরাধনা সঙ্গীত প্রত্যেক সঙ্গীতজ্ঞই গাইছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গীতজ্ঞ যদি খেয়ালী হয় তবে আরাধনা সঙ্গীতে, অর্থাৎ ধ্রুপদ বা কীর্তনে, তার রেওয়াজ নেই বলে গাইবে না। এ পক্ষপাতিত্ব আমাদের মধ্যে এসেছে—ব্যক্তিগত কারণ ছেড়ে দিলেও—এক একটি শ্রেণীর সঙ্গীতের উৎকর্ষ বেশী হয়েছে বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন শ্রেণীর উৎকর্ষ হয় নাই বলে। কিন্তু সেদেশের সঙ্গীতজ্ঞগণ প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গীতকেই মনে প্রাণে সম্মান করে থাকে, তাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। তারা যে কোন কাঠামোকেই নূতনরূপ দিবার চেষ্টা করে ও তাদেরই পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভেসে থাকতে পারে। সেজন্য সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার সময় শিক্ষার্থীদের নৈতিক উন্নতিকর ব্যবস্থাও করা দরকার। বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গীত শিক্ষার একটি মাত্র পদ্ধতিই হওয়া উচিত এবং তার কাঠামো এখন হতেই করা কর্ত্তব্য।

গান

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘটক

আমি, জবা হয়ে ফুটব মাগো
সকল ফুলের মাঝে;
চরণে তোর ঠাঁই নেব মা
ঝরবো যখন সাঁঝে।

অঙ্গ আমার গন্ধ বিহীন,
ফুল-সমাজে তাই আমি হীন,
ঠাঁই না দিলে তোর পায়ে মা-
শুকিয়ে যাবো লাজে।

বহু আশায় হলেম মাগো
গাছের জবা ফুল;
দিনের শেষে দিস্ মা ঠাঁই
তোর ঐ চরণ মূল।

ধন্য আমি হ'বগো মা,
তোর পূজাতে লাগলে আমা,
আমি, সকল ফুলে হার মানায়ে
লাগলে মা তোর কাজে।

স্বরলিপি

লঙ্কাদহন (সারং)—ঝাঁপতাল

হায় তু প্রথম, তোকো সুমরৎ,
তোরি কুদ্‌রৎসে বনো সব জহান্‌।
তুহি রাজ, তুহি পাট, তুহি মহারাজ
দাতার করতার সাহব সুজান্‌॥

সংগ্রহ—ওস্তাদ মেহেদী হুসেন খাঁ

স্বরলিপি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

রাগ পরিচয় ঃ—লঙ্কাদহন সারং কাফি ঠাটের অন্তর্গত। গা কোমল ও দুই নি (জ্ঞ ণ ন) ধা বর্জিত।
আরোহী—র্সা রা মা পা ণা পা না র্সা। অবরোহী—ণা পা জ্ঞা মা রা সা। বাদী—রা। সমবাদী—পা।
"রা পা" ও "মা রা"র ব্যবহার বেশী হওয়ার দরুণ ইহার সারঙ্গ অঙ্গ ফুটিয়া উঠে।

আস্থায়ী

\+ ৩ ০ ১ + ৩

II সা সা | মা -রা মা | পা পা | ণা -মা পা I মা পা | র্সা -র্সা র্সা |

হা য় | তু ০ প্র | থ ম | তো ০ কো সু ম | র ০ ৎ |

০ ১ + ৩ ০ ১

ণা পা | পা জ্ঞা -জ্ঞা I -মা -মা | রা -া সা | সা রা | ন্‌া ন্‌া সা I

তো রি | কু দ ০ ০ ০ | র ৎ সে | ব নো | স ০ ব

\+ ৩ ০ ১

রা -মা | জ্ঞা -জ্ঞা -মা | -পা -রা | ন্‌া ন্‌া সা II

জ ০ | হা ০ ০ | ০ ০ | ০ ০ ন

অন্তরা

+ ৩ ০ ১ + ৩
II মা পা | ণা -পা ণা | ণা র্সা | র্সা -র্সা র্সা I ণা -ণা | র্সা -র্সা র্রা |
তু হি | রা ০ ম | তু হি | পা ০ ট তু ০ | হি ০ র |

০ ১ + ৩ ০ ১
র্সা -র্সা | ণা -ণা পা I ণা -র্সা | র্রা -র্রা র্রা | র্সা র্সা | র্সা -র্সা র্সা I
হা ০ | রা ০ ম দা ০ | তা ০ র | ভ র | তা ০ র

+ ৩ ০ ১
পা পা | মা -মা পা | মা -মা | -র্সা -র্সা র্সা II
সা হ | ব ০ হু | জা ০ | ০ ০ ন

সঙ্গীত পারিজাতঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আত তুর্য্যৌ দ্বিরাবৃত্ত্যা পুনস্তাবৎ ক্রমোত্তবেৎ।
ক্রমাদেবৈব হানাচ্চ নিকুঞ্জিতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৬৮

প্রথম ও চতুর্থ স্বরের মিলিত অবস্থায় দুইবার আবৃত্তি করিয়া পুনরায় আদি স্বর হইতে চতুর্থ স্বর পর্য্যন্ত স্বরগুলি আবৃত্তি করিবে। এক একটি স্বর ক্রমে বর্জ্জন করিয়া উক্ত নিয়মে অন্যান্য ক্রমগুলিও রচনা করিতে হইবে, ইহাকেই নিকুঞ্জিত অলঙ্কার বলে; যথা—সম সম সরিগম। রিপ রিপ রিগমপ। গধ গধ গমপধ। মনি মনি মপধনি। পস পস পধনিস। ইতি নিকুঞ্জিতঃ ॥ ২৬৮

আদ্যস্বরঃ ক্রমাৎ সর্ব্বান্ স্পৃশয়েৎকৈক মারভেৎ।
অলঙ্কারস্ত শ্যেনঃ স্যাদনিবদ্ধঃ সুখপ্রদঃ ॥ ২৬৯

যে অলঙ্কারে প্রথম স্বরটি পরবর্ত্তী সমস্তগুলি স্বরের এক একটি স্পর্শ করিয়া ক্রমে চলিতে থাকে, তাহাকেই শ্যেন অলঙ্কার বলে। এই অলঙ্কার অনিবদ্ধ গীতিতে নিবদ্ধ হইলে সুখদায়ক হইয়া থাকে; যথা—

সরি সগ সম সপ সধ সনি সস।
রিগ রিম রিপ রিধ রিনি রিস।
গম গপ গধ গনি গস।
মপ মধ মনি মস।
পধ পনি পস।
ধনি ধস।
নিস।

ইতি শ্যেনঃ ॥ ২৬৯

সরী রিগৌ গমৌ চেতি ক্রমাখ্যালঙ্কৃতি ক্রমঃ ॥ ২৭০

'সরি রিগ গম' ইহাই ক্রম নামক অলঙ্কারের প্রথম ক্রম; অন্যান্য ক্রমগুলিও এই ভাবেই রচনা করিতে হবে; যথা—

সরি রিগ গম। রিগ গম মপ। গম মপ পধ। মপ পধ ধনি। পধ ধনি নিগ ॥ ইতি ক্রমঃ ॥ ২৭০

সগৌ সগৌ সরী গৌম ইতি ক্রমৌ যদা ভবেৎ।
উদ্‌ঘোটিতস্তদা জ্ঞেয় আন্দোলনেন শোভিতঃ ॥ ২৭১

যে অলঙ্কারের প্রথম ক্রম—সগ সগ সরি গম এইরূপ, অন্যান্য ক্রমগুলিও এই নিয়মে (অর্থাৎ সগ ইত্যাদি স্থানে রিম ইত্যাদি স্বর-বিন্যাস করিয়া) রচিত হয়, তাহাকে উদ্‌ঘোটিত অলঙ্কার বলে। এই অলঙ্কারের স্বরগুলি আন্দোলিত হইলে শোভন হইয়া থাকে; যথা—

সগ সগ সরিগম। রিম রিম রিগমপ। গপ গপ গমপধ। মধ মধ মপধনি। মনি মনি পধনিস ॥ ইত্যুদ্‌ঘাটিতঃ ॥ ২৭১

সগৌ রিগৌ সরী গোম ইতি ক্রমো যদা ভবেৎ।
রঞ্জিতঃ স্যাদলঙ্কারঃ করুণা তাল শোভিতঃ ॥ ২৭২

'সগরিগ সরিগম' এইরূপ স্বর-বিন্যাসে যে অলঙ্কারের প্রথম ক্রম রচিত হয়, এবং প্রথম ক্রমের সগরিগ ইত্যাদি স্বর স্থানে তৎপরবর্ত্তী (রিম গম ইত্যাদি) স্বর বসাইয়া দ্বিতীয়াদি ক্রম গঠিত হয়, তাহাকেই রঞ্জিত অলঙ্কার বলে। করুণা তালের সহিত এই অলঙ্কারের ব্যবহার শ্রুতিমধুর হইয়া থাকে; যথা—

সগ রিগ সরিগম। রিম গম রিগমপ।
গপ মপ গমপধ। মধ পধ মপধনি।
পনি ধনি পধনিস ॥ ইতি রঞ্জিতঃ ॥ ২৭২

সরি গারি গমা যত্র গরিসা রিগমা তথা।
সন্নিবৃত্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বদা সুখদায়কঃ ॥ ২৭৩

যে অলঙ্কারের প্রথম ক্রম 'সরি গরি গম গরি সরি গম' এইরূপ স্বর-বিন্যাসে রচিত, দ্বিতীয়াদি ক্রমগুলি প্রথম ক্রমের 'সরি' ইত্যাদি স্থানে পরপর স্বর-বিন্যাসে রচিত হয়, তাহাকে সন্নিবৃত্ত অলঙ্কার বলে; যথা—

সরি গরি গম গরি সরি গম। রিগ মগ মপ মগ রিগ মপ। গম পম পধ পম গম পধ। মপ ধপ ধনি ধপ মপ ধনি। পধ নিধ নিস নিধ পধ নিস ॥ ইতি সন্নিবৃত্তঃ ॥ ২৭৩

সন্নিবৃত্ত স্বরৈরেব দ্বিগুণঃ সন্ প্রবৃত্তকঃ।

পূর্ব্বোক্ত সন্নিবৃত্ত অলঙ্কারের 'সরিগরিগম' ইত্যাদি স্বরসমূহ যে অলঙ্কারে দ্বিগুণ করিয়া ব্যবহৃত হয়, তাহাকে প্রবৃত্তক অলঙ্কার বলে (ইহার উদাহরণ সুগম বলিয়া প্রদর্শিত হইল না)।

বেণুঃ সম গমৈ জ্ঞেয়ঃ সরিগমৈ স্তথৈবচ ॥ ২৭৪

'সম গম সরি গম' ইহাই যে অলঙ্কারের প্রথম ক্রম, দ্বিতীয়াদি ক্রমগুলি পূর্ব্ববৎ পরপর স্বর-বিন্যাসে রচিত হয়, তাহাকে বেণু' অলঙ্কার বলে; যথা—

সমগম সরিগম। রিপমপ রিগমপ। গধপধ গমপধ। মনিধনি মপধনি। পসনিস পধনিস ॥ ইতি বেণুঃ ॥ ২৭৪

আদ্যং তুর্য্যং তৃতীয়ঞ্চ দ্বিরাবৃত্ত্য রিসৌ সরী।
গরী সরী গমৌ যত্র সুখদো ললিত-স্বরঃ ॥ ২৭৫

যে অলঙ্কারে প্রথম চতুর্থ তৃতীয় এই তিনটি স্বর দ্বিগুণ করিয়া ব্যবহার করিবার পর 'রিস সরি গরি সরি গম' এই স্বরগুলি বিন্যাস করিয়া প্রথম ক্রম রচিত হয়, দ্বিতীয়াদি ক্রমগুলি পূর্ব্ববৎ পরপর স্বর-বিন্যাসে গঠিত হয়, তাহাকে সুখদায়ক ললিত-স্বর অলঙ্কার বলে; যথা—

সস মম গগ রিস সরি গরি সরি গম।
রিরি পপ মম গরি রিগ মগ রিগ মপ।
গগ ধধ পপ মগ গম পম গম পধ।
মম নিনি ধধ পম মপ ধপ মপ ধনি।
পপ সস নিনি ধপ পধ নিধ পধ নিস ॥
ইতি ললিত-স্বরঃ ॥ ২৭৫

দ্বাভ্যাংদ্বাভ্যাং স্বরাভ্যাং যঃ সংবাদিভ্যাং সহুঙ্কৃতিঃ।

যে অলঙ্কারে দুইটি করিয়া সংবাদী স্বর দ্বিগুণ করিয়া চারিটি ক্রম রচিত হয়, তাহাকে হুঙ্কার নামক অলঙ্কার বলে; যথা—

সস পপ। রিরি ধধ। গগ নিনি। মম সস ॥
ইতি-হুঙ্কারঃ ॥

সমগরীত্যলঙ্কারে হ্লাদমানে স্বরা ইমে ॥ ২৭৬

যে অলঙ্কারে 'সমগরি' এই কয়টি স্বরদ্বারা প্রথম ক্রম রচিত, দ্বিতীয়াদি ক্রমগুলি পূর্ব্ববৎ পরপর স্বর-বিন্যাসে রচিত হয়, তাহাকে হ্লাদমান অলঙ্কার বলে ; যথা—

স ম গ রি। রি প ম গ। গ ধ প ম। ম নি ধ প।
প স নি ধ। ইতি হ্লাদমানঃ ॥ ২৭৬

আদ্যং তুর্য্যং ত্রিরাবৃত্ত্যা হ্যবলোকিতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
এবং সঞ্চার্য্যলঙ্কারা আরোহে চাবরোহিণি ॥ ২৭৭

যে অলঙ্কারের প্রথম ক্রম প্রথম ও চতুর্থ স্বরের ত্রিগুণ প্রয়োগে রচিত, দ্বিতীয়াদি ক্রমগুলি পূর্ব্বের ন্যায় পরপর স্বর-বিন্যাসে রচিত হয়, তাহাকে অবলোকিত অলঙ্কার বলে ; যথা—

সসস মমম। রিরিরি পপপ। গগগ ধধধ। মমম নিনিনি। পপপ সসস। এইরূপে আরোহে ও অবরোহে সঞ্চারী অলঙ্কার হইয়া থাকে ॥ ২৭৭

পুনঃ সপ্তচ গীতজ্ঞৈ রলঙ্কারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৭৮
ইন্দ্রনীলো মহাবজ্রো নির্ঘোষঃ সীর-কোকিলৌ।
আবর্ত্তকঃ সদানন্দ ইত্যেষাং লক্ষ কথ্যতে ॥ ২৭৯

গীতজ্ঞগণ আরও সাত প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকেন ; যথা—(১) ইন্দ্রনীল, (২) মহাবজ্র, (৩) নির্ঘোষ, (৪) সীর, (৫) কোকিল, (৬) আবর্ত্তক ও (৭) সদানন্দ। ইহাদের লক্ষণ বলা যাইতেছে ॥ ২৭৮-২৭৯

সরী গমৌ গরী যত্র সরি গরী সরি গমৌ।
ইন্দ্র-নীলঃ সবিজ্ঞেয়ো ধ্রুবতালেন শোভিতঃ ॥ ২৮০

যে অলঙ্কারের প্রথম ক্রম 'সরি গম গরি সরি গরি সরি গম' এই কয়েকটি স্বরে রচিত, অন্যান্য ক্রমগুলি পর পর স্বর-বিন্যাসে রচিত হয় এবং যে অলঙ্কার ধ্রুবতালের সংযোগে প্রযুক্ত হইলে শ্রুতিমধুর হয়, তাহাকে ইন্দ্রনীল অলঙ্কার বলে ; যথা—

সরি গম গরি সরিগরি সরিগম।
রিগ মপ মগ রিগমগ রিগমপ।
গম পধ পম গমপম গমপধ।
মপ ধনি ধপ মপধপ মপধনি।
পধ নিস নিধ পধনিধ পধনিস।
ইতীন্দ্রনীলঃ ॥ ২৮০

সরী গরী সরী যত্র সরী-গমৌ তথৈব চ।
অলঙ্কারো মহাবজ্রো মঠতালেন শোভিতঃ ॥ ২৮১

'সরি গরি সরি সরি গম' এই কয়েকটি স্বরের বিন্যাসে যে অলঙ্কারের প্রথম ক্রম রচিত, দ্বিতীয়াদি ক্রমগুলি পরপর স্বর-বিন্যাসে রচিত হয়, তাহাকে মহাবজ্র অলঙ্কার বলে। ইহা মঠতালে প্রয়োগ করিলে শ্রুতি-মধুর হইয়া থাকে ; যথা—

সরি গরি সরি সরিগম। রিগ মগ রিগ রিগমপ।
গম পম গম গমপধ। মপ ধপ মপ মপধনি।
পধ নিধ পধ পধ পধনিস। ইতি মহাবজ্রঃ ॥ ২৮১

সরী সরী গমা বিদ্ধি ক্রম এব যদা ভবেৎ।
নির্ঘোষঃ স্যা-দলঙ্কারো রূপকেণ সুশোভিতঃ ॥ ২৮২

'সরি সরি গম' ইহাই যাহার প্রথম ক্রম, দ্বিতীয়াদি ক্রমগুলি পরপর স্বর-বিন্যাসে রচিত, তাহাকে নির্ঘোষ অলঙ্কার বলে। রূপক-তালের সহযোগে এই অলঙ্কার সুশোভন হইয়া থাকে ; যথা—

সরি সরি গম। রিগ রিগ মপ।
গম গম পধ। মপ মপ ধনি।
পধ পধ নিস। ইতি নির্ঘোষঃ ॥ ২৮২

সরী ততঃ সরী গশ্চেৎ ততঃ সরী গমৌ তদা।
সীরাখ্যোঽয় মলঙ্কারো ঝম্পতালেন শোভিতঃ ॥২৮৩

'সরি সরিগ সরিগম' এই সকল স্বর-বিন্যাসে যাহার প্রথম ক্রম রচিত, দ্বিতীয়াদি ক্রমগুলি পরপর স্বর-বিন্যাসে

রচিত হয়, তাহাকে সীর নামক অলঙ্কার বলে। ঝম্প তালের সহযোগে এই অলঙ্কার শ্রুতিমধুর হয়; যথা—

স রি সরিগ সরিগম। রি গ রিগম রিগমপ।
গ ম গমপ গমপধ। ম প মপধ মপধনি।
প ধ পধনি পধনিস। ইতি সীরঃ। ২৮৩

সরীগশ্চ সরীগোম ইত্যেতৈঃ কলিকা ভবেৎ।
ত্রিপুটাখ্যেন তালেন কলিতঃ কোকিলো ভবেৎ। ২৮৪

'সরিগ সরিগম' এই কয়েকটী স্বরদ্বারা যাহার প্রথম কলিকা রচিত হয়, দ্বিতীয়াদি কলিকাগুলি পরপর স্বর-বিন্যাসে রচিত হয়, যাহা ত্রিপুট-তালে প্রযুক্ত হয়, তাহাকে কোকিল নামক অলঙ্কার বলে; যথা:—

সরিগ সরিগম। রিগম রিগমপ।
গমপ গমপধ। মপধ মপধনি।
পধনি পধনিস। ইতি কোকিলঃ। ২৮৪

সরী গরী সরী সশ্চ রিস্বরস্ত সরী গমৌ।
যত্রাদ্যা রুদ্রতালেন তমাবর্ত্তং বুধা জগুঃ। ২৮৫

'সরিগরি সরিসরি সরিগম' এই কয়েকটী স্বর দ্বারা যাহার প্রথম ক্রম রচিত, দ্বিতীয়াদি ক্রমগুলি পরপর স্বর-বিন্যাসে রচনা করিয়া যে অলঙ্কার রুদ্র-তালে প্রযোজ্য, তাহাকে আবর্ত্ত অলঙ্কার বলে; যথা—

সরি গরি সরি সরি সরিগম। রিগ মগ রিগ রিগ রিগমপ।
গম পম গম গম গমপধ। মপ ধপ মপ মপ মপধনি।
পধ নিধ পধ পধ পধনিস। ইত্যাবর্ত্তঃ। ২৮৫

সরিগমৈঃ সদানন্দো লঘুকালেন শোভিতঃ। ২৮৬

'সরিগম' এই চারিটি স্বরদ্বারা যাহার প্রথম ক্রম ও দ্বিতীয়াদি ক্রমগুলি পরপর স্বরদ্বারা রচিত হয় এবং লঘুকাল নামক তালে যাহা প্রযোজ্য, তাহাকেই সদানন্দ অলঙ্কার বলে; যথা—

সরিগম। রিগমপ। গমপধ। মপধনি। পধনিস।
ইতি সদানন্দঃ। ২৮৬

গীতোপযোগিনঃ সপ্ততালযুক্তাঃ প্রদর্শিতাঃ।
অলঙ্কারাঃ পুনঃ পঞ্চ রাগোপযোগিনঃ স্মৃতাঃ। ২৮৭
চক্রাকারো ধ্রবশ্চৈব শঙ্খঃ পদ্মনিভস্তথা।
বারিদশ্চেতি তেষাং হি লক্ষণঞ্চাপি কথ্যতে। ২৮৮

গীতের উপযোগী তালযুক্ত সাতটি অলঙ্কার প্রদর্শিত হইল। রাগের উপযোগী আরও পাঁচটি অলঙ্কার আছে, তাহাদের নাম ও লক্ষণ বলা যাইতেছে— (১) চক্রাকার, (২) ধ্রব, (৩) শঙ্খ, (৪) পদ্মনিভ ও (৫) বারিদ। ২৮৭-২৮৮

স্বরৈরিভিশ্চতুর্ভিশ্চ ষড়্জেনাপি ত্রিভী রিভিঃ।
চক্রাকারঃ স বিজ্ঞেয়শ্চক্র সাদৃশ্য রূপবান্। ২৮৯

চারিটি 'রি' স্বর, তৎপর 'স' স্বরযুক্ত তিনটি রি স্বরে যাহার প্রথম ক্রম রচিত, অন্যান্য ক্রমগুলি পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বোক্ত স্বরসমূহের স্থানে পরপর স্বর বিন্যস্ত করিয়া রচিত হয়, তাহাকে চক্রাকার অলঙ্কার বলে। ইহার রূপ চক্রের সদৃশ; যথা—

রিরিরিরি সরিরিরি। গগগগ রিগগগ।
মমমম গমমম। পপপপ মপপপ।
ধধধধ পধধধ। নিনিনিনি ধনিনিনি।
সসসস নিসসস। ইতি চক্রাকারঃ। ২৮৯

ক্রমাৎ সর্ব্বান্ স্বরানুক্ত্বা ত্যক্ত্বাদ্যমেকৈক স্থানতঃ।
অলঙ্কারো ধ্রবো নাম প্রকাশিতো হনুমতা। ২৯০

যথাক্রমে আরোহ ও অবরোহে সমস্ত স্বর উচ্চারণ করিয়া যাহার প্রথম ক্রম রচনা করিতে হয়, দ্বিতীয়াদি ক্রম রচনাকালে আরোহের অন্ত্যস্বর ও অবরোহের প্রথম স্বর ত্যাগ করিয়া চলিতে হয়, তাহাকেই ধ্রব অলঙ্কার বলে। ইহা হনুমানের আবিষ্কৃত; যথা—

স রি গ ম প ধ নি স—নি ধ প ম গ রি স।
স রি গ ম প ধ নি—ধ প ম গ রি স।
স রি গ ম প ধ—প ম গ রি স।
স রি গ ম প—ম গ রি স।
স রি গ ম—গ রি স।
স রি গ—রি স।
স রি—স।
ইতি জবঃ।
॥ ২৯০ ॥

দীর্ঘান্ত্যন্ত দ্বিরাবৃত্তি রূপাস্তৌ তদধঃ স্বরৌ।
যত্রৈতে স্বর-সন্দর্ভাঃ শঙ্খো জ্ঞেয়ো মনীষিভিঃ ॥ ২৯১

যে অলঙ্কারের অবরোহ ক্রমের অন্তিম স্বরটিকে দীর্ঘরূপে দুইবার আবৃত্তি করিয়া তন্নিম্নবর্ত্তী দুইটি স্বরের একবার করিয়া আবৃত্তি করিতে হয়, অন্যান্য ক্রমগুলি প্রথম ক্রম-ব্যবহৃত স্বরগুলি স্থানে তৎপরবর্ত্তী স্বরসমূহ বিন্যস্ত করিয়া রচিত হয়, তাহাকে শঙ্খ অলঙ্কার বলে; যথা—

সাসা নিধ। নীনী ধপ। ধাধা পম।
পাপা মগ। মামা গরি। গাগা রিস ॥
ইতি শঙ্খঃ। ২৯১

সরী ষড়্‌জ ত্রয়ংরিশ্চ পদ্মাকারেঽত্র গত্রয়ম্ ॥ ২৯২

'স রি স স স রি গ গ', এই স্বরগুলিতে যাহার প্রথম ক্রম রচিত, দ্বিতীয় প্রভৃতি অন্যান্য ক্রমগুলি পরপর স্বর-বিন্যাসে রচিত হয়, তাহাকেই পদ্মাকার অলঙ্কার বলে; যথা— সরি সসস রিগগ। রিগ রিরিরি গমম।

গম গগগ মপপ। মপ মমম পধধ।
পধ পপপ ধনিনি। ধনি ধধধ নিসস ॥
ইতি পদ্মাকারঃ। ২৯২

আদ্যং স্বরং সকৃৎ প্রোচ্য ত্রিরাবৃত্ত্যাচ সপ্তমম্।
বাদিরঃ স্যাদলঙ্কারঃ ক্রমা দেকৈক-হানতঃ ॥ ২৯৩

প্রথম স্বরটি একবার উচ্চারণ করিয়া সপ্তম স্বরটি তিনবার আবৃত্তি করিলে যাহার প্রথম ক্রম রচিত হয়, দ্বিতীয়াদি ক্রম রচনাকালে প্রথম স্বর প্রথমে বিন্যাস করিয়া এক এক স্বর বর্জ্জন পূর্ব্বক ষষ্ঠ প্রভৃতি স্বরের তিনবার আবৃত্তি করিতে হয়, তাহাকে বাদির অলঙ্কার বলে; যথা—

স নিনিনি। স ধধধ। স পপপ।
স মমম। স গগগ। স রিরিরি। স সসস ॥
ইতি বাদিরঃ ॥ ২৯৩

ইতিসর্ব্বেঽপ্যলঙ্কারাঃ অষ্টষষ্টিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৯৪
অলঙ্কারাদ্ বিনা রাগা বিস্তারং নাপ্নুবন্তি হি।
এতৈঃ কৃত্বা প্রগাতৄণাং স্বর তাল প্রবীণতা ॥ ২৯৫

এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ আটষট্টি অলঙ্কার কথিত হইল। অলঙ্কার ব্যতিরেকে রাগসমূহ বিস্তৃতি লাভ করে না, এই অলঙ্কারসমূহের প্রয়োগ-নৈপুণ্যেই শ্রেষ্ঠ গায়কগণের স্বর ও তালে প্রবীণতার পরিচয় হয় ॥ ২৯৪-২৯৫

অলঙ্কারাশ্চ রাগেষু ত্রিবিধেষু ত্রিধা মতাঃ।
তত্রৈতে মেল-ভেদেন হ্যনন্তাঃ শাস্ত্র-সম্মতাঃ ॥ ২৯৬

তিন প্রকার রাগে অলঙ্কার সমূহ তিন প্রকার। মেল-ভেদে এই অলঙ্কার অনন্ত বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে।

—— ক্রমশঃ

স্বরলিপি

মিশ্র বাগেশ্রী—একতালা

মোর মন্দিরে বৃথা বন্দিনু কারে
বন্দনা গীত গাহি'।
কতো পূর্ণিমা রাতি ব্যর্থ হয়েছে
তবু তো বিরতি নাহি।

আরতি তোমার করেছি নিত্য,
চিত্ত নিঙাড়ি' সেজেছি রিক্ত,
ঝরি' শেফালিকা শূণ্য মালিকা
আঁখি তবু পথ চাহি।

হে পাষাণ, ওই পূজা বেদীতল
নিয়েছে আমার কতো আঁখিজল!
আজি, নিরাশা-সায়র পার হয়ে এসো
স্বপনের তরী বাহি'।

জীবন মরণ দুই হল ভার,
অসাধ্য সাধন দেয় না ক' পার,
ওহে সুন্দর, তুমি কাণ্ডারী
তোমারে হেথায় চাহি॥

কথা—শ্রীজগদীশচন্দ্র পাল

স্বরলিপি—কুমারী নিবেদিতা ঘোষ

০	১	+	৩
{র্সা II ধা -র্সা র্সা	ণা ধা ধা	মপা -মপধা ধা	মজ্ঞা রা সা I
মোর ম ন্ দি	রে বৃ থা	ব০ ০০ন্ দি	নু০ কা রে
সরা -সরজ্ঞা রা	সা ধ্‌া ণ্‌সা	সমা -ধা -ণা	ধণা -ধণর্সা} সা I
ব০ ০০ন্ দ	না গী তি০	গা ০ ০	হি০ ০০০ কতো
সা -রজ্ঞা রা	সা ধ্‌া ণ্‌ণ্‌	র্সা -মা মা	মা মা মা I
পূ ০র্ ণি	মা রা তি	ব্য ০ র্থ	হ য়ে ছে
মা ধা ধা	ণা ধা -া	মা -ধা -ণা	ধণা -ধণর্সা র্সা II
ত বু তো	বি র তি	না ০ ০	হি০ ০০০ মোর

	০	১	+	৩	
II	মা মা মা	ধা ধা -ধণা	ধণা ধণর্সা র্সা	র্সা -া র্সা	I
	আ র তি	তো মা ০র	ক০রে০০ ছি	নি ০ ত্য	
	জী ব ন	ম র ০ণ	ছু০০০ই হ	ল ভা র	

	০	১	+	৩	
	র্সা -া র্সর্রা	র্সা ণা ধা	ধা ধণা পধা	ণা -া ণা	I
	চি ০ ন্ত০	নি ভা ড়ি	সে জে০ ০ছি	রি ক্ ত	
	অ সা ধা০	সা ধ ন	দে য় ০ ০না	ক পা র	

	০	১	+	৩	
	ণর্সা র্সর্মা র্মা	র্জ্ঞা র্রা র্সা	র্সা -র্রা র্সা	ধর্সা ণা ধা	I
	ঝ০ রি০ শে	কা লি কা	শূ ০ ন্য	মা০ লি কা	
	ও০ হে০ য়	ন্ দ র	০ তু মি	কা০ ণ্ডা রী	

	০	১	+	৩	
	মা ধা ণা	ধা ধা ধা	মা -ধা -ণা	ধণা ধণর্সা -া	II
	আঁ খি ভ	বু প থ	চা ০ ০	হি০ ০০০ ০	
	তো মা রে	হে থা য়	চা ০ ০	হি০ ০০০ ০	

	০	১	+	৩	
II	সা সরা রা	-রা রা -া	সরা রপা পমা	জ্ঞা জ্ঞা -া	I
	হে পা০ বা	ণ ও ই	পূ০ জা০ বে০	দী ত ল্	

	০	১	+	৩	
	রা রজ্ঞা জ্ঞা	রা সা -া	সরা রমা মপা	মপা পা -া	I
	নি ন্দে০ ছে	আ মা র	ক০ তো০ আঁ০	খি জ ল্	

	০	১	+	৩	
	মা মপধা ধা	ধা ধা ধা	ণা -া ণা	ধণা ধা পা	I
	নি রা০০ শো	সা গ র	পা র হ	য়ে০ এ সো	

	০	১	+	৩	
	পা মা পধা	-পা মা গা	গা -া মা	-া -া -া	II
	ব ০ধ সে০	র ত রী	বা ০ হি	০ ০ ০	

স্বরলিপি

মঙ্গল—তেতালা

সুদিন ভইলয়ে আজ মেরো।
পিয়া তুমকো দরশ পায়ো ॥
শ্যাম সুন্দর বর, তুম গুণ সাগর
সব লোগ যশ গায়ো ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—অন্ধগায়ক শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায়

ভৈরব ও বিভাসের মিশ্রণে মঙ্গলের উৎপত্তি।
খাড়ব সম্পূর্ণ জাতি, ধ বাদী, গা সংবাদী, নি বিবাদী, ঋ কোমল, অবরোহণে ন বর্জ্জিত।

আস্থায়ী

```
    ০                  ১                          ২´                   ৩
II {গা মা গা ঋা | সঋা -মগা -মধা পধা | ধা  -া  -া  (পা | -ধা মধা পা  মা)} | পা I
    সু দি ন  ভ  | ই০   ০০   ০০  ল০  | য়ে  ০   ০   আ  | ০  জ০  মে  রো  | আ

 ৩                       ০                     ১                 ২´
-ধা ধর্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা ণধা ণা | ধা  পধা পা  মা | মধা -পমা -পমা -পমা |
 ০  জ০   মে  রো     পি  য়া  তু০  ম  | কো  দ০  র   শ  | পা০  ০০   ০০   ০০  |

 ৩
-পঋা -সঋা -মগা -ঋসা II
 ০০   ০০   ০০   ০০
```

অন্তরা

```
    ০                   ১                   ২´                  ৩
II {পগা -মপা ধা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্ঋা র্মা র্গা | র্ঋা র্সা না ধা} I
    শ্যা০    ম   সু  | ন্দ  র   ব   র   | গু  ণ   সা  ০   | গ   র   তু  ম

 ০                   ১                ২´                     ৩
পা  ধা  পধা -র্সা | ণধা -না ধা পা | মধা -পমা -পমা গমা | -পঋা -সঋা -মগা -ঋগা I
স   ব   লো০  ০   | গ০   ০  য  শ  | গা০  ০০   ০০  য়ো০  | ০০   ০০   ০০   ০০
```

ভান

২´ ৩

১। সঋা মগা মধা পধা | র্সর্গা ঋ´র্গ´া নধা পমা I

আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

২´ ৩

২। গমা ধধা পধা পমা | গমা গঋা সঋা গমা I

আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

২´ ৩ ০

৩। সঋা মগা মা ধপা | ধা -া -া -া I পধা র্স´া -া না |

আ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০

১ ২´ ৩

ধনা ধা পা মা | গমা ধা পা মা | গমা পা ঋা সা I

০০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০

০ ১ ২´

৪। র্স´না ধনা ধা পা | মা ধপা ধা -া | পধা পা মপা মা |

আ০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০

৩

গমা পা ঋা সা I

০০ ০ ০ ০

মৃদঙ্গ-বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে৴ (সুবোধবাবু)

ঝাঁপতাল

\+ ১

৪২৯। কৎ ধাঘেনে দেএন্‌তা কেটেতাগ ঘেঘে

০ ২ + ১

দী ৺তা কতা ঘেনে ধেৎ ধা আনে দেৎ

০ ২ + ২

ধাআ ৺কড়ানে ধা ঘেটে তাকা গদিঘেনে

০ ২

ক্রান ক্রান ধাগেৎ থুউন্না—কতা ঘেঘে

\+ ২ ০

দ্রেগেনে তাগ কতা গদ্দিগ্রাণ ঘেড়েনাক

২ +

তেরেকেটে কতা গ্রাণ তাক ধা

\+ ১ ০ ২
৪৩০। ঘেঘেৎ দিঘেনে ক্রান্না ধাগেৎ থুউন্না কত্তা

\+ ১ ০
ঘেঘে, ঘেত্রেকেটে তাগ ক্রেধেন্নে কৎ ঘেনাক

২ + ১
দিঘেনে কত্তা ঘেঘে, তাকৎ ৺তাগেনে

০ ২ + ১
কৎ ৺তাআনে কৎ ধেরেকেটে কৎ তেরেকেটে

০ ২
কৎ ধা তেরেকেটে কৎ ধা তেরেকেটে

\+
কৎ ধা

\+ ১ ০
৪৩১। দিঘেৎ তা তেটে দেৎ ত্রেগে ধাআনে

২ + ১
কৎ ধাগেনে কৎ ঘেঃতটে তেটে তেটে

০ ২ +
থুন কত্তাৎ ধাগেনে ধেত্তা কড়ান থুকেটু

১ ০ ২
দিঘেনে তাগে নান্ তেরেকেটে তাগ ঘেএনে

\+ ১ ০
ধেএনে ধা ত্রেগে থুউন্ কত্তান্ তাগে তানেন্না

২ +
কৎ ক্রান ধা

\+ ১ ০ ২
৪৩২। তাকৎ ধেনে ঘেনান্ ঘেঘেদি ধাকৎ ধা

\+ ১ ০ ২
দেৎ থুগা কত্তেটে ঘেনান্ থুউন্না ক্রেধেৎ

\+ ১ ০
ধা ধা, থুউন ক্রাআনে কত্তা কত্তাত্তা

২ + ১
ধা ধা ধাআ, নান্ তেটে ত্রেগেনে দে ঘেঘে

০ ২ +
ঘেনাদ্দে ধা ধা ধা ধা

ফু-আড়ি

\+ ২ ০
৪৩৩। ধাত্তেটে তাগেনে কত্তা ঘেঘে গেড়ে গেড়ে

৺ + ১
থুন ৺তাগেনে তা, ধা ধা তাকেটে ধেএন্নে

০ ২ + ১
ঘেঘে দিইতা কত্তা দেৎ, ধা ধা ধাকেটে

০ ২
তাকেটে কত্তা ঘেড়েনাক তেরেকেটে দেৎ

\+ ১
থুউন্া, ধা ধা ধা ধা ঘেঘেৎ দিঘেনে

০ ২ +
দিঘেনে থুঃকেটে তাকেটে নাগেনে নান ধা

পড়াল

\+ ১ ০ ২
৪৩৪। কত্তা কৎ কৎ তেটে কদেত্তা কেটে তাগ

\+ ১ ০
তা, কত্তেটে কত্তেটে কত্তা কঅৎ ক্রান্না

২ + ১
কত্তা ক, দেগে তেটে দেগে তেটে

০ ২ +
দিঘেনে তা তাগ দিগ দেৎ, দিঘেত্তেটে

১ ০ ২ +
দিঘেড়ান দিঘেন্নে দেৎ দেৎ, থুন তেটে

১ ০ ২ +
থুন থুন কৎ থুন্ থুন্ থুন্ থুন্ কত্তা

১ ০ ২
থুন ত্রেগে থুন থুকেটে থুকেটে কত্তাথুন,

\+ ১ ০ ২
নান্তেটে নানা কত্তা নাগেনে নাগেনে নান্

\+ ১ ০ ২
নাগেনে নাত্তা কেটে তাগ নাঘেনে নাঘেনে

\+
নাঘেনে ধা

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

দরবারী তোড়ী—তেতালা

(খ্যাল)

গৌয়নকে রখওআ,
তো ক্যা জানো লাল।
জিয়মে চাহনী বসকর রখা হ্যায়,
হমসে সুঝনা তুম আপনা গরজে ॥

অচপল। স্বরলিপি—গীতসাগর শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

০ | ১ | ২´ | ৩
‖ সা দা দা দা | পাঃ -পঃ -জ্ঞা মপা | মাঃ -দদঃ -মা -জ্ঞা | -া -া ঋা সা ‖
‖ গ উ য় ন | কে ০ ০ রখ | ওআ ০০ ০ ০ | ০ ০ তো ক্যা

০ | ১ | ২´ | ৩
-ন্সা -দ্া ন্া -া | া -সা -ঋা -জ্ঞা | ঋজ্ঞা -মদা -মা -জ্ঞা | ঋজ্ঞা -পমা -জ্ঞঋা -সন্া |
০০ ০ জা ০ | ০ ০ ০ ০ | নো০ ০০ ০ ০ | লা০ ০০ ০০ ০০ |

০
সাঃ সঃ দা দা ‖
ল "গ উ ন" ‖

০ | ১ | ২´
| {পপা -মা নদা -া | র্সা -না -র্সর্সা র্সা | দদা নর্সা জ্ঞর্ঋা -র্সর্সা |
| জিয় ০ মেঁ ০ | চা ০ ০হ নী | বস কর রখা ০০ |

৩ | ০ | ১
দনা -দর্ঋা -নদা -পমপা} | জ্ঞমা দর্সা ঋর্জ্ঞা ঋর্সা | না দা মা -জ্ঞা |
হ্যা০ ০০ ০০ ০০য় | হম সেসু ঝনা তুম | আ প না ০ |

২´ | ৩ | ০
ঋজ্ঞা -মদা -র্সনা -দপা | মদা -মজ্ঞা -ঋজ্ঞা -ঋসা | -ন্ঃ -সা সঃ দদা দা ‖
গর ০০ ০০ ০০ | জে০ ০০ ০০ ০০ | ০ ০ "গ উন ন" ‖

তান—

২´ ৩ ০
১। দদা ননা দপা মপা | জ্ঞমা দদা মজ্ঞা ঋসা | ন্ঃ সা সঃ দদা দা |
আ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ "গ উর ন"

২´ ৩ ০
২। র্স র্স দনা র্স জ্ঞ ঋ র্স | নদা পমা জ্ঞঋা সন্া | সাঃ সঃ দ্দ্া দ্া |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ "গ উর ন"

১ ২ ৩´
৩। ন্সা জ্ঞজ্ঞা ঋজ্ঞা ঋসা | জ্ঞজ্ঞা দদা মদা মজ্ঞা | মদা ননা দনা দমা |
আ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

০ ১ ২´
দনা র্সর্সা নর্সা নদ | নর্সা জ্ঞজ্ঞা ঋজ্ঞা ঋর্সা | নঋা র্সনা দপা মদা |
০০ ০০ ০০ ০০ আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

ননা দপা মজ্ঞা ঋসা | নঃ সা সঃ দদা দা |
০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ "গ উর ন"

আলাপী তান—

০ ১ ২´ ৩
৪। ন্দ্া ন্সা ঋা -া | -া -া সন্া সা | জ্ঞা -া -া -া | ঋা জ্ঞা ঋসা ন্সা |
আ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০

০ ১ ২´ ৩
দা -া মদা মজ্ঞা | মা -া -া দনা | দমা জ্ঞা -া -া | ঋজ্ঞা ম্দা ঋজ্ঞা ঋসা |
আ ০ ০০ ০০ আ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ আ০ ০০ ০০ ০০

০
ন্ঃ সা সঃ দদা দা |
০ ০ "গ উর ন"

অন্তরার তান।

	০				১				২´				
৫।	দর্সা	ঋর্জ্ঞা	-া	-া |	ঋ́াঃ	জ্ঞ́ঃ	ঋর্সা	নর্সা |	দনা	দর্সা	নঋ́া	ঋর্জ্ঞা |
	আ০	০০	০	০	০	০	০০	০০	০০	৩০	০০	০০

৩			
ঋর্সা	নদা	র্সা	া |
আ০	০০	০	০

বাঁট

	২´				৩					০			
৬।	ন্সা	জ্ঞজ্ঞা	ঋজ্ঞা	ঋপা |	ঋজ্ঞা	ঋঃ	দা	না	দঃ |	ঋজ্ঞা	ঋসা	·সদ্া	দ্দ্া |
	গউ	রন	কে০	রথ	বা০	তো	ক্যা	জা	নো	লা০	০ল	গউ	রন

	২´				৩					০			
৭।	দর্সা	ঋর্জ্ঞা	ঋ́া	নদা |	ঋজ্ঞা	ঋদা	ঋ́ঃ	না	দঃ |	জ্ঞজ্ঞা	ঋসা	সদা	দদা |
	গউ	রন	কে	রথ	বা০	তো	ক্যা০	জা	নো	লা০	০ল	“গউ	রন”

রাগ কুসুম

প্রফেসার কাদের বক্স

বক্ষ্যমান প্রবন্ধের বিষয় একটি প্রাচীন ও অপ্রচলিত রাগের পরিচয় প্রদান করা। রাগটির নাম কুসুম অথবা কুসুম্ভ। ফুলের নামে চারটি রাগের নাম পাওয়া যায়, যথা— চম্পক, যুঁই, হরশিঙার ও কুসুম; কুসুম এই শেষোক্ত রাগটী। সাদেক আলি খাঁ সাহেবের গ্রন্থে ৮০ পৃষ্ঠায় এর কেবলমাত্র নাম আছে। বাংলা ভাষায় একখানি পুরোণো গ্রন্থেও এর নাম পেয়েছি। রাগটী বিশ্লেষণ করতে যেটুকু বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দরকার এবার সংক্ষেপে তারই অবতারণা করছি। কুসুম কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত ঔড়ব সম্পূর্ণ রাগ। জাতি মহা-সঙ্কীরণ—কারণ এর গঠনে রাগেশ্রী, হিণ্ডোলী ও কুমারী রাগিণীর রূপ আছে এবং এই ক'টি রাগ মিলিত হ'য়ে কুসুম রাগের একটি অভিনব মূর্ত্তি হয়েছে—যেটা অপূর্ব্ব এবং সুন্দর। শালঙ্ক বা সঙ্কীর্ণ রাগ রাগিণীর সাধারণতঃ দু'রকম বিশেষ রূপের প্রকাশ হ'য়ে থাকে—প্রথম:—আরোহী এক রাগের অবরোহী অন্তরাগের এ ক্ষেত্রে দুটী রাগের রূপ প্রকাশ পেয়ে থাকে।

দ্বিতীয় :—মিশ্রণের ফল হয় এই যে প্রকাশের সময় একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকাশ পেয়ে থাকে। যেমন তিলক-কামোদ—তিলং এবং কামোদ মিশ্রণে উৎপন্ন হলেও এর সম্মিলিত রূপ তিলং এবং কামোদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কুসুম রাগের মূর্ত্তি ও এই শেষোক্ত শ্রেণীর এবং এর বিভিন্ন অঙ্গে এর অন্তর্নিহিত রাগগুলির রূপ প্রকাশ থাকে।

আরোহী অবরোহীর সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করছি। আরোহী—সা মা গা মা ধা না র্সা; ঔড়ব, রে ও পা বর্জ্জিত। অবরোহী—র্সা না ধা পা মা হ্মা মা গা রা সা (সম্পূর্ণ) দুই মধ্যমের বৈচিত্র্য—শুদ্ধ মধ্যম ও কড়ি মধ্যম পর পর ব্যবহার হয় তবে কড়ি মধ্যম লাগানোর পর আরোহণ কোন মতেই হ'তে পারে না—যেমন গা মা তারপর হ্ম তারপর পা বা ধা হতে পারে না—আবার অবরোহণে—হ্মা মা গা রা সা। পূর্ব্বাঙ্গ মা গা রা সা এবং উত্তরাঙ্গ মা ধা না। অঙ্গ সম্বন্ধে এইবার একটু আলোচনা করবো :—অঙ্গ দু'টী পূর্ব্বাঙ্গ এবং উত্তরাঙ্গ, পূর্ব্বাঙ্গ সা রে গা উত্তরাঙ্গ পা ধা নি মা মধ্যস্থে; দুটী অঙ্গকে যোগ করছে। বাদী পূর্ব্বাঙ্গে থাকলে সম্বাদী উত্তরাঙ্গে থাকবেই, কারণ বাদী সম্বাদীতে সা-মা কিংবা সা-পা এর শ্রুতির দূরত্ব থাকবেই। বাদী পূর্ব্বাঙ্গে থাকলে তাকে পূর্ব্বাঙ্গ এবং উত্তরাঙ্গে থাকলে উত্তরাঙ্গ রাগ বলা হয়। ভূপালী, টোড়ী পূর্ব্বাঙ্গ এবং দেশকার সোহিনী ইত্যাদি উত্তরাঙ্গ রাগ। যদি ভূপালীর উত্তরাঙ্গ প্রবল করা যায় তাহলে দেশকার হয়ে যাবে। তেমনি উত্তরাঙ্গ প্রবল আড়ানাকে উদারায় বিস্তার করলে এবং পূর্ব্বাঙ্গ প্রবল করলে দরবারী কানাড়ার সঙ্গে পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু যদি বাদী মধ্যম হয় তাহলে পূর্ব্বোক্ত কোন নিয়মই খাটিবে না। মা বাদী হলে তিনঅঙ্গ, দু'অঙ্গ এবং এক অঙ্গেই রাগ নির্মিত হতে পারে—যেমন মালকোষ তিন অঙ্গ, কেদারা দু অঙ্গ—এবং গারা কানড়া এক অঙ্গ। আবার বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে বিশেষ যোগ আছে বলেই অঙ্গ সম্বন্ধে এটুকু বললাম। কুসুম রাগের বাদী মা, সম্বাদী সা তিন অঙ্গই সমান। গ্রহ মা, ন্যাস ধা। রস—শান্ত ও করুণ। গাইবার সময় রাত্রি প্রথম প্রহর।

কুসুম রাগের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব বিষয়ই সংক্ষেপে বলেছি এইবার এই রাগের সমজাতীয় কয়েকটী রাগের সম্বন্ধে এর প্রভেদ দেখিয়ে আজকের মত বিদায় নেব।

হিণ্ডোলী, কেদার-হিণ্ডোল, রাগেশ্রী, কঙ্কণ, শোভাবতী, বেলাবল ঠাটের দুর্গা, শ্রীশঙ্কর ও মালগুঞ্জ—এরাই কুসুমের সমজাতীয় রাগ এবং এদের সঙ্গে যে পার্থক্য, তা এইবার দেখাচ্ছি।

(১) কুসুমের অবরোহণেও রে পা বর্জ্জন করলে হিণ্ডোলী হবে।

(২) যদি এর বাদী সম্বাদী যথাক্রমে গা ও ধা করা হয় এবং অবরোহণ গা মা রা সা করা হয় তবে কেদার-হিণ্ডোল হ'বে।

(৩) যদি এর হ্ম ও প বর্জ্জন করা হয় এবং কোমল নিখাদ দেওয়া হয় তাহলে রাগেশ্রী হ'বে।

(৪) যদি রে একেবারেই বর্জ্জন করা হয় তাহ'লে কঙ্কণ রাগ হ'বে।

(৫) যদি এর রে, পা ও হ্ম বর্জ্জন করা হয় তাহলে শোভাবতী হবে।

(৬) যদি এর রে পা ও হ্ম মধ্যম বর্জ্জন করা হয় এবং কোমল নিখাদ দেওয়া হয় তাহ'লে বেলাবল ঠাটের দুর্গা হ'বে।

(৭) যদি এতে হ্ম না দেওয়া হয় ও কোমল নি দেওয়া হয় তাহলে শ্রীশঙ্কর হবে।

(৮) যদি এতে হ্ম না দেওয়া হয়, কোমল নি ব্যবহার করা হয় ও বাদী সম্বাদী যথাক্রমে গা ও ধা করা হয় তবে মালগুঞ্জ হবে।

এই কটি রাগের সঙ্গে পার্থক্য দেখাইয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। কুসুম রাগের রূপটি প্রকাশের জন্যে নিয়ে একখানি গানের স্বরলিপি দিলাম।

কুসুম—তেতালা

```
     ০                      ১                    +                       ৩
II  । নর্সা নর্সর্রা র্সর্রা | না  -ধা  পা  -মা | -া  গমা গমজ্ঞা মা | পা -রসা ন্সা মা I
    ০ ছা০ ০০০   জো০     | যা   ০   যা   ০   | ০  জাগা কি০০ধ    | রে ০০ যা০ না

    -া  মগা  রসা  সা | সা -ন্ধ্া -া ধ্ন্া | -া  সসা  মা  -া | ধনা র্সনা -ধা -া I
    ০  জা০ নো০  স  | যা  ০০   ০  একা  | ০  পালা কি  ০   | যা০ পানা ০  ০

    া  ধা  ধা  ধা | মধা -নর্সা -র্সা র্সা | -া র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা -া II
    ০  বও  তা  সি | যা০  ০০   ০  নে   | ০  খ  ড়ি  পু  | কা  ০  রে  ০

     ০                       ১                     ২                  ৩
II  । নর্সর্রর্গা -া র্রর্সা | -া র্সা র্সা র্সর্রা | -না না না না | মধণর্সা -া র্সা -া I
    ০ জো০০০  ০ কুহ     | ০  ক  র  না০   | ০  ক  র  লে | প্যা০০০ ০ রে ০

    া  র্সা  র্সা  র্সা | র্সনা র্সনা -ধা -পা | -া  মা  মা  মা | মগা -রসা ন্সা -মা I
    ০  ক   ল্  হয়ে  | জা০ না০  ০   ০  | ০  ক  দ  ম  | তু০ ০০ লে০ ০

    মা  গা  -রা  সা | ন্রা সন্া -ধ্া -ন্া | সন্া  সা  জ্ঞা  -া | ধনা র্সনা ধা -া II
    হ   রি   ০   না | ০যা কি০  ০   ০  | অ০   প   না   ০  | র০ টি০ না ০
```

স্বরলিপি

এল বসন্ত নিয়ে নব
কুসুমের মাস
সমীরে ছড়িয়ে বনে
পরাগ রেণু সুবাস।

ছায়াকুঞ্জ বিতানে
পিকের কুহু তানে
কার সনে জাগে প্রাণে
মিলনের অভিলাষ।

ফিরে কি আসিবে আর
এমন মাধবী রাতি
শুক্লা চাঁদেরে চাহি
জাগো মম জাগো সাথী।

কত যে হারানো গীতি
কত সে ব্যথার স্মৃতি
মনের মরুতে আজি
ফিরিছে উদাস।

কথা—শ্রীনিবারণ চক্রবর্ত্তী

সুর—প্রোঃ যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

```
           +                  o                 +                  o
গা মা II পা র্সা -া র্সা   ধা  ণা  ধা  পা I গা  মা  ণা  ধা   পা  -া  -া  -া I
এ লো     ব  স  ০         নি  য়ে  ন   ব     কু  সু  মে  র    মা  স   ০   ০

পা  দা  পা  জ্ঞা  রা  জ্ঞা  মা  দা I মা  সা  ন্া  সা  জ্ঞা  -া  -া  সা I
স   মী  রে  ছ    ড়ি  য়ে   ব   নে   প   রা  গ   রে  ণু   ০   ০   সু

ন্া  -সা  -রা  -ন্া   -সা  -া  -া  -া II
বা   ০    ০    ০     স্   ০   ০   ০
```

II পা -দা পা মা | গা মা পা দা I র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I
ছা ০ য়া হু | ০ ল বি তা নে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

না র্সা না দা | -পা ক্সা পা -র্সা I না -া -া -া | -া -া -া -া I
পি কে র হু | ০ হু তা ০ নে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

পা দা পা মা | সা গা গা মা I গা মা পদা পমা | জ্ঞরা সন্ সা -া II
কা র স নে | জা গে প্রা ণে মি ল নে০ র০ | অ০ ভি০ লাষ ০

II রা জ্ঞা সা রা | জ্ঞা রা পা -া I ধা ণা পা ধা | ণা ধা র্রা র্সা I
ফি রে কি আ | সি বে আ র এ ম ন মা | ধ বী রা তি

ধা -া ধা ণা | ধা ণা ধা পা I গা মা ণা ধপা | গা মা জ্ঞা রা I
উ ০ ন্না টা | দে রে চা হি জা গো ম ম০ | জা গো সা থী

ধা ণা সা গা | সা গা মা ধা I গা মা ণা ধা | না র্সা না র্সা I
হা রা লো ক | ত বে গী তি ক ত সে ব্য | থা র স্মৃ তি

র্সা র্সা র্সা ণা | ধা ধা মা গা I গা মা পা মা | গা -া সা -া II
ম নে র ম | রু তে আ জি ফি রি ছে উ | দা ০ স ০

স্বরলিপি

দুর্গা—তেতালা (মধ্যলয়)

ফুল রহি বেলেরিয়া ডোলে।
ডোলে রে পবন মদ মাতি
বোলে কোয়েলিয়া আমুয়াকি ডারি।
ভাতি ভাতি কে বৃছ ডোলাতু হায়
পিউ পিউ করত ফুকার পাপিহার
ঋত বসন্ত মে আয়ি বাহার।

জাতি—ওড়ব। গান্ধার ও নিখাদ বর্জ্জিত। বাদি-ধৈবত। সম্বাদি—ষড়জ।

আরোহি ও অবরোহি—সা রা মা পা ধা র্সা | র্সা ধা পা মা রা সা ধ্‌া সা |

গীতশিক্ষক—শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

স্বরলিপি—শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী

আস্থায়ী

০ | ১ | + | ৩
II পা পা পা পা | পধধপা -মপমা -পা ধা | ধপা -ধা -মা -রা | সা -ধ্‌া সা সা I
ফু ল র হি | বে০০০ ০০০ লে রি | য়া০ ০ ০ ০ | ডো ০ লে এ

০ | ১ | + | ৩
মা -রা মা মা | রমা -পধা -মা পা' | পধা র্সর্সা ধর্সা ধপা | মপা -মরা সরা -ধ্‌সা I
ডো ০ লে এ | রে০ ০০ ০ প | ব০ ন০ ম০ দ০ | মা০ ০০ তি০ ০০

০ | ১ | + | ৩
সধা -রসা মরা পমা | ধপা র্সধা পধা -র্সর্সা | ধর্সা র্রর্সা ধর্সা ধর্সা | মপা মরা সরা -ধ্‌সা II
বো০ ০০ লে০ কো০ | য়ে০ লি০ য়া০ ০০ | আ০ মু০ আ০ কি০ | ডা০ ০০ রি০ ০০

অন্তরা

০ | ১ | + | ৩
II ধপমা -মা মা ধপা | -পা ধা র্সা -র্সা | র্সা -র্সা র্সা র্সা | র্সা র্রা র্সা -া I
ভা০০ ০ তি ভা | ০ ভি কে ০ | বৃ ০ ছ ভো | লা তু হা র্

০ | ১ | + | ৩
পা পা পা পা | পা মা পা ধা | ধপা -ধা -মা -রা | সা -ধা -সা -সা I
পি উ পি উ | ক র ত হু | কা০ ০ ০ ব্ | পা পি হা র

০ | ১ | + | ৩
মা রা পা মা | ধা -পা ধা র্সা | ধর্সা র্রর্সা ধর্সা ধপা | মপা -মরা সরা ধ্সা II
খ ই ত ব | স ন্ ত মে | আ০ আ০ ই০ বা০ | হা০ ০০ রে০ ০০

তান:—

১। মপা ধর্সা ধপা মপা | ধপা মপা মরা সা |

২। সরা মপা রমা পধা | মপা ধর্সা র্রর্সা ধপা | মপা ধর্সা র্রর্মা র্রর্সা |
র্রর্সা ধপা মরা সা I

৩। মমা রসা পপা মরা | ধধা পমা র্সর্সা ধপা I র্মর্মা র্রর্সা মমা রসা |
মরা পমা ধপা র্সধা | র্রর্সা র্মর্রা র্সধা পমা | ধপা মরা মমা রসা II

স্বরলিপি

মিশ্র—দাদ্‌রা

বিদায় বেলার প্রণামখানি
আমার, ব্যাকুল হিয়ার
গোপন ব্যথার মৌনবাণী।

আমার সজল চোখের চাওয়া
বেদনারি ধূপারতি
বন্দনা গান গাওয়া;

আমার, বেদনা যে জাগে
নব অনুরাগে
অশ্রু হাসির মালিকা মোর
তাইত গেঁথে আনি।

আমার, বিফলতার মাঝে
আশার বাণী বাজে
চাওয়া পাওয়ার পরপারে
দেখা হবে জানি॥

কথা—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার সুর—শ্রীরণজিৎ নাগ

স্বরলিপি—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় বি, এল্

	+				o				+			o		
II	র্রা	র্রা	-পা	|	ধা	পা	-ধা	I	ম্রা	পা	-ম্রপা	|	ধা	পা	-া I
	বি	দা	য়	|	বে	লা	র্		প্র	ণা	ম্ ০	|	খা	নি	০
	মা	র্রা	-মা	|	র্রা	সা	-র্রা	I	ন্‌া	র্রা	-া	|	সন্‌া	সা	-া II
	বি	দা	য়	|	বে	লা	র্		প্র	ণা	ম্	|	খা০	নি	০
II	সন্‌া	ধ্‌া	-া	|	সা	সা	-া	I	মা	মা	-গা	|	পা	পা	-া I
	ব্যা০	কু	ল	|	হি	য়া	র		গো	প	ন	|	ব্য	থা	র
	পধা	-র্নর্সা	-র্নর্সা	|	ধা	-পা	পা	I	মা	র্রা	-মা	|	র্রা	সা	-া I
	মৌ০	০০	০ন	|	বা	০	ণী		প্র	ণা	ম্	|	খা	নি	০
	র্রা	র্রা	-পা	|	ধা	পা	-ধা	I	-া	-ম্রা	-পা	|	-া	-া	-া II
	বি	দা	য়	|	বে	লা	০		০	০	র্	|	০	০	০

\+ ০ + ০
II গা -া মা | ধণা -পা ধা I না র্সা -া | -া -া র্সা I
বে ০ দ | না০ ০ যে আ গে ০ | ০ ০ ন
বি ০ ক | শ০ ০ তার মা ঝে ০ | ০ ০ আ

না -া -া | -া -ধণা -া I দা ধা নর্সা | -া ধা -া I
র ০ ০ | ০ ০০ ০ অ হু রা | ০ গে ০
শা ০ ০ | ০ র০ ০ বা শী বা | ০ জে ০

পজ্ঞা পা পা | জ্ঞা পা -া I ধর্সা নর্সা -া | ধা জ্ঞপা -া I
অ০ ০ শ্রু | হা সি র মা লি ০ | কা মো র
চা০ ও য়া | পা ও য়ার প র ০ | পা রে ০

মরা মা মা | রা সা -রা I ন্া সা -া | -া -া -া II
তা ই ত | গেঁ থে ০ আ নি ০ | ০ ০ ০
দে খা ০ | হ বে ০ জা নি ০ | ০ ০ ০

রজ্ঞা জ্ঞরা সা II সরা সরা মা | জ্ঞা রা -জ্ঞা I সরা সা -া | -া -া -া I
আ০ মা০ র স০ জ০ ল | চো খে র চা০ য়া ০ | ০ ০ ০

সা -গা গা | গা গা -া I রসা -মা মা | মা পা -া I
বে ০ দ | না রি ০ ধূ০ প আ | র তি ০

সা -গা গা | রা সন্া ধ্া I সন্া সা -া | রজ্ঞা জ্ঞরা সা I
ব ০ ন্দ | না গা০ ন গা০ য়া ০ | আ০ মা০ র

সরা সরা মা | জ্ঞা রা জ্ঞা I সরা সা -া | -া -া -া II II
স০ জ০ ল | চো খে র চা০ য়া ০ | ০ ০ ০

সঙ্গীত প্রসঙ্গ

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

বাঙলাদেশে শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান, রসায়ন, সঙ্গীত বা অন্য কারুকলার বিষয় নিয়ে আলোচনা কোরে কোন সাময়িক পত্রের বেঁচে থাকাই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। একাল পর্য্যন্ত এ সকল বিষয়ের যে ক'খানা কাগজ আত্মপ্রকাশ করেছিল তার মধ্যে অনেকেরই অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। দু'একখানি যা কালের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ কোরে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদেরও সদাই যেন পা টলছে—স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্য তাদের মুখে চোখে দেখবার আশা নিতান্তই দুরাশা। দেশের জ্ঞান-বুদ্ধির জন্য যে এই শ্রেণীর সংবাদ পত্রের যথেষ্ট আবশ্যকতা রয়েছে তা সুধীজনগণ সর্ব্বদাই স্বীকার করেন। তবু এই সকল বিষয়ের আলোচনায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের উন্নতি তো দূরের কথা, উপযুক্ত সহায়তার অভাবে আত্মরক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে—কথাটা দেশের উন্নতি-কামীগণ ভেবে দেখলে ভাল হয়।

* * * *

বিরাট বাঙলাদেশে একখানি সঙ্গীতের মুখপত্র যে কি চেষ্টা কি যত্ন ও কি অর্থব্যয়ে আজ তের বৎসর বেঁচে রয়েছে, তা "সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা"র ভিতরের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরাই মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন। গল্পোপন্যাসের বন্যা প্লাবিত এদেশে একটিও রসাল কেচ্ছা কাহিনী বুকে না নিয়ে এই দীর্ঘকাল যাঁদের অধ্যবসায়ের ফলে এ কাগজখানা মাসের পর মাস যথানিয়মে সঙ্গীতের অর্ঘ্য নিয়ে সঙ্গীতানুরাগীদের দ্বারে উপস্থিত হচ্ছে, তাঁদেরে প্রশংসা না কোরে পারা যায় না। এঁদের গন্তব্য পথে বাধা বিঘ্নের অবধি নাই—তবু এরা দৃঢ়তার সঙ্গেই অগ্রসর হচ্ছেন। শ্রীভগবান এঁদের সহায় হউন।

* * * *

সব সুসভ্য দেশেই দেখতে পাই, সংবাদপত্রের স্বাধীনভাবে নিজ মত প্রকাশ এবং দেশের যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের যথার্থ সমালোচনা করবার অধিকার রয়েছে। কিন্তু হায় বাঙালাদেশ! তোমার বুকে দাঁড়িয়ে এমন দুঃসাহসিকতার কার্য্য শুধু রাষ্ট্রবিধানেই নিষিদ্ধ নয়, অধিকাংশ এদেশবাসীর কাছেও নিন্দিত, তিরস্কৃত। কাজেই এই হতভাগ্য দেশের সংবাদপত্রকে কেবল প্রশংসাসূচক বার্ত্তা বহন কোরেই জীবিত থাকতে হবে—তা সত্যই হউক বা সত্যের অপলাপই হউক।

* * * *

ইংরেজী ভাষায় একটা মূল্যবান্ কথা আছে—Spectators see the game better than those that are engaged in it—অর্থাৎ ক্রীড়কগণ অপেক্ষা দর্শকেরাই খেলাটা ভাল দেখতে পায়। কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং সর্ব্বদেশের পক্ষেই সুপ্রযোজ্য। নিজের দোষগুণের সূক্ষ্ম বিচার বিচক্ষণ লোকেরাও সব সময় ঠিক কোত্তে পারেন না। এইজন্তে আত্মোৎকর্ষসাধন যাঁদের ইচ্ছা তাঁরা অন্যের সমালোচনা সাগ্রহে গ্রহণ কোর্ত্তে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করেন না। দুঃখের বিষয় এদেশে এই হিতকর রীতির বিপরীত বিধানই সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়। কি সঙ্গীতের আসর, কি রঙ্গমঞ্চ, কি ছবির পর্দ্দা সর্ব্বত্রই যথার্থ সমালোচনার প্রতিও বিলক্ষণ বীতশ্রদ্ধা এদেশের একটা উৎকট রোগের মধ্যে পরিগণিত হয়ে উঠেছে। এ সংবাদটি আমরা অনেকের কাছেই শুনতে পাচ্ছি—আরও শুনতে পাই যে সর্ব্বপ্রযত্নে অপক্ষপাত সমালোচনার মুখ চাপা দেওয়ার কঠোর চেষ্টাও নাকি বহু ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

* * * *

এরূপ প্রচেষ্টার ফল যদি কল্যাণকর হোত তবে এই জন্ত কারো কিছু আপত্তির কারণ থাকতো না। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তো তা ঘটতে দেখা যাচ্ছে না, বরং সর্ব্বত্রই ব্যর্থতার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠ্ছে। কি রঙ্গালয়, কি ছায়া-চিত্রাগার আর কি সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠান কোন কাজই যেন ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পাচ্ছে না। আমাদের সব প্রতিষ্ঠানই নূতন কোরে গড়ে তুলতে হচ্ছে সত্য—আর কোন অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত কোরে তুলতে বহু বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন কোরে চলতে হয় তাও বিবেচ্য। যোগ্য সমালোচক তা লক্ষ্য কোরেই সমালোচনা কোর্‌বেন এরূপ প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক। ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে ব্যঙ্গ ও উপহাস নিশ্চয়ই তাঁরা কোরবেন না। মমত্ব-বোধ নিয়ে শিষ্ট ভাষায় দোষ ত্রুটি প্রদর্শন কোরে সংশোধনের প্রয়াস তাঁরা আপনার জনের মতই কোরবেন। এতে আপত্তি বা বিরক্তি প্রকাশ করা নিশ্চয়ই সুবুদ্ধির পরিচায়ক হবে না; অন্ততঃ তা যে উন্নতির পরিপন্থী হবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

* * * *

তবে এ সংবাদটা আমাদের কানে অনেক সময়ই পৌঁছে থাকে যে 'অন্ত প্রকারে' সন্তুষ্টি বিধান কোত্তে না পারলে অনেক সমালোচকের পক্ষপাতহীন সমালোচনার প্রত্যাশা করাই নাকি বিড়ম্বনা। সাংবাদিকের পক্ষে এর চেয়ে হীন গ্লানির বিষয় আর কি থাকতে পারে তা তাঁরাই ভেবে দেখুন। বিলাতে প্রসিদ্ধ কলা সমালোচকগণ উচ্চবৃত্তি লাভ কোরে থাকেন সে সংবাদ আমরা রাখি। আর এদেশের সমালোচকগণের উপযুক্ত অশন বসনেরও সংস্থান হয় না তাও আমরা জানি, কিন্তু তাই বোলে নিজের পদমর্য্যাদা ও আত্মসম্মানের হানি যাতে ঘটে তা নিশ্চয়ই সমালোচকগণ কোরবেন না। কোরলে তাতে লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতির সম্ভাবনাই ঘটবে অধিক।

* * * *

সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীদেরও বোধ হয় এই সংবাদটী জানা আছে যে পাশ্চাত্যদেশের যে সকল পত্রিকার সঙ্গে উঁচু দরের কলা সমালোচক সংযুক্ত রোয়েছেন সেই সকল পত্রিকার সম্মান ও প্রসিদ্ধি যেমন অধিক, গ্রাহক সংখ্যাও তেম্‌নি প্রচুর। ওদেশে অজ্ঞাত অপ্রসিদ্ধ বাজে সমালোচকের আলোচনার কোন কদর মোটেই দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ সে সব সমালোচনার দোহাই দিয়ে কারো পসার জমানো একেবারেই অসম্ভব। এদেশেও যে সব কাগজে সুসমালোচনা প্রকাশিত হবে, তার চাহিদা আজ না থাকলেও কালে লোকের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বাড়বে এ কথাটি অতি সত্য। আর পত্রিকার আয় বেড়ে উঠলে সমালোচকের বৃত্তিবৃদ্ধিও সম্ভবপর হবে। ইতিমধ্যে শিষ্ট ও সহানুভূতিপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে যাঁরা কৃপণ তাঁদের হাতে সমালোচনার দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যভার না দেওয়াই পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর কর্ত্তব্য।

* * * *

আর একটি অদ্ভুত রোগের খবর আজকাল শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যা এতদিন ছায়া-ছবি ও নাট্যমঞ্চের গণ্ডীতেই আবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি তাই নাকি আবার সঙ্গীতের আসরকেও আক্রমণের চেষ্টা কোরছে। এ প্রচেষ্টা এই বেলা বাধা না পেলে সঙ্গীতের পবিত্রতাকেও কলুষিত যে কোরবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সংবাদটি আমরা আজও বিশ্বাস কোরতে কুণ্ঠিত হচ্ছি—ভগবান করুন এমন হীন অপবাদ যেন অসত্য বলেই প্রমাণিত হয়।

* * * *

সঙ্গীত সাধক পাঠকগণকে সতর্ক কোরবার উদ্দেশ্যে সেই দুঃসংবাদটিকে সঙ্কোচপূর্ণ চিত্তেই প্রকাশ কোরতে হচ্ছে। খবরটা এই—আজকাল নাকি কোন কোন সঙ্গীত শিক্ষক নিজ প্রশংসা প্রচারকল্পে এবং তারই সাহায্যে আয় বৃদ্ধির কামনায় তাঁদের ছাত্র ছাত্রীদের তথাকথিত

কৃতিত্ব ঘোষণার জন্ত যথাস্থানে অনুরোধ উপরোধ ইত্যাদি ব্যবহার কোরতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। কথাটি যদি সত্য হয় তবে আমরা দুঃখিত তো হবই, হাস্য সম্বরণ কোরতেও পারবো না। এই সকল সঙ্গীত-শিক্ষক কি মনে করেন যে যথার্থ কৃতিত্বের পরিচয় না পেলে শুধু খবরের কাগজে বাহবা দেখেই সকলে মুগ্ধ হবে—নিজের চোখ কানকে অবিশ্বাস কোরবে? তাঁরা কি মনে করেন যে এ দেশের বহু লোক সঙ্গীত-রসিক নন বলে সব লোকেরই দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির বিকৃতি ঘটেছে। দুনিয়ার দু'-দশজনের চোখে চিরকাল ধূলো দেওয়া চলে সত্য, আর কতকগুলি লোককে কতকদিনের জন্তে ঠকানও যেতে পারে বটে, কিন্তু চিরকাল সব লোককে ঠকানো যায় না—যেতে পারে না। তাঁরা সযত্নে ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষা দান করুন, প্রশংসা বিনা চেষ্টায় তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হবে। গুণের আদর হবেই হবে তাতে সন্দেহের কারণ নেই।

গৎ

মূলতান—কাওয়ালী

রচনা—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেন

আস্থায়ী

০ ১ + ৩
II ন্‌া সা জ্ঞা হ্মা | পা পা পদা পা | জ্ঞা হ্মা দা পা | হ্মা জ্ঞা ঋা সা I

০ ১ + ৩
পা হ্মা দা পা | না দা পহ্মা জ্ঞা | র্সা না দা পা | হ্মা জ্ঞা হ্মজ্ঞা ঋসা II

অন্তরা

০ ১ + ৩
II পহ্মা পা নদা পা | র্সনা র্সা র্সা র্সা | পনা র্সঋা র্সনা র্সা | না দা পা পা I

০ ১ + ৩
নর্সা জ্ঞর্ঋা গহ্মা জ্ঞর্ঋা | র্সা না দা পা | হ্মা পা দা পা | র্সনা দপা হ্মজ্ঞা ঋসা II

তান

\+ ৩
১। সজ্ঞা হ্মপা জ্ঞহ্মা দপা | নদা পহ্মা জ্ঞঋা সা I

\+ ৩
২। ন্‌সা জ্ঞঋা হ্মজ্ঞা পহ্মা | দপা হ্মজ্ঞা হ্মজ্ঞা ঋসা I

\+ ৩
৩। জ্ঞহ্মা দপা নর্সা ঋর্সা | নদা পহ্মা জ্ঞঋা সা I

০ ১ +
৪। ন্‌সা জ্ঞঋা সজ্ঞা ঋসা | পহ্মা দপা হ্মজ্ঞা ঋসা | পনা র্সজ্ঞা ঋর্সা নর্সা |

৩
নদা পহ্মা জ্ঞঋা সা I

স্বরলিপি

(ভজন)

জৌনপুরী—কাওয়ালী

ভজ গোবিন্দ চরণারবিন্দ
শ্যাম সুন্দর গোকুলানন্দ।

চন্দন তিলক সুন্দর ভালে
বন ফুল হার কণ্ঠ মালে
শ্রবণে শোভা মণিময় কুণ্ডলে
জাগে প্রেম মধুময় ছন্দ।

মকর বাঁশরী শ্রীকরে রাজে
ময়ূর পাখা শিরে বিরাজে,
পীতবাস সুন্দর কটিতট মাঝে
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম নয়নানন্দ।

কথা ও সুর—শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরলিপি—শ্রীখগেন্দ্র দে

০ ১ + ৩
II সা ঋা -মা মা | পা -া পা -া | পদা মা পদণর্সা র্সা | ণদা -া পা -া I
ভ জ ০ গো | বি ন্ দ ০ | চ০ র ণা০০০ র | বি ০ ন্দ ০

পা -দা মা -া | পদা -ণর্সা ণদা পা | মপা মা জ্ঞা -া | -সঋা মা -া পা II
শ্যা ০ ম ০ | সু০ ০ন্ দ র | গো০ কু লা ০ | ০ ন ০ ন্দ

II {মা -া পা পা | ণদা -া দা ণা | র্সা -া র্সা র্সা | র্সর্ঋা -ণা র্সা -া I
চ ন্ দ ন | তি০ ০ ল ক | সু ন্ দ র | ভা০ ০ লে ০

পা -া -া র্জ্ঞা | র্সর্ঋা -া র্সা -া | ণা -র্সা -ণর্সা র্সা | দা -া পা -া} I
বন ০ ০ ফু | ল ০ হা র | ক ০ ন্ ঠ | মা ০ লে ০

পা পা -া সা́ | সা́ -া সা́ -া | ণা সা́ ণরা́ সা́ | ণদা -া পা পা I
শ্র ব ০ ণে | শো ০ ভে ০ | ম ণি ম য় | কুন্ ০ ড লে

পদা -মা পদা -ণসা́ | ণদা -া পা -া | মপা মা জ্ঞা সরা | মা -া পা -া II
জা০ ০ গে০ ০০ | প্রে০ ০ ম ০ | ম ধু ম য় | ছ ন্ দ ০

II { -া মা মা মা | মা জ্ঞমা -পদা পা | মজ্ঞা -া -া -া | -সরা -া -সা -া I
০ ম ক র | ০ বাঁ০ ০০ শ | রী ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

মা পা ণদা -া | -ণা -া -সা́ -া | -সা́ -া সা́রা́ -ণা | সা́ -া -া -া I
শ্রী ক রে ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ রা১ ০ | জে ০ ০ ০

পা পা -া জ্ঞা́ | সা́রা́ -া সা́ -া | ণা সা́ -ণরা́ সা́ | ণদা -া পা -া} I
ম য়ূ ০ র | পা ঙ্ খা ০ | শি রে ০০ বি | রা ০ জে ০

পা -া সা́ সা́ | সা́ -া সা́ সা́ | ণা ণা ণা ণা | ণদা -া পা -া I
পী ত বা স | সু ন্ দ র | ক টি ত ট | মা ০ ঝে ০

পা দা -া মা | পদা -পসা́ ণদা পা | মপা মা জ্ঞা -া | -সরা মা -া পা II II
ত্রি ভ ঙ্ গ | ব০ ০ঙ্ কি ম | ন০ য় না ০ | ০ ন ন্ দ

বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েসন

সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফল—১৯৩৭

ধ্রুপদ

বিভাগ	নাম	পুরস্কার
এম্ (এ)	বুদ্ধদেব ব্যানার্জ্জী	প্রথম
	অমিয়রঞ্জন ব্যানার্জ্জী	"
এম্ (বি)	কালীচরণ মল্লিক	"
	শৈলেন্দ্রনাথ আঢ্য	"
	ধীরেন্দ্রচন্দ্র অধিকারী	সার্টিফিকেট
	সুবল হাজরা	"
এম্ (সি)	কমলকুমার মুখার্জ্জী	প্রথম
	কানাইলাল খান্‌রা	দ্বিতীয়
	পঞ্চানন গাঙ্গুলী	তৃতীয়
	বলাইচন্দ্র খানরা	"
	শচীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী	সার্টিফিকেট
	বিশ্বনাথ চ্যাটার্জ্জী	"
	সুধাময় চ্যাটার্জ্জী	"
	অধীর লাহা	"
এফ্ (এ)	বেলা সরকার	প্রথম (বিশেষ)
	অণিমা মুখার্জ্জী (ডলি)	প্রথম
	অশালতা দে	দ্বিতীয়
	পারুলবালা পাল	তৃতীয়
	সতীরাণী চ্যাটার্জ্জী	"
	ইলা মুখার্জ্জী	সার্টিফিকেট
	লেখারাণী বিশ্বাস	"
এফ্ (বি)	উষারাণী বিশ্বাস	প্রথম
	রত্নমালা সেন	"
	রমারাণী দত্ত	দ্বিতীয়
	শঙ্করী সেন	"
	শোভনা ভৌমিক	"
	আভারাণী বিশ্বাস	তৃতীয়
	নীলিমা চক্রবর্ত্তী	"
	স্মৃতিকণা বসু	"
	তারামণি দেবী	সার্টিফিকেট
	বালকদাসী দে	"
	জ্যোতির্ম্ময়ী মুখার্জ্জী	"
এফ্ (বি)	ডলি চৌধুরী	সার্টিফিকেট
এফ্ (সি)	নীলিমা ভাদুরী	প্রথম
	সুমনা সেন	"
	প্রতিভা সেন	দ্বিতীয়
	বীণা দে	সার্টিফিকেট

খেয়াল

বিভাগ	নাম	পুরস্কার
এম্ (এ)	বুদ্ধদেব ব্যানার্জ্জী	প্রথম
	শিবশঙ্কর নন্দি	"
	অমিয়রঞ্জন ব্যানার্জ্জী	দ্বিতীয়
	মহেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী	"
	ব্রিজমোহন কাপুর	তৃতীয়
	গণেশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী	সার্টিফিকেট
এম্ (বি)	প্রবোধচন্দ্র দে	প্রথম (বিশেষ)
	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য	প্রথম
	বঙ্কিমচন্দ্র ব্যানার্জ্জী	দ্বিতীয়
	রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	"
	শৈলেন্দ্রনাথ আঢ্য	তৃতীয়
	ভোলানাথ উপাধ্যায়	"
	রবীন্দ্রনাথ রায়	"
	সুবল হাজরা	সার্টিফিকেট
এম্ (সি)	গৌরহরি দাস	প্রথম (বিশেষ)
	প্রণবচন্দ্র দে	প্রথম
	উমাশঙ্কর চ্যাটার্জ্জী	"
	অজিতকুমার মুখার্জ্জী	দ্বিতীয়
	দুলালচন্দ্র ধর	"
	ছুটবিহারী চ্যাটার্জ্জী	তৃতীয়
	হৃষীকেশ রায়	"
	কানাইলাল দাস	"
	ফণী ব্যানার্জ্জী	"
	কানাইলাল খানরা	সার্টিফিকেট
	বলাইচন্দ্র খানরা	"
	সনৎকুমার রায় চৌধুরী	"
	শচীন্দ্রনাথ মল্লিক	"

বিভাগ	নাম	পুরস্কার
এস্ (সি)	রামচন্দ্র মিত্র	সার্টিফিকেট
	বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	„
	কালীপদ দাস	„
	বিনয়কৃষ্ণ মুখার্জ্জী	„
	নিখিলেশ্বর গাঙ্গুলী	„
	সূর্য্যকুমার ঘোষ	„
	বীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী	„
এফ্ (এ)	গীতারাণী চ্যাটার্জ্জী	প্রথম
	কল্যাণী বর্দ্ধণ	„
	বেলা মুখার্জ্জী	দ্বিতীয়
	রেণুকা দাস	তৃতীয়
	মঞ্জুলিকা শূর	„
	আভারাণী বসাক	„
	অণিমা মুখার্জ্জী	„
	ছবিরাণী মুখার্জ্জী	সার্টিফিকেট
	মীরা ঘোষ	„
	বুলিরাণী পাইন	„
	সীতা ব্যানার্জ্জী	„
	লতিকা পাল	„
	হেনা লাহিড়ী	„
	কনক দাশগুপ্তা	„
	সুকৃতি রায়	„
	বেলা ঘোষ	„
	লীলাবতী সেনগুপ্তা	„
	প্রতিমা মল্লিক (বুড়ী)	„
	সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়াল	„
	পুষ্পরাণী রায়	„
	উমারাণী বসু	„
	নমিতা গুহ (গৌরী)	„
	লীলা মজুমদার	„
	বাণী সেন	„
	মণিকা রায়	„
	নমিতা চ্যাটার্জ্জী	„
	বেলা মুখার্জ্জী	„
	গীতা মণ্ডল	„
	পুষ্প গাঙ্গুলী	„
	অমিয় দাস	„

বিভাগ	নাম	পুরস্কার
এফ্ (এ)	অণিমা চক্রবর্ত্তী	সার্টিফিকেট
	ঊর্মিলা দাস	„
	দুর্গামণি ভক্ত	„
	লক্ষ্মী ভৌমিক	„
	ইলা মুখার্জ্জী	„
	অণিমা মুখার্জ্জী (ডলি)	„
	বীণাপাণি বিশ্বাস	„
	শোভনা ঘোষ	„
	বাসন্তী চক্রবর্ত্তী	„
	জ্যোৎস্না শেঠ	„
	পুষ্পরাণী গাঙ্গুলী	„
এফ্ (বি)	শান্তিলতা ব্যানার্জ্জী	প্রথম (বিশেষ)
	বেলা ব্যানার্জ্জী	প্রথম
	শিউলি সরকার	দ্বিতীয়
	রেণুকা মোদক	„
	মায়া ব্যানার্জ্জী	„
	রেখা কুমার	তৃতীয়
	মাধুরী সরকার	„
	বীণাপাণি ঘোষ	„
	কৃপাময়ী ব্যানার্জ্জী	„
	মায়া পাল	„
	দেবলা ঘোষাল	„
	অভাময়ী গুপ্তা	সার্টিফিকেট
	রত্নমালা সেন	„
	পূর্ণিমা দে	„
	নীলিমা চক্রবর্ত্তী	„
	লতিকা ঘোষ	„
	মনিতা গাঙ্গুলী	„
	নন্দরাণী গাঙ্গুলী	„
	গৌরী গাঙ্গুলী	„
	রেণুবালা দাস	„
	নির্ম্মলা মিত্র	„
	লীলা বসু	„
	আরতি মল্লিক	„
	মীরা সরকার	„
	বীণা রায়	„
	সুনীতি চক্রবর্ত্তী	„

বিভাগ	নাম	পুরস্কার
এফ্ (বি)	শোভনা ভৌমিক	সার্টিফিকেট
	শিবানী সরকার	"
	সরযূ রায়	"
	স্বপ্রভা সেন.	"
	বীণাপাণি দেবী	"
	কনকলতা মুখার্জ্জী	"
	মণিকা বসু রায়	"
	নিরুপমা দত্ত	"
	উষা নাগ	"
	মিসেস জ্যোতিকণা ঘোষ	প্রথম (বিশেষ)
এফ্ (সি)	বীণা দে	প্রথম
	কমলা সরকার	দ্বিতীয়
	নীলিমা ভাদুড়ী	"
	বকুল দত্ত	তৃতীয়
	প্রতিভা সেন	"
	সুধা চৌধুরী	সার্টিফিকেট
	রেণুকা ঘোষ	"

টপ্পা

বিভাগ	নাম	পুরস্কার
এম্ (এ)	বুদ্ধদেব ব্যানার্জ্জী	প্রথম
	শিবশঙ্কর নন্দী	সার্টিফিকেট
এম্ (বি)	সুবল হাজরা	প্রথম
	শৈলেন আঢ্য	সার্টিফিকেট
এম্ (সি)	পঞ্চানন্দ মুখার্জ্জী	প্রথম
	ছুটবিহারী চ্যাটার্জ্জী	দ্বিতীয়
	নরেন্দ্রনারায়ন সিংহ	তৃতীয়
	বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	"
	গুঁইরাম মায়া	"
	গৌরহরি দাস	সার্টিফিকেট
	ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী	"
	গোবিন্দচন্দ্র মুখার্জ্জী (গুরু)	"
	দুলালচন্দ্র ধর	"
এফ্ (এ)	যূথিকা চ্যাটার্জ্জী (বেণু)	প্রথম
	সীতা ব্যানার্জ্জী	দ্বিতীয়
	বেলা সরকার	সার্টিফিকেট
	সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়াল	"

বিভাগ	নাম	পুরস্কার
এফ্ (বি)	শক্তিরাণী মুখার্জ্জী	প্রথম (বিশেষ)
	শৈল মুখার্জ্জী	প্রথম
	বীণাপাণি ঘোষ	দ্বিতীয়
	রমারাণী দত্ত	তৃতীয়
	শোভনা ভৌমিক	সার্টিফিকেট
	মীরা সরকার	"
	জ্যোতির্ম্ময়ী মুখার্জ্জী	"
এফ্ (সি)	প্রতিভা সেন	প্রথম

ঠুংরী

বিভাগ	নাম	পুরস্কার
এম (এ)	বুদ্ধদেব ব্যানার্জ্জী	প্রথম
	গণেশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী	সার্টিফিকেট
এম (বি)	প্রবোধচন্দ্র দে	প্রথম (বিশেষ)
	শৈলেন আঢ্য	প্রথম
এম (সি)	উমাশঙ্কর চ্যাটার্জ্জী	প্রথম
	অজিতকুমার মুখার্জ্জী	দ্বিতীয়
	বীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী	তৃতীয়
	আশুতোষ মল্লিক	"
	বিনয়কৃষ্ণ মুখার্জ্জী	সার্টিফিকেট
	গুইরাম মায়া	"
	ফণী ব্যানার্জ্জী	"
	বিমলকুমার কর	"
	আবদুল আহাদ খান	"
	কানাইলাল খান্না	"
	গৌরহরি দাস	"
	নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ	"
	পণ্ডিত দ্বারকানাথ	"
এফ (এ)	গীতারাণী চ্যাটার্জ্জী	প্রথম
	সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়ালা	দ্বিতীয়
	অনিমা মুখার্জ্জী	তৃতীয়
	আভারাণী বসাক	সার্টিফিকেট
এফ (বি)	পূর্ণিমা দে	প্রথম (বিশেষ)
	শান্তিলতা ব্যানার্জ্জী	প্রথম
	আরতি দাস	"
	মনিকা বসু রায়	দ্বিতীয়
	মায়া ব্যানার্জ্জী	"

বিভাগ	নাম	পুরস্কার
এফ (বি)	বীণাপাণি ঘোষ	তৃতীয়
	কৃষ্ণবালা	সার্টিফিকেট
	মীরা সরকার	”
এফ (সি)	মন্দিরা গুপ্তা	প্রথম
	ভারতী মজুমদার	দ্বিতীয়
	প্রতিভা সেন	”
	রাণু দে	তৃতীয়
	বাণী গাঙ্গুলী	সার্টিফিকেট

গজল

বিভাগ	নাম	পুরস্কার
এম (এ)	বুদ্ধদেব ব্যানার্জ্জী	প্রথম
	গণেশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী	সার্টিফিকেট
এম (সি)	আবদুল আহাদ খান	প্রথম
	শচীন্দ্রনাথ মল্লিক	দ্বিতীয়
	ফণী ব্যানার্জ্জী	তৃতীয়
	বিমলকুমার কর	”
	গোবিন্দ চন্দ্র মুখার্জ্জী (গোছ)	সার্টিফিকেট
	ছুট বিহারী চ্যাটার্জ্জী	”
	ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	”
	পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	”
এফ (এ)	অনিমা মুখার্জ্জী	প্রথম
	সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়ালা	দ্বিতীয়
	কল্যাণী বর্দ্ধণ	তৃতীয়
এফ (বি)	পূর্ণিমা দে	প্রথম
	শিউলি সরকার	দ্বিতীয়
	মায়া ব্যানার্জ্জী	তৃতীয়
	নীলিমা দত্ত	সার্টিফিকেট
	মাধুরী সরকার	”
	রেখা কুমার	”
এফ (সি)	নীলিমা ভাদুড়ী	প্রথম
	বীণা দে	দ্বিতীয়
	আভা সরকার	তৃতীয়

কীর্ত্তন

বিভাগ	নাম	পুরস্কার
এম (এ)	বিনয়ভূষণ মুখার্জ্জী	প্রথম
	বুদ্ধদেব ব্যানার্জ্জী	দ্বিতীয়
এম (সি)	সৌরীন চৌধুরী	প্রথম

বিভাগ	নাম	পুরস্কার
এম (সি)	সুবোধ রঞ্জন দে	দ্বিতীয়
	প্রশান্ত ঘোষ	তৃতীয়
	গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী	সার্টিফিকেট
	বিমলকৃষ্ণ বোস	”
	ভগবৎ চন্দ্র ব্যানার্জ্জী	”
এফ (এ)	যূথিকা চ্যাটার্জ্জী (বেণু)	প্রথম (বিশেষ)
	মঞ্জুলিকা সুর	প্রথম
	ইভারাণী রায়	দ্বিতীয়
	কণিকা চৌধুরী	”
	বেলারাণী অধ্যায়	তৃতীয়
	ঊর্ম্মিলা দাস	সার্টিফিকেট
	সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়ালা	”
এফ (বি)	রমারাণী দত্ত	প্রথম (বিশেষ)
	সুপ্রীতি মজুমদার	প্রথম
	মীরা দে সরকার	দ্বিতীয়
	মণিভা গাঙ্গুলী	”
	অনিমা দাশ গুপ্তা	তৃতীয়
	দেবলা ঘোষাল	সার্টিফিকেট
	বীণাপাণি ঘোষ	”
	কল্যাণী চ্যাটার্জ্জী	”
	নীলিমা চক্রবর্ত্তী	”
	শোভনা ভৌমিক	”
	পারুল ব্যানার্জ্জী	”
এফ (সি)	ভারতী মজুমদার	প্রথম (বিশেষ)
	বাণী গাঙ্গুলী	প্রথম
	নীলিমা ভাদুড়ী	দ্বিতীয়
	কল্যাণী সরকার	তৃতীয়
	অমিতা রায়	”
	মায়া দে চৌধুরী	সার্টিফিকেট
	আভা সরকার	”

ভজন

বিভাগ	নাম	পুরস্কার
এম (এ)	মহেশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জী	প্রথম
এম (বি)	যুগল হাজরা	প্রথম
	রবীন্দ্রনাথ রায়	দ্বিতীয়
	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য	তৃতীয়
	প্রবোধ চন্দ্র দে	”

বিভাগ	নাম	পুরস্কার	বিভাগ	নাম	পুরস্কার
এম (বি)	শৈলেন্দ্রনাথ আঢ্য	সার্টিফিকেট	এফ (বি)	সুপ্রীতি মজুমদার	দ্বিতীয়
এম (সি)*	প্রণবচন্দ্র দে	প্রথম (বিশেষ)		শিউলি সরকার	তৃতীয়
	পঞ্চানন্দ মুখার্জ্জী	প্রথম		মণিকা বসু রায়	,,
	আবদুল আহাদ খান	দ্বিতীয়		নীলিমা চক্রবর্ত্তী	সার্টিফিকেট
	হরি শঙ্কর চক্রবর্ত্তী	তৃতীয়		প্রতিমা গুপ্ত	,,
	ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	সার্টিফিকেট		মীরা দে সরকার	,,
	রোশনলাল ভাটনগর	,,		কল্যাণী চ্যাটার্জ্জী	,,
	মানস মোহন ঘোষ	,,		বীণাপাণি ঘোষ	,,
	নিরাপদ মুখার্জ্জী	,,		পারুল সেন	,,
	শীতলহরি ঘোষ	,,		বীণা রায়	,,
	বীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী	,,		নীলিমা দত্ত	,,
এফ (এ)	নমিতা চ্যাটার্জ্জী	প্রথম		মাধুরী সরকার	,,
	অনিমা মুখার্জ্জী (ভলি)	দ্বিতীয়		রত্নমালা সেন	,,
	উমা গুপ্তা	,,		শ্যামলী রক্ষিত	,,
	হেনা লাহিড়ী	তৃতীয়		জ্যোতির্ম্ময়ী মুখার্জ্জী	,,
	গীতা চ্যাটার্জ্জী	,,		লতিকা চ্যাটার্জ্জী	,,
	উর্ম্মিলা দাস	,,		তুষারকণা পাল	,,
	অমিয় দাস	সার্টিফিকেট	এফ (সি)	আভা সরকার	প্রথম
	আভারাণী বসাক	,,		ভারতী মজুমদার	দ্বিতীয়
	মাধবী গোস্বামী	,,		কমল সরকার	তৃতীয়
	সুকৃতি রায়	,,		অমিতা রায়	,,
	সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়ালা	,,		নীলিমা ভাদুড়ী	সার্টিফিকেট
	শোভনা ঘোষ	,,		বীণা দে	,,
	নমিতা গাঙ্গুলী	,,		উমা রাণী দেবী	,,
	চুণী রায়	,,		কল্যাণী সরকার	,,
এফ (বি)	রমারাণী দত্ত	প্রথম		মিসেস্ রাণীবালা চ্যাটার্জ্জী	,,
	গীতা মিত্র	,,		সুধা চৌধুরী	,,

(আগামীবারে শেষাংশ প্রকাশিত হইবে।)

ভ্রম সংশোধন

গত পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত "বিষ্ণুপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ দেব বাহাদুর" প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়টি সংশোধন হইবে :—

৪১০ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ১ম প্যারাগ্রাফে "বিষ্ণুপুরের মহারাজ নীলমণি সিংহদেবের............করিয়াছিলেন।" পরিবর্ত্তে "বিষ্ণুপুরাধিপতি মহারাজ কালীপদ সিংহ ঠাকুর মহারাজ রামকৃষ্ণ সিংহ দেব বাহাদুরের দৌহিত্র। অর্থাৎ মহারাজ রামকৃষ্ণ দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিকিম সাহেব রামকিশোর সিংহ দেবের কন্যা স্বর্গীয়া ইন্দ্রকুমারী দেবীর পুত্র। তাঁহাকে কেহ পোষ্য গ্রহণ করেন নাই। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি রাজসিংহাসন গ্রহণ করিয়াছেন।" —

সংবাদ

চন্দননগর বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে আমোদায়োজন

বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে ফরাসী চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিংশ অধিবেশন অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে গীত-নৃত্যাদির যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে শ্রীশচীন নাগের 'অর্জ্জুন' নৃত্য,

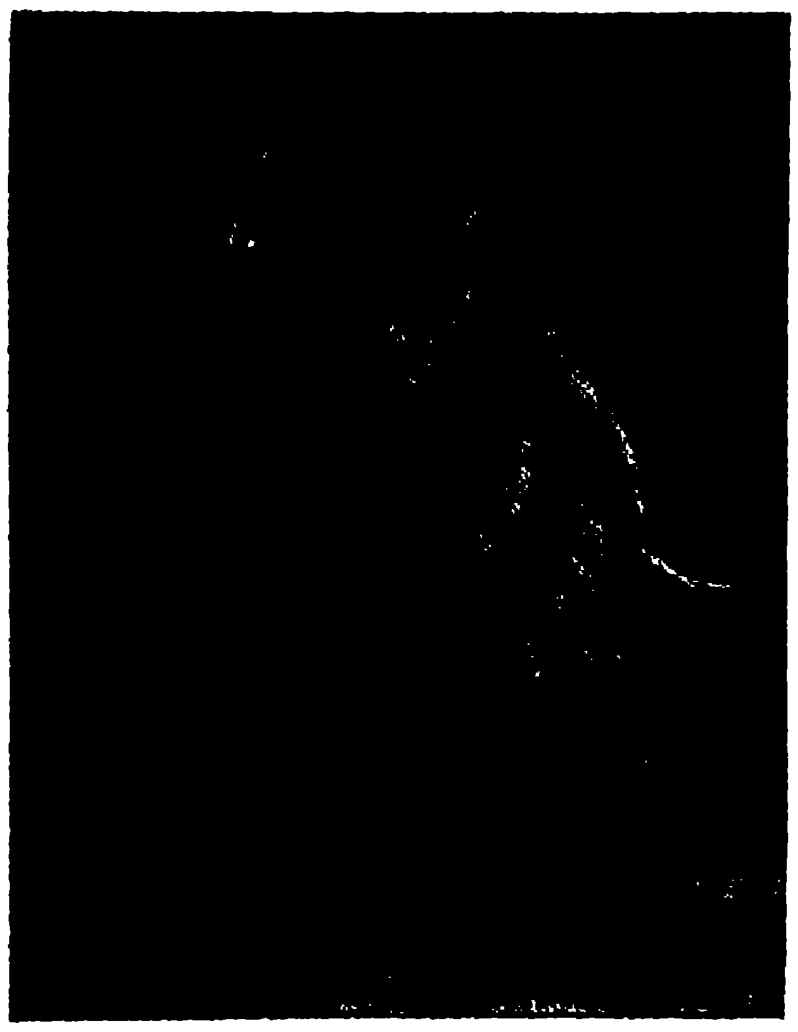

কুমারী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ী

কুমারী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ীর 'ভীলবালা' ও 'পদ্মের প্রেম' নৃত্য এবং কুমারী উমারাণী দত্তের বাংলা গান শ্রীমান মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের হিন্দী খেয়াল গান অতিশয় উপভোগ্য হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠান চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরে সম্পন্ন হয়।

সঙ্গীতোৎসব

বিগত ৪ঠা ফাল্গুন মঙ্গলবার শিল্পী-সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুত কালীপদ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় কালীঘাটস্থ ইউনিক ক্লাব-গৃহে একটী সঙ্গীত জলসা হইয়া গিয়াছে। প্রথমে সুগায়ক শ্রীযুত বিশেশ্বর ভট্টাচার্য্যের ছাত্র শ্রীমান প্রণবকুমার ভট্টাচার্য্য (বয়স মাত্র ৩ বৎসর) খেয়াল ও ভজন গাহিয়া সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে মোহিত করিয়াছে। এই বালকের অতি অল্প বয়সে সঙ্গীতে এরূপ উৎকর্ষতা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। তৎপরে কুমারী বীণাপাণি বিশ্বাস একটী খেয়াল গান গাহিয়া সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করে। কুমারী পুষ্প গাঙ্গুলীর খেয়াল গান বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। তৎপরে ইলা চ্যাটার্জ্জীর গান বেশ ভালই হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীযুক্ত অজিতসাধন ভট্টাচার্য্য সুমিষ্ট এস্রাজ বাজাইয়া সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করেন। তৎপরে কুমারী ঝর্ণারাণী সাহা ও কুমারী মণিকা সাহা খেয়াল গান গাহিয়া সভাস্থ সকল লোকের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। তৎপর কুমারী রেণুকা সাহা সুমিষ্ট সেতার বাজাইয়া সভাস্থ সকলের নিকট বিশেষ ধন্যবাদ লাভ করিয়াছে। বলাবাহুল্য রেণুকার পরিচয় বহুবার বহু পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। রেণুকা সাহার সহিত সঙ্গত করিয়াছেন শ্রীযুক্ত বিশেশ্বর ভট্টাচার্য্য। বিশেশ্বরবাবুর সাজ সঙ্গত অতি চমৎকার হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম দত্ত তবলার লহরা বাজনা হয়, রাধাশ্যামবাবুর সুমিষ্ট হাত ও স্পষ্ট বোল শুনিয়া সকলেই তাহাকে প্রশংসা করিয়াছেন। তৎপরে অন্ধগায়ক শ্রীযুত দীননাথ ধর মহাশয়ের সুমিষ্ট খেয়াল গানে শ্রোতৃবর্গ বিশেষ পরিতোষ লাভ করেন। তৎপরে স্বনামধন্য গায়ক শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ছাত্র শ্রীমান দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সুমিষ্ট ঠুংরি গান গাহিয়া সভাস্থ শ্রোতৃবর্গের নিকট বিশেষ প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। তাহার সহিত সঙ্গত করিয়াছিলেন উপরোক্ত অন্ধগায়ক শ্রীযুত দীননাথ ধর। দীনুবাবুর ঠুংরি সঙ্গত অতি চমৎকার হইয়াছিল। তৎপরে

শ্রীযুক্ত মাণিকলাল বসুর একখানি টপ্পা গান অতিশয় চমৎকার হইয়াছিল তৎপরে শ্রীযুত গণেশ চট্টোপাধ্যায় একটী গজল গান করেন, গানখানি ভালই হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে সভাস্থ সকলের অনুরোধে শ্রীযুত বিশেশ্বর ভট্টাচার্য্য একখানি ভৈরবী খেয়াল গান করেন। গানখানির সুরের কাজ অতি মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। অনুষ্ঠানে বহু শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল।

বৃহন্নলা নৃত্যে—মণিবর্দ্ধন, কণিকা, গীতি, দীপ্তি ও গৌরী।

দিনেন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডার

গত ৫ই মার্চ্চ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় শ্রীযুক্ত প্রণবেশ সিংহের উদ্যোগে এবং শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধনের প্রযোজনায় ম্যাডান থিয়েটারে দিনেন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে এক নৃত্যগীতানুষ্ঠান হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে দেশনেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর ভগিনী শ্রীযুক্তা সুনলিনী দেবীও এই নৃত্যোৎসবে উত্তর ভারতের কথক ও মাড়োয়ারী নৃত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধনের বৃহন্নলা, রূপকুমার, রুদ্রদেব, নাগা নৃত্য প্রভৃতি দর্শকবৃন্দকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। বৃহন্নলা নৃত্যে শ্রীযুক্ত বর্দ্ধনের সহিত কুমারী কণিকা চৌধুরীর উত্তরার নৃত্যাভিনয় অতিশয় উপভোগ্য হইয়াছিল। কুমারী গীতি ও দীপ্তির স্বর্গ্য প্রণাম পল্লী-নৃত্যটি আমাদিগকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। মণিপুরী পদ্ধতিতে 'দেবপূজা' নৃত্যটিও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। এই সব নৃত্য ব্যতীত শ্রীযুক্ত অনাদি

মজিদার, শ্রীযুক্তা সতী দেবী, শ্রীনমিতা সেন (খুকু-র) দিনেন্দ্র সঙ্গীত এবং কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণের বাঁশী, অসিত চৌধুরীর সেতার, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সরোদ বাদ্য বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু নৃত্যগীতের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং মানব-জীবনে নৃত্যগীতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। রাত্রি ৯ ঘটিকায় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়। অনুষ্ঠানে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমান প্রণবকুমার ভট্টাচার্য্য

গত অল বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েশনের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় শ্রীমান প্রণবকুমার সঙ্গীত-শিল্পে যে কৃতিত্ব

প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা শুধু অসাধারণ নয় একরূপ অবিশ্বাস্য। শ্রীমান এখনও বাল্যের সীমানা ছাড়ায় নাই বলা চলে। খেয়াল ও ভজন গানে স্পেশাল গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সমগ্র দর্শকমণ্ডলীর বিস্ময় ও আনন্দোৎপাদন করিয়াছে এবং বহু প্রশংসা ও দুইটি স্বর্ণ পদক দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছে। শ্রীমানের সঙ্গীত-সাধনায় পূর্নজন্ম বিশ্বাস না করিয়া পারা যায় না। প্রণবকুমারের সাধনার পথ নিষ্কণ্টক হউক, ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

সঙ্গীত সম্মিলনী

গত ১৩ই মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট সঙ্গীত বিভালয়ের সাহায্যকল্পে নিউ পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সঙ্গীত সম্মিলনীর ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক এক নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হয়। এতদুপলক্ষে "সরস্বতী" রবীন্দ্রনাথের "শ্রেষ্ঠভিক্ষা", "উষা ও অরুণ" প্রভৃতি নৃত্যাভিনয়ে কুমারী রেণুকা মোদক, রমা গুপ্তা, শান্তা রায়চৌধুরী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমান অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য্যের সেতার, গীতশ্রী, ইভা গুহ, আরতি দাস, ইন্দ্রা দাস প্রভৃতির বাংলা গান বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় সম্মিলনীর ছাত্রীগণের কাফি ও ভৈরবী ঐক্যতান বাদন শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই সব নৃত্যগীতানুষ্ঠানের সহিত বারবেলা বৈঠক সঙ্ঘের "গ্রন্থি" নামক একটি আধুনিক প্রহসন অভিনয় হওয়ার পর অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

শোক-সংবাদ

বিগত ১লা জানুয়ারী রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় কালীঘাটের সুগায়ক সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। সুধীরবাবু বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রধান ছাত্র ছিলেন। তাঁহার টপ্পা গানে অতিশয় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি শিল্পী-সঙ্ঘের একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দক্ষিণ কলিকাতার সঙ্গীত-পিপাসুগণের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। আমরা সুধীরবাবুর আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের নিকট সমবেদনা জানাইতেছি।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

সঙ্গীত-বিজ্ঞান
প্রবেশিকা

১৩শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৪৩ সাল | ১২শ সংখ্যা

বিখ্যাত টপ্পা গায়ক ৺নরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন, বি-এ

সুবিখ্যাত টপ্পা গায়ক প্রফেসর নরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ ভারতীয় সঙ্গীতসুধীগণ ও সঙ্গীতানুরাগীবৃন্দের নিকট সুপরিচিত। ইংরাজী ১৮৭৭ সালের ২৪শে মে তারিখে আকনার বিখ্যাত বনিয়াদি ঘোষ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। জন্মস্থান কোন্নগর। পৈত্রিক বাস হাঁড়াল-কৃষ্ণপুর, হুগলী।

তাঁহার পিতৃদেব স্বনামধন্য স্বর্গীয় রায় বাহাদুর নবকৃষ্ণ ঘোষ, ইণ্ডিয়ান (ইম্পিরিয়াল) পুলিশ সার্ভিসের প্রথম বাঙ্গালী ডিটেক্‌টিভ্ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। পরলোকগত ভারত সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড যখন ইং ১৮৭৫ সালে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ রূপে ভারত ভ্রমণে আসেন তখন তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী পুলিশ অফিসার যিনি মহামান্য যুবরাজের স্পেশ্যাল বডিগার্ডের পদ লাভ করেন।

ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজারিবাগের প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী ও ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েসনের সিনিয়ার ডিরেক্টর স্বর্গীয় অক্ষয়কৃষ্ণ ঘোষ। ইঁহার মাতামহ সুকচর নিবাসী বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ দেব বিশ্বাস। ইনি কলিকাতা ঝামাপুকুর নিবাসী প্রসিদ্ধ মজুমদার বংশের স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র মজুমদারের তৃতীয় কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে নরেন বাবুর গীতবাদ্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি ১৫ বৎসর বয়সে প্রথমে তাঁহার মাতামহের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। ৬ বৎসরকাল তাঁহার নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল গান শিক্ষা করিবার পর তিনি ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ্ টপ্পার বাদ্‌সা

৺রমজান খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নিকট একাধারে ১৪ বৎসরকাল টপ্পা গান শিক্ষা করেন ও ৺খাঁ সাহেবের খুব প্রিয় শিষ্য হইয়া পড়েন। তিনি ৺খাঁ সাহেবের নিকট টপ্পা শিখিবার সময় খেয়াল ও ঠুংরী গানের অনেক তালিম পাইয়াছিলেন। ৺রমজান খাঁ সাহেব যখনই কোন জল্‌সায় যাইতেন তাঁহার প্রিয় শিষ্য নরেন বাবুকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং গুরু শিষ্যে এক সঙ্গে গান করিতেন।

বলা বাহুল্য প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা ভিন্ন গীতবাদ্যে এরূপ অসাধারণ দক্ষতা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহার প্রধান গুণ ছিল যখন যে সঙ্গীত গাহিতেন তাহাতে সেই সুরের পূর্ণ বিকাশ দেখাইতেন। তাঁহার সুরে রাগ বা রাগিণী যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সকলের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিত। সুকণ্ঠোত্থিত নাদ ও গম্ভীর স্বরে শ্রোতৃবর্গের প্রাণে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইত। তাঁহার গানের বৈচিত্র্য, গিট্‌কারি ও সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নরেন বাবু ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন ও বহু রাজ দরবার হইতে সভায় গান করিবার জন্য সাদরে আমন্ত্রিত হন।

তিনি সর্ব্বদাই প্রফুল্লচিত্তে ও হাসিমুখে থাকিতেন। যিনি একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাঁহার সদালাপ ও মিষ্টি কথা তিনি আজীবন ভুলিতে পারেন নাই। বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয় গুণবান্ ব্যক্তিদিগের সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। এস্থলে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হইল। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পঞ্চকোটের মহারাজা, নাটোরের মহারাজা, বরিয়ার রাজা, কুমার নরেন্দ্রকুমার মিত্র প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন করিতেন। 'বেকা' রেকর্ড ও গ্রামোফোন রেকর্ডে নরেন বাবু অনেকগুলি গান গাহিয়া গিয়াছেন। ইহার আরও দুই একটি গুণ ছিল যে তিনি খুব ভাল গীত রচনা করিতে পারিতেন ও তাঁর জ্যোতিষী শাস্ত্র ও হস্তগণনায় বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি খুব বলবান ও শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রায় ১০ বৎসর কাল পুলিশে চাকরি করিয়াছিলেন।

যাঁহারা নরেন বাবুর মুখে, শোরি মিয়া, হমদম্, বিদ্যাসুন্দর ও নিধুবাবুর টপ্পা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে টপ্পা গানে তিনি কিরূপ সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহাকে টপ্পা গানের সম্রাট্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইং ১৯৩৬ সালের ১০ই মে তারিখে দুই পুত্র, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে শোকসাগরে ভাসাইয়া নরেনবাবু ইহধাম ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরের জনপ্রিয় চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত অমর ঘোষ আজ প্রায় ১২ বৎসরকাল আমেরিকাতে অবস্থান করিতেছেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র বাংলার তরুণ গীত-শিল্পী শ্রীযুক্ত সমর ঘোষ।

নরেনবাবু মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গান গাহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সঙ্গীত-জগতে যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবে না।

পরিশোধ-নাট্যগীতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

-া -া II মা পা পা | পা পা ধা I ণা র্ণা -া | ণধা -পধা -া I
০ ০ দ য়ি তে | রে দি য়ে ছি লি ০ | সু০ ০০ ০

ধপা -া -া | পণা ণা ণা I ণা -া -া | ধণা -া -া I
ধা ০ ০ | আ০ জি ও তা ০ ০ | হা ০ ০

-া -ধণধা -পমা | পা ধা ধা I পধা -ণধা -পধা | ৲পা -া -া I
০ ০০ ০ বৃ | মে টে নি সু০ ০০ ০০ | ধা ০ ০

-া -মগরা -সরা | রমা মা মা I মা মা -পমা | গা গা -মা I
০ ০০ ০০ | এ০ খ নি তা হে ০০ | মি শা ০

গা -রা রগা | সরা -সা -সা I -া -া -া | মা পা পা I
বি ০ কি০ | বি ০ ষ্ ০ ০ ০ | যে জ ন

পা পা -র্সা | র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা -র্রা | র্সা -ণা -া I
নে তু ই | ম রি বি ম র ০ | মে ০ ০

ণা ণধা -পধা | ধপা -া -া I -া -া -া | পা -ণা -া I
ম র০ ০০ | মে ০ ০ ০ ০ ০ | কে ন ০

ণা ণা -ধা | পা পধা ধা I পা মা -মা | মা মপা পা I
তা রে ০ | বা হি০ রে ডা কি স্ | নী র০ বে

মা মা -মা | মা মা -া I পা পা পা | রা রমা পা I
থা কি স্ | স খি ০ ও তু ই | নী র০ বে

পা রমা -মা | -া -া -া II II
থা কি০ স্ | ০ ০ ০

ফাল্গুনের সংখ্যায় "নীরবে থাকিস্ সখি ও তুই" গানটির এই কয়টি লাইনের স্বরলিপি বাদ পড়ে গিয়েছে।

—শান্তিদেব।

(শ্যামা)

ক্ষমা করো নাথ ক্ষমা করো।
এ পাপের যে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।
তুমি ক্ষমা করো।

(বজ্রসেন)

এ জন্মের লাগি
তোর পাপ মূল্যে কেনা মহাপাপ ভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত। কলঙ্কিনী
ধিক্ নিঃশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী।

(শ্যামা)

তোমার কাছে দোষ করি নাই
দোষ করি নাই,
দোষী আমি বিধাতার পায়ে;
তিনি করিবেন রোষ
সহিব নীরবে।
তুমি যদি না করো দয়া
সবেনা সবেনা সবেনা॥

(বজ্রসেন)

তবু ছাড়িবি নে মোরে॥

(শ্যামা)

ছাড়িব না ছাড়িবনা।
তোমা লাগি পাপ নাথ,
তুমি করো মর্ম্মাঘাত।
ছাড়িব না।

(শ্যামাকে বজ্রসেনের হত্যার চেষ্টা)

II র্সা -ণা -া ধা | মা -জ্ঞা রা সা I রা -া -জ্ঞা রা | সা -া -রা ন্ I
হে ০ ০ ক্ষ | মা ০ ক রো না ০ থ ক্ষ | মা ০ ০ ক

সা -া -া -া | মা পা পা -পা I পা -া ধা পা | মা -মা পা -পা I
রো ০ ০ ০ | এ পা পে র্ যে ০ অ ভি | স ম্ পা ত্

মা -পা পা না | না -না না র্সা I না র্সা র্সর্রা র্সা | না -া র্সা -া I
হো ক্ বি ধা | তা র্ হা তে নি দা রু০ ণ | ত ০ র ০

র্সা র্সর্রা র্সা র্সা | র্সা -ণা ণা -া I ণা ণর্সা ণা ণা | ধা -া পা -া I
তু মি০ ক মা | ক ০ রো ০ তু মি০ ক মা | ক ০ রো ০

পা পধা পা পা | মা -গা রা -া II
তু মি০ ক মা | ক ০ রো ০

II সমা -া মা -মা | মা মা মা -গা I পা -া -া -া | -া -া -া -া I
এ০ ০ জ ন্ | মে র লা ০ গি ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

পর্গা -র্গা র্গা র্গা | র্রা -র্রা র্রা র্রা I র্সা -া -া -না | ধা -না র্সা না I
তো ব্ পা প | মৃ ০ লো কে না ০ ০ ০ | ম হা পা প

ধনা -া ধপা -া | পা পধা ধা ধপা I মপা পা মা -া | গমা -া রা সা I
ভা ০ গী ০ | এ জী০ ব ন ক রি লি ০ | ধি ক্ ক ত

র্গা -া র্গা -া | র্গা -া র্গা -া I গর্পা -া র্মা -া | র্গা র্গা র্রা -র্রা I
ক ০ ল ং | কি ০ নী ০ ধিক্ ০ নিঃ ০ | শ্বা স মো র্

র্সা -র্সা র্সা না | ধনা -া ধপা -া I মা -া মা -া | মা -গা পা -া II
তো র্ কা ছে | ঋ ০ ণী ০ ক ০ ল ং | কি ০ নী ০

II না -া র্সা -নধা | ধনর্সা -ধনা ধপা -া I না ধনা নর্সা না | পমা -া -ধপা মপা I
তো ০ মা ০র্ | কা০০ ০ ছে ০ দো ষ্ ক রি | না ০ ০০ ই০

গা -মা ধপা পা | গা -া গা -া I সা গা গা -মা | পা -া -া না I
দো ষ্ ক রি | না ০ ই ০ দো ষী আ ০ | মি ০ ০ বি

র্সা -র্গা র্রা -র্সনা ধনা -র্সনা ধপা -া I পা ধা গা ধা পধা -পধপা মগা -গা I

ধা ০ তা ০ র্ পা০ ০ ০ রে ০ তি নি ক রি বেন্ ০ ০ ০ রো ষ্

গা গপা মা গা -রগমা গা রসা -া I র্সর্গা র্গা র্রা র্সা র্গা -া -র্রা র্সনা I

স হি০ ব নী ০ ০ ০ র বে ০ তু মি য দি না ০ ক রো০

নর্সা -না ধপা -া না না র্সা -া I পা পজ্ঞা -ধপা -া মপা মা গা -া II

দ ০ য়া ০ স বে না ০ স বে ০ না ০ স০ বে না ০

II গর্গা র্গা র্গা র্গা র্রা -া র্সা না I ধনা -া ধপা -া -া -া -া -া II

ভ বু ছা ড়ি বি ০ নে ০ মো ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

II সা সা রা -া গা -া -া -া I সা সা রা -া গা -া -মা -া I

ছা ড়ি ব ০ না ০ ০ ০ ছা ড়ি ব ০ না ০ ০ ০

রা পা মপা -মা গা -া -া -া I গপা পা পা -জ্ঞা পা -া -া -া I

ছা ড়ি ব ০ না ০ ০ ০ তো০ মা লা ০ গি০ ০ ০ ০

-পা -া -া -া পা -া পা -া I পা -জ্ঞা পা -া পা পনা র্ধা -া I

০ ০ ০ ০ পা ০ প ০ না ০ থ ০ তু মি০ ক ০

পা -া -া -মা মা -মা -পা পা I মা -া গা -া -া -া -া -া II II

রো ০ ০ ০ | ম ০ র্ মা ঘা ০ ত ০ | ০ ০ ০ ০

(ক্রমশঃ)

সঙ্গীত পারিজাতঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শুদ্ধাঃ স্যু র্জাতয়ঃ সপ্ত তাঃ ষড়্‌জাদি স্বরাভিধাঃ।
আদ্যা ষাড়্‌জীতু বিজ্ঞেয়া দ্বিতীয়া চার্ষভী স্মৃতা। ২৯৭
গান্ধারীতু তৃতীয়া সা চতুর্থী মধ্যমা পরা।
পঞ্চমী পঞ্চমী জ্ঞেয়া ষষ্ঠীতু ধৈবতী পুনঃ। ২৯৮
সপ্তমী স্যাৎ তু নৈষাদী তাসাং লক্ষ্মচ কথ্যতে।

শুদ্ধ জাতি সাতটি; ষড়্‌জাদি স্বরের নামে এই সাতটি জাতির নাম রচিত হইয়াছে। প্রথম জাতির নাম 'ষাড়্‌জী' জাতি, দ্বিতীয় 'আর্ষভী' জাতি, তৃতীয় 'গান্ধারী' চতুর্থ 'মধ্যমা' পঞ্চম, 'পঞ্চমী', ষষ্ঠ 'ধৈবতী' ও সপ্তম 'নৈষাদী' জাতি। যথাক্রমে এই সাতটি জাতির লক্ষণ বলা যাইতেছে। ২৯৭-২৯৮

টিপ্পনী—সঙ্গীত-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থের মতে রাগ রচনায় জাতি একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। রত্নাকরকার এক একটি রাগের লক্ষণ নির্দ্দেশকালে রাগের মূর্চ্ছনা, বর্ণ, অলঙ্কার প্রভৃতি যতগুলি অঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে জাতির পরিচয় দ্বারাই রাগের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। শার্ঙ্গদেব প্রত্যেকটি জাতির লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তজ্জাতীয় রাগের কোন্‌টি অংশ স্বর, কোন্‌টি বর্জ্জিত স্বর, ষাড়ব অবস্থায় কোন্ স্বরটি বর্জ্জন করিতে হইবে, কোন্ কোন্ স্বরের মধ্যে পরস্পর সঙ্গতি রহিয়াছে, সেই জাতীয় কোন্ রাগে কোন্ মূর্চ্ছনা ও কোন্ তাল ব্যবহার্য্য, কোন্ রাগ কোন গীতির অন্তর্গত, কি প্রয়োজনে কোন্ জাতীয় কোন্ রাগ প্রযোজ্য ইত্যাদি সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং রাগ রচনায় জাতি একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। এই জন্যই সঙ্গীত-রত্নাকরে জাতি নির্ণায়ক পরিচ্ছেদটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। পারিজাতে জাতি বিষয়ে যতটুকু আলোচনা আছে, তাহা সঙ্গীত-রত্নাকরেরই অনুরূপ। ইহা দেখিয়া মনে হয়, জাতি বিষয়ে অহোবল শার্ঙ্গদেবেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু পারিজাতের জাতি প্রকরণে কয়েকটি মাত্র শ্লোক পাওয়া যায়, অবশিষ্ট শ্লোকগুলি লুপ্ত। যে কয়েক প্রকার সংস্করণের পুস্তক আমাদের নিকটে আছে, তাহার কোন পুস্তকেই ঐ শ্লোকগুলি পরিলক্ষিত হয় না। এতদ্ব্যতীত ৩০০ সংখ্যক শ্লোকের অর্দ্ধাংশ ও ৩০১ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধরূপে যাহা আমরা পাইতেছি, তাহাও ব্যাকরণ শুদ্ধ নহে, অর্থও আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না। অতএব এই দুইটি শ্লোকের অবশিষ্ট দুই অর্দ্ধাংশেরই অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

ইমা বংশ স্বরে স্থিত্বা স্থিত্বা যদি বিলম্বিতঃ। ৩০০
গায়েতাং জাতয়স্তাঃ স্যু স্তদংশ স্বরাভিধাঃ।
রাগাণাং জীবভূতা যে প্রোক্তা স্তেহংশ স্বরা বুধৈঃ। ৩০১

... ... রাগের জীবন স্থানীয় স্বরকে অংশ স্বর বলে।

টিপ্পনী—'অংশ' বাদী স্বরেরই নামান্তর।

রত্নাকর বলেন—

যো রক্তি ব্যঞ্জকো গেয়ে যৎসংবাদ্যনুবাদিনৌ।
বিদার্য্যাং বহুলৌ যস্মাৎ তার মন্দ্রব্যবস্থিতিঃ।
যঃ স্বয়ং যস্ত সংবাদী চানুবাদী স্বরোহপরঃ।
ন্যাসাপন্যাসবিন্যাস সন্ন্যাস গ্রহতাং গতঃ।
প্রয়োগে বহুলঃ সস্তাদ্ বাদ্যংশো যোগ্যতা বশাৎ।

অর্থাৎ যে স্বর দ্বারা গীতির রক্তি বা মাধুর্য্য অভিব্যক্ত হয়; বিদারী বা গীতখণ্ডে যে স্বরের সংবাদী ও অনুবাদী স্বর বহুলভাবে পরিলক্ষিত হয়; যে স্বরটিকে অবধি করিয়া তার ও মন্দ্র স্বরের ব্যবস্থা হইয়া থাকে; যে স্বরটি নিজে বাদী হইয়াও কখন নিজেই সংবাদীর কার্য্য করিয়া থাকে,

কখনও অনুবাদী হয় না, অনুবাদী হয় অপর স্বর। যে স্বর গীত সমাপ্তিতে ব্যবহৃত হইয়া ন্যাসরূপে গীতির এক একটি খণ্ডের সমাপ্তিতে প্রযুক্ত হইয়া অপন্যাসরূপে আদি খণ্ডের সমাপ্তিকারী হইয়া সন্ন্যাসরূপে পরিণত হয়; এইরূপে নানাভাবে গীতির নানাস্থানে ব্যবহৃত হওয়ায় যে স্বরটি গীতিতে বহুল পরিমাণে প্রযুক্ত; সেইরূপ বাদী স্বরকেই অংশ স্বর বলে। কোন কোন স্থলে 'গ্রহ' নামে আরও একটি স্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীত-রত্নাকর এই গ্রহস্বরের পরিচয় কল্পে বলিয়াছেন—

গীতাদি নিহিত স্তত্র স্বরো গ্রহ ইতীরিতঃ।

গীতির আদিতে নিহিত স্বরকে গ্রহ স্বর বলে। এই গ্রহ স্বর বাদী সংবাদী প্রভৃতি চারি ভাবেই গীতিতে প্রযুক্ত হয়। অংশ স্বর কিন্তু এরূপ নহে, অংশ স্বর বাদীই হয় সংবাদী অনুবাদী বা বিবাদী হয় না। মতঙ্গ বলেন—"অংশোঽথ বাদ্যেব গ্রহস্তু বাদ্যাদি ভেদ ভিন্ন শ্চতুর্বিধঃ।"

অতঃপর সঙ্গীত পারিজাতে গমকের আলোচনা দৃষ্ট হয়। এই প্রকরণেও কতিপয় শ্লোক লুপ্ত হইয়াছে অনুমিত হয়। পুনা হইতে প্রকাশিত সঙ্গীত পারিজাতে নক্ষত্র-চিহ্ন দ্বারা ইহা সূচিত হইয়াছে। গমক কাহাকে বলে এবং উহা কত প্রকার এবিষয়ে কোন শ্লোক নাই। 'চ্যাবিত' হইতে আরম্ভ করিয়া যে কয়েক প্রকার গমকের বর্ণনা বর্ত্তমানে মুদ্রিত পুস্তকসমূহে পাওয়া যায়, তাহারও অর্থ পরিস্ফুট নহে। আমরা আমাদের বুদ্ধি অনুসারে ইহার অনুবাদ করিলাম। বিশেষজ্ঞগণ আমাদের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক সংশোধন করিলে অনুগৃহীত হইব।

একাস্ফালন সঞ্জাত শ্চ্যাবিত স্বর উচ্যতে।

চ্যবনং জায়তে যেষু তস্মাৎ তে চ্যাবিতা মতাঃ॥৩০২

একবার মাত্র আস্ফালন বা আঘাত হেতু তন্ত্রী হইতে যে স্বর সমূহ উদ্ভূত হয়, তাহাকে 'চ্যাবিত' স্বর বলে। যে স্বরগুলি বিচ্যুত বা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে স্খলিত তাহারাই চ্যাবিত স্বর॥ ৩০২

টিপ্পনী—সঙ্গীত-রত্নাকরে আমরা 'চ্যাবিত' নামে কোন গমকের উল্লেখ দেখিতে পাইনা। পারিজাতের এই শ্লোকটি পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, একটি আঘাত হইতে উৎপন্ন কোন স্বর যখন লয়ের পথে চলিতে থাকে, তখন সেই স্বরের ধ্বনি-লহরী ক্রমশঃ স্থান-চ্যুত হইয়া অন্য স্বর উৎপাদন করে; এই স্থান-চ্যুত অন্য স্বরগুলিকেই বোধ হয় পণ্ডিত অহোবল চ্যাবিত (চ্যুত বা স্থানভ্রষ্ট) স্বর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। স্বরসাধক প্রাচীন দুই চারিজন বিচক্ষণ গায়কের নিকট শুনিয়াছি, তানপূরায় ব্যবহৃত চারিটি তন্ত্রী সাধারণতঃ তিনটি স্বরে বাঁধা হয়; কিন্তু এই তিন স্বর হইতেই সূক্ষ্ম স্বরদর্শিগণ সপ্তস্বরের স্পষ্ট অনুভূতি লাভ করিয়া থাকেন।

শারীরোঽপি সবিজ্ঞেয়ঃ স্থান-ত্যাগেন সম্মতঃ।

একত্র কম্পিতো জ্ঞেয়ো হননাভ্যাং স্বর-দ্বয়ম্॥ ৩০৩

স্ব-স্থান চ্যুত এই 'চ্যাবিত' স্বরগুলি শারীর নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। একস্থানে দুইবার আঘাত করিলে যে দুইটি স্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকে কম্পিত গমক বলে॥ ৩০৩

টিপ্পনী—'কম্পিত' গমকের স্বরূপ বর্ণনায় শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন—'দ্রুতার্দ্ধ মান বেগেন কম্পিতং গমকং বিদুঃ।' দ্রুত মাত্রার অর্দ্ধ পরিমাণ বেগে নিষ্পাদিত গমককে 'কম্পিত' গমক বলে॥

প্রত্যাহত ইতিখ্যাতো হন্ত্যেকয়া স্বরদ্বয়ম্।

একত্র হন্যতে যত্র দ্বিবারং স দ্বিরাহতঃ॥ ৩০৪

একবারের চেষ্টায় (?) আহত হইয়া দুইটি স্বর উৎপন্ন হইলে তাহাকে 'প্রত্যাহত' গমক বলে। একস্থানে দুইবার আঘাত করিলে যে স্বর নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে দ্বিরাহত গমক বলে॥ ৩০৪

স্ফুরিতো গমকো জ্ঞেয়ো হত্যত্যন্তং স্বরদ্বয়ম্।

যে গমকে দুইটি স্বরে অত্যন্ত আঘাত করা হয়, তাহাকে 'স্ফুরিত' গমক বলে।

টিপ্পনী—সঙ্গীত-রত্নাকর মতে দ্রুতমাত্রার এক তৃতীয় পরিমাণবেগে স্বর আন্দোলিত হইলে তাহাকে 'স্ফুরিত" গমক বলে—'বেগে দ্রুত তৃতীয়াংশ সম্মিতে স্ফুরিতো মতঃ।

যত্রচ হননাদূর্দ্ধং তত্রৈবানাহতঃ স্বরঃ॥ ৩০৫

গমকঃ শান্ত সংজ্ঞোঽসাবিতিসূরি বিনির্ণয়ঃ।

চতুর্থাংশোঽপরেত্ত্যোঽসৌ দ্রুতস্ত তিরিপোমতঃ॥ ৩০৬

একবার আঘাতের পর পুনরায় আহত না হওয়ায় স্বরটি যদি স্বীয় উৎপত্তি স্থানেই প্রশমিত হয় তবে তাহাকে 'শান্ত' গমক বলে। দ্রুত মাত্রার এক চতুর্থাংশ বেগে যদি স্বর বিকম্পিত হয়, তবে তাহাকে 'তিরিপ' গমক বলে।

টিপ্পনী—রত্নাকরোক্ত 'তিরিপ' গমকের লক্ষণ প্রায় ইহারই অনুরূপ। যথা—

লঘিষ্ট ডমরু ধ্বনি কম্পানুকৃতি সুন্দরঃ।

দ্রুত তুর্য্যাংশবেগেন তিরিপঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

ক্ষুদ্রায়তন একটি ডমরুর ধ্বনির অনুকরণে স্বর বিকম্পিত হইলে তাহাকে 'তিরিপ' গমক বলে। ইহার কম্পনবেগ দ্রুতমাত্রার এক চতুর্থাংশ পরিমিত॥ ৩০৬

একত্রাস্ফালনমিব (লনেনৈব) সর্ব্বেতে বোধিতা যদা।

স্বরানষ্টা রভিব্যাপ্তা স্তদা ঘর্ষণ উচ্যতে॥ ৩০৭

একটি ঘাট বা পর্দ্দায় আঘাত দ্বারা যদি সকলগুলি স্বর অভিব্যক্ত হয়, আটটি স্বরই পরিব্যাপ্তবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহাকে 'ঘর্ষণ' গমক বলে॥ ৩০৭

অবঘর্ষণ মপ্যেবং জ্ঞেয়ং লক্ষ বিচক্ষণৈঃ।

বিকর্ষণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বস্থানে হন্তং বিকর্ষতি॥ ৩০৮

লক্ষণ নিপুণ আচার্য্যগণ বলেন—'অবঘর্ষণ' গমক পূর্ব্বোক্ত 'ঘর্ষণ' গমকেরই অনুরূপ।

যে গমকে স্বর স্বীয় স্থানে অপর স্বরকে আকর্ষণ করে, তাহাকে 'বিকর্ষণ' গমক বলে॥ ৩০৮

অগ্রেগত্বানিবৃত্তোঽসৌ পুনঃ স্বস্থান উচ্যতে।

পশ্চাদ্‌গত্বানিবৃত্তোঽসা বগ্র স্বস্থান সংজ্ঞকঃ॥ ৩০৯

যে গমকে স্বরটি সম্মুখস্থিত স্বরে অগ্রসর হইয়া পুনরায় স্বীয় স্থানে ফিরিয়া আইসে, তাহাকে 'পুনঃ স্বস্থান' গমক বলে। আর যে গমকে স্বর পশ্চাৎদিকে যাইয়া স্বস্থানে আইসে, তাহাকে 'অগ্র স্বস্থান' গমক বলে॥ ৩০৯

রেফ-যুক্তস্ত বর্ণস্ত কারণং কর্ত্তরী মতা।

মধ্যমা তর্জ্জনীভ্যাং যা ক্রমাৎ সা সম্ভবা বহিঃ॥ ৩১০

যে গমকে রেফযুক্ত ('সর্‌স' ইত্যাদি) স্থায়ী আরোহী প্রভৃতি বর্ণ নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে 'কর্ত্তরী' (কন্তন?) গমক বলে। এই কর্ত্তরী মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলির সাহায্য ক্রমে বাহিরে সম্ভূত হইয়া থাকে॥ ৩২০

যদুদ্দিশ্য ক্রিয়ারম্ভ স্তস্যৈব শ্রবণং স্ফুটম্।

স্বরস্তাভিভবাদৈর্য্যমস্তস্তাহুর্ম্মনীষিণঃ॥ ৩১১

যে স্বরটিকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য বাদন কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছে, কেবল যদি সেই স্বরটিই শ্রুতিগোচর হয়, তবে তাহাকে 'স্ফুট' স্বর বলে। আর প্রচ্ছন্ন করিবার জন্য স্বরের যে নিয়তা, তাহাকে 'অস্ফুট' স্বর বলে॥ ৩১১

স্বরদ্বয়মভিব্যাপ্য সুচালুঃ পূর্ব্ববদ্ ভবেৎ।

হম্ফিতস্তৈকদেশত্বা ন্মুদ্রানপৃথগুচ্যতে॥ ৩১২

দুইটি স্বরকে পরিব্যাপ্ত করিয়া যে গমক পূর্ব্বোক্তরূপে নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে 'সুচালু' গমক বলে। ইহা হম্ফিতেরই একাংশ মাত্র, এই জন্য ইহার মুদ্রা পৃথক্ বলা হইল না।

টিপ্পনী—পারিজাতে যে কয়েক প্রকার গমক বলা হইয়াছে, তাহাতে 'হম্ফিতের' নাম পরিলক্ষিত হয়না। বোধ হয় লুপ্ত শ্লোক সমূহে 'হম্ফিত' নাম ও তাহার লক্ষণ ছিল। নচেৎ হম্ফিতের একদেশ বলিয়া 'সুচালু' গমকের মুদ্রা পৃথক নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হইত। অহোবল ৩৩৮ শ্লোকে 'বেসরা' গীতির লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে 'কম্পিত' গমকের সহিত এই 'হম্ফিত' গমকের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পারিজাত মতে 'হম্ফিত' এক প্রকার গমক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই॥ ৩১২

এবং লক্ষণ-সংযুক্তা গমকা বহবো মতাঃ।

নত্তে মযোদিতাঃ সর্ব্বে গ্রন্থবিস্তর ভীতিনা॥ ৩১৩

এই প্রকার পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণযুক্ত বহু প্রকার গমক আছে। গ্রন্থ বিস্তৃতি ভয়ে আমরা সকলগুলির নাম ও লক্ষণ উল্লেখ করিলাম না। ৩১৩ ইতি গমকাঃ।

শুদ্ধ স্বর স্থানানি

স্বরস্ত হেতু ভূতায়া বীণায়া শ্চাক্ষুষত্বতঃ।

তত্র স্বর বিবোধার্থং স্থান লক্ষণ মুচ্যতে। ৩১৪

স্বর অভিব্যক্ত হইবার কারণ স্বরূপ বীণা (প্রভৃতি) যন্ত্র দৃষ্টিগোচর পদার্থ; অতএব এইরূপ যন্ত্রে স্বর বুঝাইবার জন্য স্থানের লক্ষণ বলা যাইতেছে। ৩১৪

ধ্বনত্ববচ্ছিন্ন বীণায়াং মধ্যে তারক সং (সঃ) স্থিতঃ।

উভয়োঃ ষড়্জয়োর্মধ্যে মধ্যমং স্বর মাচরেৎ। ৩১৫

ধ্বনিবিশিষ্ট বীণাদণ্ডের দুই মেরু বা প্রান্তভাগের মধ্যস্থানে তার ষড়্জ স্থাপন করিতে হইবে। তার ষড়্জ ও মধ্য ষড়্জের মধ্যভাগে মধ্যম স্বর স্থাপন করিবে। ৩১৫

ত্রিভাগাত্মক বীণায়াং পঞ্চমঃ স্যাৎ তদগ্রিমে।

গড়্জ পঞ্চময়োর্মধ্যে গান্ধারস্ত স্থিতির্ভবেৎ। ৩১৬

বীণার দুই প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে সমান তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তার ষড়্জের পরবর্ত্তী প্রথম তৃতীয়াংশের প্রান্ত ভাগে মধ্যম স্বরের সম্মুখে পঞ্চম স্বর স্থাপন করিবে। মধ্য ষড়্জ ও পঞ্চম স্বরের ঠিক মধ্যভাগে গান্ধার স্বর স্থাপন করিবে।

স-পয়োঃ পূর্ব্বভাগে চ স্থাপনীয়োহথ রি-স্বরঃ।

স-পয়োমধ্যদেশেতু ধৈবতং স্বর মা'চরেৎ। ৩১৭

তত্রাংশ স্বয় সত্যাগাৎ নিষাদস্ত স্থিতির্ভবেৎ। ৩১৮

মধ্য ষড়্জ ও পঞ্চম স্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম তৃতীয়াংশের প্রান্তভাগে রি স্বর স্থাপন করিবে। মধ্য 'স' ও মধ্য পঞ্চমের মধ্যভাগে ধৈবত স্বর স্থাপন করিবে। ধৈবত ও তার ষড়্জের মধ্যবর্ত্তী শেষে স্থানকে সমান তিনভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্ব দুই ভাগের নিষাদ স্বর স্থাপন করিতে হইবে।

ইতি শুদ্ধস্বর স্থানানি।

বিকৃত-স্বর স্থানানি

ভাগ ত্রয়ান্বিতে মধ্যে মেয়ো র্ঋষভ সংজ্ঞিতাং।

ভাগদ্বয়োত্তরং মেরোঃ কুর্য্যাৎ কোমল রি স্বরম্। ৩১৯

মধ্য ঋষভকে অন্তত্র মেরু নির্ণয় পূর্ব্বক মধ্যষড়্জ ও এই ঋষভের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিনভাগে বিভক্ত করিবে, এবং পূর্ব্ব দুইভাগের প্রান্তভাগে কোমল রি স্বর স্থাপন করিবে। ৩১৯

মেরু ধৈবতয়োর্মধ্যে তীব্র গান্ধার মাচরেৎ। ৩২০

মধ্য ষড়্জ রূপ মেরু ও ধৈবত স্বরের ঠিক মধ্যস্থানে তীব্র গান্ধার স্বর স্থাপন করিবে। ৩২০

ভাগ ত্রয় বিশিষ্টেঽস্মিং তীব্র গান্ধারো ষড়্জয়োঃ।

পূর্ব্বভাগোত্তরং মধ্যে মং তীব্রতমমাচরেৎ। ৩২১

তীব্র গান্ধার ও তার ষড়্জের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রথম তৃতীয়াংশের প্রান্তভাগে তীব্রতম মধ্যম (কড়ি মধ্যম) স্বর স্থাপন করিবে। ৩২১

ভাগত্রয়ান্বিতে মধ্যে পঞ্চমোত্তর ষড়্জয়োঃ।

কোমলো ধৈবতঃ স্থাপ্যঃ পূর্ব্বভাগে মনীষিভিঃ। ৩২২

পঞ্চম ও তার ষড়্জের মধ্যস্থিত স্থানকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম তৃতীয়াংশের প্রান্তভাগে কোমল ধৈবত স্থাপন করিবে। ৩২২

তধৈবধ-সয়োর্মধ্যে 'ভাগ ত্রয় সমন্বিতে।

পূর্ব্বভাগদ্বয়াদূর্দ্ধ্বং নিষাদং তীব্রমাচরেৎ। ৩২৩

এইরূপ ধৈবত ও তার ষড়্জের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম তৃতীয়াংশের প্রান্তভাগে তীব্র নিষাদ স্বর স্থাপন করিবে।

টিপ্পনী—পারিজাতের নির্দ্ধারিত শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের স্থানসমূহ বর্ত্তমান যন্ত্রেও প্রায়ই মিলিয়া যায়; কেবল কোমল রি ও কোমল ধৈবতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ লক্ষিত হয়।

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

টোড়ী—একতালা (দ্রুত) *

আতেলারে দীম তানা নানা তোম্ তানা নানা
নাদের দের তোম্ তা না না তোম্ তানা
তাদা রেদা নিতা দানি।
হারে ধেতেলে তেলেনা তিলে লিলে নানা
ধাকেটে থাক্ ধুমা কিটি থাক্ ধেৎ তা
তাদা রেদা নিতা দানি।

সুর শিক্ষক—খলিফা বদল খাঁ সাহেব। স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

	+		০		২		০		৩		৪		
II									{ঋা	জ্ঞা	ঋা	দা	I
									আ	তে	লা	রে	
	+		০		২		০		৩		৪		
	র্সা	-র্সা	না	দা	পা	পা	দা	-া}	ঋা	জ্ঞা	ঋা	সা	I
	দী	ম্	তা	না	না	না	তো	ম্	তা	না	না	না	
	+		০		২		০		৩		৪		
	ন্া	সা	সা	জ্ঞা	-া	ঋা	দা	দা	ঋা	-া	দা	দা	I
	না	দের্	দের	তো	ম্	তা	না	না	তো	ম্	তা	না	
	+		০		২		০		৩		৪		
	র্সা	না	দা	না	দা	-র্ঋা	না	দা	ঋা	জ্ঞা	ঋা	দা	II
	তা	দা	রে	দা	নি	তা	দা	নি	"আ	তে	লা	রে"	

* ৺পণ্ডিত ভাতখণ্ডের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি অনুসারে একতালে চৌতালের মত ভাগ করা হইল। এতে অনেক সুবিধা। তাল ভ্রষ্ট হইবার উপায় নাই, শিক্ষার্থীগণ সুবিধা মত ৩ মাত্রা করিয়া ৩ তাল ১ ফাঁক দিয়া গাহিতে পারেন। ——স্বরলিপিকার।

	+		০		২		০		৩		৪		
II											দন্ধা	দা	I
											হা	রে	
II	র্সা	না	দা	দা	পা	পা	ন্ধা	দা	ন্ধা	জ্ঞা	ঋা	সা	I
	ধে	তে	লে	তে	লে	না	ভি	লে	লি	লে	না	না	
	ন্	সা	সা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	ন্ধা	দা	ন্ধা	-া	দা	দা	I
	ধা	কেটে	ধাক	ধুমা	কিটি	ধাক্	ধিং	ধা	ক্রা	ন্	ধা	ধা	
	র্সা	না	দা	না	দা	-ঋা	না	দা	ন্ধা	জ্ঞা	ন্ধা	দা	II II
	হা	দা	রে	দা	নি	তা	দা	নি	আ	তে	লা	রে	

গান

শ্রীজগদীশ সেন মজুমদার

জাগ চঞ্চলা মধু মাধবীকা
ফুলের দীপালি জ্বালে বন বিথিকা,
গন্ধ মদির মৃদু সমীরণে
বন্দনা উঠে বাজি বনে বনে
জ্বালো শ্যামল পত্র-শাখে রূপশিখা।

তুমি বিধুর হিয়ার মধুর স্বপন
তুমি মম বিরহের মিলন লগন।
কপোলে হিমকণা ছলছলি
রিক্ত শাখে জাগো ফুলকলি
ক্ষণিকের স্বপন-মায়া মরিচিকা।

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার

বড় দশকোষী, সমতাল, জ্যোতি বা জোত সমতাল

উক্ত তিনটি তালই এক, ইহাদের মধ্যে প্রভেদ শুধু প্রয়োগের। যথা বড় দশকোষীর গান আরম্ভ হয় দ্বিতীয় তালের তিন মাত্রা পূর্ব্ব হইতে, সমতালের গান আরম্ভ হয় প্রথম তালের তিন মাত্রা পূর্ব্ব হইতে এবং জ্যোতি তালের গান তৃতীয় তালের এক মাত্রা পর হইতে আরম্ভ হয়। জ্যোতি তালের গান প্রথম ধরিবার সময় তাহার প্রথম ওয়ার্দ্ধাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দ্বিতীয় তালের তিন মাত্রা পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় তালে শেষ করা। পুনরাবৃত্তির সময়ই প্রথম ওয়ার্দ্ধা তাহার পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হয়। এই ছন্দে ২৮টি দীর্ঘমাত্রা দুইটি ছুটা ও একটি জোড়াতে মোট চারিটি তাল এবং প্রথম ছুটাতে সম। ইহার প্রত্যেক তালাঙ্ককেই এক একটি মাত্রা বলিয়া ধরা হইল।

লয় (দুই আবর্ত্তনে শেষ)

\+ • ০ ০ ০ • ০

ঝাখি তা তা ঝাখি তাখি তেই গুরগুর্ ঝাখি

• ২ • ০ • ০ •

ঝাখি ঝাখি তা তা ঝাখি তাখি তেই গুরগুর্

০ • ৩ •

তাগদাধিন্ তাগধিনা ঝা ঝা ঝাখিখিখি খিখিখিখি

০ •

গুরগুর্ গুরগুর্ গুরগুর্ গুরগুর্ গুরগুর্ গুরগুর্

• ৪ • ০ • ০ •

গুরগুর্ গুরগুর্ ঝাখি ঝাখি তা তা খিখি তাখি

\+ • ০ • ০ • ০ • ২ • ০

তা (আ) তা তা তা তা খিখি তাখি তা (আ) তা

• ০ • ০ • ৩

তা তা তেই কুর্ কুর্ তা তা তাখি তা

• •

(আ) খিখি খিখি খিখি খিখি খি খিখি খিখি খি

০ •

কুর্ কুর্ কুর্ কুর্ কুর্ কুর্ কুর্ কুর্ কুর্ কুর্ কুর্ কুর্

৪ • ০ • ০ • ০

কুর্ কুর্ কুর্ কুর্ তা (আ) তা তা তা তা খিখি

•

গুর্ গুর্ গুর্ গুর্।

[অপেক্ষাকৃত দ্রুতলয়ে খি, গুর্ গুর্ এবং কুর্ কুর্ এর সংখ্যা অর্দ্ধেক হইবে। গায়কগণ প্রায়শঃ চতুর্থ তালের পূর্ব্ব মাত্রাটি ইচ্ছামত দীর্ঘ করিয়া থাকেন, তখন বাদককে গায়কের মুখাপেক্ষী হইয়া গুর্ গুর্ এবং কুর্ কুর্ এর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয়। তবে গানে অলঙ্কার প্রয়োগাদির আরম্ভ হইলে বাদক যখন হাত ঘাঁত প্রভৃতির প্রয়োগ করিবেন তখন গায়ককেও মাত্রাকাল ঠিক রাখিতে হইবে]।

লহর

\+ ° 0 °
(তা (আ আ)গ্ ধি নাকতেটে নাকতেটে নাক

২ ° 0
তেটে)২ (তা (আ আ)গ্ধি নাকতেটে নাকতেটে

° 0 ° 0 °
নাগ দাদা ধিনা তেই গেতা ধিনা তেই গুর্ গুর্)২

0 ° 0 °
তাথি তাতা থেটা তাতা থেটা তাথি তেই

গুর্ গুর্।

হাত

\+ ° 0
১। (জাঝি নাঝি নাগ ঝিনি গঝি তাগ ঝিনি

0 ° 0
ঝিনা গুর্ গুর্)৩ ঝিনা তেই গেতা থিনা

° ৩ ° 0
তেই গুর্ গুর্ জাঝি নাঝি নাগ ঝিনি তাগ

° ৪ ° 0 °
ঝিনি ঝা ঝা ঝিনা তেই গেতা ধিনা তেই

0 ° 0
গুর্ গুর্ তাথি তাতা থেটা তা তা থেটা

°
তাথি তেই গুর্ গুর্।

\+ ° 0 °
২। (তেই থেই তেই থেই তেই থেই তেই গুর্

0 ° ৩
গুর্)৩ (তেই থেই তেই গুর্ গুর্)২ তেই

° 0 ° ৪
থেই তেই থেই তেই থেই তেরে গেতা ধিনা

° 0 ° 0
তেই গেতা ধিনা তেই গুর্ গুর্ দাঘি নাগ

° 0
থেই দাঘি নাগ থেই দাঘি নাগ।

\+ ° 0 °
৩। (মাতন) (জাজাঝি নাঝিনি জাঝিনি ঝা গুর্

0 ° ৩
গুর্)৩ (জাঝিনি ঝা গুর্ গুর্)২ (জাজাঝি

° ৪ ° 0 °
নাঝিনি)২ ঝিনাক তাথিনি (থিনাক তাথিনি)২

0 °
থিনাক তা গুর্ গুর্।

মধ্যম দশকোষী কাটা দশকোষী প্রভৃতির যে সকল হাত ঘাঁত প্রভৃতি যুগ্ম সংখ্যক আবর্ত্তনে সম্পূর্ণ তাহাদের সবগুলিই ইহাতে সঙ্গত হইবে।

মূর্চ্ছনম্

৪ ° 0 ° 0 ° 0
ধিনা তেই গেতা ধিনা তেই তা ঝা তিনি

° + +
তাথি—ঝা অথবা তা

ক্রমশঃ

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগপদ্ধতি পৃথিবীতে নাদবিদ্যার এমন এক বিশেষ অভিব্যক্তি যার তুলনা অন্য দেশে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই রাগপদ্ধতিতে কোনও বৈজ্ঞানিক নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ কর্‌তে গেলে তার প্রকৃত অর্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌ব না। কলাবিদ্যার মধ্যেও বিজ্ঞান নিশ্চয়ই আছে—তবে কলাবিদ্যা জড়বিদ্যা নয়, তাই এর বিজ্ঞানও জড়বিজ্ঞানের মত নিরেট্ নয় ও এর মধ্যে কঠিন কিছু বাঁধাবাঁধি নেই। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে নাদবিদ্যা, পরা পশ্যন্তী ও মধ্যমা এই ত্রিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়ে পরে বৈখরীরূপে অর্থাৎ আহত ধ্বনি রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এই ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে জড়বিজ্ঞানের কোনও প্রভাব নেই—শুধু আমরা কণ্ঠে বা যন্ত্রে যখন সঙ্গীতকে প্রকাশ করি তখন জড়বিজ্ঞানের নিয়মাবলী সঙ্গীতবিদ্যার মধ্যেও প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু সঙ্গীতের মূল উৎপত্তি ও সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের পথে মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবের খেলাই আসল কথা। সেই ভাব যখন বিশুদ্ধভাবে ও বিশুদ্ধ স্বরের সাহায্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তাই বিশুদ্ধ সঙ্গীত—তা ছাড়া বিশুদ্ধ সঙ্গীতের অন্য মাপকাঠি নেই। রসের বিশুদ্ধ প্রকাশই উন্নত সঙ্গীতের উদ্দেশ্য সেই জন্য চিত্তের শুদ্ধি চাই ও সঙ্গে সঙ্গে স্বরলহরীর বিশুদ্ধ পরিকল্পনা ও প্রকাশ চাই।

বিশুদ্ধ ধ্যান নিহিত চিত্তে বিশেষ বিশেষ রস ও ভাবের যে যে স্বরূপ সৌন্দর্য্যের সহিত ফুটে ওঠে তাই বিশুদ্ধ রাগরাগিণী বলে পরিচিত হয়েছে। এই বিকাশের মধ্যে ব্যাকরণের কোন স্থান নেই। ব্যাকরণের প্রয়োজন কলাবিদ্যার বহিরঙ্গের বিশ্লেষণের জন্য কিন্তু কলাবিদ্যা কখনও ব্যাকরণের অধীন নয়। বহু শতাব্দী ধ'রে সঙ্গীত-সাধকগণ যে সব স্বর গঠনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির নানা স্তরের যে নানামুখী সৌন্দর্য্য ও রস উপলব্ধি করেছেন ও রাগরসের মধ্য দিয়ে নাদস্বরূপ যে পরমানন্দের আস্বাদ পেয়েছেন—সে সকল স্বরবিন্যাস কিন্তু বিশেষ বিশেষ গঠনেই আবদ্ধ নয়। যদিও সুর ও রাগের কতকগুলি মৌলিক গঠনকে আমরা আদি রাগ বলি—বস্তুতঃ রাগের রূপের ও বৈচিত্র্যের কোনও শেষ নাই—শুধু কয়েকটি বা কয়েকশত রাগমালার মধ্যেই সঙ্গীতের সব রস শেষ হয়ে যায় নি। রাগের বৈচিত্র্যের পথ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত—ও নব নব রাগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রেরণা সঙ্গীত-সাধকগণ সর্ব্বদাই অনুভব ক'রে এসেছেন।

মিয়া তানসেনের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে একটি বড় দান এই যে তিনি সঙ্গীতকে অচলায়তনে পরিণত করেন নি—নূতন সৃষ্টির পথ সর্ব্বদাই তিনি উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন ও তাঁর বংশাবলীতেও নূতন নূতন রাগসৃষ্টির কখনও শেষ হয় নাই। "নাদবিদ্যা অপরম্পার" কথাটির মানে হচ্ছে সঙ্গীত শিখে শেষ করা যায় না ও সঙ্গীতের সৃষ্টিরও শেষ নাই—ব্রহ্ম যেমন অনন্তরূপী সঙ্গীতও তেম্‌নি।—আমাদের বিশ্বাস এই যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মধ্যে নব রাগ ও নব পদ্ধতি সৃষ্টির পথ স্বতই উন্মুক্ত রয়েছে।

তবে জগতে সব বৈচিত্র্যের মধ্যেই কতকগুলি মৌলিক ঐক্য রয়েছে, যা দেশকালাতীত। হিন্দুস্থানী

সঙ্গীতের মধ্যেও মিয়া তানসেনের প্রবর্ত্তিত সঙ্গীতের মধ্যে নাদবিদ্যার এমন অনেক ধ্রুব পন্থা আছে যার অস্তিত্ব কখনও নষ্ট হতে পারে না শত বিবর্ত্তনের মধ্যেও। কতকগুলি রাগ গঠন আছে যা চিরদিনই থাক্‌বে কেননা তা হচ্ছে সঙ্গীতের মৌলিক গঠন। সে গঠনগুলি চিরদিনই অভিনব ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করবে। সেজন্য আমাদের বর্ত্তমানযুগের সঙ্গীতের সাধনায় একদিকে শিখ্‌তে হবে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আবহমান ধ্রুবতারা— অপরদিকে প্রকাশ করতে হবে সঙ্গীতের নব-প্রেরণা ও নব-উন্মাদনার নূতন তরঙ্গ। তবেই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিশুদ্ধ ও গভীর প্রবাহ চিরস্রোতা হবে ও কখনও কোনও পঙ্কে তা আবদ্ধ হতে পারবে না।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে এখানেই তানসেনের স্থান। তানসেনের এই আদর্শ আমরা চিরদিন যদি উজ্জ্বল ক'রে রাখ্‌তে পারি তবে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কখনও ক্ষীণতা বা অবনতি আসবে না—বিশ্বের মধ্যে বিশ্বাতীত নাদ-সঙ্গীতের অবতারণায় এই সঙ্গীত বিশ্বে চিরপূজিত হয়ে থাক্‌বে।

সমাপ্ত

গান

শ্রীঅনিলকুমার গুপ্ত

শ্যামা মা তোর চরণ দুটী
বুকে আমার ধরি,
কাটিয়ে দেব' চির-জীবন
চরণ পূজা করি।
রক্ত জবা দেব গো তোরে
নিসমা তুই তা কৃপা ক'রে
তোর স্নেহের পরশে দিস্
আমার হৃদি ভরি।

রাখিস্ নি মা দূরেই ঠেলে
নিস্‌মা টানি কোলে
তোর দুখনাশিনী কোলেই
জগৎ দুঃখ ভোলে।
সেই কোলেতেই মাথা রাখি
চরণ ধূলা বুকেতে মাখি
ভুলবো আমার দুঃখ যত
চরণে লুটায়ে তোরি।

স্বরলিপি

বাহার—একতালা

বিশ্বেশ্বর মন্দিরে এই
কে রহিবে নিরানন্দ
উথলে যে হেথা চির-উৎসব
বহে হেথা চিরানন্দ।

ফুল ফোটে হেথা গাহে পাখী,
কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জরে শাখী,
গুঞ্জরে অলি—ধায় নদী
বহে বায় ফুল-গন্ধ।

দুঃখেরে মোরা ডাকি
মোহ ঘোরে সদা থাকি
জীবনে মরণে অমর দেবতা
তাঁরে সদা পিছে রাখি।

তাঁরে রেখে হৃদে সাধিলে কাজ
কোথায় দুঃখ—কোথায় লাজ
চির-আনন্দ করে বিরাজ
টুটে যায় মোহ-বন্ধ॥

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল, বাণীকণ্ঠ

স্বরলিপি—রমলা ঘোষ

আস্থায়ী

২ ৩ ০ ১
[ণা -া ণা | -া পা পা]
II {সা -মা মা | -া মা মা | মপা -ধা পা | মা জ্ঞা -মা I
বি ০ শ্বে | ০ শ্ব র | ম০ ০ ন্দি | রে এ ই

মা ণা ণা | ধা ধা ণা | পা -র্সণা র্সা | -া -ণা -ধা I
কে র হি | বে নি রা | ন ০০ ন্দ | ০ ০ ০

না না না | না র্সা র্সা | না র্রা র্জ্ঞর্রা | -র্জ্ঞর্রা র্সা র্সা I
উ থ লে | যে হে থা | চি র উ০ | ৎ০ স ব

না র্রা র্সা | ণা ধা ণা | পা -র্সনা র্সা | -া -ণা -ধা} II
ব হে হে | থা চি রা | ন ০০ ন্দ | ০ ০ ০

অন্তরা

II {র্ধা -পা পা | ধা ধা না | র্না না নর্সা | র্সা -া -া I
ফু ল্ ফো | টে হে থা | গা হে পা০ | খি ০ ০

নর্সা -র্রা র্রা | র্জ্ঞর্রা -র্জ্ঞর্রা র্সা | নর্সা -র্রা র্মা | পা ধা ধা} I [পা]
বু ০ বে | বু০ ০০ বে | মু ০ র | রে শা খী

র্সা -র্মা র্মা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্রজ্ঞা র্মা র্রা | র্মা -া -া I
ভ ০ র | রে অ লি | ধা০ য় ন | দী ০ ০

পা পা ধা | -া ধা পা | পা -র্সনা র্সা | -া -পা -ধা II
ব হে বা | য় ফু ল | গ ০০ ন্ধ | ০ ০ ০

সঞ্চারী

II {সা -মা মা | মা মা মা | গা -পা মা | -া -া -া I
দুঃ ০ খে | রে মো রা | ভা ০ কি | ০ ০ ০

মা পা মপা | মা গা গা | মা -ধপা ধা | -া -া -া I
মো হ মো০ | রে স না | থা ০০ কি | ০ ০ ০

ধা পা পা | পা পা পা | মজ্ঞা মজ্ঞা মা | মা পা পা I
জী ব নে | ম র ণে | প০ র০ ব | দে ব তা

মা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা মা মা | রা -া সা | -া -া -া} II
তাঁ [illegible] স | না পি হে | রা ০ খি | ০ ০ ০

আভোগ

	২´				৩				০				১			
II	{ধা	পা	পা	|	ধা	না	না	|	সা	র্সা	না	|	র্সা	-া	-া	I
	তাঁ	রে	রে	|	খে	হৃ	দে	|	সা	ধি	লে	|	কা	০	জ	
																[পা]	
	র্সা	নর্সা	র্রা	|	র্রা	-র্জ্ঞর্রর্জ্ঞর্রা	র্সা	|	র্সা	নর্সা	-র্রর্সা	|	পা	-ধা	-ধা}	I
	কো	থা০	র	|	দুঃ	০০০০	খ	|	কো	থা০	র্০	|	লা	০	জ্	
	র্সা	র্মা	র্মা	|	র্জ্ঞা	-া	র্জ্ঞা	|	র্মা	র্মা	র্রা	|	র্সা	-া	-া	I
	চি	র	আ	|	ন	০	ন্দ	|	ক	রে	বি	|	রা	০	জ	
	পা	পা	পা	|	পা	ধা	পা	|	পা	-র্সনা	র্সা	|	-া	-পা	-ধা	II II
	টু	টে	যা	|	য়	মো	হ	|	ব	০০	ন্ধ	|	০	০	০	

গান

শ্রীসুশীল জানা

বন্ধু আজিকে সন্ধ্যা গগনে প্রদীপ জ্বালিয়া
দূরের পান্থে তোমারি গেহেতে আনিয়ো ডাকিয়া।
যা'রা পথ ভুলে ভুলে ঘুরে,
যা'রা রয়েছে এখনো দূরে,
যারা মর্ম্ম যাতনা সহিতে নারিয়া গিয়াছে চলিয়া,
তাদের আনিও ডাকিয়া।

অন্ধ যাহারা সন্ধান করে ঘরের মায়ায়—
এনো তাহাদের অঙ্গনে তব বিজন ছায়ায়।
মৃদু ঘুমন্ত বীণাখানি
বাজায়ো বাজায়ো আনি'—
পথ ভোলা যত পথিক জনের শ্রবণ ভরিয়া।—
তাদের আনিও ডাকিয়া।

দুর্গা

শ্রীকাশীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিচয় :—রাগিণী দুর্গা অধুনা বিশেষ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার দুই প্রকার ঠাট দৃষ্ট হয়—প্রথম বেলাবল ঠাট এবং দ্বিতীয় খাম্বাজ ঠাট। বেলাবল ঠাটের দুর্গাই সমধিক প্রচলিত। ৺হরিশ্চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত "সঙ্গীত তানসেন" গ্রন্থে রাগিণী দুর্গা—গৌরী, মালশ্রী, সারঙ্গ ও লয়লাবতী বা লীলাবতীর মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া লিখিত আছে। নিম্নে বেলাবল ঠাটের দুর্গা প্রদত্ত হইল। আগামীবারে খাম্বাজ ঠাটের দুর্গা প্রকাশ করিব। বেলাবল ঠাটের দুর্গা দিবসে গীত হয় বলিয়া, ইহাকে "দিনের দুর্গা"ও বলে। "অভিনব রাগমঞ্জরী" গ্রন্থে দুর্গা রাত্রিতে গীত হয় বলিয়া লিখিত আছে ;—

"পমৌ পধৌ মরীপশ্চ সধৌ মরী পধৌ মরী
দুর্গা গনি পরিত্যক্তা রাত্রি গেয়াঽথ মাংশিকা।"

ইহার জাতি—ঔড়ব। বর্গ—ঔড়ব+ঔড়ব। গান্ধার এবং নিখাদ—বিবাদী। শ্রেণী—সঙ্কীর্ণ। দিবসের দ্বিতীয় প্রহরে ইহা গাহিবার রীতি। বাদী—মধ্যম এবং সম্বাদী—ষড়জ। মতান্তরে ধৈবৎবাদী এবং রিখব সম্বাদী। অবশিষ্ট স্বর সমূহ—অনুবাদী। ইহার রূপ কতকটা শুদ্ধ মল্লারের ন্যায়। গান্ধার বর্জ্জিত হওয়ায় কতকটা দুরটের মত প্রতীয়মান হয়, কিন্তু দুরটের আরোহণে রিখব এবং ধৈবত পরিত্যক্ত হইয়াছে আর ইহাতে তাহা হয় নাই ; তাহা ছাড়া দুরটে নিখাদ ব্যবহৃত হয় এবং ইহাতে নিখাদ বর্জ্জিত ; উভয়ের মধ্যে ইহাই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সঙ্গীত শাস্ত্রে, সোম এবং শুদ্ধ শাবেরী নামে ঠিক এই প্রকার আরও দুইটি রাগিণী দৃষ্ট হয়।

আরোহণ :—সা রা মা রা পা ধা র্সা।

অবরোহণ :—র্সা ধা পা ধা মা র্রা র্সা।

স্বরবিস্তার :—পা, মা পা ধা মা, মা রা, পা, পা ধা মা, রা, সা | সা ধ্‌া, সা রা, পা ধা মা, পা, মা পা ধা মা
রা সা, সা রা সা | পা মা রা সা, ধা ধা মা রা পা, ধা মা, রা পা মা, সা রা সা, সা ধ্‌া সা,
মা পা ধা মা, র্সা ধা মা, রা পা র্ধা মা, পা মা, রা, ধা মা রা সা, পা মা পা ধা মা।

মা মা পা, র্সা, র্সা, র্সা র্রা র্মা র্রা র্সা, পা ধা মা, মা পা র্সা, র্রা র্রা ধা র্সা, মা পা র্সা,
পা ধা ধা পা মা পা ধা, মা রা, মা, সা রা মা, সা রা সা | র্সা ধা; র্সা র্রা, র্সা পা, ধা মা,
পা মা পা ধা মা, মা রা পা পা, ধা ধা মা, পা পা মা, সা রা রা সা, র্সা র্রা মা র্রা র্সা,
সা রা মা রা সা, পা ধা মা, রা পা |

স্বরলিপি

ঠুংরী—ত্রিতাল

সুন্দর ব্রিজবিহারী
খেলত সখিয়ন সঙ্গ হোরী।
আবির গুলাল, কুঙ্কুম ভর ভর
ছোড়ত ঘন পিচকারী ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকাশীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আস্থায়ী

০ | ১ | + | ৩
II ম্পা -া পা পা | মপা মপধা মা পা | ধা -া -পা -মা | রা -া সা সা I
সু ন্ দ র | ব্রি০ .জ০০ বি হা | রী ০ ০ ০ | খে ০ ল ত

০ | ১ | + | ৩
সা ধ্া সা সা | রা -পা -মা মা | পা -া -মপা -মপধা | -রমা -পধা -পমা -রসা II
স খি য় ন | স ০ ঙ্গ হো | রী ০ ০০ ০০০ | ০০ ০০ ০০ ০০

অন্তরা

০ | ১ | + | ৩
II ধা পমা মা পা | ধা -া র্সা -া | র্রা -া ধর্সর্রা -র্মর্রা | র্সা র্সা ধা পমা I
আ বি০ র গু | লা ০ ল ০ | কু ঙ্ কু০০ ০ম্ | ভ র ভ র০

০ | ১ | + | ৩
পা -া -পা -া | ধা মা রা সা | ধ্সা -সসা -ধ্সা -সসা | সরা -মপা -রমা -পধা I
ছো ০ ড় ত | ঘ ন পি চ | কা০ ০০ ০০ ০০ | রী০ ০০ ০০ ০০

০ | ১ | + | ৩
পা পা পা পা | মপধা -া পা মা | র্সর্সা -ধপা -ধধা -পমা | -পপা -মরা -মমা -রসা II II
ছো ড় ত ঘ | ন০০ ০ পি চ | কা০ ০০ ০০ ০০ | রী০ ০০ ০০ ০০

ভান—

\+ ৩
১। মপা ধস́া পধা স́র́া | স́ধা পমা পমা রসা I
আ০ ০০ ০০০০ ০১ ০০ ০০ ০০

০ ১ + ৩
২। পা ধধা মা পপা | রা মমা সা ররা | ধ্‌সা রমা রপা ধস́া | র́স́া ধপা ধমা রসা I
আ ০০ ০ ০১ ০ ০০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ১০ ০০ ০০ ০০ ০০

০ ১ + ৩
৩। সরা মপা ধপা পধা | মপা মধা পমা রা | রমা রপা মরা সা | ধ্‌সা রমা রপা ধস́া I
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০০০ ১ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০

\+ ৩ ০ ১
৪। ধস́া স́স́া পধা ধধা | মপা পপা রমা মমা | সরা ররা সরা মপা | রমা পধা মপা ধস́া I
আ০ ০০ ০০০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০০০০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

গান

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

দেবতা যদি গো গেলে
কেন নাহি এলে,
কেমনে রহিবো বলো
আশা-দীপ জেলে;

মমতা-মদির-ভোরে
চেতনা না দিলে মোরে
শেষে কি উতলা হবো
আঁখি জল ঢেলে।

যে ভীরু জীবন-শিখা
প্রদীপ মুখে হায়
নিরত ঝলসি' উঠে
সে কথা কে জানায়;

বরষা-মুখর-রাতি
পরাণ উঠিছে মাতি
না এসে রহিলে কোথা
মোরে অবহেলে।

স্বরলিপি

মিশ্র—কাহারবা

ফাগুনের সমীরণ বন ঘিরে
কুসুম তমুরে চুমি চলে ফিরে।
মুকুলিত বন শাখে
কে যেন পরশ রাখে
হৃদয় তাহারে ডাকে, এস ফিরে।

পলাশ কলিতে জ্বলে দীপ শিখা
ধরণী হয়েছে আজি বাসন্তিকা।
মন মৃগ বনে বনে
কারে চায় আনমনে
কি যেন পেয়েছে সে আঁখি নীরে॥

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত সুর—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—কুমারী সুলেখা অধিকারী

II সা রা মা পা | ণা -পা পনা নসা I নসা -া -া -া | -ণা -া পা পা I
ফা গু নে র | স ০ মী০ র০ ণ০ ০ ০ ০ ব ০ ন ঘি

মগা -পমা -গমা -া | পা ণা -পা মা I জ্ঞা -া মা পা | পা -সা -া -গা I
রে০ ০০ ০০ ০ | কু সু ম ত, মু ০ রে চু | মি ০ ০ ০

গা -া গা গমা | গা -মা -া -া I ণা -পা পণা নর্সা | নর্সা -া -া -া I
চ ০ লে ফি০ | রে ০ ০ ০ স ০ মী০ র০ | ণ০ ০ ০ ০

না -া পা পা | মগা -পমা -গমা -া II
ব ০ ন ঘি | রে০ ০০ ০০ ০

II মা মা -রা´ রা´ রা´ -া সা´ রা´ I মা´ -জ্ঞা´ -া -া | র্মা´ মা´ রা´ জ্ঞর্া´ I
মৃ দু লি ত ব ০ ন শা খে ০ ০ ০ কেঁ০ পে ন প০

সা´না -া সা´ র্জ্ঞা´ সা´ -া -া -া I ণা ণা ণা ণা ধপা -ধা ধা ণা I
র ০ ০ শ রা০ খে ০ ০ ০ হৃ দ য় তা হা০ ০ রে তা

পা -া -ধপা -ক্ষা ক্ষা -া রা ক্ষপা I ক্ষা -পা -া -া | -মা -া রা জ্ঞরা I
কে ০ ০০ ০ এ ০ স ফি০ রে ০ ০ ০ ব ০ ন ঘি০

সণ্া -রসা -ণ্সা -া সা রা মা পা I ণা -পা পণা নর্সা | র্সনা -র্সা´ -ণসা´ -া II
রে০ ০০ ০০ ০ ফা গু নে র স ০ মী০ র০ ণ০ ০০ ০০ ০

II {পা পা -রা রা রা গা রা গা I মা -পা ধা ণা ধা -পা -া -া I
প লা শ ক লি তে অ লে দী ০ প শি খা ০ ০ ০

মা ধা মা ধা ধা ণা সা´ র্ধা I ধা ণা -সা´ সা´ | পা -া -া -া} II
ধ র ণী হ য়ে ছে আ জি০ বা স ন্ তি কা ০ ০ ০

II মা মা -রা´ রা´ | রা´ -া সা´ রা´ I মা´ -জ্ঞা´ -া -া | মা´ মা´ র্জ্ঞা র্সা´ I
ব ন বৃ গ ব ০ নে ব নে ০ ০ ০ | কা রে চা০ য়০

না -সা´ রা জ্ঞা´ রা -সা´ -া -া I ণা ণা ণা ণা | পধা ধণা ধা -পা I
আ০ ০ ন য় নে ০ ০ ০ কি সে ন পে | য়ে০ ছে০ লে ০

ক্ষা -া রা ক্ষপা ক্ষপা -া -া -া I মা -া রা রা | সন্া -রসা -ন্সা -া IIII
আঁ ০ খি নী০ রে০ ০ ০ ০ ব ০ ন ঘি | রে০ ০০ ০০ ০

ধ্রুপদ-সঙ্গীত ও তার প্রচার

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

আজকাল সঙ্গীত-জগতে যে প্রধান চার্ প্রকার গানের প্রচলন আছে, ধ্রুপদ তাদের মধ্যে প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ বোলে পরিচিত। তবে গত কার্ত্তিক সংখ্যায় 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা'য় 'ধ্রুপদ' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়.চৌধুরী মহাশয় সত্যই বোলেছেন—'প্রাচীন গ্রন্থে বর্ত্তমান প্রণালীর ধ্রুপদ সম্বন্ধে কোন * * উল্লেখ নাই।' বাস্তবিকই তাই, সুস্পষ্ট কোন ইতিহাস ধ্রুপদ সম্বন্ধে পাওয়া যায় না, আর প্রাচীন প্রণালীর ধ্রুপদের সঙ্গে বর্ত্তমানের কোন মিল আছে কিনা, তা-ও ঠিক বলা যায় না। তারপর ধ্রুপদের সুপ্রাচীনত্বের দিক দিয়ে যদি প্রশ্ন তোলা যায়, তবে কাল হিসাবে বৈদিককেই আমাদের সর্ব্বপ্রথম মনে হয়, কিন্তু তারও কোন প্রমাণ স্পষ্ট পাওয়া দুষ্কর। বেদে সঙ্গীত হিসাবে যতটুকু আমরা পেয়ে থাকি, তা মাত্র সাম-গানের পরিচয়ে; আর সাম-গানে সপ্তস্বর অনুস্যুত থাকলেও তার প্রণালী যে ঠিক ধ্রুব-পদ বোলেই অভিহিত হোত, তারই বা প্রমাণ কী? তাই মনে হয়, শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্র বাবু ঠিকই বোলেছেন—সঙ্গীত-পারিজাতে 'ধ্রুবপদম্' কথার উল্লেখ থাকলেও তার ঠিকঠিক প্রচলন-কাল আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর বেশী বোলে ধরতে পারি নি। মহম্মদ তোগ্‌লকের রাজত্বকালে বৈজুনাথ ও নায়ক গোপালাদি সঙ্গীত সাধকগণই যে বর্ত্তমান ধ্রুপদ-প্রণালীর স্রষ্টা, তা-ই সমীচীন বোলে মনে হয়।* তারপর আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে তা মিঞা তানসেন প্রভৃতি সাধক-গণের সংস্পর্শে আরও কুসুমিত হোয়ে উঠেছিল।

ধ্রুপদের প্রচলন যখনই হোক না কেন, একথা বোধ হয় সত্য যে, প্রাচীনের অনুসরণকারী বর্ত্তমান সঙ্গীত-শিক্ষায় ধ্রুপদের অনুশীলন ও তার আদর খুবই কম। সঙ্গীত-সাধকগণের মধ্যেও ঠিক ঠিক ধ্রুপদের চর্চ্চা ও মূর্ত্তি মেলা সুকঠিন। আর যদিও বর্ত্তমানে কিছু আছে, ধ্রুপদের বিরল চর্চ্চার দিকে তাকালে মনে হয়, ভবিষ্যতে এর অস্তিত্ব একেবারে থাকবে কিনা জানি না। তবে মা সরস্বতীর অনুগ্রহে তা পরিবর্ত্তিত হোলেও হোতে পারে।

* * * *

---

* বৈজুনাথ ও নায়ক গোপালের দু'টী প্রাচীন ধ্রুপদ-সঙ্গীতের মধ্যে দেখা যায়, তারা ধ্রুপদের প্রশংসায় শতমুখ। যথা:—(১) রাগ রঙ্গ শুধ মুদ্রা—

* * *

ধুরপদ, প্রবন্ধ, ছন্দ, গীত, সঙ্গীত, যুগলবন্ধ ইত্যাদি।

—বৈজুনাথ

(২) "গ্রাম শ্রুতি মুরছনাকো ব্যোর

* * *

গীত ছন্দ প্রবন্ধ ধার ধুরপদ কো

* * *

কহত নায়ক গোপাল বহুবিধ রাগ যো জানে,

তাকো গুণী কহাইয়ে।"

এঁদের সময়ে খেয়ালের প্রচলন যে ছিল না, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সঙ্গীতের মাঝে ধ্রুপদের শ্রেণী নির্দ্দেশও এঁরা কোরে গেছেন।

ধ্রুপদের প্রতি সাধারণের আস্থা এবং এমন কী বহু কলাবিদের মধ্যেও অনুশীলনেচ্ছা কমে যাবার কারণ কী —ভেবে দেখলে দেখা যায়, ধ্রুপদ-সঙ্গীত এজন্ত দায়ী নয়। বর্তমান গায়কগণই বোধ হয় এজন্ত অনেকটা দায়ী। কারণ, একথা আমরা বহুবারই আলোচনা করেছি, ধ্রুপদ্-সঙ্গীতকে যে ভাবে অনুশীলন করলে তা সাধারণ ও শিক্ষার্থী-সমাজে শ্রুতিমধুর ও আদৃত হবে, গায়কগণ সে ধারার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন না। আমরা জানি, ধ্রুপদ-সঙ্গীতে তানের কাজ ও কম্পনের পরিবর্তে বাঁট, দূন ও চৌদূনাদির প্রচলন থাকলেও, গায়কগণ স্বর-মাধুর্য্যের প্রতি অমনোযোগী হোয়ে ঐ দূন বাঁটের দিকে এমনই ঝুঁকে পড়েন, যাতে সাধারণ শ্রোতা ও শিক্ষার্থীগণও অনেক সময় অতিষ্ঠ হোয়ে ওঠেন। বিলম্বিতে যে মাধুর্য্য স্বরের ভরামূর্ত্তি নিয়ে গায়কের কণ্ঠে প্রকাশিত হোয়ে ওঠে, দূন ও চৌদূনাদিতে তা বিকৃতিতে পরিণত হয়, ভগবদ্ভজন ত দূরের কথা, ছোটখাট সে বাক্‌যুদ্ধের মধ্যে ভগবদ্ প্রেরণা থাকে কিনা—তাও সন্দেহ।

প্রচলিত সঙ্গীতের কথা ও ছন্দের প্রতি তাকালে আমরা দেখি, যথার্থই তা ভগবদ্ ভাবের পবিত্র প্রেরণা স্বতঃ প্রদান করে। 'গানে সাধনা'—এ'কথাতেই মনে হয় সঙ্গীতের সার্থকতা নিহিত ; কাজেই যে গানে মন-প্রাণ যত উন্মুখ হোয়ে ওঠে ভগবানের দিকে, সে গানের আসন তত উঁচে। ধ্রুপদের অধিকাংশ গানে সে ভাবের বৈলক্ষণ্য আমরা মোটেই পাই নি। স্থির, ধীর ও গম্ভীর গতি তার ছন্দের তালে তালে বাস্তবিকই ভগবদ্ ভাবের প্রেরণা উদ্বুদ্ধ কোরে দেয়, আর এজন্তেই বোধ হয় ধ্রুপদকে ধ্রুব-পদ' বা শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বোলে আমরা অভিহিত কোরে থাকি।

অধিকাংশ প্রাচীন ধ্রুপদের কথা বা বাণীই ভজনাত্মক। যুদ্ধ, রাজভক্তি, ঐশ্বর্য্যবর্ণন বা যশ-গানকে বাদ দিলে ভগবদ্ ভজনের গানই অধিক। যথা—

(১) আদি দেব মহেশ্বর গৌরীশ
বিরূপাক্ষ গঙ্গা শোহত জটাজুট। —ইত্যাদি

(২) পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অলখ নিরঞ্জন
অবগত অবিনাশী নরহর নারায়ণ নরোত্তম।
দীননাথ দয়াল— ইত্যাদি
—তানসেন

(৩) ধরম কর করম পুণ্য যোগ যোগ্যতা
জ্ঞান জপ তপ ধ্যান ও'র জ্ঞান।
সিদ্ধি সমাধি অনাহত নাদ— ইত্যাদি

(৪) কালীপদ-পঙ্কজ পরশত
জনম জনম কো পাপ-তাপ নাশত।
দুখ-দারিদ্রভঞ্জন— ইত্যাদি
—নবলকিশোর।

(৫) আজু রচ্যো করতার দোউ জগ হোয় প্রগট্যো,
উত শ্রীকমলাপতি, ইত শ্রীনন্দজুকে নন্দন।
—ইত্যাদি
—বৈজুনাথ

(৬) তূঁ হি অবে আদি ভবানি অসুর সংহারিণি
আনন্দি দুর্গে— ইত্যাদি
—ধীরজ

প্রভৃতি কত শত গানের উল্লেখ করা যেতে পারে, যা সঙ্গীতের মাঝে শুদ্ধ ভজন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই মনে হয়, ধ্রুপদ-সঙ্গীত যখনই আমরা আলোচনা করব, তখন যেন তার মধ্যে ভগবদ্ ভজনের ভাবটা পরিস্ফুট হোয়ে ওঠে, আর তা হোলেই গায়ক তাতে স্বরের প্রাধান্ত দিয়ে শ্রুতিমধুর করতে প্রয়াসী হবেন, সাধারণও তা সাগ্রহে গ্রহণ কোরে ধন্ত হবে।

পরিশেষে আমাদের মনে হয়, সঙ্গীতের উৎকর্ষসাধন করতে হলে, ধ্রুপদের অনুশীলন আমাদের করতেই হবে। আর অনুশীলনের ইচ্ছা জাগাবার জন্তে একে ভদ্রভাবে এবং সর্বোপরি সাধারণের উপযোগী শ্রুতিমধুর কোরে সমাজে ধরতে হবে। তারপর চিরকালই একটু আধটু অদল বদল প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে করা চলে। প্রাচীনেরা

নিছক ঢঙে গাইতে গেলে যদি শ্রোতা আসরে তানপুর ছাড়ার সুরে সবেই ভয়ে স্থানত্যাগ করতে উন্মুখ হন, তবে সে উন্মুখতাকে পরিত্যাগ করাবার জন্তে একটু আরও সরল ও আধুনিক কোরে পরিবেশন করতে চেষ্টা করতে হবে। সঙ্গীতের এমনই স্বভাব নয় যে, তাকে চিরকালই এক ভাবে যেতে হবে, একটু এধার ওধার করবার উপায় নেই। শুদ্ধস্বরে ভাবদায়ী কথার সন্নিবেশ কোরে—তালে মানে রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি গঠন করতে হবে, তাতে শাস্ত্র লঙ্ঘন বা অনিয়মের কথা কিছু উঠ্‌তেই পারে না, মূর্ত্তিকে অটুট রেখে ধারা বা ছাঁচকে একটু অদল বদল করা অসঙ্গত মোটেই নয়। তাই—

"পাক মহম্মদ রশূল অল্লা তেরোহি নূর জহর।
ধন ধন পরবরদিগার গুহেগার—"

ইত্যাদি প্রকৃত অর্থযুক্ত ও ভগবানের গুণকীর্ত্তন হোলেও সাধারণ শ্রোতা যদি তার অর্থ বুঝ্‌তে অক্ষম হয়, তবে সেস্থানে সহজবোধ্য বাঙলা ভাষায় আড়ানা—চৌতাল গাইলেও গায়কের ও রাগের কোন অসম্মানের সম্ভাবনা নেই। ভাষা চিরকাল অর্থ-প্রদায়ী—ভাষাই থাকবে, তা সে হিন্দী, বাঙলা বা ফার্সীই হোক। তবে তাকে বোঝার জন্তে যে যা জানে, তাকে তা পরিবেশন করতে হবে, অন্যথা ফার্সী যে জানে না, তাকে ফার্সীর সঙ্গে পরিচয় কোরে দিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। আমরা এজন্তেই আজকাল সম্পূর্ণ-নূতন ধরণের না হোলেও বাঙলা ভাষায় নিছক বাঙালীর কাছে ধ্রুপদ প্রচলনের তাই অনেকটা পক্ষপাতী। এতে হিন্দুস্থানী বা অপরভাষীর বিশেষ সুবিধা না হোলেও, বঙ্গবাসী বাঙালীর পক্ষে বোঝ্‌বার ও বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করবার সুযোগ দিয়ে ধ্রুপদের বহুল প্রচার তাদের মধ্যে যে সম্ভব হবে, তা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু জানি না, অনেকেই বোধ হয় একথায় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে পারেন। কারণ অনেকের ধারণা, বাঙলা ভাষায় কি আবার ধ্রুপদ হয়? কিন্তু আমরা বলি, কোন ভাষায় ধ্রুপদ-সঙ্গীত কী একচেটে? স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্রহ্ম-সমাজে উপাসনায় বহু পূর্ব্বেই এ পন্থার আভাষ দিয়েছেন। উদাহরণরূপে একটা বলা যেতে পারে—

"বিশ্ব-ভুবনরঞ্জন ব্রহ্ম পরমজ্যোতিঃ,
অনাদি দেব জগপতি, প্রাণের প্রাণ।
কতই কৃপা বরষিছ, প্রাণ জুড়ায় সুমধুর
প্রেম সমীরে,
দুখ তাপ সকলি হয় অবসান॥"

—ইত্যাদি

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ গানখানি মিয়ামল্লারে প্রকাশ পেতে কোনই বাধা প্রাপ্ত হয় নি, বরং সাধারণ শ্রোতার দরবারে সুর ও ভাব নিয়ে পূর্ণ মূর্ত্তিতেই সে সমাদর লাভ করবে।

কিন্তু 'বাঙলা-ভাষায় ধ্রুপদের প্রচলন' কথাটা শুনে সঙ্গীতের সাধক-সম্প্রদায় যেন মনে কোরে না বসেন, লেখক কেবল বঙ্গ-ভাষারই পক্ষপাতী। আসল কথা এই, অসাধারণ এবং সাধারণের মধ্যেও যাতে ধ্রুপদের বহুল প্রচার হয়, তা আমাদের করতে হবে; কাজেই ধারা ও গাইবার প্রণালীকে একটু সাধারণের মত কোরে তারই মধ্যে ঘরাণা, সুর ও মাধুর্য্যকে অটুট রাখ্‌তে চেষ্টা করতে হবে। এমন কিছু নয় যে, ধ্রুপদ গাইতে হলেই মৃদঙ্গের তুফানে পড়ে গায়ককে একটা ছোটখাট মল্লযুদ্ধের অবতারণা করতে হবে। গানে মুগ্ধ করে যথার্থ ভগবদ্ভাব বিতরণ করাই হচ্ছে কর্ত্তব্য এবং তাতেই সঙ্গীতের সার্থকতা। জানি না, সঙ্গীতের ও ধ্রুপদের অনুরাগী এ সকল কথায় যথার্থ সায় দিতে পারবেন কিনা। তবে ধ্রুপদ-সঙ্গীত সরল, গভীর ও মনোমুগ্ধ করণের ভাব নিয়ে অনাড়ম্বরে সাধারণের কাছে পর্য্যন্ত পরিচিত ও আদৃত হোক, এই-ই আমাদের কামনা।

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

বেহাগ—তেতালা

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়

সম্পূর্ণ জাতি। বাদী—গা। সংবাদী—পা। ব্যবহার—দুই মা। রাত্রি—২য় প্রহর

আস্থায়ী

	০				১				+				৩				
II	{সা	মমা	গা	পা	-া	না	ধা	র্সা	না	-া	পা	হ্মা	গা	মা	গা	-া}	I
	ডা	ডিরি	ডা	রা	০	ডা	রা	ডা	ডা	০	ডা	রা	ডা	রা	ডা	০	
	০				১				+				৩				
	পা	-া	মা	গা	সা	ন্া	সা	-া	প্া	-া	ন্া	-া	সা	-া	ন্া	সা	I
	ডা	০	ডা	রা	ডা	রা	ডা	০	ডা	০	রা	০	ডা	০	ডা	রা	
	০				১				+				৩				
	গা	-া	মা	-া	পা	-া	না	র্সা	না	-া	পা	হ্মা	গা	মা	গা	-া	II
	ডা	০	রা	০	ডা	০	ডা	রা	ডা	০	ডা	রা	ডা	রা	ডা	০	

অন্তরা

	০				১				+				৩				
II	{গা	মা	পা	না	র্সা	না	র্সা	-া	র্সা	র্গা	র্রা	র্মা	র্গা	র্রা	র্সা	-া}	I
	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	০	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	০	
	০				১				+				৩				
	না	-া	পা	পা	না	না	র্সা	-া	না	পা	হ্মা	পা	গা	মা	গা	-া	II
	ডা	০	ডা	রা	ডা	রা	ডা	০	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	০	

তোড়া

+ ৩
১। র্সর্সা ননা ধধা পপা | পপা মমা পা -া II
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০

০ ১ + ৩
২। ন্ন্া সসা গগা মমা | পপা ননা র্সর্সা র্গর্গা | র্রর্রা র্সর্সা ননা ধধা | পপা মমা পা -া II
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০

+ ৩ ০
৩। গগা মমা পপা ননা | ধধা র্সর্সা ননা ননা | র্সর্সা র্সর্সা র্গর্গা র্গর্গা |
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

১ + ০
র্রর্রা র্সর্সা ননা র্সর্সা I র্রর্রা র্সর্সা ননা ধধা | পপা মমা পা -া II
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০

০ ১ + ৩
৪। ন্া সা গা মা | পা না র্সা না | পা মা গা মা | গা রা সা -া II
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০

০ ১ + ৩
৫। গা মা পা মা | গা রা সা -া I ন্া সা গা মা | পা -া পা মা I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০ ডা রা ডা রা ডা ০ ডা রা

০ ১ + ৩
পা না র্সা র্গা | র্রা র্সা না পা | গা মা পা মা | গা রা সা -া II
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০

+ ৩ ০ ১
৬। র্গা র্রা র্সা না । র্সা -া পা -া । গা মা পা মা । গা রা সা -া I
ডা রা ডা রা ডা ০ রা ০ ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০

+ ৩ ০ ১
ন্‌া সা গা মা । পা -া র্সা -া । না -া -া -া । ন্‌া সা গা মা I
ডা রা ডা রা ডা ০ রা ০ ডা ০ ০ ০ ডা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১ +
পা -া র্সা -া । না -া -া -া । ন্‌া সা গা মা । পা -া র্সা -া I না
ডা ০ রা ০ ডা ০ ০ ০ ডা রা ডা রা ডা ০ রা ০ ডা

+ ৩ ০ ১
৭। পা জ্ঞা গা মা । গা -া পা জ্ঞা । গা মা গা রা । সা ন্‌া সা -া I
ডা রা ডা রা ডা ০ ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০

+ ৩ ০ ১
ন্‌া সা গা মা । পা -া গা মা । পা না র্সা র্গা । র্রা র্মা র্গা র্সা I
ডা রা ডা রা ডা ০ ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১
না র্সা র্রা র্সা । পা পা জ্ঞা পা । গা মা পা মা । গা রা সা -া I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০

+ ৩ ০ ১ +
র্গা র্রা র্সা না । র্সা -া র্গা র্রা । র্সা না র্সা -া । পা না না র্সা I না
ডা রা ডা রা ডা ০ ডা রা ডা রা ডা ০ ডা রা ডা রা ডা

\+ ৩ ০ ১

৮। র্সা ননা পা পা | গা মমা গা গা | ন্‌া সগা গা, মা | গা মমা পা না I

ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা

\+ ৩ ০ ১ +

র্সা -া -া -া | গা মমা পা না | র্সা -া -া -া | ধা ননা ধা র্সা I না

ডা ০ ০ ০ ডা ডিরি ডা রা ডা ০ ০ ০ ডা ডিরি ডা রা ডা

\+ ৩ ০ ১

৯। ন্‌া প্‌া গ্‌া ম্‌া | প্‌া ন্‌া সা সা | গা মা পা মা | গা রা সা -া I

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০

\+ ৩ ০ ১

ন্‌া সা গা মা | পা না র্সা র্রা | র্সা না গা মা | গা রা সা -া I

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০

\+ ৩ ০ ১ +

র্গা র্রা র্সা না | পা -া পা মা | গা রা সা -া | গা মা পা র্সা I না

ডা রা ডা রা ডা ০ ডা রা ডা রা ডা ০ ডা রা ডা রা ডা

* ঝালার—

\+ ৩ ০ ১

১০। ন্‌া • • • | সা • • • | গা • • • | মা • • • I

ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

\+ ৩ ০ ১

পা • • • | মা • • • | পা • • • | মা • • • I

ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

* ঝালারে প্রত্যেকটি বিন্দু (•) একমাত্রা হিসাবে বাজের তারে বাদিত হইবে।

\+ ৩ ০ ১
গা ০ ০ ০ | গা ০ ০ ০ | রা ০ ০ ০ | সা ০ ০ ০ I
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

\+ ৩ ০ ১
সা ০ ০ ০ | ন্‌া ০ ০ ০ | ধ্‌া ০ ০ ০ | প্‌া ০ ০ ০ I
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

\+ ৩ ০ ১
ন্‌া ০ ০ ০ | ধ্‌া ০ ০ ০ | সা ০ ০ ০ | ন্‌া ০ ০ ০ I
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

\+ ৩ ০ ১
সা ০ ০ ০ | মা ০ ০ ০ | গা ০ ০ ০ | পা ০ ০ ০ I
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

\+ ৩ ০ ১
জ্ঞা ০ ০ ০ | পা ০ ০ ০ | মা ০ ০ ০ | গা ০ ০ ০ I
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

\+ ৩ ০ ১
পা ০ ০ ০ | জ্ঞা ০ ০ ০ | মা ০ ০ ০ | গা ০ ০ ০ I
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

\+ ৩ ০ ১
গা ০ ০ ০ | রা ০ ০ ০ | সা ০ ০ ০ | ন্‌া ০ ০ ০ I
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

\+ ৩ ০ ১
গা ০ ০ ০ | মা ০ ০ ০ | র্সা ০ ০ ০ | র্সা ০ ০ ০ I
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা রা

\+ ৩ ০ ১
র্সা ০ ০ না | ০ ০ ধা ০ | ০ পা ০ ০ | পা না ধা র্সা I
ডা রা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
র্সা র্গা র্মা র্পা | র্মা র্গা র্রা র্সা | র্সা না ধা পা | না ধা র্সা না I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
ক্ষা পা গা মা | রা গা পা ক্ষা | মা গা রা সা | ন্‌া সা্ রা সা I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
র্গা র্রা র্সা না | ধা না ধা র্সা | না -া -া -া | র্গা র্রা র্সা না I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০ ০ ০ ডা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১ +
ধা না ধা র্সা | না -া -া -া | র্গা র্রা র্সা না | ধা না ধা র্সা I না
ডা রা ডা রা ডা ০ ০ ০ ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

গান

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

যার নাম এত ভাল
জানি না তার রূপ কেমন।
যার নামে জাগে প্রাণে
অপরূপ রূপ মোহন!

শুনেছি সে চরাচরে
আছে নানা রূপ ধ'রে
কখন কি রূপে ফেরে,
সদাই সে চির নূতন।

যত রূপ হেরি ভবে
তারি রূপ আছে সবে
যার রূপে ভুলে যাই,
মোর যত দুখ বেদন॥

সঙ্গীত প্রসঙ্গ

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতকলার একনিষ্ঠ সেবক অসাধারণকর্ম্মী পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে বি, এ; এল, এল, বি মহোদয় কয়েক মাস পূর্ব্বে পরলোক গমন করেছেন। এ সংবাদে সঙ্গীতপ্রিয় বাঙ্গালী মাত্রেই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হয়েছেন। যদিও পণ্ডিতজী কতকটা পরিণত বয়সেই দেহত্যাগ করেছেন তবু তাঁর অভাবটা অনেকেরই পক্ষে মর্ম্মান্তিক হয়েছে। কারণ তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল সঙ্গীতের—বিশেষভাবে উত্তর ভারতে প্রচলিত সঙ্গীতের পদ্ধতিটিকে বিধিবদ্ধ কর্‌বার জন্ত যে অসীম যত্ন ও পরিশ্রম করেছেন তেমন একাগ্রচিত্ত কর্ম্মীর সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য আমাদের বহুকাল ঘটেনি। তাঁর কাছে ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতিকামী মাত্রেই বিশেষ ভাবে ঋণী তা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার কর্‌তে হবে।

* * * * *

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহার গভীর গবেষণা, নানাদেশের পুস্তকালয় অনুসন্ধান করে উপযোগী গ্রন্থ সংগ্রহ ও প্রকাশ এবং বহু উচ্চশ্রেণীর কলাবিদের কাছে রাগ ও গীত শিক্ষা করে তার ব্যাকরণ ও স্বরলিপি প্রণয়ন ও মারাঠী ভাষায় তা প্রকাশ করা প্রভৃতি কার্য্য তাঁর অনন্তসাধারণ কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। তিনি শুধু অসংখ্য প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থসমুদ্র মন্থন করে কতকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রচার করেই নিরস্ত হন নি—ভারতের নানাস্থানে একাধিক উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত বিত্তালয় আর সে বিদ্যালয়গুলিকে সুপরিচালন কর্‌তে সক্ষম এরূপ সুদক্ষ অধ্যাপকও প্রস্তুত করে গিয়েছেন। এই অধ্যাপকগণ কেবল সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী নন, অনেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় সুশিক্ষিত।

* * * * *

তা ছাড়া আরো একটি এমন প্রশংসনীয় অনুষ্ঠানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, শুধু যার জন্তেই তাঁর নাম ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য। উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নিপুণ সঙ্গীত শিল্পী ও কলাবিদগণ কোন প্রসিদ্ধ স্থানে বৎসরান্তে অন্ততঃ একবার একত্রিত হয়ে নিজ নিজ গুণপনা প্রদর্শন, একে অন্তের নিকট থেকে শিক্ষণীয় বিদ্যা সংগ্রহ এবং সঙ্গীতের সর্ব্ববাদীসম্মত একটি বিধিবদ্ধ রাগ পদ্ধতি নির্দ্ধারণের সুযোগ যাতে ঘটে তার জন্ত নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মণ্ডিত কর্‌তে তাঁকে বহু নরপতি ও পণ্ডিত-গণের কৃপা ভিক্ষা কর্‌তে হোয়েছিল। বর্ত্তমান বরোদাধিপতি ও রামপুরের স্বর্গীয় নবাব বাহাদুর ছিলেন তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তা'ছাড়া গোয়ালিয়র, ইন্দোর, পাতিয়ালা প্রভৃতি অনেক রাজ্যের স্বাধীন নরপতিগণই তাঁকে সাহায্য করে ছিলেন। ধনীগণের বদান্ততা থেকেও তিনি বঞ্চিত হননি।

* * * * *

এই বিরাট অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল বরোদায়, দ্বিতীয় অধিবেশন দিল্লীতে, তৃতীয় কাশীধামে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম লক্ষ্ণৌ সহরে। এই কয় বৎসর অনুষ্ঠানটি বেশ চল্‌ছিল, তারপর পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্যহানী ঘটল, অন্তান্ত কর্ম্মীগণের উৎসাহেও যেন ভাঁটা ধর্‌ল। এদিকে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের পীঠস্থান রামপুরে ক্রমে দুটি অপ্রত্যাশিত বিপদ ঘটে গেল। প্রথমতঃ রামপুরের নবাব বাহাদুরের খুল্লতাত ভ্রাতা ও হোম সেক্রেটারী সাদাতালী খাঁ গুরুকে

ছম্মান সাহেব অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। আর এই দুর্ঘটনার কয়েক বৎসর মধ্যেই সঙ্গীতের অসাধারণ পৃষ্ঠপোষক অসংখ্য গুণীর আশ্রয়স্বরূপ রামপুরের নবাব হামিদালী খাঁ বাহাদুরের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হল। এখানে বলা আবশ্যক এরই কিছুদিন আগে নবাব বাহাদুরের সঙ্গীতগুরু ও দরবারের শ্রেষ্ঠরত্নস্বরূপ ভারতের তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীণ্‌কার ও অনন্যসাধারণ সঙ্গীতবিশারদ উজীর খাঁ সাহেব পরলোক গমন করেন।

কয়েক বছরের মধ্যে উপর্য্যুপরি এতগুলি আঘাতে উত্তর ভারতের সঙ্গীত বিলক্ষণ আহত হল। নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের আর অধিবেশন ঘটে উঠল না। জানিনা কোনও মহাজনের চেষ্টায় আবার কখনও এই অনুষ্ঠানটির পুনর্জ্জীবন লাভ সম্ভবপর হবে কিনা, ক্রমেই রাজন্যবর্গ ও ধনী সম্প্রদায়ের সঙ্গীতের প্রতি যেরূপ মহা ঔদাসীন্য লক্ষিত হচ্ছে—নরপতিগণের দরবার থেকে দিনের পর দিন গুণী শিল্পীগণের অন্নবস্ত্রের বরাদ্দ যেরূপ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে তাতে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের পুনরধিবেশন সুদূর পরাহত বলেই যেন বোধ হচ্ছে।

* * * * *

লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের পরে এলাহাবাদে দুবার সঙ্গীত সম্মেলন হয়েছিল। এ অধিবেশন দুটিকে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন ঠিক বলা বোধহয় যায় না। তবু দুবারের অধিবেশনেই যে নানা প্রদেশ থেকে বহু শিল্পী ও সুধীজনের সমাগম হয়েছিল তা আমরা জানি। এ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা প্রধানতঃ ছিলেন অদ্ভুতকর্ম্মা অধ্যাপক ডাক্তার দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ও শ্রমেই ওরকম বৃহদানুষ্ঠান সম্ভবপর হয়েছিল ও বিলক্ষণ সাফল্যযুক্তও হতে পেরেছিল। এজন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

* * * * *

এদিকে বাংলাদেশেও কয়েক বছর আগে একটি সঙ্গীতের জলসা বসেছিল—যাঁরা এ জলসাটির উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁরা সুপ্রসিদ্ধ না হ'লেও সঙ্গীতানুরাগী যে ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সে জলসার বিস্তৃত বিবরণ আমরা জানতে পারিনি বটে, কিন্তু শুনেছি জলসাটি তেমন সন্তোষজনক হয়নি। খুব সম্ভব উদ্যোক্তারা জনসাধারণের কাছে থেকে উপযুক্ত সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সক্ষম হননি—তার কারণ অনুসন্ধান করবার কোন প্রয়োজনও আর এখন নেই। সে সময়ে কয়েকজন স্থানীয় প্রসিদ্ধ শিল্পীর সাহায্যে জলসা করে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা কোন কোন সুচতুর ব্যক্তি যে করতেন তার আমরা একাধিক প্রমাণ পেয়েছি। নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় সে ব্যবসাটি দীর্ঘকাল চালাবার সুযোগ তাঁরা পান নি। দর্শকগণ ঐরূপ কর্ম্মকর্ত্তাদের মতলব অনতিবিলম্বেই ধরে ফেলেছিলেন।

* * * * *

তারপরে ক্রমে তিন বৎসর নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন নামে যে তিনটি মজলিস হয়ে গেল তাকে বাংলার সার্ব্বজনীন সঙ্গীতানুষ্ঠান বোধ হয় স্বচ্ছন্দেই বলা চলে, কিন্তু "মিউজিক কনফারেন্স" এই আখ্যাটি দেওয়া যায় কিনা তা ভাববার বিষয়। এই মজলিসগুলিতে সঙ্গীতের বিবিধ বিভাগের কোন বিষয় নিয়েই উপযুক্ত কোনরূপ আলোচনা হয়েছে বলে শুনিনি, কেবল গীতবাদ্যাদির কলা-নৈপুণ্য প্রদর্শনই এই সম্মেলনের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবার কীর্ত্তনের রূপ বিশ্লেষণ ও তার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ব্যাপারটি প্রশংসনীয় হলেও মিউজিক্ কন্‌ফারেন্স নামের পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করতে পেরেছে বলে ধরে নিতে আমরা দ্বিধা বোধ করছি। "মিউজিক কনফারেন্স" নামের যাথার্থ্য রক্ষা

কর্‌তে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনও শেষ ক'বছর বোধ হয় সমর্থ হন নি। সঙ্গীতের তত্ত্ব, রাগের গঠন ইত্যাদির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত উপস্থিত হবার ব্যবস্থা না হলে আলোচনী সভা নামকরণের যৌক্তিকতা বোধ হয় থাক্‌তে পারে না।

*　　*　　*　　*　　*

বাংলার প্রথম বৎসরের অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ও প্রধান কর্মকর্ত্তা ছিলেন শুনেছি প্রসিদ্ধ সুরশিল্পী স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুত কেশরী সিং নাহার, শ্রীযুত প্রণবেশ সিংহ প্রভৃতি। দ্বিতীয়টি শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, কেশরী সিং নাহার, গিরিজাকিশোর ঘোষ ও বাবু দামোদর দাস খান্না প্রভৃতি সঙ্গীত-রসিকগণের যত্ন ও অধ্যবসায় সাহায্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর এবারকার অনুষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্ত্তাই ছিলেন শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ ও বাবু দামোদর দাস। এবারের মজলিসে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটেছিল। কর্মকর্ত্তাগণ যথাসাধ্য আয়োজনের ত্রুটী করেন নি, তবে তাঁরা নানা কারণেই ইচ্ছানুরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে উঠ্‌তে পারেন নি, এরূপ অভিমত তাঁরা প্রকাশ কর্‌লেন। তবুও আমরা এঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার প্রশংসা না করে পারি না।

*　　*　　*　　*　　*

এবার সঙ্গীত মজ্‌লিসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর সুযোগ্য বংশধর নাটোরাধিপতি মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ। যোগ্য পাত্রেই যে যোগ্য ভার অর্পিত হয়েছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। মহারাজ শুধু সঙ্গীতানুরাগী নন, একজন মর্ম্মজ্ঞ ও দক্ষ শিল্পী। এককালে তিনি স্বর্গীয় বিশ্বনাথ রাও, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ প্রসিদ্ধ গায়কের শিক্ষায় উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদাদি আয়ত্ত করেছিলেন। স্বর্গীয় করমতুল্লা খাঁ সাহেবের নিকট স্বরোদ শিক্ষাও তাঁর হয়েছিল। আবার মৃদঙ্গ, তবলা, খোল প্রভৃতি আনদ্ধ যন্ত্রেও তাঁর ব্যুৎপত্তি উপেক্ষণীয় নয়; দুঃখের বিষয় মহারাজ দৈহিক অসুস্থতার জন্য এবার তাঁর ইচ্ছানুরূপ মজ্‌লিশের তত্ত্বাবধান কর্‌তে পারেন নি। আমরা শ্রীভগবান সমীপে প্রার্থনা করি মহারাজ যেন আগামী বর্ষের অনুষ্ঠানটিকে সর্ব্বপ্রকার সাফল্য মণ্ডিত কর্‌তে সক্ষম হন।

*　　*　　*　　*　　*

বিগত ক'বছরের সঙ্গীত সম্মেলনের কর্মসূচী দেখে মনে হয় পরিচালন পদ্ধতি আরও সংস্কারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং পরিচালক মহোদয়গণ এদিকে আরও মনোনিবেশ কর্‌লে অনুষ্ঠানটিও একদিকে যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠ্‌বে তেম্‌নি তাঁরাও সঙ্গীতপ্রিয় জনসাধারণের কাছে থেকে অধিকতর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন কর্‌তে পার্‌বেন। অবশ্য এদেশে সুশৃঙ্খল ভাবে কোন কাজ কর্‌তে গেলেই গতিপথে প্রভূত বাধা এসে পড়ে জানি তবুও ধৈর্য্যের সহিত সে সব উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা কর্‌তেই হবে নইলে বাংলার সঙ্গীতের যথার্থ কল্যাণ করা সম্ভবপর হবে না।

*　　*　　*　　*　　*

স্বরলিপি

কলিঙ্গড়া—একতালা

আজ বনয়ারী বন বাঁশরী বজাইরী,
অচল চরাচর থির গতি সজনী,
উলটি যমুনা ধার ধাইরী।
থগিত পবন রবি চন্দ্র সুরাসুর,
তরুগণ প্রেম জল জাইরী।
উমগী ব্রজবাল সকল হী।
শ্যামদাস রস পাইরী॥

শ্যামদাস। স্বরলিপি—গীত-সাগর *শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

										৩		
মা	গা	সা	গা	মা	পা	পা	দা	র্সনা	-দনা	দা	পা	|
আ	জ	ব	ন	বা	রী	ব	ন	বাঁ০	০০	শ	রী	|
০			১			২´			৩			
মা	গা	-মা	গা	-ঋা	সা	ন্‌া	সা	গা	মা	গা	-া	|
ব	জা	০	ই	০	রী	অ	চ	ল	চ	রা	০	|
০			১			২´			৩			
মা	দা	না	না	র্সা	র্সা	ণা	র্সা	র্গা	র্ঋা	র্ঋা	র্সা	|
চ	র	থি	র	গ	তি	স	জ	নী	উ	ল	টি	|
০			১			২´			৩			
না	না	দা	না	-া	সা	নর্ঋা	-র্সর্ঋা	-নর্সা	না	-দা	পা	||
য	মু	না	ধা	০	র	ধা০	০০	০০	ই	০	রী	||

* মির্জাপুর সঙ্গীত সম্মেলনে উক্ত উপাধি প্রাপ্ত।

০			১			২´			৩		
{মা	দা	দা	র্ঋা	র্সা	র্সা	র্ঋা	র্সা	-না	র্সা	-া	র্সা
খ	চি	ত	প	ব	ন	র	বি	০	চ	০	র্ষ
র্সা	না	-র্সা	-র্গা	র্ঋা	র্সা	র্সা	না	-র্সা	না	-া	-পা}
হু	রা	০	০	হু	র	ত	রু	০	গ	ণ	০
দপপা	-া	মা	-গা	মা	পা	দনা	-র্সর্ঋা	-নর্সা	না	-দা	পা ‖
প্রে০	০	ম	০	অ	ন	ন্তা০	০ ০	০ ০	ই	০	রী ‖
{মা	দা	-া	না	-া	র্সা	র্ঋা	-র্সা	-না	র্সা	র্সা	-া
উ	ম	০	গী	০	চ	লি	০	০	ব্র	জ	০
র্সা	-না	র্সা	র্গা	র্ঋা	র্সা	র্ঋা	-না	-র্সা	না	-দা	পা}
বা	০	ল	স	ক	ল	হী	০	০	শ্যা	০	ম
দপপা	-া	মা	-গা	মা	পা	দনা	-র্সর্ঋা	-নর্সা	না	-দা	পা ‖
দা০	০	স	০	র	স	পা০	০ ০	০ ০	ই	০	রী ‖

১ম তান :—গমা পদা নর্সা | র্ঋর্সা নদা পমা I

২য় তান :—সগা মপা দনা | র্সর্ঋা দপা র্সনা I

মৃদঙ্গ-বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

ঝাঁপতাল

+ ১ ০ ২
৪৩৫। ক্রানতা কেটেতাগ কদেনে ধাআন ঘেগে দেন্তা

+ ১ ০
ধাকৎ ত্রেকেটে ধেৎ তেটে ধা ধা কৎ

২ + ১
ত্রেকেটে ধেটে তেটে ধাঘে ঘেঘে তাগে

০ ২
কড়ান ঘেত্রেকেটে তাগ ত্রেকেটে দেন্তা

+ ১ ০
কেটে তাগ কৎ থুহু ঘেঘে দেন্তা দেন্তা ঘেঘে

২ +
কঅৎ দেন্তা ঘেঘে ধা

+ ১ ০
৪৩৬। তেটে ঘেনাআন ঘেঘে তেটে ধাগেদ্দি

২ + ১
ঘেনে কতা ঘেঘে ধাগে নাগে কেটে তাগ

০ ২ +
তেরে কেটে . ম্রাআন্ ৺ত্রেগেনে ধাগে থুউন্

১ ০ ২
নাড়ে তাগে ঘেঘে দেন্তা তেরে কেটে ম্রাণ

+ ১ ০
দেএৎ কতাতা ম্রাণ তেটে তেটেম্রাণ তেটে

২ +
ম্রাণ তেটে ম্রাণ ধা

আড়া

+ ১
৪৩৭। দিঘেনে ধাআন কতেটে কেটে তাগ তেটে

০ ২ +
ধাকা ধাআন ধাগেনে তাকা ধেকা কতেটে

১ ০ ২
ঘেঘে দিন্ দিন্ নাগ নারাআন্ থুকেটে ধান

+ ১
কতাগ ধাগেনে, ধেন্তা ধান ধাগেনে ধেন্নে

০ ২ +
কঅৎ ৺তাগ তাগ দিগ তাগ তেটে ত্রেগেনে

১ ০ ২
ম্রাণ . ক্রান্না দেএৎ দিঘেনে ক্রাণ তাকেটে

+
ক্রাণ তাগেনে ধা

+ ১
৪৩৮। তাকৎ তাগেনে কতাগ ধেৎ ধেন্নেকেটে

০ ২ +
ধা ঘেঘে তেটে গ্রেদেন্ গ্রেদেন্ তানে ঘেন্তা

১ ০
ঘেন্না দিঘেনে দিঘেনে ক্রেধেৎ কতাৎ ধেকেটে

২ + ১
কতাক্ ধাগেনে কতা ঘেদিদি দিঘেনে ক্রান্না

০ ২ +
কৎ কৎ কৎ ত্রেকেটু তাগেনে কৎ নাহ্

১
তেটে তেটে ঘেনে ঘেন ত্রেকেটে তাগ দেৎ

০ ২ +
দিঘেনে ক্রান কত্তেটে ধানে ধানে ধা

চতুরং

\+ ১ ০
। । । । । ।
৪৩৯। ধেয়ে ধাগেনে দিঘেনে নাগ দেৎ তেটে কত্তা

২ + ১
। । । । । । । ।
ঘেন্না ত্রেগেনে নান কতাগ তা ধা ✓তাগেনে

০ ২ + ১
। । । । । । । । ।
দে এৎ ✓কত্তেটে ধাত্তিধা ঘেনাক্ দেএত্তা তেটে

০ ২ +
। । । । । । ।
ধেকেটে ধাআণেকত্তা কত্তা গেধা, ধেরেকেটে

১
। । । ।
কেটে তাগ তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে তাগ

০ ২ +
। । । । ।
দেএৎ ✓দিঘেনে তা ধা

দোহা

। । । । ।
৪৪০। ‘পদ্ম পদাসন একা দেখে তোহায়

। । । । ।
চক্র কায় গয় এতি সব জানাব

। । । । ।
কোথাওনা পাওয়ে ত্রাণ শনিক এসি মগছুয়

। । । । ।
যব ঋতু আওয়েগা তব তো পাওয়েগা সুধার

পড়াল

\+ ১ ০ ২
। । । । । । । ।
থু ন্না গেড়ে গেড়ে থুন তাগে ক ত্তে টে গদি

। ।
ঘেনে নাগ

\+ ১ ০ ২
। । । । । । । । । ।
কদেত্তা ঘে ঘেন ধাণ দীনাক ধেরেকেটে কৎ

\+ ১ ০ ২
। । । । । । । । । ।
কৎ ক্রাআণ তাগে তন্নাড়েত্তা ঘেঘে দেৎ

\+ ১ ০
। । । । । । ।
ধাত্তেটে ধাআন ঘেঘে ত্রেগে তাগ ঘেড়েনাগ

২ +
। । । ।
তেরেকেটে তাক্রাণ তাগ ধা

বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েশন

সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার ফল—১৯৩৭

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আধুনিক বাংলা গান

সংখ্যা	নাম	পুরস্কার
এম (এ)	গণেশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী	প্রথম
	বুদ্ধদেব ব্যানার্জ্জী	সার্টিফিকেট
	নির্ম্মলকুমার বিশ্বাস	"
এম (বি)	বঙ্কিমচন্দ্র ব্যানার্জ্জী	প্রথম
	ধীরেন্দ্রচন্দ্র অধিকারী	"
	সুবল হাজরা	দ্বিতীয়
	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য	তৃতীয়
	সুনীল দত্ত	সার্টিফিকেট
	অনাথনাথ রক্ষিত	"
	গোপেন মল্লিক	"
	কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ	"
এম (সি)	পঞ্চানন্দ মুখার্জ্জী	বিশেষ প্রথম
	বিমলকুমার কর	প্রথম
	সচ্চিদানন্দ ঘোষ	"
	শীতলহরি ঘোষ	দ্বিতীয়
	জটাধর পাইন	"
	মানসমোহন ঘোষ	তৃতীয়
	পরেশচন্দ্র দে	"
	ছুটবিহারী চ্যাটার্জ্জী	"
	বিনয়কৃষ্ণ মুখার্জ্জী	সার্টিফিকেট
	সতীভূষণ চক্রবর্ত্তী	"
	অজিতকুমার মুখার্জ্জী	"
	নিরাপদ মুখার্জ্জী	"
	পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	"
	সৌরীন চৌধুরী	"
	লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নন্দি	"
	অমিয় মিত্র	"
	পৃথ্বিশ মুখার্জ্জী	"
	ভগবন্তচন্দ্র ব্যানার্জ্জী	"
	প্রমোদবিহারী খাস্তগীর	"
	আব্দুল আহাদ খান	"

সংখ্যা	নাম	পুরস্কার
	বলাইচন্দ্র বোস	সার্টিফিকেট
	সত্যচরণ নস্কর	"
	সুবোধরঞ্জন রায়	"
	শচীন্দ্রনাথ পালধী	"
	তারা লাহিড়ী	"
	সুবলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী	"
	কিশোরীমোহন বিশ্বাস	"
	শৈলপ্রসাদ ব্যানার্জ্জী	"
	উমাশঙ্কর চ্যাটার্জ্জী	"
	দেবব্রত সেনগুপ্ত	"
	নীরেন মুখার্জ্জী	"
এফ (এ)	বেলা সরকার	বিশেষ প্রথম
	কল্পনা ভট্টাচার্য্য	প্রথম
	নমিতা চ্যাটার্জ্জী	দ্বিতীয়
	সীতা ব্যানার্জ্জী	"
	লতিকা পাল	তৃতীয়
	মঞ্জুলিকা সুর	"
	দীপ্তি বোস	"
	বেলারাণী ঘোষ	"
	ইলা মুখার্জ্জী	সার্টিফিকেট
	আভাবতী গুহ	"
	অনিমা চক্রবর্ত্তী	"
	উর্ম্মিলা দাস	"
	বাসন্তী চক্রবর্ত্তী	"
	চুণী রায়	"
	কনক দাশগুপ্তা	"
	ছবিরাণী মুখার্জ্জী	"
	অমিতা রায়চৌধুরী	"
	কণিকা চৌধুরী	"
	নমিতা গাঙ্গুলী	"
	নিবেদিতা রায়	"
	বেলা মুখার্জ্জী	"

সংখ্যা	নাম	পুরস্কার
	উমাতারা চক্রবর্ত্তী	সার্টিফিকেট
	বেলারাণী আঢ্য	”
	আপেলরাণী দাস	”
এফ (বি)	আরতি দাস	বিশেষ প্রথম
	শিউলী সরকার	প্রথম
	মীরা দে সরকার	”
	মায়া নাগ	দ্বিতীয়
	পারুল সেন	”
	রেণুকণা সুর	তৃতীয়
	অরুন্ধতী সেনগুপ্ত	”
	নিলীমা দত্ত	”
	নিলীমা বোস	”
	রেখা কুমার	সার্টিফিকেট
	নমিতা রায়চৌধুরী	”
	কল্যাণী চ্যাটার্জ্জী	”
	শিবানী সরকার	”
	গীতা বসু	”
	গীতা মিত্র	”
	আশা সেন	”
	আলোক সান্যাল	”
	মিসেস জ্যোতিঃকণা ঘোষ	”
	মায়া পাল	”
	শ্যামলী রক্ষিত	”
	রমলা দাশগুপ্তা	”
	অসীমা শেঠ	”
	মায়া ব্যানার্জ্জী	”
	সুপ্রীতি মজুমদার	”
	রত্নমালা সেন	”
	শান্তা রায়চৌধুরী	”
	সুধা রায়	”
	বীণা রায়	”
	সরযূ রায়	”
	লাবণ্যময়ী সেন	”
	রতনমালা ভড়	”
	জয়জয়ন্তী চ্যাটার্জ্জী	”
এফ (সি)	ভারতী মজুমদার	প্রথম

সংখ্যা	নাম	পুরস্কার
	নীলিমা ভাদুড়ী	দ্বিতীয়
	শীলা সরকার	”
	আভা বসু	তৃতীয়
	লাবণ্য দেবী	”
	আভা সরকার	সার্টিফিকেট
	বকুল দত্ত	”
	মিসেস্ রাণীবালা চ্যাটার্জ্জী	”
	কল্যাণী সরকার	”
	ইন্দুমতী ভড়	”
	রত্না গুপ্তা	”
	সুধা চৌধুরী	”
	নীহার ঘোষ	”

বাউল ও ভাটিয়ালী

সংখ্যা	নাম	পুরস্কার
এম (বি)	শৈলেন আঢ্য	প্রথম
	বঙ্কিমচন্দ্র ব্যানার্জ্জী	দ্বিতীয়
	সুবল হাজরা	সার্টিফিকেট
এম (সি)	সৌরীন চৌধুরী	প্রথম
	বিমলকুমার কর	দ্বিতীয়
	পঞ্চানন্দ মুখার্জ্জী	তৃতীয়
	নিশীথ ভট্টাচার্য্য	”
	নিরাপদ মুখার্জ্জী	সার্টিফিকেট
	শীতলহরি ঘোষ	”
	বিনয় মুখার্জ্জী	”
	ভগবৎচন্দ্র ব্যানার্জ্জী	”
	ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	”
	আব্দুল আহাদ খান	”
	পৃথ্বিশ মুখার্জ্জী	”
	ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী	”
	ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ	”
এফ (এ)	উর্ম্মিলা দাস	প্রথম
	কণিকা চৌধুরী	দ্বিতীয়
	সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়ালা	তৃতীয়
	কল্যাণী বর্দ্ধণ	”
	বাণী মুখার্জ্জী	সার্টিফিকেট

সংখ্যা	নাম	পুরস্কার
	অসীমা ব্যানার্জ্জী	সার্টিফিকেট
	ইলা মুখার্জ্জী	,,
	মঞ্জুলিকা সুর	,,
	সাবিত্রী রায়চৌধুরী	,,
	দেবরাণী ব্যানার্জ্জী	,,
এফ (বি)	মায়া নাগ	প্রথম
	মীরা দে সরকার	দ্বিতীয়
	কল্যাণী চ্যাটার্জ্জী	,,
	গীতা মিত্র	তৃতীয়
	নমিতা রায়চৌধুরী	,,
	রমারাণী দত্ত	সার্টিফিকেট
	সরযূ রায়	,,
	প্রতিমা গুপ্তা	,,
	পারুল সেন	,,
	শ্যামলী রক্ষিত	,,
	অনিমা দাশগুপ্তা	,,
	সুপ্রীতি মজুমদার	,,
	তুষারকণা পাল	,,
এফ (সি)	নিলীমা ভাদুড়ী	প্রথম
	ভারতী মজুমদার	,,
	আভা বসু	দ্বিতীয়
	বাণী গাঙ্গুলী	,,
	বকুল দত্ত	তৃতীয়
	উমারাণী দেবী	সার্টিফিকেট
	ইন্দুমতী ভড়	,,

সুরবাহার

সংখ্যা	নাম	পুরস্কার
এম (সি)	রাসবিহারী সরকার	সার্টিফিকেট
	পুলীন পাল	,,

সেতার

সংখ্যা	নাম	পুরস্কার
এম (এ)	মহেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী	প্রথম
এম (বি)	লক্ষ্মীনারায়ণ গাঙ্গুলী	,,
	শৈলেন্দ্রনাথ দাস	দ্বিতীয়
এম (সি)	পুলিন পাল	প্রথম
	ব্রজেশ্বর গোস্বামী	,,
	সমরেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত	দ্বিতীয়

সংখ্যা	নাম	পুরস্কার
	বিমলকৃষ্ণ দত্ত	সার্টিফিকেট
	নগেন্দ্রচন্দ্র দাস	,,
	সুশীলকুমার মিত্র	,,
	নৃপেন গাঙ্গুলী	,,
	বিভূতিভূষণ রায়	,,
	অজিতকুমার বোস	,,
এফ (এ)	গৌরী দেব	প্রথম
	শান্তিলতা রায়চৌধুরী	,,
	সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়ালা	দ্বিতীয়
এফ (বি)	মিহিকা মিত্র	প্রথম
	সুলেখা মিত্র	দ্বিতীয়
	উষা গোভিলা	,,
এফ (সি)	ভক্তি বোস	প্রথম
	রত্না গুপ্তা	দ্বিতীয়
	তারা নিয়োগী	তৃতীয়
	শৈল সরকার	সার্টিফিকেট

স্বরোদ

সংখ্যা	নাম	পুরস্কার
এম (বি)	দুলালচাঁদ কর	প্রথম
এম (সি)	কৃষ্ণবিহারী বোস	প্রথম
	দুলালচন্দ্র কুণ্ডু	দ্বিতীয়
	নয়নরঞ্জন পাল	তৃতীয়
	শ্যামাপদ পাল	সার্টিফিকেট
এফ (বি)	প্রীতি বোস	প্রথম
এফ (সি)	সিতীমা ঘোষ	সার্টিফিকেট

এস্রাজ

সংখ্যা	নাম	পুরস্কার
এম (এ)	বীরেন্দ্রনাথ শেঠ	সার্টিফিকেট
এম (বি)	সুনীলকুমার সরকার	প্রথম
	গোবর্দ্ধন সরকার	দ্বিতীয়
এম (সি)	গোপালচন্দ্র মজুমদার	প্রথম
	জিতেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী	দ্বিতীয়
	অজিতসাধন ভট্টাচার্য্য	,,
	হেমন্তকুমার দাস	তৃতীয়
	তারকপদ চ্যাটার্জ্জী	,,
	সুবোধচন্দ্র মজুমদার	সার্টিফিকেট
	তারাপ্রসাদ রায়	,,

সংখ্যা	নাম	পুরস্কার
	পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	সার্টিফিকেট
	নলিনচন্দ্র দত্ত	,,
এফ (বি)	এয়ারাণী মিত্র	প্রথম
	লীলা ঘোষ	দ্বিতীয়
এফ (সি)	মিসেস্ রাণীবালা চ্যাটার্জ্জী	প্রথম
	বীণাপাণি দেবী	,,

ব্যাঞ্জো

এম (বি)	বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী	সার্টিফিকেট
	সুখকুমার চক্রবর্ত্তী	,,
এম (সি)	দুলালচাঁদ কুণ্ডু	প্রথম
	বিজয় ঘোষ	দ্বিতীয়
	অর্দ্ধেন্দু বোস	সার্টিফিকেট
এফ (সি)	সীতিমা ঘোষ	প্রথম

বেহালা

এম (সি)	শত্রুসাধন দুবে	প্রথম
	প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী	দ্বিতীয়
	পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী	তৃতীয়
	পার্ব্বতীচরণ গাঙ্গুলী	সার্টিফিকেট
এফ (এ)	অঞ্জলী বোস	প্রথম
এফ (বি)	বুলবুল রায়	,,
এফ (সি)	অনিমা বোস	,,

পাখোয়াজ

এম (বি)	দেবপ্রসাদ মুখার্জ্জী	প্রথম
	জিতেন্দ্রনাথ সাঁৎরা	,,

তবলা

এম (এ)	কার্ত্তিকচন্দ্র বিশ্বাস	প্রথম
	জয়দেব গোস্বামী	প্রথম
	শিবপ্রসাদ উপাধ্যায়	দ্বিতীয়
	প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	তৃতীয়
এম্ (বি)	ভোলানাথ উপাধ্যায়	প্রথম
	জিতেন্দ্রনাথ সাঁৎরা	,,
	দেবপ্রসাদ মুখার্জ্জী	দ্বিতীয়
	ভোলানাথ সাহা	,,
	বিমলেন্দ্রনাথ দত্ত	তৃতীয়
	দুনিচান্দ বড়াল	,,

সংখ্যা	নাম	পুরস্কার
	রাধাশ্যাম চন্দ্র	সার্টিফিকেট
	বিশ্বনাথ দে	,,
এম্ (সি)	সুবিমল কর গুপ্ত	প্রথম (বিশেষ)
	নিমাইলাল শীল	প্রথম
	বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য	দ্বিতীয়
	পশুপতিনাথ লাহা	,,
	যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য	তৃতীয়
	কমলকৃষ্ণ ভাণ্ডারী	,,
	সাকরাৎ হোসেন	সার্টিফিকেট
	শিউনারায়ণ মিশ্র	,,
এফ (বি)	নন্দরাণী গাঙ্গুলী	প্রথম

ঐক্যতান

	ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েসন	প্রথম
	কমলা বালিকা বিদ্যালয়	,,

হারমোনিয়ম

এম্ (বি)	তারকমোহন দাস	প্রথম
এম্ (সি)	মণীন্দ্রমোহন ব্যানার্জ্জী	প্রথম
	সীতারাম শর্ম্মা	দ্বিতীয়
	কালীপ্রসাদ ট্যাণ্ডন	তৃতীয়
এফ (এ)	বেলা সরকার	প্রথম

প্রাচ্য ও উচ্চশ্রেণীর নৃত্য

এফ (এ)	কল্পনা ভট্টাচার্য্য	প্রথম (বিশেষ)
	শেফালিকা গোস্বামী	প্রথম
	সবিতা চ্যাটার্জ্জী	দ্বিতীয়া
	যূথিকা গাঙ্গুলী	তৃতীয়
	হেনা বর্দ্ধণ	সার্টিফিকেট
	রেণুকা মিত্র	,,
এফ (বি)	রেণুকা মোদক	বিশেষ প্রথম
	মঞ্জুলিকা ভাদুড়ী	প্রথম
	শিবানী সরকার	দ্বিতীয়
	স্নিগ্ধা ব্যানার্জ্জি	তৃতীয়
	কণিকা চৌধুরী	সার্টিফিকেট
	আশমানী বসু	,,
এম (সি)	শচীন্দ্রকুমার নাগ	প্রথম

সংখ্যা	নাম	পুরস্কার
	ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	প্রথম
	সুনীলকুমার ব্যানার্জ্জী	দ্বিতীয়
	নারায়ণচন্দ্র ব্যানার্জ্জী	সার্টিফিকেট

আধুনিক নৃত্য

বিভাগ	নাম	পুরস্কার
এক (এ)	মীরা দাস	প্রথম
	সুলেখা দাশগুপ্তা	দ্বিতীয়
	মানসী গুপ্তা	"
	অঞ্জলী বোস	তৃতীয়
	যূথিকা গাঙ্গুলী	সার্টিফিকেট
	আরতি সেনগুপ্তা	"
	ঝর্ণা মিত্র	"
	হেনা বর্ম্মণ	"
	সবিতা চ্যাটার্জ্জী	"
	কল্পনা মুখার্জ্জী	"
	রেণুকা মিত্র	"
	সুজাতা ঘোষ	"
এক (বি)	মঞ্জুলিকা ভাদুড়ী	প্রথম
	অমিয় নাগ	দ্বিতীয়
	মণিকা মিত্র	তৃতীয়
	আশমানী বসু	সার্টিফিকেট
	কণিকা চৌধুরী	"
	স্বস্তি রায়	"
	শিশু প্রতিযোগী	"

ধ্রুপদ

এক (এ)	বীণা কুমারী	প্রথম
	যোগমায়া দেবী	দ্বিতীয়

খেয়াল

এম (এ)	প্রণবকুমার ভট্টাচার্য্য	প্রথম
	চণ্ডীদাস মাল	সার্টিফিকেট
এক (এ)	সত্যভামা দাস	বিশেষ প্রথম
	নীলি মণ্ডল	প্রথম
	গীতা ঘোষাল	সার্টিফিকেট
	শেফালীকা শুঁই	"

ঠুংরী

সংখ্যা	নাম	পুরস্কার
এক (এ)	ভ্রামরী বোস	প্রথম

কীর্ত্তন

এক (এ)	গৌরীরাণী মিত্র	প্রথম
	ভ্রামরী বোস	দ্বিতীয়
	গীতা ঘোষাল	তৃতীয়

ভজন

এম (এ)	প্রণবকুমার ভট্টাচার্য্য	প্রথম
	চণ্ডীদাস মাল	দ্বিতীয়
এক (এ)	অন্নপূর্ণা দাস	বিশেষ প্রথম
	গৌরীরাণী মিত্র	প্রথম
	গীতা ঘোষাল	দ্বিতীয়
	ভ্রমরী বোস	তৃতীয়
	বীণা কুমারী	"

বাউল ও ভাটিয়ালী

এক (এ)	কবিতা রায়	বিশেষ প্রথম
	গৌরীরাণী মিত্র	প্রথম
	সুরোজিনী	দ্বিতীয়
	ভ্রমরী বোস	সার্টিফিকেট
	গীতা ঘোষাল	"

আধুনিক বাংলা গান

এক (এ)	কবিতা রায়	বিশেষ প্রথম
	গৌরীরাণী মিত্র	প্রথম
	উমারাণী বোস	দ্বিতীয়
	ভ্রমরী বোস	তৃতীয়
	নীলি মণ্ডল	"
	গীতা ঘোষাল	সার্টিফিকেট
	শেফালিকা শুঁই	

গজল

এক (এ)	ভ্রমরী বোস	প্রথম

সংবাদ

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন

(বিশেষ অধিবেশন)

বিগত ৫ই এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের একটি পুনরাধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সুবিখ্যাত খেয়ালী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী মহাশয় একাদিক্রমে চারিখানি খেয়াল গান গাহিয়া তাঁহার সঙ্গীত কলার পরিচয় দেন। তৎপর বেনারসের গায়ক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি তেলেনা ও একটি খেয়াল গান করেন। শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব. চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি বসন্ত খেয়াল ও একটি ঠুংরী গান গাহিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ স্বর্গীয় নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের ভ্রাতা ওস্তাদ রহিমুদ্দিন খাঁ সাহেব কয়েকটী রাগের আলাপ করিয়া সঙ্গীতের বিবিধ কারুকলার বিশদ পরিচয় দিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাঁহার কণ্ঠসঙ্গীতের মাধুর্য্য উপস্থিত শ্রোতাদিগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। পরিশেষে পণ্ডিত রামকিশন মিশ্রের খেয়াল, কুমারী রেণুকা সাহার ও ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেবের সেতার অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যকল্পে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ এবং বাবু দামোদর দাস খান্না মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাত্রি প্রায় ১ ঘটিকায় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

জলসা

গত ২০শে চৈত্র শনিবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় কলিকাতার ইয়ংমেন্স এসোসিয়েশনের উদ্বোধন উপলক্ষে ৩০ নং বিবেকানন্দ রোডে একটী বিরাট জলসার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। অনুষ্ঠানটীর সভাপতিত্ব করিবার ভার প্রথমে ডাঃ রায় বাহাদুর হরিধন দত্ত এবং পরে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমাণিকলাল মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভার প্রথমে উক্ত এসোসিয়েসনের জন্ম ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সম্পাদক শ্রীবিষ্ণু শেঠ বি-এ একটী বিবৃতি দেন ও পরে শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম, এ, বি-এল, অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু এবং শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-এল প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা দেন। উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হওয়ার পর শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীললিত কুমার মুখোপাধ্যায় উভয়ে এক একটী করিয়া ধ্রুপদ গান করেন। মৃদঙ্গ সঙ্গত করেন যথাক্রমে শ্রীদুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীসুবোধচন্দ্র দে। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীভবানীসেবক মিত্র, শ্রীহরেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীরামু মিত্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক) শ্রীরামকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি অনেক গুণীগণ এক একটী করিয়া খেয়াল গানে সভাস্থ সকলকে মোহিত করেন। তবলা সঙ্গতের ভার নেন যথাক্রমে শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীসূর্য্য মিত্র, শ্রীগোপালচন্দ্র দাস এবং বুন্দি মিত্র প্রভৃতি।

সভায় সামান্য রকমের জলযোগের ব্যবস্থা ছিল এবং অনেক সঙ্গীতাদি হওয়ার পর রাত্রি প্রায় ৩টার পর সভা ভঙ্গ হয়।

৺মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি উৎসব

গত ৮ই ফাল্গুন ইংরাজী ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ১০নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থ ৺তারকনাথ বসু মহাশয়ের ভবনে শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক টালার বিখ্যাত এটর্ণী, ডেপুটী রেজিষ্ট্রার, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রসিদ্ধ তবলা বাদক ও সঙ্গীত পৃষ্ঠপোষক ৺মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুর্থ বার্ষিক স্মৃতি উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

মাননীয় নসীপুরাধিপতি রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর মহোদয় তথাকার সভাপতিত্ব করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন কিন্তু শারিরীক অসুস্থতা বশতঃ তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় হাইকোর্টের অফিসিয়াল রেফারী মাষ্টার, ও বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ এন্‌ মটক তাঁহার আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতি মহাশয় ও সভাস্থ উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্য হইতে কয়েকজন স্বর্গীয় গাঙ্গুলী মহাশয়ের বহু গুণগ্রামের উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা ও শোকপ্রকাশ করেন।

উপস্থিত বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের ভিতর নিম্নলিখিত হাইকোর্টের ইনসলভেন্সি রেজিষ্ট্রার মিঃ কানাইলাল মিত্র, ডেপুটী রেজিষ্ট্রার মিঃ শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, অ্যাসিষ্টান্ট রেজিষ্ট্রার মিঃ কৃষ্ণলাল দত্ত ও মিঃ লালগোপাল মল্লিক, অ্যাসিষ্টান্ট পুলিশ কমিশনার রায় সাহেব প্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর কাশীশ্বর চক্রবর্ত্তী, প্রঃ মন্মথ মোহন বসু, এটর্ণী জ্যোতিষ বসু, পাথুরিয়াঘাটার বাবু

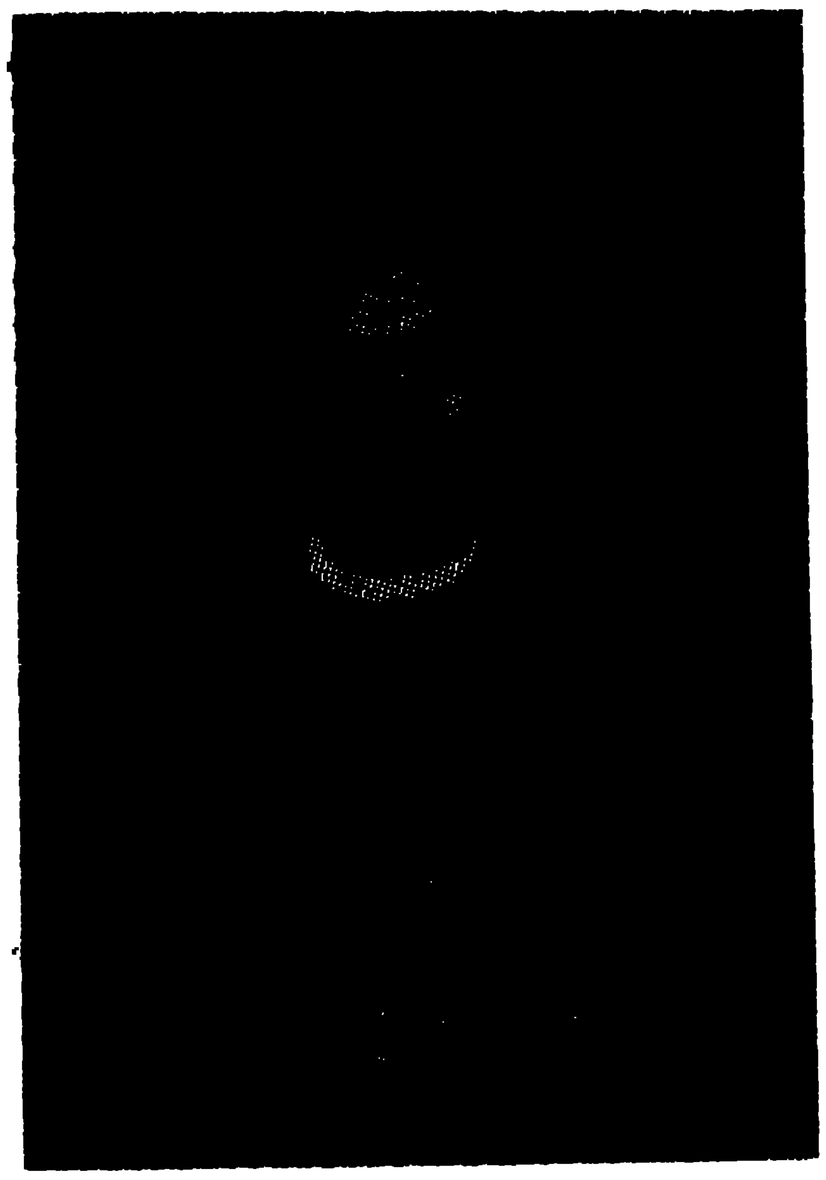

৺মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, বাবু দামোদর দাস খান্না, মিঃ কে, এস, নাহার, বাবু কিষণচাঁদ বড়াল, কাষ্টমিলার বাবু মৃগেন্দ্র কুমার মজুমদার, বাবু মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য ও বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় মিঃ এস, ব্যানার্জ্জীর নাম উল্লেখ যোগ্য। ইহার পর সঙ্গীত আরম্ভ হয়। সঙ্গীত বিশারদগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ধ্রুপদ), শ্রীযুক্ত বাবু দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (পাখোয়াজ), শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (ধ্রুপদ), শ্রীযুক্ত বাবু ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় (খেয়াল) শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ি দাস (খেয়াল), শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস (ছোট) (খেয়াল), শ্রীযুক্ত বাবু ভবানী সেবক মিশ্র (খেয়াল), শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (খেয়াল) ওস্তাদ ছোটে খাঁ (সারঙ্গী), শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামকুমার গাঙ্গুলী (শরদ), শ্রীযুক্ত বাবু অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য্য (সেতার), কেরামত খাঁ (তবলা), মহোদয়গণ সঙ্গীত সভায় উপস্থিত থাকিয়া বহুরূপে সারারাত্রিব্যাপী কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত দ্বারা সভাস্থ সকলের আনন্দ বর্দ্ধন ও শিষ্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের অসামান্য সাফল্য লাভের সহায়তা করিয়াছিলেন।

আশা করি যেন প্রতি বৎসর স্বর্গীয় মন্মথবাবুর একান্ত ভক্ত ছাত্রবৃন্দ এইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে ও একান্ত মনে এই স্মৃতি উৎসবের সাফল্য ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভের সমর্থ হইয়া জনমণ্ডলীকে আনন্দ দান করিতে পারেন।

মুরারি স্মৃতি সম্মেলন

বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ বিদ্যার অধ্যাপক মৃদঙ্গাচার্য্য পরলোকগত মুরারিমোহন গুপ্ত মহাশয়ের ত্রয়স্ত্রিংশবর্ষ স্মৃতি সম্মেলন উপলক্ষে গৌরীপুরের ভূম্যাধিকারী শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুরারিমোহনের প্রিয়তম কৃতী ছাত্র মৃদঙ্গবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত শ্রীযুত দুর্লভচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও অন্যান্য যশোমুগ্ধ ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে এই সান্ধ্য সঙ্গীত সভার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীনন্দ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুত পবনচন্দ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ মহাশয় অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করিবার পরে কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীযুত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় বীণাযন্ত্রের অপূর্ব্ব আলাপ করেন। তৎপরে শ্রীযুত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধ্রুপদ সঙ্গীতে শ্রীযুত দুর্লভচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গতে সভাস্থল মুখরিত হয় ইহার পর ধারাবাহিকরূপে সঙ্গীত বিশারদ শ্রীযুত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র পাল, কুমারী আশালতা দে, প্রভৃতি গায়ক গায়িকাগণ এবং তৎসহ পণ্ডিত দুর্লভচন্দ্রের ছাত্রগণ প্রতাপনারায়ণ মিত্র, খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ সাঁতরা (অল্পবালক), দেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধ বাবু), রামলাল মিশ্র প্রভৃতি বাদকগণ এবং

স্বর্গীয় মুরারী বাবুর ছাত্র শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র অধিকারী (কেবল বাবু), মৃদঙ্গ সঙ্গত করিয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত রাত্রিব্যাপী উৎসব চলিয়াছিল। সকলকেই জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

সঙ্গীত সাধক দিলীপকুমার

গত ৪ঠা মার্চ্চ রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে সঙ্গীত সাধক শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়ের কণ্ঠসঙ্গীতের আয়োজন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে কুমারী গীতা দাস (গীতশ্রী), কুমারী আরতি দাসের ঠুংরী ও বাংলা গান হওয়ার পর দিলীপবাবু তাঁহার রচিত দুইখানি ভজন ও কীর্ত্তন গান করেন। গান দুইখানির একটি "কৃষ্ণের মঞ্জীর যায়" ও অপরটি "চমকে তিমির থির বিজলী" বলা বাহুল্য এমন প্রাণোন্মাদক ভক্তিরসাত্মক অপূর্ব্ব সঙ্গীত বুঝি আর শুনি নাই। এমন ভাববিলাস ও কারুকলাসম্পন্ন কণ্ঠসঙ্গীত আমরা খুব কমই শুনিয়াছি। তিনি দীর্ঘ প্রবাসের পর কয়েক মাসের জন্য কলিকাতা আসিয়া কয়েকটি অধিবেশনে তাঁহার সঙ্গীত-কলার পরিচয় দিয়াছেন। অতঃপর তিনি স্বর্গীয় দেশকর্ম্মী আব্বাস তায়েবজী সাহেবের কন্যা শ্রীযুক্তা রাহানা দেবীর একটি কৃষ্ণ সঙ্গীত গাহিয়া বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। পরিশেষে শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার স্বরদ যন্ত্রে একটি গৎ ও আলাপ বাজাইয়া অনুষ্ঠান ভঙ্গ করেন।

কুমারী আশালতা দে

প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ বাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)র পৌত্রী কুমারী আশালতা দে সঙ্গীত কলার বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। গত বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েসনের সঙ্গীত প্রতিযোগীতায়

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কন্‌ফারেন্সেও তাহার কণ্ঠসঙ্গীত বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। এজন্য উক্ত কন্‌ফারেন্স হইতে কয়েকটি সুবর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বালিকার বয়স মাত্র ৭ বৎসর। এই অল্প বয়সেই সে বহু সভা সমিতিতে গান গাহিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। আমরা এই বালিকাটীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।